

II C. 73

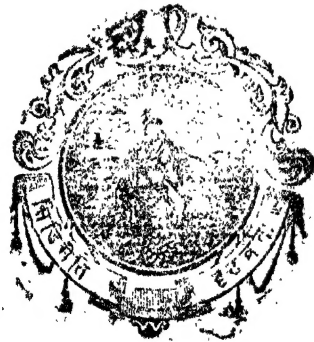
ও নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

মূল, অম্বয়, তৎসহ 'গীতা-বোধ-বিবর্তিনী' সংস্কৃত ব্যাখ্যা, বাঙ্গালা
প্রতিশব্দ, বাঙ্গালা ব্যাখ্যা, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, হরমান ও
বলদেবব্রহ্মভট্টাচার্য্য, আমলগিরি, চৈবর, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ
ও বিশ্বনাথকৃতটীকা, বাসুদেবানন্দ 'গীতার্থসংগ্রহ'
ও নন্দানুবাদ, 'গীতার্থ-সার-দীপিকা' নামে গ্রন্থ-
স্বত্ব বাঙ্গালা ভাষাপ্রদান শাস্ত্রীর প্রমাণ
ও বহুবিধ সিংহাসনী সমেত ।

যহ সৎসংগলকৃত কাশিমপাড়ার অদ্বৈত শ্রীমন্মহারাজ মণীষক্রেম নন্দী
মহারাজের বায়ে দু'দণ্ড ও প্রচারিত ।

তৃতীয় ষটক



জ্ঞানযোগ

কলিকাতা দায়িত্ব নুখোপাধ্যায় বিদ্যামন্ডল এম. আর. ১৯০৬

কলিকাতা দায়িত্ব

কলিকাতা দায়িত্ব নুখোপাধ্যায় বিদ্যামন্ডল এম. আর. ১৯০৬

S
294.5924
B575 d

Sl. no. 075753

কলিকাতা, ৩৯ নং অপারিংপুর রোড,

“কৃষ্ণপ্রেম”

শ্রীচক্ৰভূজ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

3835

ত্ৰয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

অৰ্জুন উবাচ ।

একুতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্ৰং ক্ষেত্ৰজমেব চ ।

এতৎসেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১ ॥

অৰ্থাৎ ।—অৰ্জুনঃ উবাচ (কথয়ামাস), হে কেশব । একুতিং (ত্রিগুণাশ্রুতঃ) পুরুষঃ (জীবঃ) চ এব 'ক্ষেত্ৰং ক্ষেত্ৰজং এব চ জ্ঞানং জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্যং) চ এতৎ [সৰ্বং] বেদিকুং (জ্ঞাতুং) ইচ্ছামি (অভিলষামি) ॥ ১ ॥

ভাষ্যাদ ।—অৰ্জুন বলিষেম, হে কেশব ! প্রকৃতি ও পুরুষ, ক্ষেত্ৰ ও ক্ষেত্ৰজ এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই [সমস্ত] জানিবার-নিমিত্ত ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।—অৰ্জুন বলিলেন, হে কেশব ! প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্ৰ, ক্ষেত্ৰজ, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় এই সকলের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ১ ॥

বক্তব্য ।—[এই শ্লোক এতদেশ প্রচলিত শ্রীমদ্ভগবদগীতার পায় কোন সংস্করণেই নাই, এবং পুৰাণাদি শাস্ত্রাচাৰ্য, আনন্দগিৰি, রাধাকৃষ্ণাচাৰ্য, হুয়ুমানি, শ্রীধর প্রভৃতি কোন মহাশয়ই ইহার কোন ভাষা বা টীকা লিখন করেন নাই । বোধাই প্রকেশব কোন কোন সংস্করণে এই শ্লোক নিবদ্ধ আছে । আশাধিগেব নিকটস্থ ছন্দোমিত একখানি সুপ্রাচীন পুথিতেও এই শ্লোক দৃষ্ট হইতেছে । বোধের একখানি পুস্তকে এই শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । পুণ্যপান শ্রীমদ্রাধকবচন এই শ্লোককে গ্রহণ কৰিয়াছেন, এবং ইহার বিবৃতি করিয়াছেন । নিজে বিভিন্নভাষায় বিবৃতি উক্ত হইল । গীতার শ্লোক সংখ্যা সাক্ষ্যত বলিয়া সন্দেহ নাই । ইহাও ইহাও কোন ভাষা ও টীকাইং মহাশয় ভাষা স্বীকার করিয়াছেন । (৩৪)

যদিও শ্রীশ্রী শ্রীমদ্রাজগোপালদাস (এই শ্লোক গ্রহণ না করিলে গীতার শ্লোক ৩১১ মার্গ হইত) ইত্যাদি এক শ্লোকের অভাব দৃষ্ট হয়। তথাপি তাঁরাও সীতাকানন মহাশয়গণ এ শ্লোকের অপ্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই তাহা সন্দেহ নহে। এই শ্লোক এ স্থলে রাখিলে কোনরূপ অসঙ্গতি ঘটে নাই। এই গীতা শাস্ত্রের যে যে স্থলে শ্রীভগবান্ কোন গুরুতর তথ্য কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাৎপর্য্যই তাৎপর্য্যকে আত্মসংযম প্রদান দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত প্রেরণ সমাবেশ কোন রূপেই মুক্তিদায়ক নহে। অর্জুন কৃত প্রেরণ উত্তরে শ্রীভগবান্ আশ্রয় বিষয়ক প্রশ্নগণকে তত্ত্ববোধের মীমাংসায় প্রযুক্ত হইতেছেন, এই পদ্ধতিই গীতা শাস্ত্রের পারমার্থিক রূপে অবলম্বিত রহিয়াছে। গীতা মাধ্যম্যে লিখিত আছে : “সর্বোপনিষদোগোশে যোহা গোপাল নন্দনঃ। পার্থে বংসঃ প্রদীর্ঘোজা হৃদয়ং নীতামৃতং মতং ॥” (ইহার তাৎপর্য্য পরিপাঠ্য হইয়া) এই স্থলে অর্জুনকে বংসরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই উপহার মার্কত্ব এই যে, পার্থবী গাভী জাগনি দুগ্ধ প্রদান করে না, বংস আকর্ষণ করিলে দুগ্ধ নিঃসৃত হয়। গীতা উপাসকগণের পার্থরূপ বংস কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়াছে এবং গোপানন্দন রূপ শ্রীভগবান্ তাহা দোহন করিয়া অগ্রে পান করিয়াছেন। সতরাং বংসের বৈকল্য মাহতনে দুগ্ধ আনয়নের নিমিত্ত দ্রব্যে দুগ্ধের উৎসাহ করা হইতে হয়, তদ্রূপ ধারণার নিমিত্ত প্রদান করা। শ্রীভগবান্কে তত্ত্ববোধের প্রদান করা সম্বন্ধে উল্লিখিত করা অর্জুনের পক্ষে অসঙ্গত নহে। বিশেষতঃ এই ব্যাখ্যান কথায় যে অতি গুরুতর তত্ত্বের অবতারণা হইতেছে। অপিচ ইহা এক নতুন ঘটকের প্রবর্ত্তন। এখানে অর্জুন কৃত প্রশ্ন অত্যাবশ্যক। ইহার সহায়তায় অর্জুন কৃত কোন প্রশ্নের বিকাশ না হইলে অতীত বসিয়া পোষ হয়।]

রাধাবৈষ্ণব কৃত বিবৃতি -—পূর্ব্ববটকদ্বয়োক্তাংগৈঃ গহণয়েৎ সমাধায়ঃ। তথাহি, সংস্রবমথটকে দেবভাবাদিয়া বেদা ইত্যাদিনা প্রাচুর্য্যেণ জ্ঞানসাধনং মাধবমাপ্তকৃতং। বক্তৃত্বা হিতোপদেশাদ্যে ন হোহা হি তাদিনা অনাদিনিষ্ঠায়া দিমা জীবন্তরূপমুক্তং। যত্ব দ্বিতীয় টীকে ভগবৎস্বরূপতত্ত্বং যদপি মন্ত্রমে ত্বনিরাপ ইত্যাদিনা ক্ষেত্রজ শক্তিঃ ভগবৎসংগতান মুক্তং তদ্বিকীর্ণ্যোক্তং সর্ববুদ্ধাবোধার্থং সংক্ষিপ্যাস্তিসংখ্যায়ৈ প্রশংসূরীকম্ প্রদশ্যতে প্রকৃতি-মিত্যাদিনা। পূর্ব্বমু জীবন, জ্ঞানম্ প্রানসাধনং ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ ——প্রতিভা ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য ——অতীত বটকদ্বয়ের অর্থাবধারণ অর্থাৎ নানাস্থানে বিস্তৃত ভাবনাভাব একত্র সংগ্রহ করাই বর্ত্তমান (ত্রয়োদশ) অধ্যায়ের লক্ষ্য। অতীত বটকে “ঐশ্বর্য্য বিবরণবেদা” (২য় অধ্যায় ৪২-শ্লোক) হইতে বটক সমাধায়ের সমাপ্তি পর্য্যন্ত জ্ঞান সাধনের “আরম্ভকথা” প্রেরণের কথিত হইয়াছে। অপিচ “নৈবেদ্যং জাহ্ননাং” (২য় অধ্যায় ১১-শ্লোক) ইত্যাদি দ্বারা কীটের অনাদি ও নিত্যস্বরূপ কীর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় ঘটকে অর্থাৎ প্রথম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত অধ্যায় নিচয়ে শ্রীভগবানের
রূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রথম অধ্যায়স্থিত “ভূমিরূপোহনলোবায়ুঃ”
(৪ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রজ শব্দাভিহিত শ্রীভগবানের আবাস স্থান
নিরূপিত হইয়াছে। ইত্যাদি ভাব বিকীর্ণরূপে নানা স্থানে পরিব্যক্ত
হইয়াছে। এক্ষণে সংক্ষেপে তৎসমস্তের মর্ম্মাহরণ পূর্ব্বক এক স্থানে নিষ্কা-
শ করিবার অভিপ্রায়ে অর্জুনকৃত এই প্রশ্নের অবতারণা হইয়াছে।

অর্জুন পূর্ব্বের বিবিধভাবে ভগবানের উপদেশ সমূহ শ্রবণ করিয়া
শাসিতেছেন। কিন্তু তত্তাবতের সামঞ্জস্য পূর্ব্বক চরম জ্ঞাতব্য পরিজ্ঞানের
নিমিত্ত বলবতী বাসনার উদ্ভব হওয়া সুসঙ্গত। সেইরূপ বাসনার প্রাবল্যে
তিনি জিজ্ঞাসিতেছেন, হে কেশব! তুমি চিরদিনই দুষ্টদমনে ও অমুর-
হননে নিদ্বন্দ্বিত। আমার অজ্ঞানরূপ অমুর এবং পরম শত্রু তুমি নাশ
করিয়াছ। অতএব তুমিই পুনরায় প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব, ক্ষেত্র ও
ক্ষেত্রজের নিকৃপণ শরীর-কোষের! ক্ষতপ্রাণের! ক্ষতপাদেশ প্রদান করিয়া
দেহ-জ্ঞান ও জ্ঞেয়-পদার্থ সম্বন্ধে সন্নিবর্তিত কর।

পূর্ব্বের দ্বাদশ অধ্যায়ের উপসংহার কালে কতিপয় শ্লোকে শ্রীভগবান্
সকল তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে অর্জুন স্বকীয় চিন্তকৃত
সমূহকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছেন
এবং মনকে সর্ব্ব ব্যাপার হইতে বিনিমুক্ত করিয়া একান্তভাবে ভগবদভিমুখ
করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন। কিন্তু তদ্বারা এই দেহ ব
এই দেহমধ্যস্থ জীবের সম্বন্ধে কোনই পরিজ্ঞান হইতেছে না। প্রকৃতি
এবং পুরুষের সম্মিলনে এই সৃষ্টি প্রবাহ ধারাবাহিক রূপে চলিয়া আসি-
তেছে। তাহার মর্ম্ম জানিতে অবশ্যই একান্ত আগ্রহ জন্মিতে পারে। এবং
লব্ধজ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাতব্যের সহিত সম্বন্ধস্থাপনের অবশ্যই আগ্রহ জন্মিতে
পারে। সেই আগ্রহের নিমিত্তই অর্জুনের এই প্রশ্ন ॥ ১ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী প্রারম্ভ বাক্য। ভক্তগণের আমি উচ্চার
কর্তা, ভগবান্ পূর্ব্বের এইরূপ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, এক্ষণে ত্রয়োদশাধ্যায়ে
তৎপ্রতিজ্ঞার নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞান বিস্তার করিতেছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবদেব বিদ্যাভূষণের প্রারম্ভ বাক্য। যে সকল তত্ত্ব
প্রথমটিকে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই এই অন্তিম ঘটকে বিশদীকৃত হই

তেছে । পূৰ্ব্বোপদিষ্ট ভক্তিমাৰ্গে জ্ঞানই দ্বারস্বরূপ । এই হেতু ত্রয়োদশাধ্যায়ে দেহ, জীব এবং ঈশ্বরের বিজ্ঞান কথিত হইতেছে ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তের প্রারম্ভ বাক্য । ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা আয়ত্তীকৃত মন সহকারে যোগপরায়ণগণ যদি কিছু নিশ্চল নিষ্কিয় পরম জ্যোতিপদার্থ দেখিতে সমর্থ হন, তাহাই তাঁহারা দেখিতে থাকুন । কিন্তু আমাদের পক্ষে কালিন্দীকূলে বিচরণশীল পুরুষ যেন চিরদিন লোচন চমৎকারিত্ব বিধান করেন ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্ভক্তের প্রারম্ভবাক্য । যে ভগবদ্ভক্তির রূপায় জ্ঞানাদি সাধন সহকারে ব্রহ্মনিষ্ঠার সার্থকতা লাভ করা যায়; সেই ভগবদ্ভক্তিকে নমস্কার । এই তৃতীয় ঘটকে জ্ঞানমিশ্র ভক্তির তত্ত্ব নিরূপিত হইতেছে । তন্মধ্যে সূক্ষ্মশৈল্যে কেবল ভক্তির উৎকর্ষও পরিকীৰ্ত্তিত হইতেছে । ত্রয়োদশাধ্যায়ে শরীর, জীবাত্মা, পরমাత్মা, জ্ঞানের সাধন এবং প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব বিবচিত হইতেছে ।

—(০)—

শ্রীভগবানুবাচ ।

ইদং শরীরং কোন্তেয় ! ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ।

এতদ্যো বেত্তি তৎ প্রাহঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ ॥২॥

অন্বয় ।—শ্রীভগবানু উবাচ, হে কোন্তেয় ! ইদং শরীরং ক্ষেত্রং ইতি অভিধীয়তে (কথ্যতে) যঃ এতৎ (ক্ষেত্রং) বেত্তি (মম ইতি মন্যতে) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বিবেকিনঃ) তৎ ক্ষেত্রজ্ঞং ইতি প্রাহঃ (বদন্তি) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীভগবানু বলিলেন, হে কোন্তেয় ! এই শরীর ক্ষেত্র এইরূপ অভিহিত হয় । যিনি এই-ক্ষেত্রকে আমার বলিয়া ভাব করেন, ক্ষেত্র-ও-ক্ষেত্রজ্ঞের-বিবেকিগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ এইরূপে বলেন ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে কোন্তয় ! এই ভোগায়তন দেহ ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে, এবং যিনি এতদ্ব্যবস্থায় হইয়া ইহাকে আমার আমি ইত্যাদি রূপে অমুভব করেন, তৎস্ববিদগুণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—সমুদয়মধ্যমে সূচিতে যে প্রকৃতী ঈশ্বরস্ত ত্রিগুণাখ্যাকাষ্টাধা ভিন্নাঃ পরাঃ সংসারহেতুত্বং, পরা চাত্মা জীবত্বাৎ ক্ষেত্রলক্ষণা ঈশ্বরাস্থিক্যা যাত্য্যং প্রকৃতিভ্যাং ঈশ্বরাঃ জগদ্বৎ-পত্তিস্থিতিস্বরূপত্বং প্রতিপত্ততে, তত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রজলক্ষণপ্রকৃতিস্বয়নিকপণদ্বারাণ তদ্বৎ ঈশ্বরজ্ঞ তদ্বিনীকারণার্থং ক্ষেত্রাধ্যায়ং অবিভ্যতে । অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে চ অধেষ্টা সর্বভূতানামিত্যাধিনা যাবদধ্যায়পরিসমাপ্তিস্তাবন্তস্বজ্ঞানিনাং সম্যাসিনাং নিষ্ঠা যথা তে বর্তন্তে ইত্যোক্তদ্ব্যন্তং কেন পুনস্তে তস্বজ্ঞানেন যুক্তং । ঐশ্বর্য্যধর্ম্মাচরণাং ভগবতঃ প্রিয়াঃ ভবন্তীতোবমর্থস্যায়মধ্যায়ং আরম্ভ্যে প্রকৃ-তিশ্চ ত্রিগুণাঃ । সর্বকাৰ্য্যাকরণবিষয়াকারেণ পরিণতা পুরুষস্ত ভোগাপবর্গার্থকর্তব্যভরা দেহে-দ্রিয়ারত্মাকারোৎ সংস্থিত্যেতে সোঃসং সংঘাত ইদং শরীরং, তদেতৎ ভগবান্নবচ ইদমিতি । ইদং ইতি সর্বনাশোক্তং বিশিনষ্ট শরীরমিতি । হে কোন্তয় ! ক্ষতত্রাণাং ক্ষয়ং ক্ষরণাং ক্ষেত্রবদ্ব্যয়িন্ কথ-ফলনির্ভূতঃ ক্ষেত্রমিতীতিশব্দঃ এবংশল্পপদার্থকঃ ক্ষেত্রমিত্যেবমভিধীয়তে কথ্যতে এতৎ শরীরং ক্ষেত্রং যোবন্তি বিজানান্তি আপাদন্তলমস্তকং জ্ঞানেন বিষয়ীকরোতি স্বাশবিকেন ঔপদেশি-কেন বা বেদনেন বিষয়ীকরোতি বিভাগশব্দঃ বেদিতারং গ্রাহঃ কথয়ন্তি ক্ষেত্রজ ইতিশব্দঃ এবং-শল্পপদার্থক এব পূর্ববৎ ক্ষেত্রজ ইত্যেবমাহঃ কে তদ্বিনস্তো ক্ষেত্রক্ষেত্রজো যে বিদন্তি তদ্বিনঃ ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি ।—প্রথমমধ্যময়োঃ ষট্শ্লোকঃ তৎপদার্থবৃত্তৌ অস্তিমস্ত ষটকোবাংকা-র্থনিষ্ঠঃ সম্যাকী প্রধানোহধুনায়ভাতে তত্র ক্ষেত্রাধ্যায়মস্তিমস্তকাশ্রমবতিতারয়িষ্যুর্ন্যবহিতং বৃত্তম্ কীৰ্ত্তয়তি সপ্তমইতি । প্রকৃতিস্বরূপ স্বাতন্ত্র্যম্ বারয়তি ঈশ্বরস্তেতি ভূমিরিত্যাধিনোক্তা সম্যাবি-রূপা প্রকৃতিরপরেত্যত্র হেতুমাং সংসারেতি । ইতস্তত্মিত্যাধিনোক্তাম্ প্রকৃতিমহুজ্যমতি পরাচেতি । পরে হেতুং সূচয়তি ঈশ্বরাস্থিক্যেতি । কিমর্থমীশ্বরস্ত প্রকৃতিস্বরূপিত্যাশঙ্ক্য কারণ-ত্বার্থমিত্যাহ যাত্য্যমিতি । বৃত্তমন্ত বর্ণিত্যমাণাধ্যায়ান্তপ্রকারমাহ তত্রোক্তিঃ ব্যবহিতেন সম্বন্ধমুক্ত্যাহব্যবহিতেন তং বিবক্ষুরব্যবহিতমহুবদতি অতীভেতি । নিষ্ঠোক্তেতি সম্বন্ধঃ । নিষ্ঠা-মেব ব্যাচষ্টে যথোক্তি । বর্তন্তে ধর্ম্মজাতমহুতিষ্ঠি তথা পূর্বোক্তেন প্রকারেণ সর্বমুক্তমিতি ঘোষণা । অব্যবহিতমেবমন্ত তেনোক্তরস্ত সম্বন্ধঃ সঙ্গিরতে কেনেতি । তস্বজ্ঞানোক্তেক্ষেত্রার্থেন সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ । জীবানাং সূত্রঃ খাদিভেদভাষাঃ প্রতিক্ষেত্রান্ত্রিনানাং নাক্ষরেনৈক্যমিত্যাশঙ্ক্য সংসারস্ত আশ্রয়ধর্ম্ম নিরাকৃত্য সংঘাতমিষ্টং বক্তুং সংঘাতোৎপত্তিপ্রকারমাহ প্রকৃতিশ্চৈতি ভোগাপাবর্গশার্থোত্তমোরেণ কর্তব্যতয়েতি যাবৎ । নবনকরমোকে শরীরনির্দেশাৎ ততোৎপত্তি-কর্তৃকঃ কিমিতি সংঘাততোচ্যতে তত্রাহ সোহয়মিহি । উক্তার্থে ভগবচনমবতারয়তি তদেত-

শ্রীধনু ।—তত্ত্বানামহমুদ্রা সংসারদিত্যবাদি ধং । ত্রয়োদশেহ তংসিদ্ধৌ তত্ত্বজ্ঞান-
মুদীযন্তে ॥ “তেষামহং সমুদ্রতাং মুতাসংসারসামুদ্রাং । তবামিন চিরাৎ পাপে”তি পূৰ্বে প্রতীজাতং
ন চাস্বজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থঃ প্রকৃতিপুরুষবিবেকাদ্যায় আর-
ভাতে, তত্র যৎ সপ্তমাধ্যায়ে অপরা চেতি প্রকৃতিধরমুদ্রং যস্যোরবিবেকাজ্জীবতাবমাপন্নস্ত চিদঃশ-
ভায়ং সংসারঃ, যাভ্যাক জীবোপভোগার্থমীধরস্ত সৃষ্টাদিষু প্রবৃত্তিস্তদেব প্রকৃতিধরং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ-
পদবাচ্যং পরম্পরবিশিষ্টং তত্ত্বতোমিরূপগিহান্ শ্রীভগবানুবাচ ইদমিতি । ইদং ভোগারতনং শরীরং
ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে সংসারস্ত প্রয়োহভূমিত্যৎ এতদ্ব্যোবেতি অহং মনেতি মন্ততে, তং ক্ষেত্রজং
প্রোক্তঃ কুবীৰলবস্তংকপভাত্ত্বং তদ্বিধঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োৰ্বিবেকজ্ঞাঃ ॥ ২ ॥

বলদেব ।—কথিতাঃ পূৰ্ণবটুকাত্মা মথীজ্জীবানমোহম্ য়ে । স্বরূপাণি বিশোধ্যন্তে তেষাং
বটুক্ষেত্রজমে ক্ষুটম্ ॥ তজ্জেনৈপূৰ্ণোপদিষ্টায়ঃ জ্ঞানং দ্বারং ভবত্যতঃ । দেহজীবেশবিজ্ঞানং
তত্ত্বজ্ঞানং ত্রয়োদশে ॥ আদ্যবটুকে নিকামকৰ্ম্মসাম্যং জীবাত্মজ্ঞানং পরমাত্মজ্ঞানোপযোগিতয়া
দর্শিতং । মধ্যবটুকে তু ভক্তিশ্রদ্ধিতং পরমাত্মোপাসনং ভগ্নহিমনিগদপূৰ্ণকঃ উপদিষ্টং । ততঃ
কেনলং তত্ত্বজ্ঞাতকরং সত্তং প্রাপকং । আর্গীদীনং তু তমুপাসীনানাং মার্তিবিশাশনিকরং তদেকান্তি-
প্রসঙ্গেন কেনলং সত্তং প্রাপকং । যোগেন জ্ঞানেন চোপসৃষ্টং তৈশ্বর্য্যং প্রধানতত্ত্বোপোলভ্যকং
দোচরং চেতুস্কং । তথাশ্রিত্যবটুকে প্রকৃতিপুরুষতৎসংযোগভেদজগজ্জীবীধরস্বরূপাণি
কৰ্ম্মজ্ঞানভক্তি বরূপাণি চ বিবিচ্যন্তে । জ্ঞানবৈশদ্যায় এতাবজ্ঞয়োদশেহম্মিন্নাধ্যায়ে বেদজ্ঞানপদে
স্বরূপাণি নিবেচনীয়াণি দেহাদিবিবিক্ততাপি জীবাত্মনো দেহসম্বন্ধহেতুত্বদ্বিত্বেকাহুসন্ধিগতায়ৈ
বিগর্হণীয়ঃ । তদ্বিগর্হণাত্মভিত্যকুং ভগবানুবাচ ইদমিতি । যে কৌন্তেয় ইদং সেন্নিরপ্রাণং
শরীরং ভোক্তৃজীবন্ত ভোগানুভূতঃ শক্তিগরোহকত্বাৎ ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে তত্ত্বজ্ঞাঃ । এতচ্ছরীরং
দেবোহহং মানবোহহং যুগোহহং ক্রশোহহমিত্যজৈরাত্মভেদেন প্রতীয়মানমপি যঃ শয্যাসনাদি-
বদাত্মনো ভিন্নমাত্মভোগমোকসাদনঞ্চ বেত্তি তং বেদ্যাচ্ছরীরান্তর্বেদিতৃত্য ভিন্নং তদ্বিধঃ ক্ষেত্র-
ক্ষেত্রজবরূপজ্ঞঃ ক্ষেত্রজ ইতি প্রোক্তঃ । ভোগমোকসাদনজং শরীরন্তোক্তং শ্রীভাগবতে । “অদন্তি
চৈকং ফলমস্ত গৃহা গ্রামেচরা একমরণাবাসাঃ । হংসা ব একং বহুরূপমিচ্ছ্যর্মারাময়ং বেদ
স বেদ বেদ” মিতি । শরীরাত্মবাহী তু ক্ষেত্রজো ন ক্ষেত্রজেন তত্ত্বজ্ঞানাতাবাৎ ॥ ২ ॥

মধুসুদন ।—“যানাত্যাসবশীকৃতেন মনসা তন্নিগুণং নিক্টিয়ং জ্যোতিঃ কিংচন যোগিনো
যদি পরং পশুতি পশুস্ত তে । অয়াকং তু তদেন লোচনচমৎকারায় ভূরাকিরং কাদিকীপুনি-
নেষু ধং কিমপি তদীদং তমোবাবতি ॥ প্রথমমধ্যবটুকরোত্তমং পরার্থবৃত্তাবৃত্তস্ত বটুকোবাক্যা-
র্থনিষ্ঠঃ সমাগদী প্রধানোহধুনাংরভ্যতে, তত্র তেষামহং সমুদ্রতাং মুতাসংসারসামুদ্রাভাবীতি প্রোক্তকং,
ন চাস্বজ্ঞানলক্ষণাত্তোরাহ্মজ্ঞানং বিনোদ্ধরণং সম্ভবতি অতোবাসুদেনোহম্মজ্ঞানেন মুতাসংসারনি-
বৃত্তির্বেদন চ তত্ত্বজ্ঞানেন বৃত্তত্বার্থেইতি গুণশালিনঃ সংজ্ঞাপিনঃ প্রাপ্যাব্যাতাত্তাত্তাত্তত্ত্বজ্ঞানং বক্তব্যং
তচ্ছরীরীয়েন পরমাত্মনা সহ জীবন্তাত্তদেব বিবরীকমোতি তত্ত্বভ্রমহেতুত্বং সর্গাদুর্ভূত তত্র
জীবানং সংসারিণাং প্রতিক্ষেত্রঃ ভিন্নানিসংসারিণৈকেন পরমাত্মনা কথনভেদঃ আদিক্যাসদ্যায়

সংসারস্ত ভিন্নস্ত চাবিদ্যাকল্পিতানাঞ্চার্থস্যাম জীবন্ত সংসারিত্বং ভিন্নত্বং চেতি বচনীয়ং, তদর্থং
 দেহৈক্সিদ্ভাস্তঃকরণৈত্যাঃ ক্ষেত্রেভ্যো বিবেকেন ক্ষেত্রজঃ পুরুষোজীবঃ প্রতিক্ষেত্রমেক এব নির্বিকারঃ
 ইতি প্রতিপাদনায় ক্ষেত্রজবিবেকঃ ক্রিয়ন্তেহ্মিন্নিগদ্যায়, তত্র যে বে প্রকৃতী ভূমাদিক্ষেত্ররূপতয়া
 জীবরূপক্ষেত্রজতয়া চাপরপরশব্দযাচো সপ্তমাধ্যয়ে স্থচিতে তদ্বিবেকেন তত্ত্বং নিরূপয়িষ্যাম্
 শ্রীভগবাহুবাচ ইদমিতি । ইদং ইক্সিদ্ভাস্তঃকরণসহিতং ভোগায়তনং শরীরং, হে কোত্তের !
 ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে সৰ্ব্বশৌণ্ডিয়িন্নহমসকৃৎকৰ্মণঃ ফলস্ত নিবৃত্তিঃ এতদ্যোবেত্তি অহং মমোভি-
 মজতে তং ক্ষেত্রজামিতি প্রোহঃ কুবীৰলবন্তংকলভোক্তৃত্বাং তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োৰ্দ্ধিবেকবিদঃ ।
 (অত্র চাভিধীয়ত ইতি কৰ্ম্মণি প্রয়োগেণ ক্ষেত্রস্ত জড়ত্বং কৰ্ম্মত্বং ক্ষেত্রজত্বঞ্চ চ দ্বিতীয়াং
 বিনেবেতি শব্দমাহরন্ স্বপ্রকাশত্বং কৰ্ম্মত্বাভাবমভিপ্রীতি, তদ্রূপি ক্ষেত্রং যৈঃ কৈচিদপাভিধীয়তে
 ম তত্র কর্তৃগতবিশেষাপেক্ষা ক্ষেত্রজঃ তু কৰ্ম্মহমত্তরৈণৈব বিবেকিন এবাহঃ স্থলদৃশ্যমগোচরত্বা-
 দিতি কথয়িতুং বিলক্ষণবচনব্যক্তৈকত্ব কর্তৃপদোপাদানেন চ নির্দিষ্টাতি ভগবান্) ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নম্ন “অব্যাক্তোহয়মচ্যোহয়মবিকাৰোহয় মুচ্যতে” ইতি “নিত্যাঃ সৰ্ব্গতঃ
 স্থানুরচলোহয়ং সনাতন” ইতি দ্বিতীয়ে ত্বংপদার্থ স্বরূপমুক্তং, তথা দ্বাদশে “যে ত্বক্ষর মনৈর্দেহম-
 ব্যক্তং পর্যাপাসতে, সৰ্ব্বত্রগ মচিস্ত্যক কুটুম্ভচলং এব” ইতি তংপদার্থস্বরূপমুক্তং, ন তয়োৰ্ভেদঃ
 লভ্যবতি লক্ষণৈক্যাং, লক্ষণং হি তয়োৰব্যাক্তমচিস্ত্যহমচলং চেত্যাদি সমানং, নচ দ্বয়ো সৰ্ব-
 প্তত্বং লভ্যবতি অতোহু ব্যাবৃত্তত্বেনাসৰ্ব্গতত্বাপত্তেঃ, নচ লক্ষণভেদাভাবেশপি তত্ত্বদ্বয়গতা
 বিশেষাঃ সন্তি যে মুক্তায়নাং জীবশেষোশ্চাতোহু ভেদমাহতি স্বাঙ্গানঞ্চ স্বাশ্রয়াং স্বয়মেব
 ব্যাবর্ত্তনশ্চীতি বাচ্যঃ বিশেষাণাং সৰ্ব্ব প্রমাণাভাবাং, নহুমা সন্ত বিশেষাঃ বদ্ধমোক্ষাদিব্যবহৃত্ত-
 ষাংপদা তু নির্বিশেষেষপি পুরুষেষু ভেদঃ সিদ্ধাতি যথোক্তং সাংখ্যবুদ্ধিঃ, “জন্মমরণকারণা-
 নাং প্রতিনিরমাদয়ুগপৎ প্রবৃত্তেচ পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈলোক্যবিপর্যায়াক্ষেবেতি” জন্মাদি ব্যবহৃত্তাঃ
 যুগপৎ প্রবৃত্তাদর্শনাং সাধিকরাজগাদিভেদাত ন পুরুষৈক্যমিত্যর্থঃ ন ব্যাপকানেকান্ববাদে
 ভোগসাক্ষ্যপ্রসঙ্গাং, নহেত্বাস্তঃকরণে স্থবাদিরূপেণ পরিণাত্তে তৎপ্রতিসংবেদী এক
 এব চেতন ইতি নিয়মিতুমশক্যং সৰ্বেষাঃ সান্নিধ্যাবিশেষে প্রতিসংবেদনাপত্তেরবজ্ঞানীয়ত্বাং
 শ্রোত্রৈক্যস্তাপি কর্ণকুসীরূপোপাধিভেদাদিবাস্তঃকরণরূপোপাধিভেদাং একত্বাপ্যঙ্গনঃ শব-
 গ্রহব্যবহাবজ্ঞাদি ব্যবহাপি সেন্তত্বীতি ন পুরুষবহুত্বং বক্তব্যং, ততশ্চ জীবশেষো লক্ষণৈ-
 ক্যাদভেদে সিদ্ধে কিস্তুত্বগ্রহণেনেতি তৎপ্রতিপাদনার্থেনেতি চেৎ সত্যং “যত্র ত্বস্ত সৰ্ব্বমাত্মৈবাত্মত্বং
 কেন কং পত্তেং” ইতি ঋতে ক্সিদ্ভাবস্থায়াং ভেদাভাবেশপি অবিভাবস্থায়াং “অজঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা
 জনানাং, এবেহেব সাধুকৰ্ম্ম কারয়তি তং যমেত্যো লোকেষা উন্নীমীবত” ইতি ব্যবহারদর্শনাং
 শাস্তশাসিতৃত্বাবেন কর্তৃকারয়িতৃত্বাবেন চ প্রসক্তস্ত জীবশেষয়োৰ্ভেদস্ত নিরাসার্থত্বাং উক্তত্বগ্রহ-
 ত্তারস্ত উপপত্ততে, তত্রাহুপদোক্তেন তংপদার্থেন ন হুহাত্মাত্তেদং বক্তব্যং যোগ্যতায়ৈ ভাস্তভাসক
 ভাবেন ক্ষেত্রাং ক্ষেত্রজস্ত কুস্তান্তত ইব বিবেকং দর্শয়তি ইদমিতি । ইদমাশ্বত্থেন ভাস্ত
 ঘটাত্তহস্তাস্ত শরীরং বিশরপধর্ম্য হে কোত্তের ! ক্ষেত্রং ক্লিপোত্যাঙ্গানমবিত্তরা ত্রায়তে চ

বিজ্ঞয়েতি ক্ষেত্রং কৰ্ম্ম বীজপ্ররোহস্থানং ক্ষেত্রশব্দেনোচ্যতে, এতত্তো বেত্তি ভাসয়তি চিদান্বানং ক্ষেত্রজ ইত্যর্থসংজ্ঞং প্রাহঃ, কে প্রাহঃ তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজবিনঃ এতেন গচ্ছামি পশ্যামি ভুঞ্জে ইতি অনুভবাৎ দেহেজ্জিয়াহঙ্কারাঃ প্রতীতিতো ভাসককোটিনিবিষ্টা ইব তাস্তি তথাপি তেষাং তত্ত্বতো ভাস্ত্বলক্ষণো নান্ব্যভাবঃ সিদ্ধঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ ।—নমোহস্ত ভগবন্ত্ত্বৌ কৃপয়াস্বাংশলেশতঃ। জ্ঞানাদিষপি তিষ্ঠেত্তং সার্থকীকরণা যয়া ॥ ঘটকে তৃতীয়েতত্র ভক্তিমিশ্রং জ্ঞানং নিরূপ্যতে। তন্মধ্যে কেবলাভক্তিরাপি ভঙ্গা প্রকৃষ্যতে ॥ ত্রয়োদশে শরীরঞ্চ জীবাত্মপরমাত্মনোঃ। জ্ঞানশ্চ সাধনং জীবঃ প্রকৃতিশ্চ বিবিচ্যতে ॥ তদেবং দ্বিতীয়ে ঘটকে কেবলয়াভক্ত্যা ভগবৎপ্রাপ্তিঃ ততোহহা অহংগ্রাণো-পাসনাদা। ত্বিষ উপাসনাশোভাঃ। অথ প্রথমঘটকোদিতানাং নিষ্কাম কৰ্ম্মযোগিনাং ভক্তিমিশ্র জ্ঞানাদেব মোক্ষস্তচ্চ জ্ঞানং সংক্ষেপাহুক্তমপিপুনঃ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজাদি বিবেচনেন বিবরিতুং তৃতীয়ং ঘটকসারভূতে। তত্র কিং ক্ষেত্রং কঃ ক্ষেত্রজঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ ইদমিতি ইদং সেন্দিয়ঃ ভোগা-য়তনং শরীরং ক্ষেত্রং সংসারবৃক্ষশ্চ প্ররোহভূমিতাৎ। তং যো বেত্তি বদ্ধদশায়ামহংমমোভি-মত্তমানঃ স্বস্ববুদ্ধিধেন এব জানাতি, মোক্ষদশায়ামহং মমোভিমানমহিতঃ স্বস্বদৃষ্টি-রহিতসেব যো জানাতি তং উভয়াবস্থঃ জীবং ক্ষেত্রজমিতি প্রাহঃ ক্লীবলবৎ স এব ক্ষেত্রজ-স্বংফলভোক্তাচ। যদন্তং ভগবতা “অদস্তি চৈকঃ ফলমশ্ব গৃধ্রা গ্রামেচরা একমরণ্যাবাসাঃ। হংসা য একং বহুবর্ণমিষ্টো মারিচময়ং বেদ সবেদ বেদং।” অন্ত্যর্থঃ গৃধ্রস্তীতি গৃধ্রাঃ গ্রামেচরোঃ বদ্ধজীবাঃ অন্ত্যাক্ষান্তকঃ ফলং ছৎ অদস্তি পরিণামতঃ স্বর্গাদেরপি দুঃখরূপতাৎ। অরণ্যাবাসা-হংসা মুক্তজীবা একফলং সুখমদস্তি সর্বথা সুখরূপশ্চ অপবর্গতাপি এতজ্জাত্যৎ। এবমেকমপি-বাণ্যাবৃক্ষং বহুবিধ নরকসর্গাপবর্গপ্রাপ্তকৃত্ত্বাহরূপং মায়াশক্তিসমুদ্ভূতং মায়াময়ং, ইষ্টোঃ শূন্যৈশ্বর্যকৃতিঃ ক্লীবা যো বেদেতি তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োবেদিতারঃ ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য ।—অৰ্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদানার্থ এই শ্লোকের অবতারণা। ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ প্রভৃতি গভীর প্রশ্নের আলোচনার এই অধ্যায় পর্য্যবসিত হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। সপ্তম অধ্যায়ে সূচিত হইয়াছে যে, ঈশ্বরের পরা ও অপরা ভেদে দুই প্রকৃতি ; সেই প্রকৃতি সম্বন্ধজন্মভেদে ত্রিগুণাত্মিকা, এবং পঞ্চতন্মাত্র, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ভেদে অষ্ট প্রকার। (৭ম অধ্যায় ৪ শ্লোকের তাৎপর্য্য ও তত্ত্বত্যা টীপনী এবং ১৪। ৩৭। ২০১ পৃষ্ঠার টীপনী দ্রষ্টব্য।) অপরা প্রকৃতি দংসারের হেতুভূতা, পরা প্রকৃতি জীবভূতা এবং ঈশ্বরাত্মিকা। পরা ও অপরা এই দুই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় সম্পাদন করিয়া থাকেন। উক্ত সপ্তমাধ্যায়ে অপরা ও পরা প্রকৃতি-

যয়ের ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়া অধুনা উক্ত প্রকৃতিদ্বয়ে আশ্রয় স্বরূপ শ্রীভগবানের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ ত্রয়োদশ অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে অতিরসমাণু অধ্যায়ের অব্যেষ্ঠাদি শ্লোক হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্য কয়েক শ্লোকে তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসিদিগের স্বভাব পরিকীর্তিত হইয়াছে তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন নিষ্ঠাবানগণ কোন্ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা যুক্ত হই? যথোক্ত ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবানের প্রীতিপাত্র হইয়া থাকেন তাহারও রহস্য এই অধ্যায়ে পরিস্ফুট হইবে। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা এবং সর্বকর্ম্য সম্পাদনসমর্থারূপে পরিণতা; পুরুষের ভোগ এবং অপব্য উভয় সাধনই কর্তব্য, এই উদ্দেশ্য সংসাধনের নিমিত্ত প্রকৃতি দ্বারা দেহে হ্রিয়াদির সম্মিলন হয়। সেই সংঘাত পদার্থই এই শরীর, এই তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত ভগবান্ এই শ্লোক আরম্ভ করিয়াছেন। মূলে “ইদং” এই সর্বনাম পদের প্রয়োগ আছে। তাহার অর্থ “এই” এই সর্বনামের অর্থ বিশেষরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত অব্যবহিত পরেই শরীরের উল্লেখ করা হইতেছে। “কৌন্তেয়” সম্বোধন বাচক। এই সংসাররূপ কর্ম বন্ধনের নিরত্তি সূচক, ক্ষতব্রাগার্থ ক্ষয়ার্থ অথবা ক্ষরণার্থ কিঞ্চিৎ উণ্ডবীজ যাহাতে ফলিত হয় সেই ক্ষেত্রবৎ ভাবে ক্ষেত্র এইপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। মূলস্থিত “ইতি” শব্দ “ইহাই” অর্থ প্রকাশ করিতেছে। এই ক্ষেত্রস্বরূপ শরীরের তত্ত্ব যিনি জানেন অর্থাৎ ইহার পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত প্রত্যেক তত্ত্ব জ্ঞানের দ্বারা সম্যক্ রূপে উপলব্ধি করেন, অথবা স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানে কিঞ্চিৎ উপদেশলব্ধ জ্ঞান সহকারে অতৃষ্ণিয়ক তত্ত্ব প্রণিধান করিয়া থাকেন, সেই বিজ্ঞকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে কাহারো বলে? তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য এই যে, যে অভিজ্ঞগণ এই শরীররূপ ক্ষেত্রের তত্ত্ব সম্যক্ রূপে অবগত আছেন, তাঁহারাই তদ্বিজ্ঞকে ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। এ স্থলেও “ইতি” শব্দ পূর্ববৎ এবং শব্দার্থবাচক।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের অভিপ্রায়। প্রথম ষট্টকে পরম প্রাপ্য পরব্রহ্ম স্বরূপ বাসুদেবকে প্রাপ্তির উপায়ভূত, ভগবতুপাসনার অঙ্গস্বরূপ, প্রত্যগাত্মার স্বাধীন দর্শন অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জ্ঞান কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ-দ্বয়ের সাধ্য ইহাই কথিত হইয়াছে। তদনন্তর মধ্যম ষট্টকে পরমপ্রাপ্য

ভূত ভগবত্ত্ব যাখান্না সেই ভগবানের মাহাত্ম্যপ্রতিপাদনসহকৃত একান্ত ভক্তিনিষ্ঠা সাধ্য ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে । ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, যাহারা অতিশয় ঐশ্বর্যের কামনা করেন, অথবা যাহারা কেবলমাত্র কৈবল্য কামনা করেন, তদুভয় প্রকার সাধকই ভক্তিযোগ সহকৃত তত্ত্ব ফললাভার্থ সাধনাদ্বারা অভীষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । প্রকৃতি, পুরুষ, তৎসংসর্গ জাত এই প্রপঞ্চ, ঈশ্বর যাখান্না, কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ এবং তাহার প্রকার ভেদ সম্বন্ধে অতীত ঘটকদ্বয়ে যে সকল তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে তাহাই অধুনা শেষ ঘটকে স্পষ্টীকৃত হইতেছে । তন্মধ্যে এই ত্রয়োদশ অধ্যায়ে দেহ এবং আত্মার স্বরূপ, দেহের প্রকৃত ভাবের পরিজ্ঞান, দেহ বিযুক্ত আত্মাববোধের উপায়, দেহ সম্পর্ক রহিত আত্মার তত্ত্ব পরিজ্ঞানের উপায়, বিবিধ আত্মার অচিৎসংবন্ধন হেতু, তদনন্তর বিবেকানুগন্ধানের প্রকারাদি বিষয় কথিত হইতেছে ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবানের অভিপ্রায় । ভূমি প্রভৃতি অষ্টবিধা পরমেশ্বরের অপরা প্রকৃতির শক্তি ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে । (৭ম অধ্যায় ৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) পূর্বে ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, পরা প্রকৃতি ঈশ্বরের স্বরূপভূতা এবং জীবভূতা । (৭ম অধ্যায় ৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এই প্রকৃতিদ্বয় যে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ রূপ ঈশ্বরের স্বরূপ এই তত্ত্ব সেই স্থানে পরিব্যক্ত করিয়া শ্রীভগবান্ স্থানান্তরে তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন । এক্ষণে ত্রয়োদশাধ্যায়ে তাহাই বিশেষরূপে নির্দেশ করিতেছেন ।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর ভূতিপ্রায় । শ্রীভগবান্ পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে “তেষামহং সমুদ্বর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাং । ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং ।” (১২শ অধ্যায় ৭ শ্লোক) কিন্তু আত্মজ্ঞান ব্যতীত সংসার হইতে উদ্ধার লাভের কোনই উপায় নাই । এই জন্ত তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে প্রকৃতি পুরুষ পরিজ্ঞান বিষয়ক এই অধ্যায়ের আরম্ভ করিতেছেন । সপ্তমাধ্যায়ে অপরা ও পরা ভেদে যে প্রকৃতিদ্বয় উক্ত হইয়াছে, তদুভয়ের অবিবেকিতা হেতু জীব-ভাবপ্রাপ্ত চিদংশের এই সংসার দশা ঘটয়া থাকে ; জীবের উপভোগের নিমিত্ত তদুভয় প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের সৃষ্টা দি কার্যে প্রবৃত্তি ।

সেই প্রকৃতিদ্বয় পরস্পর বিভিন্ন, এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ পদ বাচ্য, এই তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, এই ভোগায়তনরূপ শরীর ক্ষেত্রনামে অভিহিত হইয়া থাকে । কারণ ইহা সংসাররূপ অঙ্কুরের উৎপত্তি স্থানস্বরূপ । এই শরীরকে যিনি জানেন, অর্থাৎ ইহাতে “আমি” “আমার” ইত্যাকার বোধ করেন, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ সম্বন্ধে জ্ঞানবানগণ তাঁহাকে ক্ষেত্রজ বলিয়া থাকেন । কৃষিজীবীগণ যেরূপ স্ব স্ব ভূমির ফলভোগ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ক্ষেত্রজও এই শরীর-রূপ ক্ষেত্রজাত ফল ভোগ করিয়া থাকেন ।

পুজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায় । এই গ্রন্থের প্রথম ষট্কে নিকাম কর্মসাধ্য জীবাত্ম তত্ত্বজ্ঞানের কথা পরিব্যক্ত হইয়াছে, এবং তাহাই যে পরমার্থ প্রাপক ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে । মধ্য ষট্কে মহিমা নির্দেশ পূর্বক ভক্তি নামাভিধেয় পরমাত্মার উপদনার প্রণালী বিবৃত হইয়াছে । ইত্যাকার জ্ঞানের দ্বারা সংপদার্থের অববোধ হয়, শোক দুঃখ অন্তরিত হয়, এবং পরমা গতি প্রাপ্ত হওয়া যায় । তদনন্তর এই শেষ ষট্কে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে এই জগতের উদ্ভব হইয়া থাকে । অপিচ ঈশ্বরের স্বরূপ এবং কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির স্বরূপ এই ষট্কে বিবেচিত হইতেছে । জ্ঞানকে বিশদ করিবার অভিপ্রায়ে এই ত্রয়োদশাধ্যায়ে দেহ, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ আলোচিত হইতেছে । জীবাত্মা ‘দেহ’ হইতে পৃথক হইলেও দেহের সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট, এই জীবাত্মা বিষয়ক বিবেক সহকৃত অনুসন্ধান ইত্যাকার তত্ত্ব এই স্থলে বিবেচনীয় । এই সকল অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বলিতেছেন যে, হে কৌন্তেয় ! এই ইন্দ্রিয় প্রাণ সহকৃত শরীর ভোগকর্তা জীবের ভোগ্য সুখদুঃখের অঙ্কুরোৎপাদক ভূমি স্বরূপ, এইজন্ত তত্ত্বজ্ঞান ইহাকে ক্ষেত্রনামে অভিহিত করিয়া থাকেন । এই শরীরে “আমি দেবতা”, “আমি মানব”, “আমি স্থূল”, “আমি কৃশ্ণ” ইত্যাদি প্রকারে প্রকৃততত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞগণ কর্তৃক আত্মভেদ প্রতীয়মান হইলেও যিনি শব্যাননাদির স্তায় আত্মার ভিন্নত্ব এবং তাঁহার ভোগ ও মোক্ষসাধনের হ্তান্ত অবগত আছেন, অর্থাৎ বেদ্য শরীরের বেদিতা অর্থাৎ জ্ঞাতারূপে পার্থক্যভাব সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন, সেই অভিজ্ঞকে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের স্বরূপজ্ঞান ক্ষেত্রজ নামে অভিহিত করেন । এই শরীরই

যে ভোগ ও মোক্ষের সাধন তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত উক্তি পরিদৃষ্ট হয়। “অদন্তি চৈকং কামশ্চ গৃহাঃ গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ । হংসা য একং বহুরূপমিচ্ছৈর্গাময়ং বেদ ন বেদ বেদং ॥” (শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ১২শ অধ্যায় ২১ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ, কামনা পরায়ণ গ্রামচর গৃহ অর্থাৎ মানবগণ সেই ব্রহ্মের দুঃখরূপ এক ফলভোগ করে, এবং অরণ্য-বাসী হংস অর্থাৎ কামনাশূন্য সন্ন্যাসিগণ তাহার সুখরূপ আর এক ফলভোগ করেন । তিনি এক হইলেও বিচিত্রাণ্ডি প্রভাবে বহুরূপ ও মায়ায়, এই তত্ত্ব যিনি গুরূপদেহের দ্বারা জানিতে পারেন তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ । যাহারা শরীরকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যায় না । কারণ তাঁহারা দেহকে ক্ষেত্ররূপে জ্ঞান করেন না ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভবানন্দ সরস্বতীর অভিপ্রায় । প্রথম ও দ্বিতীয় ঘটকে তৎ ও ভ্রমূপদার্থের বিষয় (৪২।৪৩পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) পরিব্যক্ত হইয়াছে । বাক্যার্থ প্রতিপাদক ও প্রধানতঃ বুদ্ধিসঙ্গত শেষঘটকের অধুনা আরম্ভ হইতেছে । পূর্বে “তেষামহংসমুদ্বর্তা” (১২শ অধ্যায় ৭শ্লোক) ইত্যাদি বাক্য শ্রীভগবান্ কীর্তন করিয়াছেন । কিন্তু অজ্ঞানরূপ মূঢ়্যনাগর হইতে আত্মজ্ঞান ব্যতীত উদ্ধারের কোনই সম্ভাবনা নাই । অতএব যাদৃশ আত্ম-জ্ঞান জন্মিলে মূঢ়্যকবলিত সংসারনাগর হইতে উদ্ধার হওয়া যায়, এবং অদেষ্টে ইত্যাদি পূর্বকথিত গুণশালী সন্ন্যাসিগণ যে আত্মজ্ঞানের প্রভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছেন, এবং পূর্বে তদ্বিষয়ে যে ব্যাখ্যা বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আত্মজ্ঞানের বিষয় অধুনা বর্ণনীয় । সেই জ্ঞান প্রভাবে পরমাত্মার সহিত জীবের অভেদভাবের অববোধ হয় । জীব ও পরমাত্মা বিষয়ে অভেদজ্ঞান যাবতীয় অশুভের নিদানভূত । যদি এ স্থলে প্রশ্ন করা যায় যে, প্রতি ক্ষেত্রে অর্থাৎ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেহে স্বতন্ত্ররূপে অধিষ্ঠিত সংসারাবদ্ধ জীবের সংসারবন্ধরহিত একস্বরূপ পরমাত্মার সহিত অভেদ ভাব কিরূপে সম্ভবে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ইহাই কথিত হইতেছে যে, বহুধা বিভক্ত অবিদ্যাকল্পিত সংসার অনাত্মধর্মের প্রাবল্যে ভিন্ন ভিন্নরূপে উপলব্ধ হয় । কিন্তু জীব সে ধর্মের অধীন নহেন । একজ্ঞ জীবের সংসারিণ্য বা ভিন্নত্ব স্বীকার করা যায় না । - দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ স্বরূপ ক্ষেত্র হইতে বিবেক সহকারে ক্ষেত্রজ পুরুষ প্রতি ক্ষেত্রেই একই আত্মার বিদ্যা-

মানতা উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এই তত্ত্ব বুঝাইবার নিমিত্ত বর্তমান অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞ নিরূপণে প্ররত্ত হইয়াছেন। পূর্বে সপ্তমাধ্যায়ে অপরা ও পরাভেদে যে দুই প্রকৃতির কথা সূচিত হইয়াছে, তাহারই একটি ভূমি প্রভৃতিভাবে ক্ষেত্ররূপ, এবং অপরটি জীব ভাবে ক্ষেত্রজ্ঞ রূপ। এক্ষণে বিচার সহকারে এই তত্ত্ব নিরূপণ পূর্বক বুঝিতে হইবে যে, হে কোন্তেয় ! এই যে ভোগায়তন শরীর ইহাই ক্ষেত্র। ইহাকে যিনি জানেন, অর্থাৎ “আমি”, “আমার” ইত্যাকার বোধসম্পন্ন, তাঁহাকে বিদ্বানগণ ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত করেন। কৃষিজীবীগণ যেমন ক্ষেত্রোৎপন্ন ফলভোগ করিয়া থাকেন, তিনিও তদ্রূপ শরীরোৎপন্ন কর্মফলভোগ করিয়া থাকেন। মূলে “অভিধীয়তে” এই কর্মণিবাচ্যের ক্রিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে ; ক্ষেত্র শব্দে কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। ক্ষেত্র জড়ধর্মাক্রান্ত ; এই জড়ই কর্তারূপে প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ স্বপ্রকাশ, অতএব তাহাতে দ্বিতীয়াবিভক্তি প্রযুক্ত না হওয়ার কর্মস্বরের অভাব সূচিত হইয়াছে। অভিধীয়তে ক্রিয়ার কোন নির্দিষ্ট কর্তৃপদ শ্লোকে নাই। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে কেহই জড় ধর্মাক্রান্ত শরীর রূপ পদার্থকে ক্ষেত্র নামে অনায়াসে নির্দেশ করিতে পারেন। কিন্তু ক্ষেত্রজ্ঞ নির্দেশ করিবার শক্তি সাধারণ কোন লোকের নাই। যে ব্যক্তি বিবেক সহকৃত জ্ঞান প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞ, তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ নির্দ্ধারণে সমর্থ ; বাঁহারা স্থলদর্শী এই তত্ত্ব তাঁহা-

* বাচ্য।—বাচ্য তিন প্রকার। কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ও ভাববাচ্য। কর্তৃবাচ্যে কর্তার প্রথমা বিভক্তি ও কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, এবং কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়া কর্তার একহাদি অণুসারে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কর্মবাচ্যে কর্তার তৃতীয় বিভক্তি, কর্মে প্রথমা বিভক্তি, এবং আয়নোপদেবিশিষ্ট কর্মবাচ্যের ক্রিয়ার কর্মের একহাদি অণুসারে প্রয়োগ হয়। ভাববাচ্যে প্রায় কর্মবাচ্যের তুল্য। তাহাতে কর্মপদের প্রয়োগ থাকে না, কর্তার তৃতীয় বিভক্তি এবং ক্রিয়া কর্মবাচ্যের জায় হয়। কিন্তু তাহা সর্বদাই একবচনায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কর্তার প্রথমা বিভক্তির সূত্র যথা, “ল্যর্থন্থুক্ত্যুক্তার্থেদী। সেরথে সথোধনে তৈকজ্ঞার্থে কে সতি চ প্রীত্যাং।” (মুদ্রবোধ কারক পাদ ১ম সূত্র) অর্থাৎ লিপ্যর্থ, সথোধনে, এবং প্রত্যয় দ্বারা উক্তার্থ কারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। কর্মে দ্বিতীয়া বিভক্তির সূত্র যথা “কর্মক্রিয়াবিশেষণাভিনিবিশাধিশীঘ্রাসম্ব্যাপ্যব ডং চঃ দ্বী। কার্থ্যং ক্রিয়াবিশেষণমভিনিবিশাদের্ডক্ চসংজ্ঞং স্থাং তত্রদ্বী।” কর্মকারক ও ক্রিয়া বিশেষণে.....দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। (মুদ্রবোধ কারকপাদ ২য় সূত্র) কর্তার তৃতীয় বিভক্তির সূত্র যথা, “সাধনহেতুশিষ্যেণভেবকংখং কর্তা যদ্রী।” সাধন অর্থাৎ করণ, হেতু, বিশেষণ, ভেদক এবং অণুক্ত কর্তার তৃতীয় বিভক্তি হয়। (মুদ্রবোধ কারক পাদ ২ম সূত্র) উদাহরণ। কর্তৃবাচ্য, “কৃষ্ণঃ কন্যাং করোতু” কর্মবাচ্য, “ময়া কৃষ্ণো দৃশ্যতে।” ভাববাচ্য, “মুনি শম্যতে।”

দিগের অগোচর; এই অভিপ্রায় পরিস্ফুট করিবার জন্ত ক্ষেত্রজ স্থলে “প্রাহঃ” ক্রিয়ার তদ্বিদঃ এই; বিশিষ্ট কর্তৃপদ প্রযুক্ত হইয়াছে ।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায় । এই গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে “অব্য-
ক্তোহয়মচিন্ত্যোহয়মবিকার্যোহয়ং মুচ্যতে । নিত্যঃ সৰ্বগতঃ স্থাপুরচলো-
হয়ং সনাতনঃ ।” (২য় অধ্যায় ২৩ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে ভূপদার্থের
স্বরূপ উক্ত হইয়াছে । তদনন্তর দ্বাদশাধ্যায়ে “যে ত্বক্ষরমনির্দেশ্য মব্যক্তং
পর্যুপাংগতে । সৰ্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবং ।” (৩ শ্লোক) ইত্যাদি
বাক্যে তৎ পদার্থের স্বরূপ উক্ত হইয়াছে । তদুভয়ের মধ্যে ভেদভাব
সম্ভব নহে । কারণ উভয়েরই লক্ষণ এক প্রকার । অর্থাৎ উভয়েরই অব্য-
ক্তত্ব, অচিন্ত্যত্ব প্রভৃতি লক্ষণ সমান । উভয়ের সৰ্বগতত্ব সম্ভব নহে একরূপ
আপত্তিও করা যায় না; অন্তোক্ত ব্যাখ্যতি দ্বারা অসৰ্বগতত্বের আপত্তি
হইতেছে ।.. যদি বলা যায়, লক্ষণগত বিভিন্নতা না থাকিলেও তৎ ও ভূম্
পদার্থে আত্মগত বিশেষ আছে । কারণ জীব, ব্রহ্ম এবং মুক্তাত্মা প্রভৃতি
পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে । একরূপ আপত্তি অসঙ্গত । কারণ বিশেষভেদ
সম্বন্ধে কোন প্রমাণ বর্তমান নাই । যদি বলা যায়, কোন বিশেষ ভেদ না
থাকিলেও বন্ধ মোক্ষ প্রভৃতি ভেদ পরিদৃশ্যমান, সুতরাং নিবিশেষ পুরুষের
সম্বন্ধেও ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য । বুদ্ধ সংখ্যাচার্য্য বলিয়াছেন, “জন্মমরণ-
কারণাং প্রতি নিয়মাদযুগপৎ প্রযুক্তেশ্চ পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপ-
র্য্যয়াক্ষেবেতি ।” ইহার ভাবার্থ এই যে, জন্ম মরণরূপ ঘটনা দ্বারা এবং
সাত্ত্বিকরাজসিক গুণের বৈলক্ষণ্য দ্বারা পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হইতেছে ।
তত্বতরে ইহাই বক্তব্য যে, একই অন্তঃকরণে যদি সুখদুঃখাদি বিবিধ বিরোধি
ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে একমাত্র জীবের চৈতন্যশক্তি তাহাদিগকে
নিয়মাধীন ও সংযমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকে । শ্রোত্র এক হইলেও
তাহার কর্ণ, শঙ্কুদ্বী প্রভৃতি নানা প্রকার উপাধি পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু শব্দ-
গ্রহণরূপ কার্য্য এক ভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে । তদ্রূপ আত্মার অন্তঃকরণ
রূপ উপাধি ভেদে জন্ম মরণাদি ব্যবস্থা থাকিলেও বস্তুতঃ তিনি এক, এবং
তাহার বহুত্ব-কল্পনা অমূলক । জীবধেরের অভেদভাব যদি সিদ্ধই হইল,
তবে এই গ্রন্থের উত্তর ভাগের প্রয়োজন কি? উত্তর এই যে বিদ্যাবস্থায়
ভেদ না থাকিলেও অবিদ্যাবস্থায় বিবিধ ভেদ দৃষ্টি অবশ্যসম্ভব । অপিচ

প্রতি বলিয়াছেন, “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং” ইহার ভাবার্থ, আত্মা জীবের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শাসকরূপে অবস্থিত। “এষ হেব সাধুকর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিমীষত ।” অর্থাৎ এই আত্মাই সকলকে সাধু কর্ম সম্পাদন করাইয়া থাকেন, এবং তিনিই সকলকে এই লোক হইতে উদ্ধার করেন। ব্যবহারিকদশায় জীবের এইরূপ শাস্য শাসক, কর্তৃত্ব তৎপ্রযোজক রূপ জন্ম দৃষ্ট হয়। সেই জন্ম নিরাশ করিবার নিমিত্ত উত্তর গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা। আত্মা ভাস্ত্র ভাস্কর ভাবে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ সখ স্থাপন করিয়া বর্তমান রহিয়াছেন। কুম্ভ ও সূর্য্যের ত্রায় ক্ষেত্র হইতে ক্ষেত্র জের বিবেক এই অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইতেছে। এই অনাত্মহেতু ভাঙ্গা ঘটাদি হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত যে শরীর, অর্থাৎ সামান্য জড় হইতে মনের ক্রিয়া পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ ক্ষেত্র। অবিদ্যা দ্বারা আত্মার ক্ষয় সাধন করে এবং বিদ্যা দ্বারা তাহার ত্রাণসাধন করে এইজন্যই শরীরের নাম ক্ষেত্র হইয়াছে। এই ক্ষেত্র কর্মবীজের অক্ষুরোৎপত্তির ভূমি। যিনি ইহার তত্ত্ব জানেন, অর্থাৎ ভাস্কররূপে ইহার যথার্থভাবে প্রকটিত করিয়া ইহাকে উদ্ভাসিত করেন, সেই চিদাত্মাকেই ক্ষেত্রজ বলা হয়। “আমি দেখিতেছি” “আমি যাইতেছি” “আমি ভোগ করিতেছি” ইত্যাকার অনুভব দ্বারা দেহেন্দ্রিয় ও অহঙ্কার আত্মার ভাব ও কার্য বলিয়া প্রকীত হইয়া থাকে। কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদির সেই সকল অভিমানমূলক ভাব আত্মার ভাব নহে। ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ জ্ঞান দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিঘ্ননাথের অভিপ্রায়। দ্বিতীয় ঘটকে কেবল ভক্তির দ্বারা ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় কথিত হইয়াছে। প্রথম ঘটকে যে নিকাম কর্মানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুষ্ঠানকারী যোগিদিগের জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ হইয়া থাকে। সেই জ্ঞানের প্রদম্প সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু পুনরায় ক্ষেত্রক্ষেত্রজাদির তত্ত্ব নিরূপণ দ্বারা সেই জ্ঞানের বিবরণ বিশদ করিবার অভিপ্রায়ে তৃতীয় ঘটক আরম্ভ হইতেছে। শ্লোক ব্যাখ্যা পূর্ববৎ। পূজ্যপাদ বলদেব কৃত উল্লিখিত ভাগবতোক্ত শ্লোক এ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

উল্লিখিত ভগবৎ শ্লোক উপলক্ষে শ্রীমন্তাগবতের পূর্বোক্ত শ্লোকের পূর্বাংশ অতিশয় মনোরম, এজন্য এস্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। “অয়ং

হি বীজ স্ত্রিয়দঙ্কযোনিরব্যক্তএকো বয়সা স আদ্যঃ । বিস্লিষ্ট শক্তিস্বল্পধেব
 ভাতি বীজানি যোনিং প্রতিপদ্য যদ্বৎ ॥ যস্মিন্মিদং প্রোতমশেষমোতং
 পটৌযথা তত্ত্ববিতানসংস্থঃ ॥ য এব সংসারতরুঃ পুরাণঃ কৰ্ম্মাত্মকঃ পুষ্প-
 ফলে প্রসূতে । হে অম্ববীজে শতমূল স্ত্রিনালঃ পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসঃ প্রসূতিঃ ।
 দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড় স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোহর্কং প্রবিষ্টঃ ॥ অদন্তিচৈকং
 ফল মস্ত গুধু । গ্রামেচরা একমরণ্য বাসাঃ । হংসা যএকং বহুরূপমিষ্ট্য
 র্মায়াময়ং বেদ সবেদ বেদং ॥ এবং গুরুপাসনয়ৈকভক্ত্যা বিদ্যা কুঠারেন
 শিতেন ধীরঃ । বিরশ্য জীবশয়মপ্রমত্তঃ সম্পদ্য চাত্মান মথ ত্যাজ্যং ॥”
 (শ্রীমদ্ভগবত ১১শ স্কন্ধ ১২শ অধ্যায় ১৮—২২ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা ;
 ক্ষেত্রপতিত একবীজ যেরূপ বহু আকারে উদ্ভূত হয়, তদ্রূপ এই জীব
 আদিতে এক অব্যক্ত হইলেও কাল সহকারে বহুভাবে বিভক্ত শক্তিবৃত্ত হইয়া
 ত্রিগুণ রূপ গুল্মকে কারণরূপে আশ্রয় করতঃ বহুরূপে পরিণত হইলেন ।
 সূত্র যেরূপ ওতপ্রোতভাবে বস্ত্রে ব্যাপ্ত, সেইরূপ এই ঈশ্বরও ওতপ্রোত
 ভাবে এই বহু ভাবাপন্ন বিস্ত্রে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন । এই অনাদি কৰ্ম্মাত্মক
 সংসারবৃক্ষ ভোগ মোক্ষ রূপ দুইটি পুষ্প ও ফল প্রদান করে । পুণ্য এবং
 পাপ এই দুইটি এই বৃক্ষের বীজ, অনন্ত বাসনা ইহার অনন্তমূল, গুণত্রয়
 ইহার তিনটি কাণ্ড এবং পঞ্চ মহাভূত ইহার স্কন্ধ (গুঁড়ি) ; শব্দাদি
 বিষয় পঞ্চ এই তরুর রস, একাদশ ইন্দ্রিয় ইহার সুবিস্তৃত শাখা । এই
 মহামহীর্গের সুবিস্তৃত শাখায় জীবাত্মা এবং পরমাত্মারূপী পক্ষীস্বয়ং বাস
 করে । বাত স্লেষ্মা পিত্ত ইহার তিনটি বল্কল, এবং সুখ ও দুঃখ ইহার সুপক
 ফল । এই মহাবৃক্ষ উচ্চতায়-সূর্য্যামণ্ডল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে, তদ্বৎ
 ইহার আর গতি নাই । কামনা পরায়ণ গ্রামবাসী গৃহস্থগণ ইহার দুঃখ
 রূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে ; অরণ্যবাসী বিবেকিগণ ইহার সুখরূপ ফল
 ভোগ করেন । যিনি গুরুপদেশ প্রভাবে এক অর্ধট মায়া প্রভাবে বহু এই
 সংসারতত্ত্বকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ বেদবিৎ । অতএব তুমি
 ইন্দুরর উপাসনা প্রভাব জনিত ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে বিদ্যারূপ
 কুঠার দ্বারা জীবোপাধিকে ছেদন করিয়া তদনন্তর সেই কুঠার-
 কণ্ড অর্থাৎ বিদ্যাকেও ত্যাগ কর । কারণ তখন আর কোন সাধনেরই
 প্রয়োজন নাই ॥ ২ ॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত ! ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞানং যত্তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥

অনুয় ।—হে ভারত ! সর্বক্ষেত্রেষু অপি মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি (জানীহি) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং তৎ জ্ঞানং [ইদং] মম মতং (অতিমতং) ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—হে ভারত ! সকল ক্ষেত্রেই আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ জানিও । ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের [বিষয়ে] • যে জ্ঞান, তাহাই জ্ঞান, [ইহাই] আমার অতিমত ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে ভারত ! যাবতীয় ক্ষেত্রেই আমাকেই তদধিষ্ঠিত ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে ; এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, ইহাই আমার অতিমত ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য ।—এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবৃত্তৌ কিমেতাবম্মাত্রেন জ্ঞানেন জ্ঞাতব্যাবিতি নেত্যাচ্যতে ক্ষেত্রজ্ঞমিতি । ক্ষেত্রজ্ঞম্ যথোক্তলক্ষণঞ্চাপি মাং পরমেশ্বরমসংসারিণং বিদ্ধি জানীহি, যোহসৌ সর্বক্ষেত্রেষ্বেকঃ ক্ষেত্রজ্ঞোহস্মাদিতত্ত্বপর্য্যস্তানেকক্ষেত্রোপাধিপ্রবিভক্তস্তম্ নিরন্তরসর্বোপাধিভেদং সদসদাদিশকপ্রত্যয়গোচরং বিদ্বীত্যভিপ্রায়ঃ হে ভারত ! যস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরযাথাত্ম্যব্যতিরেকেণ ন জ্ঞানগোচরমন্তদবশিষ্টমস্তি, তস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞেয়ভূতয়োঃ যৎ জ্ঞানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ যেন জ্ঞানেন বিষয়ীক্ৰিয়েতে তৎ জ্ঞানং সম্যগ্জ্ঞানমিতি মতমভিপ্রোক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ । মেধরন্ত বিধোঃ । নহু সর্বক্ষেত্রেষ্বেক এব জৈশ্বর্যো নাত্তত্ত্বদ্ব্যতিরিক্তোভোক্তা বিত্ততে চৈত্তত্ত্ব জৈশ্বরন্ত সংসারিণঃ প্রাপ্তং জৈশ্বরব্যতিরেকেণ বা সংসারিণোহন্তস্তাভাবাৎ সংসারীভাবপ্রসঙ্গস্তোক্তো ভয়মনিষ্টং বন্ধুমোক্ততদ্বৈতশীজ্ঞানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরোধাক, প্রত্যক্ষেণ তাৎস্ব্যং সূত্বং হুংখতদ্বৈতলক্ষণং সংসার উপলভ্যাতে অগমৈচিত্র্যোপলক্ষেচ ধর্মাদর্শনিমিত্তঃ সংসারোহুদয়ীয়েতে সর্বমেতদনুপন্নমাত্মৈশ্বর্যৈককর্মে ন জ্ঞানাজ্ঞানয়োরন্তর্য্যেনোপপত্তেঃ “দূরমেতে বিপরীতে বিমুচী” অবিদ্বা বা চ বিদ্বোতি জ্ঞানাজ্ঞানে তথা চ তয়োর্কিত্ত্বাবিদ্ব্যবিষয়য়োঃ ফলভেদোহপি বিরুদ্ধো নির্দিষ্টঃ প্রেরশচ প্রেরশ্চেতি বিদ্ব্যবিষয়ঃ প্রেরঃ প্রেরশ্চবিদ্ব্যাকার্যমিতি । তথা চ ব্যাসঃ,—“দ্বাবি-
মাবধ পহানাবিত্যাদি ইমৌ দ্বাবেব পহানাবিত্যাধি “চেহঁ চ হে নিষ্ঠে উক্তে অবিদ্যা চ সহ কার্যোপ-
বিদ্যা হাত্যে”তি শ্রুতিশ্রুতিজ্ঞানৈভ্যোহবগম্যতে, শ্রুতয়ন্তাবদিহ চৈদ্বৈদীদধ সত্যমস্তি ন চেদি-
হাবৈদীদধতী বিনষ্টন্তমেবং বিধানমৃত ইহ ভবতি, নাত্তঃ পহা বিদ্যাত্তেহয়নায়, আনন্দং ব্রহ্মণো
বিদ্বাষ বিতেতি কুতন্তন অবিদ্বদ্ব্যৎ তন্ত ভদ্রং তবত্যাবিদ্যায়ামন্তরে বর্ধমানোব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম

ভবতি অস্ত্রোপাংস্ত্রোহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানামাস্মবিদ্যঃ স ইবং সৰ্বং ভবতি
 না চৰ্ম্মবদি"ত্যাভ্যাসঃ সহস্রশঃ । স্ততশ্চ "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহুতি অন্তবঃ ইহৈব
 :তজ্জিতঃ স্বর্গোযেবাং সাম্যে স্থিতং মনঃ, সমং পশুন্ হি সৰ্কত্র" ইত্যাদ্যাঃ । ত্রায়তশ্চ "সর্পা
 হুশাগ্রোপি ভধোদপানং জ্ঞাত্বা মনুষ্যাঃ পরিবর্জয়ন্তি । অজ্ঞানতস্তত্র যাত্নীতি কেচিৎ জ্ঞানে কলং
 ষ্ঠ যথা বিশিষ্টং" । তথা চ দেহাদিষনাস্মাস্মবুদ্ধিরবিদ্যান্ রাগদেবাদিযুক্তোপদ্যাদিযুক্তানকং
 দায়তে ত্রিরতে চেত্যবগম্যতে দেহাদিযুক্তিরিত্যাদিশিনোরাগদেবাদি প্রাহণাপেক্ষয়া ধর্মাদর্শ-
 প্রবৃত্ত্যুপশমাদুচ্যন্ত ইতি ন কেনচিৎ প্রত্যাদ্যাতুং শক্যং ত্রায়তন্তত্রৈব সতি ক্ষেত্রজ্ঞস্তেজস্রস্তেব
 নতোহবিদ্যাকৃতোপাধিভেদতঃ সংসারিত্বমিব ভবতি, যথা দেহাদ্যাস্মাস্মাননঃ সৰ্কজন্তনাং হি
 প্রসিক্তোদেহাদিষনাস্মাত্ত্বাবোনান্শিতোহবিদ্যাকৃতোযথা স্থাণৌ পুরুষনিশ্চয়ো ন চৈতাবতা পুরুষধর্মঃ
 স্থাণৌ ভবতি স্থাপুরুষোবা পুরুষস্ত, তথা ন চৈতন্তঃ ধর্মোদেহস্ত দেহধর্মোবা চৈতন্তস্ত এবং
 লুপ্তহঃখমোহাস্মকস্মাদিরায়নোন মুক্তোহবিদ্যাকৃতত্বাবিশেষাজ্ঞারামৃত্যুভূতাদিত্যাদিতি চেৎ স্থাণু-
 পুরুষৌ জ্ঞেয়াবেব সন্তৌ জ্ঞাতোজ্ঞান্মিন্নয়ন্তাববিদ্যয়া দেহায়নোন্ত জ্ঞেয়জ্ঞাতোবেবতেরতরা-
 দ্যাসইতি ন সমোদৃষ্টোহতোদেহধর্মোজ্ঞেয়োহপি জ্ঞাতুরায়নোভবতীতি চেদ্রায়চৈতজ্ঞাদি-
 প্রসঙ্গাদ্ভবি হি জ্ঞেয়স্ত দেহাদেঃ ক্ষেত্রস্ত ধর্মীঃ সূখহঃখমোহেচ্ছাদয়োহপি কেন চ জ্ঞাতুরায়নো-
 ভবন্তি অবিদ্যাধ্যারোপিতা জরামরণায়ন্ত ন ভবন্তীতি বিশেষহেতুর্ভবত্যোন ভবন্তীত্যন্ত্যমুমানম-
 বিদ্যাধ্যারোপিতজ্ঞাতুরাদিবিদ্বিতি হেয়ত্বাহুপাদেয়ত্বাচেত্যাগি, তত্রৈবং সতি কৰ্ত্তৃত্বোক্ত্যুপলক্ষণঃ
 সংসারোজ্ঞেয়স্বোজ্ঞাতুর্যবিদ্যয়াধ্যারোপিত ইতি ন তেন জ্ঞাতুঃ কিঞ্চিৎ চ্যযতি, যথা বাটলয়ধ্যা-
 রোপিতেনাকাশস্ত তলমলবস্বাদিনা, এবং সতি সৰ্কক্ষেত্রেষপি সতোভগবতঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্তেজস্রস্ত
 সংসারিত্বং গচ্ছমাত্রমপি ন শক্যং ন হি কচিদপি লোকেহবিদ্যাধ্যাত্তেন ধর্মেন কন্তচিৎপকারো-
 হপকারোবা দৃষ্টোযতুং ন সমোদৃষ্টো ইতি তদসং কথমবিদ্যাধ্যাসমাত্রং হি দৃষ্টান্তদাষ্টান্তিককরোঃ
 সাধন্যং বিবক্ষিতং, তন্ন ব্যভিচরতি যত্ন জ্ঞাতুরি ব্যভিচরতীতি মন্যসে তত্পানৈকান্তিকবৎ
 প্রসিদ্ধং জরাদিভিরবিদ্যারূপং ক্ষেত্রজন্ত সংসারিত্বমিতি চেদ্র অবিদ্যায়ান্তামসম্বাস্তমসোহি প্রত্যয়
 বরণাস্মকস্মাদবিদ্যাবিপরীতগ্রাহকঃ সংসারোপগৃহ্যকোবা অগ্রহণাস্মকোবা বিবেকপ্রকাশতাবে
 রূপাত্মমসে চাবরণাস্মকে তিমিরাদিদোষে সতি অগ্রহণাদেববিদ্যাভ্রস্তোপলক্ষে: অত্রাহৈবং
 ত্রি জ্ঞাতুধর্মোহবিদ্যা ন করণে চক্ষুশি তৈমিরকস্মাদিদোষোপলক্ষেতু মন্তসে জ্ঞাতুধর্মোহবিদ্যা
 তদেব চাবিধ্যাধর্মবৎ ক্ষেত্রজন্ত সংসারিত্বং তল যত্নমীধর, এবং ক্ষেত্রজ্ঞান সংসারীত্যন্তদ-
 মুক্তমিতি তন্ন যথা করণে চক্ষুশি বিপরীতগ্রাহকাদিদোষস্ত দর্শনাং বিপরীতাদিগ্রহণং তন্নিমিত্তক
 তৈমিরকস্মাদিদোষগ্রহীতুশ্চক্ষুঃ সংসারেন তিমিরেপনীতে গ্রহীতুরদর্শনাম গ্রহীতুর্ভূমোযথা
 তথা সৰ্কত্রৈবাগ্রহণবিপরীতসংশয়প্রত্যয়তন্নিমিত্তাঃ করণস্তেব কন্তচিৎ ভবিতুমর্হতি ন জ্ঞাতুঃ
 ক্ষেত্রজন্ত সংবেদ্যত্বাক তেবাং প্রদীপপ্রকাশবর জ্ঞাতুধর্মত্বংসংবেদ্যত্বাদেব স্বাস্মাত্তিরিকসংবেদ্যত্বং
 সৰ্ককরণবিয়োগে চ কৈবল্যে সৰ্কবাদিভিরবিদ্যাদিদোষবস্বানুপগমাদান্ননো যদি ক্ষেত্রজন্ত-
 গ্ৰাহকবৎ স্বোধর্মত্বজ্ঞান তদাচিদপি তেন বিয়োগঃ স্তাববিক্রিয়ন্ত চ ব্যোমবৎ সৰ্কগতজাতুর্জ-

বিদ্যা সত্যং পরিহন্তব্যেতি নহু মতৈবাবিদ্যা জানাসিতহ বিদ্যাত্ত্বৎকথাযানং জানাসি নতু প্রত্য-
 ক্ষেধাহ্মনেন চেচ্ছানাসি কথং সম্বন্ধগ্রহণং ন হি তব জাতুজ্ঞেয়ভূতদ্বাবিদ্যা তৎকালে সম্বন্ধো-
 ঐহীকুং শকাতে অবিদ্যারাবিষয়ত্বেনৈব জাতুরূপযুক্তত্বায় চ জাতুরবিদ্যারাস্ত সম্বন্ধস্ত যোগ্যহীতা
 জ্ঞানকান্তং তদ্বিষয়ং সম্ভবত্যানবস্থা প্রাপ্তেইদি জ্ঞাতাপি জ্ঞেয়সম্বন্ধোজ্ঞায়তান্যোজ্ঞাতা কল্পাঃ
 স্তাত্ত্বজ্ঞাপ্যন্ততাপ্যন্ত ইত্যন্বদ্বাপরিহার্য্য জ্ঞেয়ান্তত্বা জ্ঞেয়ং জ্ঞেয়মেব তথা জ্ঞাতাপি জ্ঞাতৈব ন
 জ্ঞেয়ন্তবতি, বদা চৈবমবিদ্যা দুঃখিত্বাশ্রিত্য জাতুঃ ক্ষেত্রজন্ত কিঞ্চিদ্রূপাতি, নহয়মেব দোষোযং
 দোষবৎ ক্ষেত্রবিজ্ঞাত্বং ন বিজ্ঞানস্বরূপস্তৈবাবিক্রিয়ন্ত বিজ্ঞাতৃত্বোপচারণং যথোক্ততামাত্রোপাধে-
 ত্তিক্রিয়োপচারণত্বদ্ব্যধা তদগতত্বা ক্রিয়াকারকফলাদ্ব্যভাবাব আত্মনি স্বতঃএব দর্শিতা, অবিত্ত-
 ধ্যারোপিতৈতের ক্রিয়াকারকাত্মাত্ম্যপচর্যতে তথা তত্র তত্র য এবং বেত্তি হস্তায়, প্রকৃতে:
 ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণি সৰ্গণঃ, নাদন্তে কন্তচিং পাণমিত্যাদিপ্রকরণে দর্শিতত্বৈব চ
 ব্যাখ্যাতবদ্ব্যতিক্রমত্বেন চ প্রকরণে দর্শয়িষ্যামো হস্ত তর্হ্যাত্মনি ক্রিয়াকারকফলাদ্ব্যভাবাঃ স্বতো-
 হতাবেহবিজ্ঞা চাধ্যারোপিতত্বৈ কৰ্ম্মণ্যবিবৎসকর্তব্যাত্ত্বৈব নবিহর্যমিতি প্রাপ্তং, সত্যমেবং প্রাপ্তমে-
 ত্তদেব চ ন হি বেহত্বা শকামিত্যত্র দর্শয়িষ্যামঃ সৰ্গণাত্মার্থোপসংহারপ্রকরণে চ সমাসেনৈব
 কৌন্তেয়! নিষ্ঠা জ্ঞানস্য চাপরেত্যত্র বিশেষতোদর্শয়িষ্যামঃ অলমিহ বহুপ্রপঞ্চেতনতুপসং-
 হ্রিয়তে ॥ ৩ ॥

জ্ঞানকগিরি ।—দৃষ্টানং দ্রুপাদীনং ভেদকানং বাবদেহভাবিনাগনান্নদ্ব্যধিক্রিয়ে
 জ্ঞায়ং দেহাদন্যসুত্ব। সাংখ্যানামিহ তাবদ্ব্যধেণ মুক্তিনিবৃত্তয়ে তস্য সৰ্গদেহৈবৈক্যোক্তিপূর্বকং
 যেন পরমার্থেনাকরেণৈক্যং বৃত্তমন্ত প্রপঞ্চা দর্শয়তি এবমিত্যাদিনা। যথোক্তলক্ষণং দৃষ্টাদে-
 হ্যসিকটঃ জ্ঞায়মিত্যর্থঃ, চাপীতি নিপাতো জীবস্যাংকরজ্ঞানস্য দেহাদন্যজ্ঞানেন সমুচ্চর্যার্থো
 ত্তিরক্রমো ন ক্ষেত্রজঃ সাংখ্যবদ্ব্যশ্যাদন্যদেব বিদ্ধি কিন্তু মাঞ্চাপি বিদ্ধীতি সম্বধ্যতে। যঃ সৰ্গক্ষে-
 ত্রে একঃ ক্ষেত্রজঃ তং মামেব বিদ্ধীতি সম্বন্ধং সূচয়তি সৰ্কেতি। তত্ত্বক্ষেত্রোপাধিকভেদভাবঃ
 তত্ত্বজ্ঞানার্থীগোচরস্য কথং তদ্বিপরীতব্রহ্মত্বধীরতাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মাদীতি। উত্তরান্দং বিভজতে যদ্বা-
 দ্বিদ্ধি। স্তদেব বিশিনষ্টী ক্ষেত্রেতি। ন চ ভেদবিষয়ত্বায় সমাগজ্ঞানং তদিত্যুক্তং তস্য বিবেকজ্ঞানস্য
 বাক্যার্থজ্ঞানত্বায় মোক্ষোপায়িকত্বেন সম্যক্ত্বাসিদ্ধিরিতি ভাবঃ। জীবৈশ্বর্যোরেককত্বমুক্তমাক্ষিপতি
 নমিতি। জীবৈশ্বর্যোরেকত্ব জীবন্তেথরে বা তন্তু জীবে নাস্তভাবোনোজ্ঞাজীবন্ত পরমাদন্তভাবৈ
 সংসারন্ত নিরালম্বনদ্ব্যরূপন্তা পরন্তেব তদাপ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাদিত্যর্থঃ। অল্পমতোঅভিচকাশীতি
 ঐতেন তন্ত সংসারিতেত্যশঙ্ক্য দ্বিতীয়ঃ দৃষয়তি ঐশ্বরেতি। জীবৈ চেষ্টীষরোহন্তত্ববতি তদাপি
 ততোহন্তসংসার্যভাবন্ত চ সংসারানিষ্টঃ সংসারোজগত্যন্তং গচ্ছেদিত্যর্থঃ। প্রসঙ্গদ্বয়স্তেইং নি-
 রাস্তে ততেতি। সংসারভাবে তমোরন্তঃ পিপ্লবম্ স্বাধস্তীত্যাদিবদ্ব্যশ্রান্ত তদ্বৈক্যকর্ম্মবিষয়-
 কর্ম্মকাণ্ডস্ত চানর্থক্যমীশ্বর্যশ্রিতে চ সংসারে তদভ্যন্তর্যত্বতঃ জ্ঞানকাণ্ডস্ত মোক্ষতদ্বৈক্যজ্ঞানার্থ-
 জ্ঞানার্থক্যমতোন প্রসঙ্গমোরিষ্টেত্যর্থঃ। সংসারভাবপ্রসঙ্গস্তানিষ্টে হেতুত্বমাহ প্রত্যক্ষাদীতি।
 তত্র প্রত্যক্ষবিবোধম্ একটয়তি প্রত্যক্ষেণেতি। আদিশব্দোপাত্তমমুমানবিরোধমাহ জগদ্বিদ্ধি।

বিমতং বিচিত্রহেতুকং বিচित्रকার্যত্বং প্রসাদাদিবদিত্যর্থঃ । প্রত্যক্ষানুমানাগমবিরোধাবৃত্ত-
 মৈক্যমিত্যুপপাদয়তি সৰ্বমিতি । একোহপি সংসারভ্রমবিদ্যাভ্যো বিদ্যাভ্যোহসংসারিভ্যামিতি বিভা-
 গান্নাহুপপত্তিরিত্যন্তরমাহ নেত্যাদিনা । তয়োঃ স্বরূপতোবিলক্ষণেন্দ্ৰে প্রতিমাহ দূরমিতি । অবিজ্ঞা-
 বা চ বিজ্ঞেতি প্রসিদ্ধেতে বিভ্যাবিত্তে দূরং বিপরীতে অত্যন্ত বিরুদ্ধে ইত্যর্থঃ । বিশ্বটী নানাগতী
 ভিন্নফলে ইত্যর্থঃ । স্বরূপতোবিরোধবৎ ফলতোহপি সৌহৃদীত্যাহ তথেন্দ্ৰেতি । ফলভেদেনৈক্যমেব
 ব্যনক্তি বিজ্ঞেতি । তয়োঃ দ্বিধাবিলক্ষণেন্দ্ৰে বেদব্যাসস্তাপি সম্মতিমাহ তথাচেতি । উক্তোহর্থ উগব-
 ত্যোহপি সম্মতিমুদাহরতি ইহচেতি । ঘোরোহপি নিষ্ঠয়োস্তল্যমুপাদেয়মিতি শঙ্ক্য শাস্তয়তি অবিজ্ঞা-
 চেতি । অবিজ্ঞা সকার্য্য হাতব্যেত্যত্র প্রতিমুদাহরতি শ্রুতয়ন্তাবদिति । ইহেতি জীবদবদ্যোচ্যে,
 চেচ্ছোবিত্তোদয়দোৰ্ণভ্যন্তোভী, অবৈদীদহং ব্রহ্মেতি বিদিতবানিত্যর্থঃ । অথ বিজ্ঞানম্বরমেব
 সতামবিতত্বং পুনরাবৃত্তিবর্জিতত্বং কৈবল্যম্ স্তাদিত্যাহ অথেন্দ্ৰেতি । অবিজ্ঞাবিক্ষয়েহপি প্রতিমাহ
 নচেদिति । জন্মমরণাদিরূপা সংসৃতির্কিনষ্টঃ তন্ত্রায়হং সমাগজ্ঞানং বিনা নিবর্তয়িতুমশক্যং ।
 বিভ্যাবিশয়ে শ্রুতান্তরমাহ তমেবমিতি । পরমাত্মানং প্রত্যক্तेন যঃ সাক্ষাৎকৃতবান্ সন্দেহে জীবমেব
 মুক্তোভবতীত্যর্থঃ । বিভ্যাং বিনাপি হেতুস্তরতোমুক্তিমাশঙ্ক্যাহ নেতি ভয়হেতুং বিভ্যাবিশ্রান্তিকুলকী-
 তজ্জন্মমপিনিরন্ততি বিদ্বান্হিতি । অত্র ব্যাক্যন্তরমাহ বিদ্বানिति । অবিজ্ঞাবিশয়ে ব্যাক্যন্তরমাহ
 অবিদ্ববহিতি । প্রতীচ্যেকরসে স্বরূপমপি ভেদং মন্যমানস্ত ভেদদৃষ্টান্তরমেব সংসারধোব্যমিত্যর্থঃ ।
 তত্রৈব শ্রুতান্তরমাহ অবিজ্ঞায়মিতি । তন্মধ্যেতৎপরবশস্তয়া স্থিতস্ত তমজ্ঞানভোদেহান্ততিমানব-
 স্তোমুচ্যঃ সংসরন্তীত্যর্থঃ । বিভ্যাবিশয়ে শ্রুতান্তরমাহ ব্রহ্মেতি । অবিদ্যাবিশয়ে শ্রুতান্তরমাহ
 অজ্ঞোহসাবিতি । ভেদদৃষ্টমুদ্য তন্নিদানমবিদ্যেত্যাহ নেতি সচ মহাব্যাধাং পশুবদেবাদীনাং
 প্রেযাতাং প্রাপ্নোতীত্যাহ যথেন্দ্ৰেতি । *বিদ্যাবিশয়ে ব্যাক্যন্তরমাহ আত্মবিদिति । ইদং সৰ্বং
 প্রত্যগভূতং পূর্ণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ । জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিত্যত্র শ্রুতান্তরমাহ যদেন্দ্ৰেতি । নথবাকাশং
 চন্দ্রবদানবোবৈষ্টিয়িতুরীষ্টে তথা পরমাত্মানং প্রত্যক্तेনানুভূয় ন মুচ্যতে ইত্যর্থঃ আদিশব্দোদ্যত-
 বিদ্যাবিদ্যাকলভেদার্থাঃ শ্রুতযোগ্যন্তে । তাসামুপায়েন প্রামাণ্যং হৃদয়তি সহজমহিতি ।
 বিদ্যাবিদ্যাবিশয়ে স্মৃতিমুদাহরতি স্মৃতয়শ্চেতি । তত্রাবিদ্যাবিশয়ং ব্যাক্যমাহ অজ্ঞানেনেতি ।
 বিদ্যাবিশয়ং ব্যাক্যময়ঃ দর্শয়তি ইহেত্যাদিনা । বিদ্যাকলমনর্থধ্বস্তিরবিদ্যাকলমনর্থাপ্তিরিত্যেত-
 দধ্বস্তব্যতিরেকাখ্যাত্মাদপি সিধ্যতীত্যাহ ন্যায়তশ্চেতি । তত্রৈব পুরাণসম্মতিমাহ সর্পাদिति ।
 উদপানং কুপং যথাস্রজ্ঞানে বিশিষ্টং কলং স্তাতথা পশ্যতি যোজনান । স্তায়তশ্চেত্যধ্বস্তিরেকাখ্য-
 স্তায়মুক্তং বিরূপেতি তথাচেতি । তত্রাদাবধ্বয়মাচষ্টে দেহাদিধ্বস্তি । অনাদ্যনির্কাচ্যাবিত্তলি-
 দাত্মা দেহাদাবনাশস্ত্রাবুর্কিমাদধতি তদবুৎকারাগাদিনা প্রেযতে তৎপ্রবৃত্তং কর্ণাহতিভূতি
 তৎকর্তা চ যথা কর্ণনতনং দেহমাদন্তে পুরাতনং ত্যজতীত্যেবমবিদ্যাবস্তে সংসারিক সিকমিত্যর্থঃ ।
 ব্যতিরেকমিদানীং দর্শয়তি দেহাদীতি । শ্রুতিযুক্তিভ্যাং ভেদে জ্ঞাতে রাগাদিধ্বস্তা কর্ণোপ-
 নাদেশবস্তংসারাসিক্তিরিত্যবিদ্যারাহিত্যে বদ্ধান্তিরিত্যর্থঃ । উক্তাধ্বস্তাদেবস্তথাপি শিথিলয়তি
 ইতিনেতি উক্তাধ্বস্তাধ্বস্তা স্কেনচিদপি স্তায়তোন শক্যং প্রাত্যাখ্যাতুং তদন্তথাপি সিক্তমাধ্বস্তা

বাদিতার্থঃ । অধ্বাদেৱনন্যথাসিদ্ধয়ে চোদ্যামপি প্রাচীনং প্রতিনীতিমিত্যাহ তত্রৈতি । জ্ঞানা-
জ্ঞানয়োৱক্কন্যায়েন স্বরূপভেদে কার্যভেদে চ স্বারস্তেন পরাপরয়োৱৈক্যেহপি বুদ্ধাৱ্যাপাধিতেৱা-
দাবিদ্যকমাস্তনঃ সংসারিত্বং আভাসরূপং প্রতিভাসিকং সিদ্ধতীতার্থঃ । আত্মনোব্রজতা স্বতশ্চ-
দহমিত্যাত্মভাবেন ব্রজরূপি ভায়াদিত্যাশঙ্কাহ যথেন্তি । দেহাদ্যতিরিক্তশ্চাত্মস্বমেব বিপরীতং
ভাসতে তথাৱনোব্রজত্বেন স্বাভাবিকৈহপি তস্মিন্ ব্রজত্বং ন ভাত্যবিদ্যাভৌহব্রজত্বমেব তস্ত ভাতী-
তার্থঃ । আত্মনোদেহাদ্যাৱ্যত্মাবিদ্যকং ভাতীত্বাক্তং অমুতবেনস্পষ্টয়তি সৰ্কেতি । অতস্মিং-
স্তদ্বুদ্ধিরবিদ্যাকৃতত্যাগ দৃষ্টান্তমাহ যথেন্তি । পুরস্থিতে বস্তুনি বস্তুতঃ স্বাণববিদ্যায়া পুমানিকি
নিশ্চয়োজ্ঞায়তে তথা দেহাদবানাত্মন্যাদ্বীৱবিদ্যাভৌনিশ্চিততার্থঃ । দেহাৱনোৱৈক্যজ্ঞানে
দেহধৰ্ম্মস্ত জ্ঞানদেৱাত্মন্যাদ্বধৰ্ম্মস্তচ চৈতন্যস্ত দেহেহপি নিয়মঃ শ্রাদিত্যাশঙ্কাহ নচেতি । স্বাগৌ
পুরুষধৰ্ম্মঃ শিরঃপাণ্যাধিন স্বাগৌৰ্ভবতি তদ্ব্যর্থোবা ঋজাদিন পুংসোদৃশ্যতে মিথ্যাধ্যস্ততাদাত্ম্যা-
বস্ত্ততোধৰ্ম্ম ব্যতিকরাদিতি দৃষ্টান্তমুক্তা দাষ্টীান্তিকমাহ তথেন্তি । জ্ঞানদেৱনাত্মধৰ্ম্মত্বেহপি সুখাদেৱা-
ত্মধৰ্ম্মস্বমিতি কেচিৎতান্ প্রতাহ সূতেন্তি । কামসংকল্পাদিশ্রুতেরনাত্মধৰ্ম্মজ্ঞানাবিতার্থঃ । কিঞ্চ
বিমতোনাত্মধৰ্ম্মোহবিদ্যাকৃতত্বাজ্ঞানাদিবর চ হেতুসিদ্ধিরতস্মিং স্তদ্বুদ্ধিবিষয়ত্বেন স্বাগৌ পুরুষ-
বদবিদ্যাকৃতত্বস্তোক্তবাদিতি মত্বাহ অবিদ্যোতি । স্বাগৌ পুরুষত্ববদাবিদ্যাত্বং দেহাদেৱযুক্তং
দৃষ্টান্তদাষ্টীান্তিকয়োৱৈক্যমাদ্যাদিতি শঙ্কতে নেতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি স্বাধিত্যাদিনা । জ্ঞেয়স্ত
জ্ঞেয়ান্তরেহধ্যাসাদত্র চোভয়োজ্ঞেয়ত্বব্যাপকব্যাবৃত্ত্যা ব্যাপ্যাধ্যাসস্তাপি ব্যাবৃত্তিরিতার্থঃ ।
দেহাত্মবুদ্ধেত্রমত্বাভাবে ফলিতমাহ অতইতি । উপাধিধৰ্ম্মাণং সুখাদীনাং উপহিতে জীবে
বস্তুত্বমযুক্ত মতিপ্রসঙ্গাদিতি পরিহরতি নেত্যাদিনা । অতিপ্রসঙ্গমেব প্রকটয়তি যদীতি ।
সুখাদিনামাত্মধৰ্ম্মঃ চেহপাধিধৰ্ম্মতাদৈতত্ত্বং জ্ঞানাদিকঞ্চাত্মনোহুর্ধ্বারং স্যাদিতার্থঃ । সুখাদি-
ত্মাত্মধৰ্ম্মোনেতিপক্ষেহপি নান্তি বিশেষহেতুরিত্যাশঙ্কাহ নেতি । তদেবাহুমানং শরয়তি
অবিদ্যোতি । বিমতংনাত্মধৰ্ম্মঃ আগমাপারিত্যং সম্ভবদিত্যহুমানান্তরমাহ হেয়ত্বাদিতি । আদি-
শব্দাক্তশ্রুতজড়ত্বাদি গৃহ্যতে । সুখাদীনাং জ্ঞানাদিবদাত্মধৰ্ম্মত্বাভাবে তস্যা বস্তুতোহসংসারিত্ব
ফলিতমাহ তত্রৈতি । আরোপিতেনাধিষ্ঠানস্য বস্তুতোহস্পর্শে দৃষ্টান্তমাহ যথেন্তি । পরাভিন্ন-
তাত্মনঃ সংসারিত্বমধ্যস্তমিতি স্থিতে যৎ পরস্য সংসারিত্বাপাদনং তদযুক্তমিত্যাহ এবঞ্চেতি !
আত্মনি সংসারস্যারোপিতত্বাত্তদন্ত্রে পরস্মিমাশঙ্ক্যেব তস্যায়ুক্তোভ্যোতহপাদয়তি ন ইতীতি ।
স্বাগৌ পুরুষনিশ্চয়বদাত্মনোদেহাদ্যাৱ্যত্মনিশ্চয়স্যাধ্যস্ততেত্যাৱ্যুক্তং । দৃষ্টান্তস্য জ্ঞেয়মাত্রবিষয়ত্বা-
দিতরস্য জ্ঞেয়জাতৃবিষয়ত্বাদিত্যুক্তমমুত্বদতিয'স্বতি । বৈষম্যং দুষয়তি তদসদমিতি । তহি কেন
সমমিতি পৃচ্ছতি কথমিতি । অভীষ্টসাধন্যং দর্শয়তি অবিদ্যোতি । তস্যোভয়ত্রাহুগতিমাহ
তন্মেন্তি । জ্ঞেয়ান্তরে জ্ঞেয়স্যারোপনিয়মাৎ জ্ঞাতরি নারোপঃ স্যাদিত্যাশঙ্কাহযস্বতি । নাৱং
নিয়মো জ্ঞাতরি জ্ঞাত্তারোপস্যোক্তত্বাদিত্যাহ তস্যাপাতি । জ্ঞেয়সৌব জ্ঞেয়ান্তরেহধ্যাসনিয়ম-
সৌতি যাবৎ অতোজ্ঞাতরি নারোপব্যভিচারশঙ্কেত্যাৰ্থঃ । আত্মন্যাবিত্যাধ্যাসে তত্রাবিত্যায়াঃ
স্বাভাবিকত্বাত্তদবীনত্বং সংসারিত্বমপি তথা স্যাদিতি শঙ্কতে অবিদ্যাবত্বাদিতি । কাবিত্যাবিপন্নত-

দীর্ঘা অনাভিনির্বাচ্য জ্ঞানং বা নাভ্যোবিপরীতগ্রহাদেতমঃশক্তিভিনির্বাচ্য জ্ঞানকার্যব্যক্ত-
 য়াস্বধর্মত্বাযোগাদিত্যাহ নেত্যানি। তদেব প্রপঞ্চয়তি তামসোহীতি। আধরণ্যস্বকৃত-
 বত্ত্বনি সম্যক্ প্রকাশপ্রতিবন্ধকত্বং বিপরীতগ্রহণাদেববিদ্যাকার্যত্বং বিদ্যাপোহত্বেন সাধয়তি
 বিবেকেতি। নচ কারণাভিনাভিনির্বাচ্যস্বধর্মঃ স্যাদিত্যুক্তমনির্বাচ্যাদেব তর্কাত্তদ্ব্যর্থস্য
 স্পষ্টত্বাদিত্যি ভাবঃ। কিঞ্চ বিপরীতগ্রহাদেবরহস্যব্যতিরেকাত্যাং দোষজন্যত্বাবগমাদপি নাস্ব-
 ষ্মতেত্যাহ তামসে চেতি। তমঃশক্তিভাজানোখবস্তপ্রকাশপ্রতিবন্ধকস্তিমিরকাত্যাদিদোষত্বম্
 কাক্সানঃ মিথ্যারীঃ সংশয়শ্চেতি, ঐদ্যস্যোপলভ্যাদসতি তস্মিন্ন প্রতীতেরহস্যব্যতিরেকাত্যাং
 পরীতজ্ঞানাদেদেবানীনাধিগম্যর কেবলাস্বধর্মতেত্যর্থঃ দোষস্য নিমিত্তত্বাং তাবকার্যত্বোপা-
 নিনিরাসাদনির্বাচ্যবিদ্যাস্তাসংসৃত্যেব বিপর্যাসাদেবপাদানমিতি চোদয়তি অত্রাহেতি।
 পরীতগ্রহাদেদোষাখত্বং সপ্তমার্থঃ। অগ্রহাদিত্রিতমবিপর্যাসাদেঃ সত্যোপাদানং সত্য-
 পদান্নাত্মা তদুপাদানং কিন্তু দোষস্ত চক্ষুরাদিধর্মকত্বগ্রহণাদগ্রহণাদেব দোষত্বাং করণধর্মত্বং
 রণমবিদ্যোখমন্তঃকরণং নচ তক্ষেতুরবিদ্যা সিদ্ধেতি বাচ্যমজ্ঞোহহমিত্যত্মত্ববাৎ স্বাপে চ পরামর্শ-
 বগমাং কার্যলিঙ্গকাজুমানাদাগমাক্ত তৎ প্রসিদ্ধেয়িতি পরিহরতি নেত্যানি। সংগ্রহীতু-
 পত্পরিহারায়োশ্চোদ্যং বিবৃণোতি যথিতি। অবিদ্যাবশ্বেহপি জ্ঞাতুরসংসারিভ্যাহুদ্যদতঃস্তোরগব-
 দ্যা কিং করিষ্যতীত্যাহত্বাহ ভবেবেতি। মিথ্যাজ্ঞানাদিভমেবায়নঃ সংসারিভ্যমিতি হিতে
 লিতমাহ তত্রোতি। ন করণে চক্ষুরীত্যাদিনোক্তমেব পরিহারং প্রপঞ্চয়তি তদ্রনেত্যানি।
 তিমিরাদিদোষত্বকতো বিপরীতগ্রহাদিশ্চন গ্রহীতুরায়নোহস্তীত্যত্র হেতুমাং চক্ষুহেতি। তদ্রপে-
 জ্ঞানাদিসংস্কারেণ তিমিরাদৌ পরাক্রতে দেবদত্তস্ত গ্রহীতুদোষাত্তদুপলভ্যর তস্ত তদ্ব্যর্থমতোবি-
 ত্তং তত্ত্বতোনাস্বধর্মোদোষত্বাত্তৎকার্যত্বাচ্চ সম্ভবমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বিপরীতগ্রহাদিতত্ত্বতোনা-
 স্ম্যো বেষত্বাং সম্প্রতিপন্নবদিত্যাহ সশ্বেত্বাচ্চেতি। কিঞ্চ যদেতৎ তৎস্বাতিরিক্তবেত্তং যথা
 পাদি ইতি ব্যাপ্তেক্ষিপন্নীতে গ্রহাদীনামপি বেষত্বাদতিরিক্তবেত্তত্বং সশ্বেদিতা ন সংবেত্তধর্ম-
 ষ্বেদিত্ত্বাদিগুণা দেবদত্তো ন স্বসংবেত্তরূপাদিমানিত্যুমানান্তরমাহ সংবেত্ত্বাৎচেবেতি। কিঞ্চ
 বিপরীতগ্রহাদয়ত্ত্বতোনাস্বধর্মব্যতিরেকাচারিৎ ক্রশ্বাদিবদিত্যাহ সর্কেতি। উক্তমেব বিবৃণোত্বা-
 নাবিপরীতগ্রহাদিস্বাভাবিকো বাগজ্ঞকোবেতি বিকল্যাভং লুপয়তি আত্মনইতি। অতো নির্মোক্ষো-
 বিদ্যাত্তদ্ব্যর্থস্তেরসত্বাদিত্যি ভাবঃ। আগন্তুকোহপি স্বতশ্চেন্দ্রিয়ভিঃ পরতশ্চেন্দ্রিয়াহ অবিক্রি-
 স্যতি। বিভূত্বাদবিক্রিয়ত্বাদনুষ্ঠানাকাত্মা ব্যোমবর কেনচিৎ সংযোগবিভাগাবলুপ্তবন্তি নবি-
 বক্রিয়াভাবে ব্যোমি বস্ততঃ সংযোগবিভাগাবলুপ্তকাত্মানন্তদসংযোগার পরতোহপি একপরি-
 রীতগ্রহাদিত্যর্থঃ। তত্বাস্বধর্মত্বাভাবে কলিতমাহ সিদ্ধমিতি। আত্মনোনির্দ্বন্দ্বকত্বং তদ্ব্যর্থ-
 তিমাহ অমাদিবদিত্যি। ঈশ্বরং সত্যায়নোহসংসারিভ্যে বিধিপাত্তাত্ম্যাকাদেশানর্থক্যজ-
 ষ্বেকমেব তস্য সংসারিভ্যমিতি শব্দতে নখিতি। বিভাবস্থান্যাবিত্ত্বাবস্থান্যাব শাস্ত্রানর্থক্যমি-
 বকল্যাভঃ প্রত্যাহ ন সর্কেতি। বিভবোক্তস্য সংসারতদধারকত্বোদোষত্বাৎ সর্কানর্থক্য-
 ত্বজ্ঞানানর্থক্যমিতিচোক্তং নইব ন প্রতিবিধেয়মিত্যর্থঃ। সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি সর্কেতি।

অভিপ্রায়জ্ঞানং প্রস্নেহাভিপ্রায়মাহ কথমিত্যাদিনা । তর্হি মুক্তাং প্রতি বিধিশাস্ত্রস্যাধ্যক্ষা-
 ন্তানর্থক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ নচেতি । নহি ব্যবহারাতীতেষু তেষু গুণদোষাশঙ্কেত্যর্থঃ । বৈতিনাং
 মতে মুক্তায়াং বিবাক্ষ্যং পক্ষেহপি ক্ষেত্রজস্যোৎপত্তয়ে তং প্রতি চ শাস্ত্রাদ্যানর্থক্যং বিদ্যাব্যবহার্যা-
 িত্তমিতি ফলিতমাহ তথেনি । দ্বিতীয়ং দুষ্যতি অবিচ্ছেদিতদেব দৃষ্টাৎ ন বিবৃণোতি যথেনি ।
 এবমবৈতিনামপি বিজ্ঞোদয়াং প্রাগর্থবত্ত্বং শাস্ত্রাদেবরিত্যেব । বৈতন্তিকৈক্যতিনাং সাম্যমিতি
 শব্দতে নহিতি । অবস্থ্যয়োবস্ত্বে তন্মতে শাস্ত্রার্থবত্ত্বে ফলিতমাহ অতইতি । সিদ্ধান্তে তু নাবস্থ-
 যোবস্ত্বতেতি বৈষম্যমাহ অবৈতিনামিতি । ব্যবহারিকং দ্বৈতং তত্তন্মতেপি স্বীকৃতমিত্যাশঙ্ক্যাহ
 অবিচ্ছেদিত । কল্পিতদ্বৈতেন ব্যবহার্যম্ তস্য বস্ত্বতেত্যর্থঃ । বদ্ধাবস্থায়ঃ বস্ত্বত্বাভাবে দোষান্তর্যাদে
 বন্ধেতি । আত্মনস্তত্ত্বতোহবস্থ্যভেদোদৈতিনামপি নাস্তীতি পরহরতি নেতি । অনুপপত্তিং
 দর্শয়িতুং বিকল্পয়তি যদৌতি । তত্রাণং দুষ্যতি যুগপদ্বিতি । দ্বিতীয়েহপি ক্রমভাবিজ্ঞোদয়বস্ত্বো-
 র্নিনির্মিত্ত্বং সনির্মিত্ত্বং বেতি বিকল্যাচ্ছে নদ্য প্রসঙ্গাদ্বক্ষ্যমোক্ষয়োরব্যবস্থা স্যাদিত্যাহ ক্রমেতি ।
 কল্পান্তরঙ্গিরস্যাতি অন্তেতি । বদ্ধাক্ষোক্ষবস্ত্বে ন পরমার্থে অস্বাভা বক্তব্যং স্মৃতিকনোহিত্যবদ্বি-
 ত্বিতে ফলিতমাহ তথাচেতি । অবস্থ্যয়োর্বস্ত্বতোপগমাদিত্যর্থঃ । ইতচ্চাবস্থ্যয়োর্বস্ত্বমিত্যাহ
 কিলেতি অবস্থ্যয়োর্বস্ত্বমিচ্ছতা তয়োৰ্যোপপদ্যোযোগাচ্ছাচ্যো ক্রমে বদ্ধস্য পূর্বকং স্তব্ধেচ পাশ্চাত্য-
 মিত্যিত্তে বদ্ধস্যাদিত্যুক্তং দোষমাহ বন্ধেতি । তস্যাপাশ্চাত্যভাগমুক্তবিনাশনিবৃত্তয়ঃ স্নান-
 ইমেষ্ঠব্যমস্তবস্ত্বকং মুক্ত্যর্থমাস্থ্যং তচ্চ যদমানিভাবরূপং তন্নিত্যং যথাস্থ্যেতি ব্যাপ্তিবিকল্পমিত্যর্থঃ ।
 োক্ষস্য পাশ্চাত্যকৃতং দোষমাহ তথেনি । সাহি জ্ঞানাদিসাধ্যাদাদিমুক্তী পুনরাবৃত্তানঙ্গীকারা-
 ইনস্তা চ তচ্চ যৎসাদিভাবরূপং তদন্তঃস্বয়ং পটাদীতি ব্যাপ্তান্তরবিকল্পমিত্যর্থঃ ।
 কিল ক্রমভাবনীভ্যামব্যবস্থ্যভাগমাদ্য সধ্বাতে 'ন বা প্রথমে পূর্বাব্যবস্থ্যয়ামপি
 পূর্বাব্যবস্থ্যয়ানাদিনির্বোক্ষঃ যদি পূর্বাব্যবস্থ্য ত্যন্তোত্তরব্যবস্থ্য গচ্ছতি তদাপূর্বত্যাগো-
 ত্তর্যন্তোত্তরান্ননঃ সাত্তিশ্রয়াদিত্যাহুপপত্তিরিত্যাহ ন চেতি । আত্মনোহবস্থ্যয়সম্বন্ধোনাঙ্গীতি
 দ্বিতীয়মন্ত দুষ্যতি অথেনি তর্হি পক্ষদ্বয়েহপি দোষাবশেষবান্নদ্বৈতমতাহুরাগে হেতুরিত্যাশ-
 ঙ্যাবিত্ত্যাবিবক্রে চেত্বাকং বিবৃণোতি ন চেতি । তদেব স্মৃটয়তি অবিহ্বাং ইতি । ফলং
 ভাঙ্ক্যে কর্ত্ত্ব্যে হেতুঃ যদা ফলং দেহবিশেষোহেতুরদৃষ্টং তয়োবিনাশনোভোক্তাহঃ কর্ত্ত্ব্যং
 হুবোহহমিত্যাধাব্যাদর্শনমধিকারকং তেনাবিষয়বিষয়ং বিধিনিষেধশাস্ত্রমিত্যর্থঃ । বিহ্বামপি
 হুবোহহমিত্যাধিকাব্যাদর্শনবিষয়ং শাস্ত্রং কিং নশ্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নেতি । ভোক্তব্যকর্ত্ত্ব্যভ্য-
 ঙ্গ্যাদিমতোদেহধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাঙ্গ্যঙ্গনোহত্বং পশুতোন বিধিনিষেধাধিকারিত্বমুৎফলাদাব্যাদ-
 ঙ্গীয়াভিমানাসম্ভবাদিত্যর্থঃ । আত্মনোদেহাদেবরিত্ত্বদর্শনোদেহাদাব্যাদ্যবীরিত্যেতদুপপাদয়তি
 ইতি । বিহ্ব্যোন বিধিনিষেধাধিকারিতেভ্যুক্তমুপসংহরতি তদ্বাদিতি । শাস্ত্রতাবিষয়বিষয়-
 ইতিবিষয়মপি মন্তব্যমন্তরোরপি শাস্ত্রপ্রকাশবিশেষাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নহীতি । তত্রোৎপত্তিনং দেহ-
 দবস্ত্বং হিতস্তত্রৈব বর্ত্তমানঃ সন্নিত্যর্থঃ । নহু দেবকন্তে নিবৃত্তে বিহ্ব্যমিত্রোহপি বদান্নিহিত্য-
 ন্নীতিপ্রতিপদন্ত সত্যং নিরোগবিষয়নিরোজ্যাদাত্মনো বিবেকাগ্রহণান্নিরোজ্যাদাত্মনো

রাগেতি । অবিবেকেনো নিয়োধ্যার্থবতীতি দৃষ্টান্তযুক্তা ফলে হেতো চান্দ্রদৃষ্টিবিশিষ্টা-
 বিহ্বঃ সম্ভবতোয বিধিনিষেধাবিকারিতমেবং দাষ্টান্তিকমাহ তথেন্তি । বিধিনিষেধশাস্ত্রমবিধিবির-
 মতি ববতা শাস্ত্রানর্থক্যং সমাহিতং সম্ভ্রতি শাস্ত্রস্ত বিধিবিরম্ভেনৈবাব্যবঃ শক্যসমর্থনমিতি
 ইত্যেত নথিতি । প্রকৃতিরবিদ্যা ততোজ্ঞাতে যে দেহাদাবতিমানায়সম্বন্ধে বিভোদয়াং প্রাগমুহুত-
 ত্তদপেক্ষয়া বিধিনা প্রবর্তিতানিষেধেন নিবর্তিতোহ্মাতি বিধিনিষেধবিষয়া সত্যামপি বিভায়াং
 দীর্ঘকৈবেত্যর্থঃ বিহ্বোহপি পূৰ্ণমাবিহ্বকং সম্বন্ধমপেক্ষ্য বিধিনিষেধবিষয়াক্রিয়মুক্তামেব ব্যতী-
 কুরোতি ইষ্টেতি । নববিহ্বোমিথ্যাভিমানবর বিহ্বঃ সোহমুদ্বর্ততে তথাচাবিদ্যাসম্বন্ধাপেক্ষয়া
 ইযথোক্তা ধীরিতি তত্রাহ যথেন্তি । পিতাপুত্রোক্তান্তেতাদীনাং মিথোহন্যতদৃষ্টাবপ্যক্তোনাং
 নিয়োগার্থস্ত নিষেধার্থস্ত চ দীর্ঘকৈ পিতরমবিহ্বত্য বিধৌ নিষেধে বা তস্ত তদমুহুতানাশক্তৌ পুত্রস্ত
 তদ্বিষয়াধীরীষ্টা অথাৎ : সম্ভ্রতি যদা প্রৈয়গ্নজ্ঞাতংতৎ পুত্রমাহ ঙং ব্রহ্ম বজঃ ঙং লোকইত্যাদি
 সম্ভ্রতিপত্তা । অত্যাশেষমুহুতানস্ত পুত্রকার্যত্যা প্রতিপাদনাং পুত্রক্ষাধিকৃত্য বিধিনিষেধপ্রবৃত্তৌ তস্য
 তদশক্তৌ পিতৃত্তথা ধীরপগতা তথা ভ্রাতৃদিযপি ওষ্টব্যং এবং বিহ্বোহেতুফলাভ্যা মন্যদর্শনেহপি
 প্রাক্কানীনাবিকাদেহাদিসম্বন্ধাদবিকল্পা বিধিনিষেধার্থা ধীরিত্যর্থঃ । পুত্ৰাদীনাম্ মিথ্যাভিমান-
 য়িথোনিয়োগবীৰ্য্যতা তদ্বদর্শনস্ত তদভাবস্ত দেহাদিসম্বন্ধাধীন নিয়োগধীরিতি পরিহরতি নেতা-
 নীনা । কিঞ্চ সৰ্ব্বাপেক্ষা যজ্ঞাদিস্তত্তেত্তৎবনিতি সৰ্ব্বাপেক্ষাবিকরণে সমাপ্তজ্ঞানয়া দৃষ্টসাধ্যা-
 কুরিবিধিনিষেধাধীৰুহানং সমাপ্তজ্ঞানায় পূৰ্ণমিতি কুতোবিহ্ববস্তদমুহুতানমিত্যাহ প্রতিপন্নৈতি ।
 তাদৃষ্টেঃ সমাগ ধীদৃষ্টেরমতি চান্ত্রকৃত্তত্তৎসংবাদমব্যতিরেকাত্যাং বিবিধিাবাক্যাক্ত বিধি-
 নিষেধামুহুতানাং পূৰ্ণং ন সংস্কারিত্যাহ ন পূৰ্ণমিতি বিধিনিষেধোবিধিবিরম্ভাব্যাপে
 লগিতমাহ তস্মাদিতি । শাস্ত্রম্যাবিধিবিরম্ভেনোক্তমর্থবস্বমাকপসমাবিত্যাং প্রপঞ্চকিতু-
 য়াকিপতি নথিতি । চকারাৰ্দ্ধমপ্রকৃতিরিতি সম্বধ্যতে । আত্মনোদেহাদ্যতিরেকং
 পশ্যতাং দেহান্ততিমানরূপাধিকারঃতত্ত্বাবাধিবিতোবাগাদাবপ্রকৃতিনিষেধাত্তাক্তত্বকণাদেন-
 নিবৃত্তিরতত্ত্ববাং প্রকৃতিনিবৃত্তোরভাবে দেহাদাবাত্মমুহুতবতামপি ন তে যুক্তে তেবাং পারলৌ-
 কিকতোক্ত প্রতিপত্ত্যভাবমিত্যর্থঃ । বিহ্বামবিহ্বাঞ্চ প্রকৃতিনিবৃত্ত্যভাবে কলিতমাহ অতইতি ।
 আত্মনোদেহাদ্যতিরিক্তং পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ দেহাদ্যাত্মত্বং পশ্যতঃ শাস্ত্রানুরোধেব প্রকৃতিনিবৃত্ত্যপ-
 নন্তেন শাস্ত্রানর্থক্যমিত্যুক্তরমাহ নেতাদিনা । প্রসিদ্ধির শাস্ত্রাভিমতা । এতদেব বিবৃৎ
 ব্রহ্মবিদোবা নৈরাশ্ব্যবাদিনোবা পারোক্ষজ্ঞানবতোবা প্রকৃতিনিবৃত্তাবিহ বক্ষ্যমীতি বিক্ষয়াজ্ঞান
 ইয়তি ইয়রেন্তি । ন নিবর্ততে চেত্যপি ওষ্টব্যম্ । দ্বিতীয়ম্ নিবৃত্ততি তথেন্তি । পূৰ্ববদ্ব্যপ-
 দম্বন্ধঃ । তৃতীয়মঙ্গাকরোত যথেন্তি । বিধিনিষেধাধীনাম্ প্রসিদ্ধিমহুস্কানঃ সন্নতি স্বাবৎ
 চকারান্নিবর্ততে চেত্যমুক্যতে । ব্রহ্মবিদম্ নৈরাশ্ব্যবাদিনঞ্চ ত্যক্তা দেহান্ততিরিক্তশাস্ত্রানম্
 পরোক্ষপরোক্ষঞ্চ দেহাত্মাত্মত্বম্ পশ্যতে বিধিনিষেধাবিকারিত্যে সিন্ধে ফলমাহ অতইতি । বিধা-
 য়েপ শাস্ত্রানর্থক্যকোহরতি বিবেক্ষনামিতি । দৃষ্টা হি তেভ্যাম্ বিধিনিষেধোরপ্রকৃতি-
 দহ্মান্নিতোনিবৃত্ত্যাত্মনাম্ দৃষ্টবদ্যম্ তত্ত্বোরধিকারতেন তান্প্রতি শাস্ত্রম্ নার্যবতঃ দেহান্ততত্ত্বম্

অজ্ঞাধিক্রিয়ন্তে তেষাম্ যদযদা চরতীতি জ্ঞানেন বিবেকিনোহমৃগচ্ছতাং বিধায়াব প্রবৃত্তেরতোহধি-
 কার্য্যভাবাধিদ্যাশাস্ত্রস্য তদমুসারিশিষ্টাচারস্য চানর্থক্যমিত্যর্থঃ । কিম্ সর্বেষাং বিবেকিজ্ঞাদধি-
 কার্য্যভাবাদানর্থক্যম্ শাস্ত্রস্যোচ্যতে কিঞ্চ কস্যচিদেব বিবেকিৎসেপি তদমুসারিত্বান্নজ্ঞেয়মপ্রবৃত্তে-
 র্নানর্থক্যম্ চোক্তং তত্র প্রথমং প্রত্যাহ ন কস্যচিদिति । মনুষ্যাণাং সহশ্রেষ্ঠি ন্যায়েনোক্তমেব
 ক্ষুদ্রয়তি অনেকষিতি । তত্রানুভবান্নরোধেন দৃষ্টান্তমাহ যথেন্ধি । দ্বিতীয়ঃ দৃশয়তি ন চেতি ।
 কিঞ্চ বিবেকিনামপ্রবৃত্তাবন্যোম্যগ্যপ্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্কাঃ নিরাসিতুঃ শ্রোনাদৌ তদপ্রবৃত্তাবপি
 ইতরপ্রবৃত্তেরিত্যাহ অভিচরণাদৌ চেতি । অবিবেকিনাং রাগাদিষাং প্রবৃত্তাস্পন্দঃ সংগ্রহঃ
 সংগ্রহীভূতমপি বৎ । ইতচ্চ বিবেকিনাম্ প্রবৃত্ত্যভাবেন্ধি নাজ্ঞস্যাপ্রবৃত্তিরিত্যাহ স্বাভাব্যাত্মকঃ ।
 প্রবৃত্তে: স্বভাবাধ্যাক্ষানকার্য্যত্বে ভগবৎকামমুকুলয়তি স্বভাবমিতি । প্রবৃত্তেরজ্ঞানজন্মত্বে
 বিধিনিষেধাধীনপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাক্ষকবৎস্যবিদ্যামাত্রবাদবিষয়ত্বম্ শাস্ত্রস্য সিদ্ধমিতি কলিতমাহ
 তস্মাদিতি । দৃষ্টমেবামুসরমবিদ্যানথা দৃষ্টস্তদ্বিষয়স্তদাশ্রয়ঃ সংসারস্তথা চ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যাক্ষক-
 সংসারস্যাবিষয়ত্বাত্তদেতদ্বিধিশাস্ত্রমপি তদ্বিষয়ত্বমিত্যর্থঃ । নববিদ্যা ক্ষেত্রজমাশ্রয়তী
 স্বকার্য্যম্ সংসারমপি তস্মিন্নাধন্তে তেনাসৈব শাস্ত্রাদিকারিত্বম্ নেত্যাহ নেতি । অবিদ্যাদে:
 শুদ্ধে ক্ষেত্রজ্ঞে বস্ত্ততোহসম্বন্ধেপি তত্তস্মিন্নারোপিতং ভূমেব দুঃখীকরোতীত্যত্রাহ ন চেতি । তদেব
 দৃষ্টান্তেন দশয়তি নহীতি । ক্ষেত্রজস্য বস্ত্ততোহবিদ্যাসম্বন্ধে ভগবৎচোহপি দ্যোতকমিত্যাহ অতইতি
 ক্ষেত্রজ্ঞেয়রোরৈক্যে কিমিত্যাসাবদ্ব্যনমমমিতি বধ্যমানোহপি স্বসোম্বয়ত্বমীশ্বরোহস্মীতি ন বধ্যতে
 তত্রাহ অজ্ঞানেনেতি । আত্মনোবস্ত্ততঃ সংসার সংস্পর্শে বিঘ্নমুভববিরোধঃ স্যাদিতি চোদয়তি
 অথেন্ধি । এবমিত্যভিজ্ঞাত্যাদিবেশিষ্টমুক্তম্ ইদমা ক্ষেত্রকলত্রাদি পণ্ডিতানাংপি প্রতীতম্
 সংসারিত্বমিতি শেষঃ । কিং পাণ্ডিত্যং দেহাদিবাদ্দর্শনং কিঞ্চ কুটস্থান্দৃষ্টিরাহো সংসারিত্বাদি-
 বীরিতি বিকল্পাদ্যম্ নিরাকুর্ত্তমাহ শ্রুতি । তচ্চ বস্ত্ততোহসংসারিত্বাবিরোধি প্রতিভাসিকস্ত সংসা-
 রিত্বমিষ্টমিতি শেষঃ । দ্বিতীয়ঃ দৃশয়তি যদীতি । ন হি কুটস্থান্দ্রবিষয়ম্ সংসারিত্বম্ প্রতীয়তে
 যেন বস্ত্ততোহসংসারিত্বম্ বিরুদ্ধ্যতে কুটস্থান্দ্রবীরুদ্ধায়াং সংসারিত্ববুদ্ধেরনবকাশিত্যাদিত্যর্থঃ ।
 আত্মানমক্রিয়ম্ পশুতোহপি কুতোভোগকর্ষণী ন স্যাতামিত্যাশঙ্কাহ বিক্রিয়েতি । অবিক্রিয়া-
 বুদ্ধেভোগকর্ষণীক্ক্ষয়োরাভাবে কস্য শাস্ত্রে প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্কাহ অথেন্ধি । ফলার্থভাবাবাহিহবো
 ন কৰ্ম্মপি প্রবৃত্তিরিত্যেবম্ স্থিতে সতানন্তরমবিদ্যান ফলার্থিত্বভূতপায়ে কৰ্ম্মণ প্রবর্ত্ততে
 শাস্ত্রেহধিকারীত্যার্থঃ । বিদ্বষো বৈষপ্রবৃত্ত্যভাবেন্ধি নিষেধাধীননিবৃত্তেরপি তুর্য্যচতাস্তস্য নিবৃত্তি
 নির্ভাসাদিক্রিত্যাশঙ্কাহ বিদ্বষইতি । তৃতীয়মুৎপন্নতি ইহংচেতি । সিদ্ধান্তাদবিশেষমাশঙ্ক্য
 ক্ষেত্রস্য ক্ষেত্রজ্ঞাং বস্ত্ততোহভিন্নত্বেন তদ্বিষয়ত্বাদীকার্য্যৈবমিত্যাহ ক্ষেত্রংচেতি । অহং ধীবেদ্য
 স্যাত্মনোবস্ত্ততঃ সংসারিত্ববীকারাচ্চ সিদ্ধান্তাভেদোহস্তীত্যাহ অহন্ত্বিতি । সংসারিত্বমেব
 ক্ষোরয়তি স্মৃতিতি । সংসারিত্বস্য বস্ত্তত্বে তদনিবৃত্ত্যা পুর্ম্মথাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্কাহ সংসারেতি ।
 কথম্ তত্পরমস্য হেতুং বিনা কর্ত্তব্যত্বমিত্যাশঙ্কাহ ক্ষেত্রেতি । ক্ষেত্রং জ্ঞাত্য ততোনিবৃত্তস্য
 ক্ষেত্রজস্য জ্ঞানম্ কথম্ সংসারোপরিভূতপাদয়েদিত্যাশঙ্কাহ ধ্যানেনেতি । সংসারিত্ব-

মান্বানোবুধ্যমানস্য তদ্রহিতাদীশ্বরাদন্যত্বম্ বক্তব্যমিতি বক্তৃমিতিশব্দঃ । তদৈববাক্তব্যরূপপাদয়তি
 বশেতি । মমসংসারিণোহসংসারীশ্বরত্বম্ কর্তব্যমিত্যেবম্ যোবুধ্যতে যোবা তথাবিধম্ জ্ঞানম্ তব
 কর্তব্যমিত্যুপদিশতি স ক্লেত্রজ্ঞাদীশ্বরাদন্যোজ্ঞেয়োহন্যেৎপদেশানর্থক্যাদিত্যর্থঃ । আত্মাসংসারী
 ঐশ্বর্যাদান্বনোহন্যন্তস্য ধ্যানাদীনাজ্ঞানেনেশ্বরত্বম্ কর্তব্যমিত্যেতৎ জ্ঞানম্ পাণ্ডিত্যমিতি মতম্
 স্মরতি এবমিতি । অয়মাত্মা ব্রহ্মেত্যাত্মনোব্রহ্মত্বশ্রুতিবিরোধাদিত্যর্থঃ । নমু সংসারন্ত বক্তব্যাদী-
 শরাত্তং প্রতীত্যবস্থায়াম্ কর্তৃকাণ্ডস্তার্থবশম্ সংসারিত্বনিরাসেনান্যনোব্রহ্মত্বে ধ্যানাদিনা
 াধিতে মোক্ষাবস্থায় জ্ঞানকাণ্ডস্তার্থবশম্ তৎকথম্ যথোক্তজ্ঞানবান্ পণ্ডিতাপসদ্বৈদ্যনাক্ষিপ্যতে
 তদ্রাহ সংসারেতি । করৌমীতি মন্তমানোযঃ সপণ্ডিতাপসদইতি পূর্বেণ সন্ধ্যঃ । কণ্ঠকাণ্ডে
 ই কল্পিতং সংসারিত্বমবিকৃত্য সাধ্যসাধনসম্বন্ধবোধপদার্থবিশিষ্টং জ্ঞানকাণ্ডমপি তপাবিধং
 সংসারিত্বং পরাকৃত্যাত্মৈক্যরসেপ্রত্যগ্ ব্রহ্মণি পর্যাবৃত্তদর্শনত্বেদিত্যর্থঃ । কিঞ্চাত্মনঃ শাস্ত্রসিদ্ধং
 ইক্ষত্বং তাত্কা ব্রহ্মত্বং কল্পয়ন্ত্যাহ ভূত্বা লোকদ্বয়বহিভূতঃ আদিত্যাহ আত্মাহেতি । নমু
 ক্ষেত্রজ্ঞকাপি মাং বিদ্বীত্যনেন সর্বক্ষেত্রান্তর্যামী পরোজীবাদন্যোনিকৃচ্যতে ন জীবন্তেশ্বরত্বমত্র
 প্রতিপাত্তে তৎ কথমিথ্যনাক্ষিপ্যতে তদ্রাহ স্মরমিতি । কিঞ্চ তবমনীতিবৎ প্রসিদ্ধক্ষেত্রজ্ঞাত্ব-
 াদেনাপ্রসিদ্ধং তন্ত্বেশ্বরত্বমিহোপদেশতঃ শ্রুতং তন্ত হানিমশ্রুতন্ত চ জীবেশ্বরয়োস্তাত্ত্বিকভেদস্য
 ফলনাং কুর্সুন কথং ব্যাখ্যোন আদিত্যাহ শ্রুতেতি । নমু কেচন ব্যাখ্যাতারো যথোক্তং
 পাণ্ডিত্যং পুংস্বত্বা ক্লেত্রজ্ঞকাপীত্যাদিল্পোকং ব্যাখ্যাতবন্তঃ তৎ কথমুক্তং পাণ্ডিত্যমাত্মাতুর্য্য-
 ত্বম্ তদ্রাহ তদ্বাদিতি । ক্লেত্রজ্ঞকাপীত্যত্র ক্লেত্রজ্ঞেশ্বরয়োঁরেক্যং স্বাতীষ্টং স্পষ্টমিহুং প্রত্যু-
 ক্তমব সমাধিং স্মারয়তি এতাবিতি । ঈশ্বরস্ত সংসারিত্বং সংসারীভাবেন সংসারীভাবশ্চেত্বাকৌ
 দ্যবো বিজ্ঞাতিজ্ঞয়োঁর্কৈলক্ষণ্যেহপি কথং প্রত্যুক্তাবতি পৃচ্ছতি কথমিতি । কল্পিতংসংসারেণ
 কল্পনাধিষ্ঠানমদ্বয়ং বস্ত বস্ত্তোন সন্ধ্যমিতি পরিহরতি অবিত্তেতি । তদ্বিসয়ং কল্পনাপ্রাধিকার-
 মিতি যাবৎ । কল্পিতেনাধিষ্ঠানস্ত বস্ত্ততোহসংস্পর্শে দৃষ্টান্তং স্মারয়তি তথাচেতি । ঈশ্বরস্ত
 সংসারিত্বাপ্রসঙ্গঃ প্রকটীকৃত্য প্রসঙ্গান্তরনিরাসমুসারয়তি সংসারিণ ইতি । নতাববিজ্ঞা
 তংসারঃ সংসারিণঞ্চ কল্পয়ন্তী স্বতন্ত্রা তত্ত্বজ্ঞাবাতং পারতন্ত্র্যে চাপ্রসঙ্গরাতাবাং ক্লেত্রজ্ঞস্ত
 চক্ষে সংসারিত্বমিতি শব্দতে নথিতি । নচাবিজ্ঞাবস্ত্বমবিজ্ঞাকৃতমনবহানাদিতি তাৎসং । বস্ত-
 াতনংপ্রৌরগবদবিজ্ঞা কিং করিবাতীতি তদ্রাহ তৎকৃতক্ষেতি । অবিজ্ঞাতজ্ঞয়োঁরেক্যংসংসার-
 ণ্মন্তেত্ত্বয়ত্বমাহ নেত্যাদিনা । তদেব প্রপঞ্চয়তি বাবদিত্ত্বং জ্ঞেয়স্ত ক্লেত্রজ্ঞশ্রুতংহপি
 ক্লেত্রজ্ঞায় ক্লেত্রজ্ঞস্যপি জ্ঞেয়ত্বাৎ তেন চিত্তোপাস্ততঃ স্পর্শোহতীত্বাপাদয়তি যদীতি ।
 ণ্মন্তেত্ত্বয়ত্বেন সংসর্গেহপি জ্ঞেয়ে ক কতিরিত্যশঙ্ক্যাহ যদীতি । আত্মদর্শস্যাত্মনা জ্ঞেয়ে
 ইস্যপি জ্ঞেয়ত্বাপত্ত্য কর্তৃকশ্রবিরোধঃ স্যাদিত্যর্থঃ । কিঞ্চ বিমতং ন ক্লেত্রজ্ঞাপ্রিতং তত্ত্বজ্ঞজ্ঞ-
 াদিত্যেতদ্রাহ কথংচেতি । কিঞ্চ মহাত্মতানীত্যাদিনা জ্ঞেয়মাত্রস্য ক্লেত্রজ্ঞত্বাবান্নবিজ্ঞাত্যেতদ্রাহ
 ণ্মন্তেত্ত্বয়ত্বাহ জ্ঞেয়ক্ষেতি । কিত্তেজ্ঞেনোবেত্তীত্যুক্তবাং ক্লেত্রজ্ঞস্য জ্ঞাতৃবনির্ণয়স্ত তত্র জ্ঞেয়-
 ত্বিকিং প্রবিশতীত্যাহ জ্ঞাতৃবেতি । ক্লেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঁরেক্যং স্বাতীষ্ট্যে সিদ্ধে সিদ্ধং ক্লেত্রজ্ঞশ্রুত-

অবিজ্ঞানেন্নি কথিতমাহ ইত্যর্থঃ ইতি । বিরোধাত ন কেবলমর্থঃ অবিজ্ঞানেন্নিত্যাহ
 কেবলমর্থঃ । বিরুদ্ধবাদিবে মূলং দর্শয়তি অবিনোতি । মাত্রপদস্য ব্যাবর্ত্যমানং যুক্ত্যর্থমব-
 ঙ্গীকৃত্যনুসঙ্গিতং বক্তুং কেবলপদম্ । যথা বিজ্ঞান বিরুদ্ধমপি নিকৌতুম্ শক্যতে তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যা-
 ভাবাচ্ছিত্তোহন্যস্যাবিদ্যক্বেন তদাশ্রয়ভাবস্যাবিত্যাবতয়া তদাশ্রয়ব্যবহাভাবাশ্রয়জ্ঞানস্য
 পৃচ্ছতি অত্রাহেতি । আশ্রয়মাত্রম্ পৃচ্ছতে তদ্বিশেষোবা, প্রথমে প্রশ্নস্যানবকাশিত্বম্ যত্নাৎ
 যস্যোতি । অবিজ্ঞান দৃষ্টাদৃষ্টা বা দৃষ্টত্বে পারতন্ত্র্যাৎ কিঞ্চিদ্ভিন্নত্বেনৈবতদ্ব্যপেক্ষ্য প্রশ্নমাত্রম্ প্রত্যা-
 মদৃষ্টত্বে বা অপ্রকাশবাদিসিদ্ধিরেব স্যাদিত্যর্থঃ । দ্বিতীয়মালম্বতে কস্যোতি । অবিজ্ঞান দৃষ্টমানভা-
 বাশ্রয়বিশেষস্যান্ননোহপি স্বাভাববিসিদ্ধত্বাৎ প্রশ্নস্য নিরবকাশতেত্যন্তরমাহ অত্রোতি । প্রশ্নানর্থক্য-
 প্রশ্নব্যাপার ফোরয়তি কথমিত্যাদিনা । তথাপি কথম্ প্রশ্নাসিদ্ধিত্রাহ ন চেতি । তদেব
 দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি ন হীতি । দৃষ্টান্তবাস্তবিকরোপেক্ষ্যমালম্বয়তি নহিতি । অজ্ঞানপ্রশ্নস্য
 পরোক্ষত্বেনপি প্রশ্ননৈরর্থক্যমিত্যাহ অপ্রত্যক্ষত্বেন । অবিজ্ঞানতঃপ্রত্যক্ষত্বেনপি তেনাবিজ্ঞা-
 নত্বেন্নি সিন্ধে প্রত্নত্বং প্রশ্নানর্থক্যমাবিন্ কশ্চিৎকথিত্যর্থঃ । অনুপপত্তিসিদ্ধিঃ শক্যতে অবিজ্ঞান-
 ইতি । অবিজ্ঞানতত্ত্বং পরিহারান্ননোহপি প্রবর্তন্যমিত্যাহ যস্যোতি । মৈমবাবিজ্ঞানতত্ত্বং পরিহারে
 ময়া প্রয়তিতবামিতি শক্যতে নহিতি । তর্হি প্রশ্নানর্থক্যমিতি সিদ্ধান্তে স্বাভিসন্ধিমাহ জানানীতি ।
 আত্মানমবিজ্ঞানবস্তম্ জাননমপি তদ্বিশেষাধ্যক্ষাভাবাৎ পৃচ্ছামীতি শক্যতে জানানীতি । অবি-
 জ্ঞানতঃপ্রত্যক্ষত্বম্ বদতা তত্ত্বমবিজ্ঞানবিশ্বাকার্যবস্থা ব্যতিরেকেণ মুক্তানুবদিতানু-
 মেয়ত্বনিষ্ঠমিত্যুপেত্য দৃষ্টয়তি অনুমানেনেতি । আত্মনোবিজ্ঞানসম্বন্ধগ্রহে কানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্য
 জ্ঞানৈবাত্মা স্বাভাবিকসম্বন্ধম্ ব্যাভেদ্যো বা জ্ঞানৈতি বিরুদ্ধম্ দৃষ্টয়তি নহীতি । তৎকালে
 স্বাতন্ত্র্যম্ প্রত্য জ্ঞাতব্যবস্থামিতি যাবৎ । অবিজ্ঞানবিষয়ত্বেন গৃহীতব্যতত্ত্বজ্ঞাত্বেনৈবোপ-
 মুক্তজ্ঞানবস্ততাঃ স্বাভাবিক কুত্র সম্বন্ধজ্ঞাত্বমেকস্ত কৰ্ম্মকৰ্ত্ত্বনিরোধাদিত্যাহ অবিজ্ঞানেন্নি ।
 দ্বিতীয়ং নিরসয়তি ন চেতি । যোগুহীতা স ন সম্ভবতীতি সম্বন্ধঃ তদ্বিশেষমিতি জ্ঞাত-
 মবিজ্ঞানাস্ত সম্বন্ধজ্ঞানার্থঃ । অনবস্থামেব প্রপঞ্চয়তি যদীতি । আত্মনঃ স্বপরজ্ঞেয়তা-
 যোগাভিন্নবিদ্যাসম্বন্ধস্ত প্রশ্নানিকল্পানিত্যাহতত্ত্বমাত্রে স্থিতে ফলিতমাহ যদি পুনরিতি ।
 যদ্যচৈব তনৈতদধাৰ্য্যঃ জ্ঞাতরান্ননোহপি কিঞ্চিং দ্ব্যতিতাতদম্ভ্যমাণঃ শক্যতে নহিতি ।
 কিং জ্ঞাতব্যঃ জ্ঞানক্রিয়াকৰ্ত্ত্ব্যঃ জ্ঞানবরূপঃ বা নাত্তদনভ্যাপগমাত্তং প্রযুক্তদোষাভাবাৎদ্বিতীয়ে
 জ্ঞাতব্যসোপচারিকত্বাৎ তৎকৃতদোষোহন্তীত্যাহ নেত্যাদিনা । অসত্যমপি ক্রিয়ামাৎ
 ক্রিয়োপচারং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথোতি । আত্মনি বস্ততোবিক্রিয়াভাবে ভগবদনুভূতিঃ
 দর্শয়তি যথোতি । গীতাস্তত্ত্বং সপ্তমার্থঃ, স্বতএবাভ্যনি ক্রিয়ামাত্মভাবোভগবতা শাস্ত্রে
 যথোক্তত্বেন ব্যাপ্যাত্মমভ্যভিরিতি সম্বন্ধঃ । কথং তর্হি ক্রিয়াদিরাভ্যনি তাতি তত্রাহ
 অবিজ্ঞেতি । যথা বস্ততোনাত্মানু ক্রিয়াদিভিরূপচারাত্ত্বমিতি তথা তত্র তত্রাতীতপ্রকরণে
 আহো ভগবতা কৃতোবদ ইত্যাহ তথোতি । ন কেবলমতীতেষেব প্রকরণেষু স্বাতন্ত্র্য-
 ক্রিয়ামাত্মভাবাদ্যভ্যাসিকীতং দীক্ষিতং কিন্তু বক্ষ্যমাণ প্রকরণেষু তথৈব ভগবদতি প্রায়শ্চর্য্যঃ

বিষয়ীত্যাঃ উত্তরেবুচেতি । আত্মনি বাস্তবক্রিয়াভাববৈখ্যানাচ্চ তৎসিদ্ধৌ কৰ্মকাণ্ডভা-
বিকারিত্বপ্রাপ্তৌ বিধাত্যজ্ঞেত জ্ঞাত্য কৰ্ম্মারভেতেত্যাদি শাস্ত্রবিরোধঃ স্থানিতি । শব্দভে-
দন্তি । শাস্ত্রং দেহব্যতিরেকবিজ্ঞানান্তি প্রায়দর্শনাত্মনাত্মবীবিধবস্তৈব কৰ্মকাণ্ডাধি-
রিতেতাকীকরোতি সত্যমিতি । কথমজ্ঞস্তেব কৰ্ম্মাধিকারিত্বমুপপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ এতদেব
তি । জ্ঞানিনোজ্ঞাননিষ্ঠারামেবাবিকারোনিষ্ঠান্তরে তদজ্ঞস্তেবেতু্যপসংহারপ্রকরণে বিশেষতৌ
বিষয়ীত্যাঃ সর্কেতি । তদেবাহু কামতি সমাদেনেতি । জীবত্রকণোরৈক্যাভ্যুপগমে ন
ক্ষিপবদ্যমিত্যুপসংহরতি অলমিতি ॥ ৩ ॥

১। রামানুজ ।—দেবমহুযাদি সৰ্বক্ষেত্রেযু বেদিত্ত্বৈক্যাকারং ক্ষেত্রজং চ মাং বিদ্ধি ।
ক্ষেত্রং চাপি ইতি অপি শব্দাং ক্ষেত্রমপি মাং বিদ্ধীতু্যক্ত মিত্যবগম তে যদা ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ-
শেষণতৈকস্বভাবতয়া তদপৃথক্সিদ্ধে স্তংসামানাদিকরণেনেব নির্দিষ্টং তথা ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজং
মদিশেষণতৈকস্বভাবতয়া মদপৃথক্সিদ্ধে মৎসামানাদিকরণেয়ৈমব নির্দেশ্যৌ বিদ্ধি । বক্ষ্যতি
ইত্যাং ক্ষেত্রজাচ্চ বক্ষ্যন্তোভয়াবস্থাং কৰ্মাকরশব্দনির্দিষ্টাদর্থান্তরতঃ পরন্তু ব্রহ্মণো বাহুদেবন্ত ।
হাবিমৌ পুরুষৌ লোকে কৰ্মচাকর এব চ । কৰঃসৰ্ব্বানি ভূতানি কূটস্থোংকর উচ্যতে ।
স্তমঃপুরুষস্তঃ পরমাত্মাত্যাদাহতঃ । হো লোকত্রয়মাবিশ্র বিভর্তব্যায় ঈশ্বরঃ ॥ যন্মাং
।রমতীতোহহমকরাদপি চোত্তমঃ । অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥
তি পৃথিবাদিসংঘাতরূপন্ত ক্ষেত্রন্ত ক্ষেত্রজন্ত চ । ভগবচ্ছরীরতৈকস্বভাবরূপতয়া ভগব-
।য়কং ঐক্যমো বদন্তি । “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিবান্তরো পৃথিবী ন বেদ । যন্ত পৃথিবী
রীরং । যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি । স ত আত্মান্তর্ধামামৃতং” ইত্যারম্ভা “৫ আত্মনি
চিষ্টান্মনোঃস্তরোহয়মাত্মা ন বেদ । যন্তাত্মা শরীরঃ । য আত্মানমকরো যময়তি । স ত
। আত্মান্তর্ধামামৃতং ।” ইত্যাদ্যাঃ ইদমেবান্তর্ধামিতয়া সৰ্বক্ষেত্রজ্ঞানাত্মাত্মভেদবাস্তবানং ভগবৎ
। মানাদিকরণেন ব্যপদেশহেতুঃ । “অহমাত্মা গুড়াকেশ সৰ্বভূতাশয়স্থিতঃ । ন তদন্তি
। নো যন্তান্নরা ভূতং টরাচরং । বিষ্টতাহমিদং ক্লৃৎসবেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।” ইতি ।
। ব্রহ্মাদুপরিষ্ঠাচ্চাভিধায় মধ্যে সামানাদিকরণেন ব্যপদেশতি “আনিত্যানামকং বিহুঃ”
। ত্যাদিনা যদিৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজয়ো বিবেকবিষয়ং চ জ্ঞানমুক্তং তদেবোপাদেয়ং জ্ঞানমিতি বে-
। মতমিতি কেচিদাহঃ । “ক্ষেত্রজং চাপি মাং বিদ্ধি” ইতি সামানাদিকরণেনৈকস্বভাবগম্যতে
। ততশ্চেষ্টরস্তেব সতোহজ্ঞানাং ক্ষেত্রজমিব ভবতীত্যভ্যুপগমত্বাঃ তন্নিবৃত্ত্যর্থচ্যায়মেকাত্ম-
। পদেশঃ । অনেন চাপ্ততমভগবদ্রূপদেশেন বজ্জুরয়ং ন সৰ্প ইত্যভ্যুপদেশেন সৰ্পমভ্যু-
। নিবৃত্তিবং ক্ষেত্রজম নিবর্ত্ত ইতি তে প্রষ্টব্য । অয়মুপদেশৌ ভগবান্ বাহুদেবঃ পরমেশ্বরঃ
। কিমাত্মযাথাত্ম্যাদ্যাদ্যাকারেণ নিবৃত্তাজ্ঞানঃ উত নেতি । নিবৃত্তাজ্ঞানশ্চেৎ নির্বিশেষচিহ্নাত্মৈক-
। স্বরূপ আত্মজ্ঞাতরূপাধাসানস্তাবনরা কৌন্তেহাদি ভেদদর্শনং তন্ প্রত্যুপদেশাদি ব্যাপারশ্চ ন
। সম্ভবতি । অথাত্মযাথাত্ম্যাদ্যাদ্যাকারাতাবানিবৃত্তাজ্ঞানঃ তর্হি : জ্ঞাত্যদেবাত্মজ্ঞানোপদেশা-
। যন্তো ন সম্ভবতি । “উপদেক্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ ভবদর্শিনঃ” ইত্যুক্তং সত্যং এবমাবিহা

অনাকলিতক্ৰীতিশ্ৰীতিহাসপুৰাণভায়সদাচারস্বাকাবিরোধিভিঃ স্ববচঃ স্বাপনদ্ব্যগ্রহৈর-
জানিভির্জগন্মোহনায় প্রবর্তিতা ইত্যানাদরণীয়া । অত্রৈব তৎ, অচিদ্বন্দ্বনশ্চিদ্বন্দ্বনঃ পরন্তু
ব্রহ্মণো ভোগ্যেভ্যেণ ভোকৃত্যেভ্যেণ ঈশিত্যেভ্যেণ চ স্বরূপ বিবেকমাহঃ কাশ্চনঃ শ্রুতয়ঃ “অস্মান্মায়ী
স্বজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিন্ভান্যে মায়য়া সম্বন্ধকঃ । মায়াস্তু প্রকৃতিংবিদ্যাধ্যায়িনঞ্চ মহেশ্বরং ।
করং প্রধানমমৃতাকরং হরঃ । করাস্থনা বীশতে দেব একঃ,” অমৃতাকরং হর ইতি ভোক্তা
নির্দিষ্টতে প্রধানং ভোগ্যেভ্যেণ হরতীতি হরঃ । “সকারণং কারণাধিপাধিপোনচাত্তাকশ্চিজ্জনিতা
ন চাধিপঃ । প্রধানকেব্রজপতিত্ত্বগ্ণেশঃ । পতিবিশ্বস্তাশ্চেশ্বরং শাস্বতং শিবমচ্যুতং । জাজ্ঞে
ধাবজাবীশানীশো । নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকোবহনঃ যো বিদধাতি কামান্ ।
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারং চ মত্বা পৃথগাস্থানং প্রেরিতারং চ মত্বা জুহুত্বতন্তেনামৃতমমতি ।
ভয়োরন্যঃ পিন্নলং স্বাহতানশ্রয়ন্তো হতিচকালীতি । অজামেকাং লোহিতগুরুকৃষ্ণাং বহুীং
প্রজাং জনসন্তীং সুরপাং । অজোহ্মেকো জুযমাণোহমৃশেতে জহাত্যেমাং ভুক্তভোগ্যামজোহ্মতঃ ।
গৌরনাভ্যন্তবতী সা জনিত্রীভূতভাবিনী । সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশর্যশোচতি বিমুগ্ধ-
মানঃ । জুহুং যদাপশ্রুতাত্মমীশমশ্রমহিমানমিতি বীতশোকঃ । ” ইত্যাদ্যাঃ । অত্রাপি “অহংকারইতীয়ং
মে ভিন্না প্রকৃতিরূপা । অপরেরমিতত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং । জীবভূতাং মহাবাহো
যরৈব ধার্যতে জগৎ । সৰ্গভূতানি কোন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাং । কলঙ্কয়ে পুনতানি
কল্লাদৌ বিস্মজ্যামহং । প্রকৃতিংস্বামবষ্টন্ত্য বিস্মজ্যামি পুনঃ পুনঃ । ভূতগ্রামমিমংক্লেশ
মবশং প্রকৃতেবশাং । ময়াধাক্ষেপ্য প্রকৃতিঃ স্মরতে সচরাচরং । হেতুনানেন কোন্তেয়
জগদ্বিশিববর্ততে । প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্যানাদী উভাবপি । মমযোনি মহবুদ্ধ তস্মিন্
গর্ভংবধামহং । সংভবঃ সৰ্গ ভূতানাং ততোভবতি ভারত । ” ইতি । ক্লেশ জগদ্যোনিভূতং
মহবুদ্ধ মদীয়ং প্রকৃতাধাং ভূতস্বক্ষমচিদন্ত যন্তয়িশ্চেতনাধাং গর্ভং সংযোজ্যামি ততো মৎসংকর
কৃত্যচ্চিদংসংসর্গাদেব দেবাদি স্বাবরাস্তানামচিন্নিশ্রাণাং সৰ্গভূতানাং সংভবোভবতীত্যর্থঃ ।
শ্রীতাবপি ভূতাদিস্বক্ষম ব্রহ্মেতি নির্দিষ্টং তস্মাদেতদ্বুদ্ধ নামরূপময়ং চ জায়ত ইতি । এবং ভোগ্য
ভোক্তৃস্বরূপেণাবস্থিতয়ো সৰ্বাবস্থাভবস্থিতয়ো শ্চিদচিতোঃ পরমপুরুষশরীরতয়া তদ্বিয়ামেভ্যে
তদগুণধ্বস্থিতিং পরমপুরুষস্ত চাত্মতত্ত্বমাহঃ কাশ্চনঃ শ্রুতয়ঃ “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যন্তরো
হয়ং পৃথিবী ন বেদ, যন্ত পৃথিবী শরীরম্ । যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি । ” ইত্যারভ্য “য
আত্মনিতিষ্ঠান্মানোহন্তরোহয়মাস্মা ন বেদ, যন্তাস্মা শরীরং । য আত্মানমন্তরো যময়তি ।
স ত আত্মান্তর্ধামমৃত । ” ইতি তথা “যঃ পৃথিবী মন্তরে সংচরন্ যস্য পৃথিবী শরীরং যং
পৃথিবী ন বেদ ” ইত্যারভ্য “যোহংকরমন্তরে সংচরন্ যস্যাকরং শরীরম্ যমকরং ন বেদ । যো
মৃত্যুমন্তরে সংচরন্ যস্য মৃত্যুঃ শরীরং । যং মৃত্যুনবেদ । এষ সৰ্গভূতাস্তরাষ্ট্রাপহতপাপা ।
দিবেবা দেব একো নারায়ণঃ । ” অত্র মৃত্যুশব্দেন তমঃশব্দবাচ্যং স্মদ্যবস্থমচিদ্ব্যভিধীয়তে ।
অত্মমেবোপনিষদি “অব্যক্তমকরে লীয়তে । অকরং তমসিনীযতে । তমঃ পরসেব একীভূত
ভিষ্ঠতি ” ইতি বচনাং “অন্তঃ প্রবিষ্টোক্তঃ স্বজতে অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাম সৰ্ব্বাশ্বা ” ইতিচৈব

কীব্যবস্থিতিবিচিহ্ন শরীরতরা তৎপ্রকারঃ পরমপুরুষঃ এব কার্যাবস্থজগৎপ্রণোবস্থিত
 তীমমর্থঃ জ্ঞাপয়িতুং কাশ্চন শ্রুতঃ কার্যাবস্থং কারণাবস্থং জগৎ সএবেত্যাছঃ । তথা, “সদে
 াম্য ইদমগ্রসীদেকমেবাবিভীতঃ ব্রহ্ম । তদৈক্যত বহুত্যাং প্রজায়য়েতি । অস্তঃ প্রবিষ্টো য
 ত্তেজোহস্থজত” ইত্যারভ্য “সম্মূলাঃসৌম্যোমাঃ সর্কীঃ প্রভাঃ সদায়তনঃ সং প্রতিষ্ঠাঃ ঐতরা-
 মিবঃ সর্কঃ তৎসত্যং স আত্মা তবমসি বেতকেতো ।” ইতি তথা “সোহকামদত্ত বহুত্যাং
 প্রজায়য়েতি । স তপো তপ্যত । স তপস্তপ্ত্বা ইদংসর্কমস্থজত ।” ইত্যারভ্য “সত্যং চানুতং চ
 কামস্তবৎ” ইত্যত্রোপি শ্রুতান্তরসিদ্ধিচিহ্নিতোঃ পরমপুরুষস্য চ স্বরূপবিবেকঃ স্মারিতঃ “হস্তাহ-
 স্তান্ত্রো দেবতা অনেন জীবেনান্নান্নপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণি । তৎস্বত্বা তদেবান্ন-
 বিষ্টং তদন্নপ্রবিষ্ট সচ্চত্যাচ্চতবৎ । বিজ্ঞানংচাবিজ্ঞানং চ সত্যং চানুতং চ সত্য মস্তবৎ ।”
 ত চ । অনেন জীবেনান্নপ্রবিষ্টেতি জীবসা ব্রহ্মান্নকথং তদন্নপ্রবিষ্ট সচ্চত্যাচ্চতবৎ বিজ্ঞানং
 বিজ্ঞানং চেতানেনৈকার্থাদান্নশরীর ভাবনিবন্ধনমিতি বিজ্ঞায়তে এবংভূতঃ যন্নামরূপব্যাকরণং
 কৃততর্হি “অব্যাকৃতমানীং তন্নামরূপাত্যাঃ ব্যাক্রিয়তে” ইত্যত্র চোক্তম্ অতঃকার্যাবস্থং
 কারণাবস্থং স্থলস্থল চিদচিদন্তশরীরঃ পরমপুরুষএবেতি কারণং কার্যস্যানন্তত্বেন কারণ
 বিজ্ঞানেন কার্যস্য জ্ঞাতত্বৈকবিজ্ঞানেন সর্ববিজ্ঞানং চ সমভিহিতমুপপন্নতঃ “হস্তাহ সিম-
 ত্ত্রো দেবতা অনেন জীবেনান্নান্নপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণি ।” তিষ্যো দেবতা ইতি
 সর্বমচিদন্ত নির্দিষ্ট্য তত্র স্বাত্মকজীবান্নপ্রবেশেন নামরূপব্যাকরণবচনাং সর্কে বাচকাঃ শব্দাঃ
 বচি জীববিশিষ্ট পরমান্নন এব বাচকাঃ ইতি কারণাবস্থপরমান্নবাচিনা শব্দেন কার্যবাচিনঃ
 শব্দস্য সামান্যধিকরণং মুখ্যঃ বৃত্তং অতঃস্থলস্থলচিদচিৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব কার্যং কারণং চেতি-
 য়োপাদানং জগৎস্থলস্থলচিদচিদন্ত শরীরং ব্রহ্মৈব কারণমিতি জগতো ব্রহ্মোপাদানত্বেপি সংসৃষ্ট-
 স্যাপাদানত্বেন চিদচেতা ব্রহ্মণশ্চ স্বভাবস্বরূপোহপ্যপন্নতঃ । যথা গুরুকৃষ্ণরক্তভক্তসংখ্যাতো-
 পাদানত্বেপি বিচিত্রপটস্য তত্তত্তত্ত্বপ্রদেশ এব শৌর্যাদি সংযোগ ইতি কার্যাবস্থায়ামপি কারণবৎ
 সর্ব চাসঙ্করঃ তথা চিদচিদীশ্বর সংখ্যাতোপাদানত্বেপি জগতঃ কার্যাবস্থায়ামপি ভোক্তৃত্বভোগ্যত্ব
 নিযত্বনিযম্যত্বাসঙ্করঃ তন্মূনাং পৃথকস্থিতিযোগ্যানামেব পুরুষজ্ঞা কদাচিৎ সজ্ঞতানাং
 কারণত্বঃকার্যত্বং চ ইহতু চিদচিহ্নিতো সর্কীবস্থ্যোঃ পরমপুরুষ শরীরত্বেন তৎপ্রকারতৈকপদার্থ-
 াৎ স প্রকারঃ পরমপুরুষ এবং কারণং কার্যং চ স এব সর্কীবা সর্কশব্দবাচ্য ইতি বিশেষঃ
 ভাবভেদঃ তদসঙ্করশ্চ তত্র চাত্র চ তুল্যঃ । এবং চ সতি পরস্য ব্রহ্মণঃ কার্যান্নপ্রবেশোহপি
 রূপান্যথাভাববিকৃতত্ব মুপপন্ন স্থলাবস্থ্য নামরূপবিভাগবিত্ত্বস্য চিদচিদন্তন আত্মতরা-
 ানাং কার্যবস্তুপপন্ন অবস্থান্তরাপত্তিরেব হি কার্যতা নিগুণবাদশ্চ পরস্যব্রহ্মণো হেয়গুণ
 াংবদ্ধাপন্নত্ব “অপহৃতপাপ্য বিজ্ঞো বিমূঢ়াবিশোকো বিজিঘৎসো পিপাস” ইতি হেয়
 গুণান্ প্রতিবিধ্য “সত্যকামঃ সত্যশব্দন” ইতি কল্যাণগুণাবিদ্যতীরঃ শ্রুতিরেব অজ্ঞান সামান্য-
 যাবগতঃ গুণনিবেগঃ হেয়গুণবিবরণ ব্যবস্থাপয়তি জ্ঞান স্বরূপং ব্রহ্মেতি বাদশ্চ সর্বজ্ঞস্য সর্বশ-
 বিগ্ৰহের প্রত্যনোক কল্যাণগুণাকরস্য পরস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপং জ্ঞানৈকনিরূপণো-
 ২৮৫

শতরা জ্ঞানস্বরূপং চেত্যভুগমাত্তপন্নতরঃ “বঃ সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্ববিৎপরাস্য শক্তিৰ্বিবিধৈব ঐশ্বৰ্য্যে
 স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ । বিজ্ঞাতারম্বেব কেন বিজ্ঞানীহাং” ইত্যাদিকা জ্যোত্ৰমবেদয়ন্তি
 “সত্যং জ্ঞানমনন্তং” ইত্যাদিকাচ জ্ঞানৈকনিরূপণীয়তয়া স্বপ্রকাশয়া চ জ্ঞানস্বরূপত্বং “সৌহৰ্দ্দ-
 ময়ত বহুলাং প্রজায়ের । তদৈক্যত বহুলাং তন্মায়রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে । আত্মনি ধ্বরে
 দৃষ্টে ঐশ্বৰ্য্যে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সৰ্বং বিদিতং ভবতি । সৰ্বং তং পরাদাং । যোহজ্ঞাত্বাশ্বনঃ সৰ্বং
 বেদ । তস্য হ বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিষ্পত্তিমতদ্বদৃথেনঃ” ইতি ব্রহ্মৈব স্বসংকল্পাধিষ্টিত
 হিরন্ময় স্বরূপতয়া নানাপ্রকারমবস্থিতমিতি তৎপ্রতীকীকৃত্বা ব্রহ্মস্বকবস্তনানামতদ্ব্যমিতি প্রা-
 বিধাতে “যুতোঃ স যুক্তমাপ্নোতি । য ইহ নানৈব পশ্যতি নেহনানাস্তি কিঞ্চন । য ই
 দ্বৈতমিভ ভবতি । তদিতর ইতরং পশ্যতি । যত্রস্বস্য সৰ্বমাত্মৈবাত্মভূতং কেন কং পশ্যেৎ,”
 ইত্যাদিনা ন পুনর্বহুলাং প্রজায়েরেতি ঐতিহাসিকসংকল্প কৃতং ব্রহ্মণো নানারূপভোক্তৃত্বেন
 নানাপ্রকারত্বমপি নিবিধাতে “যত্রতু অস্য সৰ্বমাত্মৈবাত্মভূতং” ইতি নিষেধবাক্যারম্ভে চ “তৎ
 স্থাপিতং তস্য বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিষ্পত্তিমতদ্বদৃথেনঃ” ইত্যাদিনা এবং চিদচিদীশ্বর্যাণাং
 স্বরূপভেদং স্বভাবভেদং চ বদন্তীনাং তাসাং কার্য্যকারণভাবং কার্য্যকারণয়োঃরজ্জ্বং বদন্তীনাং চ
 সৰ্ব্বাণাং ঐশ্বৰ্য্যবিরোধঃ । ঐতিহ্যেরেব জ্ঞাত ইতি ব্রহ্মজ্ঞানবাদস্য ঔপাধিক ব্রহ্মভেদ
 বাদস্যাপ্যনাসাণ্যায়মূলস্য সকলঐতিবিরুদ্ধস্য ন কথাঞ্চদবকাশো বিদ্যত ইত্যলমিতি
 বিস্তরেণ ॥ ৩ ॥

ক্রীধর ।—তদেবম্ সংসারিণঃ স্বরূপমুক্তমিহানীম্ তর্ক্যাব পারমার্থিকমসংসারিস্বরূপমাহ
 ক্ষেত্রজ্ঞমিতি । তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞম্ সংসারিণম্ জীবম্ বস্ততঃ সৰ্বক্ষেত্রেষুগতম্ তমেব বিকি তবদসীতি
 ঐক্যপলক্ষিতেন চিদংশেন মজ্ঞপস্যোক্তভাং । আদরার্থমৈতৎ জ্ঞানম্ তৌতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞো-
 য়ৈল্লক্ষণ্যেন জ্ঞানম্ তদেব মোক্ষহেতুভাং জ্ঞানম্ মম মতম্, অন্ততু বুধাপাণ্ডিত্যং বন্ধহেতুভাদি-
 ত্যর্থঃ । তদুক্তম্,—“তৎ কৰ্ম্ম যন্ন বদ্যায় সা বিজ্ঞা যা চ মুক্তয়ে । আরাণ্যার্য্যপরম্ কৰ্ম্ম বিভাজ্ঞা
 শিরনৈগুণমি”তি ॥ ৩ ॥

বলদেব ।—ক্ষেত্রজ্ঞানাজীবাস্বনঃ ক্ষেত্রজ্ঞত্বমুক্তম্ । অথ পরমাত্মনস্তদাহ ক্ষেত্রজ্ঞ-
 কাপি স্মিতি । হে ভারত সৰ্বক্ষেত্রেষু মাঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি । অপরিবদধারণে । জীবাঃ
 স্বং স্বং ক্ষেত্রং স্বভোগমোক্ষসাধনং জানন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ প্রজাবৎ, অহন্ত সৰ্বৈশ্বর এক এব
 সৰ্ব্বাণি তানি নিয়ম্যানি ভর্তব্যানি চ জ্ঞান, তৎসৰ্বক্ষেত্রজ্ঞো রাজবদিত্যর্থঃ । সৰ্বৈশ্বর-
 জ্ঞাপি ক্ষেত্রজ্ঞত্বম্ । “ক্ষেত্রাণি হি শরীরানি বীজাণি চাপি শুভাশুভে । তানি বেত্তি স যোগাশ্রা
 তন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে” ইত্যাদি স্মৃতিভাঃ । কিং জ্ঞানমিতাপেক্ষার্যমাহ ক্ষেত্রেতি । ক্ষেত্রেণ
 সহিতৌ ক্ষেত্রজ্ঞৌ জীবপরৌ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞৌ তৎসহিতয়োস্তয়োৰ্মিথোবিবেকেন যজ্ঞজ্ঞানং
 তদেব জ্ঞানং মম মতং ততোহন্তথা স্বজ্ঞানমিত্যর্থঃ । ইদমত্র বোধ্যম্, প্রকৃতিজীবৈশ্বর্যাণাং
 জ্ঞান-পারমার্থিকত্বনিয়ন্তৃ স্বধর্মকর্ত্তব্যার্থঃসংপূক্তানামপি তেবাং ন তত্ত্বকর্ম্মসাধক্যম্ । চিত্তাশ্রয়রূপ-
 ত্বাতি ইতি স্বাকারঃ ন দুঃদৃষ্টাশুভাবাদিতি । ঐশ্বর্য্যচ প্রকৃত্যাদীনাং বিবিক্তকর্ম্মকর্ত্তায়াঃ ।

“পৃথগান্নানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুইততন্তেনাযুতত্বমতি । জ্ঞাজ্ঞো দ্বাবজাবীশানীশাবজা হেবা
ভোক্তৃভোগার্থযুক্তা করং প্রধানমমৃতাকরং হরঃ । করায়নাবীশং দেব একঃ । ভোক্তা ভোগ্য
প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ । অজামেকং লোহিতকৃষ্ণকুঞ্জাং বহবীঃ
প্রজাঃ সৃজমানাং সরুপাং । অজো হেকো জুষমাণোহমুশেতে জহত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্তঃ ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশ” ইত্যাদয়ঃ । অত্রাপি করাকরশব্দবোধাত্বে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরূপাদ্বয়গুণাং
স্বস্ত পুরুষোত্তমস্তাত্ত্বং বক্ষ্যতি । দ্বাবিমৌ পুরুষাবিত্যাদিতত্ত্বস্মাদ্ভিঃ সংপৃক্তানামপি
ক্ষেত্রজ্ঞাদীনাং বিবিকৃততয়া জ্ঞানং ভাবিকমিতি । যেষেকায়বাদিনঃ ক্ষেত্রজ্ঞকাপি মাং বিদ্বীত্যজ্ঞ
“নাদিকরণপ্রতীত্যা সর্বৈশ্বরত্বৈব সত্যোহস্তাবিত্ত্বং যৈব ক্ষেত্রজ্ঞতাবো রজ্জোরিব ভুজঙ্গমশ্বম্,
তন্নিবৃত্তয়ে হরেরাপ্ততমস্তদং বাক্যং ক্ষেত্রজ্ঞকাপি মামিতি রজ্জুরিয়ং ন ভুজঙ্গ ইত্যাপ্তবাক্যভুজঙ্গ
ব্রাহ্মিন্স্বাচ্ছাচ্ছাদিবনশ্রুতীতাহন্তং কিলোপদেশ্যাসম্ভবাদেব নিরন্তমিতি দেহিনোহিমিত্যন্ত
ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্ । এবং তু ব্যাখ্যানং যুক্ত্যতে । চন্দ্রঃ ক্ষেত্রসমুচ্চরার্থঃ । ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ
মাসেব বিদ্বি । মদধানহিত্তিপ্রবৃত্তিকৃতান্নান্নাপ্যাত্মা মদান্নকং জানীহীতি । এবমেবান্নকং
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞরোরিতি, তয়োর্মদবীমপ্রবৃত্তিকৃতাদিভিন্নদান্নকতয়া যজ্ঞজ্ঞানং তজ্ঞজ্ঞানং মম
মতমিত্যোহন্তথাইবমতমিতি ॥ ৩ ॥

মধুসূদন ।—এবং দেহেন্দ্রিয়াদিবিলাকণম্ স্বপ্রকাশম্ ক্ষেত্রজ্ঞমতিধায় তস্য পারমার্থিকং
তত্ত্বমদঃসারি পরমায়নৈক্যমাহ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি । সর্বক্ষেত্রেষু য একঃ ক্ষেত্রজ্ঞস্বপ্রকাশচৈতন্তরূপো
নিত্যোবিভূতঃ তমবিজ্ঞাথ্যারোপিতকর্তৃবভোক্তৃদ্বয়াদিগঃসারধর্ম্মমাবিভক্তরূপপরিভাগেন মাদীশ্বরমসং-
সারিণমবিতীয়ব্রহ্মানন্দরূপম্ বিদ্বি জানীহি হে ভারত ! এবং চ ক্ষেত্রম্ মাংযাক্রান্তম্ মিথ্য
ক্ষেত্রজ্ঞত্বপরমার্থভ্যাত্ত্বমিতি মিত্তি মিত্তি মিত্তি মিত্তি মিত্তি মিত্তি মিত্তি মিত্তি মিত্তি মিত্তি মিত্তি
অবিদ্যাবিরোধিপ্রকাশরূপম্ মম মতম্ অজ্ঞজ্ঞানমেব তদবিরোধিত্যভিপ্রায়ঃ । অত্র জীব-
শ্বরদ্বয়োরবিভক্তভেদঃ পারমার্থিকত্বভেদ ইত্যত্র যুক্তয়োভাষ্যকৃতিকর্ণিতাঃ অস্বাভিত্ত্ব এষবিত্ত্ব-
ভয়াং প্রাগেব বহুধোকৃত্যুক্ত নোপগন্তাঃ ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তমেব লক্ষণ সুপাধিত্ত্বৈ নিষ্কণ্টং ক্ষেত্রজ্ঞঃ চেতি ক্ষেত্রমপি মাং পরমেশ্বর-
মপি উভয়রূপেণ সত্ত্বং বিদ্বি তত্ত্বমন্তহং ব্রহ্মান্ত্রিকৈবেদং সর্বং “সর্বং ধর্ম্মিণং ব্রহ্মে”তি শাস্ত্রাৎ
যস্মাহতস্মাত্মা তস্মাৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়ো যৎজ্ঞানং ক্ষেত্রজ্ঞ বাধ্যত্বেন ক্ষেত্রজ্ঞ সর্ববাধ্যবিত্ত্বত্বেন-
চ যৎ জ্ঞানম্ আপরোক্ষ্যেণ তত্ত্বনিশ্চয় শুভেব জ্ঞানং মম মবিষয়ঃ সম্যক্ জ্ঞানং এতরোরৈব জ্ঞানং
ব্রহ্মজ্ঞানমিতি মতং নিশ্চিতং ব্রহ্মবিদ্বিঃ “নেহনানান্তি কিঞ্চনেন” তি ক্ষেত্রজ্ঞ বাধ্যত্বমাত্মোহস্তি
ব্রহ্মেতি ক্ষেত্রজ্ঞাত্ত্বমন্ত ইষ্টনিষেধাক, যদ্যপি সর্বস্ত ব্রহ্মান্ত্রিকৈবেদং বৎকিঞ্চিদপি জ্ঞানং তৎসর্বং
ব্রহ্মবিষয়মেব ভবতি তথাপি রজ্জুঃ ইদা পশ্যতো ন রজ্জুবিষয়ং বা সম্যক্ জ্ঞানমতি, নানি
তত্ত্ব জ্ঞানন্ত রজ্জুব্যতিরেকেণ বিষয়ং বাস্তবমস্তি কিন্তু দদা সর্বপাদেন রজ্জুত্বম্
তদৈব সর্বং মিথ্যায়মিতি সম্যগ্জ্ঞানং তি রজ্জুঃ, তদবিদ্যাপ্রত্যয়ববেব সম্য-
জ্ঞাতরন্ত তমে জ্ঞাত্তে কৃতকৃত্যভিপ্রায়ঃ ইহ মাংযো নিবিশেষাভিপ্রায়ঃ
সিদ্ধিমানঃ সারিণা ও উপ-
সিদ্ধিত আশঙ্কা সীকা

বা প্রপঞ্চং তুচ্ছমেন গচ্ছন্নধিষ্ঠানং ব্রহ্ম নাস্তীতি ত্রাবাণঃ কৃতকৃত্যো ভবতীতি বক্তুঃ যুক্তমতো
 য়োরপি তৎ বোধ্যমেব ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—এবং ক্ষেত্রজ্ঞানাং জীবাত্মনঃ ক্ষেত্রজ্ঞসমূহঃ পরমাশ্রয়ন্ত ততোহপি
 কাং স্নেন সৰ্বক্ষেত্রজ্ঞতাং ক্ষেত্রজ্ঞমাহ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি । সৰ্বক্ষেত্রেষু নিয়ন্ত্ৰেণ স্থিতং নাং
 পরমাশ্রয়ঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ বিদ্ধি । জীবানাং প্রত্যেকমেকৈকং ক্ষেত্রজ্ঞানাং তদপি ন কুৎসং । মম
 ত্বেক্ষেত্রেণ সৰ্বক্ষেত্রজ্ঞত্বং কুৎসমেবেতি বিশেষোক্তেয়ঃ । কিংজ্ঞানমিত্যপেক্ষায়ামাহ, ক্ষেত্রেণমহ
 ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জীবাত্মপরমাশ্রনোৰ্বিজ্ঞানং ক্ষেত্রজীবাত্মপরমাশ্রনাং তজ্জ্ঞানমিত্যর্থঃ । তৎ
 জ্ঞানং মম মতং সম্ভবং চ তত্র “উত্তমঃ পুরুষস্বত্বঃ পরমাত্মত্বাদাহতঃ” ইত্যন্তরগ্রহবিধে
 ব্যাখ্যাস্তরেণৈকাত্মবাদপেক্ষা নাহুসম্ভব্যাঃ ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য ।—পূর্বে বহু স্থানে পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, অৰ্জুনকে উপ-
 লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ জগতের হিতের নিমিত্ত এই গীতারূপ পরম শাস্ত্রের
 কীর্ত্তন করিয়াছেন । প্রকৃত প্রস্তাবে অৰ্জুনকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান গীতার
 মুখ্য উদ্দেশ্য হইলে বিষয় বিশেষের বারংবার আলোচনা ও গভীর তত্ত্বকথা
 সমূহের বিবিধ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইত না । অপিচ যে ভাগ্যবান ভগবদ্রু
 স্বচক্ষে শ্রীভগবানের বিশ্বরূপ ও দিব্য কাস্তি উভয়ই পরিদর্শন করিয়াছেন,
 তাঁহার পক্ষে আর কোন প্রকার উপদেশ বা জ্ঞানের প্রয়োজন হইতে পারে
 না । শ্রীভগবানের রূপ তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়, তিনিই পুণ্যবান
 গণের অগ্রগণ্য । ভগবানের স্বরূপ যিনি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার
 সৌভাগ্যের সীমা নাই । সেই পরম সৌভাগ্যোদয়ের পরও আবার
 জ্ঞানোপদেশ প্রদানের কোনই প্রয়োজন ছিল না । সুতরাং ইহা সহজেই
 অনুমেয় যে, অল্প বুদ্ধি মানবগণের পরম কল্যাণ সাধনোদ্দেশ্যে ধনঞ্জয়কে
 শিষ্য স্থলে গ্রহণ করিয়া শ্রীভগবান্ এখনও গীতাপদেশ প্রদানে বিরত
 হইতেছেন না । অনেক দুর্কৌধ তত্ত্ব পূর্বে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে,
 অনেক গুঢ় রহস্য ইঙ্গিতমাত্র দ্বারা সূচিত হইয়াছে, তত্ত্বাবতের বিশদী-
 করণ ও সৰ্ব সাধারণের জ্ঞানগম্য করিবার অভিপ্রায়ে এখনও গীতার
 বাক্য প্রত্যেক প্রবহমান রহিয়াছে । প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবদ্রূপের পরই
 গীতাগ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে । যে তত্ত্বোপদেশের পরিণামে বিশ্বরূপ দর্শন
 হইয়াছে, তাহার তদপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠতম ফল সম্ভাবিত নহে, ভগ-
 বান্ এখনও গীতার সমাপ্তি হইয়াছে । কেবল অজ্ঞানের জ্ঞান
 দিগোবদ্যই এখনও গীতার সমাপ্তি হইতেছে । এই তৃতীয়

ষট্ ক কেবল পূর্বে কথিত প্রসঙ্গ সমূহের সামঞ্জস্য বিধান, আভাসে পরিব্যক্ত বিষয় সমূহের বিশদীকরণ এবং গূঢ় রহস্যের পরিস্ফুটীকরণে পর্যাবসিত হইবে। গত শ্লোকের বিরতি স্থলে আচর্যাগণও এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, এবং বর্তমান শ্লোকোপলক্ষে পূজ্যপাদ ভাষ্যকৃৎগণ পূর্বের সহিত সামঞ্জস্য প্রদর্শনেই ব্যাপৃত হইয়াছেন।

ক। পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। পূর্বে তত্ত্ব এবং ক্ষেত্রজ্ঞের প্রসঙ্গ কথিত হইয়াছে। যদি অর্জুন আশঙ্কা করেন যে, এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের উপলব্ধি হইলেই কি জ্ঞানের পরিসমাপ্তি হইল? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, এই ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের অর্থ অতিশয় গূঢ় ও গভীর। তাহা প্রণিধান করিতে হইলে আরও জ্ঞানালোচনার আবশ্যক। পূর্বে ক্ষেত্রজ্ঞের যে লক্ষণ নির্দেশ করা হইয়াছে, তল্লক্ষণাক্রান্ত তাবতেই ক্ষেত্রজ্ঞ। অপিচ আমাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। যিনি এক হইয়াও সর্বক্ষেত্রে বিরাজমান, যিনি ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত অনেক উপাধিযুক্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবিভক্ত, সেই সর্বোধিকৃপ বিভিন্নতা পরিশূন্য এবং সং বা অসং ইত্যাদি শব্দের অগোচর পরমাত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রণিধান করিবে। হে ভারত! ক্ষেত্রজ্ঞরূপ ঈশ্বর পরিজ্ঞান ব্যতীত জ্ঞান সাধনার প্রয়োজনীয় বিষয়াস্তর আর কিছুই নাই। অতএব ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানের জ্ঞেয়ভূত অর্থাৎ পরিণাম স্বরূপ যে জ্ঞান, যে জ্ঞানের দ্বারা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব প্রকৃতরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহাই সম্যক্ জ্ঞান, ইহাই ঈশ্বরস্বরূপ বিষ্ণুরূপী আমার অভিপ্রায়। যদি এইস্থলে আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, এক ঈশ্বর সর্বক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত, এবং তিনি ব্যতীত অস্ত্র কোন ভোক্তা বিদ্যমান নাই, তাহা হইলে ঈশ্বরকে সংসারে বদ্ধ স্বীকার করিতে হয়। অথবা এরূপও আশঙ্কা হইতে পারে যে, ঈশ্বর ব্যতীত অস্ত্র সংসারী না থাকায় সংসারের অভাব প্রসক্ত হয়। এতদুৎসর্গ-বিধ আশঙ্কাই অনিষ্টজনক। কারণ বহুমোক্ষ ও তৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রীয় ক্তি প্রমাণাদি অনর্থক হইয়া পড়ে, এবং প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রত্যক্ষদ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধ হইয়া থাকে যে, সুখ দুঃখ ও তৎহারণ স্বরূপে সংসারবন্ধন খটিয়া আসিতেছে, অনুমান দ্বারাও উপলব্ধ হইয়া থাকে, জগতের বিচিত্রতা ধর্মাধর্ম্মমূলক। উল্লিখিত আশঙ্কা স্বীকার

করিলে ইত্যাকার ধর্মাধর্ম, সুখ দুঃখ ভোগ, সংসারবন্ধন প্রভৃতি অনুপপন্ন হইতেছে। সুতরাং বিরোধী কল্পনা সমূহ দূরে পরিহার্য। অতঃপর পুজ্যপাদ আচার্য্য মহোদয় বিচারপূর্বক বহুবিধ শ্রোতস্মার্ত্ত ও ত্যায়শাস্ত্র সম্মত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, পরমাত্মার সংসার-বন্ধনরূপ আশঙ্কার কোন প্রকারেই অবসর নাই। এবং গীতাশাস্ত্রেও “অজ্ঞানেনারতং জ্ঞানং তেন মুহুন্তি জন্তবঃ।” (৫ গ অধ্যায় ১৪ শ্লোক) এই শ্লোকদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অজ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞান আ-
ধাকে, এবং তদ্বারা জীব বিনুদ্ধ হয়। দেহাদি অনান্ন বিষয় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ রাগদ্বेषাদিযুক্ত ধর্মাধর্মাত্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের জন্ম এবং মৃত্যু হইতেছে। তাঁহারা আত্মাকে দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া বুঝিয়া-
ছেন, তাঁহারা রাগ দ্বেষাদি বিযুক্ত হইয়া ধর্মাধর্ম প্রায়ত্তর উপশম হেতু মুক্ত হইয়া থাকেন। এই সকল মীমাংসা পরিহার করিতে কাহারও শক্তি নাই। এরূপ হইলেও অবিদ্যাজনিত উপাধি ভেদ হেতু ক্ষেত্রজরূপ ঈশ্বরের যেন সংসারিত্ব দেখায় বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সকলেই দেহকে আত্মবোধ করিয়া থাকে, ইহা প্রসিদ্ধ হইলেও আত্মা নিশ্চয়ই দেহাতীত। অজ্ঞান প্রভাবে সময়ে সময়ে লম্বভাবে দণ্ডায়মান শুক কাষ্ঠ বিশেষকে পুরুষ বিশেষ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তদ্রূপ মনে হয় বলিয়াই পুরুষের ধর্ম কাষ্ঠের বা কাষ্ঠের ধর্ম পুরুষে কখনই আশ্রয় করিতে পারে না। সেইরূপ পরমাত্মার চৈতন্যধর্ম দেহকে কখনও আশ্রয় করিতে পারে না; এবং দেহের জাড্য প্রভৃতি-ধর্ম পরমাত্মাকেও কখনও আশ্রয় করিতে সমর্থ হয় না। ইত্যাকার বিবিধ আশঙ্কার নিবারণ করিয়া আচার্য্য মহোদয় প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, ক্ষেত্রজ ঈশ্বর সর্বক্ষেত্রগত হইলেও তাঁহার সংসারিত্ব গন্ধমাত্র স্বীকার করা যায় না।

পুজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। দেব মনুষ্যাদি সর্বত্র জাতারূপে ও একরূপে বিদ্যমান আমাকেই ক্ষেত্রজ বলিয়া জানিবে। মূলস্থিত “ক্ষেত্রজ্ঞোপাধি” শব্দ মধ্যস্থ অপি শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, ক্ষেত্ররূপেও আমাকে জানিবে। তদনন্তর আচার্য্য মহোদয় বিবিধ শ্রোতবচন, এবং এই গীতা শাস্ত্রের নানা স্থান হইতে ভগবদ্ভক্তি

কৃত করিয়াছেন। এবং প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এ সম্বন্ধে ভগবদ্ভক্তির
হিত কোন শাস্ত্রীয় বিরোধ নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎশ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়। পূর্বে শ্লোকে শরীরধারী
দারিদ্র্য জীবের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে। অধুনা তাহারই সংসারাতীত
সংসারবন্ধনবিহীন পারমার্থিক ভাবের বিষয় আলোচিত হইতেছে।
ব্রহ্মরূপ সংসারাবদ্ধ জীবই বস্তুতঃ সর্বক্ষেত্রানুগত ভগবান্। হে
ছন! তুমি আমাকেই সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। “তত্ত্বমসি”
২।৩৮-পৃষ্ঠার টীপনী দ্রষ্টব্য) এই মহাবাক্যোপলক্ষিত চিদংশদ্বারা
দার স্বরূপই সর্বত্র অনুসৃত। এই জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনার্থ
গবান্ বলিতেছেন যে, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের বৈলক্ষণ্যরূপ যে জ্ঞান
এই প্রকৃত জ্ঞান ইহাই অভিপ্রায় সম্মত। অত্বে যে কিছু জ্ঞান তৎসমস্তই
নর হেতুভূত রূপাপাণ্ডিত্য মাত্র। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে,
কর্ম যম বন্ধায় সা বিদ্যা বাচ মুক্তয়ে। আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যান্তা
নৈনপুণং।” ইহার ভাবার্থ; যে কর্ম বন্ধনের হেতুভূত নহে, তাহাই
ত কর্ম, এবং যে বিদ্যা দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।
ব্যতীত যে কর্মানুষ্ঠান, তাহা কেবল আয়াসকর মাত্র, এবং অস্ত
য়াও শিল্পনিপুণতার প্রকাশক মাত্র।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। ক্ষেত্রজ্ঞান দ্বারা জীবাত্মার
ক্ষেত্রের বিষয় পূর্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে পরমাত্মার ক্ষেত্রজ্ঞানের
কথিত হইতেছে। হে ভারত! সকল ক্ষেত্রে আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞরূপে
নবে। মূলে অবধারণার্থ “অপি” পদের প্রয়োগ হইয়াছে। জীবের
গমোক্ষ সাধনের ভূমি স্বরূপ স স্ব ক্ষেত্রের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া প্রজার
বিদ্যমান রহিয়াছে; আর আমি একই সর্বেরূপে এবং তত্ত্বাৎ
জ্ঞ জীবের নিয়ামক ও ভর্তারূপে রাজার আয় বিদ্যমান রহিয়াছি।
প সর্বেরূপও ক্ষেত্রজ্ঞ। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে, “ক্ষেত্রাণি হি
পাণি বীজম্ চাপি শুভাশুভে। তানি বেত্তি স যোগাত্মা ততঃ ক্ষেত্রজ্ঞ
তঃ।” ইহার ভাবার্থ; শরীর সমূহ ক্ষেত্রস্বরূপ এবং শুভাশুভ তাহার
সেই যোগাত্মা পুরুষ তৎসমস্তের তত্ত্ব অবগত আছেন, এই জ্ঞানই
ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত। ক্ষেত্রসংবলিত জীব ও ঈশ্বর বিবয়ক

জ্ঞান তাহাই প্রকৃত জ্ঞান, তদ্ব্যতীত সমস্তই অজ্ঞান। প্রকৃতি, জী-
এবং ঈশ্বর এই তিনের ভোগ্যত্ব, ভোক্তৃত্ব ও নিয়ন্তৃত্ব ধর্ম পরস্পর সংশ্লিষ্ট
হইলেও এতদ্ব্যন্থিনিচয়ের সাক্ষর্য্য ঘটতেছে না। সূত্রকার এস্থলে বাহ্য
নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা চিত্তাশ্রয়ের * ত্রায় বুঝিতে হইবে। খেতাস্থতরো-

* চিত্তাশ্রয়।—“যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানং চতুষ্টয়ং। পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ং তথা হা চতুষ্টয়ং। যথা খো-
বদ্রিত্তম লাক্ষিতো রঞ্জিতঃ পটঃ। চিত্রস্তর্য্যামি সূত্রাদি বিরাট চাক্ষা তথেষ্যতে। যতঃ স্তজোহজ্র খোতঃ ত্র-
যদ্রিত্তোহজ্র-বিলেপনাৎ। সত্যাকারৈ লাক্ষিতঃ স্তাৎ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ। যতশ্চৈতন্যস্তর্য্যামীতু মায়াবী সূত্ৰ-
চিত্রঃ। সূত্রান্য হুলস্থটয়ান বিরাড়িত্ত্বাচ্যতে পরঃ। ব্রহ্মাদ্যাঃ স্তম্বপর্বাস্তাঃ প্রাণিনোহজ্র জড়া অপি। উক্ত-
যবভাবো বর্তম্বে পটচিত্রবৎ। চিত্রা পিত্ত মনুষ্যাণাং বস্ত্রাভাঙ্গাঃ পৃথক্ পৃথক্। চিত্রাধারেণ বস্ত্রেণ স-
ইদং কসিচ্চৈতন্যং পৃথক্ পৃথক্ চিত্রাভ্যঃ চৈতন্যং স্তম্বসেহিনাং। কল্যন্তে জীবনামানো বহবা সংসারস্তা-
ব্রহ্মভাবোহি তাং বর্ণান্ যবদ্যাদি বর্ণজগান্। বদন্তীতি তথা জীবনংসীতম্ চিত্রাতম্ বিদুঃ। চিত্রঃ পর্বতাদি-
বস্ত্রাভাঙ্গো ন চিত্রিতঃ। সূত্রঃ সূত্রকারীনাং চিত্রাভাসস্তম্বা নহি। সংসারঃ পরমাত্মোহয়ং সংসারঃ স্বাত্মবস্ত্র-
ইতি লাক্ষিত্যবিদ্যা, স্তাৎ বিরাটৈব নিবর্তম্বে। আত্মভাসিত জীবস্য সংসারো নামস্বপ্নম্। ইতি বোধো ভবে-
লক্যতেহসৌ বিচারণা। সর্গঃ ১৭। রেণুরাজগজীবপরাশ্রয়নঃ। জীবভাবজগত্ভাবাধে ব-
লিখ্যতে।” (পঞ্চদশী, চিত্রদীপ, ১—১২ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা; যেক্ষণ চিত্রপটে চতুর্বিধ অব-
স্থ, তদ্রূপ পরমাত্মাতেও চারি প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন এক বস্ত্র প্রথমতঃ খোত, তা-
বদ্রিত, পরে লাক্ষিত, অনন্তর রঞ্জিত হইয়া চিত্ররূপে পরিণত হয়, সেইরূপ একই পরমাত্মা প্রথমে চিত্র, অ-
নন্তর্য্যাবী পরে সূত্রাত্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট রূপে পরিদৃষ্ট হয়। বস্ত্রের স্বাভাবিক শুভতা খোত
বিলেপন (মাড় দেওয়া) দ্বারা তাহা বদ্রিত, মদীর দ্বারা প্রথম চিত্রিত করিলে লাক্ষিত এবং বিবিধ বর্ণের
পূরণ করিলেই তাহা রঞ্জিত হয়। এইরূপ পরমাত্মা স্বভাবতঃ চৈতন্যবরূপ এবং নির্মল, অনন্তর মারাত্মক
বিলেপনের দ্বারা তিনি মায়াবী অজ্ঞানীর ঈশ্বর, তৎপরে কেবল মদীচিত্রিতরূপ সূক্ষ্ম সূত্রিতে হিরণ্যগর্ভ
রূপে বিবিধবর্ণপূরণরূপ হুল সূত্রিতে বিরাট আকারে পরিণত হইয়া থাকেন। অতএব চিত্রপ-
রম্যভাবে ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্বাস্ত জড়া প্রাণিগণ পটস্থচিত্রের স্তায় উত্তম বা অধমভাবে বিদ্যমান। চিত্রাঙ্গি-
সূত্রাদি শরীরিগণের বস্ত্রাদি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে চিত্রিত হইলেও শীতাদি নিবারণে অসমর্থ হেতু তাহারা বেক্স-
ত্রের আভাসবাক্ত, তদ্রূপ চৈতন্যবরূপ পরমাত্মাতে আরোপিত দেবাদি শরীরিগণ চৈতন্যের আভাসমাত্র, এই
দ্বারাই জীবরূপে বিবিধভাবে সংসারী। অজগণ বস্ত্রাভাসস্থিত বর্ণনবৃহকে আধার বস্ত্রে অবস্থিত বাল-
নে করে; এইরূপে মূর্তগণ জীবের সংসারকে পরমাত্মগত বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে। চিত্রলিখিত পর্ব-
র যেক্ষণ বস্ত্রাভাস চিত্রিত হয় না, তদ্রূপ সূত্রিহ মুক্তিকাদিরও চৈতন্যভাস নাই। এই সংসার পরম-
বৎ হা পরমাত্মাতে সংসার, ইত্যাকার ভ্রান্তি অবিদ্যা, বিদ্যা দ্বারা এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়। পরমা-
ত্মা বরূপ জীবেরই এই সংসার, কিন্তু সেই পরমাত্মা ইহাতে লিপ্ত নহেন, এইরূপ বোধই বিদ্যা।
চিত্র বিচার দ্বারা ইহাকে লাভ করা যায়। অতএব জগৎ জীব এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে সর্বদা স্মিত্তি করি-
তে বিচার করলে জীবভাব এবং জগত্বের সিম্বল পদার্থ হইতে পরমাত্মা-
বোধ হয়।

পনিষদে কথিত আছে যে, “পৃথগান্নানং প্রেরিতারঞ্চ মদ্বা জুষ্টন্ততন্তেনাম্-
তদ্বমেতি । জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজ্ঞাবীশানীশাবজ্ঞাহেকা ভোক্তৃ ভোগ্যার্থযুক্তা”
তথাচ “ক্ষরং প্রধানমমৃতাক্ষরম্ হরঃ ক্ষরান্নাবীশতে দেব একঃ ।” অপিচ,
“ভোক্তাভোগ্যম্ প্রেরিতারঞ্চ মদ্বা সর্কং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ ।”
অপিচ, “অজামেকাং লোহিত গুরুক্ষুধাং বহ্নীঃপ্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাং ।
অজ্ঞো হেকো জ্বমানোহমুশেতে জহাতোনাং ভুক্তভোগ্যমজ্ঞোহমৃতঃ ।”
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ ১ম অধ্যায় ৩।১।১০।১২ ও ৪র্থ অধ্যায় ৫ শ্রুতি) এতা-
বতের ভাবার্থ এই যে, জীব আপনাকে ও প্রেরণকর্তা আত্মাকে পৃথকজ্ঞান
করিয়া তাঁহা হইতে অমৃত অর্থাৎ মুক্তি লাভ করে । জ্ঞানী ও অজ্ঞানী জন্ম-
মৃত জীব এবং ঈশ্বর এই দুই, এবং ভোক্তা জীবের ভোগ্যবিষয়প্রদায়িনী
এক প্রকৃতি বিদ্যমান রহিয়াছেন । প্রকৃতি ক্ষর এবং পরমেশ্বর
অমৃত ; সেই একদেব প্রকৃতি এবং জীবকে নিয়মিত করেন ।
ভোক্তা জীব, ভোগ্য প্রকৃতি, প্রেরয়িতা ঈশ্বর, এইরূপ জানিয়া এবং এই
ত্রিবিধই ব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া মুক্ত হওয়া যায় । লোহিত কৃষ্ণ ও গুরুক্ষুধ
সমর্থ্য সত্ত্বরজঃতমগুণাত্মিকা বহু প্রকার সৃজনকারিণী অজ্ঞাকে অর্থাৎ
প্রকৃতিকে এক অজ (জীব) সেবা করে, এবং অমৃত এক অজ ভুক্তভোগী
এই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেন । ক্ষরাক্ষররূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ হইতে
পুরুষোত্তম যে স্বতন্ত্র, তাহার বিষয় “দ্বাবিমৌ পুরুষৌ” (১৫ অধ্যায়
১৫ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান্ প্রকটিত করিবেন । অতএব প্রকৃতি
জীব এবং ঈশ্বর পরস্পর সংস্পৃষ্ট, এইরূপ প্রতীয়মান হইলেও তাহার
বিবিধরূপ যে জ্ঞান তাহাই তাত্ত্বিক । একান্ত বাদিগণ মনে করিয়া থাকেন,
সর্কেশ্বর পরমাত্মা অবিদ্যা প্রভাবে ক্ষেত্রজরূপে সর্কক্ষেত্রে বিরাজমান
আছেন । তাঁহারা বলেন, রজু বস্ত্রতঃ ভুজ্জন্ম না হইলেও তাহাকে ভুজ্জন্ম
বলিয়া ভ্রম জন্মে । তদ্রূপ পরব্রহ্ম শরীরী না হইলেও মানবেরা তাহাকে
শরীরী বলিয়া জ্ঞান করে । শ্রীহরি বর্তমান শ্লোকে বলিয়াছেন “ক্ষেত্রজ-
ত্বাপি ন বিক্ৰি” এইবাক্য দ্বারা রজুতে সর্প জন্মের স্থান আত্মার
ক্ষেত্রজের আরোপরূপ জাতির নিরাণ হইতেছে । এবশ্রকার উপদেশ
অর্থাৎ রজু সর্প নহে, ইত্যাকার সমর্থন বাক্য অনস্তুব । তজ্জন্মই উল্লিখিত
মত স্মরণ হইতেছে । দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১৩ শ্লোকে এসম্বন্ধে বিস্তারিত

আলোচনা হইয়াছে ; তাহা দ্রষ্টব্য । এইরূপ ব্যাখ্যাই যুক্তি সঙ্গত । মূলস্থিত চকার ক্ষেত্রসমুচ্চয়ার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে । অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ রূপে আমাকে জানিবে । মদধীনতায় স্থিতির প্রাপ্তি হেতু এবং মৎকর্তৃক ব্যাপন হেতু ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজকে মদাত্মকরূপে জানিবে । ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ সম্বন্ধে মদধীনতা প্রভৃতি মৎস্বরূপ বিদ্যমান থাকায় তৎ-সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাই আমার মতে প্রকৃত জ্ঞান ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্ভদ্রের অভিপ্রায় । পূর্ব শ্লোকে দেহেন্দ্রিয়াদি বিলক্ষণ অর্থাৎ তদতিরিক্ত ও তদ্ব্যতিরিক্ত পরিশূন্য স্বপ্রকাশরূপ ক্ষেত্রজের নির্দেশ করিয়া এক্ষণে তাহার পারমাণ্বিক তত্ত্ব অসংসারিত্ব এবং পরমা-জ্ঞার সহিত একত্ব কীর্তন করিতেছেন । সকল ক্ষেত্রে যিনি এক ক্ষেত্রজের স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে অধিষ্ঠিত তিনি নিত্যস্বরূপ এবং বিভূষরূপ । অবিদ্যা প্রভাবে তাঁহার উপর কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি সংসার ধর্ম আরোপিত হইয়া থাকে । সেই অবিদ্যা জনিত মোহ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে দেখর অসংসারী অদ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দরূপে জানিবে । হে ভারত ! ইহাও জানিবে যে ক্ষেত্র কেবল মায়াবদ্ধিত মিথ্যা, এবং ক্ষেত্রজ পরমার্থ সত্যস্বরূপ ও ক্ষেত্র-বিষয়ক ভ্রমাধিষ্ঠান । ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ সম্বন্ধীয় এতাদৃশ যে জ্ঞান তাহাই মোক্ষপ্রাপক হেতু প্রকৃত জ্ঞান ; সেই জ্ঞান অবিদ্যা বিরোধি এবং প্রকাশরূপ ইহাই আমার অভিপ্রেত । অহা সমস্তই অজ্ঞান ; যে হেতু তত্বে মোক্ষ প্রাপ্তির বিরোধি । জীবেশ্বরের ভেদজ্ঞান অবিদ্যা জনিত, পরমার্থতঃ জীবেশ্বরের কোনই ভেদ নাই । ভগবান্ শঙ্করাচার্য এই শ্লোকোপলক্ষে ইহা বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । আমরা (সরস্বতী মহোদয়) গ্রন্থ বিস্তৃতি ভয়ে এবং পূর্বে বহুস্থানে এই তত্ত্ব নানাভাবে বিস্তৃত হইয়াছে বলিয়া বাহুল্য রূপ আলোচনায় নিরস্ত হইলাম ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্ভদ্র প্রদর্শন করিয়াছেন যে, জীবাত্মা স্বতন্ত্র । তিনি এই গ্রন্থে উত্তর ভাগস্থিত “উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ পরমাত্মৈত্যাঙ্কতঃ ।” (১৫ অধ্যায় ১৭ শ্লোক) এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন যে, জীবাত্মা পরমাত্মার স্বতন্ত্রতা স্বীকার না করিলে বিরোধ উপস্থিত হয় । সত্যএব একাত্মবাদ অনুসরণীয় নহে ।

এই শ্লোকোপলক্ষে বিবিধ বিচার প্রমাণ ও যুক্তি সহকৃত বিস্তারিত

ভাষ্য ও টীকার সমুদ্র হইয়াছে। অদ্বৈতবাদিগণ বলিতেছেন, এই ক্ষেত্ররূপ শরীর মধ্যে যিনি জীব রূপে অধিষ্ঠিত হইয়া ভোক্তৃ স্বকর্তৃত্বাদি নির্বাহ করিতেছেন ও সংসারবদ্ধ হইয়াছেন, তিনি বস্তুতঃ অধিতীয় সর্বেশ্বর সর্বত্রানুস্মৃত পরব্রহ্ম ভিন্ন অণু কিছুই নহেন। কেবল অবিদ্যার প্রভাবে তাঁহার এই সুখদুঃখাধীনতা পরিপূর্ণ সংসার দশা সংঘটিত হইয়াছে। জ্ঞানের দ্বারা এই অবিদ্যার আবরণ মোচন করিতে পারিলে প্রাজ্ঞজ্ঞান উপজাত হইবে এবং তখনই মোহমুক্ত জীব আপনাকেই ব্রহ্মরূপে চিনিতে পারিয়া মোক্ষ লাভের অধিকারী হইবে। পক্ষান্তরে দ্বৈতবাদিগণ বলিতেছেন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বতন্ত্র। জীবাত্মা স্বকীয় কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম হেতু বদ্ধাবস্থায় অধিষ্ঠিত। প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হইলে পরমাত্ম তত্ত্ব বোধগম্য হইলে আপনাকে দেহেন্দ্রিয়াতীত পুরুষরূপে জানিলে পরমাত্মার অধিকার লাভ করিবেন। প্রথম পক্ষের মতে ক্ষেত্ররূপ শরীরে অধিষ্ঠিত আত্মরূপ বস্তুই ক্ষেত্রজ, সেই ক্ষেত্রজের পরমার্থতঃ পূর্ণ পরিজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান। দ্বিতীয় পক্ষের মত, এই ক্ষেত্ররূপ শরীরাত্ম্যন্তরে জীবরূপ ক্ষেত্রজের অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু তদ্ব্যতীত পরমার্থতঃ সাক্ষরূপ স্বতন্ত্র ক্ষেত্রজ আছেন, তদ্বিব্যক পরিজ্ঞানই প্রকৃতজ্ঞান। জীব ও ব্রহ্মের অভেদ ভাব এবং তত্ত্বভয়ের স্বাতন্ত্র্য ইহাই এই পক্ষদ্বয়ের চিরন্তন বিধান। এ বিধানের প্রতিকূলে কোনই বক্তব্য থাকিতে পারে না, এবং ইহার সামঞ্জস্য বিধান সম্ভবপর নহে। কিন্তু মূলানুসন্ধান করিলে উভয় পক্ষেরই মীমাংসা অভিন্ন হইয়া পড়ে। পরমাত্মা এক বা বহু সে বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া আলোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধ হয় যে, পরমাত্ম জ্ঞানই মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। তাঁহাকে দেহস্থিত আত্মার সহিত অভিন্ন ভাবেই প্রণিধান কর বা স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাকে হৃদয়দ্বন্দ্ব কর, তজ্জন্য কোনই তর্ক বা যুক্তির প্রণালী অনুসরণ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। তাঁহাকে প্রণিধান করা এবং তদ্বিব্যক সম্যক জ্ঞানার্জন করা যে মুক্তিকামিগণের পক্ষে একমাত্র আবশ্যক, তৎপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়গণের কোনই মতবৈধ নাই।

আমরা এই ভাষ্য ও টীকা অবগাহন করিয়া অমূল্য জ্ঞানরত্ন আহরণ করিতে পারি বা না পারি, সংক্ষেপে তাঁহাদিগের অভিপ্রায়ের

আভাসমাত্র প্রদর্শন করিয়াছি। উপসংহার কালে আমাদিগের ইহাই বক্তব্য যে, এই ক্ষেত্ররূপ দেহকে প্রকৃত প্রস্তাবে কৃষীজীবগণের ক্ষেত্র-রূপে গ্রহণ করা আবশ্যক। কারণ ইহা শুভাশুভ ফলপ্রসূ; এবং পরিণামের মঙ্গলামঙ্গল বিধায়ক। ক্ষেত্রে যে রূপ কালে সতেজ সারপ্রয়োগ করিলে নিয়মিত সময়ে অক্লান্ত ভাবে কর্ষণাদি রীতিমত কার্য্যানুষ্ঠান করিলে যথাকালে তাহাতে উত্তম বীজ সমূহ অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই শরীর রূপ ক্ষেত্রে অবস্থানকালে রীতিমত সংসদ্ব সত্বপদেশ ও সাধনাদি অনুষ্ঠিত হইলে যথাকালে নিঃশ্রেয়সরূপ পরমফলের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যেমন ক্ষেত্রের সহিত কৃষকের বারংবার ফলপ্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ, শরীরের সহিতও শরীরস্থ আত্মার তদ্রূপ ফলপ্রাপ্তি মাত্র সম্বন্ধ। এই ক্ষেত্রতত্ত্ব সম্যকরূপে হৃদগত হইলে আত্মস্বরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের অববোধ অবশ্যস্বাভাবী। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ অনায়াসেই উপলব্ধি করেন যে, ক্ষেত্রজ্ঞের সহিত তাঁহার কোন স্থায়ী সম্বন্ধ নাই; তিনি ক্ষেত্র মধ্যস্থ হইলেও ক্ষেত্র-বহুতীত, ক্ষেত্রবদ্ধ হইলেও ক্ষেত্র নির্মুক্ত এবং ক্ষেত্ররূপ হইলেও ক্ষেত্র ধর্ম-বিবর্জিত। এইরূপ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব সামান্যভাবেও হৃদয়ে উপজাত হইলে স্বতঃই পরমার্থ ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থ বলবতী বাসনা জন্মে। তখন সেই নিত্য স্বরূপ, অদ্বিতীয় স্বরূপ পূর্ণানন্দ স্বরূপ পরমক্ষেত্রজ্ঞের পরম তত্ত্ব হৃদয়াক্রমকার বিনষ্ট করিয়া সাধককে পরম কল্যাণের পথে লইয়া যায়। স্বতন্ত্রভাবেই ইউক, আর'অভেদভাবেই ইউক পরমার্থ জ্ঞানের ফল অতুলনীয় ॥ ৩ ॥

—:(০):—

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ ।

স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪ ॥

অর্থঃ—তৎ ক্ষেত্রং যৎ (যৎস্বরূপং) চ, যাদৃক (যাদৃশধর্ম-সম্পন্নং) চ, যদ্বিকারি (যৈবিকারৈর্ধূক্তং), যতঃ (যত্যাৎ) [কারণাৎ] যৎ চ [উৎপাদ্যতে] সঃ (ক্ষেত্রজ্ঞঃ) চ যঃ (যৎস্বরূপঃ) যৎপ্রভাবঃ (যাদৃশশক্তিসম্পন্নঃ) চ, তৎ সমাসতঃ (সংক্ষেপেণ) মে (মৎসকাশাৎ) শৃণু ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—সেই ক্ষেত্র যে-স্বরূপ, যাদৃশ-ধর্মসম্পন্ন, যেরূপ-বিকার-যুক্ত যে [কারণ-হইতে] বাহ্য [উৎপন্ন-হয়], সেই-ক্ষেত্রজ্ঞ ও যে-স্বরূপ, যাদৃশ-শক্তিসম্পন্ন, তাহা সংক্ষেপে আমার-নিকট-হইতে শ্রবণ-কর ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—সেই ক্ষেত্রের যেরূপ লক্ষণ, যাদৃশ ধর্ম, তাহা যে ।কারে বিকারী, বাহ্য হইতে তাহা উৎপন্ন এবং তাহা হইতে বাহ্যর ওপত্তি ; অপিচ সেই ক্ষেত্রজ্ঞের বাহ্য স্বরূপ এবং তাহা যাদৃশ শক্তি-দ্বারা তৎসমস্তই আমার নিকটে শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ইদং শরীরমিত্যানিলোকোপদিষ্টস্ত ক্ষেত্রাদ্যার্থস্ত সংগ্রহলোকোহয়মু-
ক্তস্ততে । তৎ ক্ষেত্রং যচ্চেত্যাদি বাচিধ্যাসিতস্ত অর্থস্ত সংগ্রহোপভাসোভায়া ইতি যদ্বিদিষ্টমিবং
রীরং ইতি তৎ ক্ষেত্রমিতি তচ্ছব্দেন পরামুশতি, যচ্চেদং নির্দিষ্টং ক্ষেত্রং তদ্বাদৃক্ যাদৃশং
কীর্ত্তনধর্মৈশ্চলকঃ সমুচ্চয়াথো যদ্বিকারি যোবিকারোযন্ত তত্ত্বদ্বিকারি যতোযস্মাক্ষ যৎকার্য্য-
ংপত্ততে ইতি বাক্যশেষঃ । স চ যঃ ক্ষেত্রজ্ঞো নির্দিষ্টঃ স যৎপ্রভাবঃ যে প্রভাবা উপাধিকৃতঃ
করোযন্ত স যৎপ্রভাবশ্চ তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্বাধ্যায়্য বথাবিশেষিতং তৎসমাসেন সংক্ষেপেণ
য মম বাক্যতঃ শৃণু শ্রদ্ধাবধারণয়েত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি ।—এবং শ্লোকদ্বয়ং ব্যাখ্যায় শ্লোকান্তরমবতারয়তি ইদমিতি । কৃত্ব
ংগ্রহোক্তিরূপবৃত্তান্তে তদ্বাহ বাচিধ্যাসিতস্তেতি । প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থং সংগ্রহোক্তিরর্থবতী-
ত্যর্থঃ । বর্ণ্যমাণেহর্থ্যে শ্রোতৃমনঃসমাবানার্থং হুচিভোবাধ্যোপায়বিবরণপ্রতিজ্ঞামভিপ্রেত্বাহ
নির্দিষ্টমিতি । ইদং শরীরমিতি যদ্বিদিষ্টং তচ্ছরীরং তচ্ছব্দেন পরামুশতি প্রকৃতার্থভাবস্তেতি
যাজনা, তৎক্ষেত্রং জ্ঞাতবামিত্যাধ্যাহারঃ যচ্চেতি যেন রূপেণ রূপবদিতি তদেব ক্ষেত্রং
বিশিষ্যতে তস্ত ক্ষেত্রস্ত স্বকীর্ত্তনধর্মৈশ্চলকঃ কীর্ত্তনধর্মৈশ্চলকঃ জ্ঞেয়ত্বং হেয়ত্বং ফলতি । চশব্দপঞ্চকভে-
দন্তরতরসমুচ্চর্য্যার্থবাহ চ শব্দইতি । বিকারিভেনোপি হেয়ত্বং সূচয়তি যদ্বিকারীতি । যৎ কার্য্যং
তৎসর্বং যস্মাদুৎপত্তান্তে তৎকারণভাদ্জ্ঞাতবামিত্যাহ যতইতি । ক্ষেত্রমিব ক্ষেত্রজ্ঞং জ্ঞাতব্যং
দর্শয়তি সচেতি । জ্ঞাতবামিতি সৰ্ব্বদ্ব্যং চক্ষুরাভ্যোপাধিকৃতদৃষ্টাদিশক্তিবশাত্তজ্ঞাতব্যত্বং সূচয়তি
যৎ প্রভাবইতি । তেনোক্তেন প্রভাবেন তস্ত জ্ঞাতব্যতেতি শেষঃ কথং বথা বিশেষিতো ক্ষেত্রং
ক্ষেত্রজ্ঞোবা শক্যোজ্ঞাতুমিত্যাশঙ্ক্য ভগবদ্বাক্যাদিত্যাহ তদ্বিতি ॥ ৪ ॥

রাধামাভুজ ।—তৎক্ষেত্রং বক্ত্ব যৎপ্রভাবং যাদৃক্ চ যেযামাপ্ররভূতং যদ্বিকারি বে চাস্য
বিকারঃ যতশ্চ যতো হেতোরিদমুৎপন্নং যস্মৈ প্রয়োজনান্যায়ংপদমিত্যর্থঃ । যদ্বাৎ স্বরূপং জ্ঞেয়ং
স চ যঃ স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যঃ যৎস্বরূপো যৎ প্রভাবশ্চ যে চাস্য প্রভাবাঃ তৎসর্বং সমাসেন
সংক্ষেপেণ মন্তঃ শৃণু ॥ ৪ ॥

হুতুমানু ।—যত্নদানকক্ষশব্দ সমুচ্চয়ে যাদৃশম্ স্বকীরৈ ধর্মেঃ চ শব্দপূর্ব্ববৎ যদিকারি বিকারোহস্তাতীতি বিকারী যেন যোগবিভাগাৎ যথাযৎ কার্য্যমুপপত্তত ইতি বাস্তবশেষঃ চ শব্দঃ পূর্ব্ববৎ তৎসমাসেন শৃণু ॥ ৪ ॥

ক্রীধর ।—তত্র যদ্যপি চতুর্বিংশতিভেদভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রমিত্যাভিপ্রেতং তথাপি দেহরূপেণৈব পরিণতায়ামেব তত্ত্বামহংভাবেনাবিবেকঃ ক্ষুট ইতি তদ্বিবেকার্থমিদং শরীরং ক্ষেত্র-মিত্যুক্তং তদেব প্রপঞ্চয়িত্বান্ প্রতিলক্ষ্যতে তদ্বিত্তি । যদ্ব্যক্তং মহা তৎক্ষেত্রং যৎ স্বরূপতোজড-দৃশ্যাদিষভাবং যাদৃক্ যাদৃশঞ্চ ইচ্ছাদিধর্ম্মকং, যদ্বিকারি যৈরিক্সিদ্ভাদিবিকারৈরযুক্তং, যতশ্চ প্রকৃতি-পুরুষসংযোগাভ্যুত্ততি যদ্বিত্তি যৈঃ প্রকাটঃ স্বাবরজজ্ঞানাদিতেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ । স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যৎ স্বরূপতোযৎপ্রভাবশ্চ অচিন্ত্যস্বর্ঘ্যযোগেন যৈঃ প্রভাটৈবঃ সম্পন্নন্তৎসর্ব্বং সংক্ষেপতোমত্তঃ শৃণু ॥ ৪ ॥

বলদেব ।—সংক্ষেপেণোক্তমর্থম্ বিবরিতুমারভতে তদ্বিত্তি । তৎ ক্ষেত্রম্ শরীরম্ যচ্চ যদ্ব্যব-যাদৃক্ যদাশ্রয়ভূতম্ যদ্বিকারি যৈর্বিকারৈরুপেতম্ যতশ্চ হেতৌদ্ধৃতম্ যৎপ্রয়োজনকক্ষ যদ্বিত্তি যৎস্বরূপম্ । স চ ক্ষেত্রজ্ঞোজীবলক্ষণঃ পরেশলক্ষণশ্চ যো যৎস্বরূপঃ যৎপ্রভাবো যচ্চৈকিকশ্চ তৎ সমাসেন মে মত্তঃ শৃণু । (তদ্বিত্তি ক্লীবশেষবাক্যবস্তাবশ্চ নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চাত্ততর-ভামিত্তি সূত্রায়ং) ॥ ৪ ॥

মধুসূদন ।—সংক্ষেপেণোক্তমর্থম্ বিবরিতুমারভতে তদ্বিত্তি । তদ্বিত্তি শরীরমিত্তি প্রাপ্তক-জডবর্গরূপং ক্ষেত্রং যচ্চ স্বরূপেণ জডদৃশ্যপরিচ্ছিন্নাদিষভাবং যাদৃক্ চ ইচ্ছাদিধর্ম্মকং যদ্বিকারি যৈরিক্সিদ্ভাদিবিকারৈরযুক্তং যতশ্চ কারণাৎ যৎ কার্য্যমুপপত্তত ইতি শেষঃ, অথবা যতঃ প্রকৃতি-পুরুষসংযোগাভ্যুত্ততি যদ্বিত্তি যৈঃ স্বাবরজজ্ঞানাদিতেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ । অত্রানিরমেন চকারপ্রয়ো-গাৎ সর্ব্বসমুচ্চয়োদ্রষ্টব্যঃ । স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যঃ স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশচৈতন্যনিম্নস্বভাবঃ যৎপ্রভাবশ্চ যৎপ্রভাবো উপাধিকৃত্যঃ শক্তয়োবস্ত তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞাথাখ্যায় সর্ব্ববিশেষবিশিষ্টং সমাসেন সংক্ষেপেণ মে মম বচনাচ্ছৃণু শ্রদ্ধাহবধারয়েত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞপদে বিবরিতুমারভতে তদ্বিত্তি । যচ্চৈবং ক্ষেত্রং নির্দিষ্টং । তৎযাদৃক্ যাদৃশম্ স্বকীরৈধর্মেঃ যদ্বিকারি যৈঃ চ তত্ত্ব বিকারাঃ যতশ্চ যৎ যদ্বিকারিণাং যজ্জায়ত ইতি প্রাঞ্চঃ তৎ পূর্ব্বোক্তং ক্ষেত্রং যচ্চ যৎস্বরূপং যাদৃক্ যৎপ্রকারকং যদ্বিকারি যৈঃ চ তত্ত্ব বিকারাঃ যতশ্চ ক্ষেত্রাবয়ববাৎ যজ্জায়তে তৎ শৃণু স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যো যৎস্বরূপঃ যৎপ্রভাবশ্চ তদ্বিত্তি মত্তঃ শৃণু ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—সংক্ষেপেণোক্তমর্থম্ বিবরিতুমারভতে । তৎক্ষেত্রম্ শরীরম্ যচ্চ মহাভূত প্রাণেন্দ্রিয়াদি সংঘাতরূপম্ যাদৃক্ যাদৃশমিচ্ছাদিধর্ম্মকম্ যদ্বিকারি যৈরিক্সিদ্ভাদিবিকারৈরযুক্তম্ যতশ্চ প্রকৃতি পুরুষসংযোগাভ্যুত্ততি যদ্বিত্তি যৈঃ স্বাবরজজ্ঞানাদিতেদৈর্ভিন্ন মিত্যর্থঃ । স চ ক্ষেত্রজ্ঞো জীবাত্মা পরমাত্মা চ । (যত্বদ্বিত্তি নপুংসকমনপুংসকেনৈকবচ্চৈতি একশেষঃ) । সমাসেন সংক্ষেপেণ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—এই শরীর অহঙ্কারাদি চতুর্বিংশতি তদ্ভাস্মিকা প্রকৃতিরই পরিণাম। এই জ্ঞানই ইহা ক্ষেত্র নামে অভিহিত হইয়াছে। তথাপি দেহরূপে পরিণত হইলেও সেই প্রকৃতি অব্যবহৃত অহংভাবে পরিপূর্ণ। এই তত্ত্ব বিবেক সহকারে প্রণিধান করাইবার উদ্দেশে পূর্ব্বে শ্লোকে “ইদং শরীরং” এই বাক্য উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে সংক্ষেপতঃ যে প্রসঙ্গ বিদ্যমান হইয়াছে, তাহারই বিশদ বিবরণের সূচনার্থ এই শ্লোকের অবতারণা হইতেছে। এই শরীররূপ ক্ষেত্র জড়বর্গরূপ, ইহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। অধিকন্তু ইহা জড়রূপ এবং পরিচ্ছিন্ন স্বভাব অর্থাৎ এই ক্ষেত্রের উপাদান সমূহের আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা জড় দ্বারা গঠিত, এবং জড় পদার্থের সম্মিলন মাত্র। আর দেশ কাল পাত্র প্রভৃতি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন; ইহার শক্তি ও যোগ্যতা সীমাবদ্ধ, এবং ইহা নিত্যবিকারশীল ও পরিণামী। ইহার অন্তরে যেরূপ প্রযুক্তি ও ইচ্ছাদি ধর্ম্ম নিহিত আছে, এবং ইহা যে যেরূপ ইন্দ্রিয়াদির বিকারযুক্ত; যে কারণে যে কার্যের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে যে প্রকারে স্থাবর জঙ্গমাত্মকাদির উদ্ভব এবং এক হইতেই অস্থির বিভিন্নতা সংঘটিত হয়; এইরূপ ক্ষেত্রের তত্ত্বকথা পরিব্যক্ত করিবার নিমিত্ত ভীতগবান্ শ্রবণার্থী অর্জুনের মনোযোগাকর্ষণ করিতেছেন। অপিচ তিনি এতৎসহ ক্ষেত্রজের সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, সেই ক্ষেত্রজ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ; অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন। এই সকল বিবরণ একস্থানে প্রকৃতরূপে সংক্ষিপ্তভাবে আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর।

ক্ষেত্র কিরূপ উপাদানে গঠিত, তাহার প্রকৃতি কি, ও পরিণামই বা কি; আর ক্ষেত্রজ কাহার প্রভাবে প্রভাবান্বিত, এবং তিনি স্বয়ংই বা কিরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত; ইত্যাকার তত্ত্ব বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিলে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ বিষয়ক প্রকৃষ্ট জ্ঞান কখনই জন্মিতে পারে না। এই জন্যই ভীতগবান্ তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদানার্থ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন, অতঃপর ক্রমশঃ এই গূঢ় তত্ত্বকথা তদীয় শ্রীমুখ হইতে বিনির্গত হইতে থাকিবে। পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই শ্লোককে ক্ষেত্রার্থ্যের নংএই শ্লোক নামে অভিহিত করিয়াছেন।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ সম্বন্ধে যে কয়েকটি কথার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে, অতঃপর অধ্যায় মধ্যে তাহারই বিস্তারিত আলোচনা বিন্যস্ত হইবে ।

মূলে প্রথমে ক্লীবলিঙ্গ তৎশব্দের ও যদ্ শব্দের প্রয়োগ আছে । তদনন্তর পুংলিঙ্গ তদ্ শব্দের ও যদ্ শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । কিন্তু শেষে উভয় বাক্যের সমাপক ক্লীবলিঙ্গ তদ্ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গের সমাহার বোধক হইয়াছে । ভগবান্ পানিনি সূত্র করিয়াছেন, “নপুংসকমনপুংসকে নৈকবচন্যতরস্মা ।” (সিদ্ধান্ত কৌমুদী, এক-শেষ প্রকরণ ১।২।৬৯ সূত্র) যথা, ক্লীবলিঙ্গ ভিন্ন অন্য লিঙ্গের সহিত ক্লীবলিঙ্গ উক্ত হইলে ক্লীবলিঙ্গই অবশিষ্ট থাকে, এবং তাহা বিকল্পে একত্ব প্রাপ্ত হয় ।

মূলে অনিয়মিতরূপে চকারের প্রয়োগ হইয়াছে । এইরূপ চকার সর্বসমুচ্চয়ার্থ বুঝিতে হইবে ॥ ৪ ॥

ঋষিভিবহ্বা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পৃথক্ ।

ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমন্তিবি নিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥

অনুব্র ।—ঋষিভিঃ (বশিষ্ঠাদিভিঃ) বহ্বা (বহু প্রকারেণ) গীতং (কথিতং) বিবিধৈঃ (বহু শাখাবিশিষ্টৈঃ) ছন্দোভিঃ (ঋগাদিভিঃ) পৃথক্ (বিবেকেন) [গীতং] হেতুমন্তিঃ (যুক্তিযুক্তৈঃ) নিশ্চিতৈঃ (অসন্দ্বিগ্ধৈঃ) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ (ব্রহ্মনিরূপকশাস্ত্রবচনৈঃ) চ এব [গীতং] ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—ঋষিগণ—কর্তৃক বহু-প্রকারে কথিত, বিবিধ ঋগাদি-ছন্দো-ধারা পৃথক্ [উক্ত], এবং যুক্তিযুক্ত অনিশ্চিত ব্রহ্মসূত্র-পদেয়-ধারাও নিরূপিত ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—এই জ্ঞান বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ ও ঋগাদিছন্দোমন্ত্রের কর্তৃক বিবিধ প্রকারে বিচার পূর্বক উক্ত হইয়াছে, এবং যুক্তিপূর্ণ সংশয়রহিত ব্রহ্মসূত্র বচনেও নিরূপিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজরোপাখ্যাং বিবক্ষিতং ত্তোতি শ্রোতৃবুদ্ধিপ্রয়োচনাং
 ঋষিভিরিতি । ঋষিভির্কশিষ্ঠাদিভির্বহুধা বহুপ্রকারং গীতং কথিতং ছন্দোভিঃ ছন্দাংসি ঋগাধীনী
 তৈশ্বক্ষন্দোভির্কির্বিধৈর্নানাপ্রকারৈঃ পৃথক্ বিবেকতোগীতং কিঞ্চ ব্রহ্মহুত্রপদৈশ্চ এব ব্রহ্মণঃ
 সূচকানি বাক্যানি ব্রহ্মহুত্রাণি তৈঃ পদ্মতে গম্যতে জ্ঞায়তে ব্রহ্মেতি তানি ব্রহ্মহুত্রপদেন সূচ্যন্তে
 তৈরেব চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজরোপাখ্যাং গীতমিতি অল্পবর্ত্ততে “আত্মোক্তোব্যোপাসীতে” ত্যাদিভির্হি
 ব্রহ্মহুত্রপদৈরাহ্মা জ্ঞায়তে হেতুমস্তিস্তিস্তিস্তৈর্কিনিশ্চিতৈর্ন সংশয়রূপৈর্নিশ্চিতপ্রত্যয়োগপাদকৈ-
 রিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অ।নন্দগিরি ;—শ্লোকান্তরস্ত তৎপর্য্যমাহ তদিত্যাদিনা । বিবক্ষিতং জিজ্ঞাসিতমিত্যর্থঃ ।
 ত্তিকলমাহ শ্রোত্রেতি । ন কেবলমাশ্রোক্তেয়েব ক্ষেত্রাদিযাখ্যাং সম্ভাবিতং কিন্তু বেদবাক্যাদি-
 ত্যাহ ছন্দোভিঃশ্চেতি । ঋগাধীনং চতুর্গাংপি বেদানাং নানাপ্রকারং শাখাতেদাদৃষ্টং ন
 কবলং শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমুক্তং যাখ্যাং কিন্তু যৌক্তিকক্ষেতাহ কিঞ্চৈতি । কানি তানি সূত্রাগীত্যা-
 াহ আত্মোক্তোব্যেতি । আদিপদেন ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি পরমথ যোহন্যাং দেবভামিত্যাদীনি বিভা-
 াহুত্রাণ্যুক্তানি আত্মেতি ক্ষেত্রজ্ঞোপাদানং তচ্চ ক্ষেত্রোপলক্ষণং অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাদি-
 পি সূত্রাগ্যত্র গৃহীতান্যান্যখ্যাছন্দোভিরিত্যাদিনা পৌনরুক্ত্যাদিতিমত্যা বিশিনষ্ট হেতুমস্তি-
 ত ॥ ৫ ॥

রামানুজ ।—তদিদং ক্ষেত্রক্ষেত্রজরোপাখ্যামুযিভিঃ পরাশরাদিভি বহুধা বহুপ্রকারং
 তং “অহং তৎচ তথাশ্চে চ ভূতৈরুহাম পার্থিব । গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোহপি ষাভ্যম্ ।
 ঈবশ্চা গুণা হ্যেতে সম্বাদ্যাঃ পৃথিবীপতে । অবিদ্যাসঙ্কিতম্ কর্ম তচ্চাপেযেব লভ্যম্ । আত্মা
 কাহক্ষরঃ শাস্তো নিগুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ । তথা পিণ্ডঃ পৃথক্ পুংসঃ শিরঃ পাণ্যাদিলক্ষণঃ ।
 তাহহমিতি কুত্রৈতৎ সংজ্ঞাং রাজন্ করোম্যহং ।” তথাচ “কিং ত্র্যমৈতজ্জিহ্বাঃ কিং তু উরস্তথ
 াদয়ঃ । কিমু পাদাদিকং ত্র্যমৈব তবৈতৎ কিং মহীপতে । সমস্তাবরবেভ্যঃ পৃথক্ ভূপ
 াহিতঃ । কোহহমিত্যোব নিপুণোভূত্যা চিত্তম পার্থিব ।” ইতি এবং বিবিজরোপো কীদৃশে-
 রূপং চাহঃ “ইত্ৰিরাণি মনোবুদ্ধিঃ সত্ত্বং তেজো বলং ধৃতিঃ । বাহুদেবায়াক্ষাভাহঃ ক্ষেত্রং
 ১২৮৮ ।” ইতি ছন্দোভির্কির্বিধৈঃ পৃথক্ পৃথক্ বিবিধৈছন্দোভিঃ ঋগ্বেদুঃ সামাথর্কভিঃ

ব্রহ্মণঃ পৃথক্ গীতং “তস্মাৎ এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সমুতঃ । আকাশাধারঃ ।

অধেরাপঃ । অস্ত্রাঃ পৃথিবী । পৃথিব্যাঃ শুবধরঃ । ওষধিভ্যোহরঃ । অগ্নাৎ

বা এব পুরুষোহরসময়ঃ” ইতি । শরীরস্বরূপমভিধার তস্মাদনন্তরং প্রাণময়ং তস্মা-

নাময়মভিধার “তস্মাৎ এতস্মান্ননোময়াত্মোহন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ” ইতি ক্ষেত্রজ-

য় “তস্মাৎ এতস্মাদিজ্ঞানময়াং অতোহন্তর আত্মানন্দময়ঃ” ইতি ক্ষেত্রজ্ঞান্যন্তরা-

নময়ঃ পরমাত্মা বিহিতঃ এব মুক্তল্যামাথর্কঃ চ তত্র তত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রজরোঃ পৃথক্ ভাব-

কঃ চ স্থলপঃ গাভঃ ব্রহ্মহুত্রপদৈশ্চৈব হেতুমস্তির্কিনিশ্চিতৈঃ ব্রহ্মপ্রতিপাদনসূত্রোপা-

রীরকসূত্রৈর্হেতুমস্তির্হেতুমস্তিঃ বিনিশ্চিতৈ নির্ণয়ান্তে ন নিরবশ্যেতিভ্যাদিত্য

ক্ষেত্রপ্রকারনির্ণয় উক্তঃ । নান্যাক্ষতেমিত্যখ্যাত্তা ইত্যারভ্য জ্যোত এবত্যাদিভিঃ ক্ষেত্র-
জ্ঞবাখ্যায় নির্ণয় উক্তঃ । পরাত্ত্বতচ্ছতে রিতি চ ভগবৎপ্রবর্ত্যাস্থেন ভগবদাখ্যকষ্মুক্তম্ এবং
বহুধা গীতং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবাখ্যায় ময়া সংক্ষেপেণ স্থলপ্ৰতি মুচ্যমানং শ্রুত্বার্থঃ ॥ ৫ ॥

হনুমান্ ।—ঋষিভিক্ৰিশিষ্টাভিভির্গোশাশ্রেয়সু ধ্যানধারণাদিবিষয়জ্ঞেন বৈরাগ্যাদিশব্দরূপেণ বহুধা গীতং নিরূপিতং ।
বিবিধৈর্কিচিদ্ভেদৈর্নিত্যৈর্মিত্তিককামাকন্দ্যাদিবিষয়ৈশ্ছন্দোভিক্ৰেদৈর্নানাপূজনীয়দেবতারূপেণ গীতং
ব্রহ্মণঃ পুত্রৈঃ পশৈশ্চ ব্রহ্ম হৃদয়ে তুচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মহুত্রাণি “যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্ত-
ইত্যাদীনি তটস্থলক্ষণপরাণি উপনিষদাক্যানি । তথা ব্রহ্ম পশুতে সাক্ষাৎ জায়তে এভিরিতি
পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি “সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মে”ত্যাাদীনি তৈশ্চ বহুধা গীতং । কিঞ্চ হেতু-
মত্তিঃ “সদেব সৌম্যোদয়গ্র আসীৎ, কথমসতঃ সজ্জায়ত” ইতি । “কোহেবাভ্যাস কঃ প্রাণাৎ
যদেব আকাশ আনন্দোহন স্তাৎ এষ হেবানন্দয়ত্নী”তাদিযুক্তিমত্তিঃ । অত্যাং অপানচেষ্ঠাং কঃ
কুর্ধ্যাৎ, প্রাণাৎ প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্ধ্যাদিতি শ্রুতিপদয়োর্থঃ । বিনিশ্চিতরূপক্রমোপ-
সংহারৈরেকবাক্যাত্মা অদ্বিত্বার্থপ্রতিপাদকৈরিতার্থঃ । তদেবমতৈর্কিস্তরেণোক্তং হুঃসংগ্রহং
সংক্ষেপতত্ত্বভাষ্য কথয়িষ্যামি তৎ শ্রুত্বার্থঃ । যদ্বা অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাদীনি ব্রহ্মহুত্রাণি
গৃহ্যন্তে তাত্ত্বৈব ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্চীযতে এভিরিতি পদানি তৈর্হেতুমত্তি “রীকতেন্নাশশ্ব, আনন্দ-
ক্ষয়োহভ্যাসাদি”তাদিযুক্তিমত্তির্কিনিশ্চিতার্থঃ শেষঃ সমানং ॥ ৫ ॥

বালদেব ।—ঈদং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবাখ্যায় কৈবর্ত্তরেণোক্তম্ যৎ সমাসেন ব্রূয়ে ইত্যপেক্ষা-
ক্সামাহ ঋষিভিরিতি । ঋষিভিঃ পরাশরাদিভিরেতৎ ক্ষেত্রাদিশব্দরূপং বহুধা গীতম্, “অহং ভৃগু
তথাহি চ তুতৈরুহামপার্বিক । গুণপ্রবাহপতিতো ভূতবর্গোহপি যাডায়ম্ । কর্ণবস্ত্রা গুণা হেতে
সদ্বাত্তাঃ পৃথিবীপতে । অবিভ্রাসকিতং কর্ণ তচ্চাশেষেষু জন্তুঃ । আত্মা শুকোহক্ষরঃ, শান্তো
নির্জন্মঃ প্রকৃতেঃ পর” ইত্যাদিভিঃ । তথা ছন্দোভিক্ৰেদৈর্কিবিধৈঃ সর্কৈর্বহুধা তদগীতম্ । যজুঃ-
শাখায়্য তস্মাদ্বা এতস্মাদাশ্বন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিনা ব্রহ্ম পুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠিত্যন্তোন্নয়নমপ্রাণ-
ময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়াঃ পঞ্চ পুরুষাঃ পঠিতাঃ তেষ্বর্যরাবিত্রয়ং জড়ম্ ক্ষেত্রব্রহ্মণং ততো
ভিন্নবিজ্ঞানময়ো জীবন্তস্ত ভোক্তেতি জীবক্ষেত্রব্রহ্মণম্ । তস্মাচ্চ ভিন্নঃ সর্কীতর আনন্দময়
ইতীশ্বরক্ষেত্রব্রহ্মণমুক্তম্ । এবং বেদান্তরেষু যুগ্যম্ । ব্রহ্মহুত্ররূপৈঃ পট্টৈর্কটাক্যচ তদ্বাখ্যায়
গীতম্ । তেষু ন বিয়দশ্রুতেরিত্যাদিনা ক্ষেত্রব্রহ্মণম্ । নান্ধা শ্রুতেরিত্যাদিনা জীবব্রহ্মণম্ ।
পরাত্ত্ব তচ্ছতেরিত্যাদিনা দৈশ্বরব্রহ্মণম্ ক্ষুটমন্তঃ ॥ ৫ ॥

মধুসূদন ।—কৈবর্ত্তরেণোক্তভাষ্যং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষায়াং শ্রোতৃবুদ্ধিপ্রয়োজন্যে
স্তবরাহঃ ঋষিভিক্ৰিশিষ্টাভিভির্গোশাশ্রেয়সু ধ্যানধারণাদিবিষয়জ্ঞেন বহুধা গীতং নিরূপিতং ।

ধর্মশাস্ত্র প্রতিপাদ্যযুক্তং । বিবিধৈর্নিষ্ঠানৈর্মিত্তিককাম্যকর্মাধিবিবৈয়ঃ ছন্দোভিধ্বগাদিমত্বেত্রাঙ্ক-
শৈশ্চ পৃথগ্বেকতোগীতং । এতেন কর্মকাণ্ডপ্রতিপাদ্যযুক্তং । ব্রহ্মহৃদ্রপদৈশ্চৈব ব্রহ্ম সূত্রাত্তে
স্থ্যতে কিক্ষিধ্যববানেন প্রতিপাদ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি “যতোবা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
বেন জাণানি জীবন্তি যৎপ্রয়ন্ত্যভিগমিষন্তী” ত্যাदीনি তটস্থলক্ষণপরাগুণনিষদ্বাক্যানি, তথা
পদ্যতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রতিপাদ্যতে এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্মে”-
ত্যাदीনি তৈত্রব্রহ্মসূত্রে: পদৈশ্চ হেতুমন্তি: “সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়” মিত্যুপক্রম্য
“তদ্বৈক আহরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়েতেতি” নাস্তিকমতমুপগম্য
“কুতস্ত খলু সৌম্যোবাং” ইত্যাদি হোবাচ কথমসং: সজ্জায়েতে” তাদিযুক্তী: প্রতিপাদ্যন্তি:
বিনিশ্চিতৈ: উপক্রমে, পসংহারৈকবাক্যতয়া সন্দেহশূন্যার্থপ্রতিপাদকৈ: বহুধা গীতং চ এতেন
জ্ঞানকাণ্ডপ্রতিপাদ্যযুক্তং । এবমেতৈরতিবিস্তরেণোক্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্যাখ্যান্যং সংক্ষেপেণ
ভূতান্ কথয়িষ্যামি তচ্ছৃণুতার্থ: । অথবা ব্রহ্মসূত্রাণি তানি পদানি চেতি কর্মধারয়: তত্র বিদ্যা-
সূত্রাণি আত্মতোষোপাসীতেত্যাदीনি অবিদ্যাসূত্রাণি ন স বেদ যথা পত্তুরিত্যাदीনি
তৈর্গীতমিতি ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—বক্ষ্যমাণেহর্থে প্রমাণস্বাহ জ্ঞমিতিরিতি । ঋষিভির্কর্ষিষ্ঠাভৈর্কর্ষধা গীতং
বাগবাশিষ্টাদৌ প্রতিপাদিতং ছন্দোভির্কৈদৈ মত্বেত্রাঙ্কৈ পৃথক্ প্রতিশাখং অনেক প্রকারং গীতং
ব্রহ্মসূত্রপদৈ: ব্রহ্মণ: সূচকানি সমুচ্চিষ্টা বাক্যভাবমাপন্নানি ব্রহ্মসূত্রকৈ ব্রাহ্মণবাক্যৈরিতার্থং,
ব্রহ্মসূত্রাত্যন্ত হেতুমন্তি: “অগ্নেন সোম্য শুদ্ধেনাপোমূল মসিচ্ছ তেজসাং সোম্য শুদ্ধেন মদুল
সম্মূলা: সোম্যোমা: প্রজা” ইত্যাদিনা কার্যলিঙ্গকাত্তত্বমানানি ব্রহ্মাধিগম্যার প্রদর্শনকৌ
তব: তদ্বির্নিশ্চিতৈ: অসক্লদভ্যাসেন সকলশঙ্কাপঙ্কফলনেন নিশ্চিতার্থ: ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়ো:
পং এতৈ: সর্বেষ্বদীতং তৎশৃণু ইতি পূর্বেণ সঙ্গত: ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—কৈর্কিষ্তরেণোক্তভায়ম্ সংক্ষেপ: ইত্যপেক্ষারামাহ । ঋষিভির্কর্ষিষ্ঠাভি-
র্বাগশাস্ত্রেব ছন্দোভির্কৈদৈশ্চ । ব্রহ্মসূত্রানি অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাदीনি তানোব পদানি ব্রহ্ম-
পদ্যতে জায়তে এভিরিতি তানি তথা তৈ: কীদৃশৈর্হেতুমন্তি: ইকতেন ষণ্মবিত্যানকময়োভ্যাসা-
দিত যুক্তিমন্তি: বিনিশ্চিতৈ: বিশেষতো নিশ্চিতার্থৈ: ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য ।—প্রস্তাবিত বিষয়ের পরিজ্ঞান নিমিত্ত জ্ঞোতাকে নিবিষ্ট
চিত্ত করিবার অভিপ্রায়ে, অধিকন্তু আলোচ্য প্রসঙ্গের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য ও
গভীরত্ব প্রতিপাদন করিবার বাসনায় শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বক্ষ্যমাণ
বিষয়ের সর্ববাদী সম্মতত্বের সমর্থন করিতেছেন । ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ
বিষয়ক কথিতরূপ গৃহতত্ব বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ (১৭৭৩ । ১৮১১ পৃষ্ঠার উপর
দৃষ্টব্য) নানা প্রকারে পরিকীর্জন করিয়াছেন । তাঁহারা বোগশাস্ত্রাদিতে
যজ্ঞাকে ধ্যান ও ধারণার বিষয়ীভূত পরম বস্তু বলিয়া বিবিধ বিধান

প্রতিপাদন করিয়াছেন। এতাবতী আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞান ধর্মশাস্ত্র প্রতিপাদিত ইহাই সূচিত হইল। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব বেদেও এই আত্মতত্ত্ব নানা প্রকারে পরিকীর্ণিত হইয়াছে। নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্য প্রভৃতি নানাবিধ হোম যজ্ঞাদি ক্রিয়া কাণ্ড দ্বারা এবং বহুবিধ দেবতারূপে পরমাত্মার উপাসনা ও পূজা পদ্ধতি প্রবর্তিত করিয়া বেদসমূহ বিবিধ বিধানে আত্মজ্ঞানের মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত করিয়াছেন। এতদ্বারা আত্মতত্ত্ব কর্মকাণ্ড সম্মত প্রতিপাদিত হইল। যে শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করা যায়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান উপজাত হয় তাহাই ব্রহ্মসূত্র। সেই তটস্থ লক্ষণ উপনিষদ্ বাক্যরূপ ব্রহ্মসূত্র বলিতেছেন, “যতো বা ইমানি ভূতানি জা- যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি” (তৈত্তিরিয়োপনিষৎ ২.৭ ব্রহ্মী) ইহার ভাবার্থ এই যে, যাহা হইতে এই সকল ভূত সঞ্জাত হয়, যাহা দ্বারা জাত ভূত সকল জীবন ধারণ করে, প্রয়াণের পর যাহার মধ্যে সব প্রবিষ্ট হয়, তিনিই ব্রহ্ম। এবং বিধ বহু অত্যাধার উক্তি দ্বারা উপনিষদ (৩১১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ব্রহ্মসূত্র ব্রহ্মের মাহাত্ম্য পরিব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মের স্বরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাহ্যতে প্রতিপাদিত হইয়া থাকে; ব্রহ্ম লাভই যে বাক্য সমূহের মুখ্য লক্ষ্য সেই ব্রহ্মসাধক পদও বলিতেছেন, “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। ব্রহ্মবাদিগণ এবং বিধ বিবিধ বাক্যে আত্মতত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়াছেন। যাহারা কার্য্যকারণ জ্ঞানসম্পন্ন বিচারনিপুণ, সূক্ষ্মদর্শী, তাঁহারাও নাস্তিকগণের প্রতিকূলমত খণ্ডন করিয়া আত্মতত্ত্ব মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, “সদেব সৌম্যোদয়ত্র আসীৎ।” অর্থাৎ হে সৌম্য! পূর্বে সেই সৎই বিদ্যমান। তাঁহারা বাক্যের উপক্রম ও উপসংহারের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ ও অবিসংবাদিত ভাবে ব্রহ্মজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিয়াছেন। এতদ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞানকাণ্ড প্রতিপাদ্য সমর্থিত হইল। যদি বা ব্রহ্মসূত্র “অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা” (বেদান্তদর্শন ১ম অধ্যায় ১ম সূত্র) ইত্যাদি বেদান্তদর্শন সূত্র লক্ষিত বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, তচ্ছাস্ত্রীয় পদসমূহ ব্রহ্মাবধারণমূলক এবং ব্রহ্মজ্ঞানবিধায়ক।

মহাপুরুষগণ ও শাস্ত্রসমূহ বিবিধ বিধানে আত্মতত্ত্বজ্ঞানের স্তুতি করিয়াছেন, এবং আত্মাববোধের নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস স্বীকার করিয়া বিবিধ

উপায়াবধারণ করিয়াছেন। সেই বহু বিস্তৃত বহু মহাজনের সমন্বিত
তত্ত্বকথা শ্রবণ ও ধারণ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এই জন্য
আমি সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্টরূপে সেই তত্ত্বের বিন্যাস করিতেছি, তুমি
তাহা শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥

—•—

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।

ইন্দ্রিয়ানি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সূখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধ্বতিঃ ।

এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতং ॥ ৬।৭ ॥

অর্থঃ ।— মহাভূতানি (আকাশাদীনি) অহঙ্কারঃ বুদ্ধিঃ (ধীরতিঃ)
দব্যাক্তং (মূল প্রকৃতিঃ) এব চ, দশ ইন্দ্রিয়ানি (শ্রোত্রাদীনি) একং
মনঃ) চ পঞ্চ ইন্দ্রিয়গোচরাঃ (শব্দাদয়ঃ) চ, ইচ্ছা (স্পৃহা)
দ্বেষঃ (ক্রোধঃ) সূখং দুঃখং সংঘাতঃ (ভূতসমষ্টিশরীরং) চেতনা
ধ্বতিঃ (ধৈর্য্যং) এতৎ সবিকারং (বিকারযুক্তং) ক্ষেত্রং সমাসেন
সংক্ষেপেণ) উদাহৃতং (উক্তং) ॥ ৬।৭ ॥

প্রতিশব্দ ।— পঞ্চ-মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, এবং মূল-প্রকৃতি,
শ বাহ্যেন্দ্রিয় ও মন, পঞ্চ শব্দস্পর্শাদি, ইচ্ছা, দ্বেষ, সূখ, দুঃখ,
ভূতসমষ্টি-দেহ, চেতনা, ধৈর্য্য এই বিকারযুক্ত ক্ষেত্র সংক্ষেপে কথিত-
হইল ॥ ৬।৭ ॥

ব্যাখ্যা ।— আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধিরতি,
ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, মন,
ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দস্পর্শাদি পঞ্চ বিষয়, অমুরাগ, দ্বেষ, সূখ, দুঃখ,
শরীর, চেতনা এবং ধৈর্য্য ইহাই বিকারশীল ক্ষেত্র বলিয়া সংক্ষেপে
বর্ণিত হইল ॥ ৬।৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য — স্বতাপ্তিমুখীভূতায়জ্ঞানায় হতগবান্ মহাভূতানীতি । মহাভূতানি
মহাভূতি চ তানি ভূতানি সৰ্ব্ববিকারব্যাপকভূতানি চ সূক্ষ্মানি ন স্থলানি, স্থলানি স্থিতিরগোচর-
শব্দেনাভিধায়িত্বেন অহঙ্কারোমহাভূতকারণমহংপ্রত্যয়লক্ষণেহহঙ্কারকারণং বুদ্ধিরধ্যবসায়লক্ষণা
তৎকারণমব্যাক্তমেব চ ন ব্যাক্তমব্যাক্তমব্যাক্তমীথরশক্তিঃ সমায়া চরতায়ৈত্বাক্তং এবশব্দঃ
প্রকৃত্যবধারণার্থঃ । এতাবতোবাষ্টথা ভিন্না প্রকৃতিঃ, চ শব্দোভেদসমুচ্চয়ঃ । ইন্দ্রিয়ানি দশ
শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ বুদ্ধ্যুৎপাদকস্বয়ং বুদ্ধীজিয়ানি বাক্পাণাদীনি পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ শব্দাদয়ো
বিষয়াভ্যন্যেতানি সন্ধ্যাতশ্চতুর্ধ্বশিতত্বানি আচক্ষতে । অথোদানীং আশ্রয়গুণা ইতি যানচক্ষতে
বৈশেষিকাশ্চেহপি ক্ষেত্রধর্ম্মা এব ন তু ক্ষেত্রজস্যেত্যাহ ভগবান্ ইচ্ছা ঘেষ ইতি । ইচ্ছা যজ্ঞাতীয়ং
স্বংহেতুমর্থমূলকবান্ পূর্বে পুনস্তজ্জাতীয়মূলভ্যমানস্তমাদাতুমিচ্ছতি স্বংহেতুরিতি সেয়মিচ্ছান্তঃ-
করণধর্ম্মোজ্জেষ্যত্বং ক্ষেত্রং, তথা ঘেষোজ্জাতীয়মর্থং হৃৎহেতুত্বেনাভূতবান্ পূর্বে পুনস্তজ্জাতীয়-
মূলভ্যমানস্তং ঘেষ্টী সোহয়ং ঘেষোজ্জেষ্যত্বং ক্ষেত্রমেব, তথা স্বংহেতুত্বং প্রসঙ্গং সমাশ্রয়কং
জ্জেষ্যত্বং ক্ষেত্রমেব, হৃৎং প্রতিকূলস্বকং জ্জেষ্যত্বমপি ক্ষেত্রং, সংঘাতোদেহজিয়ানাং সংহতিস্ত-
জ্জামতিব্যাক্তাস্তঃকরণবৃত্তিঃ তপ্ত ইব লৌহপিণ্ডেহগ্নিরায়চৈতন্ত্যভাসরসবিদ্যা চৈতন্য সা চ ক্ষেত্রং
জ্জেষ্যত্বং, ধৃতির্থ্যাবসাদং প্রাপ্তানি দেহজিয়ানি স্থিরস্তে সা চ জ্জেষ্যত্বং ক্ষেত্রং, সৰ্ব্বাস্তঃকরণ-
ধর্ম্মোপলক্ষণার্থমিচ্ছাদি গ্রহণং যত উক্তং তদুপসংহরতি এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারং সহ
বিকারেণ মহাদানিনোদাহৃতমুক্তং যন্ত ক্ষেত্রভেদজাতস্য সংহতিরিতং শরীরং ক্ষেত্রং ইত্যুক্তং তৎ
ক্ষেত্রং ব্যাখ্যাতং মহাভূতাদিভেদভিন্নং ধৃত্যন্তং ॥ ৬ । ৭ ॥

আনন্দগিষ্ণি । — ক্ষেত্রাদি যাথাত্ম্যশ্রুত্যা প্রলোভিতায় কিস্তদতি জিজ্ঞাসবেষণোদেশং
ক্ষেত্রং নির্দিশতি স্ততেতি । মহেষে হেতুমাংহ সর্কেতি । ভূতশব্দেন স্থলানামপি বিশেষভাবাদগ্রহে
কা হামিরিত্যাশঙ্ক্যাহ স্থলানীতি । অহঙ্কারোহংপ্রত্যয়লক্ষণইতি সধ্বকঃ । ভূতানাং প্রাতিতি-
ক্লেষেনাভিমানমাত্রায়ত্বং স্বত্বাহঙ্কারং বিশিনষ্টি মহাভূতেতি । মহতঃ পরমিত্যানো প্রসিদ্ধং মহচ্ছ-
কার্থমহঙ্কারহেতুমাংহ অহঙ্কারেতি । ঈশ্বরশক্তিরিত্যুক্তে চৈতন্যমপি শঙ্কতে তদর্থমাংহ যমেতি ।
অবধারণরূপমর্থমেব ক্ষুটয়তি এতাবতোবেতি । পঞ্চতন্মাত্রাণাহঙ্কারোমহদব্যাক্তমিত্যষ্টথাভিন্নম্বং
মূলপ্রকৃত্য সহ তন্মাত্রাদিভেদানাং সমুচ্চয়শ্চকারার্থঃ । দশেন্দ্রিয়ানাং বিভজ্য ব্যুৎপাদয়তি
শ্রোত্রেত্যাদিনা । তদেব প্রশংসার ক্ষুটয়তি কিস্তদতি । শব্দাদিবিষয়শব্দেন স্থলানি ভূতানি
গৃহস্তে । উক্তেষু তন্মাত্রাদিষু তন্ত্রাত্তরীয়সম্মতিমাংহ তানীতি । মূলপ্রকৃতিরিক্ততমহদাত্মাঃ
প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত বোধশ্চ বিকারইতি পঠিষ্ঠি অব্যাক্তাহঙ্কারাদীনাত্তগুণ্যভিমানাদিধর্ম্মকস্বং
প্রসিদ্ধমিতি । শব্দাদীনামেব গ্রহণে কর্ম্মেন্দ্রিয়ানাং বিষয়ানুক্লেষকরূপপ্রসঙ্গাৎ ক্লেষক্যানিরূপণশ্চ
চ প্রকৃতত্বাৎ স্বরূপনির্দেশেনৈব তৎক্ষেত্রং যচ্চ বাদৃক্ চেতি ব্যাখ্যাতমিদানীমিচ্ছাদীনামাত্মবিকার-
নিবৃত্তয়ে ক্ষেত্রবিকারনিরূপণেন যদ্বিকারীত্যেতদ্বিরূপয়ন্ত্যগ্নিবৃত্তিপরিষেদে নৌকমবতারয়তি
অথেতি । সর্কজ্যোতিবিরোপাদেক্ষেয়ং বৈশেষিকমতমিতি যথোক্তং ভগবানিতি । উপল-
জাতীয়স্তপলভ্যমানস্তাদানেচ্ছায়াং হেতুমাংহ স্তথেতি । ইতিশব্দোহেত্বর্থঃ স্বংহেতুত্বাভিধি-

ইচ্ছাং স্বৰ্গতন্মহত্ত্ববিষয়তেন ব্যাখ্যায়াম্বৰ্ণনং তত্ত্বাবুদভূতিং সেৱমিতি । তথাপি কথং
 পাষ্টীত্বং তত্রাহ জ্ঞেয়তাদিতি । ইচ্ছাবৎ ধোবোহপি ধৰ্ম্মো বুদ্ধেরিত্যাহ তথেনি । কোহসৌ
 পাপশ্চ বুদ্ধিধৰ্ম্মইং তত্রাহ যজ্ঞাতোরমিতি । তত্ত্বাপীচ্ছাবৎক্ষেত্রাতর্ভাবমাহ সোহয়মিতি ।
 দেববদ্ধিক্রিয়ার্থমপীতাহ তথেনি । তত্রাপি স্বরূপোক্তা ক্ষেত্রাত্তঃপাতিতমাহ অহংকুল-
 । হুঃখত্রাপি স্বরূপোক্তা ক্ষেত্রমধ্যবত্তিত্তমাহ হুঃখমিতি । দেহেন্দ্রিয়ান্নবদৌ বুদ্ধিসত্ত্বং
 ঐষ্টত্বমেব সম্ব্যক্তং বিভজ্যতে বেহেতি । বিজ্ঞানবাদং প্রত্যাহ তত্ত্বামিতি । তপ্তে
 পিণ্ডে বহ্নেরতিব্যক্তিবহুত্বসংহতো বুদ্ধিবৃত্তিরতিব্যক্ত্যতে তত্র চাপি ভিষ্যক্তোদৌহপিত্ত-
 মিববুদ্ধা গ্রাহয়তি তথাত্তচৈতন্যং বুদ্ধিবৃত্তাবতিব্যক্তং তামেবাত্ততত্ত্বাবোধয়ত্যতত্ত্বদাভাভাববিজ্ঞা-
 চেতনেনত্যাচ্যতে সাত্ মুখ্যচেতনং প্রতিজ্ঞেয়ত্বাদতদ্রূপত্বাৎ ক্ষেত্রমেবেত্যর্থঃ । যুতিস্বরূপোক্তা
 তত্ত্বম্ তত্ত্বা দর্শয়তি যুতিরিত্যাদিনা । নন্বজ্ঞেহপি সঙ্কল্পাদয়ো বে মনোধৰ্ম্মাঃ সন্তি তে কিমিত্যত্র
 ত্বেন নোচ্যন্তে তত্রাহ সৰ্ব্বেনিতি । তত্ত্বোপলক্ষণার্থেবে হেতুমাহ যতইতি ইচ্ছাদিগদগ্নিরনস্নে-
 যাদোনামপি দর্শিতত্বম্ সিদ্ধবৎকৃত্য প্রকরণবিভাগার্থং যতোতগবহুত্বম্ ক্ষেত্রমুপসংহরত্যতো
 মিত্ত্বাদি গ্রহণ সৰ্ব্বাত্তবুদ্ধিধৰ্ম্মোপলক্ষণার্থমিত্যর্থঃ । বিরক্তস্ত জ্ঞানাবিকারায় বৈরাগ্যার্থম্
 বাধ্যাত্তমিত্যহুববতি যন্তেতি । ক্ষেত্রভেদজাতস্ত ব্যাষ্টদেহবিভাগস্ত সৰ্ব্বত্বোত্যর্থঃ সংহতিঃ
 ১: শরীরম্ ॥ ৬। ৭ ॥

ব্রাহ্মানুজ ।—মহাত্ততান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেবচেতি ক্ষেত্রানন্তকদ্রব্যানি পৃথিব্যপ-
 জাবাযুকাশমহাত্ততানি অহঙ্কারো ভূতাদিঃ বুদ্ধিমহান্ অব্যক্তং প্রকৃতি ইন্দ্রিয়ান দশৈকক-
 চন্দ্রিয়গোচরা ইতি ক্ষেত্রাশ্রিতানি তবানি শ্রোত্রত্বকৃষ্ণজিহ্বাশ্রাণানি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি
 শ্রাণিপাদশ্রাণানি পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়াণি তানি দশ একমিতি মনঃ । ইন্দ্রিয়গোচরশ্চ পঞ্চ
 শরীরপরসগন্ধাঃ ইচ্ছা বেদ্যঃ হুঃখমিতি ক্ষেত্রকার্য্যানি ক্ষেত্রবিকারা উচ্যন্তে বদ্যপীচ্ছা-
 স্বধঃখাত্তাব্যধৰ্ম্মভূতানি তথাপ্যাশ্বনঃ ক্ষেত্রসম্বন্ধপ্রযুক্তানীতি ক্ষেত্রকার্য্যত্বয়া ক্ষেত্র-
 য়া উচ্যন্তে তেষাং পুরুষধৰ্ম্মস্বং “পুরুষঃ স্বধঃখানাং ভোকৃত্বে হেতুঃচ্যতে” ইতি বক্ষ্যতে ।
 তিশ্চৈতন্যযুতিঃ আধিত্তিরাদারঃ স্বধঃখে ভুজ্ঞানস্ত ভোগাপবর্গো সাধনতপ চৈতন্যভাধার-
 তৎপন্নো ভূতসংঘাতঃ প্রকৃত্যাদিপৃথিব্যন্তদ্রব্যারকমিঞ্জিয়াশ্রয়ভূতম্ ইচ্ছাবেদ্যস্বধঃখবিকার-
 নংঘাতরূপং চৈতন্যস্বধঃখোগভোগাদারস্তপ্ররোজনং ক্ষেত্রমিত্যুক্তং ভবতি । এতৎ ক্ষেত্রং
 সেন সংক্ষেপেণ সবিকারং সকার্য্যমুদাহৃতং ॥ ৬। ৭ ॥

হুশমান ।—অহংকারো মহাত্ততকারণঃ তৎকারণং মহাত্ততকারণং অব্যক্তমীশ্বর-
 ঃ মম মায়াদ্রতায়ৈতুক্তং যত বুদ্ধ্যুৎপাদকত্বাৎ নিবর্তকত্বাৎ, পঞ্চবুদ্ধীজিহ্বাশ্রাণানি মনস্ত পঞ্চেন্দ্রি-
 য়া শরীরপরসগন্ধাত্তাত্ততানি সাংখ্যাত্তত্বজ্ঞিততত্ত্বাত্তচক্ষুঃ । অগেহানীদীশ্ব-
 ইতি বানচক্ষুঃ বৈশেষিকাত্তেহপি ক্ষেত্রধৰ্ম্মাএব নত্ব ক্ষেত্রজন্তেতাহ তগবান্ সংঘাতঃ
 িকারণসংঘাতায়ক শরীরং চৈতন্য শরীরস্ত নিত্যসিদ্ধাত্তচৈতন্তপ্রকাশঃ যুতিকংসাহঃ
 দিতি সৰ্ব্বাত্তঃকরণ ধৰ্ম্মোপলক্ষণার্থং সবিকারঃ সবিকার সন্থতঃ বিকারাপীজিহ্বাশ্রাণি ॥ ৬। ৭ ॥

ক্রীষ্ণ ।—তৎক্ষেত্রব্রহ্মণমাহ মহাত্মানীতি ষাভ্যাং । মহাত্মানি ভূমাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারস্তংকারণভূতঃ, বুদ্ধিজ্ঞানীস্বকং মহত্ত্বং, অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ, ইন্দ্রিয়াণি দশ বাহানি জ্ঞানকর্ণেজ্রিয়াণি, একঞ্চ মনঃ ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এব শব্দাদয় আকাশাদিবেশেষ-
গুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্ত ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ তদেবং চতুর্বিংশতিতত্ত্বাভ্যক্তানি । ইচ্ছোক্তিঃ । ইচ্ছাদয়ঃ
প্রসিদ্ধাঃ, সংঘাতঃ শরীরং, চেতনা জ্ঞানাস্বিক মনোবৃত্তিঃ, ধৃতিঃ ধৈর্য্যং এতে চেক্সাদয়ো দৃশ্য-
স্বাদ্যগন্ধাঃ অপি তু মনোধর্ম্মাঃ অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এবোপলক্ষণকৈতৎ সঙ্কল্পাদীনাম্ ।
তথাচ শ্রুতিঃ,—“কামঃ সঙ্কল্পোবিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিহীর্ষীভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন
এব” ইতি । অনেন যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা নশিতাঃ । এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিঞ্জিয়া-
দ্যবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তমিতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ ॥ ৬ । ৭ ॥

বলদেব ।—তৎ ক্ষেত্রং যচ্চেতান্বক্কেন বক্তুং প্রতিজ্ঞাতং ক্ষেত্রব্রহ্মণমাহ মহাত্মানীতি
ষাভ্যাং । মহাত্মানি পঞ্চ খাদীনি অহঙ্কারস্তৎকেতুতামসো ভূতাদিসংজ্ঞাঃ বুদ্ধিস্তৎকেতুজ্ঞানপ্রধানো
মহান্ অব্যক্তং তদ্বক্তৃ শ্রিগুণাবহং প্রধানং । ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ বাগাদীনি চ পঞ্চৈতি
দশ বাহানি রাজসাহঙ্কারকার্য্যাণি, একং সাত্বিকাহঙ্কারকার্য্যমস্তরিন্দ্রিয়ং মন ইত্যেবমেবাদেশ-
জ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়গোচরাঃ পঞ্চৈতি ভূতাদিখণ্ডস্তরালিকাঃ সূক্ষ্মাঃ শব্দাদিতন্মাত্রা খাদিবেশেষগুণতয়া
ব্যক্তাঃ সন্তঃ সূক্ষ্মাঃ শ্রোত্রাদিপঞ্চকগ্রাহ্য বিষয়া ইত্যর্থঃ । এবং চতুর্বিংশতিতত্ত্বাভ্যকং ক্ষেত্রং
ক্ষেত্রং । ইচ্ছাদয়স্তদ্বারঃ প্রসিদ্ধাঃ সংকল্পাদীনামুপলক্ষণমেতৎ এতে মনোধর্ম্মাঃ । “কামসংকল্পো
বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতিহীর্ষীভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এবৈতি” শ্রুতে । যন্তপান্স্বধর্ম্মা
ইচ্ছাদয়ঃ য আত্মাত্মাদৌ সত্যকামঃ সত্যসংকল্প ইতি শ্রবণং । “পঠেৎ য ইচ্ছেৎ পুরুষ” ইতি
সংকল্পনামন্তোত্রাৎ “পুরুষঃ সূতঃস্থানো ভোক্তৃষ্ণে হেতুর্কল্পতে” ইতি বক্ষ্যমাণাত তথাপি মনোহারা-
ভিব্যক্তে মনোধর্ম্মমতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতঃ সংঘাতো ভূতপরিণামো দেহঃ স চ চেতনা ধৃতিঃ ভোগ্য
মোক্ষ্য চ বর্তমানস্ত চেতনস্ত জীবত্যাধারতয়োঃপন্ন ইত্যর্থঃ । অত্র প্রধানাদিভ্রব্যণি ক্ষেত্রান্তর-
কাণীতি যচ্চেতান্ত শ্রোত্রাদীজ্রিয়াণি শ্রোত্রাশ্রিতানীতি যাদৃগিত্যন্ত ইচ্ছাদীনি ক্ষেত্রকার্য্যাণীতি
যদ্বিকারীতান্ত চেতনা ধৃতিরিতি যতশ্চেতান্ত সংঘাত ইতি যদিত্যন্তোত্তরমুত্তম্ এতৎ ক্ষেত্র-
সবিকারং জন্মাদিষড়্বিকারোপেতমুদাহৃতমুক্তং ॥ ৬ । ৭ ॥

মধুসূদন ।—এবং প্রয়োচিত্যাজ্ঞানায় ক্ষেত্রব্রহ্মণং তাবদাহ ষাভ্যাং । মহাস্তি
ভূতানি ভূমাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারস্তংকারণভূতোহভিমানলক্ষণঃ, বুদ্ধিরহঙ্কারকারণং মহত্ত্বমধ্য-
বসায়লক্ষণং, অব্যক্তং তংকারণং সত্ত্বরজস্তমোগুণাস্বকং প্রধানং সর্ব্বকারণং ন কতাপি কার্য্যং ।
এবমারঃ প্রকৃত্যবধারণার্থঃ । এতাবতোবাষ্টবা প্রকৃতিঃ । চশকোভেদসমুচ্চারণঃ । তদেবং
সাম্যমতেন ব্যাখ্যাতং । ঔপনিষদানং তু অব্যক্তমব্যাকৃতমনির্কচনীয়াং মায়াখ্যা পারমেশ্বরী
শক্তির্মম মায়া দ্রব্যতয়েতুক্তং । বাক্যঃ সর্গাদৌ স দ্বয়মীক্ষণং, অহঙ্কারঃ লক্ষণানস্তরমহং বহ
জ্ঞামিতি সত্ত্বঃ, তত্ত আকাশাদিক্রমেণ পঞ্চভূতোৎপত্তিরিতি ন হব্যক্তমহদহঙ্কারঃ সাম্যানিচ্ছা
ঔপনিষদৈকপন্যতে অশব্দাদিহেতুতিরিতি হিতং । “মায়ান্ত প্রকৃতিং বিভ্রাম্মারিনং তু

চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি গণ্যন্তে এতাব্যংস্মাকং বিশেষঃ তৈঃ স্বতন্ত্রা সত্য্য চ প্রকৃতি কৃত্যন্তে
অস্মাভিমর্শারূপা মিথ্যা দ্বৈতরাধীন। চোচ্যত ইতি, তথাচ শ্রুতিঃ “স্মারান্ত প্রকৃতিং বিভ্রাম্মারিসঙ্ক
মহেশ্বরঃ” ইতি তস্মাৎ সাংখ্যপ্রক্রিয়াচ ভগবতাপ্রতিতেতি ন ভ্রমিতব্যং । যতশ্চ বিকারাং যজ্ঞায়ত
ইত্যুক্তং তদাহ ইচ্ছেতি । ইচ্ছা স্থখে তৎসাধনে বা স্পৃহারূপা চিত্তবৃত্তিঃ ইদং মে মম ভূমাদিত্তি
সকাম ইতি রাগ ইতি চোচ্যতে, শ্বেষ ধ্রুবে তৎসাধনে চ ইদং মে মা ভূদিত্তি স্পৃহারিবোধিনী
চেতের্বৃত্তিঃ স্থখদুঃখে প্রসিক্তে, সত্যাতঃ “আয়েজ্জিয়মনোবৃত্তো ভোক্তেত্যাহ্নীশ্বরীবিণঃ ।” ইতি
শ্রুতে রিজিয়মনশ্চিদান্মনোমেকা লোলীভাবরূপো ভোক্তা, চেতনা যা পুরোক্তা বুদ্ধিঃ সৈব শুক্ল
স্বমমরূপা দ্বিমাদর্শব্রহ্মপ্রতিবিম্বগ্রাহিণী তপ্রায়ঃপিণ্ডো বজ্রিষমিব স্বয়মচেতনোহপি চেতনক
প্রাপ্তঃ যথা ব্যাপ্তঃ স্থাপিণ্ডোহপি চেতনএব প্রতীয়তে, সেরঃ চেতনা মনঃসংজিতা সৈব ইচ্ছাদি
রূপা, পরিণমতে, তথাচ শ্রুতিঃ “সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্দীর্ঘীর্জীরিত্যেতৎ
সর্বং মন এবতি” কামাদীনাং মনোরূপিত্বমাহ, এতৎক্ষেত্রমব্যাক্তাখ্যং সবিকারং বিকারেণ মহা
দিনা তদ্বিকারেণ চেক্ষাদিনা সহিতং উদাহৃতং, নক্ষিচ্ছাদয়োহংপ্রত্যয়বিষয়স্যান্মনোধর্মী ইতি
কাণাদা বপতি সত্যমেব বদন্তি তে পরন্তু সৌহ্ম্যাকং মুখ্য আত্মিব ন তবতি, তস্য শুদ্ধায়াং
চিতি অভেদেনাধ্যাতব্যাদিত্তি প্রাগেবোক্তং, অতঃ ক্ষেত্রান্তর্গতম্যাহমর্থস্য দৃশ্যস্য তাদৃশা এব দৃশ্য
ইচ্ছাদয়ো ধর্মীঃ সন্ত মনঃ কিকিচ্ছিন্নং আত্মনোহসঙ্গতমহঙ্কারস্যান্তত্বক অল্পতবসিদ্ধে শ্রুতী
অপাহুবাক্যতঃ, অসঙ্কোহ্যং পুরুষ ইতি অনুতেন প্রত্যাচ ইতি ॥ ৬ । ৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—তত্র ক্ষেত্র স্বরূপমাহ মহাভূতানীতি । মহাভূতানি আকাশাদীনি ।
অহঙ্কারতৎকারণম্ বুদ্ধিবিজ্ঞানাত্মকম্ মহত্ত্বমহঙ্কারকারণম্, অব্যাক্তম্ প্রকৃতিমহত্ত্বকারণম্,
ইন্দ্রিয়নি শ্রোত্রাদীনি দশ, এককমনঃ, ইন্দ্রিয়গোচরাঃ পঞ্চশব্দাদয়োবিবরাঃ । তদেবম্
চতুর্বিংশতিতত্ত্বাক্ষরমিত্তি । ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিক্তাঃ সংঘাতঃ পঞ্চমহাভূতপরিণামোদেহঃ । চেতন
জ্ঞানাত্মিকান্মনোবৃত্তিঃ । ধৃতি ধৈর্যম্ ইচ্ছাদয়শ্চৈতে মনোধর্মী এব নবাত্মাধর্মীঃ । অতঃ ক্ষেত্রান্তঃ-
পাতিন এক, উপলক্ষণম্ চ এতৎ সংকল্পাদীনাম্ তথাচ শ্রুতিঃ “কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা
শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্দীর্ঘীর্জীরিত্যেতৎ সর্বং মন এব” ইতি অনেন যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতঃ
ক্ষেত্রধর্মী দর্শিতাঃ । এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারম্ জন্মাদি ষড়বিকারসহিতম্ ॥ ৬ । ৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ সম্বন্ধে শ্রীভগবান্ পূর্বে যে সকল বর্ণনা
করিয়াছেন, তৎস্রবণে অর্জুনের চিত্ত প্ররোচিত ও তদভিমুখী হইয়াছিল ।
অধুনা শ্রীভগবান্ সমালোচা শ্লোকদ্বয়ে ক্ষেত্রের বিস্তারিত বিবরণ প্রকটিত
করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম (৭ অধ্যায়
৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এই পঞ্চ মহাভূতের সহিত আর যে যে তত্ত্বের সম্মিলন
হইলে ক্ষেত্র সংগঠিত হয়, তাহা ক্রমশঃ কথিত হইতেছে । অহঙ্কার অর্থাৎ
আহংকার কারণ স্বরূপ অভিমান ; মহত্ত্ব স্বরূপ জ্ঞানাত্মক বুদ্ধি ; তাহারও

কারণ স্বরূপ লব্ধকোভমোক্তগামক প্রধান মূলকারণ অব্যক্ত। এই স্থলে
 ঘূলে “এব” পদ প্রযুক্ত হইয়াছে; সমর্থন সহকারে প্রকৃতিকে নির্দেশ
 করাই ইহার উদ্দেশ্য। পঞ্চ মহাত্ম, তৎসহ অহঙ্কার, বুদ্ধি ও জব্যক্ত,
 ইহাই অষ্টধা প্রকৃতি নামে পূর্বে কথিত হইয়াছে। সাংখ্য মতে প্রকৃতির
 (১৩১১ পৃষ্ঠার টীপনী দ্রষ্টব্য) উল্লিখিতরূপ ধর্ম পরিব্যক্ত হইয়াছে।
 জ্ঞানগর্ভ উপনিষদ (৩১১ পৃষ্ঠার টীপনী দ্রষ্টব্য) শাস্ত্রসমূহ এ সম্বন্ধে বাহ্য
 পরিব্রাজ্য করিয়াছেন তাহাও কথিত হইতেছে। উপনিষদের মতে অব্যক্ত
 অব্যাকৃত ঘনিষ্ঠতমীয় মায়াখ্য পারমেস্বরী শক্তি। পূর্বে ৭ম অধ্যায় ১৪
 শ্লোকে ভগবান্ বলিয়াছেন, “দৈবী হ্রেয়া গুণময়ী মম মায়া দুরতারা।”
 বুদ্ধি শব্দে সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বরূপ ভগবন্তের পর্য্যবেক্ষণ; সেই দর্শনরূপ
 অনুভূতির প “আমি বহু হইব” ইত্যাকার বে বস্তু তাহারই নাম
 অহঙ্কার; তদন্তর সেই বাসনা হইতে আকাশাদি পঞ্চ ভূতের উৎপত্তি
 হইয়া থাকে। “মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাশ্ময়িনস্ত মহেশ্বরং।” “তে ধ্যান-
 যোগানুগতা অপশ্রাদ্ধেবাস্তশক্তিঃ স্বভগৈনিগূঢ়াঃ” (খেদাখতরোপনিষৎ
 ৪ অধ্যায়) অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর
 বলিয়া জানিব। অপিচ, তাঁহারা ধ্যানযোগনিষ্ঠ হইয়া গুণের
 সমূলতা দেবায়ক্তি অর্থাৎ, প্রকৃতিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।
 ইত্যাদি ক্রতিয়াঃ, প্রতিপাদিত অব্যক্ত; “তদৈকত” অর্থাৎ বেধিয়া-
 ছিলেন, এই ক্রী প্রতিপাদিত দৈক্যরূপ সামর্থ্যের নাম বুদ্ধি; তদন্তর
 “বহুস্তাং প্রজায়ের” অর্থাৎ বহু প্রজা সৃষ্টি হউক, ইত্যাদি ক্রতি সত্ত
 বহু প্রজার উৎপাদনার্থ যে সত্ত্ব তাহার নাম অহঙ্কার। “তস্মাৎ
 এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সত্ত্বতঃ, আকাশাদায়ুঃ বারোরহিঃ অগ্নেরাপঃ
 অস্ত্যঃ পৃথিবী চোৎপদ্যতে।” (তৈত্তিরিয়োপনিষৎ ২য় বন্ধী) অর্থাৎ সেই
 ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল,
 জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ, ক্রতিসিদ্ধ পঞ্চ মহাত্ম।
 পূর্বোল্লিখিত অষ্টধা প্রকৃতির সহিত দশৈশ্বরের যোগ করিতে হইবে।
 তদন্তর্যে শ্রোত্র, স্বক, চক্ষু, রসনা, জ্ঞান, এই পঞ্চ জ্ঞানেজিয়; এবং বাক্,
 পাদি, পান, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেজিয়; তৎসহ সত্ত্ব বিকল্যাক্ত মন
 এই উনবিংশতি তত্ত্বের সহিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চ তদন্তর্য্য

লোকায়ত (২৪৬ পৃষ্ঠার টীপনী দ্রষ্টব্য) নামধারী নাস্তিকগণ বলেন যে, এই শরীরেঙ্গিয় সংঘাতই চৈতন্য ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ চৈতন্যরূপ ক্ষেত্রজ্ঞ এই দেহ হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ নহে । অথবা যদি সৌগত (২৪৬ পৃষ্ঠার টীপনী দ্রষ্টব্য) বা ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলেন যে, চৈতন্য বা ক্ষণিকরূপ জ্ঞানই আত্মা, ক্ষণে ক্ষণে যে চৈতন্য বা আমিহের জ্ঞান জন্মিতেছে, তাহাই আত্মা । অপিচ নৈয়ায়িকেরা বলিতে পারেন যে, ইচ্ছা, ঘেঘ, প্রযত্ন, সুখ, জ্ঞান ইহাই আত্মার ধর্মস্বরূপ । এই বিরোধী মত সমূহ বিদ্যমান থাকিতেও কেন এই ইঙ্গিয়সংঘাত শরীরকে ক্ষেত্র নামে অভিহিত করা হইল? তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, এই ক্ষেত্র সবিকার । নিরুদ্ধকার (৩২৬ পৃষ্ঠার টীপনী দ্রষ্টব্য) বলিয়াছেন যে, জন্ম হইতে নাশ পর্য্যন্ত পরিণামকেই বিকার বলে । মহাভূত হইতে স্রুতি পর্য্যন্ত উল্লিখিত চতুর্বিংশ তত্ত্বাত্মক এই ক্ষেত্র সবিকার । যে হেতু এই ক্ষেত্র স্বীয় উৎপত্তি ও বিনাশ স্বয়ং দেখিতে সক্ষম নহে, অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে যে ছিল না, এবং বিনাশের পরেও যে থাকিবে না, সে আপনার উৎপত্তি ও বিনাশের সাক্ষী হইতে পারে না । অতএব দেহকে স্বকীয় বিকার-সাক্ষীরূপে গ্রহণ করা যায় না । অপিত ইচ্ছা ঘেঘাদি যে সকল মনোরত্তর উদ্বেগ করা হইয়াছে, তত্তাবত্তেরও স্ব স্ব উৎপত্তি ও নাশ দর্শনের সামর্থ্য নাই, তাহাদ্বিগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নাই । অতএব তত্তাবত্তকেও বিকার সাক্ষীরূপে গ্রহণ করা যায় না । সুতরাং একমাত্র নিবিকারকেই সর্ববিকার সাক্ষীরূপে পরিগণিত করিতে হইবে । শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, “যিনি অবিক্রিয় অর্থাৎ বিকার রহিত, তিনিই সর্ব বিকারের সাক্ষীরূপ । অতএব বিকারি স্বর্গই ক্ষেত্রের লক্ষণ । এ সম্বন্ধে পূর্বোক্ত প্রতিপক্ষ-গণের মত গ্রহণীয় হইতে পারে না ।

পূর্বে (১৪শ্লোকে) ভগবান্ ক্ষেত্র সম্বন্ধে ‘বজ্জ’, ‘বাদৃচ্চ’, ‘বদিকারী’, ‘ব্জচ্চ’, ‘বৎ’ এই কয় ভাব প্রদর্শন করিবার সঙ্গ করিয়াছিলেন । পুণ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব গোস্বামী প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, ভগবানের সেই অভিপ্রায় এই স্থলে সকল হইল । প্রধান মহাভূতাদি দ্রব্য সমূহ “বজ্জ” এই শব্দের লক্ষ্য । শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ও তদাত্মিত স্পর্শাদি বস্তু সমূহ “বাদৃচ্চ” এর লক্ষ্যস্থল । ক্ষেত্রের কার্যস্বরূপ ইচ্ছাদি “বদিকারি” এর

লক্ষ্যভূত। চেতনা দ্বিতি “যতশ্চ” ইহার লক্ষ্য। সংঘাত “যৎ” এ প্রতিজ্ঞার উত্তর।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য “চেতনাদ্বিতি” এই সন্ধিসহকৃত বাক্যাংগে চেতনা ও আদ্বিতি এইরূপ সন্ধি বিশ্লেষ করিয়া আদ্বিতি শব্দের আধার অবধারণ করিয়াছেন।

সাংখ্যমতের সহিত বেদান্তের যে বিরোধ আছে, তাহা এই শ্লোকে পূজ্যপাদ মধুসূদন ও নীলকণ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন। সাংখ্যগণ স্বতন্ত্র সত্যস্বরূপ প্রকৃতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু বেদান্তবাদিগণ তাঁহাকে ঈশ্বরাদীনা মায়া ও মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করেন। এই সূক্ষ্ম প্রভেদ শাস্ত্রজ্ঞানাভিলাষিগণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখা আবশ্যক ॥ ৬।৭ ॥

—(০)—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ৰান্তিরাজবম্ ।

আচার্য্যোপাসনং শৌচং শ্বেদ্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।

জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিষট্ঠং খদোষানুদর্শনম্ ॥ ৯ ॥

অসন্তিরনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।

নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিচ্ছানিচ্ছোপপত্তিষু ॥ ১০ ॥

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতিজ্ঞানসংসদী ॥ ১১ ॥

অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।

এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ ১২ ॥

অন্থয় ।—অমানিত্বং (স্লামারাহিত্যং) অদম্ভিত্বং (দত্তশূন্যত্বং)
অহিংসা (পরাপীড়নং) ক্রান্তিঃ (ক্ষয়া) আর্জবং (অকৌটিল্যং)
আচার্য্যোপাসনং (সঙ্গুরুসেবনং) শৌচং (বাহ্যাত্মন্তরমলসাহিত্যং)
শ্বেদ্যং (স্থিষ্ণতা) আত্মবিনিগ্রহঃ (শরীরসংযমঃ), ইন্দ্রিয়ার্থেষু

শব্দস্পর্শাদিবিষয়ভোগে) বৈরাগ্যং (বিরক্তিঃ) অহঙ্কারঃ
অহঙ্কাররাহিত্যং) এবং চ, জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিহিংস্রদোষাদুদর্শনং
জননমরণবার্জ্যকারণহুংখানাং দোষানুশীলনং) পুত্রদারগৃহাদিষু
(প্রীপুত্রভবনাদিষু) অসক্তিঃ (প্রীতিত্যাগঃ) অমতিবলঃ (মমোত্যা-
ঘ্যানরহিতঃ) ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু শুভাশুভপ্রাপ্তেযু) নিত্যং (সততং)
সমচিত্তত্বং (চিত্তবিকারশূন্যত্বং) চ অনন্যযোগেন (ঐকান্তিকনিষ্ঠয়া)
চময়ি (পরমেশ্বরে) অব্যভিচারিণী (অশ্লথিতা) ভক্তিঃ (বিবিক্ত-
দেশসেবিত্বং (বিজনদেশবাসিত্বং) জনসংসদি (প্রাকৃতজনসভায়াং)
অরতিঃ (অমুরাগশূন্যতা) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মবিষয়ক-
জ্ঞাননিষ্ঠতা) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং (তত্ত্বজ্ঞানার্থানুশীলনং), এতৎ
(সর্বং) জ্ঞানং ইতি প্রোক্তং (কথিতং) অতো (অত্যাং) অন্তথা
(বিপরীতং) ৪৭ [৩৭] অজ্ঞানং ৮।১১।১১।১২ ॥

প্রতিশব্দ ।—স্নানাদিরাহিত্য, দত্তহীনতা, অহিংসা, কমা, অকুটিলতা,
গুরুসেবা, শুচিত্ব, স্থিরতা দেহেন্দ্রিয়-সংযম, শব্দাদিবিষয়ভোগে
বৈরাগ্য, অহঙ্কার-শূন্যত্ব, জন্মমৃত্যু-বার্জ্যক-এবং-হিংস্র-দোষানুশীলন,
পুত্র-দার-প্রভৃতিতে আসক্তি-ত্যাগ, [৩] মমতাশূন্যতা, শুভাশুভ-
প্রাপ্তিতে সতত সমবোধ, ঐকান্তিক-নিষ্ঠা-দ্বারা আমাতে অব্যভিচারিণী
ভক্তি, বিজনস্থানে-বাস, সাধারণ-জনসভাতে অমুরাগরাহিত্য, আত্ম-
বিষয়ক-জ্ঞানে-নিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানার্থের-আলোচনা এই সকল জ্ঞান এইরূপ
কথিত হইরাছে; ইহার বিপরীত বাহ্য [তাহাই] অজ্ঞান ॥ ৮।১১।
১১।১২ ॥

ব্যাখ্যা ।—স্নানাদিশূন্যতা, দত্তপরিহার, অহিংসা, কমা, সরলতা,
সদগুরুসেবা, বাহ্য এবং অভ্যন্তরের শৌচ, স্থিরচিত্ততা, দেহ এবং
ইন্দ্রিয় সমূহের সংযম, শব্দস্পর্শাদি বিষয়ভোগে বিরক্তি, অহঙ্কার
ত্যাগ, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি প্রভৃতি হিংস্র দোষদর্শন, পুত্রকলত্র
ভবনাদির দ্বারা পরিবর্তন এবং তাহাতে অহংজ্ঞানের পরিত্যাগ,
শুভাশুভ উভয়েই সতত সমবুদ্ধি, অদ্বিতীয় নিষ্ঠা দ্বারা আমাতে ঐকা-

স্ত্রিকো ভক্তি, নির্জ্ঞানস্থানে বাস, সাধারণ জনসমাজে যাতায়াত না করা, পরমাত্ম বিষয়ক জ্ঞানে একনিষ্ঠা, তত্ত্বজ্ঞানের অর্থ অর্থ্যং চুক্তির আলোচনা এই সকলই জ্ঞানের লক্ষণ ; এবং ইহার বিপরীত লক্ষণই অজ্ঞান ॥ ৮।৯।১০।১১।১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য . — ক্ষেত্রজ্ঞাবক্ষ্যমাণবিশেষণেষু সপ্রভাবস্ত ক্ষেত্রজ্ঞস্ত পরিজ্ঞানাদমৃতত্বং ভবতি তৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামীত্যাदिना विशेषणं स्वमेव वक्ष्यति भगवानधुना । तू तज्ज्ञान-
साधनगुणमभिमानीदलक्षणं, यस्मिन् सति तत् ज्ञेयविज्ञानयोग्योहृदिकृतोऽभवति, यत्परः सम्यासी
ज्ञाननिष्ठ उच्यते । तन्ममानिद्वालक्षणं ज्ञानसाधनत्वात् ज्ञानशब्दवाच्यां विदधाति भगवान् अमोक्ष
त्वमिति । अमानिद्वं मानिनोऽभावोमानित्वमाश्रयः प्राशनस्तदभावोहमानित्वमद्विद्वत्त्वं स्वधर्मप्रकटी-
करणं दक्षिणं तदभावोहद्विद्वत्त्वमहिंसा अहिंसनं प्राणिनामपीडनं, क्वाप्तिः परापराधप्राप्त्याव-
रिक्कमार्ज्जवृज्जुतावोहवक्रत्वमार्चाद्योपासनं मोक्षसाधनोपदेशैः, रार्चास्तु शुश्रावादिप्रयोगैर्म
सेवनं, शौचः कर्मलानां मृज्जलाभ्यां प्रक्षालनमस्तु मसनः प्रतिपक्कतावनरा रागादिमला-
नामपनयनं शौचं, वैश्यां स्त्रिभाषायां मोक्षमार्गं एव, कृतवावसायित्वमाश्रयिनिग्रह आश्रय उपकार-
कश्चाश्रयशब्दवाच्यां कार्याकारणसंघातस्तु विमिश्रः स्वभावेन सर्वः ० प्रवृत्तस्तु समार्ग एव निरोध
आश्रयिनिग्रहः । किं इति प्रयेति । इति श्रित्यर्थे च शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु भोगेषु विरागतावो
वैराग्यमहकारोहकाराभाव एव च, जगत्प्राज्ञावादिद्वुःखदोषाद्वददर्शनं जगत् च मृत्युश्च जरा च
व्याधश्च दुःखानि च तेषु जगत्प्राज्ञाद्वुःखदोषेषु प्रत्येकं दोषाद्वददर्शनं आलोचनम् जगत्प्राज्ञाद्वुःखदोषेषु
योनिराश्रय निःसरणं दोषस्तथाद्वददर्शनं आलोचनं तथा मृत्योर् दोषाद्वददर्शनं तथा जरायां
प्रज्ञापकितेजोनिरोधदोषाद्वददर्शनं आलोचनं परितृप्तता चेति तथा व्याधिषु शिरোরोगादिषु
दोषाद्वददर्शनं तथा दुःखेष्वध्यात्मपितृतादिदैवनिमित्तेष्वथ वा दुःखाद्येषु दोषाद्वददर्शनं तथा
जगत्प्राज्ञाद्वुःखदोषेषु पूर्ववद्वददर्शनं दुःखं जगत्प्राज्ञाद्वुःखं मृत्युद्वुःखं व्याधिद्वुःखं दुःखनिमित्तजगत्प्राज्ञाद्वुःखं
दुःखानि पुनः श्रुत्वापेनैव दुःखमित्येतत् जगत्प्राज्ञाद्वुःखदोषाद्वददर्शनं देहेन्द्रियविषयोपभोगेषु
वैराग्यानुपपन्नते ततः प्रत्याश्रयनि प्रवृत्तिः करणानामाश्रयदर्शनं एवं ज्ञानहेतुत्वात् ज्ञान-
मुच्यते जगत्प्राज्ञाद्वुःखदोषाद्वददर्शनं । किं असक्तिरिति । असक्तिः सक्तिः सङ्गोनिषिद्धेषु विषयेषु
क्षैतिमात्रं तदभावोहसक्तिरनभिज्ञोहभिज्ञतावोहभिज्ञानां सक्तिविशेष एवास्तथाश्र-
यानां लक्षणेषु अज्ञानं अज्ञानि दुःखानि चाहमेव अथी दुःखी च जीवति मृते चाहमेव जीवामि
मरिष्यामि चेति केत्याह प्रवृत्तारगृहादिषु प्रवृत्तेषु दार्येषु गृहेषु आदिग्रहादित्येषु पत्यान्तेष्टेषु
दासवर्गादिषु तज्ज्ञेयं ज्ञानार्थत्वात् ज्ञानमुच्यते, नित्यं समचित्तत्वं तुलाचित्तता, क इष्टानिष्टोप-
पत्तिषु इष्टानामनिष्टानां चोपपत्तयः संप्राप्यन्तास्तिष्ठानिष्टोपपत्तिषु नित्यं समचित्तत्वं ज्ञानं ।
किं मयि चेति । मयि चैवरेहनन्यायोगेनापृथक्समाधिना नास्त्योभगवतोवाङ्महर्षां परोहस्त्यतः
स एव मोक्षतिरत्येवं निश्चितव्यभिचारिणी बुद्धिरनन्तयोगेन भजनं तत्किं व्यभिचारशीला

अप्यभिचारिणी सा च ज्ञानं, विविक्तदेशसेविष्यम् विविक्तः स्वभावतः सांस्कारेण बाध्यादितिः
सर्पव्याघ्रादितिष्ठ रक्षितः अरण्यनदीपुलिनदेवगृहादिविविक्तोद्देशस्तम् सेवितुम् शीलमतेति विविक्त-
देशसेवी तद्भावो विविक्तदेशसेविष्यः विविक्तेश्च हि देशेषु चित् प्रसीदति यत्तत्र आश्वासितावना
विविक्ते उपजायते ततो विविक्तदेशसेविष्ये ज्ञानमुच्यते अतिरम्यं क जनसंसर्गं तज्जनानां
प्राकृतानाम् संस्कारशृङ्खलानामविनीतानाम् क्लृप्तांशुचित्तित्तानाम् संसर्गं समवायोजनसंसर्ग
संस्कारवतान् विनीतानाम् संसृज्ज्ञानोपकारकत्वात् अतः प्राकृतजनसंसृज्ज्ञानार्थत्वात्
ज्ञानम् । किञ्च अद्यावत् । अद्यावज्ज्ञाननिताश्चादिविषयः ज्ञानमध्यायज्ञानं तस्मिन्
निताभावो निताश्चमानिच्छादीनां ज्ञानसाधनानां भावानाम् परिपाकनिमित्तम् तज्ज्ञानम्
प्रार्थोमोक्तः संसारोपरमत्तत्वालौचनम् तज्ज्ञानार्थदर्शनम् तज्ज्ञानकलालौचने हि
ज्ञानसाधनमूर्ताने प्रवृत्तिः तदिति एतदमानिच्छादितज्ज्ञानार्थदर्शनम् तज्ज्ञानम् ज्ञानमिति प्रोक्तं
ज्ञानार्थत्वात् अज्ञानपदे तत्राह यथोक्तं दत्तं विपर्ययेण मानितं रक्षितं हिंसा क्षान्तिरनार्थ-
वमित्याज्ज्ञानं विज्ञेयं परिहरणं संसारप्रवृत्तिकारणव्यादिति ॥ ८ । २ । १० । ११ । १२ ॥

ज्ञानमग्निरिति । ननु उक्ते केचन केचनैव केचनैव केचनैव केचनैव केचनैव केचनैव केचनैव
केचनैव इति । अनादिमिदित्यादिना वक्ष्यामि विशेषणं केचनैव केचनैव केचनैव केचनैव केचनैव
सहितं ज्ञेयं यत्तदित्यादिना वक्ष्यामीति सङ्कः । किमिति केचनैव केचनैव केचनैव केचनैव
केचनैव यत्तदित्यादः प्रोक्तं ग्रन्थं तां पर्यामाह अधुनेति । अमानिच्छादिलक्षणं विदधातीत्यादयश्च
सङ्कः । ज्ञानसाधनसमुदायबोधनम् कुत्रोपयुज्याते तत्राह यस्मिन्मिति । योग्यमधिकृतमेव
विरुणाति यत्परमिति । एतत् ज्ञानमिति वचनात् कथमिदं ज्ञानसाधनमित्याह तस्मिन्मिति ।
तस्मिन्मिति वक्तृद्वारा धातुं सूचयति भगवानिति । अमानिच्छादिनिष्ठतांस्त्विति ज्ञानमिति नियमार्थ-
माह अमानिच्छमिति । मान्तिरोहितेनाविलेपः सत्त्वगुण्यं कर्षारोपहेतुः सोऽस्तेति मानो न
मात्रमानी तत्र भावोऽमानिच्छमिति व्याकरोति अमानिच्छमित्यादिना । प्रतिषेधोऽपि यथेनादित्यम्
विरुणाति अद्विष्टमिति । * बाङ्मनोदेहैरपीडनं प्राणिनामहिंसनं । तदेवाहिंसेत्याह
अहिंसेति । परापरान्तरं चित्तविकारकारणं प्राणवेवाविकृतचित्तयेनापकारसहिष्णुः कान्ति-
रित्याह कान्तिरिति । अवक्रमकोटिगां यथा ज्ञेयव्यावहारः सदैवकल्पप्रवृत्तिनिमित्तं चेत्यर्थः ।
उपनीयतु यः शिवमित्यादिनोक्तमाचार्यः व्याज्ज्ञानं मोक्षेति । शुद्धादि इत्यादिपदं समक-
रानिविषयः । बाह्यमात्रान्तरक द्विप्रकारम् शोचः क्रमेण विभज्यते शोचमिदित्यादिना । मनसो
रागद्वेषलानामिति सङ्कः । तदपनयोपायमुपदिशति अतिपक्षेति । रागादिप्रतिरूपसा भावना
विषयेषु दोषदृष्टी प्रवृत्तयस्तैः यावत् स्मरणमेव विपर्ययति मोक्षेति । आश्विनोनितादि-
ज्ञानाधेयतिशयं कुतोऽपि निग्रहस्तत्राह आद्यनिति । न केवलममानिच्छादीन् ज्ञानात्तत्परसाध-
नानि किन्तु वैराग्यादीन् तत्प्राधानि सतीत्याह किञ्चेति । दृष्टादुद्देशेनकार्थेषु रागे तत्प्रति-
बन्धं ज्ञानं नोत्पद्यते इति मन्त्रं व्याकरोति इतिरेति । आविर्भूतोगर्षोहकारणतत्वावधि
ज्ञानहेतुरित्याह अनहकारिति । इन्द्रियार्थेषु वैराग्यामुक्तमुपपादयति ज्ञेयमिति । एतेत्येकं

দোষাহুদর্শনমিত্যুক্তং তত্র জ্ঞাননি দোষাহুদর্শনং বিশদয়তি জ্ঞাননীতি । যথা জ্ঞাননি দোষাহু-
সন্ধানস্তথা কৃত্যৌ দোষস্ত সর্বমস্মিনকৃত্তনাংদেবালোচনং কার্যমিত্যাহ তথেন্তি । জ্ঞাননি কৃত্যৌ
চ দোষাহুসন্ধানবজ্জয়াদিষপি দোষাহুসন্ধানং কণ্টকমিত্যাহ তথেন্তি । ব্যাধিষু দোষস্তাসহতারূপ-
স্তাহুসন্ধানং দুঃখেষু ত্রিবিধেষপি দোষাহুসন্ধানম্ প্রসিদ্ধং ব্যাখ্যানান্তরমাহ অথেন্তি । যথা
জ্ঞানাদিষু দুঃখান্তেষু দোষদর্শনমুক্তং তথা তেষেব দুঃখাখ্যাদোষস্ত দর্শনং শব্দুটয়তি দুঃখমিত্যাদিনা ।
কণম্ জ্ঞানাদীনাম্ বাহ্যাস্ত্রিয়গ্রাহমাণাং দুঃখম্ তত্রাহ দুঃখেন্তি । জ্ঞানাদিষু দোষাহুদর্শনকৃতং
কলমাহ এবমিতি । বৈরাগ্যে সত্যানুদৃষ্টার্থং করণানাং তদাভিসুপ্তেন প্রবৃত্তিরিতি বৈরাগ্যকলমাহ
ততইতি । জ্ঞানাদিহুঃখদোষাহুদর্শনং জ্ঞানহেতুযু কিমিত্যুপসম্মাতমিত্যাপশ্য বৈরাগ্যচার্য্যাদীহু-
তাদিত্যাহ এবমিতি । জ্ঞানস্তান্তরঙ্গমেব হেতুস্তরমাহ কিকেন্তি । নব্বসক্তিরেবাবিভক্তিভাবস্তথা চ
পুনরুক্তিরিত্যাপশ্যাবিভক্তিকোক্তিচার্য্য নিরস্ততি অভিধ্বজেনামেতি । অন্ত্রিয়মেব পূত্রাদিবত্তদ্বাদি
তদগতে স্তথাবান্ধনি তত্তাবনাখ্যং শক্তিবিশেষমেবাদাহরতি যথেন্তি । উক্তবিশেষণয়োরাভ্যাক্ষা-
চার্য্য বিষয়মাহ কৈত্যাদিনা । উক্তবিশেষণয়োঃ স্ত্রীশব্দজ্যোপপত্তিমাহ তন্নেতি । সদা হর্ষবিষাদ-
শূভমনস্বমপি জ্ঞানহেতুরিত্যাহ নিত্যকেন্তি । তদেব বিভজতে ইষ্টৈতি । তস্ত জ্ঞানহেতুহর্ষ-
গময়তি তচ্চৈতদ্বিতি । সাধনাস্তরমাহ কিকেন্তি । জ্ঞানভোগমেব সংকিপ্তং ব্যনক্তি নেত্যাাদিনা ।
উক্তবীচার্য্য জ্ঞাতায়া ভক্তেভগবতি হৈর্ধ্যম্ দর্শয়তি নেতি । তত্রাপি জ্ঞানশব্দজ্ঞেতৃত্বাদিত্যাহ
সচেতি । দেশস্ত বিবিক্তং ত্রিবিধমুদাহরতি বিবিক্তইতি । তদেব স্পষ্টয়তি অরণোতি । উক্ত-
দেশসেকিৎসম্ কণম্ জ্ঞানে হেতুস্তত্রাহ বিবিক্তেন্তি । আত্মাদীত্যাধিগ্ধেন পরমায়া বাক্যার্থ-
শ্চোচ্যতে । নব্বসক্তিবিশেষেনাবিশেষতোজনসংসম্বাদ্রং কিমিতি ন গৃহ্যতে তত্রাহ তস্তইতি ॥
সন্তঃ সন্তস্ত ভেদজমিত্যুপলজ্জাদিতার্থঃ । সাধনাস্তরমাহ কিকেন্তি । আত্মাদীত্যাধিগ্ধেন পরমায়া বাক্যার্থ-
স্তবিশেষম্ জ্ঞানম্ বিবেকস্তমিত্যম্ তত্রৈব নিষ্ঠাবৎ বিবেকনিষ্ঠোহি বাক্যার্থজ্ঞানসমর্থোভবতি
তেষাং ভাবনাপরিপাকোনাম যত্নেন সাধিতানাং প্রকর্ষণার্থস্তত্ত্বং তন্নিমিত্তং তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধস্যাকাং-
কারস্তংফলালোচনং কিমর্থমিত্যাপশ্যাহ তথেন্তি । প্রবৃত্তিঃ স্তাদিত্যন্তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনমর্থবদিত্তি
শেষঃ । জ্ঞানস্যান্তরঙ্গহেতুযুক্তমুপসংহরতি এতদিতি । কিমিতি তস্য বিজ্ঞেয়ত্বমিত্যাপশ্যাহ
পরিহরণায়ৈতি । তত্র হেতুঃ সংসারেন্তি । তস্ত প্রবৃত্তিরূপপত্তিস্তত্ত্বজ্ঞানানিচ্ছাদি ত্যজ্য-
জ্ঞাতে চ ত্যজ্যত্বং তেন তস্য জ্ঞেয়েততার্থঃ । ইতিশব্দঃ সাধনাবিকারসমাপ্তার্থঃ ॥ ৮। ১০। ১১। ১২ ॥

রামানুজ । — অথ ফেদ্রকার্যোষায়া জ্ঞানসাধনতয়োগাদেব শৃণাঃ প্রোচ্যন্তে । অম-
নিষমুংকৃষ্টজনেষুবীরণ্যারহিত্যং । অদস্তিত্বং ধার্মিকত্বণঃ প্রয়োজনতয়া ধর্ম্মজ্ঞানং দন্ততদ্র-
হিতত্বং অহিংসা বাওমনঃকারৈঃ পরপীড়ারহিতত্বং । ক্ষান্তিঃ পরপাদমানস্যাপি তান্ প্রত্যাবিকৃত-
চিত্তত্বং । আর্জ্জবঃ পরান্ প্রতি বাওমনঃকান্দবৃত্তানামেকরূপতা । আচার্য্যোপাসনম্ আত্ম-
জ্ঞানপ্রদায়িত্বাচার্য্যে প্রণিপাতপরিপ্রসঙ্গসেবাদিনিরতত্বং । শৌচং আত্মজ্ঞানতৎসাধনযোগ্যতা
মনোবাক্যগতা শান্তিসিদ্ধা । হৈর্ধ্যমধ্যান্যাপ্রোদিত্ত্বার্থেষু নিশ্চলত্বং । আত্মবিনিগ্রহঃ আত্ম-
স্বরূপব্যতিক্রিত্ত্বং বিষয়েত্যো মনসো নিবর্তনং । ইন্দ্রিয়াণেষু বৈরাগ্যং আত্মব্যতিরিক্তেষু বিষয়েষু

বাস্যভাস্থানেনোদ্বৈজনং, অনহংকারঃ অনাস্থানি মেহে আত্মাভিমানরহিতত্বং প্রদর্শনার্থমিহ
 অনাস্থানীয়েষাশ্রীয়াভিমানরহিতত্বং চাপি বিবক্ষিতং জন্মমৃত্যু জরাব্যাধিভ্রংশদোষাভ্যুদর্শনং শরীরেষু
 জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভ্রংশপর্যন্ত দোষসাব্যবধানীয়ভাস্থানং। অসক্তিরাস্থ্যভিত্তিকবিষয়েষু ল-
 লভিতব্যঃ অনভিষঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু তেষু শারীরকর্মোপকরণভিত্তিরেক্ষণ শেঘরহিতত্বং নিত্যং
 চ সমচিত্তবিশিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু সংকল্পপ্রভবেষিষ্টানিষ্টোপপাতেষু হর্ষোদ্বেষগরহিতত্বং। মরি
 সর্লেক্ষণে চ ঐকান্তিকযোগেন স্থিরাভক্তিঃ জনবর্জিতদেশবাসিত্বং জনসংসর্গি চাপ্রীতিঃ। আত্মনি
 জ্ঞানমধ্যায়জ্ঞানং তদ্বিষ্টত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং তত্ত্বজ্ঞানপ্রায়োজনং যত্নত্বং তদ্বিন্নত্বমিত্যর্থঃ।
 জ্ঞানং তত্বেনোদ্বৈজিত জ্ঞানং আত্মজ্ঞানসাধনমিত্যর্থঃ। ক্ষেত্রসংখ্যকিনঃ পুরুষসামানিষাদিকমুক্তং
 গুণবৃত্তমেবাস্থজ্ঞানোপযোগি এতদ্ব্যতিরিক্তং সর্বং ক্ষেত্রকার্যমাশ্রয়ানবিরোধীভ্যজ্ঞানং ॥ ৮। ১।

১০। ১১। ১২ ॥

কুসুম্ভান্।—মানঃ আত্মজ্ঞানম্ তদভাবো অমানিত্বং দস্তো ধর্মাবিকরণম্ তদভাবোহ-
 ন্তিত্বম্ কাস্তিঃ কমাঃ আর্জবমুচ্ছ্রুতাবঃ শুচিত্বম্ শৌচং শারীরমনঃশোধনম্। হৃৎকায়ং স্থিরমাস্থ-
 নিগ্রহঃ শরীরস্ত প্রকৃতিনিয়মবৈরাগ্যঃ শব্দাদিবিষয়েষু অনহংকারঃ অহংকারভাবঃ এব চ
 জন্মানিদোষদর্শনং অসক্তিঃ সদ্ধাভাবঃ অনভিষঙ্গঃ অভিব্যক্তোহত্মিন্নহংবুদ্ধিঃ বিবিক্ষণেণ-
 দেবিত্বং রহস্তদেশসেবিত্বং ॥ ৮। ১। ১০। ১১। ১২ ॥

ক্রীধর।—ইহাশ্রীযমানিষাদ্বিপক্ষান্তরুলক্ষণং ক্ষেত্রাদতিরিক্ততয়া জ্ঞেয়ং শুদ্ধং
 ক্ষেত্রজং বিস্তরেণ বণারয়ান্ তত্ত্বজ্ঞানসাধনাত্মাহ অমানিত্বমিতি। অমানিত্বং বস্তুপ্রাধিকারহিত্যং
 অদ্বিত্বং দন্তরহিত্যং, অহিংসী পরপীড়াবর্জনং, কাস্তিঃ মহিফুৎ, আর্জবমব্রতা, আচাৰ্যো-
 পাসনং সৎগুরুসেবনং, শৌচং বাহ্যমাত্তরঞ্চ তত্র বাহ্যং মুচ্ছলাধিনা আভ্যন্তরঞ্চ রাগাদি-
 মলকালনং। তথা চ স্মৃতি,—“শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাত্তরং তথা। মুচ্ছলাভ্যাং
 স্মৃত্যং বাহ্যং ভাবগুণক্লিতথাস্তরমিতি”। হৃৎকায়ং সঙ্গার্গপ্রস্তুত তদেকনিষ্ঠতা, আত্মবিনিগ্রহঃ
 শরীরসংযমঃ এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনাদয়ঃ। কিঞ্চ ইঙ্গিগার্গেধিতি। জন্মাদিষু
 ভ্রংশদোষোরহত্বদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনং ভ্রংশপর্যন্ত দোষভাস্থ্যদর্শনমিতি বা স্পষ্টমজ্ঞং। কিঞ্চ
 অসক্তিরিতি। পুত্রদারাদিষু অসক্তিঃ প্রীতিত্যাগঃ, অনভিষঙ্গঃ পত্নাদীনং হৃৎপ্রাণৈর্হৃৎপ্রাণৈর্বা
 অহমেব যুগ্মী হৃৎপ্রাণী চেত্যাখ্যাসাতিরেক্যভাবঃ, ইদানিষ্টরোপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্বদা
 সমচিত্তত্বং। কিঞ্চ মরীতি। মরি পরমেষ্ঠেরহনভ্যোগেন সর্বাস্বদৃষ্টা অব্যভিচারিণী একান্ত
 ভক্তিঃ, বিবিক্তঃ শুদ্ধচিত্তপ্রসাদকরস্তং দেশং দেবিত্বং শীলং যত তত্ তাবন্তত্বং, প্রাকৃতানাং
 জনানাং সংসর্গি সভায়ামরতীরত্বভাবঃ। কিঞ্চ অধ্যাত্মেতি। আত্মানমধিকৃত্য বর্তমানং জ্ঞানং
 তদ্বিন্নিত্যং নিত্যভাবঃ তত্ত্বসম্পাদার্থগুণিনিষ্ঠমিত্যর্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষত্বং দর্শনং মোক্ষত্ব
 সর্বোৎকৃষ্টত্বালোচনমিত্যর্থঃ, এতদমানিত্বমদ্বিত্বমিত্যাধিঃশতিসংখ্যকং যত্নকমেতজ্জ্ঞানমিতি
 প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভিঃজ্ঞানসাধনং, অতোহত্মনা অস্বাধিপতীত্বং মানিষাদি যত্নতত্ত্বজ্ঞানমিতি
 জ্ঞানবিরোধিত্বং অতঃ সর্বথা ত্যজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৮। ১। ১০। ১১। ১২ ॥

বলদেব ।—অথোক্তাং ক্ষেত্রাদিভিন্নত্বেন জ্ঞেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞে যস্য বিস্তারেন নিক্রপয়িবান্ তজ্জ্ঞানসাধনান্নমানিত্বাদীনী বিংশতিমাহ পঞ্চভিঃ । অমানিত্বং স্বসংকারণপেক্ষত্বম্ । অদন্তিক্ ধার্মিকত্বাতিকলকধৰ্মাচরণবিরহঃ, অহিংসা পরাপীড়নং, ক্ষান্তিরপমানসহিষ্ণুতা, আৰ্জবং ছয়িষপি সারল্যং । আচার্য্যোপাসনং জ্ঞানপ্রবণগুরোরকৈতবেন সংদেবনং । শৌচং বাহ্য-ভ্যন্তরপাবিত্রম্ । “শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমভ্যন্তরং তথা । মূচ্ছলাভ্যাং স্তবং বাহ্যং ভাবজন্তুত্বাভ্যন্তরমিতি” শ্রুতিঃ । হৈর্য্যং সদ্ধৈর্য্যকনিষ্ঠত্বং । আত্মবিনিগ্রহঃ আত্মাহুসন্ধিপ্ৰতীপা-দ্বিষয়ান্মনসো নিয়মনং । ইঞ্জিয়ার্থেষু শব্দাদিবিষয়েষু প্রতীপেষু বৈরাগ্যং কৃতাভ্যাং । অনহঙ্কারো দেহাদিষ্মান্নাভিমানভ্যাগঃ । জন্মাদিষু দুঃখরূপস্য দোষস্যাহ্নদর্শনং পুনঃপুনশ্চিন্তনং । পুত্রাদিষু পরমার্থপ্রতীপেষু ধর্ম্মক্ৰিঃ প্রীতিভ্যাগঃ । অনভিষঙ্গস্তেষু সুখিষু দুঃখিষু চ সংস্রুতং স্রুতদুঃখানভি-নিবেশঃ । ইষ্টানিষ্টানামানুকূলপ্রতিকূলানামর্থানামুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু সমচিত্তত্বং হর্ষবিষাদবিরহঃ । নিত্যং সর্ব্বদা ময়ি পরেশেব্যভিচারিণী হিরা ভক্তিঃ শ্রবণাত্মা । অনন্তযোগেনৈকান্তিভবেন মত্তস্তসেবা তথা বিবিক্তদেশসেবিত্বং নিজ্ঞানস্থানপ্রিয়তা । জনানাং গ্রাম্যাণাং সংসদি রতিভ্যাগঃ । অধ্যাত্মাত্মনি যজ্ঞজ্ঞানং তস্য নিত্যত্বং সর্ব্বদা বিমুক্তত্বং ন ত্বহমেব পরং ব্রহ্ম “বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তস্বং যজ্ঞজ্ঞানমময়” মিত্যাদি শ্রুতেঃ । তজ্জ্ঞানস্য গোষ্ঠীভূতং প্রাপ্তিলক্ষণস্তস্য দর্শনং হৃদি স্মরণং । এতদমানিত্বাদিকং জ্ঞানং পরম্পরয়া সাক্ষাৎ তদ্ব্যপলকিসাধনং প্রোক্তং জ্ঞায়তে উপলভ্যতেহেন-নেতি ব্যুৎপত্তেঃ বক্তব্যং তদ্ব্যাপ্য বিপর্য্যয়ং মানিত্বাদি তদজ্ঞানং তদ্ব্যপলকিবিরোধীতি ॥ ৮ । ৯ । ১০ । ১১ । ১২ ॥

মধুসূদন ।—এবং ক্ষেত্রং প্রতিপাদ্য তৎসাক্ষিণং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রাদিবেকেন বিস্তারং প্রতিপাদয়িত্ব তজ্জ্ঞানযোগ্যত্বান্মানিত্বাদিসাধনান্নাহ অমানিত্বমিতি । জ্ঞেয়ং যত্নদিত্যতঃ প্রোক্তনৈঃ পঞ্চভিঃ বিভ্রম্যনৈরবিভ্রম্যনৈর্বা গুণৈরাশ্রয়নঃ শ্রাবণং মানিত্বং লাভপূজাখ্যাতার্থং অধর্ম্ম-প্রকটীকরণং দম্বিত্বং, কায়বায়নোভিঃ প্রাণিনাং পীড়নং হিংসা তেবাং বর্জনমমানিত্বমদন্তিত্বমহিংসে-ত্বাক্তং পরাপরাধে চিত্তবিকারহেতৌ প্রাপ্তেহপি নির্জি কারচিত্ততয়া তদপরাধসহনং ক্ষান্তিঃ আর্জবম-কৌটিল্যং যথাহ্রদরং ব্যবহরণং পরপ্রভারগারাহিত্যমিতি যাবৎ, আচার্য্যোমোক্ষসাধনত্বোপদেষ্টাহত্বং বিবিক্তিতোন তু মনুজ উপনীত্যাধ্যাপকং তত্ত শুশ্রূষা নমস্কারাদিপ্রয়োগেণ সেবনমোচার্য্যোপাসনং, শৌচং বাহ্যকায়মলানং মূচ্ছলাভ্যাং কালনমভ্যন্তরঞ্চ মনোমলানিহাং বিষয়দোষদর্শনরূপপ্রতিপক্ষ-ভাবনরূপনয়নং, হৈর্য্যং মোক্ষসাধনে প্রবৃত্তত্বানেকবিধবিষয়প্রাপ্তাবপি তদপরিভ্যাগেন পুনঃ পুনর্ব্রতাক্ষাং, আত্মবিনিগ্রহঃ আত্মনোদেহেজিয়সংস্রাভ্যন্তরভাবপ্রাপ্তাং মোক্ষপ্রতিকূলে প্রবৃত্তি-নিক্রম্য মোক্ষসাধনং এব ব্যবস্থাপনম্ । কিঞ্চ ইঞ্জিয়ার্থেষু শব্দাদিষু দৃষ্টেযাহ্নপ্রবিকল্পে বা ভোগেষু রাগবিরোধিত্বম্পৃহাঙ্কিতা চিত্তবৃত্তির্ভবরাগ্যং, আত্মপ্রাধান্যভাবহপি মনসি প্রাভুত্বতোহহং সর্ব্বকো-কট ইতি গর্ব্বোহহংকারস্তদভাবোহহংকারঃ অযোগব্যবচ্ছেদার্থ এবকারঃ, সমূচ্ছমার্শচকারঃ । তেনোমানিত্বাদীনীং বিংশতিসম্মাখ্যানাং সমুচ্ছিতোযোগ এব জ্ঞানমিতি প্রোক্তং ন ত্বেকস্যাংপ্যভাব ইত্যর্থঃ । জন্মনোগর্ভবাস্যোনিষ্মারনিঃসরণরূপস্য জরারঃ পৃচ্ছাশ্রিত্যভ্যন্তরোপপন্নবিভাবদি-

করিয়াছেন, সেই জ্ঞানের প্রাধান্য কীর্তন করিতেছেন। সেই জ্ঞান সাধনের সাধনস্বরূপ যে কয়েকটি সদ্ধৃতির উল্লেখ করিয়াছেন, নিম্নে একে একে তাহাদের অর্থ নিদ্রিষ্ট হইতেছে।

স্বকীয় গুণাদিজনিত স্লাবাহীনতার নাম অমানিত্ব। সম্মান বা খ্যাতি ভের আশায় স্বকৃত কর্মের ঘোষণার নাম দাস্তিকতা, তদভাবেই অদ-
 ৱ। পরপীড়ন বর্জনের নাম অহিংসা। পরাপরাধে বা প্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তিতে নিবিকারচিত্ততার নাম ক্ষান্তি। প্রতারণারহিত কুটিলতা শূন্য সরল ব্যৱহারের নাম আর্জ্জব। আচার্য্যের উপাসনা। এ স্থলে আচার্য্য শব্দে মোক্ষসাধনোপদেষ্টা গুরুই লক্ষিত; উপনয়নদাতা অধ্যাপক এ আচার্য্য পদের লক্ষ্য নহেন। জল মৃত্তিকাদি দ্বারা বাহ্য দৈহিক মলিনতার ধৌত করণকে বাহ্যশৌচ বলে; আর বিষয়ের দোষ দর্শনাদি দ্বারা অন্তঃ-
 করণকে বিমল করার নাম অন্তঃশৌচ। উভয় প্রকার শৌচই এ স্থানে লক্ষিত। মোক্ষ সাধন বিষয়ে অঁগনের হইবার সময়ে বিবিধ বিষয়গমে উৎক্লিষ্ট হৃদয়ে সাধন পরিত্যাগ না করাই স্মৃথ্য। দেহেন্দ্রিয়াদি স্বাভা-
 বিক আকর্ষণে মোক্ষ প্রতিকূল পথে গমন করিতেছে দেখিয়া ততাবতকে প্রতিনিরস্ত করিয়া আয়ত্বাধীন রাখার নাম আত্মবিনিগ্রহ। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গের স্ব স্ব দৃষ্ট বা শ্রুত ভোগ্য বিষয়ে অনুরাগবিহীন স্পৃহারহিত যে ভাব তাহাই বৈরাগ্য। আত্মস্লাঘার কারণ না থাকিলেও আপনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করার নাম অহঙ্কার, এতদভাবেই অনহঙ্কার। এই স্থানে মূলে “এব চ” প্রয়োগ আছে। অযোগ ব্যবচ্ছেদার্থ এবকার প্রযুক্ত হইয়াছে। এ স্থলে অমানিত্বাদি বিংশতিটি স্বতন্ত্র ধর্মের উল্লেখ হইয়াছে। তাহার কোনটিই পরিবর্তনীয় নহে, এবং একটিরও অভাব হইলে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা হইবে না, ইহাই উদ্দেশ্য। গর্ভবাগাস্তে যোনিদ্বার পথে নিঃসা-
 রণরূপ জন্ম, সর্বমর্মচ্ছেদনরূপ মৃত্যু, প্রজ্ঞাশক্তি প্রভৃতির নিরোধ জনিত পরাধীনতারূপ জরা, স্বর অতিসার প্রভৃতি ব্যাধি, ইষ্টবিরোগ অনিষ্টাগমাদি জনিত আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিতৌত্তিকরূপ ত্রিবিধ দুঃখ, (৪২ পৃষ্ঠার উপনীত দৃষ্টব্য) এবং মল মূত্র ক্লেদাদিযুক্ত বাতলেদাদি পরিপূর্ণ দেহের বিবিধ দোষ সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ অনুচিন্তন। এ স্থলে মূলস্থিত অন্তর্দর্শন শব্দে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি ও দুঃখ এই কয় প্রকারের অনুচিন্তন।

অপিচ প্রথমোক্ত চতুর্বিধ ব্যাপারে দুঃখরূপ দোষের অনুশীলন । এইরূপ অনুচিন্তন বিষয় বৈরাগ্য সমুৎপাদন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভের সহায় হইয়া থাকে । দারা পুত্রাদিতে প্রীতিত্যাগ বা মমত্বাভাবের নাম অসক্তি । দারা পুত্রাদির সুখ দুঃখে আপনাকেও সুখী দুঃখী জ্ঞানরূপ অধ্যাস রাহিত্যের নাম অনভিষঙ্গ । আদি শব্দ দ্বারা ভূত্যাভবনাদি অশ্রু তাবৎ প্রিয় বস্তু লক্ষিত । ইষ্ট প্রাপ্তিতে হর্ষের অভাব বা অনিষ্টাগমে বিষাদ বিহীনতা ইত্যাদিরূপ সুখ দুঃখবিধায়ক অবস্থা বিপর্য্যয়ে চিত্তের নিয়ত অবিকৃত শাস্তাবস্থা সমচিত্তত্ব । আমাকে ভগবান্ বাসুদেবধরূপ পরমেশ্বর জ্ঞান করিয়া অনন্তনিষ্ঠচিত্তে একান্ত ভক্তি, ভগবান বাসুদেবের চরণাশ্রয় ব্যতীত আর কোন গতি নাই, ইহাই নিশ্চিতরূপে অবধারণ, এবং কোন প্রকার প্রতিকূল কারণ তদভিমুখী চিত্তকে পথভ্রষ্ট করিতে না পারিলেই অব্যভিচারিণী ভক্তি বলা যায় । এইরূপ ভক্তির প্রভাবে ইহাই স্থির ধারণা হয় যে, যাবৎ কাল দেহ ইহিতে প্রাণাত্যয় না হইবে, তাবৎ কাল অবিচলিতচিত্তে তদাশ্রিত ও তৎশরণাগত থাকিব । যে প্রদেশে ব্যাঘ্র সর্পাদি হিংস্র জন্তুজনিত কোন ভয় নাই, রাষ্ট্রবিপ্লবাদিজুনিত কোন আশঙ্কার কারণ নাই, মহামারী প্রভৃতির কোন উপদ্রব নাই, তাদৃশ নির্দ্বন্দ্ব অথচ রমণীয় দৃশ্যপরিপূর্ণ মনোহর এবং পুণ্যতোয়া সুরধুনী পুলিনাদির স্রায় স্নিগ্ধ ও চিত্তপ্রসাদকর দেশ নিবাসিত, অথবা লোকালয় হইতে সূদূরে বিশুদ্ধ পবিত্র দেবালয়াদি ধর্মভাবোদ্দীপক স্থানে অবস্থান । শ্রুতি বলিয়াছেন, “সমে শুচৌ শর্করাবহ্নিবালুকাবিবর্জিতৈঃ শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ । মনো-হনুকুলে চ নতু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ে প্রযোজয়েৎ ॥” (স্বৈতথ্য-ত-রোপনিষৎ ২য় অধ্যায় ১০ম শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ এই যে, সমতল, পবিত্র, ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডাদি বিবর্জিত; অগ্নি ও বালুকা বিরহিত, মনের অনুকূল শব্দ জল ও আশ্রয় সম্পন্ন, চক্ষুপীড়ন সম্ভাবনা শূন্য অর্থাৎ সূদৃশ, গুহামধ্যে অথবা বায়ুক্ষুদ্র শূন্য কুটীর সম্মিধানে পরমাত্মায় চিত্তসমর্পণ করিবে । শ্রীভগবান্ পূর্বেও বলিয়াছেন, “শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাগনমাগ্ননঃ” (৩ষ্ঠ অধ্যায় ১১ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) । যে সকল মানবের হৃদয়ে তদ্ব জ্ঞানের কণিকাও উপজাত হয় নাই; যাহারা বিষয় ভোগকেই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন জ্ঞানে তৎসাধনে ব্যাপ্ত; যাহারা লাম্পট্যাদি মোক্ষসাধন

রূপায়াঃ ব্যাদীনং অরতিসারাদিরূপাং ছাথানামিষ্টবৈয়োগামিষ্টসংযোগজ্ঞানামধ্যাক্ষাণিকৃতাদি-
দৈবনিমিত্তানাং দোষস্য বাতপিত্তশ্লেষমলমূত্রাদিপরিপূর্ণত্বেন কায়জ্ঞপ্তিতত্ত্বস্য চানুদর্শনং পুনঃ
পুনরালোচনং জ্ঞাদিহুঃখাণ্ডেশু দোষস্যানুদর্শনং জ্ঞাদিবাধ্যাত্মেশু হংসরূপদোষস্যানুদর্শনমিতি,
ইদং চ বিষয়বৈরাগ্যাহেতুত্বেনানুদর্শনস্যোপকরোতি । কিঞ্চ সক্তির্মমৈদমিত্যেতাবন্ধাত্রেণ
প্রীতিঃ অভিলষদ্বহমেবায়মিত্যনন্তভাবনয়া প্রীতাতিশয়ঃ অহমিহ স্মৃণিহি হুঃখিনি বাহমেব
স্বখী হুঃখী চেতি তদ্রাহিত্যমসক্তিজনভিষঙ্গ ইতি চোক্তং, কুত সত্যান্বিতোবন্ধনীয়াবত আহ
পুত্রদারগৃহাদিষু পুত্রেষু দারেষু গৃহেষু আদিগ্রহণাদন্তোষপি তৃত্যাদিষু সপ্তেষু শ্রেষ্ঠবিষয়েষুত্যাং,
নিত্যং চ সর্বদা চ সমচিত্তত্বং হর্ষবিষাদশূচ্রমনস্কমিষ্টানিষ্টোপপত্তিঃ উপপত্তিঃ প্রাপ্তিঃ ইষ্টোপপত্তিসু
হর্ষাভাবোহনিষ্টোপপত্তিষু বিষাদাভাব ইত্যর্থঃ । চ সমুচ্চয়ে । কিঞ্চ মগি চ ভগবতি বাসুদেবে
পরমেশ্বরে ভক্তিঃ সর্বোৎকৃষ্টজ্ঞানপূর্বিণী প্রীতিঃ অনন্তমোহেন নাথোভগবতোবাসুদেবাং
পরোহিত্যতঃ স এব নোগতিরতোবংশিচয়নাব্যভচারিণী কেনাপি প্রতিকুলেন হেতুনা
নিবারয়িতুমশক্যা সাইপিজ্ঞানহেতুঃ প্রীতিনাংনামি বাসুদেবেন মৃচাতে দেহযোগেন তাবদিত্যুক্তে-
বিবিষ্টঃ স্বভাবতঃ সংস্কারতোবা শুদ্ধোহুচিভিঃ সর্বব্যাপ্যাদিভিশ্চ রহিতঃ সুরধুনীপুণিনাভিঃ চিত্ত-
প্রসাদকরোদেশস্তৎসেবনশীলনত্বংবিবিক্তদেশভ্রমবিহং । তথা চ শ্রুতিঃ,—“সমে শুচৌ শূকরাবহি-
বালুকাবিবিজ্ঞিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ মনোহনুকুলে ন তু চক্ষুপাভনে শুণানিবাতাশ্রয়েণ ন যোজ-
য়েদিতি” জনানামানুজ্ঞানবিমুখানাং বিষয়ভোগলম্পটতোপদেশকানাং সংসদি সমবায়ৈ তত্ত্বজ্ঞান-
প্রতিকূলায়ামরতিররমণং সাধুনাং তু সংসদি তত্ত্বজ্ঞানানুকূলায় রতিকচিৎতব । তথা চোক্তং,
“সদঃ সর্বাঙ্গানাং হেয়ং স চেত্যুক্তং ন শক্যতে । স সন্তিঃ সহ কঠব্যঃ সন্তসদোহি ভেদজমিতি” ।
কিঞ্চ অধ্যাত্মং আত্মানমধিকৃত্য প্রবৃত্তমানুজ্ঞানবিবেকজ্ঞানমধ্যাক্ষজ্ঞানং তদ্বিত্যত্বং বিবেক-
নিষ্ঠোহি বাক্যার্থজ্ঞানসমর্থোভবতি তত্ত্বজ্ঞানম্যাহং ব্রহ্মাস্মীতি সাক্ষাৎকারস্য বেদান্তবাক্যকরণস্য
অমানিষাদিসর্বসাধনপরিপাকফলস্যার্থঃ প্রয়োজনং অবিজ্ঞাতংকার্য্যাত্মকনিখিলভূতনিবৃত্তিরূপঃ
পরমানন্দাত্মাবাপ্তিরূপশ্চ মোক্ষস্তস্য দর্শনমালোচনং তত্ত্বজ্ঞানফললোচনে হি তৎসাধনে প্রবৃত্তিঃ
স্যাৎ এতদমানিষাদিতত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনাত্ত্বং বিংশতিসম্মাং জ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানার্থত্বং অতোহ-
ন্তথাষাদিপরীতং মানিষাদি যদজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানবিরোধিত্বং, তদ্বাদজ্ঞানপরিত্যাগেন
জ্ঞানমেবোপাদেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৮ । ৯ । ১০ । ১১ । ১২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ইদানীং জ্ঞানসাধনানি বিধন্তেহমানিষ্মমিতি । অমানিষ্যবদোহপি চেতো
বৃত্তিবেশবা দৃষ্টত্বাৎ ক্ষেত্র বিকারা এব সন্তঃ সত্ত্বগুণকার্য্যত্বাৎ জ্ঞানস্য সাধনভূতা অপি উপকার্য্য
জ্ঞানপদবাচ্যা ভবন্তি এতৎ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিত্যুপসংহার্য্যং তত্র বিদ্যমানৈকী গুপ্তৈরাশ্বনঃ
প্রাণিত্বম্ লাভপূজার্থ্য্যার্থং স্বধর্মন্ত প্রকটাকরণং দদিত্বং কায়বান্ননোভিঃ প্রাণিনাং পীড়নং
হিংসা তেবাং বর্জনং অমানিষ্যং অহিংসা চ পরেণাপকৃতোহপি চিত্তত্ব নিরীকারত্বং ক্রান্তিঃ,
আর্জ্জবং অকোটিল্যং আচার্য্যোপাসনং স্পষ্টং, শৌচং মুচ্ছলাভাং বাহ্যং ভাবগুক্তিরাত্ত্বং হৈর্ঘ্যং
মোক্ষসাধনে প্রবৃত্তত্বং বিয়দন্তবেহপি ভগবদনং আশ্বিনিগ্রহং দেহেন্দ্রিয়াদি প্রচারসম্বোধঃ ।

ইন্দিরার্থেবু দৃষ্টেবানুশ্রবিকেষু বা শব্দাদিষু বৈরাগ্যং রাগাভাবঃ অনহঙ্কারঃ দর্পরাহিত্যং
অযোগ্যব্যবচ্ছেদার্থ এবকারঃ সমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ জ্ঞানাদিষু যজ্ঞায়মানং হৃৎখং দোষাশ্চ দৈত্যাদয়স্তেষাং
পরস্য ব্যাধানুদর্শনং । অসক্তিরিতি সক্তিঃ পুত্রাদৌ মমতামাত্রং অভিষঙ্গস্তেন সহ তাদাশ্চাভিমানেন
হয়মেবাত্মমিতি চ পুত্রাদেঃ স্নেহেহহমেব স্মরী তত্ত্ব হৃৎখেহহমেব হৃৎখাতি সন্ধাতিষকৌ তদ্বর্জনমি-
ত্যর্থঃ, সমচিত্তত্বং হর্ষবিষাদরাহিত্যং কূত্র ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ইষ্টপ্রাপ্তৌ হর্ষাভাবঃ অনিষ্টপ্রাপ্তৌ
বিষাদাভাবঃ । মরীতি শ্লোকঃ স্পষ্টার্থঃ । অব্যায়শাস্ত্রে জ্ঞানে নিষ্ঠাবৎ অব্যায়জ্ঞাননিত্যত্বং
তত্ত্বজ্ঞানস্ত অর্থঃ প্রয়োজনং অবিজ্ঞানিবৃদ্ধি রানন্দবাপ্তিশ্চ তয়োর্দির্শনং এতৎ অমানিত্বজ্ঞানার্থ-
দর্শনাত্ত্বং বিশুদ্ধজ্ঞানং জ্ঞানসাধনমিতি প্রোক্তং বেদেষু, অজ্ঞানং জ্ঞানবিরোধি ইতোহত্থা যত্নং
মানস্বাদিকমিত্যর্থঃ, তন্মাত্রত্বপরিত্যাগেন অমানস্বাদিকমেবোপাদেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৮ । ৯ । ১০ ।
১১ । ১২ ॥

বিশ্বনাথ ।—উক্তলক্ষণং ক্ষেত্রং বিবিক্ততয়া জ্ঞেয়ো জীবাশ্চপরমাত্মানৌ ক্ষেত্রজ্ঞৌ
বিস্তরণে বর্ণয়িত্বানু তজ্জ্ঞানস্ত সাধনানি অমানিত্বাদীনী বিংশতিমাহ পঞ্চতিঃ । অত্র অষ্টাদশ
উক্তানাং জ্ঞানিনাংসাধারণানি কিন্তু ভক্তৈঃ “ময়িচানন্ত যোগেন ভক্তিরব্যতিরণী” ইত্যেকমেব
উগ্ধবদুভবসাধনত্বেন যত্নতঃ কিয়তে । অজ্ঞানি সপ্তদশ উক্তাভ্যাসবতাম্ তেষাম্ স্বত এবাং-
পত্ত্বস্তেন তু তেষু যত্নঃ ইতি সাম্প্রদায়িকঃ । অস্তিমে ধ্বতু জ্ঞানিনামসাধারণে এব । অত্র
অমানিত্বাদীনী বিস্পষ্টার্থানি । শৌচম্ বাহ্যমাত্তন্তরঞ্চ তথাচ স্মৃতিঃ । “শৌচঞ্চ দ্বিবিধম্ প্রোক্তম্
বাহ্যমাত্তন্তরম্ তথা । মুচ্ছলাভ্যাম্ স্মৃতংবাহ্যম্ ভাবশুদ্ধিত্বাত্তন্তরম্” । ইতি । আত্মবিনিগ্রহঃ
শরীরসংযমঃ । জ্ঞানাদিষু হৃৎগুরুপস্য দোষস্যানুদর্শনং পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনং অসক্তিঃ পুত্রাদিষু
প্রীতিত্যাগঃ । অনভিষঙ্গঃ পুত্রাদীনাং স্নেহে হৃৎখে চাহমেব স্মরী হৃৎখীত্যাধ্যাসাভাবঃ । ইষ্টা-
নিষ্টয়ো ব্যবহারিকয়োৰূপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্বদা সমচিত্তত্বং । ময়ি শ্রীমহানন্দরাকারে অনন্ত-
যোগেন জ্ঞানধর্মতপোযোগাত্মমিশ্রণেন ভক্তিঃ চকারাং জ্ঞানাদিমিশ্রণপ্রাধান্যেন চ । আত্মা
ভক্তৈরমুঠেয়া দ্বিতীয়াজ্ঞানতিরিত্তি কেচিদন্তেতু অনন্তাত্ত্বি যথা প্রেয়ঃসাধনং তথা পরমাত্মাহুত-
বস্যাণীতি জ্ঞাপনার্থমদ্রবট্কেহপ্যুক্তিরিতি ভক্তা ব্যাচক্ষতে । জ্ঞানিনস্ত অনন্তেন যোগেন সর্বীশ-
দৃষ্ট্য ইতি । অব ভিচারিণী প্রতিদিনমেবকর্তব্য । কেনাপিনিবারয়িতুমশক্যা ইতি মধুসূদন
সরস্বতী পাদাঃ । আত্মামমধিকৃত্য বর্তমানং জ্ঞানং অব্যায়জ্ঞানং তস্য নিত্যত্বং নিত্যাহুঠেষত্বং
পদার্থশুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ । তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং স্বাকীষ্টত্বেনালোচন-
মিত্যর্থঃ । এতদ্বিশ্বেতিকং জ্ঞানং সাধারণেন জীবাশ্চপরমাত্মানো জ্ঞানস্য সাধনং । অসাধারণং
পরমাত্মজ্ঞানং অগ্রে বক্তব্যং । অতোহত্থা অস্বাধিপরীতং মানস্বাদিকং ॥ ৮ । ৯ । ১০ । ১১ । ১২ ॥

তাৎপর্য ।—ক্ষেত্রের প্রকৃতি ও ধর্ম বিবৃত করিয়া এক্ষণে পঞ্চ
শ্লোকে শ্রীভগবান্ ক্ষেত্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন, এবং
পূর্বে ওয় শ্লোকে যে ক্ষেত্রজ্ঞ বিষয়ক জ্ঞানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দেশ

প্রতিকূল ব্যাপারেই বিনিযুক্ত, তাদৃশ জনসাধারণের সহিত মিলনের অনিচ্ছা; অথচ তত্ত্বদর্শী তত্ত্বপথ প্রদর্শনক্ষম সাধুসঙ্গে প্ররুতি। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, “সঙ্গঃ সর্ক্সান্না হেয়ঃ স চেত্ব্যজুং ন শক্যতে। স নন্তিঃ সহ কর্তব্যঃ সন্তসঙ্গো হি ভেষজম্।” অর্থাৎ মনুষ্য মাত্রেরই সঙ্গ পরিবর্জনীয়; যদি সঙ্গত্যাগের কোনই সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সাধুসঙ্গেই কর্তব্য; কারণ সঙ্গের সঙ্গই ঔষধস্বরূপ। অবিদ্যাপরিহার পূর্বক আত্মানন্দ নির্ণয়ে সামর্থ্য এবং আত্মাকে অধিকার করিয়া যে জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াই অধ্যাত্ম জ্ঞান। সেই পরমার্থফলপ্রদ অপ্যাত্মজ্ঞানে নিরন্তর নিষ্ঠা। এইরূপ বিবেকসহকৃত নিষ্ঠা দ্বারা বাক্যার্থ বিষয়ক জ্ঞান বজ্রাভ হয়। বিবেক সহকৃত যে জ্ঞানের পরিপাকে পরমানন্দের অভ্যুদয় হয়, যে জ্ঞানে বেদান্ত বাক্যের পূর্ণাববোধজনিত নিখিল দুঃখনিরন্তররূপ পরম ফলের উদ্ভব করে, এবং যে জ্ঞানে পুরম প্রাপ্য পদবী নয়ন সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়া দেয়, সেই পরমার্থপ্রদ তত্ত্বদর্শনের আলোচনা। পূর্বে অমানিত্বাদি যে মোক্ষসাধক সদ্গুণ সমূহের উল্লেখ হইয়াছে, তৎসমস্তের সমবায়ে ও পরিপাকে তত্ত্বদর্শনরূপ পূর্ণানন্দাবস্থা সমুদিত হইয়া থাকে। অমানিত্ব হইতে তত্ত্বদর্শন পর্যন্ত বিংশতি প্রকার অবস্থা জ্ঞানরূপে কীর্তিত হইয়া থাকে। কারণ তত্ত্বাবত জ্ঞানবিধায়ক। ইহার বিপরীত ও প্রতিকূল মানিত্বাদি যাবতীয় ব্যাপারই অজ্ঞান। কারণ ইহা জ্ঞানের বিরোধী ও অজ্ঞানের পোষক। অতএব অদোগতিপ্রাপক অজ্ঞান পরিত্যাগ পূর্বক সদ্গতি বিধায়ক জ্ঞানই অবলম্বনীয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, এই ক্ষেত্রদ্বারা বহুবিধ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যে সকল কার্য্য আত্মজ্ঞানপ্রাপক তাহাই এস্থলে নির্দিষ্ট হইতেছে। ব্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্ম হেতু নিকৃষ্ট যোনিজাতগণের সমক্ষে যে মান সংস্থাপন প্ররুতি তাহারই অভাবের নাম অমানিত্ব। যশের প্রত্যাশায় ধর্ম্মাচরণ করাই দাস্তিকত্ব; তদভাবেই অদাস্তিকত্ব। (অত্যন্ত গুণের ব্যাখ্যা প্রায় পূর্ববৎ) ক্ষেত্রান্তরী পুরুষের পক্ষে ক্ষেত্রসাধিত উল্লিখিত গুণকার্য্য সমূহ জ্ঞানের অনুকূল। তদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় ক্ষেত্রকার্য্য অজ্ঞানের হেতুভূত।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিধনাথ অমানিত্বাদি অষ্টাদশ গুণ জ্ঞানী এবং ভক্ত

উভয়ের পক্ষেই সাধারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । “যদি চানন্ত্রযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী” এই ভগবদ্বাক্যের অতিপ্রায়ানুসারে শ্রীভগবানে যত্ন সহকারে একনিষ্ঠ ভক্তি করা আবশ্যিক । এইরূপ ভক্তি দ্বারা হৃদয় পরিপ্লুত হইলে উল্লিখিত অমানিহাদি সপ্তদশ গুণ স্বতঃই সেই ভক্তকে আশ্রয় করিবে; তত্তৎগুণ লাভের নিমিত্ত অতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজন নাই । ভক্ত সম্প্রদায়ের ইহাই অতিপ্রায় । শেষ যে দুইটি গুণ অর্থাৎ “অধ্যায় জ্ঞাননিত্যত্ব তত্ত্ব-জ্ঞানার্থদর্শন” ইহা জ্ঞানিগণের অসাধারণ ধর্ম । শ্রীমদ্ভগবদ্ভাব শ্রীভগবানে জ্ঞান যোগ তপঃ প্রভৃতি সাধনান্তর বিরহিত ভাবে ভক্তি করিলেই অনন্তা ভক্তি হয় । আর জ্ঞানাদি সহকারেও ভক্তি অনুষ্ঠিত হইতে পারে । প্রথমোক্ত প্রকার ভক্তি ভক্তসম্প্রদায়ের পরম প্রদেয়, দ্বিতীয় প্রকার ভক্তি জ্ঞানপথাবলম্বিগণের অবলম্বনীয়, ইহাই কোন কোন তত্ত্বদর্শীর অভি-প্রায় । ভক্তগণ বলিয়া থাকেন, শ্রীভগবানে অনন্যা ভক্তি স্বরূপ প্রেমপথের সাধন, সেইরূপ তত্ত্বদর্শনেরও অনুকূল ; এই রহস্য পরিব্যক্ত করিবার নিমিত্তই এই ঘটকেও অব্যভিচারিণী ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তিত হইল ॥ ৮ । ২ । ১০ । ১১ । ১২ ॥

—(০)—

জ্যেয়ং যতৎ প্রবক্ষ্যামি যজ জ্ঞাত্বামৃতমশ্বুতে ।

অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সন্তমাসচ্চ্যুতে ॥ ১৩ ॥

অঙ্ক্য ।—যৎ জ্যেয়ং (জ্ঞাতব্যং) তৎ প্রবক্ষ্যামি (কথয়িষ্যামি) যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতং (মোক্ষং) অশ্বুতে (লভতে), তৎ অনাদিমৎ (আদিরহিতং) পরং ব্রহ্ম ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে (কথ্যতে) ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—যাহা জ্যেয় তাহা বলিব, যাহা জানিয়া মোক্ষ লাভ করা-যায় ; সেই আদিরহিত পরম ব্রহ্ম না সৎ না অসৎ কথিত-হয় ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—এক্ষণে যাহা জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাই তোমাকে বলিব, এই বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে মোক্ষ লাভ হয় ; অনাদি পরম ব্রহ্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ন্যায় সৎও নহেন, অসৎও নহেন ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যথোক্তেন জ্ঞানেন জ্ঞাতব্যং কিমিত্যাণ্ডজ্ঞানমাহ জ্ঞেয়ং ভক্তগীতাদি ।
 নহ যথা নিয়মাচ্যামানিহাদ্যেন তৈজের্যঃ, তেন হুমানিহাদিক্ত চিদন্তনঃ পরিচ্ছেদকং দৃষ্টং,
 সর্বদ্রব্যে যদ্বিষয়ং জ্ঞানং তদেব তত্ত জ্ঞেয়স্য পরিচ্ছেদকং দৃষ্টতে, ন হুত্ববিষয়েণ জ্ঞানেনোক্তদ্ব্য-
 লভ্যতে, যথা ঘটবিষয়েণ জ্ঞানেনোক্তদ্রব্যে দোষঃ জ্ঞাননিমিত্তত্বাৎ জ্ঞানমুচ্যতে ইতি হ্যবোচাম
 জ্ঞানসহকারিকারণত্বাচ্চ জ্ঞেয়মিতি, জ্ঞেয়ং জ্ঞাতব্যং যতং প্রবক্ষ্যামি প্রাকর্ষণে যথাবদ্বক্ষ্যামি
 কিং ফলং তদ্বিতি প্ররোচনেন শ্রোতুরভিমুখীকরণমাহ যং জ্ঞেয়ং জ্ঞাত্বা অমৃতত্বমশ্নতে ন পুন-
 ত্রিহত ইত্যর্থঃ, অনাদিমং আদিরসাত্তীত্যাদিমং কিং তৎ পরং নিরতশয়ং ত্রক জ্ঞেয়মিতি প্রকৃত-
 মত্র কেচিৎ অনাদি এতদ্ব্যপত্তিপদং ছিন্দন্তি । বহুব্রীহিগোক্তেহর্থং মতপ্ আনর্থক্যমিষ্টং
 ন্যাদিতার্থবিশেষক দর্শনস্তাহং বাস্তুদেবাখ্যা পবা শক্তির্গ্যা তন্মাত্রপরিমিত সত্যমেবমপনরুত্বং
 ন্যাদেবশ্চেৎ সম্ভবতি নহর্থঃ সম্ভবতি ত্রক্ষণঃ সর্ববিশেষ প্রতিবেদনৈব িকোপাধিত্বাহার
 সত্ত্বাসত্ত্বচ্য ইতি বিশিষ্টশক্তিমহাদর্শনং বিশেষ প্রতিবেদনশ্চেতি বিপ্রতিষিদ্ধং, তন্মাত্রাত্মগোহ-
 ব্রীহিবা সমানর্থত্বেহপি প্রয়োগঃ শ্লোকপূরণার্থঃ । অমৃতত্বকং জ্ঞেয়ং ময়োচ্যত ইতি প্ররোচনে-
 নাভিমুখীকৃত্যাহ ন সত্ত্বং জ্ঞেয়মুচ্যত ইতি, নাপ্যসত্ত্বচ্যতে । নহ ব্রহ্মতা পরিকল্পনেন কঠরবে-
 গাদেবোবা জ্ঞেয়ং প্রবক্ষ্যামীতানমুরূপমুতং ন সত্ত্বাসত্ত্বচ্যতে ইতি ন অহরূপমেবোক্তং কথং
 ব্রহ্মাহ উপনিষৎজ জ্ঞেয়ং ত্রক নেতি নেতাস্ত্বন্নমনপিত্যাদিবিশেষ প্রতিবেদনৈব নির্দিষ্টতে, নেবং
 তদ্বিতি বাচোহগোচরভিন্ন হৃদস্তি যদ্ব্যস্তিশব্দেনোচ্যতে অথাস্তিশব্দেন নোচ্যতে যং নাস্তি তৎ
 জ্ঞেয়ং বিপ্রতিষিদ্ধং জ্ঞেয়ং তদস্তিশব্দেন নোচ্যত ইতি চ ন তাবদ্রাস্তি নাস্তিব্রুত্ববিষয়ভিন্নম্ সর্বা
 বুদ্ধয়োহস্তিনাস্তিব্রুত্বমুগত এব তত্রৈবং সতি জ্ঞেয়মপ্যস্তিব্রুত্বমুগতপ্রত্যয়বিষয়ং বা স্যাম্নাস্তি-
 ব্রুত্বমুগত প্রত্যয়বিষয়ং বা স্যাম্নাস্তিশ্রিয়বেনোভয়ব্রুত্বমুগত প্রত্যয়বিষয়ং ইদম্ জ্ঞেয়মতীশ্রিয়যেন
 ঐক্যকপ্রমাণগম্যতাম ঘটাদিব্রুত্বমুগত প্রত্যয়বিষয়মিত্যতোন সত্ত্বাসাদিত্বচ্যতে, যত্বকং
 ব্রুত্বমুচ্যতে জ্ঞেয়ং যম সত্ত্বা সত্ত্বচ্যতে ইতি ন বিবেকমত্বেব “তদ্বিতিতাদবো অবিদিতাদপাতি”
 ক্তেঃ । প্রতিরপি বিরুদ্ধার্থেতি চেৎ যথা যজ্ঞায় শালামারভ্য কোহি তথৈব যদ্যমুশ্নং লোকেহতি
 া ন বেতীতোবমিতিচেৎ ন বিদিতাভ্যামত্বগ্রং তরবত্ববিজ্ঞেয়ার্থপ্রতিপাদনপৎত্বাৎ যদ্যমুশ্নি-
 চ্যাদি তু বিশেষেযেহর্থবাদ উপপত্তেস্চাসদাশিষ্টকৈঃ ত্রক নোচ্যত ইতি সর্বোহি শব্দোহর্থপ্রকা-
 নায় প্রযুক্তঃ শ্রয়মাংশ্চ শ্রোতৃতিজ্ঞাতিক্রিয়াগুণসম্বন্ধদ্বারেন সন্ধেত্রগ্রহণং সব্যপেক্ষার্থং প্রত্যায়-
 তি নাত্বা দৃষ্টত্বাৎ তদ্যথা গোরম্ব ইতি বা জাতিতঃ, পঠতি পচতীতি বা ক্রিয়াতঃ, গুরুঃ কৃষ্ণ
 তি বা গুণতোধনী গোমানিতি চ সহকর্তোন তু ত্রক জাতিমহত্তোন সবাদিশব্দবাচ্যং, নাপি
 শব্দং যেন গুণশব্দেনোচ্যতে নিগুণব্রাহ্মণি ক্রিয়াশব্দবাচ্যঃ নিক্রিয়স্বাদিক্রিয়ঃ নিক্রিয়ঃ শাস্ত্রমিতি
 ক্তেঃ । ন চ স্বক্কাবদব্রহ্মবাদব্রহ্মভাচ্চ ন কেনচিচ্ছব্দেনোচ্যত ইতি যুক্তং যতোবাচোনিবশ্চ
 ত্যাদি শ্রুতিত্চ ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি ।—উত্তরগুরুমহাত্মরসি যথোক্তেতি । অমানিতাদীনাং জ্ঞানত্বমাপত্তি
 যিতি । বস্তপরিচ্ছেদকত্বাৎ জ্ঞানত্বমাশঙ্ক্যাহ তর্হীতি । পরিচ্ছেদকত্বাৎ জ্ঞানঃ জ্ঞানবাৎ

পরিচ্ছেদকমিত্যন্তোত্ৰাশ্রমিত্যভিপ্রেক্ষ্যাহ সৰ্ব্বত্রৈতি । স্বার্থস্যৈব জ্ঞানং পরিচ্ছেদকমিত্যে-
তদ্ব্যতিরেককল্পা বিশদয়তি নহীতি । ব্যতিরেকদৃষ্টান্তমাহ যথেনিতি । অমানিশ্রমীনাং জ্ঞানত্মাক্ষিপুং
প্রতিক্রিপতি নৈবদোষইতি । তত্র হেতুশ্চেনোক্তং স্মারয়তি জ্ঞানেতি । তেন জ্ঞানশব্দে হেতুস্তর-
মাহ জ্ঞানেতি । অমানিশ্রমীনাং জ্ঞানত্মকু। জ্ঞাতব্যমবতারয়তি জ্ঞেয়মিতি । প্রমদ্বারাঞ্জেয়-
প্রবচনম্য ফলসুক্তা প্রয়োচনং কৃত্বা তেন শ্রোতুরাভিমুখ্যমাপাদয়িতুং প্রয়োচনফলোক্তিপরম-
নস্তরবাক্যমিত্যাহ কিমিত্যাदिना । তদেব বিশিনষ্টী অনাদিমদিতি । আদিমস্তরাহিত্যম-
ব্যাকৃতস্যপি ততোবিশেষঃ দর্শয়তি কিস্তুদিতি । ভোক্তুরপি ভোগ্যং পরত্মমিত্যেবিশিনষ্টী
ব্রহ্মেতি । অনাদীভ্যোক্তং পদং মৎপরমিতি পদচ্ছেদায় পুনরুক্তিরিতি মতান্তরমধ্যপয়তি
অগ্রেতি । একপদত্বসম্ভবে কিমিতি পদদ্বয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ বহুব্রীহিণেতি । আদিরস্যা নাস্তীতি
মতুপোহর্থব্রহ্মমিতি । মতুপানর্থক্যমনিষ্টং স্যাদিতি মত্বা পদং চিহ্নস্বীতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ।
আদিরস্যা নাস্তীতানাদীভ্যাক্তং মৎপরমিত্যুচ্যমানে কোহর্থঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অথেনিতি ।
উক্তব্যার্থানস্যাযুক্তস্বাভাৱং পুনরুক্তিসমাদিরিত্যাহ সত্যমিতি । অর্থাসম্ভবং সমর্থয়তে ব্রহ্মণইতি ।
তথাপি বিশিষ্টশক্তিধরং কিং নস্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বিশিষ্টেতি তথাপি মতুপোবহুব্রীহিণা
তুল্যার্থস্য কথং নানর্থকং তত্রাহ তস্মাদিতি । অনাদিমৎপবং ব্রহ্মেত্যত্র পক্ষান্তরং প্রতিক্রিপ্য
অপক্ষঃ সমর্থিতঃ সম্প্রতি ব্রহ্মণোব্রহ্মত্বাদেব কার্যকারণায়কত্বপ্রাপ্তাবৃত্তান্তবাদদ্বারা ন সদিত্যাত্ম-
বতারয়তি অমুতয়েতি । সংকার্যমভিব্যক্তনামরূপত্বাদসংকারণং তদ্বিপর্যয়াদিতি ভাগঃ
জ্ঞেয়প্রবচনমনির্কাচবিষয়ত্বাৎ প্রক্ৰমপ্রতিকূলমিত্যাক্ষিপতি নহিতি । নির্কিংশেবস্যা বস্তুনোজ্ঞেয়-
ত্বান্তদ্বিষয়ং প্রবচনং প্রক্ৰমাহকূলমিত্যন্তরমাহ নেত্যাদিনা । অনির্কাচাত্মে নসন্তদ্বাসদিত্যুচ্যমানে
কথমিদমভুক্তমিতি পৃচ্ছতি কথমিতি । ব্রহ্মদ্ব্যপ্রকাশস্ত সিদ্ধত্বান্তদর্থং বিধিমুখেনোপদেশা-
যোগাদধ্যাত্তত্ত্বমনিবৃত্তয়ে নিষেধদ্বারোপদেশসাবেদান্তেষু প্রসিদ্ধোরোপিতবিশেষনিষেধরূপমিদং
প্রবচনমুচিতমিতি পরিহরতি সৰ্ব্বান্বিতি । জ্ঞেয়স্ত ব্রহ্মণোবিধিমুখোপদেশাযোগে হেতুমাহ
বাচইতি । ব্রহ্মণোইতিশব্দবাচ্যাত্মে নরবিষাণবস্তুস্তিমিত্যানিষ্টমাশঙ্কতে নহিতি । এবমৎসর্গেইপি
ব্রহ্মণি কিমায়া গনিত্যাশঙ্ক্যাহ অপেনিতি । জ্ঞেয়স্তাতিশব্দবাচ্যাত্মে বাবাচ্যাত্মত্যা হ বিপ্রতিবিদ্ধিগ্ধেতি ।
অতিশব্দবাচ্যাভাবস্ত ব্রহ্মেত্যত্রা প্রয়োজকত্বমাহ নতাবদিতি । নাস্তিবুদ্ধিবিষয়ত্বমেবাবস্ত্বত্বে নিমিত্ত-
মতস্তদভাবাদ্ ব্রহ্মণোবস্ত্বতেত্যেতদেব ব্যক্তিচর্চুং চোদয়তি নহিতি । সৰ্ব্বসাদিক্স্যামস্তিধীত্বেন
নাস্তিধীত্বেন বাহুগতহেতুস্ততরদীগোচরত্বাভাবে ব্রহ্মণোহনির্কাচাত্মং চর্চ্যারমিতি কথিতমাহ তত্রৈতি
ব্রহ্মণোঘটাদিবিদ্যাক্ষণ্যাহুতয়বুদ্ধ্যাপিষয়ত্বেপি নানির্কাচ্যেত্যাহ নেত্যাদিনা । ঘটাদেবস্ত্রিয়-
গ্রাহ্যস্তোভয়বুদ্ধিবিষয়ত্বেইপি ব্রহ্মণস্তদগ্রাহ্যস্ত নোভয়বুদ্ধিবিষয়ত্বম্ তথাপি নানির্কাচাত্মং সচ্চিদেক-
তানন্ত শব্দপ্রমাণাদিবিষয়ত্বেন দৃষ্টত্বাদিত্যুক্তমেব প্রপঞ্চয়তি যদ্বীতি । পরোক্তং বিরোধমূল্যবদতি
নহিতি । শ্রুতাবশ্যে নৈরাচ্যে নবিরুদ্ধমিতি । নাপিবিদ্বদ্বার্থত্বাহুমানং বোধকত্বস্তাবিরোধ-
পেক্ষাদিতি শব্দত্বেশ্রুতিরিতি । তস্তাবিরুদ্ধার্থত্বাহুমানমাহ যথেনিতি । শ্রোতানবংশং করোতীতি
পারলৌকিকফলবজ্ঞানার্থম্ শালানির্মাণং শ্রুত্যা কোহি তত্বেদেত্যাত্মাপরলোকত্বত্বে সন্ধিহান্য

যথাবিরুদ্ধার্থাশ্রুতিবপ্রমাণমেবং বিদিতাবিদিতাশ্রুত্বশ্রুতিরগীতার্থঃ । সেষং শ্রুতিবিরুদ্ধার্থেষ্মনাম-
নতয়া হাতব্যা ব্রহ্মণ্যবিতীয়ে প্রত্যজ্ঞ প্রতিপাদনেনমানসাদিত্যুত্তরমাহ নবিদেতি । যন্তু
বিরুদ্ধার্থেৎ কোহীত্যানাহুতং তদসদববাদস্ত বিধিশেষস্ত স্বার্থেতাৎপর্যাদিত্যাহ যদীতি । যত্র
জাত্যাতিমত্বম্ তত্র বাচ্যং যথা গবাদৌ, ন ব্রহ্মণি জাত্যাতিমত্বমতস্ত্রাবাচ্যান্নিষেধেনৈব বোধাত্ম-
মিত্যাহ উপপত্তেচ্যেতি । নোচ্যতাইতি নিষেধেনৈব তস্তোপদেশ ইতিশেষঃ । জাত্যাতিমতোহর্থশ্চেব
বাচ্যম্ তত্রৈব সঙ্গতিগ্রহাদিতি প্রপঞ্চয়তি সর্বৌহীতি । অশ্রুতস্ত জাত্যাতিদ্বারোগজাতসঙ্গতে-
র্কালপন্থ ন বোধকত্বমদৃষ্টেরিত্যাহ নাশ্চ্যেতি । জাত্যাদেঃ সচ্ছন্দবিষয়ত্বমুদ্বাহরতি তদ্যথোথাদিনা ।
ব্রহ্মণ্যগোত্রমবর্ণমিত্যাদিশ্রুতে: জাত্যাতিমত্বাতাবান্ধবকবাচ্যেত্যাহ নবিতি । কেবলোনিগুণ-
শ্চেতি শ্রুতে গুণদ্বারা ব্রহ্মণোহদ্বিতীয়ত্বশাশ্রোপনিবংস্ত সিন্ধুতাদিশিষ্টস্ত সযক্ষস্ত তদ্বিস্মিত্যে-
দ্বারাপি তস্ত্রাবাচ্যেত্যাহ নচেতি । ব্রহ্মণ্যতিধাতুত্যা শব্দাপ্রবৃত্তৌ হেবগুণাব্যাহ অদ্বয়ত্বাদিতি ।
ব্রহ্মণোবাচ্যে শ্রুতিমপি সম্বাদয়তি যন্তইতি ॥ ১৩ ॥

রামানুজ ।—অথৈতচ্ছো বেদীতি বেদিতুল্যকণেন তস্ত ক্ষেত্রজন্ত স্বরূপং বিশিষ্যতে ।
অমানিহাদিভিঃ সাধনৈজ্ঞেয়ং প্রাপ্য যন্তংপ্রত্যগায়স্বরূপং তৎ প্রবক্ষ্যামি বজ্রজ্ঞাতা জন্মজন্মা-
মরণাদিপ্ৰাকৃততদ্বর্জহিতমমৃতমান্মানং প্রাপ্নোতি । অনাদি আদি যন্ত ন বিদ্বতে তদনাদি
শ্রুত্ব হি প্রত্যগায়নঃ উপপত্তি ন বিদ্বতে তত অবাস্তো ন বিদ্বতে । শ্রুতিশ্চ “ন জায়তে ম্রিয়তে বা
বিপশ্চিৎ” ইতি । মৎপরং অহং পরো যন্ত তন্মৎপরং “ইতদ্ব্যং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং ক্রীত্ব
ভূতং” ইতি হি উক্তং ভগবচ্ছরীরতয়া ভগবচ্ছেষিতকরসং হায়স্বরূপং । তথা চ শ্রুতিঃ “য আত্মনি
তিষ্ঠন্নাত্মনোহস্তরোরহমায়ান্ন নবেদ । যস্তায়ান্ন শরীরং । য আত্মানমস্তরোরহমায়তি” ইতি ।
তথা “সকারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্তকৃশ্চিচ্ছনিতা ন চাধিপঃ । প্রথমান ক্ষেত্রজপতিগুণেশঃ”
ইত্যাদিনা ব্রহ্মরূপবগুণযোগিশরীরাদর্থাস্তরভূতং স্বতঃ শরীরাদিভিঃ পরিচ্ছেদরহিতং ক্ষেত্রজত্বমি-
ত্যর্থঃ । “সচানন্ধ্যায় কল্পতে” ইতি হি শ্রুয়তে । শরীরপরিচ্ছিন্নত্বং চাস্তকৃশ্চকৃতং কথং বদ্ধানু-
জ্ঞানস্ত্যম্ । আত্ম্যপি ব্রহ্মণ্যক প্রযুজ্যতে । “সগুণান্ সমতীতৈতাতান্ ব্রহ্মত্বায় কল্পতে ।
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতসার্বায়স্যচ । ব্রহ্মভূতঃ প্রমদায়ান্ন ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি । সমঃ সপেয়ু
ভূতেষু মদ্বক্তিং লভতে পরাং ।” ইতি বচনং । “ন সত্ত্বাসত্ত্ব্যচেত” কাণ্যকারণকণাবস্থাদয়রহিত-
তয়া সদসচ্ছন্দাভ্যামায়স্বরূপং নোচ্যতে কার্যাবস্থায়ং হি দেবাদিনামকণভাক্ষেন সদিত্যুচ্যতে
তদনর্হতয়া কারণাবস্থায়ং অসদিত্যুচ্যতে । তথাচ শ্রুতিঃ “অসদ্বা ইদমগ্র আসাৎ, ততো বৈ
সদজায়ত । তদ্ব্যং তর্হি তচ্ছব্যাকৃত মাদীভ্রমায়স্বরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে ।” ইত্যাদিনা কার্য্য
কারণাবস্থাদয়স্বরূপায়ঃ কণ্যকপাবিছায়েষ্টনকৃতঃ ন স্বরূপঃ উষ্ট্র মদসচ্ছন্দাভ্যামায়স্বরূপং
নোচ্যতে । যন্তপি “অসদ্বাইদমগ্র আসাৎ” ইতি কারণাবস্থং পরং ব্রহ্মোচ্যতে তথাপি নাম
রূপবিভাগানাহিহ্মচ্চিৎচিৎস্বশরীরং পরং ব্রহ্ম কারণাবস্থমিতি কারণাবস্থায়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ
স্বরূপমপি অসচ্ছন্দবাচ্যং ক্ষেত্রজন্ত সাবস্থা কণ্যকৃত্যেতি পরিণুক্ত স্বরূপং ন সদসচ্ছন্দনির্দেশ্যং ॥ ১২ ॥

হনুমান্ ।—জ্ঞেয়মিতি । অনাদি আদিরহিতং মৎপরং যদায়কং ॥ ১৩ ॥

শ্রীধর — এভিঃ সাধনৈর্ধজ্জ্ঞেয়ং তদাহজ্ঞেয়মিতি যড়ভিঃ । যজ্ঞজ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি । শ্রোতৃবাদরসিকয়ে জ্ঞানকলং দর্শয়তি যদক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বা অমৃতং মোক্ষং প্রাপ্নোতি । কিং তৎ, অনাদিমং আদিমং ভবতীত্যনাদিমং পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম (অনাদীতোত্যাবতৈব বহুব্রীহিণা অনাদিমবে সিক্বেপি পুনর্যতুপ্ প্রত্যয়শ্চান্দসঃ) যদ্বা অনাদীতি মৎপরঞ্চৈতি পদদ্বয়ং মম বিষ্ণোঃ পরং নির্কিংশেষরূপং ব্রহ্মৈত্যর্থঃ । তদেবাহ ন সদিত্যাदि विधियुत्थेन प्रमाणस्य विषयः सच्छब्देनोच्यते इदं तद्भवविलक्षणविषयव्यादित्यर्थः ॥ १३ ॥

বলদেব ।—এবং জ্ঞানসাধনানু্যাপদিষ্ট তৈজ্ঞেয়মুপদিশতি জ্ঞেয়ং যত্নদिति । উক্তৈঃ সাধনৈর্ধজ্জ্ঞেয়মুপলভ্য কীৰ্য্যায়বস্ত পরমায়বস্ত চ তদহং প্রকর্ষণে সুবোধনয়া বক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞাত্বা অনাহমৃতং মোক্ষমশ্নুতে লভতে তত্র জীবায়বস্তৃপদিশতি অনাদীত্যর্কে কেন । নাত্যাদির্ঘস্য জীবস্যাশ্ব্যংপত্তিনাশ্ত্যস্তোহতোহপি নেতি নিত্যোহমাবিত্যর্থঃ । এবমাহ শ্রুতিঃ । “ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশির্দে”ত্যায়া । অহমেব পরঃ স্বামী যস্য তৎ । “প্রধানক্ষেত্রজগতিগুণেশ” ইতি শ্রুতিঃ । “দাসভূতো হংসরেব নাশ্ত্যৈভব কদাচনেতি” স্মৃতিশ্চ । ব্রহ্ম অপহতপাপ্যাদিনি বৃহতা গুণাষ্টকেন বিশিষ্টম্ । শ্রুতিশ্চৈবমাহ । “য আয়্যাপহতপাপ্য বিজরো বিমূর্ত্তাক্ষিশোকো বিজিঘিৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহবৈষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্য” ইতি । জীবে ব্রহ্মণকন্ত “বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদেদে”তাদি শ্রুতেঃ । “স গুণান্ সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় করতে । ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নায়ান ন গোচরিত ন কাঙ্ক্ষতি” ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ । ন সদিতি । তদ্বিশুদ্ধং জীবায়বস্ত কার্য্যাকারণায়কাবস্থাবিরহাৎ সচ্চাসচ্চ নোচ্যতে কিন্তু পরমাণুচৈতন্য গুণাষ্টকবিশিষ্টমুচ্যতে বিভক্তনামরূপং কার্য্যাবস্থং সং উপমুদিতনামরূপং কারণবস্থং ত্বদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

মধুসূদন ।—এভিঃ সাধনৈর্জ্ঞানশক্তিভিঃ কিং জ্ঞেয়মিত্যপেক্ষানামাহ জ্ঞেয়ং যত্নদিত্যাदि যড়ভিঃ । যৎ জ্ঞেয়ং মুমুক্শু তৎপ্রবক্ষ্যামি প্রকর্ষণে স্পষ্টতয়া বক্ষ্যামি । শ্রোতৃরাভিমুখী-করণায় কলেন স্তব্রাহ যৎ বক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বাহমৃতমশ্নুতে সংসারানুচ্যত ইত্যর্থঃ, কিং তৎ অনাদিমং পরং নিবতিশয়ং ব্রহ্ম সর্বতোহনবচ্ছিন্নং পরমায়বস্ত । (অনাদীতোত্যাবতৈব বহুব্রীহিণার্থনাভেহপ্যতিগমেনে নিত্যযোগে বা মতুগঃ প্রয়োগঃ) । অনাদীতি চ মৎপরমিতি চ পদং কেচিদিচ্ছন্তি । সং স গুণাং ব্রহ্মণঃ পরং নির্কিংশেষঃ রূপং ব্রহ্মৈত্যর্থঃ অহং বাসুদেবাত্মা পরা শক্তির্যজ্ঞেতি ত্বপব্যাহানং নির্কিংশেষস্ত ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতেন তত্র শক্তিমবস্থাবক্তব্যত্বাৎ । নির্কিংশেষমাহ ন সত্ত্বাসচ্চ্যতে বিধিয়ুতেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনোচ্যতে নিষেধযুতেন প্রমাণস্য বিষয়ত্বসচ্ছব্দেন ইদং তু তদ্ভয়বিলক্ষণং নির্কিংশেষত্বাৎ স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপ-ত্বাচ্চ “যতো বাচোনিবকন্তে অপ্ৰাণা মনসা সহে” তাদিশ্রুতেঃ । যস্মাত্তৎ ব্রহ্ম ন সং ভাবব্যাপ্রায়ঃ অতোনোচ্যতে কেনাপি শব্দেন মুখ্যায় বৃত্তায় শব্দ প্রযুক্তিহেতুনাং তত্রাসম্ভবাৎ, তদ্যথা গোরশ্ব ইতি বা জাতিতঃ, পচতি পঠতীতি বা ক্রিয়াতঃ, শুক্ল কৃষ্ণ ইতি বা গুণতঃ, ধনী গোমানিতি বা সম্বন্ধতোহর্থং প্রত্যায়য়তি শব্দঃ অত্র ক্রিয়াগুণসম্বন্ধভো্যাবিলক্ষণঃ সর্বোহপি ধর্মোজাতিরূপ-শব্দধিক্রপোবা জ্ঞাপিতেন সংগ্ৰহতঃ যদ্বচ্ছা শব্দোহপি ডিম্বডপিচ্ছাদিবিধং কণ্ডিককৃষ্ণং স্বায়ানং বা

প্রবৃত্তিং নির্মিতীকৃত্য প্রবর্তত ইতি সোহপি জাতিশব্দঃ, এবমাকাশশব্দোহপি তাক্ষিকাগাং যং কক্ষিকগ্নং পুরস্কৃত্য প্রবর্ততে স্বমতে তু পুণিবাতিবদাকাশবাক্তীনাং জ্ঞানানামেকজ্ঞাদাকাশশব্দমপি জাতিরেবেতি সোহপি জাতিশব্দঃ আকাশজাতিবক্তা চ দিঙ্ণাশ্চোব কাশশচ নেত্ববাদতিরচাতে, অতিরেকে বা দিকালশব্দাব্যুপাধিবিশেষবৃত্তিনিমিত্তকাবেত জাতিশব্দাণ্যেব তস্মাৎ প্রবৃত্তি-নিমিত্তচাতুর্কিবিষয়কত্বক্লিপেব শব্দঃ, তত্র ন সম্ভবাসদৃশি জাতি, নিষেধঃ ক্রিয়াগুণসম্বন্ধানামপি নিষেধোপলক্ষণার্থঃ একমেবাদিতীয়মিতি জাতি নিষেধস্তয়া। অনেন প্রত্যাহতবৃত্তেরকশ্মিন্ন সম্ভবাত্, নিষেধঃ নিষ্ক্রিয়ঃ শাস্তিমিতি গুণবিগ্রহা সম্বন্ধানাং ক্রমেণ নিষেধঃ অসংকোচায়ং পুরস্কৃত্য ইতি চ অর্থাৎ আদেশোনেতি নেতীতি চ সঙ্কনিষেধঃ, তস্মাৎ ব্রহ্ম ন কেনচিচ্ছদেনোচ্যত ইতি যুক্তং। তর্হি কথং প্রবক্ষ্যামীত্যুক্তং কথং বা শাস্ত্বোনিয়াদিতি স্থবং। যথা কথংকথংকথং শব্দেন প্রতিপাদনা-দিতি গৃহপ্রতিপাদনপ্রকাশচাশ্রয়বৎপঞ্জতি কশ্চিদেনমিত্যত্র ব্যাখ্যাতেঃ বিত্তগত্ব ভাষ্যে ব্রষ্টব্যঃ ॥ ১৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং ক্ষেত্রং ব্যাখ্যায় সচ যো যৎপ্রভাবশ্চেতু্যক্তং ক্ষেত্ররূপং তত্ত্ব মায়িকং প্রকারবহুং ব্যাচষ্টে জ্ঞেয়মিতি। এইতজ্ঞানসাধনৈবং জ্ঞেয়ং তৎপ্রাপ্যামি যং জ্ঞেয়ং জ্ঞাজ্ঞমুতং মোক্ষমশ্রুতে প্রাপোতি তস্য স্বরূপং তাবদাহ অনাদিম'দতি' আদিমং অবাক্তং তস্মাদ্ যাক্তমুৎপন্নমিতি অপরং তদন্তং অনাদিমং অনাদীতোতাভবত্বে প্রবাহনিত্যত্বমব্যক্তাদীনামপ্য-স্মৃতি তেষামনাদিতায়াং তৎপ্রতিষেধার্থং অনাদিমদিভুক্তং যত্র আদিমজ্ঞ তৎ পরজ্ঞ আদি-তৎপরে কার্যাকারণে তাভ্যামগ্নং অনাদিমংপরমিতি, অতএব পরং নির্কিংশেব ন চাপরং বিবেচয় ব্রহ্ম জিবিধপরিচ্ছেদশৃং ন সৎ প্রধান পরমাখাদিবং সন্নিতি নোচ্যতে নাপ্যসং শৃং-দসরপি নোচ্যতে তথা চ শ্রুতিঃ "নাসদাসীমো সর্বাসীতদানীঃ নাসীদজো নোব্যোমাপরো দিতি" অসঙ্কল্পিতস্য শৃংগা, সঙ্কল্পিতস্য পদানস্য রজঃ শ্রুতিতানাং পবমাপূনাং পরং বোমশক্তি-স্য অসদভিমতস্যাব্যক্তস্যাপি সৃষ্টেঃ প্রাক্ নিষেধং দর্শয়তি ॥ ১৩ ॥

নিশ্চিনাথ ।—এবং সাধনৈজ্ঞেয়ো জীবাত্মা পবমায়্যচ তত্র পবমায়ৈব সর্গগতো ব্রহ্ম-ক্ষেত্রোচ্যতে। তচ্চ ব্রহ্ম নির্কিংশেব সবিবেচক ক্রেমেণ জ্ঞানিতক্লেয়াকপান্তং। দেহগতোহপি তুভুজেন যোগঃ পরমায়শব্দেনোচ্যতে। তত্র প্রথমং ব্রহ্মজ্ঞ জ্ঞেয়মিতি অনাদি নিষিদ্ধতে হাদির্গত্ব মৎস্বরূপত্বমিত্যমিত্যর্থঃ। মৎপরং অতমেবপর উৎকৃষ্ট আশ্রয়ো যন্ত তৎব্রহ্মণোহি-তিষ্ঠাহমিতি মদগ্রিমোক্তেঃ। তদেব কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ তদ্বক্ষ্য নমং নাপ্যসং কার্যাকারণা-ণিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছন্দরাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভি-প্রায়। পূর্বে জ্ঞানের প্রশংসা কীর্তিত হইয়াছে। সেই জ্ঞানের দ্বারা কান্ পদার্থলভ্য অর্থাৎ জ্ঞাতব্য কি, এই তত্ত্ব অতঃপর কতিপয় শ্লোকে ব্রুত হইতেছে। পূর্বকথিতরূপ অমানিত প্রভৃতি মোক্ষসাধক নদুগুণ

সমূহই জ্ঞেয় নহে। অচির পূর্বে তত্ত্বাবতকেই জ্ঞানরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। চিত্তবস্তুর সহিত অমানিত্বাদির পরিচ্ছেদকল্প দৃষ্ট হই থাকে। সর্বত্রই এইরূপ দেখা যায় যে, যে বিষয়ের জ্ঞান সেই বিষয়ে সহিত জ্ঞেয় বস্তুর পরিচ্ছেদকল্প বিদ্যমান থাকে। এক বিষয়ের জ্ঞানে দ্বারা বিষয়াস্তরের উপলব্ধি হইতে পারে না। ষট্ বিষয়ক জ্ঞান দ্বা অগ্নির উপলব্ধি হয় না। সুতরাং জ্ঞানপ্রাপ্তির সাধক স্বরূপ অমানিত্ব দিকে জ্ঞানরূপে উল্লেখ করায় কোন দোষ হইবে না। তত্ত্বাবত জ্ঞানে নহকারী কারণ স্বরূপ। এক্ষণে বস্তুতঃ যাহা জ্ঞেয়, তাহার তত্ত্ব প্রকৃতি রূপে কীৰ্ত্তিত হইতেছে। যদি কেহ প্রশ্ন করেন যে, সেই জ্ঞাতব্য তত্ত্ব পরিজ্ঞান দ্বারা কি ফল লব্ধ হইবে? তদুত্তরে অপিচ শ্রোতৃচিত্তকে প্রারে চিত্ত করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, সেই জ্ঞাতব্যের ত পরিজ্ঞাত হইলে আর মরণাধীন হইতে হইবে না, অর্থাৎ মোক্ষরূপ পরম ফলপ্রাপ্তি ঘটিবে। সেই জ্ঞেয় বস্তুর কোন আদি নাই, অর্থাৎ তিনিই সর্বশ্রষ্টা তাঁহার স্রষ্টা কেহই নাই। তিনি পর অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্রহ্মই জ্ঞেয়। তন্নিম্ন আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। সেই অনার্য পরব্রহ্ম পরম জ্ঞেয়, ও তদ্বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা অমৃতরূপ ফল লব্ধ হইয়া থাকে ইত্যাকারে শ্রোতৃমন তদভিমুখী করিয়া ব্রহ্মের বিশেষত্ব ব্যক্ত করিতেছেন সেই জ্ঞেয় বস্তু সৎ নহেন, এবং তিনি অসৎও নহেন। এই শ্লোকে ভগবান্ সমুৎসাহে উচ্চস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আমি জ্ঞেয় তত্ত্ব ব্যক্ত করি তেছি। অশচ জ্ঞেয় বস্তু সৎ নহেন, অসৎও নহেন; সুতরাং তিনি কিছু নহেন; ইত্যাদি যে উক্তি ভগবানের মুখ হইতে পরিব্যক্ত হইল, তাহ তাঁহার অঙ্গীকারের অনুরূপ হইল না। ইহা দোষাবহ হয় নাই। কারণ সর্বোপনিষদ্ বাক্যের অগোচরত্ব হেতু ব্রহ্মকে “ইহা নহে” “ইহা নহে” “অস্থূল” “অণু” ইত্যাদি রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। যাহা আছে তাহাঃ সম্বন্ধে অস্তি শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে; যাহা নাই তাহার সম্বন্ধে নাস্তি শব্দ প্রযুক্ত হয়। বিপিনুখে প্রামাণ্য বিষয় সৎ শব্দে কথিত হয়, এবং নিষেধ মুখে প্রামাণ্য বিষয় অসৎ শব্দে কথিত হইয়া থাকে। এ স্থলে এই ব্যবহারই বৈলক্ষণ্য ঘটয়াছে। কারণ ব্রহ্ম নিবিশেষ স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ। ঐতিও বলিয়াছেন; “যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনস

১।” (তৈত্তিরিয়োপনিষৎ ২য় বঙ্গী) ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিবার বাক্য ও ভাষা নাই। মনুষ্য গো প্রভৃতি শব্দ দ্বারা জ্ঞাতি নির্দিষ্ট হয়, পাক করিতেছে, পাঠ করিতেছে, ইত্যাদি প্রয়োগে ক্রিয়া নির্দিষ্ট হয়, গুরু কৃষ্ণ ইত্যাদি গুণ দ্বারা এবং ধনী, গোমান্ প্রভৃতি সম্বন্ধ দ্বারা বস্তু নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মের সম্বন্ধে জ্ঞাতিবাচক ক্রিয়াবাচক গুণ বা সম্বন্ধবাচক কোন শব্দ নির্দেশ করিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ তিনি তদ্বিলক্ষণ অর্থাৎ তদতিরিক্ত। তিনি সং এবং অসং এই বাক্যে তাঁহার জ্ঞাতি, ক্রিয়া ও গুণাদিরাহিত্য সূচিত হইল। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে, ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যক্ত করিবার কোনই শব্দ নাই। তাহা হইলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবান্ এ স্থলে জ্ঞেয়ের তত্ত্ব ব্যক্ত করিতেছি। এরূপ কেন বলিলেন? বেদান্ত শাস্ত্রে কেনই বা “শাস্ত্রযোনিহ্মাং” (বেদান্ত-দর্শন ১ম অধ্যায় ১ম পাদ ৩ সূত্র) এই সূত্রের অবতারণা হইল? তাহার উত্তর এই যে, কথঞ্চিং রূপে ব্রহ্মলক্ষণ প্রতিপাদনই উদ্দেশ্য। স্বরূপতঃ তাঁহার তত্ত্ব পরিকীর্তন উদ্দেশ্য নহে।

মূলে অনাদিমং পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। অনাদি শব্দ দ্বারাই অর্থ পরিব্যক্ত হইতে পারিত, তথাপি মতুপ্ প্রত্যয়ে কেন হইল ইহা অবশ্য জিজ্ঞাস্য। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্যের মতে বহুব্রীহিসমাস নিম্পন্ন অনাদি পদের উত্তরে মতুপ্ প্রত্যয়ের কোন সার্থকতা নাই; ইহা কেবল শ্লোক পূরণার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী ইহাকে ছান্দস প্রয়োগ বলিয়াছেন; এবং পূজ্যপাদ মধুসূদন বলেন যে, বহুব্রীহি দ্বারা অর্থগিন্ধি হইলেও অতি-শয়ার্থে এবং নিত্যযোগার্থেই পুনর্বার মতুপ্ প্রয়োগ হইয়াছে। পূজ্য-পাদ শ্রীমদ্রীলকঠ বলিয়াছেন যে, কেবল অনাদি বলিলে অব্যক্তাদিরও প্রকৃতি প্রবাহ নিত্যত্ব প্রতিপন্ন হয়। সেই অব্যক্তাদির অনাদিত্ব প্রতি-ষেধ করিবার অভিপ্রায়েই অনাদিমং এই রূপ প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা পরবর্তী “পরং” পদ এতৎ সহ গ্রহণ করিয়া আদিমং এবং পরং এতদুভয়ের দ্বন্দ্ব সমাস করিলে আদিমং এবং পর অর্থাৎ কার্য্য ও কারণ, এইরূপ অর্থ হয়। এতদুভয়াপেক্ষা যিনি অন্য অর্থাৎ স্বতন্ত্র তিনিই ব্রহ্ম। পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্য বলদেব এবং বিশ্বনাথ “অনাদিমংপরং” ইহার বিশেষ পূর্বক অনাদি ও মংপরং এই উক্ত পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে এই

রূপ অর্থ সিদ্ধ হয় যে, বাসুদেবরূপী আমি বাঁহাদিগের স্বামী বা শক্তি স্বরূপ তাঁহারা ইহং পর ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্ভাষ্যের অভিপ্রায় । শ্রীভগবান্ বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে “এতদ্ব্যোবেত্তি” বাক্যে বেদিতৃর লক্ষণ নির্দেশ পূর্বক ক্ষেত্রজের স্বরূপ পরিস্ফুট করিতেছেন । অমানিত্বাদি সাধনা দ্বারা যে প্রত্যগাত্মস্বরূপ জেয় পদার্থের পরিজ্ঞান জন্মে, তাঁহার তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিতেছেন । বাঁহার আদি নাই তিনি অনাদি । প্রত্যগাত্মার উৎপত্তি নাই মূর্তরাং অন্তও নাই । ঋতি বলিয়াছেন, “ন জায়তে ত্রিযতে বা বিপশিৎ” (২য় অধ্যায় ২০ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) আমিই তাঁহার পরম বস্তু । পূর্বে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, “অপরেয়মিতস্তূন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাং কীবভুতাম্” (৭ম অধ্যায় ৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ভগবানের শরীরস্বরূপতা হেতু এবং তাঁহারই সহিত একরস সম্পৃক্ত হওয়ায় আত্মা ভগবানেরই স্বরূপ । ঋতি বলিয়াছেন, “য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনোহন্তরোহয়মাত্মা ন বেদ । বস্ত্রাত্মা শরীরং । য আত্মানমন্তরো বসয়তি” অপিচ স “কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্ত কশিচ্ছনিতা নচাধিপঃ । প্রধান ক্ষেত্রজপতি গুণেশঃ” (যেতাস্থিতরোপনিষৎ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ৯। ১৬ঋতি) অর্থাৎ যিনি আত্মার মধ্যে অবস্থিত হইয়াও আত্মাকে জানেন না । আত্মা বাঁহার শরীর । যিনি অন্ত-স্বামীরূপে আত্মার নিয়মন করেন । অপিচ কারণ সহকৃত কারণেরও তিনি অধিপতি, তাঁহার কেহই জনয়িতা বা অধিপতি নাই । তিনি প্রধান ক্ষেত্রজ পতি এবং গুণেশ । এতাবত ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, ব্রহ্ম রহস্যগুণ যুক্ত, শরীর হইতে স্বতন্ত্র এবং শরীরের সহিত পরিচ্ছেদ রহিত ক্ষেত্রজ তত্ত্বস্বরূপ । ঋতি বলিয়াছেন, “সচানন্তায় কল্যাতে” অর্থাৎ সেই পর ব্রহ্মই অনন্ত স্বরূপ । স্বকীয় কর্মজনিত তাঁহার শরীর বন্ধন ঘটয়া থাকে, এবং কর্মবন্ধন মুক্ত হইলে তিনি অনন্ত প্রাপ্ত হন । “সগুণানু সমতীতৈতান্” (১৪ অধ্যায় ২৬ শ্লোক) “ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং” (১৪ অঃ ২৬ শ্লোক) “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা নশোচতি” (১৪ অধ্যায় ৫৪ শ্লোক) “সমঃসর্কেষু ভূতেষু” (১৩ শ অধ্যায় ২৭ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে ভগবান্ এই অর্থ পরিস্ফুট করিয়াছেন । তিনি সৎ নহেন অসৎও নহেন । কার্য্যকারণরূপ অবস্থা-বয়ের রাহিত্য হেতু আত্মা সদসংপদ বাচ্য নহেন । কার্য্যাবস্থায় তিনি

বিবিধ দ্বেবাদি নামরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং তদবস্থায় তিনি মৎ। কারণাবস্থায় নামরূপাদির অব্যবহাৰে তু তিনি অসৎ। শ্রুতি বলিয়াছেন, “অসৎ ইদমগ্র আসীৎ তাতো বৈ সদজায়ত। তদ্যদং তর্হি তর্হ্যবারুত মাসীত্তমামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়তে” (তৈত্তিরিয়োপনিষৎ ২য় বন্ধী) ইহার ভাবার্থ এই যে, অগ্রে অসৎ ছিলেন। তদনন্তর মৎ উৎপন্ন হইলেন। তিনি অবিকারী ছিলেন, পরে নামরূপের দ্বারা বিকারী হইলেন। কার্য কারণরূপ অবস্থাবশতঃ ব্রহ্ম কৰ্মরূপ বিদ্যা দ্বারা বেষ্টিত থাকেন; বস্তুতঃ স্বরূপতঃ তাঁহার কোনই অবস্থা নাই; সুতরাং সদস্য শব্দ দ্বারা আত্মার নির্দেশ করা যায় না। যদি উল্লিখিত “অসৎ ইদমগ্র আসীৎ” এই শ্রুত্যাঙ্ক দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কারণাবস্থায় পরব্রহ্মরূপে তিনি বিদ্যমান থাকেন, তথাপি নামরূপরহিত চিৎস্বরূপে তিনি অবস্থিত থাকেন। সুতরাং তদবস্থাতেও ক্ষেত্রজ্ঞের মূল হইলেও তিনি অসৎ শব্দ বাচ্য। ক্ষেত্রজ্ঞরূপে কৰ্ম্মানুষ্ঠানকারী তিনি তদবস্থ। কিন্তু পরিশুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার কোনই কৰ্ম্ম থাকে না; এজন্ত তিনি সদস্য শব্দের বাচ্য নহেন।

এই শ্লোক উপলক্ষে দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদ ও বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, যে তিন সাম্প্রদায়িক জ্ঞানার্থীর শাসনাধীনে প্রধানতঃ ভারতের আধ্যাত্মানুগণ পরিচালিত হইতেছেন, তাঁহাদিগের মতের বিভিন্নতা অনুধাবন করিবার বিশেষ সুযোগ হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অদ্বৈতবাদিগণ জীবেশ্বরের একত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং বর্তমান শ্লোকে “অনাদিমৎ” পদ সিদ্ধ করিয়া আপনাদিগের অভিপ্রায়ের সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান্ রামানুজ প্রভৃতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদিগণ মানব শরীর মধ্যস্থ আত্মার ও পরব্রহ্মের বিভিন্নতা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যগাত্মা যে পরমাত্মারই শরীর স্বরূপ, এবং তাঁহারই অনুরূপ ইহাই প্রতিপাদন করিয়া বিশেষতঃ প্রদর্শন করিয়াছেন। বলদেব প্রভৃতি দ্বৈতবাদিগণ জীবেশ্বরের সম্পূর্ণ বিভিন্নতা প্রতিপাদন করিয়া পরব্রহ্মকে স্বামী এবং জীবকে অধীনরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। এই তিন স্বতন্ত্র মতের যে সম্বন্ধ পার্থক্য রহিয়াছে, তাহা প্রাধান্য সহকারে আলোচনা করা আবশ্যক। পূর্বে এই গ্রন্থের নানা স্থানে এই সকল কথা বিভিন্নভাবে পরিব্যক্ত হইয়াছে। এখানে ঈদৃশিতে সূচিত হইল।

মূলে পরব্রহ্মের সম্বন্ধে সদস্য পদ প্রযুক্ত হইয়াছে । যাহা সৎ, তাহা কখনই অসৎ হইতে পারে না ; এবং যাহা অসৎ তাহা কখনই সৎ হইতে পারে না । পরব্রহ্ম নিত্য সৎ পদার্থ । তাঁহার সম্বন্ধে এই দুই বিরোধী পদের প্রয়োগ হওয়া অসঙ্গত বলিয়া মনে হইতে পারে । এই ক্ষুদ্র ভাষ্য ও টীকাকৃত মহাত্মাগণ এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন । এক সম্প্রদায় দেখাইয়াছেন, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তাঁহাকে বুঝিতে বা বুঝাইতে কোনই ভাষার সাহায্য পাওয়া যায় না, তাঁহার সম্বন্ধে এই গীতাগ্রন্থে শ্রীভগবান্ “আশ্চর্য্যবৎ পশুতি” ইত্যাদি বাক্য পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে কখন সৎ কখন বা অসৎ যাহা কিছু বলা যায় তাহাতে কিছু দোষ হয় না । যে সংস্করণ পরম পুরুষ হইতে অসং-
 দ্রুপ সংসারের ক্ষুর হইয়াছে, এবং যে সচ্চিদানন্দ পরিদৃষ্টমান অসৎ সমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাকে সৎ বা অসৎ উভয় নামেই উল্লেখ করা যাইতে পারে । আর এক সম্প্রদায় বলেন কার্য ও কারণরূপ দুইটি অবস্থা । কার্যরূপে তিনি সৎ এবং কারণরূপে তিনি অসৎ । জগতের যত কিছু কার্য সকলই তাঁহার ইচ্ছায় ঘটতেছে । তিনি দেবাদি রূপ পরিগ্রহ করিয়া সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াদি কার্য নির্বাহ করিতেছেন । এই রূপ কার্যকালে তিনি সংরূপে বিবিধ উপাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । কিন্তু যখন তিনি কারণরূপে বিদ্যমান, তখন তাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, স্মরণ্য তিনিই অসৎ । উভয় পক্ষই শ্রোত প্রমাণাদি দ্বা । আপনাদিগের মত সমর্থন করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

—(০)—

সর্বতঃ পানিপাদন্তঃ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাস্ত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

অর্থঃ :—তৎ (ব্রহ্ম) সর্বতঃ (সর্বত্র) পানিপাদং (করচরণ-
 বিশিষ্টং) সর্বতঃ (সর্বত্র) অক্ষিশিরোমুখং (নেত্রমস্তকমুখযুক্তং)
 সর্বতঃ (সর্বত্র) শ্রুতিমঃ (শ্রাণেন্দ্রিয়সংযুক্তং) লোকে (বিশ্বে)
 সর্বং আস্ত্য (ব্যাপ্য) তিষ্ঠতি ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—সেই ব্রহ্ম সর্বত্র হস্ত-পদ-বিশিষ্ট । সর্বত্র চক্ষু-মস্তক-
মুখ-শ্রুত সর্বত্র অবগেন্দ্রিয়বান্, বিশেষ সমস্ত ব্যাপ্ত-করিয়। অব-
স্থিত ॥ ১৪ ॥

বাখ্যা ।—সেই পরম ব্রহ্মের হস্তপদ সর্বত্র প্রসারিত, সর্বত্র
গাঁহার মুখ চক্ষু মস্তক বিদ্যমান, তাঁহার অবগণ সকল স্থানে প্রতিশক্তি
। প্ৰায়, এবং তিনি বিশ্বের সমস্ত পদার্থে ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত
হিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—সঙ্কল্পপ্রত্যয়বিষয়ভাবস্বাপেক্ষায়াং জ্ঞেয়স্য সর্বপ্রাণিকরণোপানিবারেণ
দত্তিহ্ম প্রতিপাদয়ন্তদাংশ্চানিবৃত্তার্থমাহ সর্বত ইতি । সর্বতঃ পানিপাদস্তং সর্বত্র পানয়ঃ
। দাস্যোতি সর্বতঃ পানিপাদস্তং জ্ঞেয়ম্ সর্বপ্রাণিকরণোপানিভিঃ ক্ষেত্রজ্ঞাত্বং বিভাব্যতে,
ং ক্ষেত্রজ্ঞত্বং ক্ষেত্রোপাধিত উচ্যতে, ক্ষেত্রঞ্চ পানিপাদভিত্তিরনেকধা ভিন্নঃ ক্ষেত্রোপাধিতেদ-
তং বিশেষজাতঃ মিথ্যাব ক্ষেত্রজ্ঞাসাতি তদপনয়নেম জ্ঞেয়বৃত্তম্ ন সং তদ্বাস্তব্যতে ইতি
। পানিকৃতং মিথ্যাক্রমপ্যাবস্থিধিগম্য জ্ঞেয়ধর্মবৎ পরিকল্পোচ্যতে সর্বতঃ পানিপাদমিত্যাদি,
থাহি সম্প্রদায়বিদাং বচনমদ্যারোপাপবাদাত্যাং নিস্পৃগং প্রপঞ্চতে ইতি । সর্বত্র সর্বদেহা-
গ্রবতেন গম্যমানাঃ পানিপাদয়োঃ জ্ঞেয়শক্তিসম্ভাবনিসমিত্তশকার্যা ইতি জ্ঞেয়সম্ভাবে বিশানি
জ্ঞেয়সোভ্যুপচারত উচ্যতে তথা ব্যাখ্যায়মন্তং সর্বতঃ পানিপাদম্ তং জ্ঞেয়ং সর্বতোহক্ষিণিরো-
খং সর্বতোহক্ষীণ শিরাংসি মুখানি চ যস্য তং সর্বতোহক্ষিণিরোমুখং সর্বতঃ শক্তিমদিত
র্বত্র প্রতিমজ্জতিঃ শ্রবণেন্দ্রিয়ং তং বিশ্বতে যস্য তং প্রতিমল্লোকে প্রাণিনিকায়ে সর্বমাবৃত্ত্য
ব্যাপ্য তিষ্ঠতি হিতং লভতে ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি ।—সর্ববিশেষরহিতস্তাবাঙ্ মনসগোচরস্ত অদৃষ্টেঃ দৃষ্টেচ বিপরীতস্ত শাস্ত্রে
কণঃ শূন্যে প্রত্যেকেন্দ্রিয়প্রভৃতিহেতুত্বেন কল্পিতদৈতসঙ্কল্পিপ্রদেবেনধরত্বেন চ সৎ
শরদাদৌ বেহাদীনঃ প্রবৃত্তিমতাং রথাদিবদচেতনানাং প্রেক্ষাপূর্ণক প্রবৃত্তিমতাং চেতনাবিহীতত্ব-
হুমিমানস্তং প্রত্যক্চেতনং ব্রহ্মেত্যাহ সঙ্ক্ষেতি তদন্তিহ্মমিতি ব্রহ্মকোজ্ঞেয়ব্রহ্মার্থঃ তদাশ্চেতি
। জ্ঞেয়নাসম্বদ্যতে । নহু সর্বদেহেহু পানিপাদমন্তেতি কথংপানীনাঞ্চ পাদানাঞ্চ দেহবৃত্তে-
। অধর্মতঃ তদাহ সর্বোতি । করণপ্রবৃত্তীরথাপিপ্রবৃত্তিবৎ প্রেক্ষাপূর্ণক প্রবৃত্তিমতাকচেতনাদিত্য-
। ঈর্ষিক্যার্থঃ । উক্তপ্রবৃত্ত্যা চেতনাস্বিত্তিসম্ভাবপি কথং ক্ষেত্রজ্ঞাত্বমিত্যাশঙ্ক্য চেতনবৈত-
ক্ষোপাদিনা ক্ষেত্রজ্ঞত্বাকচেতনাত্ত্বং তদন্তিহ্মমিতি ব্রহ্মকোজ্ঞেয়ব্রহ্মার্থঃ । তস্য ক্ষেত্রোপাদিদেহপি
থে পানিপাদাক্ষিণিরোমুখাদিমহুমিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষেত্রোজ্ঞেতি । অতশ্চেপানিত্ত্বম্ ন বিশেষোক্তি-
রিত্যেষঃ । কথং তর্হি নসমস্তাসমিতি নির্দিশেষোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষেত্রোজ্ঞেতি । পানিপাদাদি-
দমোপাদিকং মিথ্যাচেতং জ্ঞেয়প্রবচনাদিকারে কথং তত্ত্বকিরিত্যাশঙ্ক্যাহ উপাদীতি । মিথ্যাক্রম-

মপি জ্ঞেয়বস্তুজ্ঞানোপযোগীতাত্র বুদ্ধসম্মতিমাহ তথাহীতি । পাণিপাদাদীনামন্তগতানামাশ্বখ্যে-
নারোপ্য ব্যপদেশে কোহেতুরিতি চেৎ তত্রাহ সর্বজ্ঞেতি জ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণঃ শক্তিসম্মিধিমাঞ্জেণ
প্রবর্তনসাম্যাং তদসৎ নিমিত্তীকৃত্য স্বকাৰ্য্যবজ্ঞোভবন্তি পাণিপাদমহীতি কৃত্তেতি যোজন্য ।
সর্বতোহক্ষীত্যানাবুক্ৰমতিবিশতি "তথেন্তি । তৎজ্ঞেয়ং যথা সর্বতঃ পাণিপাদমিতি ব্যাখ্যাতঃ
তথেক্তাক্ষমেব স্পষ্টয়তি সর্বতইতি । সর্বতোহক্ষীত্যান্দেয়ক্ষার্বাহ সর্বতোহক্ষীতি । অক্ষিপ্ৰবত্ত-
মবশিষ্টজ্ঞানেজ্রিয়বস্তু পাণিপাদমুখবস্তুকাবশিষ্টকর্মেজ্রিয়বস্তু মনোবুদ্ধাদিমন্তস্য চোপলক্ষণং ।
একস্য সর্বতঃ পাণ্যাদিমন্তঃ সাধয়তি সর্মমিতি ॥ ১৪ ॥

রামানুজ ।—সর্বতঃ পাণিপাদং তৎপরিণুক্তাস্বরূপং সর্বতঃ পাণিপাদকার্য্যং
তথা সর্বতোহক্ষিশিরোমুখং সর্বতঃ শ্রুতিমৎ সর্বতশ্চক্ষুর্দাদি কার্য্যকৃতং "অপাণিপাদোজবনো
গ্রহীতা পশ্চাতচক্ষুঃ স্পৃগোতঃ কর্ণঃ" ইতি পরস্য ব্রহ্মণোহপাণিপাদস্তাপি সর্বতঃ পাণিপাদাদি
কার্য্যকর্তৃষু শ্রয়তে । প্রত্যগায়নোহপি পরিণুক্তস্ত তৎসাম্যাপত্ত্য সর্বতঃ পাণিপাদানি
কার্য্যকর্তৃষু শ্রুতিসিদ্ধমেব । তথা "বিদ্বান্ পূণ্যপাণে বিদ্যুঃ । নিরঞ্জনঃ পরমম্ সাম্যমুপৈতি"
ইতি শ্রয়তে । "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ" ইতি চ বক্ষ্যতে । লোকে সর্মমাবৃত্য
তিষ্ঠতীতি যদ্বজ্ঞাতঃ তৎসর্মং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি পরিণুক্তস্বরূপং দেহাদিপরিচ্ছেদরহিততয়া সর্মগত-
মিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হুমান্ ।—সর্বতঃ পাণিপাদমিতি । সর্মব্যাপাত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

ক্রীধর ।—নব্বং ব্রহ্মণঃ সদসম্মিলক্ষণযে সতি "সর্মং খবিনম্ ব্রহ্মবেদং সর্মমি"ত্যাঙ্গি
শ্রুতিসিদ্ধকথ্যেত্যোক্ত্য "পরস্য শক্তিবিধিবে শ্রয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চে"ত্যাঙ্গিশ্রুতি-
প্রসিদ্ধয়া অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্মায়ত্ম তস্য দর্শয়গ্রাহ সর্মত ইতি পঞ্চভিঃ । সর্মতঃ সর্মত্র পাণয়ঃ
শাশ্বতস্য তৎ সর্মতোহক্ষাপি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ সর্মতঃ শ্রুতিমৎ প্রবণেজ্রিয়েযুক্তং
সৎ লোকে সর্মমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি সর্মব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বলদেব ।—অথ পরমাত্মবস্তুশুদিশতি সর্মতঃ পাণ্যিতি । তৎ পরমাত্মবস্তু সর্মতঃ
পাণিপাদমিত্যাঙ্গি বিস্কৃট্যর্থম্ ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন ।—এবং নিরূপাদিকস্য ব্রহ্মণঃ সচ্ছন্দপ্রত্যয়াবিষয়ত্বাদস্বাশঙ্কায়ঃ নাসদিত্য-
নেনাপান্তারামশ্চি বিস্তরেণ তদাশঙ্কানিবৃত্যর্থঃ সর্মপ্রাণিকরণোপাধিয়ারেণ চেতনক্ষেত্রজ্ঞরূপতয়া
তদন্তিত্বং প্রতিপাদয়গ্রাহ । সর্মত্র সর্মেষু দেহেষু পাণয়ঃ পাদাশ্চাচেতনাঃ স্বব্যাপ্যায়েষু
প্রবর্তনীয়া যস্য চেতনস্য ক্ষেত্রজস্য তৎ সর্মতঃ পাণিপাদং জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম সর্মচেতনপ্রবৃত্তীনাম্
চেতনাধিষ্ঠানপূর্ককথাগম্নি ক্ষেত্রজ্ঞে চেতনে ব্রহ্মণি জ্ঞেয়ে সর্মচেতনবর্গপ্রযুক্তিহেতৌ নান্তি
নান্তিতাশঙ্ক্যর্থঃ, এবং সর্মতোহক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য প্রবর্তনীয়ানি, এবং সর্মতঃ
শ্রুতয়ঃ প্রবণেজ্রিয়াণি যস্য প্রবর্তনীয়েন সন্তি তৎ সর্মতোহক্ষিশিরোমুখং সর্মতঃ শ্রুতিমল্লোকে
সর্মপ্রাণিকারেণ একমেব নিত্যং বিবৃক্ষ সর্মচেতনবর্গং আবৃত্য স্বসত্তয়া ক্ষুর্ভ্যা চাধ্যাসিকেন
সৎক্ষেপে ব্যাপ্য তিষ্ঠতি নির্দিকারমেব স্থিতিং লভতে ন তু স্বাধ্যাত্তস্য জড়প্রপঞ্চস্য দোষেণ

গুণেন বাহুগুণদ্বৈতেনাপি সংবধ্যত ইত্যর্থঃ, যথা চ সৰ্ব্বেষু দেহেষুৈকমেব চৈতন্যং নিত্যং চ ন
প্রতিদেহং ভিন্নং তথা প্রপঞ্চিতং শ্রাক্ ॥ ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং সচ য ইত্যেতৎ ক্ষেত্রজস্বরূপমপাত্তসমস্তবিশেষধর্মুপাদায় যৎ প্রভাব
ইতি প্রতিজ্ঞাতং তত্র প্রভাবঃ বৈশ্বরূপালক্ষণমুপাদয়তি সৰ্ব্বত ইতি, সৰ্ব্বতঃ সৰ্ব্বাশু
স্বপ্ন অতর্কহিচ্ পাণয়ঃ পাদাশ্চাত্ত সতীতি সৰ্ব্বতঃ পাণিপাণং এবং সৰ্ব্বতোহক্ষীণি
শিরাসি মুখানি চ যস্য তৎসৰ্ব্বতোহক্ষশিরোমুখং, সৰ্ব্বতঃ প্রতিমং প্রবণবৎ লোকে সৰ্ব্বমু
আবৃত্তা ব্যাপ্য তিষ্ঠতি তথা স্বপ্নদৃক্ তৈজসোবাসনাময়েনৈব পাণিপাদাদিনা স্বাপ্নপ্রপঞ্চমুভবতি
তস্য বজ্রাশ্রংকালে উপাধিতুপি গুণতমেব পাণিপাদাদিকং তদেবং স্থলপ্রপঞ্চাত্তবঃ সংস্কারা-
ধীনদ্বারা বাসনাময়স্য প্রপঞ্চস্য কারণমিতি বীজাকুরন্যায়েনানয়োরন্যোন্যস্মিন্ সত্ত্বাভো অন্যান্য-
কারণত্বকাতীতি ; এবং সকল প্রাণিধীবাংসনোপরক্তাঙ্কানোপাধিকচৈতন্যং সকল প্রাণিধী-
বাসনাময়ং সমষ্টি স্বপ্নপ্রপঞ্চমেব ভাসয়তি অম্যচোপাধিতুং ব্রহ্মাশ্রংগত সকলপ্রাণিপাণিপাদা-
দিকমেব, এবং পূর্ববৎ স্থলস্বপ্নয়োরপি সমষ্টিপ্রপঞ্চয়োরন্যোন্যং বীজাকুরন্যায়েন কার্যাকারণভাব-
মনোন্যাস্যানোন্যস্মিন্ সত্ত্বাশ্রংকতিপ্রত্যেকং ভগবতা ভাব্যাকারেণ, সকলপ্রাণিকরণে-
পাধিধারেণ জ্ঞেয়ব্রহ্মগোহিত্ত্বং প্রতিপাদ্যত ইতি, কার্যদ্বারা কারণাতিভ্রমিত্বো চ কারণো
ভাবোহুপাপন্নাত অনাদিমংপরং ব্রহ্ম ন সত্ত্বাসহচ্যতে ইতি, নহু “প্রাকালনাদি পঞ্চত
দূরাদম্পর্শনং বরং” ইতি ন্যায়েন ব্যর্থত্বর্হি কারণোপজ্ঞাস ইতি চেৎ ন, তং বিনাশুকাধিপরাধোগাৎ
শাখাচক্রভ্রাত্নেন হি সগুণং নিগুণত্ব বহ্ননোজ্ঞাপকং যথোক্তঃ ভাষ্যে, “উপাধিকৃতং মিথ্যারূপ-
মপ্যতিপ্রাধিগম্য জ্ঞেয়ধর্মবৎ পরিকল্পোচ্যতে সৰ্ব্বতঃ পাণিপাদমিত্যাदि তথাহি সম্প্রদায়বিদ্যাং
বচনমধ্যারোপাপবাদাভ্যাং নিস্তপঞ্চং প্রপঞ্চ্যত” ইতি ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—নষেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণভেদসি “সর্বংখবিদং ব্রহ্ম ব্রহ্মৈবেদং সর্বং”
ইত্যাদি শ্রুতীর্কিরুধ্যোত ইত্যশঙ্ক্য স্বরূপতঃ কার্যাকারণাতীতত্বেহপি শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ
কার্যাকারণাত্মকমপি তদিত্যাহ। সৰ্ব্বত এব পাণয়ঃ পাদাশ্চ যত্ন তৎ ব্রহ্মাদিপিপীলিকান্তানং
পাণিপাদবুলৈঃ সর্বত্র দৃষ্টেইব তদ্বৈক্যবাসংখ্যাপাণিপাদৈবযুক্তং ইত্যর্থঃ। এবমেব সর্বতোহ-
ক্ষীতাদি ॥ ১৪ ॥

ভ্যংপর্য্য ।—পূর্ব শ্লোকে পরব্রহ্মস্বরূপ পরম জ্ঞেয় বস্তুর সম্বন্ধে সদসৎ
পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। নিরুপাধিক পরব্রহ্মের সম্বন্ধে সদ্ভূপ প্রত্যয়ের অভাব
হেতু অর্থাৎ তাঁহাকে “ন সৎ” বলিয়া উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গেই আশঙ্কা
উপস্থিত হয় যে, তবে তিনি অসৎ। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্ত সম-
কালেই বলা হইয়াছে যে, তিনি “ন অসৎ” অর্থাৎ অসৎও নন। পরব্রহ্ম
সম্বন্ধে অসদ্ভূপ আশঙ্কা বিশদরূপে নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে এই
অবতারণা হইতেছে। ইহাতে প্রদর্শিত হইতেছে যে, তিনি সৎ

হউন বা অসং হউন, এই বিধের সৰ্ব্বত্র তিনি অনুসৃত, এবং সৰ্ব্বক্ষেত্রে সেই জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রজ সৰ্ব্বৈশ্বর্যরূপে ক্রিয়াশীল । তিনি যাবতীয় চেতন পদার্থের হস্ত ও চরণস্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহারই চৈতন্ত্যে যাবতীয় চেতনবর্গ স্ব স্ব চেষ্টায় বিনিযুক্ত ও অভিষ্ট সাধনে সক্ষম । অচেতনবর্গও তাঁহারই শক্তিতে পরিবর্তন রূপান্তর প্রাপ্তি ও পরিবর্দ্ধন প্রভৃতি অবস্থান্তর পরিগ্রহ করিতে সমর্থ । অতএব চেতনাচেতন সকলই তাঁহার প্রভাবে বর্ত্তমান, সেই জ্যেষ্ঠ ক্ষেত্রজ ব্রহ্ম সম্বন্ধে নাশ্তি নাশ্তিরূপ আশঙ্কা অমূলক । সেই ব্রহ্মের নয়ন, মস্তক ও মুখ সৰ্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, এবং তাঁহার শ্রুতি অর্থাৎ কর্ণও সৰ্ব্বত্র প্রবর্ত্তিত । এই বিধে সকলের শরীর অধিকার করিয়া এমন কি অচেতনবর্গকেও স্বকীয় শক্তিতে আরত করিয়া সেই পরব্রহ্ম বিরাজিত রহিয়াছেন । তিনি নির্লিকার ভাবে আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া স্বীয় সত্ত্বাধারা ক্ষুদ্রিত হইয়া ব্যাপিয়া রহিয়াছেন । নতুবা এ জড় প্রপঞ্চের দোষ বা গুণ কোন কারণই সেই পরম পুরুষকে অগুমাত্র বদ্ধ করিতে সমর্থ নহে । পূর্বে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সেই নিত্যপুরুষ সৰ্ব্বদেহে এক ভাবেই অবস্থিত ; এবং দেহভেদে তিনি বিভিন্ন নহেন ।

প্রত্যুত পরমেশ্বরের হস্ত পদাদি কিছুই নাই । শ্রুতিও বলিয়াছেন, “অপাণিপাদৌজবনো এহীতা পশ্চাত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ ।” (খেতা-শ্বতরোপনিষৎ ৩য় অধ্যায় ১৯শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ এই যে, পদ না থাকিলেও তিনি গতিশীল, হস্ত না থাকিলেও তিনি গ্রহণক্ষম, চক্ষু না থাকিলেও দর্শনপটু, কর্ণ না থাকিলেও শ্রবণকুশল । এই পরব্রহ্ম জড়াত্মক বিধ আরত করিয়া ইহার সৰ্ব্বত্র প্রবিষ্ট রহিয়াছেন । তাঁহারই শক্তিতে দেহধারী জীবগণ স্ব স্ব হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় গ্রাম সহকারে অভীক্ষিত কার্য্য নির্বাহ করিতেছে, ও জীবন প্রবাহ প্রবাহিত রাখিয়াছে । যাহাকে সং নহেন বলিয়া উল্লেখ করিলে অসন্তের আশঙ্কা হয়, তিনি বস্তুতঃ পরম সংস্বরূপে সৰ্ব্বত্র ব্যাপ্ত ও বিরাজমান । তথাপি তাঁহাকে সং বলিয়া নির্দেশ করা সম্ভব নহে । কারণ সংও একটী ধর্ম্ম উপাধি এবং বিশেষণ । যাহাকে কোন ধর্ম্মই আশ্রয় করিতে পারে না, কোমরূপ অধ্যাস বা উপাধির প্রলেপ যাহাতে যুক্ত হইতে পারে না, কোনরূপ বিশেষণে যাহার বিশেষত্ব সমর্থন করিতে পারে না, তাঁহাকে সং বলিয়া নির্দেশ

পরিবারও উপার নাই। ভাষাবান্ সাধকগণ বহুকালের আয়াসে ও
সাধনায় তাঁহার ভাব কথঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু সে ভাব
সংকল্প করিবার কোনই ব্যবস্থা নাই। যে যে বাক্যে অক্লান্তই পরিব্যক্ত
ইহা থাকে, তাহাতে তাঁহার অসম্পূর্ণ ভাবই প্রকটিত হয়; তাঁহার সম্পূর্ণ
ভাব ব্যক্ত করা অসম্ভব ॥ ১৪ ॥

—(০)—

সর্বেশ্বর্যগুণাভাসং সর্বেশ্বর্যবিবর্জিতং ।

অসঙ্কং সর্বভূতৈব নিগুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৫ ॥

অর্থ ।—[তং] সর্বেশ্বর্যগুণাভাসং (সর্বেশ্বর্য ইশ্বর্যগুণানাং
ভাসকং) সর্বেশ্বর্যবিবর্জিতং (সর্বেশ্বর্যরহিতং) অসঙ্কং (সঙ্ক-
শূন্যং) সর্বভূতং (সর্বাধারভূতং) চ এব নিগুণং (সত্ত্বাদিগুণবর্জিতং)
গুণভোক্তৃ (সত্ত্বাদিগুণানাং পালকং) চ ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—[তিনি] সকল-ইশ্বরের-গুণের-ভাসক সর্বেশ্বর্য-
রহিত, সঙ্কশূন্য, সকলের-আধার-স্বরূপ, এবং নিগুণ ও গুণসমূহের-
পালক ॥ ১৫ ॥

বাখ্যা ।—সেই পরমাশ্রী ইশ্বর্য সমূহের গুণের অবভাসক অর্থাৎ
তিনি সর্বেশ্বর্য বিহীন, তিনি নির্গুণ অর্থাৎ সকলের আধার স্বরূপ ;
তিনি নিগুণ, অর্থাৎ জীবরূপে গুণভোক্তা ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—উপাদিতপাণিপাদাকীর্ণিরাখ্যারোপণমুদ্রেরত তদ্ব্যাক্ষর্য্য মাহুদিতো-
মর্থঃ শ্লোকঃ সর্বেশ্বর্যেতি । সর্বেশ্বর্যগুণাভাসং সর্বাণি চ তানীশ্বর্যগি শ্রোত্রাদীনী
কীর্ণিরাখ্যেতিরাখ্যাত্বঃকরণে চ বুদ্ধিমতী জ্ঞেয়োপাদিতস্য তুল্যত্বাৎ সর্বেশ্বর্যগ্রহণেন গৃহ্যেতে
পি চাস্তঃকরণোপাদিত্যেবৈব শ্রোত্রাদীনামপি উপাদিত্যাতোহস্তঃকরণবহিঃকরণোপাদিত্বভূতৈঃ
সর্বেশ্বর্যগুণৈরধ্যাবসায়সঙ্কল্পপ্রবণচনাভিতরবভাগত ইতিঃ সর্বেশ্বর্যগুণাভাসং সর্বেশ্বর্য-
পারৈক্যাপ্তত্বনিব তজ্জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ “ধ্যায়তীব লেখ্যতীব” তি শ্রুতেঃ । কথ্যাপুনঃ কারণার
প্তত্বমেবেতি গৃহ্যত ইত্যত আহ সর্বেশ্বর্যবিবর্জিতং, সর্বাধাররহিতমিত্যর্থঃ, অতোন কারণ-
পাদিত্যৈক্যাপ্তত্বং তৎজ্ঞেয়ং । যদ্ব্যং মনঃ,—“অপাদিপাদোজবনোগ্রহীতা পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোতা-
দী” ইত্যাদি সর্বেশ্বর্যোপাদিগুণাত্ তদ্যভজনশক্তিযৎতজ্জ্ঞেয়মিত্যেবঃ প্রদর্শন্যর্থঃ নতু সাক্ষা-

সেব জবনাদিক্রিয়ামবৎপ্রদর্শনার্থঃ । অকোমণিমবিন্দিত্যাদিমদ্ব্যর্থবস্ত্ত মদ্ব্যর্থঃ । যদ্বাং সং-
করণবজ্জিতং তদ্বাদসক্তং সৰ্বসংগ্ৰহবজ্জিতং, যদ্যপ্যেব তথাপি সদ্যভূক্ত এব সদাস্পদং হি সং-
সৰ্কৃত্ত সদবুদ্ধাভুগমান হি যুগতৃষ্ণিকাদয়োহপি নিরাস্পদা ভবন্ত্যতঃ সৰ্কভূৎ সৰ্কঃ বিভক্তিঃ
তাদিকদ্ব্যর্থঃ জ্ঞেয়স্ত সত্বাধিগমধারণং নিগুণং স্বরজজন্তমাংসি গুণাত্তৈবজ্জিতং তৎ জ্ঞেয়ং, ত-
ত্বে ১৫ গুণানাং সত্বরজজন্তমসং শব্দাদিহারাণে স্বখদুঃখমোহাকারপরিণতানাং তে-
চোপলক্ তৎ জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি ।—আরোপাদৃতে সাক্ষাদেব জ্ঞেয়স্য পাণ্যাদিমবৎশব্দাচ্ছ উপাধীতি ।
ইঞ্জিয়বিশেষকীভূতসৰ্কণক্যং জ্ঞেয়োপাদিত্তায়কিশেষাক্ষাত্রে বুদ্ধ্যাদিরপি গ্রহণমিত্যাহ অন্তঃকরণে
চেতি । শ্রোত্রাদীনাম জ্ঞেয়োপাদিবস্ত মনোবুদ্ধিহারতাদপি তয়োরাহ গ্রহণমিত্যাহ অপিচেতি
তয়োরাপীহোপাদানে ফলিতমাহ ইত্যতইতি । অক্ষরার্থমুক্তা বাক্যার্থমাহ সৰ্ক্রেতি । উপাধি-
দ্বারা কল্পিতব্যাপারবধে মানমাহ ধ্যায়তীতি । কল্পিতমেবাস্ত ব্যাপারবদম্ নবাস্তবমিত্যত্র
ভগবতোপি সম্ভ্রুতমাকঙ্ক্ষণদ্বারা দর্শয়তি কল্পানিত্যাদিনা । সৰ্ককরণরাহিত্যে ফলিতমাহ
অতইতি । সাক্ষাদেব জ্ঞেয়স্ত বেগবদ্ধিহরণাদিক্রিয়াবত্বাৎ মানবদিকত্বাৎ কুতোহস্ত করণ-
তাপারৈরব্যাপৃতত্বমিত্যাশঙ্ক্যাবাদপূৰ্বকং মদ্ব্যর্থং প্রকৃত্তাহুগুণত্বমাহ যদ্বিত্তি । করণগুণ-
মুগুণভজনমন্তরণে সাক্ষাদেব জবনাদিক্রিয়ামবৎপ্রদর্শনপরে মদ্ব্যর্থং যুগার্থত্বং তাদিত্যাশঙ্ক-
তদসম্ভবান্নৈবমিত্যাহ অদ্ব্যর্থঃ । অর্থবাদস্ত ঐতরে তৎপৰ্য্যাত্তাবান প্রকৃত্তপ্রতিকুলেনেত্যাঃ ।
সৰ্ককরণরাহিত্যং তদ্যাপাররাহিত্যস্যোপলক্ষণমিত্যঙ্গীকৃত্তোক্তমেব হেতুঃ কৃত্তবস্ত্তঃ সৰ্কসঙ্গ-
বজ্জিতমাহ যদ্বাদিত্তি । বস্ত্ততঃ সৰ্কসঙ্গভাবেহপি সৰ্কাদিষ্ঠানত্বমাহ যত্বেপীতি । স্বসত্ত্বামাত্রো-
পীঠানতয়া সৰ্কং পুষ্যতীত্যেতত্তপাদয়তি স্যদেতি । বিমতঃসতি কল্পিতং প্রত্যেকং সদমুবিজ-
দীবেধ্যত্বাৎ প্রত্যেককল্পপ্রভেদান্নমুবিজদীবেধ্যাক্ষভেদবদিত্যর্থঃ সৰ্কং সদাস্পদমিত্যুপাত্তং যুগতৃষ্ণি-
কাদীনাম তদভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নহীতি । তেষামপি কল্পিতয়েন নিরদিষ্ঠানত্বাযোগান্নিকৃপ্যমাণে
তদদিষ্ঠানং স্যদেবেতি সৰ্কস্য সৰ্কাদিষ্ঠানয়েন জ্ঞেয়স্য ব্রহ্মণোহস্তিত্বমুক্তমুপসংহরতি অতইতি ।
ইতচ্ জ্ঞেয়ং ব্রহ্মাতীত্যাহ স্যাদিদক্ষেতি । নহি তস্যোপলক্ ত্বমসম্বদসম্বদে সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

রামানুজ ।—সৰ্কেন্দ্রিয়গুণাভাসঃ সৰ্কেন্দ্রিয়গুণৈরাভাসো যস্ত তৎসৰ্কেন্দ্রিয়গুণা-
ভাসঃ ইঞ্জিয়গুণা ইঞ্জিয়বৃত্তয়ঃ ইঞ্জিয়বৃত্তিভিরপি বিষয়ান্ জ্ঞাতুঃ সমর্থমিত্যর্থঃ । স্বভাবতঃ
সৰ্কেন্দ্রিয়বিবজ্জিতং বিনৈবেন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ স্বতএব সৰ্কং জানাতীত্যর্থঃ । অসক্তঃ স্বভাবাদেব
দেবাদিসেহাদিরহিতঃ সৰ্কভূত্বেব দেবাদিসৰ্কদেহভরণসমর্থঃ চ । “স একধা ভবতি দ্বিধা
তবতি ত্রিধা তবতি” ইত্যপি ঐতরে । নিগুণং তথা স্বভাবতঃ সত্বাদিগুণরহিতং গুণভোক্তা
সত্বাদীনাম গুণানাং ভোগসমর্থঃ চ ॥ ১৫ ॥

হুমানু ।—সৰ্কেন্দ্রিয়ংপ্যপারানাং যান্নাভাসপ্রতিভাসমাত্রং যস্মিন্ তৎ সৰ্কেন্দ্রিয়-
গুণাভাসঃ অসক্তঃ অসবন্ধঃ সৰ্কভাভ্যাদিষ্ঠানং নিগুণং সত্বাদিগুণরহিতং । গুণভোক্তা
শব্দাদিগুণবিহারিণাং শব্দাদিবিষয়ানাং ভোক্তৃৎ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ সর্কেজিয়েতি । সর্কেষাং চক্ষুরাদীনামিজিয়াণাং গুণেষু রূপাণ্য-
 ষাণ্যকার্যবৃত্তিষু তত্ত্বদাক্ষর্যেণাভাসত ইতি তথা সর্কেজিয়াণি গুণাংশ্চ তত্ত্বদ্বিষয়ানাভাসয়তীতি
 দি । সর্কেজিয়েতিবিবজিতক । তথা চ ক্রতিঃ । “অপাণিপাদোজ্বনোগ্রহীত পশ্যতচক্ষুঃ স
 , তীক্ষ্ণাত্যকর্ণঃ” ইত্যাদি । অসক্ৰং সঙ্গশৃং তথাপি সর্কং বিতন্তীতি সর্কভূং সর্কজ্যাদারভূতং
 নিগূর্ণং নিগূর্ণং সর্বাদিশৃংগরহিতং গুণভোক্তৃ চ গুণানাং সর্বাদীনাম্ ভোক্তৃ পালকং ॥

সি বলদেব ।—কিঞ্চ সর্কেতি সর্কেজিয়েতিগুণৈশ্চ তত্ত্বভিত্তিভাসতে দীপ্যতে ইতি তথা
 রিজিয়েজীবেজিয়বং স্বরূপভিন্নৈবিবজিতং সংতাক্তং প্রাকৃতৈঃ করণৈঃ শৃং স্বরূপাহুবদ্ধি-
 ভিত্তিগুণিষ্টো হরিরিতি স্বীকার্যম্ । “অপাণিপাদো জ্বনো গ্রহীতপশ্যতচক্ষুঃ স শূণ্যাত্যকর্ণঃ”
 যদাঙ্কো ভগবাংস্তদাস্বিক্য ব্যক্তিঃ কিমাস্বিক্য ভগবান্ জ্ঞানাস্বিক্য ঐশ্বর্যাস্বিক্য শতাস্বিক্যচেতি
 বুদ্ধিমনোহ্রপ্রত্যক্ষবস্তাং ভগবতো লক্ষ্যমহে । “বুদ্ধিমান্নোবানন্মপ্রত্যক্ষবানিতি” ক্রতেঃ ।
 সর্কভূং সর্কতত্ত্বধারণকমপ্যুক্তং সঙ্কল্পেনৈব তদ্ধারণাং তৎস্পর্শমহিতম্ নিগূর্ণং । “সাক্ষী চেতাঃ
 কেবলো নিগূর্ণচেতি” ক্রতেমায়োগ্যাম্পৃষ্টমেব সঙ্গুণভোক্তৃনিয়মাতরা গুণাহুতবিবিকার-
 জননীমজ্ঞামিত্যারভ্য “একস্ত পিবতে দেবঃ স্বচ্ছন্দোহত্র বণামৃগাঃ । ধ্যানক্রিয়াভ্যাং ভগবান্
 ভুঙক্তেহসৌ প্রসভং বিভূরিতি” শ্রবণাৎ ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন ।—“অধ্যারোপাপবাদাত্যাঃ নিঃপ্রপঞ্চং প্রপঞ্চ্যত” ইতি ভায়মহুসুত্যা
 সর্কপ্রপঞ্চাধ্যারোপেণানাদিমংপরং ব্রহ্মেতি ব্যাখ্যাতমধুনা তদপবাদেন ন সত্ত্বাসত্ত্বচ্যত ইতি
 ব্যাখ্যাতুমারভতে, নিরূপাধিস্বরূপজ্ঞানায় পরমার্থতঃ সর্কেজিয়বিবজিতং তন্মায়মা সর্কেজিয়গুণা-
 ভাসং সর্কেষাং বহিঃকরণানাং শ্রোত্রাদীনামন্তঃকরণেষ্ট বুদ্ধিমনসোগুণৈরধ্যাবসায়সঙ্কল্পশ্রবণ-
 বচনাদিতত্ত্বদ্বিষয়রূপতয়াহবতাসত ইব সর্কেজিয়ব্যাপারৈর্বাপুতমিব তজ্জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম “ধ্যায়তীব
 লেলায়তীবেতি,” ক্রতেঃ । অত্র ধ্যানং বুদ্ধীজিয়ব্যাপারোপলক্ষণং, লেলায়নং চলনং কর্ষেজিয়-
 ব্যাপারোপলক্ষণার্থং, তথা পরমার্থতোহিসক্ৰং সর্কসম্বন্ধশৃংগমেব মায়য়া সর্কভূত সদায়না সর্কং
 কল্পিতং ধারয়তি পোষয়তীতি চ সর্কভূং নিরধিষ্ঠানভ্রমাণোগাং, তথা পরমার্থতোনিগূর্ণং
 সর্বরজস্তমোগুণরহিতমেব গুণভোক্তৃ চ সর্বরজস্তমসাং লক্ষ্যাদিহারা স্তব্ধঃখমোহাকারেণ পরিণ-
 তানাং ভোক্তৃ উপলব্ধ চ তজ্জ্ঞেয়ং ব্রহ্মেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহ যুগাহবনীয়বদলৌকিকমপি ব্রহ্ম কার্যাকারণবিশিষ্টং বিচিত্রমেব
 সর্কতঃপাণিপাদং তদিত্যাদিনা শাস্ত্রেণ কার্যশেষতয়া সমর্প্যতে নচ বাচ্য উপাসনাপরং শাস্ত্রং ন
 ব্রহ্মণো বৈচিত্র্যং প্রতীপাদয়িতুমীষ্টে দেবতাদিকরণভায়েন দেবতা বিগ্রহাদিবস্তবৈচিত্র্যতাপি
 অবাস্তবতঃপর্যা বিষয়তয়াসিদ্ধে নচ দেবতা বিগ্রহাদিষোর্বাহারিকমেব সঙ্গ প্যারমার্থিকং ব্রহ্ম-
 জ্ঞানেন তত্ত্ব বাধ্যদিতি বাচ্যং সত্যৈষেবিধ্যাত্যশাসিদ্ধে, তন্মাত্ সর্কতঃপাণিপাদস্বাদিকং ব্রহ্মণো
 বাস্তবমেবেতি নাপবাদ মর্ষীত্যাশঙ্ক্যাহ সর্কেজিয়েতি, সর্কপি অন্তরাপি ব্যাহাণি চ ইন্দ্রিয়ানি
 মনোবুদ্ধাহ্বারচিত্তাণ্যানি শ্রোত্রাদীনি চেতি গ্রাহকমাত্রসংগৃহীতং গুণাংশ্চ বিবর্য তেন গ্রাহ-
 মাত্রং গৃহতে সমস্তগ্রাহ গ্রাহকবদাতাসতে নহ গ্রাহগ্রাহকস্বরূপং বিচিত্রং যথা জলস্বপ্নাদিহৃদইব

কল্পত ইবাস্যসতে নতু বস্তুতোহধঃ কল্পতে বা, তদ্বৎ আত্মনো গ্রাহ্যগ্রাহকাকারত্বং মিথ্যে-
 ত্যর্থঃ, কৃত এতৎ, যতঃ সর্বেজিয় বিবজ্জিতং ইন্দ্রিয়েতি গুণানামপ্যুপলক্ষণং ন হি ব্রহ্মণি কিঞ্চিৎ
 গ্রাহ্যং রূপাদি গ্রাহকং বা মন আদি বর্জ্যে, অশব্দমস্পর্শরূপমব্যয়ং “অপ্রাপোহুমনো ব্রহ্ম,
 বতদব্দমগ্রাহ্যমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদ” মিত্যাदिশাস্ত্রাৎ তস্মৈ প্রপঞ্চবিশিষ্টঃ বিচিৎরঃ, ধার-
 কথং তর্হি সর্বং ব্রহ্মেতি শাস্ত্রমিত্যাশঙ্ক্যাহ অমতং সর্বভূতৈবেতি, অত্র সর্বভূতমিতি সংসারিব
 যোক্ত্য সর্বস্বাৎ পৃথগ্ভূতমিত্যুক্তং সর্বত্র ব্রহ্মণা সহধারাদেয়তাবোহপি কিং ঘটরূপইত্যাহ
 সমবায়সম্বন্ধেন কুণ্ডবদরমোরিব সংযোগসম্বন্ধেন বেত্যাশঙ্ক্য সম্বন্ধং বিনৈব সর্বভূতং ব্রহ্মণ ইত্যুক্তমিতি,
 অসক্তমিতি নহু ব্যাহতমেষং অসক্তমিতি চ সর্বভূতমিতি চেতি নৈবদোষঃ, নহাবয়রভূতমরীচিকো-
 দকেন সংসক্তা অথ চ তদাধারভূতাপি ভবতি তদ্বদেতদ্বিষয়িতি, নযেবং প্রপঞ্চস্থ মিথ্যাহমা-
 পত্যতি তথা চক্ষুর্গোপান্তিবিষয় উপরূপোন্নয়ন ন ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞানেন যাবৎ হৈতং ন বাধ্যতে
 তাবত ক্রিয়াকারকাদিসর্বব্যবহারস্ত সত্যোপগমাৎ প্রাণা বৈ : তৎ তেবাসেব সত্যমিতি শ্রুত্যাপি
 প্রাণোপলক্ষিতস্ত ক্লেশস্ত প্রপঞ্চস্ত ব্যবহারিকং সত্যমুক্তা ততোশাখিক পদার্থসত্যং ব্রহ্মদর্শিতং
 সত্যস্বক্যাবাধ্যং তং কথংকালং গোণানামস্তি ব্রহ্মণস্ত সার্বদিকমিতি, যথা ভূপতীনাং
 ভূপতিরিত্যুক্তে ঐখ্যার্লভ্যভূতস্বক্যতোভেদঃ স্পষ্টঃ, এবমিহাপি ভূবৎ তস্মাদ্ভূতঃ স বিশেষস্ব
 নিকলায়বোধোং প্রাগেব নতু ব্রহ্মমিতি অবশ্যং তৎজ্ঞানেন বাবিতুং শক্যমিত্যুপপাদিকং ব্রহ্ম ন
 কেনচিৎকার্যশেষতাঃ নেতুং শক্যং তদপিগমে ক্রিয়াকারকাদিভেদোপমদগ্ধাত্মোপাসকো-
 পানাতভেদস্ত বাসিত্যং তস্মাদ্ভূতমুক্তম্ উপাধিকৃতং রূপং মিথ্যেতি কিক্ষ নিগুণং গুণভোক্
 চ গ্রাহ্যগ্রাহকসম্বন্ধশ্রুতমপি গ্রাহকেয়ু বুদ্ধাদিযু গ্রাহসম্বন্ধাৎ স্বাভাৱ্যাকারেণ পরিণতেষু সংহ
 কেবলং তৎপ্রকাশমাত্রৈণ ভোক্ৰমপ্যস্ত চিদাভাসরূপতাপপত্ততে প্রতিবিম্বোপাদিকং চলনা-
 দিকং, তথা চ শ্রুতিঃ, “ধ্যায়তীব লেয়ায়তীবৈতি”, বুদ্ধৌ ধ্যায়ন্ত্যাং তত্র প্রতিষ্টশ্চিদাভাসো
 ধ্যায়তীব বিষয়ান্ বুদ্ধৌ লেলায়ত্যাং বিষয়প্রদেশং গচ্ছন্ত্যাং সৌধেপি লেলায়তীব ন তু সত্যোধ্যায়তী-
 বৈতি শ্রুতিঃ প্রতিপাদয়তি, এতেন “অপাণিপাদোজবনোগ্রহীতাপণ্যত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ”
 ইত্যপি ব্রহ্মণ উপাধিগুণাহুগুণ্যভজনশক্তিমবৈবব্যাত্মেয়ম্, অপাদোহপি পাদে জবতি জবদান
 ভবতীতি অন্ধোমণিমবিলম্বিত্যাদিবচনজাতক্কাভাহুসম্বন্ধেয়ম্, তস্মাদ্ভূতমুক্তং নিগুণং গুণভোক্চেতি,
 ভাষ্যে তু নিগুণং, সবাধিগুণরহিতমপি তেষাং গুণানাং স্বত্বঃখমোহাশঙ্ককথেন পরিণতানাং
 ভোক্ৰত্বক উপপত্ত্ চেতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ ।— কিক্ষ সর্বাণীশ্রিয়াণি গুণান্ ইন্দ্রিয়বিষয়াচ্ছ আভাসয়তীতি “তচ্ছবদ্বশঙ্কু”
 রিত্যাদি শ্রুতেঃ। যদা সর্বেজিয়েগুণৈঃ শব্দাদিভিশ্চাভাসতে বিরাজতীতিতং। তদপি
 সর্বেজিয়ববজ্জিতং প্রাকৃতৈকিয়াদিরহিতং। তথাচ শ্রুতিঃ “অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা-
 পণ্যত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ” ইত্যাদি। “পরাস্ত শক্তি বহুদৈব শ্রুতে বাভাবিকী জ্ঞানব-
 ক্রিয়াচ” ইতি শ্রুতিপ্রসিক স্বরূপশক্ত্যাপ্পদ্যাদিত ভাবঃ। অমতং শ্রুতং সর্বভূতং ত্রীবিম্ব-
 স্বরূপেণ সর্বপালকং নিগুণং সবাধিগুণরহিতাকারং কিক্ষ গুণভোক্ দ্বিগুণাতীতং ভগবদ-
 বাচ্যবদুগুণাবাদকং ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য :—পূর্বে শ্লোকে পরমাত্মাকে বাবচীয চেতনবর্গের পাণি-
পাদাদি ইন্দ্রিয়রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহাতে সহজেই মনে হইতে
পারে, তাঁহাতে ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ অদ্যস্ত হইতেছে । এই আশঙ্কা নিবা-
রণের নিমিত্ত বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা । সর্বেশ্বর বা পাপারে পরমাত্মা
অবভাসিত । সর্ব্ব শব্দদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে যোত্রাদি বহির্বিদ্রিয়
এবং বুদ্ধি মন প্রভৃতি অন্তরীন্দ্রিয় সকলের কার্য্যেই তিনি ব্যাপ্ত ।
তাঁহার হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম না থাকিলেও তিনি ইন্দ্রিয়শক্তি সম্পন্ন,
জীববর্গের শক্তি প্রযোজক, ও কর্ম্ম সাধনের বিধাতা । এই ক্ষুদ্রই সর্বে-
শ্বরশালিত্বরূপ উপাদি তাঁহাতে প্রযুক্ত হইয়াছে । অতিও বলিয়াছেন,
“ধ্যায়তীব লেলায়তীব” ইহার ভাবার্থ এই যে, তিনি যেন ধ্যান করেন,
এবং যেন গমন করেন; অর্থাৎ ধ্যানরূপে অন্তরেশ্বরীয় কর্ম্ম সমূহ সম্পাদন
করেন, এবং গমনাদি রূপে বহিরীন্দ্রিয়ের কর্ম্মাদি নির্বাহ করিয়া থাকেন ।
এতদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সর্বেশ্বরীয়ের কার্য্য স্বরূপে তিনি
অবভাসিত । যদি বলা যায়, বিধিরূপাদি দেবসমূহ সৃষ্টিস্থিতি প্রভৃতি
কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এবং পাণিপাদাদির সাহায্যেই তাঁহার স্ব স্ব
কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন? তত্বতঃ ইহাই বক্তব্য যে, সেই সকল কর্ম্ম
দেবতা সেই অনাদি পরব্রহ্মের বাসনায় ও ব্যবহার শক্তিমান, ইন্দ্রিয়াদি মুক্ত
ও ক্রিয়াশীল । সুতরাং সর্বেশ্বরীয়ের মূল স্থান সেই পরব্রহ্ম । এইরূপ
সর্বেশ্বরীয় ব্যাপারের মূল স্থান স্বরূপ হইলেও তিনি স্বয়ং কোন ইন্দ্রিয়
ব্যাপারে বিনিযুক্ত নহেন; কারণ তিনি ইন্দ্রিয় পরিশূন্য । যাহার কোন
রূপ নাই, উপাদি নাই, স্থান নাই, ক্রিয়া নাই, তাঁহার কোন ইন্দ্রিয় থাকাও
সম্ভব নহে । কোন ইন্দ্রিয় না থাকিলেও বিশ্বের ক্ষুদ্র কীটাদি, হইতে
পরম শক্তিমান বিধাতা পর্য্যন্ত সকলেরই তাবৎ ইন্দ্রিয় শক্তির তিনি
প্রযোজ্য । অতিও বলিয়াছেন, “অপাণিপাদোজবনো গ্রহীতা পশুত্যা-
চক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ” (শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১ম অঃ ১৯ শ্লোকঃ) ইহার
ভাবার্থ, হস্ত পদাদি না থাকিলেও তিনি গমনশীল, ও গ্রহণপটু, চক্ষু না
থাকিলেও তিনি দর্শনক্ষম, এবং কর্ণ না থাকিলেও তিনি শ্রবণক্ষম ।
এতদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সর্বেশ্বররূপ উপাদি ও তত্তাবতের
গুণাগুণ তিনি অবলম্বন করিতে সমর্থ, অর্থাৎ সর্বেশ্বরীয়ের অভাব ও তত্তা-

বতের শুণকর্ম সম্পাদনে তিনি সক্ষম । সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি গতি প্রভৃতি
ক্রিয়াদি সম্পাদন করিতেছেন, এরূপ নহে । সর্বেশ্বরীয়ামপরিশূন্যতা
হেতু শ্রীভগবান্ সর্ব ব্যাপারেই আসক্তিশূন্য ও সংশ্লেশ রহিত । চক্ষু-
দর্শন করা যায় বলিয়া পদার্থ বিশেষ পরম রমণীয়রূপে উপলব্ধ হয়, এবং
পুনঃ পুনঃ তদর্শনে অভিলাষ জন্মে । এইরূপ কর্ণ শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় মধুর
শ্রাব্য বিষয়ে বা স্পর্শ পদার্থে মানবকে আসক্ত করে । যিনি ইন্দ্রিয়াদি
রহিত, তাঁহার তাদৃশ কোন আসক্তি থাকিতে পারে না । আশঙ্কা হইতে
পারে, ষাঁহার কিছুতেই আসক্তি নাই, তিনি কোন বস্তুরই রক্ষণ বা পোষ-
ণার্থ চেষ্টাবান্ নহেন ? ষাঁহার মমতা নাই, এবং স্নেহ প্রণোদিত হইয়া
পরিপালন করিবার বিষয় নাই, তিনি তাবদ্ব্যাপারেই উদাসীন ? ছুরবগম্য
জটিল রহস্যপরিপূর্ণ জ্ঞেয়ত্বরূপ পরব্রহ্ম সম্বন্ধে এরূপ আশঙ্কা অসম্ভব ।
কারণ সেই নিলিপ্ত মহাপুরুষ সর্বভূৎ অর্থাৎ তিনি সকলের আধার স্বরূপ
এবং পোষক স্বরূপ । তিনি নিলিপ্ত হইলেও সকলের সর্ব কার্য সাধন
প্রয়োজনের প্রযোক্তা, এবং উদাসীন হইলেও বিশ্বব্যাপারের যাবতীয়
রহস্যের মূলে অবস্থিত । ইন্দ্রিয়গ্রাম না থাকিলেও ইন্দ্রিয় সম্পন্ন, সর্ব পদা-
র্থের তিনি নিয়ামক । অপিচ নিগুণ । সত্ব, রজ তমঃ এই ত্রিগুণের
সাম্যাক্রম্যের নাম প্রকৃতি । সেই প্রকৃতি এবং গুণত্রয় পরমান্নারই
বাসনায় সঞ্জাত । অথচ পরব্রহ্ম এই ত্রিগুণাতীত । প্রকৃতি তাঁহারই
আশ্রিতা হইলেও তিনি তৎপ্রলেপ পরিশূন্য । তথাপি সেই জ্ঞেয় পরম
পদার্থ গুণসমূহের ভোক্তাস্বরূপ; অর্থাৎ সত্ব রজ ও তমঃ এই গুণত্রয় সম্মিলনে
বা স্বতন্ত্রভাবে যে জাগতিক ক্রিয়া সমূহের উৎপাদন করিতেছে, যে সকল
কল্পনাতেই অন্ত্যুত ব্যাপার ঘটাইতেছে, তদ্ব্যবস্থায় সূত্র স্থা মোহাদিরূপে
পরিণত ব্যাপার এবং স্পর্শ রূপ রস গন্ধাদি ক্রিয়া ও পরিণাম সমূহ
নিলিপ্তভাবে উপভোগ করিতেছেন ।

জ্ঞেয় পদার্থের তত্ত্ব অশেষ রহস্যজালে জড়িত । এই প্রসঙ্গ গীতার
দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে শ্রীভগবান্ বিবিধ বিধানে ব্যক্ত করিয়া ব্রহ্মতত্ত্বের
দুর্জ্ঞেয়তা ও জটিলত্ব বিশদরূপে সূচিত করিতেছেন । ষাঁহাকে যুগপৎ সং
ও অসং, পাদপাণিযুক্ত এবং ইন্দ্রিয়বিবর্জিত, অসক্ত অথচ সর্বভূৎ ইত্যাদি
নামে উল্লেখ করা হইতেছে, প্রত্যুত তাঁহার আয় রহস্যময় জ্ঞাতব্য ব্যাপার

আর কি আছে। এই সকল বাক্যে ইহাই উপাধি হইতেছে যে, ঈশ্বর-
তত্ত্ব বুঝাইবার ভাষা নাই। ভাগ্যবান সাধক প্রযত্নাতিশয় সহকারে স্বয়ং
তাহা বুঝিবেন। শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ কেবল পথপ্রদর্শক মাত্র।
প্রকৃত জ্ঞান স্বয়ং অর্জন করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥

—(০)—

বহিরন্তশ্চ ভূতানাং চরং চরমেব চ ।

সুক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরত্বং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৬ ॥

অনুব্র।—ভূতানাং (চরাচরাণাং) বহিঃ (বাহ্যং) অন্তঃ চ, অচরং
(স্থাবরং) চরং (জঙ্গমং) এব চ সুক্ষ্মত্বাৎ (রূপাদিহীনত্বাৎ) তৎ
(ব্রহ্ম) অবিজ্ঞেয়ং (জ্ঞানাগোচরং) দূরত্বং (যোজনলক্ষান্তরিতং) চ
অন্তিকে (সমীপে) চ ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ।—[তিনি] ভূতগণের বাহ্য ও অন্তর, স্থাবর ও জঙ্গমও,
সুক্ষ্মহেতু তিনি জ্ঞানের-অগোচর বহু-দূরে-স্থিত এবং নিকটে ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা।—তিনি ভূতগণের বাহিরে এবং অন্তরে অবস্থিত, আবার
তিনিই স্থাবরজঙ্গমরূপ ভূতপুঞ্জ; তিনি অতি সুক্ষ্ম অর্থাৎ রূপাদি-
বিহীনহেতু জ্ঞানের অগোচর; অপিচ তিনি দূরবর্তী অথচ নিকটেই
অবস্থিত ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ বহিরন্তরিতি। বহিঃকর্পণ্যত্বং দেহশাস্ত্রেনাবিদ্যাকল্পিতমপেক্ষ্য
তমেবাবিধিং কৃৎস্না বহিঃকৃত্যতে, তথা প্রত্যগজ্ঞানমপেক্ষ্য দেহমেবাবিধিং কৃৎস্নকৃত্যতে বহিরন্তশ্চে-
ত্বাক্তে মধ্যে অভাবে প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে অচরমেব চ যচ্চরাচরং দেহাভাসমপি তদেব জ্ঞেয়ং যথা
রজ্জ্বসর্পাভাসঃ, যদ্যচরকরমেব চ ব্যবহারবিষয়ং সর্বং জ্ঞেয়ং, কিমর্থমিদমিতি সর্বেকৈর্জ্ঞেয়মিত্যু-
চ্যতে সত্যং সর্বাভাসং তথাপি যোমবৎ সুক্ষ্মতঃ সুক্ষ্মত্বাৎ স্নেহ রূপেণ তৎ জ্ঞেয়মপ্যবিজ্ঞেয়-
মবিজ্ঞাৎ হ্যৈব বেদং সর্বং ব্রহ্মবেদং সর্বমিত্যাदि প্রমাণতোহি সন্নিজ্ঞাতং অবিজ্ঞাততয়া দূরত্বং
বর্ষসহস্রকোটিপ্যবিজ্ঞামপ্রাপ্যতাদন্তিকে চ তদাস্থত্বাৎ বিজ্ঞাৎ ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি।—ইতোহপি জ্ঞেয়ং ব্রহ্মাতীতাহ কিঞ্চেতি। বহিরিতি ব্যাখ্যেয়মানার
আচরণে ঈগতি। ত্বতেভ্যোবহির্লোহং বিষয়াত্মকমিত্যর্থঃ। কথমনাশ্রয় এবাদ্ব্যক্ত কল্পন-
ত্যাং আশ্রয়েনেতি অন্তঃশব্দার্থমাহ তথেনি। ভূতানাং চরাচরাণামন্তর্য্যে প্রাপ্তভূতমিত্যর্থঃ।

দ্বিতীয়পাদমবত্যা বাচষ্টে বহিরিত্যাদিনা । যম্মধোভূতাস্থকং নানাবিধদেহান্মনা ভাসমানং তদপ জেয়াস্তত্বং নত্বাদিত্যর্থঃ । কথঞ্চরাচরায়নোভূতজাতস্য জেয়স্য জেয়ত্বং তত্রাহ যথোক্তি । অপিষ্টানে রজ্ঞাং কলিতস্পর্শপেরস্তর্ভাববদেহাভাসস্যপি জেয়াস্তর্ভাবান্নাসক্তং মধ্যে জেয়স্ত শক্তিব্যমিত্যর্থঃ । সর্কাস্থকঞ্চ জেয়ং সর্কৈরিদমিতিকিমিত্তি নগৃহ্যেতেতি শব্দতে যদীতি । ইদমিত্তি গ্রাহ্যযোগ্যভাবান্নেতাহ উচ্যতেইতি । সর্ববস্মায়নাতাস্তত্তদযোগ্যত্বং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ সত্যমিত্তি স্মৃৎসেহং প কিংতাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অতইতি । স্মৃৎসমতীক্রিয়ত্বং তস্ত বিজেয়ত্বং কুতস্তজ্ঞানাদুক্তিস্তত্রাহ অবিদ্ব্যমিত্তি । বিশেষণফলমাহ বিদ্ব্যস্তিত্তি । বিদ্ব্যং ই তেষামান্মতেন জাতঞ্চ জেয়ং কথং দূবস্ময়িত্যাশঙ্ক্যাহ অবিজ্ঞাততয়েতি । কথং তহি তস্ত প্রত ক্তস্তত্রাহ অস্তিকে চেতি । বিদ্বদবিদ্বদ্ব্যপেক্ষয়া “দূবাং সূদুরে তদিহাস্তিকে চে”তি শ্রুতিঃ তদর্থোহিহ প্রসঙ্গাদনুদিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

রামানুজ ।—পৃথিব্যাদি ভূতানি পরিত্যজ্য অশরীরো বহির্কর্তৃতে তেষামন্তশ্চ বর্ততে “জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমণাণঃ ক্রীড়ির্কীর্ণানৈর্কী” ইত্যাদি শ্রুতিশিক্ষচ্ছন্দবৃত্তিষু অচরং চরমেব স্বভাবতোহচরং চরদেহিত্বং স্মৃতাভাববিজ্ঞেয়ং এবং সর্কশক্তিযুক্তঃ সর্কজ্ঞঃ তদায়ত্বং অস্মিন ক্ষেত্রে বর্তমানমপি অতিস্মৃৎসং দেহাং পৃথক্ব্যেন সংসারিত্তিরবিজ্ঞেয়ং দূরত্বং চাস্তিকে চ তং অমানিত্বাচ্ছ্যক্ত গুণরহিতানাং বিপরীতগুণানাং পুংসাম্ স্বদেহে বর্তমানমপ্যতিদূরত্বং তথা অমানিত্বাদি গুণোপেতানাং তদেবাস্তিকে চ বর্ততে ॥ ১৬ ॥

হনুমান্ ।—বহিঃ শারীরান্তঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ বহিরিতি । ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্য্যণাং বহিঃচাস্তশ্চ তদেব সূবর্ণমিব কটকটুগুণাদীনাম্ জসতরঙ্গাণাম্ভর্কহির্জগমিব অচরং স্থাবরং চরঞ্চ জঙ্গমং ভূতজাতং তদেব কারণাস্থকস্মাৎ কথ্যত । এবমপি স্মৃৎসং রূপাদিহীনত্বানুদবিজ্ঞেয়ং ইদং তদিত্তি স্পষ্ট জ্ঞানার্থং ন ভবতি । এতদবিদ্ব্যং যোজনগক্ষান্তরিতমিষ দূবস্মকং সবিকারায়াঃ প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ বিদ্ব্যং পুনঃ প্রত্যগায়মানাস্তিকে চ তং নিত্যসম্মিহতং । তথা চ মদ্রঃ । “তদেজতি তন্নৈজতি তদ্রূরে তবদন্তিক । তদন্তরন্ত সর্কস্ত তদ্র সর্কস্তাত্ত বাহ্যত” ইতি । এজতি চলতি নৈজতি ন চলতি তং উ অস্তিকে ইতি ছেদঃ ॥ ১৬ ॥

বলদেব ।—বহিরিতি । ভূতানাং চিজ্জড়ায়কানাং তত্বানাং বহিরন্তশ্চ হিতম্ । “অন্তর্কহিচ তং সর্কং প্রাপ্য নারায়ণঃ স্থিত” ইতি শ্রবণাৎ । অচরমচলং চরং চলং চ । “আসীনো দূরং ব্রজতি শরানো যাতি সর্কত” ইতি শ্রুতেঃ । স্মৃৎসং প্রত্যজ্ঞানিত্বস্মৃৎসমুর্ভিষাদবিজ্ঞেয়ং দেবতাস্তরবজ্জাতুসমশক্যং । অতো দূবস্মকেতি । “যমনো ন মমুতেন চ চক্ষুষা পশতি কশ্চনৈন” মিত্তি শ্রুতেঃ । গান্ধর্ববাসিনেন শ্রোত্রেণ যজ্ঞজাদিযজ্ঞক্রিভাবিতেন করণেন তু শক্যং তজ্জাতু-মিতাহ অস্তিকে চ তদিত্তি । “মনটৈবায়দ্রষ্টব্যং কশ্চির্কীরঃ প্রত্যগায়মানটৈক্ষঃ ভক্তিবোগে তিষ্ঠতী”ত্যাদিশ্রবণাৎ । তত্বা ইনস্তয়া শক্য ইত্যাদি স্মৃৎশ্চ ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন । ভূতানাং ভাবনামপ্যপি সর্কেষাং কার্য্যণাং কলিতানাংকলিতমবিষ্ঠানমেক

মেব বহিরন্তশ্চ রজ্জুরিব স্বকলিতানাং সর্বাণ্যনা ব্যাপকমিত্যর্থঃ । অতএব অচরং স্বাবরং চ জ্ঞানং
জ্ঞাতং তদেব অধিষ্ঠানায়কত্বাৎ কলিতানাং ন ততঃ কিক্ষিত্যতিরিক্ত্য ইত্যর্থঃ । এবং
অতএবোপাধিহীনত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং ইদমেবমিতি স্পষ্টজ্ঞানার্থং ন ভবতি অতএবাশ্র-
য়াদিশূন্যানাং বর্ষসহস্রকোটিপাপপ্রাপ্যত্বাৎ দূরত্বং চ যোজনলক্ষকোট্যন্তরিতমিব তৎ, জ্ঞান-
সম্পন্নানাস্তু অস্তিকে চ তৎ অত্যন্তব্যবহিতমেব আশ্রয়ত্বাৎ “দূরাৎ সূদূরে তদিহাস্তিকে চ
পশ্চাৎপশ্চিৎ নিহিতং গুহায়া”মিত্যাদি শ্রুতিভাঃ ॥ ১৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নমসত্তমসম্বন্ধং চেৎ কথমুপলব্ধং সাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বহিরিতি । ভূতানাং
গিণাং একাদেশশ্চিয়ানি স্থলভূতানি চ কেবলবিকারভেদে ব্যবহিতত্বাৎ বহিরিত্যুচ্যতে মহৎসংসার-
তন্মাত্রাব্যক্তানি প্রকৃতিরূপেণ সন্নিহিতত্বাৎ গুহ্যিত্যুচ্যতে, চরাচরমিতিকৃতভিন্নকৃষ্টাঃ চরাচ-
রাধুপলক্ষিতাঃ অববিভূতাঃ পুরুষাঃ চরমচরকেতানেন উচ্যতে, তত্র চরাচরং জ্ঞেয়মিতি
সামান্যধিকরণাৎ পুরুষানাং জ্ঞেয়ব্রহ্মতাব উক্তঃ বহিরন্তশ্চ জ্ঞেয়মিতি বোড়শস্থ বিকারেষ্টাশ্চ
প্রকৃতিষু চ জ্ঞেয়স্য সম্বন্ধঃ উক্তঃ স চ সম্বন্ধো যাদৃশৌ যক্ষত্বাদৃশোবনিলিখিত্যেণ অশ্রুতপ্রকৃতি-
বিকৃতিনিরূপিতত্বেনাদ্যন্ত এব, এবং পুরুষস্য উপলক্ষ্যমাত্রাশ্রয়স্য ঔপেয়ঃ সহ অধ্যাত্মিক
সম্বন্ধত্বাৎ ঔপোপলব্ধত্বং যুক্ত্যেতৎ যথা প্রকাশমাত্রস্বরূপস্য যবেঃ প্রকাশবাক্যপেক্ষং প্রকাশয়িত্বং
তদ্বদিত্যর্থঃ, নহু নিত্যাংপরোক্ষঃ পুরুষঃ প্রকৃতিবিকারসম্বন্ধশ্চ তর্হি কুতো ন সর্বেগ্গৃহ্যতে ইত্য-
শঙ্ক্যাহ স্বাক্ষরার্হলক্ষ্যত্বং জ্ঞেয়ম্ অবিজ্ঞেয়ং ছর্বিজ্ঞেয়ং, যথা জবাকুসুমোপহিতস্য ক্ষটিকস্য
শৌক্যঃ সন্নিহিতমপি রূপান্তরবিশেষেণ তিরোহিতং সমগ্ৰহাতে এবংনিত্যাপারোক্ষমপি অসঙ্গম্
ব্রহ্মোপাধুঃপাদাদিবিভক্ততম ন গ্রহীতুং শক্যং কিন্তু ঔপাধিকধর্মোপেতমেব গৃহ্যতে মুঢ়ৈঃ,
বিষদ্বিত্তপাদিপ্রবিশাণেনে নুগ্রহমিত্যাশয়ঃ, এতদেবাহ দূরত্বং চাশ্রিকৈ চ তদ্বিতি, যথা মূঢ়ো
জলে সূর্য্যবিম্বং সূর্য্যাদিদূরত্বং মন্ততে বিম্বাস্তুপাদিপ্রতিহতময়নরশ্মীনামুপাধুঃপ্লুতাগতানাং
বিম্বগ্রাহিত্বং স্পষ্টঃ বিষম্যাদঃস্বত্বগ্রহণত্ব পূর্কগ্রবৃত্তাধোমুখবৃত্তি সংস্কারাপেক্ষং ইতি জ্ঞানন্ বিষদে-
শে এব প্রতিবিম্বং পশুতি বিষে এব জলস্বত্বমধ্যম্যতে নতু জলে প্রতিবিম্ব ইতি উপাধৌ ধর্ম্যাধ্যাস
কল্পনাতঃ ॥ বিষস্যোপাধিসংসর্গমাত্রাধ্যাসকল্পনে লাবণ্যং এবং বিম্বভূতঃ ব্রহ্ম প্রতিবিম্বভূতাজ্জীবাৎ
মূঢ়ানাং বিকৃষ্টং বিজ্ঞাস্ত অত্যন্তসমিকৃষ্টমিতি ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—ভূতানাং স্বকারণাৎ বহিঃশাস্তশ্চ যথা দেহানামাকাশাদিকং অচরং স্বাবরং
চরং জ্ঞানমক ভূতজাতং তদেব কারণ্য কারণায়কত্বাৎ । এবমপিরূপাদিত্ত্বমত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং
ইহং তদ্বিতি স্পষ্টঃ জ্ঞানার্থঃ নভবতীতি অতএবাবিজ্ঞেয়ং যোজনকোট্যন্তরিতমিব দূরত্বং বিহুবাং পুনঃ
স্বগৃহস্থিতমিবাস্তিকে চ তৎস্বদেহ এবাস্তর্গমিত্বাৎ । “দূরাৎ সূদূরে তদিহাস্তিকে চ পশ্চাৎপশ্চিৎ
নিহিতং গুহায়াঃ” ইত্যাদি শ্রুতিভাঃ ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—জ্ঞেয় তত্ত্ব যে সাতিশয় রহস্ত জালে জড়িত ইহাই প্রতি-
পাদনার্থ পূর্বে বিরোধী ধর্ম সমূহের উল্লেখ হইয়াছে । এক্ষণেও তদ্বৎ

জ্যেয় তত্ত্বের সহিত বিপরীত ধর্মনিচয়ের সমাবেশ প্রদর্শিত হইতেছে । এই চরাচর ভূত সমূহের অন্তর ও বাহ্য সকলই সেই পরব্রহ্ম । স্বর্ণবিনির্মিত হার কেয়ুরাদির অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ যেরূপ কনকময়, তরঙ্গমালা সমুদ্ভাসিত পয়ে। নদীর অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ যেরূপ জলময়, এই ব্রহ্মাণ্ডের ভূত-প্রাণের অন্তর ও বাহ্য তদ্রূপ ব্রহ্মময় । এই দেহের অভ্যন্তর হইতে অক্ পর্য্যন্ত সমস্তই বহিঃ শব্দ বাচ্য, এবং এই দেহ মধ্য দেহাতীত প্রত্যগাত্মারূপে বাঁহার অধিষ্ঠান আছে, তিনিই অন্তর শব্দ বাচ্য । এইরূপ বাহ্য ও অন্তর উভয়ই সেই তুর্লিঙ্গজ্যেয় জ্যেয় পদার্থে ব্যাপ্ত । এই বিশ্বের অচর স্বরূপ স্থাবর ভূত সমূহে এবং চরম্বরূপ জঙ্গম ভূত সমূহে তিনিই অধিষ্ঠিত । এসমস্তই তাঁহার কার্য্যস্বরূপ, তিনিই এতাবতের কারণ । কারণরূপে সেই পরব্রহ্ম কার্য্যের সহিত লিপ্ত । সেই পরব্রহ্ম উল্লিখিত প্রকার রূপাদি-হীনতা হেতু অধিকন্তু কল্পনাভীত সূক্ষ্ম হেতু তুর্লিঙ্গজ্যেয় । সুতরাং ইনিই তিনি, এরূপ স্পষ্টাববোধের কোনই সম্ভাবনা নাই । অতএব অজ্ঞানিদিগের পক্ষে সেই ব্রহ্ম যেন লক্ষ্যযোজন দূরে অবস্থিত, এবং কোটি কোটি বর্ষব্যাপি আয়াসেও ছুরবগম্য । যেহেতু তিনি বিকারধর্ম্মশীল প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ । যে সমস্তরজতমগুণাধিত প্রকৃতির বিকারে এই সৃষ্টির উদ্ভব হইয়াছে, পরব্রহ্ম তাঁহার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং তদাতীত । এই জন্তই তদ্বিবরক পরিজ্ঞান সহজে সম্ভব নহে । বাঁহারা জ্ঞান সাধনসম্পন্ন তাঁহার আশ্রিতজনিত ; সুতরাং ব্রহ্ম তাঁহাদিগের অতি নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ তাঁহার ব্রহ্মের সহিত ব্যবধান রহিত । কারণ তাঁহার জ্ঞানবলে প্রত্যগাত্মাকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া অবধারণ করিতে সক্ষম । এতৎসম্বন্ধে নিম্নোক্ত মন্ত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । “তদেজতি তন্মৈজতি তদ্রূরে তদ্বদন্তিকে । তদন্তরস্থ সর্বস্থ তদু সর্বস্থ্যস্থ বাহ্যতঃ ।” (ঈশোপনিষৎ ৭ শ্লঃ) ইহার ভাবার্থ যথা, সেই পর ব্রহ্ম গতিশীল অথচ গতিশীল নহেন ; তিনি দূরবস্থিত অথচ অতি নিকটবর্ত্তী ; তিনি সকলের অন্তরে, এবং তিনি সকলের বাহ্যে অবস্থিত । অপিচ শ্রুতি বলিয়াছেন, “দূরাং সুদূরে তদিহাস্তিকে চ পশ্যাৎস্বিহৈব নিহিতং গুহ্যাং ।” (মুণ্ডকোপনিষৎ ১ম খণ্ড ৭ শ্লঃ) ইহার ভাবার্থ এই যে, তিনি দূরস্থ হইতেও সুদূরবর্ত্তী, এবং তিনি অতি নিকটবর্ত্তী ; দর্শন-ক্ষমগণের পক্ষে হৃদয়গুহ্যবস্থিত রূপে দৃষ্ট ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের অভিপ্রায় । পৃথিব্যাदि ভূতসমূহকে ক্রমক্রমে করিয়া পরব্রহ্ম তাহাদিগের বহির্ভাগে বিদ্যমান । অপিচ তিনি তাহাদিগের অন্তরভাগেও বিদ্যমান । শ্রুতি বলিয়াছেন, “জ্ঞান ক্রীড়ন রমমাণঃ স্ত্রীভির্কা যানৈর্কা” অর্থাৎ স্ত্রী প্রভৃতির সহিত বা বানাদি সহ যোগে তিনি কৌতুক ক্রীড়া ও রমণনিরত । চররূপ দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকিলেও তিনি অচর ধর্মাক্রান্ত । সূক্ষ্মরূপে তিনি অবিলেজে । এবশ্রকার সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ সেই পরমাত্মা এই দেহরূপ ক্ষেত্রে বর্তমান থাকিলেও অতি সূক্ষ্মতাহেতু এবং দেহ হইতে তাঁহার পার্শ্বক্য নিবন্ধন সংসারিজনের পক্ষে অবিলেজে । তিনি দূরস্থ অথচ অস্তিত্বস্থিত । পূর্বোল্লিখিত অমানিত্বাদি (১৩ অঃ ৮ শ্লোক) গুণবিরহিত ব্যক্তিগণের দেহে সেই আত্মা অধিষ্ঠিত থাকিলেও তাহাদিগের অজ্ঞতাহেতু তিনি অতি দূরবর্তী । যে সকল মহাত্মা অমানিত্বাদি গুণসম্পন্ন, তাঁহাদিগের পক্ষে তিনি দেহাত্মান্তরস্থিত রূপে পরিজ্ঞাত, অতএব অতি সূমীপগত ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায় । চৈতন্য ধর্মাক্রান্ত ও জড় ভূত-বর্গের অন্তরে ও বাহিরে তিনি অবস্থিত । শ্রুতি বলিয়াছেন, “অন্তর্বহিঃ চ তং সর্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ” অর্থাৎ যাহা কিছু অন্তর ও বহিঃ, তৎ সমস্তকেই ব্যাপিয়া নারায়ণ অবস্থিত রহিয়াছেন । তিনি অচর অর্থাৎ চল, এবং চর অর্থাৎ চল । শ্রুতি বলিয়াছেন, “আনীনো দূরং ব্রজতি যানো যতি সর্বতঃ” (কঠোপনিষৎ ২য় বঙ্গী ২১ শ্রুতি) তিনি আনীন ইয়া দূরে ভ্রমণ করেন, এবং শয়ান হইয়াও সর্বত্র বিচরণ করেন । সূক্ষ্মরূপে প্রত্যেক ধর্মত্বাহেতু, এবং চিৎসুখমূর্তি হেতু তিনি অবিলেজে । অজ্ঞতাবৃত্তাকে যে রূপে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাঁহাকে সেরূপে জানিবার কোন উপায় নাই । এই জ্ঞানই তিনি দূরস্থ । শ্রুতি বলিয়াছেন ; “যন্নো ন সমুতে নচ চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনং” মন যাহাকে মনন করিতে পারে না, চক্ষু যাহাকে দর্শন করিতে সক্ষম নহে, কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না । সঙ্গীতকুশল অভ্যাস কণ দ্বারা মানব যেক্ষেপে যজ্ঞাদিদের * অববোধ

* বড়জ ।—বড়জ সঙ্গীতকৌশল বর বিশেষ । বর সপ্তপ্রকার । যথা, “বড়জ পদভঙ্গ্যাকারঃ সপ্তমঃ । দাম টথা । ধৈবতকনিবাদন্ত বরাঃ সপ্ত প্রকীর্তিতাঃ ।” (সঙ্গীত দামোদর) অর্থাৎ বড়জ, ধৈবত, গাঁগার, যোগ্য, কুম, ধৈবত, নিবাদ এই সপ্তবিধ বর । ইহারের সঙ্গিত উচ্চারণ ব, ঙ, গ ম প ণ নি । ইহারাই বিবিধ

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতং ।

ভূতভৰ্ত্তৃ চ তজ্জ্যেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৭ ॥

অর্থঃ ।—ভূতেষু (স্বাবরজজন্মাত্মকেষু) চ অবিভক্তং [অপি] বিভক্তং (ভিন্নং) ইব চ স্থিতং, তৎ (ব্রহ্ম) ভূতভৰ্ত্তৃ (ভূতপালকং) । চ গ্রসিষ্ণুঃ (গ্রাসনশীলং) প্রভবিষ্ণু (স্রষ্টা) চ জ্যেয়ং ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—ভূতসমূহে অবিভক্ত [হইয়াও] ভিন্নের আয় অব স্থিত, তিনিই ভূতগণের-পালক, গ্রাসকর্ত্তা এবং স্রষ্টা জানিবে ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—তিনি স্বাবর জন্মাত্মক ভূতপুঞ্জে অবিভক্ত হইয়াও ভিন্নরূপে প্রতীয়মান ; তিনিই স্থিতিকালে ভূতবর্গের পালক, প্রলয় কালে সংহারক এবং সৃষ্টিকালে উৎপাদক বলিয়া জানিবে ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চ অবিভক্তমিতি । অবিভক্তঞ্চ প্রতিদেহং ব্যোমবৎ তদে ভূতেষু সৰ্ব্বপ্রাণিণু বিভক্তমিব চ স্থিতং দেহেষুণ বিভাযমানম্ভ্যং ভূতভৰ্ত্তৃ চ ভূতানি বিভক্তী তৎ জ্যেয়ং ভূতভৰ্ত্তৃ চ স্থিতিকালে প্রলয়কালে গ্রসিষ্ণু চ গ্রাসনশীলং উৎপত্তিকালে প্রভবিষ্ণু প্রভবনশীলং যথা রজ্জ্বাদিঃ সৰ্পাদেমিথ্যাকল্পিতস্ত ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি ।—জ্যেয়শাস্তিষে হেতুস্তরমাহ কিক্কেতি । তদ্বিপ্রতিদেহং মভোবদে তত্ত্বেনে মানাভাবাৎ ভিন্নস্বৈ চ ঘটবদনায়তাপাতাতোহিষীতীরং সৰ্ব্বত্র প্রত্যগভূতং জ্যেয়ং না ত্যতিসাহসমিত্যাহ অবিভক্তক্কেতি । কথম্ তর্হি দেহভেদে ভেদধীরিত্যাশঙ্ক্য কল্পনয়ত ভূতেন্নিতি । তত্র হেতুঃ দেহেব্বিতি । কার্য্যাবাৎ স্থিতিকৃত্ত্বাচ্চ জ্যেয়মতীতাহ ভূতেন্নিতি । নি ভোপাদানমতয়া তেষাং প্রলয়ে প্রভবে চ কারণত্বাচ্চ তদন্তীতাহ প্রলয়েতি । তর্হি কার্য্যকারণ বস্তুহান্নাষ্টেতমিত্যাশঙ্ক্যাহ যথেন্নিতি ॥ ১৭ ॥

রামানুজ ।—দেবমনুষ্যাদিভূতেষু সৰ্ব্বত্র স্থিতমায়বস্ত্বে বেদিতৃত্বকাকারতয়া অবিভক্তমিহাম্ দেবাঙ্কাকারেণারং দেবো মহত্যা ইতি বিভক্তমিব চ স্থিতং দেবোহহং মহাব্যোহহমি দেহসামান্যিকরণেনানুসঙ্গীয়মানমপি বেদিতৃত্বেন দেহাশঙ্ক্যস্তরভূতঃ জ্ঞাতুঃশক্যমিত্যাহ মেতদ্বো বেদীতি । ইদানীং প্রকারান্তরৈশ্চ দেহাশঙ্ক্যস্তরয়েন জ্ঞাতুঃশক্যমিত্যাহ ভূতভৰ্ত্তৃর্চো ভূতানাং পৃথিবাদীনাং দেহরূপেণ সংদতানাং ষড়্ভূতদত্তর্গবোভ্যো ভূতেভ্যোহর্থাস্তরং এ অর্থাস্তরমিতি জ্ঞাতুঃ শক্যমিত্যর্থঃ । তথা গ্রসিষ্ণু অন্নাদীনাং ভৌতিকানাম্ গ্রসিষ্ণু গ্রাসমানো ভূতেভ্যো গ্রসিতৃত্বেন অর্থাস্তরভূতমিতি জ্ঞাতুঃ শক্যঃ । প্রভবিষ্ণু চ প্রভবহেতুঃ প্রত্নানামন্নানি মাকারান্তরেণ পরিণতানাং প্রভবহেতুস্তেভ্যোহর্থাস্তরমিতি জ্ঞাতুঃ শক্যমিত্যর্থঃ । ভূতশঃ গ্রাসনপ্রভাবাদীনামদর্শনাৎ ন ভূতসংঘাতরূপং ক্ষেত্রং গ্রাসনপ্রভবতরণক্ষেত্রমিতি নিশ্চয়তে ॥ ১

হনুমান্ ।—অবিভক্তমাক্ষণং ভূতভর্তৃ স্থিতিকালে এসিঞ্চু প্রলয়কালে প্রভবিঞ্চু উৎপত্তিকালে ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ অবিভক্তমিতি । ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাযুক্তৈব বিভক্তং কারণাণ্যনাবভিন্নং কার্যায়না ভিন্নমিব স্থিতং চ বিভক্তং সমুদ্রাঙ্কাতং কেনাদি সমুদ্রাদত্মম্ ভবতি তৎ পরূপমেবোক্তং জ্ঞেয়ং ভূতানাং ভর্তৃ চ পোষকং স্থিতিকালে, প্রলয়কালে চ এসিঞ্চু এসনশীলং, সৃষ্টিকালে চ প্রভবিঞ্চু নানা কার্যায়না প্রভবনশীলং ॥ ১৭ ॥

বলদেব ।—অবিভক্তমিতি । বিভক্তেষু মিথো ভিন্নেষু জীবৈষবিত্তমেকম্ তদ্ব্রহ্ম বিভক্তমিব প্রতিজীবং ভিন্নমিব স্থিতম্ । “একং সত্ত্বম্ বহুধা দৃশ্তমানমিহি” শ্রুতেঃ । “এক এণ পরো বিঞ্চুঃ সর্বথাপি ন সংশয়ঃ । ঐখর্য্যাজ্ঞপমেকঞ্চ সৃর্য্যাবহুধেয়ত” ইতি স্মৃতেঃ । তত্ ভূতভর্তৃ স্থিতৌ ভূতানাম্ পালকম্ প্রলয়ে তেষাং এসিঞ্চু কালশক্ত্যা সংহারকং সর্গে প্রভবিঞ্চু প্রধানজীবশক্তিত্যাং নানা কার্যায়না প্রভবনশীলম্ । শ্রুতিঃ “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবাণ্ড যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম তদ্বিজ্ঞাসয়েতি” ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন ।—যদুক্তমেকমেব সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতীতি তদ্বিশ্রুতি প্রতিদেহমাত্মভেদ-বাগিনাং নিরাসার । ভূতেষু সর্ব প্রাণিষু অবিভক্তমভিন্নমেকমেব তৎ ন তু প্রতিদেহং ভিন্নং ব্যোমবৎ সর্বব্যাপকত্বাৎ ; তথাপি দেহতাদাত্ম্যেন প্রতীয়মানত্বাৎ প্রতিদেহং বিভক্তমিব চ স্থিতং ঔপাধি-কত্বেনাপারমার্থিকব্যোমীভ তত্র ভেদাবভাস ইত্যর্থঃ । নহু ভবতু ক্ষেত্রজঃ সর্বব্যাপক একঃ, ব্রহ্ম তু জগৎকারণং ততোভিন্নমেবেতি নেতাহ ভূতভর্তৃ চ ভূতানি সর্বাণি স্থিতিকালে বিভক্তীতি তথা, প্রলয়কালে এসিঞ্চু এসনশীলং উৎপত্তিকালে প্রভবিঞ্চু চ প্রভবনশীলং সর্বজ্ঞ, যথা, রজ্জাদিঃ সর্পাদেশ্বারীকল্পিতস্ত তস্মাদজগজ্জাতং স্থিতিলয়োৎপত্তিকারণং ব্রহ্ম তদেব ক্ষেত্রজঃ প্রতি-দেহমেকং জ্ঞেয়ং ন ততোহহুদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতদেবোপপাদয়তীকেন অবিভক্তক্ষেতি । “এক এবতু ভূতান্য ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ । একধা বহুধাটৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ।” ইতি শ্রুতেঃ, ভূতেষু কার্যাকারণ-সংঘাতাপন্নেষু জলপাত্রেষু চন্দ্রেণৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বাঃ জীবাঃ তে এবোক্তরীত্যা বিবাদনত্বা ইতি তজ্জপেণ ভূতেষু অবিভক্তঞ্চ বিভাগমপ্রাপ্তমপি জ্ঞেয়বস্তু মুচ্যদৃষ্টা বিভক্তমিব দূরদেশস্থমিব ক্ষেত্রং বিভিন্নমিব চ স্থিতং এবং তর্হি চন্দ্রাহুদপাত্রাণামিব ভূতানাং পৃথক্ সত্তাপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ভূতভর্তৃচেতি অধিষ্ঠানত্বেন সর্বাণি ভূতানি ধারয়তীতি ন ততস্তেষাং পৃথক্ সত্তাপত্তি রজ্জুত ইব তদধ্যস্তানং সর্পদণ্ডারাদীনামিত্যর্থঃ । এতদেবাহ এসিঞ্চু প্রভবিঞ্চু চ যথা রজ্জুস্তত্ত্বজ্ঞান-দশায়াং সর্পাদীনু এসতি অজ্ঞানদশায়াং তানেব প্রসূতে ভবৎ জাতং ব্রহ্ম সর্বভূতএসিঞ্চু এসনশীলং অজ্ঞাতঞ্চ সর্বভূতানাং প্রভবিঞ্চু উৎপাদনশীলং ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাযুক্তেষু অবিভক্তং কারণাণ্যনাবভিন্নং কার্যায়না বিভক্তং ভিন্নমিব স্থিতং তদেব শ্রীনারায়ণস্বরূপং সং ভূতানাং ভর্তৃ স্থিতিকালে পালকং প্রলয়কালে এসিঞ্চু সংহারকম্ স্থিতিকালে প্রভবিঞ্চু চ নানা কার্যায়না প্রভবনশীলং ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্বে ব্যক্ত হইয়াছে যে, সেই জ্যেয় বস্তু সর্বব্যাপী। এক্ষণে কি ভাবে তিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত তাহাই কথিত হইতেছে। সেই জ্যেয় বস্তুর রহস্য যাহাতে সকলে কথঞ্চিৎ প্রাণিধান করিতে সক্ষম হয়, এই অভিপ্রায়ে এস্থলে তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে অন্তরূপে আভাস প্রদান করা হইতেছে। যাহারা প্রতিদেহে আয়ত্তে দর্শন করেন, তাহাদিগের সেই আশ্রিত এই শ্লোক দ্বারা নিরস্ত হইবে। সেই পরব্রহ্ম সর্বভূতে অবিন্দিত ভাবে একরূপে অবস্থিত। একই আকাশ যেমন অবিভক্তভাবে বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, তদ্রূপ একই পরমাত্মা সর্বভূতে অধিষ্ঠিত। তথাপি তিনি দেহভেদে ভিন্নভাবে অবস্থিত। দেহকে তাদান্যরূপে প্রতীত হয় বলিয়া তিনিও প্রতিদেহে বিভক্তরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। নাগর বারির ফেন পুঞ্জ যেমন নাগর হইতে বিভিন্ন পদার্থ নহে, তদ্রূপ পরমাত্মার সহিত প্রতিভূতাবস্থিত আত্ম পট্টাখের বিভিন্নতা নাই। কিন্তু উপাধি ভেদে আকাশের যেরূপ অপারমার্শিক বিভিন্নতা লক্ষিত হইয়া থাকে, শ্রীভগবানের সহিত জীবেরও সেইরূপ বিভিন্নতা বুদ্ধিতে হইবে। যদি এস্থলে আশঙ্কা করা যায় যে, ক্ষেত্রজরূপ জ্যেয় বস্তু সর্বব্যাপক সত্য, তথাপি যে ব্রহ্ম জগতের কারণ স্বরূপ, যাহা হইতে স্থাবর জঙ্গমান্নক চরাচরের উদ্ভব, তিনি স্বতন্ত্র পদার্থ? তদুত্তরে ইহাই কথিত হইতেছে যে, তাহা নহে। কারণ তিনি সর্বভূতের স্থিতিকালে পালক ও পরিপোষক তাহাদের যখন প্রলয় দশা উপস্থিত হয়, তখন তিনিই তাহাদিগকে গ্রাস করেন, এবং যখন তাহাদিগের উৎপত্তি হয়, সেই সৃষ্টিকালেও তিনি তাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এতাবত ইহাই স্থির হইতেছে যে, যিনি সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ, সেই পরম ক্ষেত্রজরূপ জ্যেয় বস্তুই পরব্রহ্ম। যেমন মায়া দ্বারা রজ্জ্বাদিতে সর্প কল্পিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জাগতিক পদার্থ পুঞ্জের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশ সেই ব্রহ্মেই হইয়া থাকে। অস্ত্র কাহারও তদ্বিষয়ে কণ্ঠস্থ নাই। সমস্ত ভূতই কেবল মিথ্যা ও মায়া-কল্পিত মাত্র।

এই শ্লোকের অনুকূল কয়েকটি শ্রোত স্মার্ত্ত বচন কোন কোন মহাত্মা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তদ্ব্যখ্যা; “একং সত্ত্বং বহুধা দৃশ্যমানং” অর্থাৎ তিনি এক হইলেও বহুরূপে পরিদৃষ্ট হন। “এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্বত্রাপি নসং-

শয়ঃ । ঐশ্বর্য্যাক্রপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়ত ।” ইহার ভাবার্থ এই যে, একই পরমাত্মা বিষ্ণু সর্বত্রই অনুসৃত ; এবং তিনি এক হইয়াও স্বীয় শক্তি প্রভাবে জলাদিতে প্রতিবিস্তৃত সূর্য্যের ন্যায় বহুরূপে পরিদৃষ্ট হন । “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব” (তৈত্তিরিয়োপনিষৎ ৩য় বঙ্গী ১ অনুবাক) অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই ভূতপুঞ্জ উদ্ভূত হয়, যাঁহার প্রভাবে জীবন ধারণ করে, এবং প্রলয়ে যাঁহাতে প্রবিষ্ট হয় সেই ব্রহ্মকে জানিতে চেষ্টিত হও ॥ ১৭ ॥

—(০)—

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তুমসঃ পরমুচ্যতে ।

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিচ্ছিতং ॥ ১৮ ॥

অর্থঃ ।—তৎ জ্যোতিষাং (সূর্য্যাদীনাম্) অপি জ্যোতিঃ (প্রকাশকং) তমসঃ (অজ্ঞানাং) পরং উচ্যতে (কথ্যতে) জ্ঞানং (বুদ্ধি-
হুতিরূপেণাভিব্যক্তং) জ্ঞেয়ং (জ্ঞানস্য বিষয়ং) জ্ঞানগম্যং (জ্ঞানপ্রাপ্যং)
সর্বস্য (প্রাণিজাতস্য) হৃদি (বুদ্ধৌ) বিচ্ছিতং (বিশেষরূপেণ স্থিতং) ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—তিনি সূর্য্যাদিরও প্রকাশক, অজ্ঞানের অতিরিক্ত কথিত হন ; [তিনি] জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞান-দ্বারা-প্রাপ্য, সকলের বুদ্ধি-রুত্তিতে বিশেষরূপে-অধিষ্ঠিত ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—সেই ব্রহ্ম সূর্য্যাদিরও প্রকাশক, এবং অজ্ঞান দ্বারা অসংস্পৃষ্ট ; তিনিই জ্ঞানরূপী, জ্ঞেয় বস্তু, জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্য এবং সকলের হৃদয়ে নিয়ন্তারূপে অবস্থিত ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চ সর্বং বিদ্যমানং সমোপলভ্যতে চেৎ জ্ঞেয়ন্তমন্তর্হিন, কিং তর্হি জ্যোতিষামপীতি । জ্যোতিষাং আদিত্যাদীনামপি তৎ জ্ঞেয়ং জ্যোতিরাস্বচ্ছৈতত্তজ্জ্যোতিষেদ্বানি হি আদিত্যাদীনি জ্যোতীষি দীপান্তে, “যেন সূর্য্যাস্তপতি তেজসেক্তস্তস্ত তাসা সর্বমিদং বিভাতী” ত্যাদি শ্রুতিভাঃ, স্বতেন্দ্র ইদৈব “যদাদিত্যগতং তেজ” ইত্যাদেগুসমোহজ্ঞানাং পরম্পষ্টমুচ্যতে জ্ঞানমিতি । জ্ঞানাদর্শঃ সম্পাদনবুদ্ধ্যা প্রাপ্তবাসাদন্তোত্তমনার্থমাহ জ্ঞানময়ানিহাদি জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি-
ত্যানিনোক্তং জ্ঞানগম্যং জ্ঞেয়মেব জ্ঞাতং সজ্জ্ঞানকলমিতি জ্ঞানগম্যমুচ্যতে জ্ঞায়মানন্ত জ্ঞেয়ং
তদেতদ্বয়মপি হৃদি বুদ্ধৌ সর্বস্ত প্রাণিজাতস্ত বিচ্ছিতং বিশেষেণ স্থিতং ॥ ১৮ ॥

পাঠান্তর ।—বিচ্ছিতং ।

আনন্দগিরি ।—ইতোহপি জ্যেষ্ঠান্তিভিমিত্যাহ কিলেতি । হেইকরমেব ফোরয়িতুং শক্যতি সৰ্ব্বত্রৈতি । ন তত্তমোমন্তব্যমিত্যাং নেতি । তহি কিস্ত্যরূপমিতি পুঙ্খতি কিম্ তর্হীতি । তত্রোত্তরং জ্যোতিষামিতি । স্বর্ঘ্যাধীনাং বুদ্ধ্যাধীনাঞ্চ প্রকাশকত্বাং অস্তি জ্যেষ্ঠ ব্রহ্মেত্যাহ জ্যোতিষামিতি । তদেবোপপাদয়তি আশ্বোতি । তত্র ঐতিহ্যং প্রমাণয়তি যেনেতি । উক্তেহর্থো বাক্যশেষমপি দর্শয়তি শ্বতেচেতি । জ্যেষ্ঠাশ্রয়নঃ তমশ্বেহপি তমস্পৃষ্টমশ্রয়োক্তম্ তমসইতি । উত্তরাদীনাং ভাংপর্যমাহ জ্ঞানাদেহিতি । উত্তমুদমুদীপনং প্রকটীকরণমিতি যাবৎ জ্ঞানমমানিষাদি করণব্যংপন্ত্যেতিশেষঃ । জ্ঞানগম্যম্ জ্যেষ্ঠমিতি পুনরুক্তিম্ শক্তিস্বাক্ষরং জ্যেষ্ঠমিতি । উক্তত্রয়ম্ বুদ্ধিহৃত্য প্রাকট্যম্ প্রকটয়তি তদেতদিতি ॥ ১৮ ॥

রামানুজ ।—জ্যোতিষাং দীপাদিত্যমপি প্রভৃতীনাংমপি তদেব জ্যোতিঃ প্রকাশকং দীপাদিত্যাধীনাংমপি আশ্রয়প্রভাবরূপং জ্ঞানমেব প্রকাশয়তি । দীপাদয়ন্ত বিবরণেন্নিয়সন্নিকর্ষ-বিয়োদিসত্ত্বগদনিরসনমাত্রং কুর্তে, তাবম্মাত্রেনৈব তেষাং প্রকাশকত্বং তমসঃ পরমুচ্যতে তমঃ শব্দঃ স্বম্ভাবস্থপ্রকৃতিবচনঃ প্রকৃতে: পরমুচ্যতে ইত্যর্থঃ । অতোজ্ঞানং জ্যেষ্ঠং তচ্চ জ্ঞানগম্যং অমানিষাদিভিরূপৈঃ জ্ঞানসাধনৈঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ । হৃদিসর্বস্য বিধিতং সর্বস্য মনুষ্যাদে: হৃদি বিশেষেণাবস্থিতং সন্নিহিতং ॥ ১৮ ॥

হনুমান্ ।—তমসঃ অজ্ঞানাং পরমসংস্পৃষ্টং জ্ঞানমমানিষাদি জ্যেষ্ঠমাদি মৎপরং জ্যেষ্ঠং ব্রহ্মেত্যাদি জ্ঞানগম্যম্ প্রাপ্যং ফল মিত্যর্থঃ জ্ঞানেন গম্যং জ্ঞানগম্যং ফলম্ তদ্বিত্তিপময়ি (?) হৃদি বুদ্ধৌ সর্বত্র প্রাণিজাতস্য বিধিতম্ বিশেষেণ স্থিতং ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ জ্যোতিষামপীতি । জ্যোতিষাং স্বর্ঘ্যাধীনাংমপি তজ্যোতিঃ প্রকাশকং, “যেন স্বর্ঘ্যস্তপতি তেজসেন্দ্রঃ, ন তত্র স্বর্ঘ্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিজ্ঞাতোভাতি কুতোহয়মগ্নি তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্বং তস্ত ভাসা সর্বমিদং বিভাতী” ত্যাদি শ্রুতে: । অতএব তমসোহ জ্ঞানাং পরং তেনাসংস্পৃষ্টমুচ্যতে, “আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরম্” ইত্যাদি শ্রুতে: । জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবৃত্তাবভিযুক্তং তদেবং রূপাদ্যাকারেণ জ্যেষ্ঠং জ্ঞানগম্যঞ্চ অমানিষাদিগণকণেন পূর্বোক্তজ্ঞান-সাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ, জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্ট সর্বত্র প্রাণিমাাত্রম্ হৃদি বিধিতং বিশেষেণাপ্রচ্যুত স্বরূপেণ নিয়ন্তৃত্বা স্থিতং । বিধিতমিতিপাঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বলদেব ।—জ্যোতিষাং স্বর্ঘ্যাধীনাংমপি তদ্বৃক্ষ জ্যোতিঃপ্রকাশকং “ন তত্র স্বর্ঘ্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিজ্ঞাতো ভাতি কুতোহয়মগ্নি: । তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদম্ বিভাতীত্যাদি” শ্রুতে: । তদ্বৃক্ষ তমসঃ প্রকৃতে: পরং তেনাসংস্পৃষ্টমুচ্যতে । “আদিত্যবর্ণম্ তমসঃ পরম্” ইতি শ্রুত্যা জ্ঞানম্ চিদেকরসমুচ্যতে । “বিজ্ঞানমানন্দধনং ব্রহ্মেতি” শ্রুত্যা জ্ঞানং মুমুক্শো: শরণং জ্ঞানজাতমুচ্যতে । “তম্ হ দেবমাস্তবুদ্ধিপ্রকাশম্ মুমুক্শো: শরণমহং প্রপত্তে” ইতি শ্রুত্যা জ্ঞানগম্যমুচ্যতে । “তদেব বিদিত্যতিবৃত্ত্যমেতীতি” শ্রুত্যা সর্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি বিধিতম্ নিয়ন্তৃত্বা স্থিতমুচ্যতে । “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামিতি” শ্রুত্যা ন চ সর্বত: পানীতাদিপঞ্চকং জীবপাতটৈব নেয়ম্ তৎপ্রকরণম্ ইতি বাচ্যম্ জীববদীশ্বরম্যপি ক্ষেত্রজ্ঞেয়ং প্রকৃতত্বাৎ । সর্বত:

পানীতাদি সার্বকস্য ব্রহ্মবোপক্রম্য য়েতাং তৈঃ পঠিত্বাং প্রকরণশাবল্যস্যোপনিষৎ
বীক্ষণচ্চ ॥ ১৮ ॥

মধুসূদন ।—নহ সৰ্বত্র বিদ্যমানমপি তন্মোপলভ্যতে চেত্তর্হি জড়মেব ত্বাং ন ত্বাংস্বঃ
জ্যোতিৰ্বোহপি তত্ত রূপাদিহীনত্বেনেদ্রিয়াদ্যগ্রাহ্যোপপত্তিরিত্যাহ জ্যোতিষমিতি । ত
জ্ঞেয়ঃ ব্রহ্ম জ্যোতিৰ্ভাবভাসকানামদিত্যাदीনাং বুদ্ধ্যাदीনাঞ্চ বাহ্যানাংস্তরাণামপি জ্যোতিরবৎ
সকং চৈতন্তজ্যোতিৰ্বোজ্জ্যোতিরবতাসকত্বোপপত্তেঃ “যেন হৃদ্যন্তপতি তেজসেদ্ধঃ তন্ত ভাঃ
সৰ্বমিদং বিভাতী” ত্যাদি ঐতিভাষ্য বক্ষ্যতি চ “যদাদিত্যগতং তেজঃ” ইত্যাদি । স্বয়ং জড়হ
তাবেহপি জড়সংস্পৃঃ স্থাদিতি নেতাহ তমসোজড়বর্ণাং পরং অবিত্যাতংকার্ধ্যাভ্যামপারমার্থিকা
ভ্যামসংস্পৃঃ পারমার্থিকং তদব্রহ্ম সদসতোঃ সম্বন্ধাযোগাৎ । উচ্যতে,—“অক্ষরাংপরত
পর” ইত্যাদি ঐতিভিঃ ব্রহ্মবাদিভিঃ । তত্ত্বং । “নিঃসঙ্গস্ত সসঙ্গেন কুটস্থস্ত বিকারিণা
আত্মনোনাশ্বনা যোগোবাস্তবোনোপপদ্যতে ॥” “আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাদিভিঃ” ঐতিশ
আদিত্যবর্ণমিতি স্বভানে প্রকাশান্তরানপেক্ষং সৰ্বস্য প্রকাশকমিত্যর্থঃ, যস্মাত্তং সুরাজ্যোতি
র্জড়াসংস্পৃঃ অতএব তত্ত্বজ্ঞানং প্রমাণজ্ঞচেতোরভিব্যক্তসংবিজ্ঞং অতএব তদেব জ্ঞেয়
জ্ঞাতুমর্শমজ্ঞাতব্যং জড়স্যাজ্ঞাতত্বাভাবেন জ্ঞাতুমর্শহ্যং কথং ইতি সর্বে ন জায়তে, তত্রা
জ্ঞানগম্যঃ পূর্বোক্তেনামানিভাদিনা তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনাস্তেন সাধনকলাপেন জ্ঞানশক্তিভেন গম্য
প্রাপ্যং ন তু তদ্বিনেতব্যং । নহ সাধনেন গম্যং চেত্তং কিং দেশান্তরব্যবহিতং নেতাহ হৃদি
সৰ্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি বুদ্ধৌ বিস্তৃতং সৰ্বত্র সামাঞ্চে ন হিতমপি বিশেষরূপেণ তত্র স্থিত
মভিযুক্তং জীবরূপেণান্তর্ধামিরূপেণ চ সৌরং তেজ ইবাদর্শহৃদ্যাক্তাদৌ অব্যবহিতমে
বস্ত্তোভ্যজ্ঞা ক্যবহিতমিব সৰ্বভূমকারণানামনিবৃত্ত্যা প্রাপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং জ্ঞেয়স্ততটস্থলক্ষণমুক্ত্ । স্বরূপলক্ষণমাহ জ্যোতিষাং বাহ্যানাংদিত্যা
দীনাংস্তরাণাঞ্চ বুদ্ধ্যাদীনামিতরাবভাসকানামপি তৎ জ্ঞেয়ং ব্রহ্ম জ্যোতি রবভাসকত্বোপপত্তেঃ
তথাচ ঐতিয়ং, “যেন হৃদ্যন্তপতি তেজসেদ্ধঃ তন্তভাঃ সৰ্বমিদং বিভাতী” ত্যাত্ভাঃ, বক্ষ্যতি ।
“যদাদিত্যগতং তেজঃ” ইত্যাদি, তমসোজ্ঞানাং ভূতগ্রামপ্রসবহেতোঃ পরং দূরস্থং তদ্রূপে
নহ যথা চান্দ্রস্ত জ্যোতিৰ্বোহবভাসকং তৎ সজাতীয়ং সৌরং জ্যোতিরিতিজ্যোতিঃশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ
এবং সৌরাদি জ্যোতিষমপ্যবভাসকং কিঞ্চিৎ সজাতীয়ং জ্যোতিরলৌকিকং স্থাদিত্যাশঙ্ক্য
জ্ঞানমিতি, কেবলজ্ঞপ্তিমাত্র শরীর যৎ জ্যোতি ন তু ভৌতিকং তদেব জ্ঞেয়ং বস্ত্ত আহুতত্বাৎ
জ্ঞানেন প্রাপ্তুমিষ্টতমং কুতন্তর্হি তত্ত্বজ্ঞানমত আহ জ্ঞানগম্যমিতি স্বতন্ত্বজ্ঞানেন অমানিত্বাদিনা
জ্ঞানসাধনেন গম্যং প্রাপ্যং কিম্ গ্রামান্তরবৎ দেশব্যবহিতং বা বাহ্যং যৌবনমিব অবস্থান্তরবৎ
কালব্যবহিতং বা তৎপ্রাপ্যমসীত্যত আহ হৃদি সৰ্বস্তথিষ্ঠিতমিতি স্বাত্ত্বভূতমেব তদন্ত দৃষ্টীনাং
সম্যক্ প্রকাশত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—জ্যোতিষাং চন্দ্রাদিত্যাদীনামপি তজ্জ্যোতিঃ প্রকাশকং । “যেন হৃদ্যন্তপতি
তেজসেদ্ধঃ, ন তত্র হৃদ্যোভাতি ন চন্দ্র ভারকং নেমা বিদ্যতে ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ তমেব ভাস্তম

অমৃত্যু সৰ্বম্ তস্ত ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি” ত্যাদি শ্রুতেঃ । অতএব তমসোহজ্ঞানাংপরম্ তেনাস্পৃষ্টম্ উচ্যতে । “আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তা” দিত্যাদি শ্রুতেঃ । জ্ঞানম্ তদেব বুদ্ধিবৃত্তাব-
ভিব্যক্তং সংজ্ঞান মুচ্যতে তদেব রূপাত্মাকারেণ পরিণতং জ্ঞেয়ঞ্চ তদেব জ্ঞানগম্যং পূৰ্ব্বোক্তেন
অমানিত্বাদি জ্ঞানসাধনেन প্রাপ্যমিত্যর্থঃ । তদেব পরমাত্মস্বরূপম্ সং সৰ্বশ্চ প্রাণিমাভ্যাসা হৃদি
শিষ্ঠিতম্ নিয়ন্তু তয়া অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূৰ্বে পরম জ্ঞেয় বস্তুকে সৰ্বব্যাপকরূপে নির্দেশ করা
হইয়াছে । তিনি জড় রূপে সৰ্বত্র ব্যাপ্ত নহেন । অপিচ সৰ্বব্যাপকত্বই
তঁাহার একমাত্র পরিচায়ক নহে । ইহাই প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে
এই শ্লোকের অবতারণা । তিনি উপাধিহীন সূতরাং মনে হইতে পারে,
তিনি ইন্দ্রিয়গণের অগ্রাহ । কিন্তু এরূপ আশঙ্কা অমূলক । যে হেতু তিনি
আদিত্যাদি জ্যোতির্ষয় স্বপ্রকাশ পদার্থেরও জ্যোতি স্বরূপ । অর্থাৎ
তঁাহার জ্যোতিতে আদিত্যাদি অবভাসিত ও জ্যোতিষ্মান্ । শ্রুতি বলিয়া-
ছেন “যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ যস্য ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি” ইহার
ভাবার্থ যথা ; যঁাহার তেজ দ্বারা সমুদ্র হইয়া সূর্য্য তাপ দান করেন, তঁাহার
জ্যোতি সমস্ত বিশ্বকে উজ্জ্বল করিতেছে । “ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্র-
তারকং নেমা বিদ্যতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্ত মনুভাতি সৰ্বং
তস্য ভাসা সৰ্বমিদং বিভাতি ॥” (কঠোপনিষৎ ৫ম ব্রহ্মী ১৫ শ্রুঃ) ইহার
ভাবার্থ যথা, তথায় সূর্য্য আলোক দানে সমর্থ হয় না, সেখানে চন্দ্র তারকাও
আলোক প্রদানে অক্ষম ; সেখানে বিদ্যুৎ সমূহও আলোকোৎপাদন করে
না ; অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা বিদ্যুৎ প্রভৃতি ব্রহ্ম বিষয়ক অজ্ঞতারূপ
অন্ধকার নাশ করিতে পারে না । তবে এই অগ্নি কিরূপে তঁাহাকে প্রকাশ
করিবে ? তঁাহারই আলোকে সমস্ত পদার্থ আলোকিত ও ‘রই প্রভায়
সকলে প্রভাশালী । এই গ্রন্থের পঞ্চদশাধ্যায়ে ১২শ শ্লোকে “যদিদিত্যগতং
তেজঃ” ইত্যাদি বাক্যে এই বাক্য সমর্থিত হইয়াছে । যদি মনে করা যায়,
ক্ষেত্রজের জড়ত্ব না থাকিলেও তিনি জড় সংসৃষ্ট বটেন । তদুত্তরে কথিত
হইতেছে যে, তিনি জড়বর্গের অতীত । অবিদ্যা ও তৎকার্য্য স্বরূপ
এপারমার্থিক বিষয় ব্যাপারের সহিত সেই পরমাত্মা সংসৃষ্ট নহেন । কারণ
সত্যের সহিত অনত্যের সম্বন্ধ অসম্ভব । পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী “তমসঃ
পরং” এই বাক্যের অর্থ স্বরূপে লিখিয়াছেন যে, তিনি অজ্ঞানের অতীত;

অর্থাৎ তৎকর্তৃক অসংস্পৃষ্ট । উক্ত আছে যে, “নিঃসঙ্গস্ত সসঙ্গেন কুটস্থস্ত
বিকারিণা । আত্মনোহনাত্মনা যোগো বাস্তবো নোপপদ্যতে” অর্থাৎ সঙ্গযুক্ত
বিকার ধর্মশীল অনাত্মবস্তুর সহিত সঙ্গরহিত কুটস্থ আত্মার বাস্তবসংযোগ
সম্ভব নহে । ঋতিও বলিয়াছেন, “আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাং” (ঋতাথত-
রোপনিষৎ ৩য় অঃ ৮ শ্লোকঃ) ইহার ভাবার্থ এই যে, যিনি বস্তুস্তরের সহায়তা
ব্যতীত স্বকীয় জ্যোতিতে স্নয়ং দীপ্তিমান, সেই ব্রহ্ম জড় পদার্থের অতীত ।
সেই ব্রহ্ম জড়াতীত ও স্নয়ং তেজোময়, এই জ্ঞানই তিনি জ্ঞানময় । অর্থাৎ
তিনি স্নয়ং চিদ্রূপে অভিযুক্ত পরমাত্মা । অতএব তাঁহাকেই জ্ঞেয়
বলিয়া অবধারণ করিতে হইবে । অজ্ঞেরা তাঁহার তত্ত্ব গ্রহণে অসমর্থ;
জ্ঞানিগণই তাঁহার তত্ত্বাবধারণে সমর্থ । যাহারা পূর্বকথিত অমানিত্বাদি
রূপ জ্ঞান সম্পন্ন, তাঁহারাই পরমজ্ঞেয় বস্তুর তত্ত্বনিরূপণে অধিকারী ।
পূর্বকথিতরূপ অমানিত্বাদি সাধন সহকারে ব্রহ্মাববোধ জন্মিয়া থাকে ।
যদি মনে করা যায় যে, তিনি সাধন দ্বারা লভ্য, স্মরণ্য হয় তো বা তিনি
স্থানান্তরে অবস্থিত । তদ্বস্তুরে কথিত হইতেছে যে, তিনি সকল
প্রাণীর হৃদয় প্রদেশে বুদ্ধি রূপে অধিষ্ঠিত । তিনি সর্বত্র সামান্যাকারে
অধিষ্ঠিত আছেন ; তথাপি ইহাই বক্তব্য যে, তিনি জীববর্গের হৃদয় প্রদেশে
বুদ্ধি রূপেই বিশেষরূপে অবস্থিত রহিয়াছেন । তিনি জীবরূপে ও
অন্তর্যামীরূপে সকল জীবের হৃদয়ে নিত্যাদিষ্ঠিত । সূর্য্যরশ্মি সর্বত্র
প্রসারিত হইলেও বেকরূপ দর্পণ ও উজ্জ্বল সূর্য্যকান্তমণি প্রভৃতিতে বিশেষরূপে
প্রতিভাত হইয়া থাকে, সেইরূপ পরমাত্মা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলেও জীব-
বর্গের হৃদয়প্রদেশে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন । যিনি হৃদয়ে
নিত্যাদিষ্ঠিত, তিনি বস্তুতঃ অব্যবহিতঃ ; কিন্তু ভ্রান্তি প্রযুক্ত অজ্ঞজনেরা
তাঁহাকে ব্যবহিত বলিয়া জ্ঞান করে । সর্বপ্রকার ভ্রমের কারণ স্বরূপ
অজ্ঞানের নিরুত্তি হইলেই তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্যের অভিপ্রায় । ব্রহ্মদীপ, আদিত্য-
মণি প্রভৃতি জ্যোতিষ্মান পদার্থেরও প্রকাশক । তিনি দীপাদিত্যাদি
আত্মপ্রভারূপ আলোক প্রকাশ করিয়া থাকেন । সেই আলোক দ্বারা
দীপাদি স্নিগ্ধিত অন্ধকার মাত্র নাশ করে । তাহাদিগের প্রকাশকত্ব
ধর্মের এই স্থানেই পর্য্যবসান । বিষয়েদ্রিষ্টব্য বিরোধী অন্ধকার মাত্র

গীপাদি দ্বারা বিনষ্ট হয় । কিন্তু পরম জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের প্রভাবে সর্ব-
প্রকার অন্ধকার নির্মূল নিঃশেষিত হইয়া থাকে । তৎসংগত দ্বারা সূক্ষ্ম-
স্বাপ্না প্রকৃতি বুঝায় । ব্রহ্ম তাহারও অতীত । (অবশিষ্টাংশ পূর্ববৎ)

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায় । উল্লিখিত প্রকারে জ্ঞেয় বস্তুর
চৈতন্য লক্ষণ নির্দেশ পূর্বক এক্ষণে তাঁহার স্বরূপ লক্ষণ কীর্তিত হইতেছে ।
নই জ্ঞেয় পদার্থ আদিত্যাদি বাহ্য জ্যোতিষ্ক সমূহের এবং বুদ্ধি
প্রভৃতি আন্তরিক প্রভাবিতগণের জ্যোতিষ্বরূপ । আদিত্যাদি বাহ্য
দগতে আলোক বিকীরণ করিয়া থাকেন, বুদ্ধি প্রভৃতি অজ্ঞানান্ধকার নাশ
করিয়া অন্তরকে আলোকিত করিয়া থাকে । পরব্রহ্ম সর্বলোকের
মালোক । অজ্ঞান হইতেই ভূতগ্রামের উদ্ভব । ব্রহ্ম সেই অজ্ঞান হইতে
প্রাবল্লিত । জ্যোতিঃশাস্ত্রে প্রদিক্ক আছে যে, সূর্য্য রশ্মি দ্বারা তৎস্বজা-
তীয় চন্দ্র অবভাসিত হইয়া থাকে । এস্থলে জ্ঞেয় বস্তুকে সর্বজ্যোতিষ্কের
গবভাসকরূপে উল্লেখ করায় সন্দেহ হইতে পারে যে, তিনিও কি তবে
তৎসমস্তের একপ্রকার অলৌকিক সৃষ্টাঙ্গীয় জ্যোতিঃ ? তদুত্তরে ইহাই
বক্তব্য যে, তিনি জ্ঞান স্বরূপ এবং কোন ভৌতিক জ্যোতিঃমান পদার্থের
অনুরূপ নহেন । সেই জ্ঞানাত্মক জ্ঞেয় বস্তুই প্রাপ্য পদার্থের মধ্যে ইষ্টতম ।
তিনি পূর্বকথিতরূপ আমানিহাদি জ্ঞানসাধন দ্বারা লভ্য । তবে কি তিনি
গ্রামান্তরের আয় দেশান্তরের দ্বারা ব্যবহিত, অথবা বাল্যাত্ময়ে যৌবনা-
গমে যেক্রপ অবস্থান্তর সংঘটিত হয়, তদ্রূপ কাল দ্বারা ব্যবহিত ? ইত্য-
কার আশঙ্কার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, তিনি সকলের হৃদয়েই সতত
অধিষ্ঠিত । স্বয়ং আত্মরূপে সর্বভূতাবস্থিত হইয়া অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা সকলবস্তুর
প্রকাশক রূপে অবস্থিত ॥ ১৮ ॥

—(১)—

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়কৌলং সমাসতঃ ।

মদ্ভুক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভবায়োপপত্ততে ॥ ১৯ ॥

অনুব্র ।—ইতি (ইৎ) ক্ষেত্রং (শরীরং) তথা জ্ঞানং (অমানি-
হাদিকং) জ্ঞেয়ং (ক্ষেত্রজং) চ সমাসতঃ (সংক্ষেপেণ) উক্তং (কথিতং)

মন্তকঃ (মন্তজনশীলঃ) এতৎ বিজ্ঞায় (বিশেষণ জ্ঞাত্বা) মন্তাবায়
(মোক্ষায়) উপপত্ততে (উপযুক্তো ভবতি) ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ ।—এইরূপে ক্ষেত্র ও জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে উক্ত-
হইল ; আমার-তত্ত্ব এই-তত্ত্ব বিশেষরূপে-জানিয়া মোক্ষের-নিমিত্ত
যোগ্য-হয় ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা ।—এইরূপে ক্ষেত্ররূপ শরীর অমানিত্বাদি জ্ঞান এবং জ্ঞেয়
ক্ষেত্রজন্মরূপ সংক্ষেপে তোমার নিকট বিবৃত করিলাম ; আমার
তত্ত্ব এই গুণতত্ত্ব বিশেষরূপে অবধারণ করিয়া মন্তাব অর্থাৎ
মোক্ষলাভের যোগ্য হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তত্রৈব হি এবং গিত্যাদিতে যথোক্তার্থোপসংহারার্থোহয়ং শ্লোক আর-
ভ্যন্তে ইতি ক্ষেত্রমিতি । ইত্যোং ক্ষেত্রং মহাত্মাদি ধৃত্যন্তঃ, তথা জ্ঞানমমানিত্বাদি, তত্ত্বজ্ঞানার্থ
কর্মণপার্থঃ, জ্ঞেয়ং যদন্তিত্যাদি তমসঃ পরমুচ্যত ইত্যেবমন্তমুক্তং সমাসতঃ সংক্ষেপতঃ, এতাবান্
সর্বৌহি বেদাথোগীভার্থচোপসংহৃত্যোক্তেহস্মিন্ সম্যক্ দর্শনে কোহধিক্রিয়ত ইত্যুচ্যতে মন্তকো
ময়ীশ্বরে সর্বক্ষেপে পরমশূন্যে বাস্তবে সমর্পিতসর্বাশ্রয়তাবে যৎ পশ্যতি শৃণোতি স্পৃশতি বা সর্বমেব
ভগবান্ বাস্তবে ইত্যেবং গ্রহাবিষ্টবুদ্ধির্গতকৃতঃ সন্ এতৎ যথোক্তং সম্যক্ দর্শনং বিজ্ঞায় মন্তাবায়
মম ভাবোমন্তাবঃ পরমাত্মভাবন্তমৈ পরমাত্মভাবায়োপপত্ততে যুক্ত্যতে ঘটতে মোক্ষং গচ্ছতি ॥১১॥

আনন্দগিরি ।—তজ্জানভবমন্তকুলয়তি তত্রৈবেতি । তম্পদার্থশুদ্ধার্থঃ সবিচারং ক্ষেত্রং
পদবাক্যার্থবিবেক সাধনধামানিত্বাদি তৎপদার্থক শব্দং তদ্ব্যবোক্ত্যর্থমুক্তং । তেবাং ফলমুপসংহরতি
যথোক্তেতি । পূর্বাঙ্কং বিতজতে ইত্যেবমিতি । বক্তব্যান্তরে সতি কিমিতি ত্রিতয়মেব সংক্ষি-
প্যোপসংহৃতং তত্রাহ এতাবানিতি । উত্তরাদ্বিকমাংসাদ্বারাভাবতারয়তি অস্মিন্নিতি । দৈশ্বরে
সমর্পিতসর্বাশ্রয়তাবেবাভিনয়তি যৎপশ্যতীতি । বিজ্ঞায় লঙ্কেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

রামানুজ ।—এবং “মহাত্মাশ্রয়কার” ইত্যাদিনা “সংবাতশ্চৈতন্যধৃতি” ইত্যেনেন ক্ষেত্র-
তত্ত্বং সমাসেনোক্তম্ “অমানিত্বং” ইত্যাদিনা “তত্ত্বজ্ঞানার্থনির্দশনম্” ইত্যন্তেন জ্ঞাতব্যসামান্যতত্ত্বস্য
জ্ঞানসাধনমুক্তং, “অনাদিমৎপরং” ইত্যাদিনা “হৃদি সর্বস্য বিষ্টিতম্” ইত্যন্তেন জ্ঞেয়স্য ক্ষেত্র-
জস্য বাখ্যাত্ম্য চ সংক্ষেপেণোক্তম্ । মন্তকএতৎ ক্ষেত্রবাখ্যাত্ম্য ক্ষেত্রাদিবিক্তার্থব্রহ্মরূপপ্রাপ্ত্যু-
পায়বাখ্যাত্ম্য চ বিজ্ঞায় মন্তাবায়োপপত্ততে মম যো ভাবঃ স্বভাবঃ অসংসারিত্বম্ অসংসারিত্ব-
প্রাপ্তয়ে উপপন্নোভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

হনুমান্ ।—মম ভাবায় মোক্ষম্ গচ্ছতি ॥ ১১ ॥

ঈশ্বর ।—উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিকলসহিতমুপসংহরতি ইতীতি । ইত্যেবং ক্ষেত্রং

মহাত্মাদি ধৃত্যন্তঃ, তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনাস্তঃ জ্ঞেয়ঞ্চ অনাদিমং পরং ব্রহ্মে-
তাদি বিধিতমিত্যন্তঃ বশিষ্ঠাদিভির্কিন্তুরেণোক্তং সর্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তং, এতচ্চ পূর্বা-
ধ্যায়োক্তলক্ষণেমত্বেকোবিজ্ঞায় মত্ভাবায় ব্রহ্মভায়োপপদ্যতে যোগ্যোভবতি ॥ ১৯ ॥

বলদেব ।—উক্তং ক্ষেত্রাদিকম্ তজ্জ্ঞানফলসহিতমুপসংহরতি ইতি ক্ষেত্রমিতি । মহা-
ভূতানীত্যানি চৈতনাধিত্যস্তেন ক্ষেত্ররূপমুক্তম্ । অমানিত্বমিত্যানি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন-
মিত্যন্তেন জ্ঞেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ং জ্ঞানং তৎসাধনমুক্তম্ । অনাদি মৎপরমিত্যানি হৃদি সর্বত্র
ধিষ্ঠিতমিত্যন্তেন জ্ঞেয়ং ক্ষেত্রজ্ঞদ্বয়ম্ চোক্তং ময়া এতদ্বয়ং বিজ্ঞায় মিথো বিবেকেনাবগত্য মত্ভাবায়
দ্ব্যপ্নেয়ে মৎসম্ভাবায় বা সংসারিত্বায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি মত্ভুক্তঃ ॥ ১৯ ॥

মধুসূদন । উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিণং ফলং চ বদনুপসংহরতি, ইতি জনৈন
পূর্বোক্তেন প্রকারেণ ক্ষেত্রং মহাত্মাদিধৃত্যন্তঃ, তথা জ্ঞানং অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনাস্তঃ,
জ্ঞেয়ং চ অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম বিধিতমিত্যন্তঃ, শ্রুতিভাঃ শ্রুতিভাষ্যচ্যুতমপি মন্দবুদ্ধ্যগ্রহায়
ময়া সংক্ষেপেণোক্তং এতাবানৈব হি সর্ববেদার্থোপগীতার্থং, অমিশ্রং পূর্বাধ্যায়োক্ত লক্ষণে
মত্ভুক্ত এবাধিকারীত্বাহ, মত্ভুক্তঃ ময়ি ভগবতি বাসুদেবে পরমশরীরে সমর্পিতসর্বাঙ্গতাবোমদেক-
শরণঃ স এতদ্ব্যপ্তোক্তং ক্ষেত্রং জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ বিজ্ঞায় বিবেকেন বিদিত্বা মত্ভাবায় সর্কানর্থশূন্য-
পরমানন্দভাবায় মোক্ষায়োপপদ্যতে মোক্ষং প্রাপ্তুং যোগ্যোভবতি “যশ্চ দেবে পরভক্তির্থা দেবে
তথা শরীরে । তত্শ্রুতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে মহায়ন” ইতি শ্রুতেঃ । তস্মাৎ সর্বদা মদেক-
শরণঃ সন্ন্যাসজ্ঞানসাধনাশ্চেব পরমপুরুষার্থলিপ্সুরনুভবন্তে তুচ্ছবিষয়ভোগস্পৃহাং হিহেতাতি-
প্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—উক্তমর্থজ্ঞাতমুপসংহরতি ইতীতি । ক্ষেত্রং মহাত্মাদি ধৃত্যন্তম্ জ্ঞানং
জ্ঞানসাধনং অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনাস্তম্ জ্ঞেয়ং অনাদিমৎপরমিত্যাদি ধিষ্ঠিতমিত্যন্তঃ
শ্রুতিভাঃ শ্রুতিভাষ্য সমাসতঃ সংক্ষেপত উক্তং মত্ভুক্তঃ এতদ্বয়ং বিজ্ঞায় মত্ভাবায় ব্রহ্মতাবায়োপ-
পত্ততে যুক্তো ভবতি তট্ট্বৈ প্রাপ্য ব্রহ্ম যৎপ্রাপ্য ব্রহ্মৈব ভবতি তথা চ শ্রুতিঃ, “যশ্চ দেবে পরা
ভক্তির্থা দেবে তথা শরীরে । তত্শ্রুতে কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে মহায়নঃ ।” ইতি “ব্রহ্মবেদ
ব্রহ্মৈব ভবতী” তিবা ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—উক্তং ক্ষেত্রাদিকং অধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি ইতীতি । ক্ষেত্রং
মহাত্মাদি ধৃত্যন্তঃ । জ্ঞানং অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনাস্তঃ । জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যঞ্চ অনাদি-
ত্যানি ধিষ্ঠিতমিত্যন্তঃ । একমেব তৎ ব্রহ্ম ভগবৎ পরমাত্মা শব্দবাচ্যঞ্চ সংক্ষেপেণোক্তং ততো
মজ্জজ্ঞানী মত্ভাবায় মৎসাহুজ্যায় । যদ্বা মত্ভুক্তঃ মমৈকান্তিকোদাসঃ এতদ্বিজ্ঞায় মৎপ্রভো য়েতৎ-
দৈশ্বর্যমিতিজ্ঞাত্বা ময়ি ভাবায় প্রেয়ে উপপত্ততে উপপন্নো ভবতি ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য ।—পূর্বোক্তমিতি ক্ষেত্রাদিবিষয়ক জ্ঞানের অধিকারী নির্দেশ
পূর্বক ফলকীর্তন সহকৃত উপসংহার হইতেছে । পূর্বে মহাত্ম হইতে

ধৃতি পর্যন্ত বাক্যে ক্ষেত্রেণ স্বরূপ (৩৭ শ্লোক), তাহার পর অমানিত্ব হইতে তত্ত্ব দর্শন পর্য্যন্ত বাক্য সমূহের দ্বারা জ্ঞানের লক্ষণ (৮১২ শ্লোক) এবং তদনন্তর অনাদিমং হইতে বিষ্টিতং পর্য্যন্ত বাক্যসমূহে জ্ঞেয় বস্তুর তত্ত্ব (১৮ শ্লোক) নিদ্রষ্ট হইয়াছে । মন্দবুদ্ধি মানবগণের ঞ্জতি প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহের মতানুসারে বোধোৎপাদনের নিমিত্ত সংক্ষিপ্তভাবে শ্রীভগবান্ পূর্বে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় বস্তুর নির্ধারণ করিয়াছেন । যে অভিপ্রায় তিনি পূর্বে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহাই সর্ববেদের ও গীতার সারার্থ স্বরূপ । পূর্বাধ্যায়ের যে ভগবদ্ভক্তের প্রসঙ্গ বিবৃত হইয়াছে, তাঁহারাই এই সকল বিষয়ের তত্ত্বলাভে অধিকারী । এই জন্মই শ্রীভগবান্ এস্থলে বলিতেছেন যে, যে ভক্তের সর্বাভ্যাস করণ রুতি বাসুদেবস্বরূপ আমাতে একান্তভাবে সমর্পিত হইয়াছে, তিনিই পূর্বকথিতরূপ ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বস্তুর তত্ত্ব বিবেক সহকারে পরিজ্ঞাত হইয়া মন্দাব অর্থাৎ সর্কানর্থ পরিশূন্য পূর্ণানন্দ লাভরূপ মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকেন । ঞ্জতি বলিয়াছেন, “যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ । তস্মৈতে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ।” (যেতার্থরোপনিষৎ ৬ষ্ঠ অধ্যায় ২৩ ঞ্জতি) ইহার ভাবার্থ এই যে, যাঁহার পরমেশ্বরে পরাভক্তি, এবং দেবতা ও গুরুতে সমজ্ঞান তাঁহার নিকট এই তত্ত্ব প্রকাশ করিলে তিনি ইহা প্রণিধান করিবেন । (৯ম অধ্যায় ১৪ শ্লোক তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) অতএব নিরন্তর একমাত্র আমারই শরণাগত হইয়া পরম পুরুষার্থলিপ্সুগণ আত্মজ্ঞানলাভার্থ প্রয়াসপর হইবেন ; অকিঞ্চিৎকর বিষয়ভোগ স্পৃহা তাঁহাদিগের সর্বথা পরিবর্জ্জনীয় ॥ ১৯ ॥

— :: —

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্যানাদী উভাবপি ।

বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ২০ ॥

অর্থঃ । প্রকৃতিং পুরুষঃ চ এব উভৌ অপি অনাদী (আদিরহিতে) বিদ্ধি (জানীহি) বিকারান্ (ইন্দ্রিয়াদীন) চ গুণান্ (সম্বাদীন) চ প্রকৃতিসম্ভবান্ বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ২০ ॥

প্রতিশব্দ ।—প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি জানিবে ; ইন্দ্রি-
য়াদি ও সজ্বাদি-গুণসমূহকেও প্রকৃতি-হইতে-সমুৎপন্ন জানিবে ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা ।—প্রকৃতি এবং পুরুষ এতদুভয়কেই অনাদি বলিয়া
জানিবে ; এবং বিকারী ইন্দ্রিয়াদি ও সজ্বাদি গুণ সমূহকে প্রকৃতি
সমুৎপন্ন বলিয়া জানিবে ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তৎ সপ্তমে ঈশ্বরস্ত যে প্রকৃতী উপশ্রুতঃ পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজলক্ষণে,
এতৎ যোনীনি ভূতানীতি চোক্তং ক্ষেত্রক্ষেত্রজপ্রকৃতিদ্বয়মোনিৎ কথং ভূতানামিত্যয়মর্থোহধু-
নোচ্যতে প্রকৃতিমিতি । প্রকৃতিং পুরুষক্ষেত্রেশ্বরস্ত প্রকৃতী তো প্রকৃতিপুরুষাব্যুৎপাদনানী ন
বিস্তৃতে আদির্ঘনোত্তরাবানী নিত্যাদীশ্বরস্ত তৎপ্রকৃত্যোরপি যুক্তং নিত্যত্বেন ভবিতুং, প্রকৃতি-
দ্বয়বৎস্বমেব হি ঈশ্বরস্তেশ্বরঃ যাত্যাং প্রকৃতিভ্যাং ঈশ্বরোজ্জগৎপতিহিতিপ্রণয়হেতুস্তে যে
অনাদী সত্যৌ সংসারস্ত কারণ । ন আদী অনাদী ইতি তৎপুরুষসমাংসং কেচিৎপদন্তি তেন হি
কেবলেশ্বরস্ত কারণং সিধ্যতি । যদি পুংসঃ প্রকৃতিপুরুষাবেব নিত্যৌ স্মৃতাং তৎকৃতমেব
জগদ্বেশ্বরস্ত জগতঃ কর্তৃত্বং, তদসং প্রাক্ প্রকৃতিপুরুষয়োঃপত্তেরীশিতব্যাত্যাবাং ঈশ্বরস্তানী-
শ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ সংসারস্ত নির্নিমিত্তত্বে নির্য্যোক্ষত্বপ্রসঙ্গাৎ শাস্ত্রানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ বদ্ধমোক্ষভাব-
প্রসঙ্গাক্ত, নিত্যত্বে পুন্নরীশ্বরপ্রকৃত্যোঃ সর্গমেতদুপপন্নং ভবেৎ । কথং বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বদ্ধা-
মাগান্ বুদ্ধাদিমেহেজ্জিয়াস্তান্ গুণাংশ্চ সূত্রদ্বংখমোহপ্রত্যয়াকারপরিণতান্ বিদ্ধি জানীহি প্রকৃতি-
সমুৎপন্নান্ প্রকৃতিরীশ্বরস্ত বিকারকারণং শক্তিঃ গুণায়িক। মায়া সা সমুৎপাদ্যেযাং বিকারাণাং গুণা-
নাঞ্চ তান্ বিকারান্ গুণাংশ্চ বিদ্ধি জানীহি প্রকৃতিসমুৎপন্নান্ প্রকৃতিপরিণামান্ ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি ।—প্রকৃতিমিত্যাदि বক্ষ্যমাণমনস্তরপূর্বগ্রন্থস্বকীয়াশঙ্ক্য ব্যবহিতেন
সম্বন্ধার্থং ব্যবহিতমল্লবদতি তত্রৈতি । তয়োশ্চ প্রকৃত্যোরুক্তসমুৎকারণত্বমিত্যাহ এতদ্বিতি ।
ভূতানামিব প্রকৃত্যোরপি প্রকৃত্যন্তরাপেক্ষ্যানবস্থানাম্ ভূতধোনিতেতি শব্দতে ক্ষেত্রৈতি ।
তত্রাকৃত্যভ্যাগমদিবারণায় বদ্ধস্ত নিদানজ্ঞানার্থমায়নোবিক্রিয়াবহাদি দোষনিরাসার্থঞ্চ প্রকৃতি-
পুরুষয়োঃনাদিত্বং ক্ষেত্রত্বেনোক্তাং প্রকৃতিং প্রকৃতিবিকারভাবত্বঞ্চ দর্শয়তি অয়মর্থ ইতি । সচ
যোযৎস্বভাবশ্চৈতদ্ভেদঃ ব্যাচষ্টে প্রকৃতিমিতি । ঈশ্বরত্বাপরা প্রকৃতিরত্র প্রকৃতিশব্দেনোক্তা
পরাতু প্রকৃতিজীবাখ্যা পুরুষশব্দেন বিবক্ষিতেতি ব্যাকরণোক্তি ঈশ্বরত্বেনিতি । তয়োঃনাদিত্বং
ব্যুৎপাদয়তি নেত্যাদিনা । তত্র যুক্তিমাহ নিত্যাদীশ্বরত্বেনিতি । ঈশ্বরত্বোক্তপ্রকৃতিদ্বয়বৎ
কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রকৃতীতি । তস্ত জগজ্জন্মানৌ স্মৃত্যমেব ঈশ্বরত্বং ন প্রকৃতিদ্বয়বৎমিত্যাশঙ্ক্যাহ
যাভ্যামিতি । প্রকৃত্যোরনাদিত্বং কুর্য্যোপযুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ তে ইতি । মতান্তরমাহ নেত্যাদিনা ।
তয়োঃমূল কারণভাবো বস্ত তদেষ্টব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ তেন ইতি । প্রকৃত্যোরৈব মূল কারণত্বে
শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধমীশ্বরস্ত তৎত্বং ন স্মৃতিত্যাহ যদীতি । প্রকৃতিদ্বয়স্ত কার্যত্বপক্ষং প্রত্যাহ তৎ-

সদ্বিত্তি । কিঞ্চ প্রকৃতিঘরমনপেক্ষা ঈশ্বরস্য সংসারহেতুত্বং স্বাতন্ত্র্যমুক্তানামপি ততঃ সংসারান্তর-
নিবেধান্মোকশাস্ত্রাপ্রামাণ্যান্নতস্যৈব সংসারহেতুত্বত্যাহ সংসারস্যেতি । নিমিত্তত্বং প্রকৃতি-
ঘর্যাপেক্ষায়ুতে পরস্যৈব নিমিত্তত্বং প্রতিষাৎ । কিঞ্চ কার্যত্বং প্রকৃত্যন্তরদ্বয়ং পূর্বং বন্ধ্যভাবে
তদ্বিল্লোম্যনোমোকস্যাভাবাৎ কদাচিৎপ্রভাবাবে পুনস্তদ প্রসঙ্গান্ন প্রকৃতিঘরমস্য কার্যতেত্যাহ
বন্ধ্যেতি । প্রকৃত্যন্তর্মূলকারণত্বেনান্নপপত্তিরিত্যাহ নিত্যত্বইতি । স্বপক্ষে দোষাভাবং প্রশ্ন-
পূর্বকং প্রপঞ্চয়তি কথমিত্যাদিনা । সম্ভবঃসম্ভাপ্রাপকোহেতুঃ । প্রকৃতেরনাদিত্তে বিকারাণাং
গুণানাঞ্চ তৎকার্যস্বাদান্ননোনির্জিকারত্বং নিগুণত্বঞ্চ সিধ্যাতীতিতাব্যঃ ॥ ২০ ॥

রামানুজ ।—অথাভাববিভক্ত্যভাবয়োঃ প্রকৃত্যন্তরনোঃ সংসর্গস্যানাদিত্বম্ সংসৃষ্টয়ো-
র্ঘয়োঃ কার্যভেদঃ সংসর্গহেতুশ্চাচ্যতে । প্রকৃতিপুরুষাবৃত্তাবশ্রান্তসংসৃষ্টাবনাদীতি বিদ্ধি ।
বন্ধ্যহেতুত্বতান্ বিকারানিচ্ছাদেবাদীন অমানিত্বাদিকাংশ গুণান্ মোক্ষহেতুত্বতান্ প্রকৃতিসংভবান
বিদ্ধি । পুরুষেণ সংসৃষ্টেয়মনাদিকালপ্রভৃতা ক্ষেত্রাকারপরিণতা প্রকৃতিঃ স্ববিকারৈঃ ইচ্ছাদে-
ষাদিভিঃ পুরুষস্য বন্ধ্যহেতুর্ভবতি । সৈবামানিত্বাদিভিঃ স্ববিকারৈঃ পুরুষস্যাপবর্গহেতুর্ভব-
তীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

হুয়ুমান্ ।—প্রকৃতি মব্যক্তম্ পুরুষম্ ক্ষেত্রজং বিকারান্ বৃদ্ধাহঙ্কারতন্মাত্রাদেহেজ্জিয়াদীন-
শ্চ সঙ্ঘাদীন স্তব্ধঃখমোহাকারপরিণতান্ তত্র বহিঃপ্রসঙ্গং বিভাব্যতে । যথার্থোপসংহারার্থেহয়ং
শ্লোকঃ আরভ্যতে বিদ্ধি প্রকৃতিঃ সম্ভবায়োঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধর ।—তদেব তৎক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক চেত্যেতাবৎ প্রপঞ্চিতমিদানীন্তু যদ্বিকারি
যতশ্চ যৎ স চ যোযৎ প্রভাবশ্চেত্যেতৎ পূর্বপ্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বকথনেন
প্রপঞ্চয়তি প্রকৃতিমিতিপঞ্চতিঃ । তত্র প্রকৃতিপুরুষয়োরাধিমত্রে তয়োরাপি প্রকৃত্যন্তরে ভাব্য-
মিতানবস্থাপত্তিঃ আদিতত্তাবৃত্তাবনাদী বিদ্ধি অন্যদেবীশ্বরশ্চ শক্তিভ্যাং প্রকৃতেরনাদিত্বং পুরুষোহপি
তদংশত্বাদনাদিরেব অত্র চ পরমেশ্বরশ্চ তচ্ছক্তীনাংকানাদিত্বং শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্রব্যাক্তিরিতি
প্রবন্ধেনোপপাদিতমিতি গ্রন্থবাহুগ্যান্নিত্যভিঃ প্রপঞ্চ্যতে । বিকারাংশ্চ দেহেজ্জিয়াদীন গুণাংশ্চ
গুণপরিণামান্ স্তব্ধঃখমোহাদীন প্রকৃতেঃ সংভূতান্ বিদ্ধি ॥ ২০ ॥

বলদেব ।—এবং মিথোবিবিক্তস্বভাবয়োরাভ্যোঃ প্রকৃতিজীবয়োঃ সংসর্গস্তানাদি-
ব্যালিকত্বম্ সংসৃষ্টয়োঃ কার্যভেদস্তৎসংসর্গস্তানাদিকালিকশ্চ হেতুশ্চ নিরূপ্যতে প্রকৃতিমিত্যা-
দিভিঃ । অপিরবৃত্তো । মিথঃসংপৃক্তৌ প্রকৃতিপুরুষাবৃত্তাবনাদী এক বিদ্ধি অনাদী মদীয়শক্তি-
গান্নিত্যাবেব ভাদীহি তয়োমজ্জিত্বম্ তু পুত্রৈবোক্তং ভূমিরাপিত্যাদিনা । অনাদী সংসৃষ্ট-
য়োরাপি তয়োঃ স্বরূপভেদোহস্তীত্যংশয়েনাহ । বিকারান্ দেহেজ্জিয়াদীন গুণাংশ্চ স্তব্ধঃখমোহান্
প্রকৃতিসংভবান্ ন তু জৈবান্ বিদ্ধীতি ক্ষেত্রাত্মনা পরিণতায়ঃ প্রকৃতেরন্তো জীব ইতি দর্শিতঃ ॥ ২০ ॥

মধুসূদন । তদনেন গ্রন্থেন তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক চেত্যেতদ্ব্যখ্যাতং, ইদানীংযদ্বিকারি
যতশ্চ স চ যোযৎপ্রভাবশ্চেত্যেতাবদ্ব্যখ্যাতব্যং, তত্র প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্ব কথনেন
যদ্বিকারি যতশ্চ যদিতি প্রকৃতিবিত্ত্যাদি দ্বাভ্যাং প্রপঞ্চ্যতে, স চ যোযৎপ্রভাবশ্চেতি তু পুরুষ

ইত্যাদিবাভ্যামিতি বিবেকঃ, তত্র সপ্তমে ঈশ্বরস্ত ত্বে প্রকৃতী পরাপরে ক্ষেত্রক্ষেত্রজলক্ষণে উপপত্ত
এতদেবানীনি ভূতানীভূতং । তত্রাপরা প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রলক্ষণা, পরা তু জীবলক্ষণেতি তয়ো-
নাদিষ্মকু। তদুভয়যোনিৎ ভূতানামুচ্যতে প্রকৃতিস্মায়াখ্যা ত্রিগুণাস্মিকা পারমেশ্বরী শক্তিঃ
ক্ষেত্র লক্ষণা যা প্রাগপরা প্রকৃতিরিত্যুক্তা, যা তু পরা প্রকৃতিজ্জীব্যাখ্যা প্রাপ্তস্তা স ইহ পুরুষ
ইত্যুক্তইতি ন পূর্বাপরবিবোধঃ । প্রকৃতিং পুরুষঞ্চ উভাবপি অনাদী এব বিদ্ধি ন বিদ্যতে আদিঃ
কারণং যয়োক্তৌ, তথা প্রকৃতিরনাদিৎ সর্বজগৎকারণত্বাৎ তস্তা অপি কারণত্বাৎক্ষেত্বেহনবস্থা-
প্রসঙ্গাৎ পুরুষত্বানাদিৎ তদ্ব্যর্থার্থপ্রযুক্তত্বাৎ কুৎসস্ত জাতঃ হর্ষশোকভয়সংপ্রতিপত্তেঃ ।
অন্তথা কৃতকৃতকৃতাত্ম্যগমপ্রসঙ্গাৎ, যতঃ প্রকৃতিরনাদিঃ অতঃস্তা ভূতযোনিষ্মকুং প্রাপ্তপত্তত
ইত্যাং, বিকারাংশ্চ বোড়শ পঞ্চমহাভূতাত্মকাদিশেষত্রিযাণি চ গুণাংশ্চ সম্বরণস্তমোহুপান্ স্ব-
হঃখমোহান্ প্রকৃতিসম্ভবানেব প্রকৃতিকারণকানেব বিদ্ধি জানীহি ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ —এবং ক্ষেত্রং শরীরাত্মমব্যাক্তমূকং তৎপ্রকারাচ্চ মহদাভ্যাস্যেবিশ্বেশতিঃ,
তদ্বিকারা ইচ্ছাদয়েঃ জ্ঞানাজ্ঞানশক্তিভা অমানিষ্মমানিষ্মাদয়ঃ, পুরুষশ্চ উক্তঃ; ইহানীং ক্ষেত্র
ক্ষেত্রজয়োমধ্যে যন্মাদ বজ্জায়তে তচ্চ ক্ষেত্রজস্য প্রভাবশ্চেতি বক্তব্যং, তত্রাণ্ডং বিবৃণোতি ত্রিভিঃ
প্রকৃতিমিতি । সপ্তমাধ্যায়ে অষ্টমা যা প্রকৃতিরপরা উক্তাসা তত্র প্রকৃতিঃ যাতু জীবভূতা পরা
প্রকৃতিরুক্তা সাত্ত্বপুরুষ শব্দেনোচ্যতে, এতৌ হি সম্পৃক্তৌ সংসারঃ জনয়তঃ, বিয়োগশ্চ তয়ো-
র্মোক্ষঃ; তত্রতো উভাবপ্যনাদী বিদ্ধি তয়োরাতিমধ্যে সংসারস্যাকস্মিকত্বাপাতাৎ কৃতকৃতকৃতাত্ম্য-
গমপ্রসঙ্গশ্চেত্যন্তত্র বিস্তরঃ, বিকারান্ ইচ্ছাদান্ গুণাদীন্ বুদ্ধীন্দ্রিয়াদীশ্চ প্রকৃতিসম্ভবান্
বিদ্ধি ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ ।—পরমাত্মানমূকু ক্ষেত্রজলক্ষণাচাং জীবাত্মানং কুতস্তস্য মায়াসংশ্লেশে কদরভা
মভূদিত্যপেক্ষামাহ প্রকৃতিং মায়াম্ পুরুষং জীবঞ্চ উভাবপি অনাদীঃ ন বিদ্যতে আদিঃ
কারণং যয়োঃ তথাভূতৌ বিদ্ধি অনাদেরীষ্বরস্য মম শক্তিৎ । “ভূমিরাপোহনলোবায়ঃ ঋমনো
বুদ্ধিরেব চ । অহঙ্কার উভীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা । অপরেয়মিতত্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে
পরাং । জীবভূতাং মহাবাহো যদেদং ধার্যতে জগৎ ।” ইতিমদ্রুত্রে মায়াজীবয়োরপি মংশক্তিভেদে
অনাদিত্বাৎ তয়োঃ সংশ্লেশোহপ্যনাদি রিতিভাবঃ । তদ্রূপিতঃ সংশ্লিষ্টয়োরপি তয়োর্কস্বতঃ পার্থা-
ক্যমন্তব্য ইত্যাং বিকারাংশ্চ দেহিন্দ্রিয়াদীন্ গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ স্বহঃখশোকমোহাদীন্
প্রকৃতিসম্ভবান্ প্রকৃত্যভূতান্ বিদ্ধি ক্ষেত্রাকারণপরিণতায়ঃ প্রকৃতেঃ সকাশাত্মিন্নমেবজীবং
বিদ্বীতিভাবঃ ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য ।—বর্তমান অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে “যদ্বিকারি যতশ্চ” এবং
“স চ বো যৎপ্রভাবশ্চ” এই কয় বাক্যে বেরূপে ক্ষেত্রাদির তত্ত্ব পরিব্যক্ত
করিবার প্রসঙ্গ উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই এক্ষণে নির্দিষ্ট হইতেছে । অতঃ-

পর শ্লোকদ্বয়ে প্রকৃতি ও পুরুষকে সৃষ্টি কার্যের মূলস্বরূপে নির্দেশ করিয়া “যদ্বিকারি ও যতশ্চ” এই প্রসঙ্গের মীমাংসা প্রদত্ত হইতেছে । তদনন্তর পুরুষ ইত্যাদি (২২ শ্লোক) শ্লোকদ্বয়ে “স চ যঃ এবং যং প্রভাবশ্চ” এই দুই বাক্যের সহুত্তর প্রদত্ত হইবে । সপ্তমাধ্যায়ের ৪১৫ শ্লোকে প্রকৃতির পরা ও অপরাভেদে ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজস্বরূপ দুইভাব উপস্থাপ্ত হইয়াছে । উক্ত সপ্তমাধ্যায়ে প্রকৃতি বিবরণের অব্যবহিত পরেই কথিত হইয়াছে যে, “এতদ্ব্যোনীনিভুতানি” (৬ শ্লোক) । তথাচ, যে অপরাপ্রকৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনিই ক্ষেত্রলক্ষণা এবং যে পরা প্রকৃতির উল্লেখ হইয়াছে, তিনিই জীবলক্ষণা । এই দুই প্রকৃতিই ভূতসমূহের যোনিস্বরূপ অর্থাৎ এই দুই প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া ভূতসমূহ আবির্ভূত হইয়া থাকে । সম্বন্ধজ্ঞতম এই ত্রিগুণাস্থিকা মায়া নামধারিণী প্রকৃতি পরমেশ্বরেরই শক্তি । পূর্বে অপরা নামে যে প্রকৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনিই ক্ষেত্র লক্ষণা । এবং জীবভূতা যে পরা প্রকৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই এতৎ শ্লোকোক্ত পুরুষস্বরূপা । পূর্বে সপ্তমাধ্যায়ে পরা এবং অপরা প্রকৃতিদ্বয়কে ভূতসমূহের যোনিস্বরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । এক্ষণে প্রকৃতি এবং পুরুষকে তত্ত্বাবত্তের কারণ রূপে উল্লেখ করা হইতেছে । ইহাতে আপাতত বিরোধ ঘটিতেছে বলিয়া আশঙ্কা উপস্থিত হইতে পারে । কিন্তু বস্তুতঃ আশঙ্কার কোন অবসর নাই । কারণ যিনি জীবরূপা পরা প্রকৃতি, তিনিই পুরুষের স্বরূপ । এই প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে । যে হেতু এই উভয়ের আদি অর্থাৎ কারণ কিছুই নাই । এই প্রকৃতিদ্বয় নিত্যরূপে ঈশ্বরের সহিত যুক্ত, এবং এই প্রকৃতি দ্বয়ই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব । তদভাবে অর্থাৎ প্রকৃতিদ্বয় বিরহিত হইয়া ঈশ্বর সৃষ্টি কার্য সাধনে অক্ষম । কেহ কেহ মূলস্থিত অনাদি পদের তৎপুরুষ সমান অবধারণ করিয়া পরা ও অপরা প্রকৃতিদ্বয়কে আদি নহে বলিয়া স্থির করিয়াছেন । সেরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই সৃষ্টি কার্যের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । এরূপ মীমাংসা অসঙ্গত । কারণ তাহা হইলে প্রকৃতি পুরুষের উৎপত্তির পূর্বে ঈশ্বরের নিষ্পত্ত্ব শক্তির প্রয়োগ স্থলের অভাব হয় ; ঈশ্বরের উপর অমীশ্বরত্বের আদোষ ঘটে, সংসারের নিমিত্তবীনতা হেতু মোক্ষ সাধকত্বের অসম্ভাবনা উপস্থিত হয়, শাস্ত্রীয় প্রমাণ সমূহের

বিরোধ ঘটে; এবং জীবের বন্ধ ও মোক্ষ অনিচ্ছ হইয়া পড়ে । দেখ র
।বং প্রকৃতিকে নিত্যরূপে স্বীকার করিলে উল্লিখিতরূপ কোন বিরোধের
যাশঙ্কা থাকে না । অতএব, যেহেতু প্রকৃতিই সর্বজগতের কারণস্বরূপা
হেতরাং তিনি অনাদি ইহাই নিদ্ধ হইতেছে । প্রকৃতি অনাদি, অতএব
গাহাকে পূর্বে যে ভূতযোনিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে অসঙ্গতি
কিছুই নাই । অতএব একাদশেশ্রিয় বিজড়িত পঞ্চমহাভূতময় এই দেহাদি
প্রপঞ্চ সেই প্রকৃতি হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া জানিবে । সুখদুঃখ মোহমরুপ
বস্তু রজ তম এই গুণ এই সেই প্রকৃতি হইতেই সঞ্চারিত বলিয়া বুঝিবে ॥২০॥

—:—

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরূচ্যতে ।

পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরূচ্যতে ॥ ২১ ॥

অনুব্র।—কার্য্যকারণকর্তৃত্বে (কার্য্যকারণোৎপাদকত্বে) প্রকৃতিঃ
হেতুঃ (কারণং) উচ্যতে (কথ্যতে) পুরুষঃ (জীবঃ) সুখদুঃখানাং
ভোক্তৃত্বে (উপলব্ধ্যত্বে) হেতুঃ (কারণং) উচ্যতে (কথ্যতে) ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ।—কার্য্য-কারণের-কর্তৃত্বে প্রকৃতি কারণরূপে কথিত-
হয়, জীব সুখ-দুঃখের ভোক্তৃত্বে হেতু উক্ত-হয় ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা।—প্রকৃতি কার্য্যকারণরূপ শরীরেন্দ্রিয়ের উৎপাদনে
হেতু বলিয়া কথিত হয়, এবং জীব সুখ দুঃখ ভোগের কারণরূপে
উক্ত হয় ॥ ২১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কে পুনশ্চে বিকারা গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ কার্য্যোতি । কার্য্যকারণ
কর্তৃত্বে কার্য্যং শরীরং কারণানি তৎস্থানি ত্রয়োদশ দেহস্তারম্ভকাণি ভূতানি বিষয়াশ্চ প্রকৃতিসম্ভবা
বিকার্য্যঃ পূর্ব্বোক্তা ইহ কার্য্যগ্রহণেন গৃহ্যন্তে, গুণাশ্চ প্রকৃতিসম্ভবাঃ সুখদুঃখাসোহায়াত্কাঃ কারণা-
শ্রয়ত্বাৎ কারণগ্রহণেন গৃহ্যন্তে তেষাং কার্য্যকারণানাং কর্তৃত্বমুৎপাদকত্বং যন্তৎ কার্য্যকারণকর্তৃত্বং
তস্মিন্ কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ কারণসারম্ভকত্বেন প্রকৃতিরূচ্যতে এবং কার্য্যকারণকর্তৃত্বেন
সংসারম্ভ কারণং প্রকৃতিঃ, কার্য্যকারণয়োঃ কর্তৃত্ব ইত্যম্মিন্নপি পাঠে কার্য্যং যদ্যন্ত বিপরীণামন্তমন্ত
কার্য্যং বিকারঃ বিকারিকারণং তয়োর্দ্বিকারবিকারিণোঃ কার্য্যকারণয়োঃ কর্তৃত্ব ইতি তত্ত্বে
কার্য্যকারণাহ্মচ্যন্তে অথবা বোড়শ বিকারাঃ কার্য্যং মপ্ত প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ কারণস্তাত্ত্বেব কার্য্যকারণ-

গানি উচ্যন্তে তেষাং কর্তৃষে হেতুঃ প্রকৃতিস্ফুট্যতে আরম্ভকত্বেনৈব পুরুষস্য সংসারসাকারণং যথা স্যাত্তদ্ব্যচ্যতে “পুরুষঃ জীবঃ ক্ষেত্রজঃ ভোক্তা” ইতি পর্যায়ঃ সূখদুঃখানাং ভোগানাং ভোক্তৃত্বেন উপলব্ধ্যে হেতু স্ফুট্যতে কথং পুনরনেন কার্যাকারণকর্তৃত্বেন সূখদুঃখভোক্তৃত্বেন চ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সংসারাকারণত্বমুচ্যতে ইতি অত্রোচ্যতে কার্যাকারণসূখদুঃখরূপেণ হেতুফলাশ্রয়না প্রকৃতেঃ পরিণামা-ভাবে পুরুষস্য চৈতনস্য সতি তদুপলব্ধ্যে কুতঃ সংসারঃ স্যাৎ, যদা পুনঃ কার্যাকারণহেতুফলাশ্রয়না পরিণতয়া তয়া প্রকৃত্যা ভোগয়া পুরুষস্য তদ্বিপরীতস্য ভোক্তৃত্বেনাবিদ্যারূপঃ সংযোগঃ শ্রান্তদা সংসারঃ স্যাদিত্যতোযং প্রকৃতিপুরুষয়োঃ কার্যাকারণকর্তৃত্বেন সূখদুঃখভোক্তৃত্বেন চ সংসার-কারণত্বমুক্তং তং যুক্তমুক্তং, কঃ পুনরয়ং সংসারোনাম সূখদুঃখসম্ভোগঃ সংসারঃ পুরুষস্য চ সূখদুঃখানাং সম্ভোক্তৃত্বং সংসারিভূমিতি ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরি ।—বিকারিণাং প্রকৃতেশ্চ স্বরূপমাকাংক্ষাদ্বারা নির্ণেতুমুক্তরম্ভোকপূর্বাঙ্কিং পাতয়তি কেপুনরিতি । পুরুষস্যানাদিত্বকৃতবদ্ধহেতুত্বমাহ পুরুষইতি । পূর্বাঙ্কিং ব্যাচষ্টে কার্যমি-ত্যাদিনা । জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং কশ্চেন্দ্রিয়পঞ্চকং মনোবুদ্ধিরহংকারশ্চেতি ত্রয়োদশকরণানি তথাপি ভূতানাং বিষয়াণাঞ্চগ্রহণাৎ কথংকৈবাং প্রকৃতিকার্য্যতেত্যাশঙ্ক্যাহ দেহেতি । তথাপি গুণানা-মিহাগ্রহণান্ন প্রকৃতিকার্য্যত্বং তত্রাহ গুণাশ্চেতি । উক্তরীত্যা নিষ্পন্নমর্থমাহ এবমিতি । পাঠান্তর মনুস্য ব্যাখ্যাপূর্ব্বকমর্থভেদমাহ কার্য্যেত্যাদিনা । ব্যাখ্যান্তরমাহ অথবেতি । একদশেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বিষয়াইতি ষোড়শসংখ্যকবিকারোহত্র কার্য্যশকার্য্যঃ মহদহংকারো ভূততন্মাত্রাণীতি প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্তাকারণং তেষাং আরম্ভকত্বেন কর্তৃত্বেন হেতুরাশ্রয়োমূল প্রকৃতিরিত্যর্থঃ । উত্তরাঙ্কস্য তাৎপর্য্যমাহ পুরুষশ্চেতি । তস্তা পরমায়ত্ত্বং ব্যবচ্ছিনত্তি জীবইতি । তস্য প্রাণধারণনিমিত্তস্য তদর্থক্ষেতনমাহ ক্ষেত্রজইতি । তস্তানোপাধিকত্বং বারয়তি ভোক্তেতি । তয়োঃ সংসারাকারণ-ত্বমুপপাদয়িতুং শঙ্কয়তি কথমিতি । অময়ব্যতিরেকাভ্যাং তয়োস্তথাভিমত্যাং অত্রোতি । তত্র ব্যতিরেকং দর্শয়তি কার্য্যেতি । নহি নিত্যমুক্তশ্রান্তাশ্রয়ঃ স্বতঃ সংসারোহস্তীত্যর্থঃ । ইদানীমময়-মাহ যদেতি । অময়াদিকলমুপসংহরতি অন্তইতি । আশ্রয়নোহবিক্রিয়স্ত সংসরণং নোচিতমিত্যা-ক্ষিপতি কঃ পুনরিতি । সূখদুঃখান্যতরসাফাৎকারোতোগঃ সচাক্রিয়স্যৈব ত্রুষ্ণুঃ সংসারঃ তথাবিধং ভোক্তৃত্বমস্য সংসারিভূমিত্যাভ্রমাহ স্তথেতি । শ্লোকব্যাখ্যাসমাপ্যাবিতি শব্দঃ ॥ ২১ ॥

রামানুজ ।—সংসৃষ্টয়োঃ প্রকৃতি পুরুষয়োঃ কার্য্যভেদমাহ । কার্য্যং শরীরং কারণানি সমন্বয়ানিহ্রিয়াণি তেষাং ক্রিয়াকারিহে পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতির্যেব হেতুঃ পুরুষাধিষ্ঠিতক্ষেত্রাকার-পরিণতপ্রকৃত্যশ্রয়া ভোগসাধনভূতা ক্রিয়া ইত্যর্থঃ । পুরুষস্তা অধিষ্ঠাতৃত্বমেব তদপেক্ষয়াধিকং “কর্তা শাস্তার্থবাহু”ত্যাধিকম্ উক্তং শরীরাদিষ্ঠান প্রযত্নহেতুত্বমেব হি পুরুষস্ত কর্তৃত্বং প্রকৃতি সংসৃষ্টঃ পুরুষঃ সূখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুঃ সূখদুঃখাশ্রয়ভাষ্যঃ ইত্যর্থঃ । এবমত্রোক্তসংসৃষ্টয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ কার্য্যভেদ উক্তঃ ॥ ২১ ॥

হরুমান্ ।—পুরুষঃ প্রকৃতিহোহীতি ॥ ২১ ॥

শ্রীধর ।—বিকারিণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি কার্য্যেতি

কার্য্যঃ শরীরং কারণানি স্রুতঃখসাদনানীজিয়ানি তেষাং কর্ত্ত্বৈ তদাকারণপরিণামে প্রকৃতিহেতু-
কৃত্যেত কপিলাদিভিঃ পুরুষোজীবন্ত তৎকৃতস্রুতঃখানাং ভোক্তৃষে হেতুৰূচ্যতে । অয়ং ভাবঃ
যদ্যপ্যচেতনাত্মাঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্ত্ত্বং ন সম্ভবতি, তথা পুরুষসাপ্যাবিকারিণো ভোক্তৃঃ ন
সম্ভবতি তথাপি কর্ত্ত্বং নাম ক্রিয়ানির্লক্ষকং তচ্চাচেতনস্যপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাদিষ্টিত-
ত্বাৎ সম্ভবতি যথা বহ্নেঃকল্পজননং বায়োত্তিষ্ঠাৎগমনং বৎসাদিঃশাং তত্ত্বপয়সঃ ক্ষরণমিত্যানি,
অতঃ পুরুষসমিধানাং প্রকৃতেঃ কর্ত্ত্বমুচ্যতে ভোক্তৃঃ স্রুতঃখসংবেদনং তচ্চ চেতনধর্ম্ম এবোতি
প্রকৃতিসমিধানাং পুরুষস্য ভোক্তৃমুচ্যত ইতি ॥ ২১ ॥

বলদেব ।—অথ সংসৃষ্টমোস্তমোঃ কার্য্যভেদমাহ কার্য্যেতি । শরীরং কার্য্যং । জ্ঞান-
কর্ম্মসাদৃশ্যাদিজিয়ানি কারণানি । কর্ত্ত্বৈ তদাকারণপরিণামে প্রকৃতিহেতুঃ । পুরুষঃ প্রকৃতিহেতু-
হীত্যগ্ৰিমাৎ স্বসংসর্গেণ সচেতনাত্মাঃ প্রকৃতিং পুরুষোদিতিষ্টিতি তদপিষ্টিতা তু সা তৎকন্ধ্যাহুগুণান
পরিণমমানা তত্ত্বদেহাদীনং স্বীকৃতি । প্রকৃতিয়পিধানাং স্রুতাদীনং ভোক্তৃষে পুরুষো হেতুঃ
তেষাং ভোগে স এব কর্ত্তেতার্থঃ । প্রকৃতিপিষ্টিতঃ স্রুতাদিতোক্তৃঃ পুরুষঃ কার্য্যং । তচ্চ
শরীরাদিকর্ত্ত্বং তু তদপিষ্টিতাত্মাঃ প্রকৃতেরিতি পুরুষশ্চৈব কর্ত্ত্বং যুগ্মং । এবমাহ স্রু-
কারঃ । “কর্ত্তা শাস্ত্রাববোধি”তাদিভিঃ । পরেশস্ত হরেরপিষ্টিতঃ তু সর্ব্ববোধজনীয়মিত্যুক্তং
বক্ষ্যতে চ ॥ ২১ ॥

মধুসূদন ।—বিকারণাৎ প্রকৃতিসম্ভবতঃ বিবেচয়ন পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি ।
কার্য্যেতি । কার্য্যং শরীরং কারণানীজিয়ানি তৎস্থানি ত্রয়োদশদেহরক্তকাগি ভূতানি বিষয়াশ্চৈব
কার্য্যগ্রহণেন গৃহ্যন্তে, গুণাশ্চ স্রুতঃখমোহাদ্বয়কাঃ করণপ্রযত্নং করণগ্রহণেন গৃহ্যন্তে তেষাং
কার্য্যকরণানাং কর্ত্ত্বৈ তদাকারণপরিণামে হেতুঃ কারণং প্রকৃতিরূচ্যতে মহর্ষিভিঃ । কার্য্যকারণেতি
দীর্ঘপাঠেহপি স এবার্থঃ । প্রকৃতেঃ সংসারকারণত্বং ব্যাখ্যায় পুরুষস্যপি যাদৃশং তত্ত্বমাহ পুরুষঃ
ক্ষেত্রজঃ পরা প্রকৃতিরিতি প্রাধান্যাতঃ স স্রুতঃখনোহানাত্মৈক্যান্নাং সর্ব্বেষামপি ভোক্তৃষে
বৃত্ত্যুপলক্ষণলভ্যে হেতুরূচ্যতে ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—উভয়োরপি সংসারম্ প্রতি কারণত্বেন দ্বাৰমাহ কার্য্যেতি । কার্য্যং শরীরম্
তদারম্ভকালীভূতানি বিষয়াশ্চ কারণম্ ত্রয়োদশেজিয়ানি, তদাশিতাশ্চ স্রুতঃখমোহাদ্বয়কা গুণাশ্চ,
করণমিতি পাঠেহপি স এবার্থ এতমোঃ কার্য্যকারণমোঃ কর্ত্ত্বৈ নিমিত্তে সতি কর্ত্ত্বেনেতার্থঃ
হেতুঃ সংসারস্ত কারণং প্রকৃতির্ভবতি, যথা পুরুষঃ স্রুতঃখানাং ভোক্তৃঃ সংসারস্ত হেতুরিতি
যদি হি কার্য্যকারণস্রুতঃখরূপে হেতুফলায়না প্রকৃতির্নশরির্গমেৎ তদা পুরুষঃ কিমুপলভেত
অমুপলব্ধা বা কথংসংসারী স্রুতঃখমুপলব্ধা প্রকৃতিঃ কুরোপযুক্ত্যেত তস্মাদুপলভ্যোপলব্ধ-
সংযোগঃ সংসারকারণমিতি, যথাভাব্যং ব্যাখ্যানং যদা পুরুষস্ত কার্য্যত্বেন কারণত্বেন কর্ত্ত্বৈ চ
প্রকৃতিরেব পুরুষতাদান্ন্যং প্রাপ্তা হেতুর্ভবতি, বহিঃতাদান্ন্যং প্রাপ্তম্ দৌহং বহ্নেঃকল্পকোপা-
দাবিব হেতুর্ভবতি, তথা প্রকৃতেঃ স্রুতঃখভোক্তৃষে স্বজ্ঞানাপ্রদানে পুরুষঃ কারণং বহিঃবিব
দৌহস্ত স্বজ্ঞানাপ্রদানেন দত্ত্বৈ তথা হি কার্য্যকারণঃ প্রাকৃতদেহেগ্রিপি বুদ্ধি ধর্ম্মাঃ সম্ভাচদান্ন্যতা-

যোগ্যস্তে গোৱোহং মনুষ্যপুত্ৰোহং খণ্ডোহং কৰোম্যহম্ কাৰ্ঘ্যমহমিতি তথা চিক্কায়াপন্নাবুঁকিঃ চেতনাম্যহং স্বধৰ্ম্মখাদীহুপলভে ইতি মজ্জতে, সোহং প্রকৃতিপুরুষয়োৱচোত্তমধৰ্ম্মাধ্যাসঃ সংসারস্ত কারণমিত্যুপপাদিতং ভবতি, সাংখ্যাভিমতং পুরুষস্য ভোক্তৃশ্চমপি নিরন্তং ভবতি অজ্ঞা প্রকৃতিঃ কৰ্ত্তা পুরুষো ভোক্তেতি কৰ্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োৰ্কেৱধিকৰণ্যমাপত্ততে ন চ ভোক্তৃঃ পুরুষস্য নিৰ্ব্বিকা-
রমপি বক্তৃশ্চক্যমিত্যন্তত্র বিস্তরঃ (স্বন্যাস্তে ঐশ্বৰ্যমানং পদম্ প্রত্যেকং অভিসম্বধ্যত ইতি স্বপ্রত্যয়স্য পূৰ্ণাত্যামতিসম্বন্ধে কাৰ্য্যত্বঃ কারণত্বম্ কৰ্ত্তৃত্বং চেতি বিগ্রহঃ দ্বৈতৈকবক্তাবশচ প্রাপ্তিপদি-
কাৰ্খালিঙ্গপরিমাণ বচনমায়ে প্রথমেন্ত্যাদিবৎ) ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ ।—তত্ত্ব মায়াসংল্লেষণে দৰ্শয়তি কাৰ্য্যং শরীরং কারণানি সুখদুঃখ সাধনানী-
শ্ৰিয়াণি কৰ্ত্তার ইন্দ্ৰিয়ধিক্ৰিত্যৰো দেবাঃ তত্র তথাধ্যাসেন পুরুষস্ত তত্ত্বাবাপত্তৌ হেতুঃ প্রকৃতিহো
স্তাৎ প্রকৃতিৱেব পুরুষসংসর্গাৎ কাৰ্য্যাদিক্ৰপেণ পরিণতা স্তাৎ অবিভাক্ষয়াৎ স্ববৃত্ত্যা তদধ্যাস প্রদাচ
স্তাদিত্যর্থঃ । তৎকৃত সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বেন্তু পুরুষোজীব এবাহেতুঃ । অয়ং ভাবঃ যদ্যপি
কাৰ্য্যত্বকারণত্বকৰ্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বানি প্রকৃতিধৰ্ম্মাঃ এবাস্মাতদপি কাৰ্য্যত্বাদিষু জড়ান্শপ্রাধাত্যাৎ
সুখদুঃখসংবলনরূপে ভোগেতু চৈতন্ত্যান্শপ্রাধাত্যাৎ প্রধানেন ব্যপদেশা ভবজীতি ত্য়ায়াৎ ।
কাৰ্য্যত্বাদিষু প্রকৃতি হেতুৰ্ভোক্তৃত্বেন্তু পুরুষো হেতুরিত্যুচ্যতে ইতি ॥ ২১ ॥

তাৎপৰ্য্য ।—পূৰ্ণ শ্লোকে বিকারসমূহের অৰ্থাৎ পঞ্চমহাভূত ও
একাদশেন্দ্ৰিয়াদির প্রকৃতি সম্ভবত্ব নির্দেশপূৰ্ব্বক অধুনা পুরুষের সংসার
হেতুত্ব প্রদৰ্শন কৰিতেছেন । এই শরীর কাৰ্য্য স্বরূপ । সুখদুঃখাদির
সাধন ইন্দ্ৰিয়বৰ্গ কারণ স্বরূপ । এই শরীরেন্দ্ৰিয়াদির কৰ্ত্তৃত্বে এবং
তত্ত্বাবত্তের তদাকার প্রাপ্তি বিষয়ে প্রকৃতিই হেতুভূত, ইহাই কপিলাদি
(১৬৯-১৮৬৯ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) সিদ্ধ পুরুষগণের সম্মত । এই শরীরে-
ন্দ্ৰিয় সংঘাত অবলম্বন কৰিয়া প্রকৃতি যে কাৰ্য্য সমুদ্ভব কৰিয়া থাকেন,
জীবরূপী পুরুষ তাহার ভোক্তৃত্বে হেতু স্বরূপ । যদি বলা যায় যে, প্রকৃতি
অচেতনরূপা, সুতরাং তাঁহার স্বতঃ কৰ্ত্তৃত্ব সম্ভবপর নহে, তত্বত্তের ইহাই
বক্তব্য যে, এস্থলে ক্রিয়া সম্পাদনরূপ কাৰ্য্য প্রদৰ্শনার্থ কৰ্ত্তৃত্বের প্রসঙ্গ অব-
তারণিত হইয়াছে । অচেতন পদার্থও স্বতঃ নির্দিষ্ট ক্রিয়া সম্পাদন কৰিয়া
থাকে । অগ্নি উৰ্দ্ধে গমন করে, বায়ু সতত গতিশীল, বৎস সন্নিকটে আসিলে
পয়স্বিনীৱ স্তন হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হয় । ইত্যাদি স্থলে অচেতনেরও
ক্রিয়ানিৰ্দ্ধাহিকা শক্তি দৃষ্ট হইয়া থাকে । চেতনের সহিত সম্মিলনে অচেতনও
ক্রিয়াশীল হইয়া থাকে । পুরুষ অৰ্থাৎ জীব চেতন । সেই চেতনের সহিত
মিলিতা হইয়া অচেতন প্রকৃতিও কাৰ্য্যশীলা হইয়া থাকেন । এই দেহকে

যাশ্রয় করিয়া যে পুরুষ বিদ্যমান আছেন, তিনি নিত্য অবিকারী, এবং অপরিণামী । সেই চৈতন্য স্বরূপ নিত্য পুরুষকে ভোক্তারূপে হর্ষ বিষাদ খেদঃখাদি উপভোগ কেন করিতে হয়, এবং কেনই বা তাঁহাকে এই সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে হয়, ইহার কারণানুসন্ধান করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, অচেতনা প্রকৃতি এবং চেতন জীব এতদুভয়ের সহিত যখন বিদ্যার সম্মিলন ঘটে, তখনই এই সংসার দশার উদ্ভব হয়; তখনই জীব আপন স্বভাব পদ ও ক্ষমতা ভুলিয়া বদ্ধ হইয়া পড়েন, এবং আপনাকে খেদঃখাদি ও তন্তোগ নিরত জ্ঞান করেন । জ্ঞানালোকে এই মোহাঙ্ককার হইলে অর্থাৎ বিদ্যার আবরণ উন্মুক্ত হইলে জীবের সংসার দশা উপগত হয় এবং ভোক্তৃত্বেরও অবসান হয় । এই শ্লোকোক্তভাবের অনুশীলন বোধে শ্রীমদ্ভগবত হইতে শ্লোকত্রয় উদ্ধৃত হইতেছে । “এবং পরাভি-
 য়ানেন কল্পত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্ । কর্মসু ক্রিয়মাণেণ গুণৈরাশ্রয়নি মন্যতে ।
 সদস্য সংসৃতিবন্ধঃ পারতদ্র্যক্ষ তৎকৃতং । ভবত্যকর্তৃরীশস্য সাক্ষিণো
 নন্যতান্ননঃ ॥ কার্যাকারণকর্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ । ভোক্তৃত্বে সূখ-
 ত্রৈকাণং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং ॥” (শ্রীমদ্ভগবত ৩য় স্কন্ধ ২৬ অধ্যায় ৬৭৭-৮
 শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা, প্রকৃতির গুণ সমূহের দ্বারা যে সকল কার্য
 অনুষ্ঠিত হয়, তাহা প্রকৃতিতে অধ্যাস হওয়ায় তদ্বারা পুরুষ আপনাকেই
 নই সমস্ত কার্যের কর্তা বলিয়া অভিমান করেন । পুরুষ কোন কর্মের
 কর্তা নহেন, তিনি কেবল সাক্ষী মাত্র এবং নিত্যসুখময়, কিন্তু এই রূপ
 কর্তৃত্বাভিमानেই তাঁহার জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারদশা, কর্মবন্ধন এবং ভোগরূপ
 পরাধীনতা উপস্থিত হইয়া থাকে । কার্য অর্থাৎ দেহ, কারণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-
 গণ এবং কর্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতিই কারণরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকেন, এবং
 সূখদুঃখের ভোক্তৃত্ব বিষয়ে প্রকৃতির অতীত পুরুষই কারণ বলিয়া উক্ত
 হন । কারণ উভয়ই অহঙ্কাররূপ হইলেও কার্যাদি জড়বিষয়, এজন্ত তাহাতে
 প্রকৃতিরই কর্তৃত্ব । কিন্তু সূখদুঃখভোগ জ্ঞানের কার্য এই নিমিত্ত তাহাতে
 চৈতন্যরূপ পুরুষেরই প্রাধান্য । ভগবান্ কপিল স্বীয় জননীর নিকট উপদেশ
 হইলে এই তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়াছিলেন । পূজ্যপাদ ভাষ্যকার শ্রীমদ্ভগবদ্ভাষ্য
 ইহা এই শ্লোকে উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

এই শ্লোকোপলক্ষে পূজ্যপাদ বলদেব নিম্নলিখিত বেদান্ত সূত্র উদ্ধৃত

করিয়াছেন । “কর্তা শাস্ত্রার্থবজ্ঞাং” (বেদান্তদর্শন ২য় অধ্যায় ৩য় পাদ ৩৩ সূত্র) ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবই কর্তা কারণ বুদ্ধি অচেতন এবং তাহার বোধ নাই । অতএব তাহার কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না । সুতরাং জীবকেই কর্তারূপে নির্দেশ করা হয় ; এবং তাহাতে বিধি নিষেধ শাস্ত্রের সাকল্য বা প্রামাণ্য সংরক্ষিত হয় । সমালোচ্য শ্লোকে প্রকৃতিকে কর্তৃত্বের হেতু এবং পুরুষকে ভোক্তৃত্বের হেতুরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে । কিন্তু উপরোক্ত বেদান্ত বচনে পুরুষ অর্থাৎ জীবকেই কর্তারূপে গ্রহণ করা হইয়াছে । আপাততঃ এতদুভয়োক্তি সামঞ্জস্য হীন বলিয়া মনে হইতে পারে । কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে উপলব্ধ হইবে যে, পুরুষ অধিষ্ঠাতারূপে প্রকৃতির সহিত লিপ্ত এবং সুখদুঃখাদির ভোক্তৃত্বও তাঁহারই কার্য্য । শরীরাদি ব্যাপারে প্রকৃতির কর্তৃত্ব থাকিলেও পুরুষই যে তত্তাবতের মুখ্যকর্তা, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য । পরমেশ্বরের সকল ব্যাপারে অধিষ্ঠাতৃত্ব অবিসংবাদিত । সুতরাং শরীরেন্দ্রিয়ের উপর প্রকৃতির কর্তৃত্ব অবধারিত থাকিলেও তদুপরেও যে সর্ব্বকর্তা শ্রীহরির কর্তৃত্ব রহিয়াছে তাহার কোনই সন্দেহ নাই । বেদান্ত দর্শনে অতঃপর আরও তিন সূত্র দ্বারা জীবের কর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে ।

মূলে দুইবার “উচ্যতে” পদ ব্যবহৃত হইয়াছে । তদুপলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবেশ্বর্য্য বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি অর্থাৎ দেবী এবং পুরুষ অর্থাৎ ভগবানের কার্য্যকারিতা যে বিশেষরূপে আছে, তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্ত দুইবার উচ্যতে পদ প্রযুক্ত হইয়াছে । ভগবান্ সকল ব্যাপারেই হেতু স্বরূপ, সুতরাং কার্য্যকারণরূপ কর্তৃত্বে তাঁহার হেতুত্ব থাকিলেও এবং সুখদুঃখাদি দান ব্যাপারে প্রকৃতিদেবীর হেতুত্ব থাকিলেও কার্য্যকারণের কর্তৃত্বে প্রকৃতির অধিক প্রযুক্তি এবং সুখদুঃখদানাদিতে তাঁহার অল্প প্রযুক্তি । এই জন্তই প্রকৃতিকে কার্য্যকারণের এবং ভগবানকে সুখদুঃখ দানের হেতুরূপে নির্দেশ করা হইয়াছে ॥ ২১ ॥

—(০)—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্ ।
কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদস্যোনিজস্যসু ॥ ২২ ॥

অর্থঃ । হি (যস্যাং) পুরুষঃ (জীব) প্রকৃতিস্থঃ (মায়োপগতঃ) [সন্] প্রকৃতিজান্ (প্রকৃতিসত্ত্বান্) গুণান্ (স্বখঃখাদীন্) ভুঙ্ক্তে (উপলভতে) অস্য (জীবস্য) সদস্যোনিজস্যসু (উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্টয়োনৌ জন্মপরিগ্রহেষু) গুণসঙ্গঃ (বিষয়াভিলাষঃ) 'কারণং (হেতুঃ) ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ ।—যে-হেতু জীব প্রকৃতি-গত [হইয়া] প্রকৃতি-হইতে-জাত স্বখঃখাদিকে ভোগ-করে, এই জীবের উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট-যোনিতে-জন্ম-পরিগ্রহ-বিষয়ে বিষয়াভিলাষই কারণ ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা ।—অপিচ জীব প্রকৃতিগত হইয়াই প্রকৃতিসত্ত্বাত স্বখ-ঃখাদি গুণ সমূহকে উপভোগ করে ; এই জীব যে উৎকৃষ্ট এবং নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে, তাহা বিষয়ে বিষয়াসক্তিই কারণ ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যৎ পুরুষস্য স্বখঃখানাং ভোক্তৃৎ সংসারিত্বমিত্যুক্তং তস্য তৎ কিমি-
মিত্তিমিত্যুচ্যতে পুরুষ ইতি । পুরুষোভোক্তা প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিবিন্দ্যালক্ষণায়ঃ কার্য্যকারণরূপেণ
পরিণতায়ঃ স্থিতঃ প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিমায়্যঞ্জনৈ গত ইত্যেবং বিষয়াং তস্মাদ্ভুঙ্ক্তে উপলভাত
ইত্যর্থঃ । প্রকৃতিজান্ প্রকৃতিতোজাতান্ স্বখঃখমোহাকারাভিব্যক্তান্ গুণান্ স্বখী হঃখী মূঢ়ঃ
পণ্ডিতঃ ইহমিত্যেবং সত্যামপ্যবিদ্যায়াং স্বখঃখমোহেষু গুণেষু ভ্রাম্যানেষু যঃ সঙ্গ আনন্দভাবঃ
সংসারস্য স প্রধানং কারণং জন্মনঃ "স যথাকামোভবতি তংকৃতুর্ভবতী"ত্যাदिश्रुते: । তদেতদাহ
কারণং হেতুগুণসঙ্গঃ গুণেষু সঙ্গোহস্য ভোক্তৃঃ সদস্যোনিজস্যসু সত্যচাসত্যচ যোনয়ঃ সদ-
স্যোনিজস্যসু সদস্যোনিজস্যসু জন্মানি তানি সদস্যোনিজস্যানি তেনু সদস্যোনিজস্যসু বিষয়ভূতেষু
কারণং গুণসঙ্গোহং সদস্যোনিজস্যসু সংসারস্য কারণং গুণসঙ্গ ইতি সংসারপদমধ্যাহার্য্যং ।
সদ্যোনয়ঃ দেবাদিয়োনয়ঃ অসদ্যোনয়ঃ পশ্বাদিয়োনয়ঃ সামর্থ্য্যং সদস্যোনয়োমহস্যায়োনয়োহ্য-
বিক্কা দ্রষ্টব্যঃ এতদ্বক্তব্যং ভবতি প্রকৃতিস্থত্বাধ্যাবিদ্যাগুণেষু চ সঙ্গঃ কামঃ সংসারস্য কারণমিতি
তচ্চ পরিবর্জনায়াচ্যতে অস্ত চ নিবৃত্তিকারণং জ্ঞানবৈরাগ্যে সদস্যাসে গীতাশাস্ত্রে প্রসিদ্ধং তচ্চ
জ্ঞানং পুরস্তাদ্ভূতস্তৎ কেন্নেকেন্নৈববিষয়ং যৎ জ্ঞানমৃতমমৃত ইত্যুক্তকথ্যাত্মপোহেনাতদ্ব্যর্থ্যা-
রোপেণ চ ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি ।—শ্রোতাশ্রয়ঃ প্রশ্রোতরয়েনাবতারয়তি যদিতি । নিমিত্তঃ বন্ধুমাধো
সংসারিব্রহ্মসাদিপৌকাধাসাদিত্যাহ পুরুষইতি যন্মাৎ প্রকৃতিমায়াজেন গতন্তমাত্ত্বং ইতি
যোক্তব্যম্ । গুণবিষয়ং ভোগমভিনয়তি স্থখীতি । অবিন্যাস্যভোগমুদেৎ প্রাপ্তিঃ কাৰণাধেষণয়েত্যা-
শঙ্ক্যাহ সত্যামপীতি । সঙ্গস্ত জ্ঞানাদৌ সংসারে প্রধানহেতুস্বৈ মানমাহ সযথোতি । উক্তেহর্থৈ
দ্বিতীয়াঙ্কনবত্যা ব্যাচষ্টে তদেতদিত্যাদিনা । সাধাহারং যোজনাস্তরমাহ অথবেতি । সদস-
জ্ঞানীর্জিবিচ্য ব্যাচষ্টে সজ্ঞানয় ইতি । যোনিদ্বয়নির্দেশাৎ মধ্যবর্ত্তিত্বোমমুখ্যায়োনয়োঃপি ধ্বনিতা
ইত্যাহ সামর্থ্যাদিতি । সঙ্গস্য সংসারকারণজ্ঞেয়াবিজ্ঞায়ন্তং কারণত্বমেবানন্দেব হেতোস্তদ্বপ-
পত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ এতদিতি । অবিত্তোপাদানং সঙ্গোনিমিত্তমিত্যুভয়েরপির কারণত্বং সিধ্যতীত্যর্থঃ ।
বিবিধহেতুজৈর্জিবিজ্ঞিতং ফলমাহ তচেতি । সংসর্গস্যাজ্ঞানস্য স্তোনিবৃত্তেত্ত্বিন্নিবর্ত্তিকং বাচ্যনি-
ত্যাশঙ্ক্যাহ অসোতি । বৈরাগ্যে সতি সন্ন্যাসস্তৎপূর্ব্বকঞ্চ জ্ঞানং সঙ্গজ্ঞাননিবর্ত্তকতিত্যর্থঃ ।
উক্তে জ্ঞানে মানমাহ গীতেতি । অধ্যায়াদৌ চোক্তং জ্ঞানমুদাহৃতমিত্যাহ তচেতি । তদেব
জ্ঞানং যজ্ঞজ্ঞানোক্তাদিনা ন সন্ত্রাসাদিত্যন্তেনাত্তনিষেধেন সর্ব্বতঃ পাণিপাদমিত্যাদিনাচোক্তজ্ঞান-
ধ্যাসেনোক্তমিত্যাহ যজ্ঞজ্ঞানোতি ॥ ২২ ॥

রামানুজ ।—পুরুষস্য স্বতঃ স্বামৃতবৈকল্লমুখ্যাপি বৈষয়িকস্বত্বঃখোপভোগহেতুত্বমাহ ।
গুণশব্দঃ স্বকাৰ্য্যোপচারিকঃ । স্বতঃ স্বামৃতবৈকল্লমুখ্যঃ পুরুষঃ প্রকৃতিস্বঃ প্রকৃতিসংসৃষ্টঃ
প্রকৃতিজ্ঞান গুণান্ প্রকৃতিসংসর্গোপাবিকান্ সখাদিগুণকাৰ্য্যভূতান্ স্বত্বঃখাদীন ভুঙক্তে
অমুভবতি । প্রকৃতিসংসর্গে হেতুমাহ পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রকৃতিপরিণামরূপ দেবমমুখ্যাদিযোনিবিশেষষু
স্থিতোহয়ং পুরুষঃ তত্তদ্ব্যোনিপ্রযুক্তস্বাদিগুণময়েষু স্বখাদিযুক্তস্তৎসাধনহেতুভূতেষু পুণ্যপাপ-
কর্ম্মণু প্রবর্ত্ততে ততস্তৎ পুণ্যপাপ ফলান্নভবায় সদসজ্ঞোনিষু সাক্ষসাপুণ্যানিষুজায়তে । ততশ্চ
কর্ম্মারভতে ততশ্চ জায়তে বাবদমানিহাদিকানাশ্রাণ্তিসাধনভূতান্ গুণান্ সেবতে তাবদেব
সংসরতি তদিদমুক্তং “কারণং গুণ সঙ্গোহস্য সদসদ্যোনি জন্মহ” ইতি ॥ ২২ ॥

হুমানু ।—পুরুষঃ প্রকৃতি স্থিতি ॥ ২২ ॥

শ্রীধর ।—তথাপ্যাবিকারিণোজন্মরহিতস্য চ ভোক্তৃৎ কথমিত্যত্রোহ পুরুষ ইতি । হি
যন্মাৎ প্রকৃতিস্বত্বংকাৰ্য্যে বেহে তাদ্যোনি স্থিতঃ পুরুষঃ অতত্তজ্জনিতান্ স্বত্বঃখাদীন ভুঙক্তে
অস্য চ পুরুষস্য সত্যীষু দেবাদিযোনিষু অসত্যীষু তিৰ্য্যগাদিযোনিষু যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গো
গুণৈঃ ভাবভুক্তকর্ম্মকারিভিরিঞ্জিয়েঃ সঙ্গঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বলদেব ।—প্রকৃতিধিষ্ঠানে স্বখাদিযোগে চ পুরুষস্তৈব কর্ত্তৃত্বমিত্যেতৎ স্মৃটয়তি । তত্ত
প্রকৃতিসংসর্গে হেতুঞ্চ দর্শয়তি পুরুষ ইতি । চিত্তস্বত্বৈকরমোহপি পুরুষোহন্যাদিকর্ম্মবাসনয়া
প্রকৃতিস্বত্বমবধিষ্ঠিতত্ত্বংকৃতদেহেদ্রিয়ঃ প্রাণবিশিষ্টঃ সয়েব তৎকৃতান্ গুণান্ স্বখাদীন ভুঙক্তে
হুভবতি কেতাহ সদিতি । সত্যীষু দেবমানবাদিষু অসত্যীষু পপপল্যাদিষু চ সাক্ষসাপুণ্যচিহ্ন
যোনিষু যানি জন্মানীন তেষ্বিতি । তত্র তত্র পুরুষস্তৈব কর্ত্তৃত্বংসংসর্গেহেতুমাহ কারণমিতি
গুণসঙ্গোহনাদিগুণময়বিষয়পূহা । অরমর্থঃ । অনাদির্জীবঃ কর্ম্মরূপানাদিবাগনারভঃ স চ ভোক্তৃ-

দেবঃ অসংখ্যানি জ্ঞানান্তিৰ্য্যাক্ষং স্থাবরাশ্চ সদসদেযানি জ্ঞানানো মহুযাঃ এতেষু ত্রিষপি জন্মতু
প্রাপ্যেযু অস্য পুংসঃ গুণসঙ্গঃ সূখাদিষু অভিষঙ্গঃ কারণং হেতুঃ তথাহি সাত্ত্বিকা দেবা ভবন্তি,
রাজসামুদ্রযান্ত্রাস্তমসাশ্চ পশবঃ, তেযাং তত্তদ্যোনিপ্রাপ্তৌ তত্তদগুণ প্রাধান্তম্বেব কারণং, বক্ষ্যতি
চ “উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সৰ্ব্বা” ইত্যাদি, যদ্বা প্রকৃতিস্থো বিদ্বানবিদ্বান বা গুণান ভুঙ্ক্তে পশ্বাদিভিষ্চা-
বিশেষাদিতি ত্রায়াং তৎ কিং বিদ্বানিবা বিদ্বানপি কুতোন মুচ্যতে অবিদ্বানিবা বিদ্বান বা কুতো ন
বধ্যতে ইত্যাপেক্ষ্যাহ কারণমিতি গুণেষু দেহৈক্সয়বিষয়েষু সঙ্গঃ অহমিদং মমোদমিত্য ভনিবেশঃ
স এব জন্মকারণং বিহ্বাস্ত তদভাবান্ন জন্ম, সমানেহপি দেহসম্বন্ধে যদা যক্ষোদেহাভিমানং ধত্তে,
তদাস এব দেহপীড়য়া পাত্যতে নতু দেহপতিজীবঃ যদা তু অয়ং দেহাভিমানং ধত্তে তদা নেতরঃ
ইতি প্রসিদ্ধং সঙ্গস্য বন্ধকত্বং নতু সান্নিধ্যভাবং বন্ধকং, অতো বিদ্বদবিদ্বাষোঃ সমানেহপি দেহসম্বন্ধে
সঙ্গতদভাবকুতো মহাবিশেষ ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ ।—কিস্ত তত্রানাগ্রবিভাকৃতেনাধ্যাসেন এব কর্তৃব ভোক্তৃবাদিকং তদীয়মপি
ধর্ম্যঃ স্বীয়ং মজ্ঞতে । তত এবান্ত্র সংসার ইত্যাহ পুরুষ ইতি প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিকার্য্যদেহে
তাদায়েন হি হিতঃ । প্রকৃতিজান্ অন্তঃকরণধর্ম্মান্ শোকমোহসুখদুঃখাদীন গুণান্
স্বীয়ানেবাভিমতমানো ভুঙ্ক্তে তত্রাকারণং গুণসঙ্গঃ গুণময়দেহেযু অস্ত্রাসঙ্গস্ত্রাপ্যায়নঃ
সঙ্গোহবিভাকল্পিতঃ ক ভুঙ্ক্তে ইত্যাপেক্ষ্যামাহ সতীযু দেবারিযোনিষু অসতীযু তিৰ্য্যগাদি
যোনিষু শুভাশুভকর্ম্মকৃতান্ন যানি জ্ঞানানি তেযু ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য — পূর্ষ শ্লোকে পুরুষের সুখদুঃখ ভোক্তৃদের উল্লেখ করা
হইয়াছে । কেন তাঁহার এক্রপ ঘটে, তাহাই বর্তমান শ্লোকে পরিব্যক্ত
হইতেছে । পরা প্রকৃতিরূপ জীব বা পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত । এই
প্রকৃতি অবিদ্যা এবং কার্য্যকারণরূপে অবস্থিত । ভোক্তা পুরুষ অবিদ্যা
ধর্ম্মাক্রান্ত প্রকৃতিতে অবস্থিত । এই প্রকৃতি হইতে নানাবিধ গুণ অর্থাৎ
ভাব বা অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকে । আমি সুখী বা দুঃখী, আমি পণ্ডিত
বা মূর্খ, আমি ধনী বা দরিদ্র ইত্যাকার বিবিধ মোহাভিমানাদি অবিদ্যা
লক্ষণাক্রান্ত প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে । পুরুষ প্রকৃতিতে অব-
স্থিত হইয়া ইত্যাকার গুণধর্ম্মাদি ভোগ করিয়া থাকেন । পুরুষ আত্ম-
জ্ঞান পরিহীন হইয়া প্রকৃতি জাত যে সকল গুণবা অবস্থা স্বয়ংভোগ
করিতেছি বোধে উপভোগ করিয়া থাকে, তাহাই তাহার সংসাররূপ
বন্ধনের ও জন্মের কারণ হইয়া থাকে । অর্থাৎ পুরুষ স্বয়ং কোন সুখ
দুঃখাদি ভোগ না করিলেও প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হেতু এবং অবিদ্যার
প্রভাব বশতঃ তৎ সমস্ত দশা স্বয়ং ভোগ করিতেছি বলিয়া উপলব্ধি

করে । এইরূপ ভোগই তাহার বারংবার সংসার বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে । এই কারণেই অর্থাৎ অবিদ্যারূপ মোহাক্ষকারাচ্ছন্নতা জনিত ভোক্তৃত্বাভিমান হেতু পুরুষের সৎ এবং অসৎ যোনিতে জন্ম ঘটিয়া থাকে । এইরূপ প্রকৃতির গুণসঙ্গহেতু পুরুষের দেবাদি সৎ যোনিতে জন্ম অথবা তির্য্যগাদিরূপ অসৎ যোনিতে জন্ম হয় । প্রকৃতি জাত গুণসঙ্গহেতু মায়ী মোহাদি মিথ্যাবরণে আয়ত পুরুষ সত্ত্ব রজ তমঃ এই গুণত্রয়ের ন্যূনাধিক্য অনুসারে বিভিন্ন প্রকার ফলভোগ করিয়া থাকেন, এবং বিভিন্ন প্রকার যোনিতে তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে । সত্ত্বগুণের প্রাধান্য হইলে তাঁহার দেবতাদিরূপ সর্বগুণ সম্পন্ন সৎ যোনিতে জন্ম হয়, এবং তমোগুণের প্রাধান্য হইয়া পশ্বাদি তমোবহুল যোনিতে তাঁহার জন্ম ঘটিয়া থাকে । উভয় গুণের সংমিশ্রণরূপ রজোগুণের প্রাধান্য হইলে তাঁহার মনুষ্য যোনিতে জন্ম হয় । এইরূপ সংসার বন্ধন মুক্তির এক মাত্র উপায় জ্ঞান । সৰ্ব্বকৰ্ম্ম সম্যাস দ্বারা জ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে; ইহা গীতা শাস্ত্রে বারংবার পরিকীৰ্ত্তিত হইয়াছে । সেই জ্ঞানের সাহায্যে অচির পূর্বে বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে । জ্ঞান প্রভাবে অবিদ্যার মোহাক্ষকার অপগত হইলে এ সকলই মিথ্যা বলিয়া উপলব্ধ হইবে; এবং তখনই পুরুষ সংসার নিম্মুক্ত হইয়া মোক্ষাধিকারী হইবেন । ঋতি বলিয়াছেন, “ন যথাকামো ভবতি তৎকৃত্তুর্ভবতি যৎকৃত্তুর্ভবতি তৎ কৰ্ম্ম কুরুতে যৎ কৰ্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে” ইহার ভাবার্থ, পুরুষ যেরূপ কামনা পরায়ণ হইয়া থাকেন, তদনুরূপ যজ্ঞানুষ্ঠানকারী হন; যেরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তদনুরূপ কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন; যেরূপ কৰ্ম্ম করেন, সেই রূপ ফলপ্রাপ্ত হন ।

প্রত্যুত পুরুষ স্বয়ং নিলিপ্ত ও উদাসীন হইলেও কার্য্য কারণ রূপা প্রকৃতির সহিত সম্মিলনের পর আপনাকে প্রকৃতিজাত সুখদুঃখাদির ভোক্তা বলিয়া বোধ করেন । জগতের যাবতীয় সুখ দুঃখ সর্গাদি গুণ হইতে জাত । এই গুণধৰ্ম্মানুসারে অবিদ্যার আবরণে আয়ত পুরুষ আপনাকে বিবিধ সুখ দুঃখাদির অধীন জ্ঞান করেন । আদি কাল হইতে মোক্ষ লাভ পর্য্যন্ত নিরন্তর পুরষকে উল্লিখিতরূপে ভোগের অধীন থাকিয়া গুণধৰ্ম্মানুরূপ মাধু বা অসাধু যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় । যতক্ষণ

পূর্ব কথিতরূপ অমানিত্বাদি ঘোষক বিধায়ক ধর্মের আবির্ভাব হেতু জ্ঞানের উন্মেষ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত পুরুষের এই বন্ধনের অবসান নাই। পূর্বে তাঁহাকে যত জন্ম গ্রহণ করিতে হইয়াছে, এবং পরেও যত জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, ততাবতই এই ক্ষুদ্র নিয়মের অধীনতায় ঘটিয়াছে। মূলে “হি” পদের প্রয়োগ আছে। পূর্ব শ্লোক কথিত বিষয়ের কারণ প্রদর্শন জন্যই ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকের মর্মার্থ সুগম করিবার অভিপ্রায়ে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বদেব মিন্মলিখিত রূপ বিচারের বিন্যাস করিয়াছেন। অনাদি জীব অনাদি বাসনার অধীন হইয়া কর্মানুরূপ ফলাফলে বদ্ধ হইয়া থাকে। স্বকীয় ভোকৃত্ব-হেতু সেই জীব ভোগ্য কাম্যসমূহ প্রাপ্তির অভিলাষে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। যতদিন সৎ প্রসঙ্গের আলোচনায় এইরূপ ভোগ বাসনার অবসান না হয়, তাবৎ এই ভাবেই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া চলিতে হয়। সেই ভোগবাসনার ক্ষয় হইলেই জীব পরমধামলভ্য সুখসমূহ উপভোগ করে। ঋতি বলিয়াছেন, “সোহিম্মুতে সর্কান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণাবিপ-
শ্চিতঃ” ইহার ভাবার্থ এই যে, ব্রহ্মের সহিত জীব সকল কাম্যভোগ করিয়া থাকেন। এই গীতা শাস্ত্রে “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি” (৩য় অধ্যায় ২৭ শ্লোক) “কার্য্যাকারণ কর্তৃত্বে” (১৩ অধ্যায় ২১ শ্লোক) প্রকৃতিৈবচ কর্ম্মণি” (১৩ অধ্যায় ২৯ শ্লোক) “নাত্মং গুণেভ্যঃ কর্তারং” (১৪শ অধ্যায় ১৯ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে সরল ও আপাত অর্থগ্রাহী সাংখ্য মতানুবর্তিগণ প্রকৃতিতেই কর্তৃত্বের আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ আরোপ সঙ্গত হয় না। কারণ লোষ্ট্রকাষ্ঠ প্রভৃতির ন্যায় অচেতন প্রকৃতির কর্তৃত্ব সম্ভবপর নহে। কর্ম্ম সম্পাদনেচ্ছা ও তৎসাধন ক্ষমতাই কর্তৃত্ব তাহা চেতনের ধর্ম্ম। ঋতি বলিয়াছেন, “সেই পুরুষই সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। তিনিই দ্রষ্টা, শ্রোতা, জ্ঞানকর্তা, বোদ্ধা, কর্তা।” যদি বলা যায় যে, পুরুষের সহিত সম্মিলন হইলে চেতনের অধ্যাস হেতু অচেতনা প্রকৃতি কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে মীমাংসাও সঙ্গতরূপে গৃহীত হইতে পারে না। কারণ সন্নিহিত চেতন পুরুষের অধ্যাস হইলেও অচেতন প্রকৃতির কর্তৃত্ব সম্ভব হয় না, ইহা সুস্পষ্টরূপে অনুভব করা যাইতে পারে। অগ্নিসান্নিধ্যহেতু লৌহখণ্ড

উত্তম হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার নিজের দাহিকা শক্তি নাই মূল অগ্নিরই দহন ক্ষমতা দৃষ্ট হয়; অতএব দৃষ্টতঃ তপ্তলৌহখণ্ড দাহশক্তি সম্পন্ন হইলেও অগ্নিই নে শক্তিমান হেতু। যদি বলা যায়, জল চলিতেছে, বৃক্ষ ফলিতেছে, ইত্যাদি রূপে জলবৃক্ষাদি জড়ের যেরূপ কর্তৃত্ব সমর্থিত হইয়া থাকে, অচেতনা প্রকৃতিরও সেইরূপ কর্তৃত্ব অসম্ভব হইবে কেন? তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, জলাদির মধ্যে অন্তর্ধ্যাত্মরূপে চেতনের অধিষ্ঠান আছে, এই জন্তই উল্লিখিত আপত্তি সঙ্গত নহে। অপিচ এ সম্বন্ধে শ্রোত প্রমাণও আছে। স্মৃতিশাস্ত্রেও জ্যোতিষোমাদি কর্ম কাণ্ডের যে বিধান আছে এবং ধ্যানাদি যে সকল মোক্ষ বিধায়ক কর্মের ব্যবস্থা আছে; ততাবৎ জড়া প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বিহিত হয় নাই; চেতন স্বরূপ ভোক্তা অর্থাৎ পুরুষই ততাবৎ ক্রিয়ার লক্ষ্য। এতাবত পুরুষেরই কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতেছে। অতএব পূর্ব শ্লোকে প্রকৃতির স্বন্ধেই যে কার্য্য কারণরূপ কর্তৃত্ব আরোপিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতির নান্ধাৎ সম্বন্ধে কর্ম সম্পাদনরূপ ক;অ দর্শনেই নির্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ সে কর্তৃত্ব প্রকৃতির বস্তু মাত্র, যথার্থ কর্তৃত্ব পুরুষেরই। কেহ বলেন, যেমন সাধারণতঃ হস্ত দ্বারা মনুষ্যের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, অতএব লোকে হস্ত কার্য্য করিয়াছে বলিয়া হস্তের উপরই কর্তৃত্ব নির্দেশ করে। অথচ বুঝিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, প্রকৃত কর্তা মনুষ্য, হস্ত কেবল সাধন মাত্র। সেইরূপ পুরুষ প্রকৃতি দ্বারাই কর্ম সম্পন্ন করেন, এই জন্তই যথার্থ কর্তৃত্ব প্রকৃতির না হইলেও লোকে প্রকৃতিকেই কর্তা বলিয়া থাকেন। আবার কেহ বলেন, প্রাকৃত দেহাদির সহিত সংযোগ বশতই পুরুষ যজ্ঞাদি ও যুদ্ধাদি কর্ম সম্পাদনে সমর্থ হইয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতিবিযুক্ত শুদ্ধা-বস্থায় তিনি নিষ্ক্রিয়। এই জন্ত প্রকৃতিই কর্তা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে।

বেদান্ত শাস্ত্রেও ঈশ্বরের প্রকৃত কর্তৃত্ব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কতিপয় সূত্র নিবদ্ধ আছে। “কর্তা শাস্ত্রার্থবজ্ঞাৎ” “বিহারোপদেশাৎ” “উপাদানাতঃ” “ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেম্মিদেশবিপর্য্যয়ঃ” (বেদান্ত দর্শন ২য় অধ্যায় ৩য় পাদ ৩৩।৩৪।৩৫। সূত্র) বুদ্ধির চেতনা নাই; সুতরাং জীবই কর্তা। এবং ভবিষ্যেই শাস্ত্রের প্রামাণ্য রক্ষিত হয়। জীব স্বপ্রাবস্থায় বিহার ও বিচরণ করেন, এজন্তও জীবের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। জীব ইন্দ্রিয়বর্গকে

এহণ করিয়া স্মৃণু হন, অতএব জীবই কর্তা । ঋতি বলেন, বিজ্ঞান শব্দ জীবই কর্তা ; কারণ জীবে যে বিজ্ঞান শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে বিজ্ঞান এই কর্তৃকারকের প্রয়োগ হইয়াছে, করণ কারকের প্রয়োগ হয় নাই ॥ ২২ ॥

—:—

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ ।

পরমাত্মেতি চাপ্যাত্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২৩॥

অম্বয় ।—অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ পরঃ (ভিন্নঃ) উপদ্রষ্টা (সাক্ষী) অনুমন্তা (অনুমোদিতা) ভর্তা (পোষয়িতা) ভোক্তা (পালকং) মহেশ্বরঃ (সর্বস্বামী) পরমাত্মা চ ইতি অপি উক্তঃ (কথিতঃ) ॥২৩॥

প্রতিশব্দ ।—এই দেহে পুরুষ ভিন্ন, সাক্ষী, অনুমন্তা, ভরণকর্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর, এবং পরমাত্মা এইরূপেই উক্ত-হন ॥২৩॥

ব্যাখ্যা ।—এই দেহে অবস্থিত হইয়াও পুরুষ ইহা ইহাতে ভিন্ন, ইহার সাক্ষী, অনুমোদক, ভর্তা, ভোক্তা এবং সর্বস্বামী পরমাত্মা প্রভৃতিরূপে কথিত হন ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তত্ত্বৈব পুনঃ সাক্ষ্যাদির্দেশঃ উপদ্রষ্টেতি । উপদ্রষ্টা সমীপস্থঃ সন্ দ্রষ্টা স্বরূপাপ্তোযথা ঋষিগ্য়জ্ঞমানেষু ভটস্বোহুতোহব্যাপ্তোযজ্ঞবিদ্যাকুশলঃ ঋষিগ্য়জ্ঞমানব্যাপার-
শ্চ দোষণামীকিতা তৎ কার্য্যকারণব্যাপারেণ অব্যাপ্তোহুতোবিলক্ষণস্তেষাং কার্য্যকারণানাং
ব্যাপারানাং সমীপ্যেন দ্রষ্টৃদ্রাহপদ্রষ্টা অথবা দেহচক্ষুর্মনোবুদ্ধ্যামনোদ্রষ্টারস্তেষাং বাহোদ্রষ্টা
দেহস্তত আভ্যন্তরীণতমশ্চ প্রত্যক্ সমীপে আত্মা দ্রষ্টা যতঃ পরোহন্তরোনাতি দ্রষ্টা সোহতিশয়
সামীপ্যেন দ্রষ্টৃদ্রাহপদ্রষ্টা স্তাং যজ্ঞোপদ্রষ্টৃবদা সর্ববিষয়ীকরণাহপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ অনুমোদনমহু-
মননং কুর্কংহু তৎক্রিয়ান্ন পরিতোষতৎকর্তৃমুমন্তা কার্য্যকারণপ্রভিষু স্বয়মপ্ররতোহপি প্রবৃত্ত
ইব তদমুকুলোবিভাব্যতে প্রবৃত্তান্ অব্যাপারেণ তৎসাক্ষিত্বতঃ বদাচিদপি ন নিবারয়তীত্যনুমন্তা,
ভর্তা ভরণং নাম দেহেজ্জিয়মনোবুদ্ধীনাং সংহতানাং চৈতন্যাত্মপ্রার্থেন নিমিত্তভূতেন চৈতন্য-
ভাসানাং যৎ স্বরূপাবধারণং তচৈতন্যাত্মকৃতমেবেতি ভর্তাশ্রুত্যাচ্যতে ভোক্তাশ্রুত্যাচ্যতে
শেণ বুদ্ধেঃ স্মৃৎসংখ্যমোহান্বকাঃ প্রত্যয়াঃ সর্ববিষয়বিষয়ান্ চৈতন্যাত্মপ্রাপ্তা ইব জায়মানা বিভক্ত
বিভাব্যন্ত ইতি ভোক্তাশ্রুত্যাচ্যতে । মহেশ্বরঃ সর্বাত্মাচ্চ মহান্ ঈশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরঃ পরমাত্মা
দেহাদীনাং বুদ্ধান্তানাং প্রত্যগাত্মেন কল্পিতানামবিশেষায় পরম উপদ্রষ্টৃবাদিলক্ষণ আত্মেতি

সোহতঃ পরমায়ৈতানেন শব্দেন চাপ্যুক্তঃ কথিতঃ শ্রুতৌ কাশৌ অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ পরো-
ব্যাক্তাহুতাত্তমঃ পুরুষস্ততঃ পরমায়ৈতাদাহত ইতি যোবক্ষ্যমাণঃ ক্ষেত্রজ্ঞর্থাপি মাধিদ্ধ ইত্যুগত-
স্তোব্যাক্ষ্যায়োপসংজ্ঞতশ্চ ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি ।—প্রকৃতস্যৈব মোক্ষহেতোজ্ঞানস্য সাক্ষাৎসিদ্ধিশ্রোয়ন্তরঙ্গোক্তমুখ্যায়মতি
তস্যোতি । কার্যাকারণানাং ব্যাপারবতাং সমীপে স্থিতঃ সন্নিধিমাত্রেন তেবাং সাক্ষীভ্যেবমর্থয়েন
উপদ্রষ্টেতি পদং ব্যাচষ্টে সমীপস্থইতি । লৌকিকস্যৈব দ্রষ্টুরস্যপি স্বব্যাপারাবিত্তয়া নিষ্কিয়-
বিরোধমাশঙ্ক্যাহ স্বয়মিতি । স্বব্যাপারাদৃতে সন্নিধিরেবদ্রষ্টৃৎ দৃষ্টাভ্যে ন স্পষ্টয়তি যথেন্তি । উপদ্রষ্টে-
ত্যন্যার্থান্তরমাহ অথবেতি । বহুনাং দ্রষ্টৃভ্যেপি কস্যোপদ্রষ্টৃৎ তদ্রাহ তেষামিতি । উপোপ-
সংগস্য সামীপ্যার্থয়েন প্রত্যগর্থভাবত্বৈব সামীপ্যাবসানাত্ প্রত্যগায়া চ দ্রষ্টা চেতুপদ্রষ্টা সর্ব-
সাক্ষী প্রত্যগায়েত্যর্থঃ । উক্তমেব ব্যক্তিক্রিয় ইতি । যথা যজ্ঞমানস্য ঋত্বিজাঞ্চ যজ্ঞকর্ণাদি
গুণাণাং দোষা সর্বযজ্ঞান্তিঃ সন্মুপদ্রষ্টা বিষয়ীকরোতি তথায়মাত্মা চিত্তাত্মস্বভাবঃ সর্বং গোচরভী-
তুপদ্রষ্টেতি পক্ষান্তরমাহ যজ্ঞেতি । অহমস্তাচেত্যেতৎব্যাকরোতি অহমস্তেতি । যে স্বয়ংকুর্তো
ব্যাপারবস্তোভবন্তি তেহু কুর্তংসু পাশ্চ হস্য পরিতোষোহহমমনস্তচ্চাহমোদনং তস্য সন্নিধি-
মাত্রেন কৰ্ত্তা যঃ সোহহমস্তেত্যর্থঃ । ব্যাক্তান্তরমাহ অথবেতি তদেব কুটয়তি কার্যোতি । অর্থা-
ন্তরমাহ অপবেত্যাধিনা ভবন্তি পদমাদায় ভরণং কিমামেতি পূজতি ভবন্তি । তদ্রূপঃ
নিরূপয়ন্নানোভোক্তৃৎ সাধয়তি দেহেতি । ভোক্তৃত্বাঙ্কে ক্রিয়াবত্রেপ্রাপ্তে ভোগচিৎসবদানত-
তিষ্ঠায়ৈন বিভজতে অগ্নীতি । বিশেষণান্তরমাদায় ব্যাচষ্টে মহেশ্বরইতি । পরমাত্মসমুপাদয়তি
দেহাদীনানিতি । অবিভক্ত্যা কলিতানামিতি সঞ্চদঃ, পরমত্বং প্রকৃষ্টত্বং সঃ পূর্লোকাবিশেষণবানিতি
যাবৎ । পরমাত্মশব্দস্য প্রকৃত্যায়বিষয়স্বৈ শ্রুতিমহুকুলয়তি অতইতি । তস্য তাটস্থ্যং প্রশংসায়
প্রত্যচষ্টে ক্রেতি । কস্মাৎ পরব্রহ্মদাহ অব্যক্তাদিতি । তত্রৈব বাকাশেবাহুকূল্যমাহ উত্তমইতি ।
সোহস্মিন্ দেহে পরঃ পুরুষইতি সঞ্চদঃ । শোধিতার্থয়োঁরৈক্যজ্ঞানং প্রাপ্তকৃত্বং কলোক্ত্যাস্তোতি
ক্ষেত্রজ্ঞেতি ॥ ২০ ॥

রামানুজ ।—অস্মিন্ দেহেহবস্থিতোহয়ংপুরুষো দেহপ্রবৃত্তাহুগুণসংকল্পাদিরূপেণ
দেহস্তোপদ্রষ্টাহমস্তা চ ভবতি তথা দেহস্ত ভর্তা চ ভবতি তথা দেহপ্রবৃত্তিজনিঃ সৃষ্টঃখণ্ডো-
ভোক্তা চ ভবতি । এবং দেহনিয়মনে দেহভরণে দেহশৈথিল্যে চ দেহোক্তব্যমানং প্রতি
মহেশ্বরো ভবতি তথাচ বক্ষ্যতে । “শরীরং যদবাধেতি যচ্চাপুংক্রামতীত্বতঃ । গৃহীত্বৈতানি
সংযতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ।” ইতি, অস্মিন্ দেহে দেহজিয়মানংসি প্রতি পরমাত্ম্যতিচাপ্যুক্তঃ
দেহে মনসি চাশ্বাশ্বোহনস্তরমেব প্রযুক্ত্যতে । “ধ্যানেনাস্মনিপশন্তি কোচিৎসামান্যমাত্মনাম্”
ইতি অপি শব্দাং মহেশ্বর ইত্যপ্যুক্ত ইতি গম্যতে । পুরুষঃ পরঃ অনাদিমংপরমিত্যা-
দিনোক্তোপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানশক্তিরয়ং পুরুষোহনাদিপ্রকৃতিসংবদ্ধকৃত গুণগদ্যাদেবতদেহমাত্মমহেশ্বরো
দেহমাত্র পরমাত্মা চ ভবতি ॥ ২০ ॥

বহুমান ।—উপদ্রষ্টাশরীরেজিয়েষু অবিসমব্যাপ্তেষু তদ্বিবক্ষণতস্ত কৰ্মণঃ সমীপ-

হোপদ্রষ্টা অনুমমতা কার্যকারণ প্রবৃত্তিষু স্বয়মপ্রবৃত্তোহপি প্রবৃত্তবদ্ তদনুক্রমে বিভাবতে ভর্তা
দেহেন্দ্রিয় মনোবুদ্ধিনামসংহতানাং চৈতন্যাত্মপরমার্থে নিমিত্তীভূতেন চৈতন্যভাবানাং যৎ
স্বরূপং তচ্চৈতন্যাকং তমেবেতি ভোক্তাশ্রোতৃচ্যুতে ভোক্তা অধ্যক্ষবদিত্য চৈতন্যস্বরূপেণ
বুদ্ধেঃ স্বথঃখমোহাশ্রকং প্রত্যয়াং চৈতন্যগ্রস্তইব আয়মানা বিভক্তাইব বিভাবন্ত ইতি ভোক্তা
ইত্যাচ্যতে মহানীশ্বর মহেশ্বরঃ পরমশাসাবান্মাচেতি পরমাত্মা দেহেহ্মিন্নবাক্তাং পরঃ পুরুষঃ ॥৩৩॥

শ্রীধর ।—তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিকোদেব পুরুষস্ত সংসারোন তু স্বরূপত ইত্য-
শয়েন তন্ত স্বরূপমাহ উপদ্রষ্টেতি অস্মিন্ প্রকৃতিকার্যে দেহে বর্তমানোহপি পুরুষঃ পরাভিন্ন এব
ন ওৎপত্ত্বৈব জাত ইত্যর্থঃ, তত্র হেতবঃ, যস্মাদুপদ্রষ্টা পৃথগ্ভূত এব সমীপে স্থিতা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ,
তথা অনুমমতা অনুনোদিতৈব সন্নিধিমাংগেণাগ্রহকঃ “সাক্ষী চেতাঃ কেবলোনিগুণশ্চে” তাদি
শ্রুতেঃ, তথা ঐশ্বরেণ রূপেণ ভর্তা বিধায়কঃ ভোক্তা পালক ইতি চ, মহাংশাসাবীশ্বরশ্চেতি
ব্রহ্মাদীনামপি পতিরিতি চ পরমাত্মা অন্তর্গামী চেতাক্তঃ শ্রুত্যা, তথা চ শ্রুতিঃ “এষ সর্বেশ্বর
এষ ভূতাদিপতিরেষ লোকপাল” ইত্যাদি ॥ ২৩ ॥

বলদেব ।—দেহে স্থখাদিভোক্তৃত্যবস্থিতং জীবমুক্তা নিমন্ত তয়া তজ্জাবস্থিতমীশ্বরমাহ
উপদ্রষ্টেতি । অস্মিন্ দেহেহপ্যেব জীবাদন্তঃ পুরুষোহস্তি যো মহেশ্বরঃ পরমাত্মেতি চ প্রোক্তঃ ।
উপদ্রষ্টা সন্নিধৌ পৃথগ্ভূত এব সাক্ষী । অনুমমতাঃ সন্নিধিতাতা তদনুমতিং বিনা জীবঃ কিঞ্চিদপি
কর্তুং ন ক্ষম ইত্যর্থঃ । ভর্তা ধারকঃ । ভোক্তা পালকঃ । সর্বতঃ পাণীত্যাদিভিরুক্তশ্রীপীশস্য
জীবেন সহ স্থিতিং বক্তুং পুনরুক্তিঃ ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন ।—তদেবং প্রকৃতিগিথ্যাতাদাত্ম্যাংপুরুষস্য সংসারোন স্বরূপেণেতাক্তং কীদৃশং
পুনস্তন্ত স্বরূপং যত্র ন সম্ভবতি, সংসার ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তন্ত স্বরূপং সাক্ষান্নির্দিষ্টমাহ উপদ্রষ্টেতি ।
অস্মিন প্রকৃতিপরিণামে দেহে জীবরূপেণ বর্তমানোহপি পুরুষঃ পরঃ প্রকৃতিগুণাসংস্থঃ পরমার্থ-
তোহসংসারী সেন রূপেণেতার্থঃ, বতঃ উপদ্রষ্টা যথা ঋত্বিগ্য়ক্ষমানেন্ যজ্ঞকর্ম্মব্যাপৃতেন্ তৎসমীপ-
হোহন্তঃ স্বয়মব্যাপৃতোষজ্জবদ্যাকুশলভাদৃষ্টিগ্য়জমানব্যাপারগুণদোষাবাগীক্ষিতা তৎসং কার্যকারণ-
ব্যাপারেষু স্বয়মব্যাপৃতোবিলক্ষণন্তেষাং কার্যকরণানাং স্বব্যাপারানাং সমীপহোদ্রষ্টা ন তু কর্তা
পুরুষঃ “স যন্তত্র কিঞ্চিং পশ্যত্যানধাগতন্তেন ভবত্যসঙ্গোহয়ং পুরুষ” ইতি শ্রুতেঃ, অথবা
দেহচক্ষুর্মনোবুদ্ধীশ্রাদ্র দৃষ্টেযু মধ্যে বাহ্যান্ দেহাদীনপেক্ষাত্যব্যবহিতোদ্রষ্টাত্মা পুরুষ উপদ্রষ্টা,
উপশাস্ত সানীপ্যার্থভাস্ত চাব্যবধানরূপশ্চ প্রত্যগাত্মশ্চেব পর্যবসানাং অনুমমতা চ কার্যকারণ-
প্রবৃত্তিষু স্বয়মপ্রবৃত্তোহপি প্রবৃত্ত ইব সন্নিধিমাংগেণ তদকুলবাদনুমমতা অথবা স্বব্যাপারেষু প্রবৃত্তা-
দেহেন্দ্রিয়াদীন নিবারণতি কদাচিদপি ভৎসাক্ষিভূতঃ পুরুষ ইত্যনুমমতা “সাক্ষী চে”তি শ্রুতেঃ ।
ভর্তা দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধীনাম সংহতানাং চৈতন্যাত্ম্যাবিশিষ্টানাং স্বসত্তয়া ক্ষুরূপেন চ ধারয়িতা
পোষয়িতা চ ভোক্তা বুদ্ধেঃ স্বথঃখমোহাশ্রকান্ প্রত্যয়ান্ স্বরূপচৈতন্তেন প্রকাশয়তীতি
নির্দিকার এবোপগচ্চা মহেশ্বরঃ সর্বাদাত্ম্যং স্বতন্ত্রত্বাচ্চ মহানীশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরঃ পরমাত্মা
দেহাদিব্রহ্মান্তানামবিদ্যায়ত্নে কল্পিতানাং পরমঃ প্রকৃষ্ট উপদ্রষ্টা দিগ্ভূতপূর্কোক্তবিশেষণবিশিষ্ট আত্মা

পরমাত্মা ইতি অনেন শব্দেনাপি উক্তঃ কথিতঃ শ্রুতৌ চকারারূপদ্বয়ৈত্যাदि शर्त्वेरपि स एव पुरुषः परः “উত্তমঃ পুরুষস্তত্ত্বঃ পরমাত্মৈত্যাदाহুতঃ” ইত্যগ্রেহপি বক্ষ্যতে ॥ ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—স চ যো যৎপ্রভাবশ্চেতি ক্ষেত্রজতংপ্রভাবৌ ব্যাখ্যেয়ত্বেন প্রতিজ্ঞাতৌ, তত্র ক্ষেত্রজঃ প্রাগেব বর্ণিতঃ তস্যোদানীং প্রভাবমাহ উপদ্রষ্টেতি । তত্র পূর্বেণ্ডগসঙ্কো জন্ম-কারণমিত্যুক্তং তত্র সঙ্গশ্চতুর্বিধঃ পুরুষাপলাপেন গুণমাত্র প্রাধাত্ত্বেনবা তত্ত্বাত্ত্বাব্যাপ্তগুণপ্রাধা-
ত্বেন বা গুণানাং সমপ্রাধাত্ত্বেন বা অপ্রাধাত্ত্বেন বেতি তত্রৈতে দেহেদ্রিয় মনসাদিরূপং গুণ-
সম্ভবতঃসেব আত্মত্বেন পশুন ভোক্তা ভবতি যথা চার্কাকাदिः, দ্বিতীয়ে গুণানাং প্রাধাত্ত্বাৎ আত্মনি
বাস্তবকর্তৃত্বাভিমানেন কর্মফলানাং ভর্তা সঙ্কেতা ভবতি যথা তার্কিকাदिः, তৃতীয়ে গুণানাং
সমপ্রাধাত্ত্বেন গুণগতমপি ভোক্তৃত্বমসঙ্গেশ্যাত্মনি বস্ত্রে ভল্লাতকাশ্ববদনুমত্ততে যথা সাংখ্যাঃ,
চতুর্থে সর্বথাপি গুণদম্পাদামাত্মনি সংক্রমমপশুদ্বাদানীবোধরূপত্বেনাগুণপ্রচারদশী উপদ্রষ্টা
ভবতি, বথাস্বাক্ষ্ম সাক্ষী, এতেষু চতুষ্পি গুণসম্বিশ্চ উপদ্রষ্টা উত্তমঃ অমুমত্তা মধ্যমঃ ভর্তা অধ্যমঃ
তোত্রাহদমধ্যমঃ, স এব গুণান্ বশীকৃত্য ক্রীড়তি যদা মহেশ্বর ইত্যাচ্যতে যঃ সর্গহিত্যন্তকর্তা
প্রভূর্জগদন্তর্যামী স এব গুণানপনায় স্থিতঃ পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো ভবতি, যত্বপি উপদ্রষ্টাপি গুণান-
পনায় তৎসাক্ষিনে স্থিতো ভবতি তথাপি তত্ত্বৈকসম্ভবাতোপহিতস্য সংঘাতানান্তর প্রচার-
দশিত্বাভাবাদয়ং সকল সংঘাতপ্রচারদশীতি সর্বোৎকৃষ্টত্বাৎ পরমাত্মমাত্মা তমেনং বক্ষ্যতি
“উত্তমঃ পুংসত্ত্বঃ পরমাত্মৈত্যাदाहूतः । যো লৌকজয়মাবিশ্চ বিভক্তয়ং ঈশ্বর” ইতি এতাবপি
গুণসঙ্গিনো এবমেক এব দেহেহস্মিন্ বিদ্যমানঃ পরো গুণাতীতঃ স্বাত্মনি গুণান্ ওবিলাপ্য
স্থিতোহর্থৈকরস আত্মা গুণসঙ্গেন ষড়বিধোভবতি অরমেবাস্য প্রভাবঃ তত্র অমুমত্তু ভর্তৃ-
ভোক্তৃভিত্তিভীরূপৈরয়ং বধ্যতে উপদ্রষ্টৃ মহেশ্বর পরমাত্মরূপৈশ্চ নিত্যমুক্ত একএবোতি জ্ঞেয়ং অত্র
ভাষ্যার্থোহপ্যমুমত্ত্বেনো বিস্তরভয়াভূ ন প্রদর্শিতঃ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—জীবাত্মানমুক্তা। পরমাত্মানমাহ উপদ্রষ্টেতি যত্বপি অনাদিমং পরং ব্রহ্ম
ইত্যাদিনা হুদি সর্বত্র দ্বিষ্টিতমিত্যন্তেনচ সামান্ততো বিশেষতশ্চ পরমাত্মা প্রোক্তং এব তদপি
তস্য জীবাত্মসাহিত্যেনাপিপৃথগেব স্পষ্টতয়াদেহদ্বয়ত্বজ্ঞাপনার্থমিয়মুক্তিজ্ঞেয়া । অস্মিন্দেহেপয়েহন্তঃ
পুরুষো যো মহেশ্বরঃ স পরমাত্মা ইতি চাপ্যুক্তো পরমাত্মেতি চ নাম্যপ্যুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ।
অত্রপরম শব্দ একাত্মবাদপক্ষে স্বাংশ ইতি ত্যোতনার্থোজীবস্য উপসর্গমীপে পৃথকস্থিত এব দ্রষ্টা
সাক্ষী । অমুমত্তা অমুমোদনকর্তা সন্নিবিদমাত্রোণগ্রাহকঃ ন “সাক্ষীচেতাঃ কেবলেনিগুণশ্চে”তি
শ্রুতেঃ । তথা ভর্তাধারকঃ ভোক্তা পালকঃ ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষ বস্তুতঃ সংসারী নহেন ।
‘অপিচ ইহাও উক্ত হইয়াছে যে, কার্য্যকারণসংঘাত শরীরের মধ্যে
তিনি ভোক্তৃভাবে অধিষ্ঠিত । এক্ষণে তাঁহার স্বরূপ এবং দেহ মধ্যে
অবস্থিতির প্রকৃত অবস্থা কীর্ত্তিত হইতেছে । প্রকৃতির স্বরূপ এই দেহমধ্যে

অবস্থিত হইলেও সেই জীবস্বরূপ পুরুষ প্রকৃতি হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, স্বতন্ত্র এবং প্রকৃতির গুণের সহিত অসংশ্লিষ্ট । তিনি পরমার্থত স্বস্বরূপে নির্লিপ্ত ভাবাপন্ন । কারণ তিনি উপদ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী স্বরূপ । ঋত্বিক (৬৪০ পৃষ্ঠার টীপ্তনী দ্রষ্টব্য) ও যজ্ঞমানের অনুষ্ঠীয়মান ক্রিয়া কাণ্ডের সম্পাদন কালে যেমন কোন অভিজ্ঞ মহাত্মা সন্নিধ্যে উপস্থিত থাকিয়া তৎকর্মের দোষ গুণাদি দর্শন ও আলোচনা করেন, তদ্বৎ পুরুষস্বরূপ জীব প্রকৃতির পরিণাম স্বরূপ কার্য্যকারণ সংঘাত দেহ মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াই নির্লিপ্ত ও বিলক্ষণ ভাবে অনুষ্ঠীয়মান গুণ কর্মাদির আলোচনা ও দর্শন করিয়া থাকেন । কার্য্যকারণ ব্যাপারের দ্রষ্টারূপে তিনি অধিষ্ঠিত কর্তারূপে নহেন । শ্রুতি ও বলিয়াছেন, “স যত্ত্ব কিস্তিৎ পশুত্যানস্মাগতস্তেন ভবত্য-সঙ্গোহয়ং পুরুষঃ” অর্থাৎ পুরুষ অগঙ্গ ভাবে দেহেহেন্দ্রিয়াদি সাধিত কর্ম সমূহ দর্শন করিয়া থাকেন । অথবা এরূপও অবধারণ করা যাইতে পারে যে, সেই পুরুষ বাহ্য দেহেহেন্দ্রিয়াদির অপেক্ষা না করিয়াই স্বয়ং সমস্ত ব্যাপার পরিদর্শন করিয়া থাকেন । দ্রষ্টাশব্দের সহিত সামীপ্যার্থ বাচক উপসর্গের সম্মিগনে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সামীপ্যবস্থিত থাকিয়া অব্যবহিত রূপে প্রত্যক্ষ ভাবে অন্যদীয় সাহায্য ব্যতীত তিনি স্বয়ং সমস্ত ব্যাপার দর্শন করেন । তিনি অনুমন্তাও বটেন । অর্থাৎ কার্য্য কারণ প্রবৃত্তিতে তিনি স্বয়ং অপ্রবৃত্ত হইয়াও সান্নিধ্যহেতু তত্তদ্ব্যাপার সাধনের অনুকূল স্বরূপ এবং স্বয়ং তত্তদ্বিষয়ে প্রবৃত্তরূপে প্রতীয়মান । অথবা এরূপও বুঝা যাইতে পারে যে, দেহেহেন্দ্রিয়াদি স্বব্যাপারে বিনিযুক্ত হইতেছে দেখিয়াও তিনি তৎসম্বন্ধে বিধি নিষেধ বিধানে বিরত । কেবল মাত্র সাক্ষী রূপে পুরুষ অবস্থিত । তিনি চৈতন্যের অধিষ্ঠিত এবং তৎকর্তৃক অধ্যাসিত এই দেহেহেন্দ্রিয় ব্যাপারের ধারক ও পোষক । তিনি স্বয়ং নির্লিকার হইলেও দেহেহেন্দ্রিয়াদি ঘটিত এবং বুদ্ধি দ্বারা পরিগৃহীত সুখ দুঃখাদি বিষয়ের স্বয়ং ভোক্তাস্বরূপ । তিনি সর্বাত্মস্বরূপ অথচ স্বতন্ত্র ভাবাপন্ন । এই জন্য তিনি মহেশ্বর, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি তাবতের অধিপতি । তিনি দেহ হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত অবিদ্যা প্রভাবে আত্মারূপে কল্পিত এই প্রপঞ্চের, উপদ্রষ্টা প্রভৃতি পূর্বকল্পিতরূপবিশিষ্ট আত্মা । শ্রুতিও তাঁহাকে পরমাত্মা শব্দে অভিহিত করিয়াছেন । মূলস্থিত চকার দ্বারা ইহাই সূচিত

হইতেছে, যে তিনি সমালোচ্য শ্লোক নির্দিষ্ট উপদ্রষ্টাদ্বি বিশেষণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । এই কথা পরবর্তী “উত্তমঃ পুরুষশ্চত্বঃ পরমাত্মেতু্যদা-
হতঃ” (১৫ অধ্যায় ১৭ শ্লোক) এই স্থলে ব্যাখ্যাত হইবে ॥ ২৩ ॥

—(০)—

য এবং বেত্তি পুরুষঃ প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ ।

সর্বথা বর্তমানোহপি ন স ভূয়োহভিজায়তে ॥ ২৪ ॥

অন্বয় ।—য এবং পুরুষঃ প্রকৃতি চ গুণৈঃ (স্ববিকারৈঃ) সহ বেত্তি,
স সর্বথা (সর্বপ্রকারেণ) বর্তমানঃ অপি ভূয়ঃ (পুনঃ) ন অভিজায়তে
(উপদ্যতে) ॥ ২৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—যিনি এইরূপ পুরুষ এবং প্রকৃতিকে স্বীয়-বিকারের
সহিত জানেন, তিনি সর্ব-প্রকারে বিদ্যমান-থাকিয়াও পুনর্বার জন্ম-
গ্রহণ-করেন না ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—যিনি এইরূপে পুরুষকে এবং স্বীয় বিকারযুক্ত প্রকৃ-
তিকে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তিনি যে কোন ভাবে অবস্থিত হই-
লেও পুনর্বার জন্ম পরিগ্রহ করেন না ॥ ২৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তমেতং যথোক্তলক্ষণমাত্মানং য এবং যথোক্তপ্রকারেণ বেত্তি পুরুষঃ
সাক্ষাদাত্মভাবেনায়মহমিতি প্রকৃতিক যথোক্তামবিভালক্ষণং গুণৈঃ স্ববিকারৈঃ সহ নিবর্তিতাম-
ভাবমাপাদিতাং বিশ্বয়া সর্বথা সর্বপ্রকারেণ বর্তমানোহপি স ভূয়ঃ পুনঃপতিতেহস্মিন্ বিবক্ষরী
দেহান্তরায় নাভিজায়তে নোৎপত্ততে দেহান্তরং ন গৃহাণতীত্যর্থঃ । অপিশকাং কিমুক্তবাৎ
স্ববৃত্ত্যেহান জায়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ । নহ যতপি জ্ঞানোৎপত্ত্যানন্তরং পুনর্জন্মাত্মাব উক্তস্তথাপি
প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ কৃত্যনাং কর্মণামুত্তরকাণ্ডাবিনাশং যদনি চাতিক্রান্তাত্মনেকজন্মকৃতানি ভেষাৎ
ফলমদত্মা নাশেন যুক্ত ইতি স্মারোপি জন্মানি কৃত্যনিপ্রনাশোহি ন যুক্ত ইতি, যথা ফলে
প্রবৃত্তানামারম্ভজন্যনাং কর্মণাং ন চ কর্মণাং বিশেষোহবগম্যাতে তস্মাৎ ত্রিপ্রকারাণ্যপি
কর্ম্মাণি জীপি জন্মান্তারভেরন্ সংহতানি বা সর্বাণ্যেকং জন্মারভেরন্ অন্তথা কৃত্যবিনাশে
সতি সর্বজ্ঞানাদাসপ্রসঙ্গঃ শাস্ত্রানর্থক্যক্ স্মৃতিভ্যত ইদমযুক্তমুক্তং ন স ভূয়োহভিজায়ত
ইতি ন “কীয়ন্তে চাত্ত কর্ম্মাণি ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি তস্মৈ তাবদেব চিরমীকীর্তুং
সর্বকর্ম্মাণি প্রসূন্তে” ইত্যাদি শ্রুতিগতেভ্য উক্তোবিবক্ষঃ সর্বকর্ম্মনাশঃ ইহাপি চোক্তো

যেধধাঙ্গীতাদিনা সৰ্বকৰ্মদাহোবক্ষ্যতি চোপপত্তেচ্চাবিত্তাকামক্লেশবীজনিমিত্তানি হি কৰ্ম্মাণি
ফলারম্ভকাণি জন্মান্তরাকুরমারভস্তে, ইহাপি চ সাহকার্যভিসন্ধীনি ফলারম্ভকাণি নেতারাগীতি
তত্র তত্র ভগবতোক্তং “বীজান্তৰ্য্যুপদধ্যানি ম রোহস্তি যথা পুনঃ । জ্ঞানদৈবৈত্তথা ক্লেশৈর্নান্মা
লম্পত্ততে পুনরিতি ।” অন্ত তাবং জ্ঞানোৎপত্তেক্তরকালকৃতানাং কৰ্ম্মণাং জ্ঞানেন দাহোজ্ঞান-
লভ্যবিদ্যাং ন স্থিহ জন্মনি জ্ঞানোৎপত্তে: প্রাক্ কৃতানাং জ্ঞানেন দাহোম প্রতীতানামেক-
জন্মান্তরকৃতানাং দাহোযুক্তঃ ন সৰ্বকৰ্ম্মাণীতি বিশেষাৎ । জ্ঞানোত্তরকালভাবিনাগেব সৰ্বকৰ্ম্মণা-
মিতি চেম সঙ্কোচেষ্টে কারণায়ুপপত্তে: , যতুক্ত: যথা বর্তমানশরীরজন্মারম্ভকাণি কৰ্ম্মাণ ন ক্ষীয়ন্তে
ফলদানার প্রবৃত্তান্তেব সত্যপি জ্ঞানে তথাপি অনারম্ভফলানামপি কৰ্ম্মণাং ক্ষয়োন যুক্ত ইতি
তদসৎ কথং তেবাং মুক্তেযুবাং প্রবৃত্তফলদ্যাং, যথা পূৰ্ব্বং লক্ষ্যবেদায় মুক্ত ইযুধুযোলাক্ষ্যবেদোত্তর-
কালমপি আরম্ভবেগক্ষয়াং পতনেনৈব নিবর্ততে এবং শরীরান্তকং কৰ্ম্ম শরীরস্থিতিপ্রয়োজনে
নিবৃত্তেহপ্যাসংসারবেগক্ষয়াং পূৰ্ব্বববর্ত্তত এব, যথা স এবেষু: প্রবৃত্তিনিমিত্তারম্ভবেগমুক্তোদমুখি
প্রযুক্তোহপ্যুপসংস্থিতে তথানারম্ভফলানি কৰ্ম্মাণি আশ্রয়স্থাত্তেব জ্ঞানেন নির্বীজীক্ৰিয়ন্ত ইতি
পতিতেহস্মিন বিদ্বচ্ছরীরে ন স ভূয়োহভিজায়ত ইতি যুক্তমেবোক্তমিতি সিদ্ধং ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি ।—যথোক্তেন প্রকারেণ জীবৈশ্বর্যাদিসৰ্বকল্পনাধিষ্ঠানত্বেনেত্যর্থঃ,
সাক্ষাৎপরোক্তত্বেনেতিবাং, যথোক্তমনান্তনির্বাচ্যাং সৰ্বানর্থোপাধিত্বতামিত্যর্থঃ, বিস্তরা প্রাপ্তক্লে-
শত্বগোচরয়া প্রকৃতিমবিস্তারুণাং সকার্য্যামভাবমাপাদিতাং যোবেত্তীতি সম্বন্ধঃ, সৰ্বপ্রকারেণ
বিহিতেন নিষেধেন চেত্যর্থঃ পুনর্নকারোহম্ব্যর্থঃ । নিপাতত্বচিতং ভায়মাহ অপীতি । নস
ভূয়োহভিজায়তইত্যুক্তমাক্ষিপতি নথিতি । জ্ঞানোৎপত্ত্যানন্তরং জন্মভাবস্যোক্তদ্যাং পুনর্দেহারম্ভ-
মুপেতা নাক্ষেপঃ সাদিত্যাশঙ্কাহ যন্তপীতি । তথাপি স্ত্রীক্ৰীণি জন্মানীতি সম্বন্ধঃ বর্তমানে দেহে
জ্ঞানাং পূৰ্বোত্তরকালীনানাং কৰ্ম্মণাং ফলমদত্বা নাশযোগাজ্জন্মদ্বয়মাবশ্যকমভীতানেকদেহেষপি
কৃতকৰ্ম্মণাং “নভুক্তং ক্ষীয়তে কৰ্ম্মেতি” স্মৃতে: অদত্বা ফলমনাশাদিত্তি তৃতীয়মপি জন্মেত্যাহ
প্রাগিতি । ফলদানধিনাপি কৰ্ম্মনাশে দোষমাহ কৃতেতি । ন যুক্তইতিবুদ্ধা ফলমদত্বা কৰ্ম্মনাশো
নেতিশেষঃ, বিমতানি কৰ্ম্মাণি ফলমদত্বা নক্ষীয়ন্তে বৈদিককৰ্ম্মদাদারম্ভকৰ্ম্মবদিতিমত্বাহ যথেন্ধি ।
নাশোন জ্ঞানাদিতেশেষঃ । নদনারম্ভ কৰ্ম্মণাং জ্ঞানান্নাশোযুক্তোহপ্রবৃত্তফলবদ্যায়ারম্ভকৰ্ম্মণান্ত
প্রবৃত্তফলবদেন বলবদ্ব্যজ্ঞানাং তন্নিবৃত্তিনেত্যাহ নচেতি । অজ্ঞানোৎপত্তেন জ্ঞানবিরোধিত্বা-
বিশেষাং প্রবৃত্তাপ্রবৃত্তফলদ্বয়মুপযুক্তমিতি তাবঃ । কৰ্ম্মণাং ফলমদত্বা নাশাভাবে ফলিতমাহ
তস্মাদিতি । নমু কৰ্ম্মণাং বহবান্তং ফলেষু জন্মন্ত কৃতক্রিয়মারম্ভককৰ্ম্মণাং ত্রিপ্রকারত্বাদিতিচে-
মানারম্ভেনৈকপ্রকারত্বসম্ভবাং তত্রাহ সংহতানীতি । নাস্তি জ্ঞানম্যোক্তিকফলত্বমিতিশেষঃ ।
উক্তকৰ্ম্মণাং জন্মানারম্ভকত্বে প্রাপ্তক্লে দোষমহুভাষ্য তস্যাত্তিপ্রসঙ্গকত্বমাহ অন্যথেন্ধি । সৰ্ব-
ত্রৈত্যারম্ভককৰ্ম্মবপীতি যাবৎ । ফলজনকত্বানিষ্টয়োহনাশাসঃকৰ্ম্মণাং জন্মানারম্ভকত্বে কৰ্ম্মকাণ্ডা-
নর্থক্যং দোষান্তরমাহ শাস্ত্রেতি । অনারম্ভককৰ্ম্মণাং সত্যপিজ্ঞানে জন্মান্তরারম্ভকত্বপ্রোব্যো ফল-
তমাহ ইত্যত ইতি । অত্রাবৰ্ত্তেনে পরিহরতি নেত্যাদিনা । জ্ঞানাদনারম্ভককৰ্ম্মদাহে ভগবতোহপি

সম্মতিমাহ ইহাশ্রুতি । জ্ঞানাবীনসর্গকর্মণাহে সর্গকর্মণান্ পরিত্যজ্যেতি বাকাশ্যেহপি প্রমাণী-
বতীতাহ বক্ষ্যতি চেতি । জ্ঞানাদনারকাশেবকর্মণ্যে বুদ্ধিরপি বক্তৃ শক্যেতাহ উপ-
পত্তেচেতি । তামেব বিবৃণোতি অবিচ্ছেতি । অজ্ঞান্যবিদ্যাশ্রিতারাগদ্বेषাভিনিবেশাখ্যক্লেশা-
নানি সর্গানবীজানি তানি নিমিত্তীকৃত্য যানি ধর্মাদর্শকর্মণি তানি জ্ঞানান্তরানন্তকানি হানি
বিজ্ঞেবাংবিজ্ঞানদ্বক্লেশবীজস্য প্রতীতিমাত্রশরীর্যপি কর্মণি নহানি শরীরানন্তকানি দম্ভগটবদ্ব-
ক্সাসামর্থ্যাভাবাদিত্যর্থঃ । প্রতীতিমাত্রদেহানাং কন্মানাসানাং ন ফলানন্তকতেতান্মিহমর্থে
ভগবতোহপি সম্মতিমাহ ইহাশ্রুতি । তদজ্ঞানাদৃদ্ধিং প্রতীতিক্লেশানাং কর্মণানাং দেহানানন্তকত্বে
বা কান্তরমপি প্রমাণয়তি বীজানীতি । জ্ঞানানন্তরভাবিকর্মণাং জ্ঞানেন দাহমদীকরোতি
অস্থিতি । বিরোধিগ্রস্তানামেবোৎপত্তিরিতি হেতুমাহ জ্ঞানেতি । অস্থি জন্মনি জ্ঞানান্তরে
বা জ্ঞানাং পূর্বভাবিকর্মণাং নততোদাহো বিরোধিনং বিনাপ্রবৃত্তিরিত্যাহ নমিতি । শ্রুতিস্মৃতি-
বিরোধ্যৈবমিতি পরিহরতি নেত্যাদিনা । সর্গশব্দশ্রুতঃ সঙ্কেচম্ শব্দতে জ্ঞানেতি । প্রকর-
ণাদিসংকেচকভাব্যৈবমিত্যাহ নেতি । আক্ষেপদশাযামুক্তমহুমানমহুবদতি যস্থিতি । আভাস-
আদিদমসাদকমিতি দুষয়তি তদসম্বিতি । ব্যাপ্তাদিমহে কথমাত্তসম্বিতি পুচ্ছতি কথমিতি ।
প্রবৃত্তকলম্বোপাদিনা হেতোর্ক্যাপ্তিভঙ্গাদভাসহদীরিত্যাহ তেবামিতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি
যথেষ্ট্যাদিনা । ধম্বঃ সকাশাদিয়দ্ব্যক্লেণ বলবৎপ্রতিবন্ধকভাবে মধ্যে ন পতিত তথা এবল
প্রতিবন্ধকং বিনা প্রবৃত্তকলানাং কর্মণাং ভোগাদৃতে নক্ষ্যোনচ তদজ্ঞানং তাদৃক্ প্রতিবন্ধক
উৎপত্তাবেব পূর্বপ্রবৃত্তেন কর্মণা প্রতিবন্ধকশক্তাদিত্যর্থঃ । যৎ জ্ঞানেনাদাহতং তত্র প্রবৃত্তকল-
মিত্যবয়বহপি যত্র প্রবৃত্তকলম্বং তত্র জ্ঞানদাহতমিতি নব্যতিরেক সিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সএবেতি ।
প্রবৃত্তৌ নিমিত্তভূতোহনারকোবেগোহেনেনেতিবিগ্রহঃ, স্বাশ্রয়স্থানি সাত্ত্বাত্তঃকরণনিষ্ঠানীতি
যাবৎ, বিমতানি তদ্বদানিমিত্তনিবৃত্তানি তৎকৃতকারণনিবৃত্তদ্বাদ্রক্ষুদর্পাদিবদিতি ব্যতিরেকসিদ্ধি-
রিত্যর্থঃ । বিজ্ঞেবাবর্তমানদেহপাতে দেহান্তরে হেতুভাবান্তরধীনৈকান্তিকফলেভ্যাপসংহরতি
পতিতইতি ॥ ২৪ ॥

রামানুজ ।—এবমুক্তম্বভাবঃ পুরুষমুক্তম্বভাবঃ চ প্রকৃতিং বক্ষ্যমাণম্বভাবযুক্তৈঃ
সম্বাদিতিশৃংগৈঃ সহ যো বেতি যথাবদ্বিবেকেন জানাতি স সর্গতা দেবমহুয়াদিয়েহেতুতমাত্র
ক্লিষ্টপ্রকারেণ বর্তমানোহপি ভূয়ো ন জাগতে ন ভূয়ঃ প্রকৃত্য সংব্রাতি অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানলক্ষণ-
মপহতপাপানমায়ানং তদেহাবসানসমনে প্রাপ্তোহীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

হনুমান্ ।—গুণৈর্স্বিকারৈঃ ॥ ২৪ ॥

ক্রীধর ।—এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং শ্রোতি য এমিতি । এবমুপদ্রষ্টৃদ্বাদিকপেণ
পুরুষং যোবেতি প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ স্তব্ধঃখাদিগ্নিগামৈঃ সহিতাং যোবেত্তিস পুরুষঃ সর্গতা বিম-
ভিলজ্য বর্তমানোহপি পুনর্ভবিজাগতে সূচ্যত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বলদেব ।—এতজ্ঞানলক্ষণমাহ ন ইতি । এবং মতজ্ঞবিবর্তা সিংখোবিবর্তিতা

পুরুষঃ মহেশ্বরপ্রকৃতিং চ জীবঞ্চ বেত্তি সৰ্ব্বথা বাবহারসম্পর্কেণ বর্তমানোহপি ভূয়ো
শান্তিজায়তে দেহান্তে বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

মধুসূদন ।—তদেষং স চ যোষৎপ্রভাবশ্চেতি ব্যাখ্যাতঃ ইদানীং যজ্ঞজ্ঞানানুভূতমশ্রুত
ইত্যুক্তমুপসংহরতি । য এবমুক্তেন প্রকারেণ বেত্তি পুরুষময়মাত্মা সাক্ষাৎকরোতি প্রকৃতিঞ্চাবিভাং
গুণৈঃ স্ববিকারৈঃ সহ মিথ্যাত্বতান্মবিদ্যায়া বাধিতাং বেত্তি নিবৃত্তে সমাজ্ঞানতৎকার্য্যে ইতি স
সৰ্ব্বথা প্রারম্ভকৰ্ম্মবশাদিস্রবদ্ধিমতিক্রম্য বর্তমানোহপি ভূয়ো জায়তে পতিতেহস্মিন বিচ্ছিন্নীরে
পুনর্দেহগ্রহণং ন করোতি অবিদ্যায়াং বিভ্রম্য নশিতায়াং তৎকার্য্যাসম্ভবতঃ বহধোকৃত্যং “তদ্বিধিপশু
উত্তরপূৰ্ণমবয়োরশ্লেষবিনাশো তদ্ব্যপদেশাদিতি” ত্রায়াৎ । অপি শকাধিধমনতিক্রম্য বর্তমানঃ
বৃত্তস্থোভূয়ো জায়ত ইতি কিমু বক্তব্যমিত্যতিপ্রায়ঃ ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং যথোক্তলক্ষণানুজ্ঞানে ফলমাহ, য এবমিতি । গুণৈঃ স্ববিকারৈঃ
সৰ্ব্বথা বিহিতেন নিবন্ধেন বা কৰ্ম্মণা বর্তমানোহপি স ভূয়ো ন জায়তে পুনর্জন্ম ন লভতে মুক্তো
তবতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—এতজ্ঞানফলমাহ য ইতি । পুরুষঃ পরমাত্মানঃ প্রকৃতিং নায়াকৃতিং
চক্ষায়াং জীব শক্তিক সৰ্ব্বথা বর্তমানোহপি লয়বিক্ষেপাদি পরাত্বতোহপি ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূৰ্বে প্রকৃতি ও পুরুষসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে,
তদ্বিবয়ক জ্ঞানের দ্বারা কিরূপ ফল লব্ধ হইয়া থাকে তাহাই অধুনা প্রক-
টিত হইতেছে । যিনি উল্লিখিত প্রকারে পুরুষতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন
অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে পুরুষের তত্ত্ব পরিগ্রহ করেন ; এবং অবিদ্যার আবরণ
বিচ্ছিন্ন করিয়া মিথ্যাত্বতা প্রকৃতির তত্ত্ব সম্যক্রূপে অবগত হইতে
পারেন । অপিচ এইরূপ সুস্পষ্ট অববোধহেতু ঝাঁহার অজ্ঞান নিঃশেষে নিস্কুল
হইয়া যায়, তিনি প্রারম্ভ কৰ্ম্মবশে ষাবতীয় বিধি অতিক্রম করিয়া পুনর্জন্মের
দ্বায় হইতে নিস্তার লাভ করিয়া থাকেন । তাঁহার এই বর্তমান কলেবর
ধ্বংস হইলে পুনরায় দেহান্তর আশ্রয় করিয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ।
জ্ঞান প্রভাবে অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে তৎ কার্য্যস্বরূপ শরীরধারণাদি অস-
ম্ভব হইয়া থাকে, একথা পূৰ্বে নানাভাবে আলোচিত হইয়াছে । মূলে
“বর্তমানোহপি” বাক্যে যে অপিপদের প্রয়োগ আছে, তদুপলক্ষে পূজ্য-
পাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য যে বিচারের অবতারণা করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য
সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে । জ্ঞানের পূর্ণাবির্ভাষ হইলেই পুনর্জন্মের অস-
ম্ভাবনা ঘটয়া থাকে । কিন্তু আশঙ্কা হইতে পারে যে, জ্ঞানাবির্ভাবের পূৰ্বে
অতীত জন্মান্তরে, যে সকল কৰ্ম্ম সাধিত হইয়াছে তদনুরূপ ফলপ্রাপ্তির পূৰ্বে

জন্মনাশ কিরূপে সম্ভব হইবে। সহজেই মনে হইতে পারে যে, বর্তমান জন্ম, ইহার অব্যবহিত পূর্বজন্ম, পরবর্ত্তি জন্ম, এই তিন জন্ম ব্যতীত কৃত কর্মের নাশ অসম্ভব। অতএব মোক্ষ কদাপি হইতে পারে না। ঋতি এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছেন। যথা, “ক্ষীয়ন্তে চাস্যাকর্মাণি তস্মিন্দৃষ্টে পরাবরে” (মুণ্ডকোপনিষৎ ২য় মুণ্ডক ২য় খণ্ড) অর্থাৎ সেই পরমাত্মার সহিত নান্দ্যাকার ঘটিলেই জীবের সমস্ত কর্মক্ষয় হইয়া যায়। “ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মত্বই লাভ হয়। ইত্যাদি শত শত ঋতি কীর্তন করিয়াছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের সর্ব কর্মের দাহ অর্থাৎ নাশ ঘটয়া থাকে। এই গীতা শাস্ত্রেও “যথৈধাদি সমিদ্রোহস্মিঃ” (৪র্থ অধ্যায় ৩৭ শ্লোক) ইত্যাদিবাচ্যে শ্রীভগবানও জ্ঞানিজনের সর্ব কর্ম নাশের প্রদত্ত সূক্ষ্ম ঋতি রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। অবিদ্যাজনিত কামনা হেতু অনুষ্ঠিত কর্মরূপ বীজ দ্বারাই জন্মান্তরের অঙ্কুর উদ্ভূত হয়। যে কর্মের মূলে অহঙ্কার থাকে, অর্থাৎ আমার সূত্রে নিমিত্ত বা আমার কামনা নিরন্তর নিমিত্ত আমি সম্পাদন করিতেছি, ইত্যাকার সকল থাকে, তাহাই জন্মান্তরের হেতুভূত। আমি ফলভোগী নহি, আমি কর্তা নহি, আমি কোন কামনা করি না, ইত্যাদি বদ্ধমূল বিশ্বাস সহকৃত অহঙ্কারবিসর্জিত কর্ম কখনই জন্মান্তরের কারণ হইতে পারে না। এসম্বন্ধে শ্রীভগবানের অতি হৃদয়গ্রাহী দৃষ্টান্ত সহকৃত এক উক্তি আছে। “বীজাত্মদ্ব্যুপদক্ষানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদন্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নান্ধা সম্পদ্যতে পুনঃ।” ইহার মর্ম্ম এই যে, অগ্নিদ্বারা দন্ধীভূত বীজ যেমন পুনরায় উদ্ভূত হয় না, তদ্রূপ জ্ঞানানল দ্বারা কর্ম দন্ধ হইলে আত্মা পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করেন না। এসম্বন্ধে বেদান্ত দর্শনে এই সূত্র পরিদৃষ্ট হয়। “তদধিগম্য উত্তরপূর্বান্নয়োরপ্তেযবিনাশৌ তদ্ব্যাপদেশাৎ” (বেদান্ত দর্শন ৪র্থ অধ্যায় ৭ম পাদ ১৩ সূত্র) ইহার ভাবার্থ, ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান গণ্ডিত হইলে পূর্বানুষ্ঠিত পাপ সমূহ ধ্বংস হয়; ভবিষ্যতে ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা যদি বা অনিচ্ছার বা অজ্ঞাতগারে কোন পাপানুষ্ঠিত হয়, তাহাও তাঁহাতে লিপ্ত হইতে পারে না। ঋতিরও এইরূপ অভিপ্রায়।

মুমুক্ষু অবিদ্যাছন্ন থাকিয়া আপনার শুভাশুভ ও পরিণাম বুঝিতে

পারে না। যে যে বস্তু পরম সন্তোষসাধক ও তৃপ্তিজনক বোধে তাহার উপভোগ করে ও যে সকল কামনা সংসিদ্ধি পরম আনন্দপ্রদ বোধে সাধনা করে, তত্তাবৎ যে নিরতিশয় অলীক ও অসার ইহা তাহার অজানরূপ ভ্রমের প্রাবল্যে অনুভব করিতে পারে না। জ্ঞানের স্কুরণ হইলে তাহার আপনাকে আপনি চিনিতে পারে, এবং এই দেহ ও অসার সুখসম্পদ পরিবেষ্টিত সংসারের সহিত স্বকীয় অস্থায়ী ক্ষণবিক্ষংসী স্বময়-
 ক্ষের কথাও জানিতে পারে। যতক্ষণ এইরূপ ভ্রমের অধীনতায় নিরুদ্ধ-
 নেত্র বলীবৃদ্ধের স্রায় মানব ঘূর্ণ্যমান হইতে থাকে, ততক্ষণ মুক্তিরূপ
 পরম সৌভাগ্য লাভের কোনই আশা নাই। যখন মানব জানিতে পারিবে
 যে, সাক্ষী স্বরূপে, ভোক্তা স্বরূপে, কর্তা স্বরূপে প্রকৃতি প্রবর্তিত এই দেহ
 মধ্যে অদ্বিষ্ট থাকিলেও তাঁহার সহিত এই দেহের ও দেহেদ্রিয়াদিকৃত
 কার্য্যাকার্য্যের কোনই সম্বন্ধ নাই তখনই বুঝিতে হইবে, তিনি আপনাকে
 আপনি বুঝিয়াছেন ও জানিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞান বাঁহার পূর্ণরূপে পরি-
 স্কৃত হইয়াছে, তাঁহার বন্ধনপ্রসূকর্ম্মের সহিত আর কোন সম্বন্ধ থাকে না,
 সুতরাং কর্ম্মজনিত ফলাফল ভোগেরও আর আবশ্যকতা থাকেনা। কর্ম্ম
 জনিত ফলাফল ভোগের নিমিত্তই পুনর্জন্মের প্রয়োজন। বাঁহার তাদৃশ
 ফলাফলের সহিত সম্বন্ধ নাই তাঁহার পুনর্জন্মও নাই। অতএব আত্মজ্ঞান-
 সম্পন্ন পুরুষ অবিদ্যা নির্মূক্ত হইয়া পুনর্জন্মরূপ দুঃশ্চন্দ্য শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া
 থাকেন। এই আত্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত এই গীতা শাস্ত্রে বিভিন্ন স্থানে
 বিভিন্ন বাক্যে ও বিভিন্ন ভঙ্গীতে শ্রীভগবান্ উপদেশ-প্রদান করিয়া আদি-
 তেছেন। যত যোগানুষ্ঠান, যত কর্ম্ম সাধন, যত ভক্তি, সকলেরই শেষ লক্ষ্য
 আত্মজ্ঞানের উন্মেষ। এই পরম ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত মানবকে সাংনারিক
 ও বৈবয়িক ব্যাপার সম্পাদনকালে মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি দৃশ্যতঃ
 যাহা, বস্তুতঃ তাহা নহেন; এবং লোকতঃ যে কর্ম্ম সাধন করিতেছেন তাহা
 পুরুত কর্ম্ম নহে। এই সূক্ষ্ম সূত্র মনে রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে
 থাকিলে ক্রমশঃ সহপাদেশ, সংগঙ্গ ও শাস্ত্রালোচন সহকারে জ্ঞান রাজ্যে
 উপনীত হইবার সহজ পথ তিনি দেখিতে পাইবেন, এবং কাল সহকারে
 পরমানন্দপ্রদ পরম হিতকর সর্ব্বসন্তোষসাধক জ্ঞানের দাক্ষ্য পাইয়া দৃষ্ট
 ও চরিতার্থ হইবেন। সাধনা অর্থাৎ কিছুই নহে, কেবল ক্রমে ক্রমে মনকে

বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া রূপান্তরে গঠন করার প্রণালী মাত্র । সে প্রণালীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যে ব্যক্তি লৌকিক কার্য্যকলাপ সম্পাদন করেন, তিনিই সাধনার পথ সহজে দেখিতে পান ॥ ২৪ ॥

—(০)—

ধ্যানেনা ত্বনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা ।

অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৫॥

অর্থঃ ।—কেচিৎ (যোগিনঃ) ধ্যানেন আত্মনি (দেহে) আত্মনা (মনস) আত্মনাং (পরমেশ্বরং) পশ্যন্তি, অন্ত্রে সাংখ্যেন (জ্ঞানেন) যোগেন, অপরে চ কর্ম্মযোগেন [পশ্যন্তি] ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—কেহ ধ্যানের-দ্বারা দেহেতে মনের-দ্বারা আত্মাকে দর্শন-করেন, অন্য-কেহ জ্ঞানযোগ-দ্বারা ও অপর-কেহ কর্ম্মযোগ-দ্বারা [দর্শন-করেন] ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—কোন কোন যোগী ধ্যানসহকারে এই শরীরেই বশীকৃত মনের দ্বারা আত্মাকে দর্শন করেন; কোন কোন যোগী জ্ঞানযোগদ্বারা এবং কেহ বা কর্ম্মযোগদ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অদ্বায়দর্শনে উপায়বিকল্প ইমে ধ্যানাশ্রয় উচ্যন্তে ধ্যানেতি । ধ্যানেন ধ্যানং নাম শব্দাদিচোবিসংযতঃ শ্রোত্রাদীনি করণানি মনস্যপসংহৃত্য মনশ্চ প্রত্যক্চেতরিতর্থে কাগ্রতয়া যুক্তিস্তনং তদ্বানং তথা ধ্যায়তীব কঃ ধ্যায়তীব পৃথিবী ধ্যায়ন্তীব পনতাঃ ইতু্যপমো-পাদনাং তৈলধারাবৎ সমুত্তোহবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়োধ্যানস্তেন ধ্যাননা ত্বনি বুদ্ধৌ পশ্যন্ত্যাত্মনাং প্রত্যক্-চেতনমাত্মনা ধ্যানসংস্কৃতেনাস্তঃকরণেন কেচিৎ যোগিনঃ অন্যে সাংখ্যেন যোগেন সাংখ্যং নাম ইমং সম্বন্ধস্তমাংসি গুণা ময়ি দৃশ্য অহমেতোহন্যত্বাধ্যাপারত্ম সাঙ্কিত্তোনিতো্যগুণবিলক্ষণ আয়েতি চিন্তনমেষ সাংখ্যোযোগস্তেন পশ্যন্ত্যাত্মনামাত্মনেতি বর্ততে কর্ম্মযোগেন কঠোর যোগ দ্বৈতপর্ণ বুদ্ধাত্মীয়মানং ঘটনরূপহং যোগার্থাৎ যোগ উচ্যতে গুণতত্ত্বেন সম্বন্ধজ্ঞানোৎপত্তি-রারেণ চাপরে ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি ।—জ্ঞেয়ং যত্তদিত্যাদিনা তৎপদার্থত্বংপদার্থত্বানন্তরমিব শোদিতে তমোবৈক্যক ক্ষেত্রজ্ঞাপি মান্বদ্বীত্বানুমানীনাং তদৃষ্টিতেতুন্ নগাদিকারং কথয়তি অত্রোতি ।

ধ্যানাধ্যসাধনং কিং রূপমতি পৃচ্ছতি ধ্যানং নামেতি । তদ্রূপং বদন্তু ত্বরমাহ শর্কাদিভাইতি
একাগ্রতরোপসংস্কৃত্যতি সধকঃ যচ্চিস্তনং প্রত্যক্চেতয়িতরি ইতি পূর্বেণাধরঃ । কিং তচ্চিস্তন-
নিত্যাক্তে দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রুতাবষ্টন্তেন ধ্যানং প্রপঞ্চয়তি তথোতি । বিবক্ষিতধ্যানানুরোধেনেতি
যাবৎ আত্মানং পশ্যন্তি পরমাত্মতয়েতিশেষঃ কেচিদিদৃশ্যমাদিকারিণোগৃহ্যন্তে । মধ্যমাদিকারিণো
নির্দিশন্তি অজাইতি । সাংখ্যশাস্ত্রং সাধনং কিন্নামেত্যাংক্তে বিচারজ্ঞানং জ্ঞানস্তদেব জ্ঞানহেতু
তপোযোগতুলাহ্যোগশুদ্ধিহেতোরনেন গোণ্যাবৃত্ত্যা যোগশাস্ত্রং কথ্যেত্যাহ সাংখ্যমিতি ।
অধমানাদিকারিণঃ সংগিরতে কথ্যেতি । চিত্তৈক্যাগ্রাং যোগঃ তাবদর্থং কথ্যং শুদ্ধিহেতোরস্মি
তেন গোণ্যাবৃত্ত্যা যোগশাস্ত্রং কথ্যেত্যাহ গুণতাইতি । অপরে পশ্যন্ত্যাশ্রয়ানমানেনেতি পূর্ক-
ষদনুসঙ্গমস্বীকৃত্যাহ তেনেতি ॥ ২৫ ॥

জ্ঞানামুজ ।—ধ্যানেতি কেচিম্পিরযোগা আত্মনি শরীরেবস্থিতমাত্মানং আত্মনামনসা
ধ্যানেন ভক্তিযোগেন পশ্যন্তি । অন্তে চানিম্পিরযোগাঃ সাংখ্যেন যোগেন জ্ঞানযোগেন যোগযোগাং
মনঃ কৃত্ত্যাশ্রয়ং পশ্যন্তি । অপরে যোগাদিষ্মায়াবলোকনসাধনেনমনবিকৃত্য যে জ্ঞানযোগানদি-
কারিণঃ । তদবিকারিণশ্চ স্মরোপায়সক্তা ব্যপদেশাৎ কথ্যযোগেন অন্তর্গতজ্ঞানেন মনসা
যোগ্যতামুংপাশ্র আত্মানং পশ্যন্তি ॥ ২৫ ॥

হুমান্ ।—চিস্তস্য বিচ্ছেদেন এক প্রকারজ্ঞানাস্তেন সাংখ্যেন “সাক্ষী নিত্যোবিক-
কণা আয়েতি চিস্তনেন যোগেন অনেনৈব চিস্তনেন কথ্যযোগেন ঈশ্বরয়ার্পিতেনাহুষ্টিয়মানেনম
কথ্যং ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর ।—এবমুত্তববিবিক্তাজ্ঞানসাধনবিকল্পানাহ ধ্যানেতি দ্বাভ্যাং । ধ্যানেনাত্মকার-
প্রত্যয়াবৃত্ত্যা আত্মনি দেহএব আত্মনা মনসা এবমাত্মানং কেচিৎ পশ্যন্তি, অন্তে তু সাংখ্যেন
প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যলোচনেন যোগেনাষ্টাঙ্গেনাপরে চ কথ্যযোগেন পশ্যন্তীতি সর্বত্রানুসঙ্গঃ ।
এতেষাঞ্চ ধ্যানাদীনাং যথায়োগং ক্রমসমুচ্চয়ে সত্যপি তত্ত্বমিষ্টাভেদাভিপ্ৰায়েণ বিকলোক্তিঃ ॥ ২৫ ॥

বলদেব ।—মহেশ্বরস্ত প্রাপ্তৌ সাধনবিকল্পানাহ ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাং । কেচিদ্ভিক-
চিভা আত্মনি মনসি স্থিতমাত্মানং মহেশ্বরং মাং ধ্যানেনোপসর্জনীভূতজ্ঞানেন পশ্যন্তি সাক্ষাৎ
কুরন্তি । আত্মনা স্বয়মেব ন ত্তেনোপকারকেণ অন্তে সাংখ্যেনোপসর্জনীভূতজ্ঞানেন জ্ঞানেন
পশ্যন্তি । অন্তেযোগেনোপসর্জনীভূতজ্ঞানেনাষ্টাঙ্গেন পশ্যন্তি । অপরে তু কথ্যযোগেনান্তর্গত-
ধ্যানজ্ঞানেন নিষ্কামেন কথ্যং ॥ ২৫ ॥

মধুসূদন । অত্রাত্মদর্পনে সাধনবিকল্পা ইমে কথ্যন্তে । ইহ হি চতুর্বিধাজ্ঞানাঃ কেচিম-
ধ্যামাঃ কেচিমন্ততরা ইতি, ততোঃ মানামাত্মজ্ঞানসাধনমাত্ম ধ্যানেনেতি । ধ্যানেন বিজাতীয়প্রত্যানন্ত-
রিতেন সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহেণ শ্রবণমননফলভূতেনাত্মচিস্তনেন নিদিধ্যাসনশব্দাদিতেন আত্মনি
বুদ্ধৌ পশ্যন্তি সাক্ষাৎ কুরন্তি আত্মানং প্রত্যক্চেতনমাত্মনা ধ্যানসংস্কৃতেনান্তকরণেন কেচিহন্তমা-
যোগিনঃ । মধ্যমানামাত্মজ্ঞানসাধনমাহ অন্তে মধ্যমাঃ সাংখ্যেন যোগেন নিদিধ্যাসনপূর্বকভাবেনা
শ্রবণমননরূপেণ নিত্যানিত্যবিবেকাদিপূর্বেকণ ইমে গুণত্রয়পরিণামা অনাত্মানঃ সর্বে মিথ্যা-

ভূতাত্ত্বসাক্ষিভূতানিত্যোবিভূনির্নিকারঃ সত্যঃ সমস্তজড়সংবন্ধশূন্য আত্মাহমিত্যেবং বেদান্ত-
 যাক্যবিচারজন্তেন চিন্তনেন পশুস্ত্যাস্থানমাস্থনীতি বর্তন্তে ধ্যানেন্গপ্তিধারণেত্যর্থঃ । মন্ধানাং
 জ্ঞানসাধনমাহ কৰ্ম্মযোগেন দ্বৈশ্বরাপণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণেণ ফলাভিসন্ধিরহিতেন তত্ত্ববর্ণাশ্রমোচিতেন
 বেদবিহিতেন কৰ্ম্মকলাপেন চাপরে মন্ধানাঃ পশুস্ত্যাস্থানমাস্থনীতি বর্তন্তে সত্ত্বগুণা শ্রবণমনন
 ধ্যানোংপত্তিধারণেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবংবিদ্যাদর্শনেহধিকারিতেদেহ উপায়বিকল্পানাহ ধ্যানেনেতি । অত্র যে
 আত্মানং বিবিদ্যতি তে নিকামকৰ্ম্মণা পরমেশ্বরং আরাধ্যস্তি তে কৰ্ম্মযোগিনঃ । ত এবোংপর-
 বিবিদ্যা বেদান্তপ্রবণে প্রবর্তন্তে, ততঃ প্রমাণগতাস্তাবনানিবৃত্তৌ সত্যং তত্ত্বোপার্জনমনমে
 প্রবর্তন্তে প্রমেয়গতাস্তাবনানিবৃত্ত্যর্থং তেসাংখ্যাঃ, ততঃ প্রমাণপ্রমেয়গতাস্তাবনায়োনিবৃত্ত্যর্থং
 নেতরে অনায়াসে দেহাদাবাস্তবদ্বিরূপায়া বিপরীতভাবনায়া নিবৃত্ত্যর্থং নিদিপাদাসং বিজ্ঞানীয়
 প্রত্যয়তিরঙ্কারপূৰ্ণ স্বজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহীকরণলক্ষণং কৰ্ত্ত্বং প্রবর্তন্তে, ততস্তৎপরিপাকে
 আত্মনি বুদ্ধিবৃত্তৌ আত্মানং পরমেশ্বরং পশুস্তি তে ধ্যানিনঃ, তত্র যে কৰ্ম্মসাংখ্যারোনিকাভ্যন্তে
 ধ্যানেনায়াসে দেহে আত্মানং পরমেশ্বরং আত্মনা বুদ্ধ্যা পশুস্তি অন্যো কৃতকৰ্ম্মণঃ সাংখ্যেন যোগেন
 বিচারায়কেন যোগেন ধ্যানব্যায়া পশুস্তি, অন্যো পুনঃ কৰ্ম্মযোগেনৈব পূৰ্ণোক্তলক্ষণেন সাংখ্য-
 ধ্যানদ্বারা পশুস্তীতি সাধনত্রয়স্ত সমুচ্চয়ো নতু বিকল্পঃ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—অত্র সাধনবিকল্পমাহধ্যানেনেতি ভাষ্যং । কেচিচ্ছ্রদ্ধা ধ্যানেন তৎপক্ষিত-
 নেনৈব ভক্ত্যা মামতিজ্ঞানাতীত্যাগ্রিমোক্তেঃ । আত্মনি মনসি আত্মনাশ্রয়মেব ন্যস্তেন কেমাশি
 উপকারকেপেত্যর্থঃ । অস্ত্রে জ্ঞানিনঃ সাংখ্যমায়াস্বায়াবৈবেকজেন । অপরোধোগিনঃ যোগে-
 নাষ্টাদেন কৰ্ম্মযোগেন নিকামকৰ্ম্মেণচ । অত্র সাংখ্যাষ্টাঙ্গযোগে নিকামকৰ্ম্মযোগঃ পরমাত্মদর্শনে
 পরম্পরৈশ্ব হেতবঃ নতু সাক্ষাদ্ভেদতবঃ তেষাং সাধিকত্বাৎ পরমাত্মনস্ত গুণাতীতত্বাৎ । বিধ-
 জ্ঞানকর্ম্মরি সংশ্লেশেদিতি ভগবত্ত্বক্রে জ্ঞানাদি সম্যাসানন্তরমেব ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রীহ ইত্যুক্তে
 জ্ঞান বিবিচ্যতয়াভৈক্যেব পশুস্তি ॥ ২৫ ॥

ভাঃপর্য্য ।—পূৰ্বে আত্মদর্শনের পরম ফলের বিষয় কীর্তিত হইয়াছে ।
 এক্ষণে সেই আত্মদর্শন কিরূপে লব্ধ হইয়া থাকে তাহাই বিবৃত হইতেছে ।
 সকল সাধকই যে সমাম সাধন প্রণালী অবলম্বন করিয়া আত্মজ্ঞানের
 অধিকারী হইয়া থাকেন, এরূপ নহে । প্রভূত আত্মজ্ঞানলাভের অনেক
 প্রকার পন্থা আছে অধুনা দুই শ্লোকে ভগবান্ তাহাই ব্যক্ত করিতেছেন ।
 কোন কোন আত্মজ্ঞানাভিলাষী সাধক ধ্যানযোগাবলম্বনে আত্মসাক্ষাৎ
 লাভ করিয়া থাকেন । তাঁহারা এই দেহমধ্যস্থিত অথচ দেহাতীত আত্মার
 স্বরূপ ও স্বতন্ত্র উপলব্ধি করিয়া সেই প্রত্যগাত্মা দ্বারাই পরমাত্মার ধ্যান
 করিয়া থাকেন । অর্থাৎ বিষয়ান্তর হইতে আকৃষ্টচিত্ত হইয়া ভোগাভি-

লাই পরিহার করিয়া অশুচ্যমানে পরমাত্মার সহিত স্বকীয় একত্বরূপ ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকেন । পত্র হইতে পত্রান্তরে তৈলধারা বেরূপ অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হয়, তদ্রূপে সেই আত্মা পরমাত্মার সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে ধ্যান সূত্রে বদ্ধ হইয়া থাকেন । আর এক সম্প্রদায় সাধক প্রকৃতি এবং পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া এবং সম্বন্ধতমোগুণাস্থিত প্রকৃতিজাত এই শরীরেন্দ্রিয় সংঘাত ব্যাপার সমূহ মিথ্যা জানিয়া পুরুষের স্বতন্ত্র ও দৃঢ়তা উপলব্ধি করেন, এবং এইরূপ উপলব্ধির পরিপাকে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন । কোন কোন পূজ্যপাদ টীকাকার এরূপও অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রকৃতি পুরুষের বৈলক্ষণ্য বোধানন্তর অষ্টাঙ্গ যোগ (২২-৩৭ পৃষ্ঠার টীপ্তনী দ্রষ্টব্য) সহকারে যোগিগণ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন । মূলস্থিত “যোগেন” পদ হইতে তাঁহারা এইরূপ অর্থ আহরণ করিয়াছেন । আর কোন কোন সাধক সম্প্রদায় ফলাভিনিবন্ধি রহিত নিকাম কর্মানুষ্ঠান দ্বারা আত্মদর্শন লাভ করিয়া থাকেন । এইরূপ কর্ম-অনুষ্ঠান প্রভাবে চিত্ত শুদ্ধি উপজাত হয়, এবং চিত্ত শুদ্ধির ফলে ভক্তি ও জ্ঞানের উদ্বেগ হয় । তখন আত্মজ্ঞানলাভের আর কোন বাধা থাকে না ।

এস্থলে আত্মজ্ঞান লাভের ত্রিবিধ উপায় প্রদর্শিত হইল । এই বিভিন্ন উপায় দেখিয়া পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী সাধকগণকে উত্তম, মধ্যম, মন্দ, ও মন্দতর এই চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছেন । তন্মধ্যে বাঁহারা ধ্যান প্রভাবে আত্মদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা উত্তম সাধক; বাঁহারা সাংখ্য-যোগ সহকারে ব্রহ্মোপলব্ধি করিয়া থাকেন, তাঁহারা মধ্যম এবং বাঁহারা কর্মযোগের দ্বারা দিয়া আত্মজ্ঞানে উপনীত হন, তাঁহারা মন্দ । মন্দতরের লক্ষণ পরবর্তী শ্লোকে নির্দিষ্ট হইয়াছে । অধিকারী ভেদে সরস্বতী মহোদয় সাধকের এইরূপ ত্রিবিধ বিভাগ করিয়াছেন কিনা, তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই, এবং অশু কোন ভাষ্য বা টীকাকারও এরূপ আভাস দেন নাই । পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্য অধিকারিভের অবতারণা করিয়াছেন এবং প্রথমকে নিষ্পন্নযোগ, দ্বিতীয়কে অনিষ্পন্নযোগ এবং তৃতীয়কে জ্ঞানের অনধিকারী যোগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ।

মূলস্থ “পশুপ্তি” পদের তিনস্থলেই অর্থ হইবে ॥ ২৫ ॥

অন্যে ত্বেষমজানন্তঃ শ্রদ্ধানেভ্য উপাসতে ।

তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়াণাঃ ॥ ২৬

অর্থঃ ।—অন্তো (সাধকাঃ) তু এবং অজানন্তঃ (অজ্ঞান্ধা) অন্তোব (আচার্য্যোভ্যঃ) শ্রদ্ধা উপাসতে (ধ্যায়ন্তি) শ্রুতিপরায়াণাঃ (গুরু দেশশ্রবণপরাঃ) তে (সাধকাঃ) অপি চ মৃত্যুং (মৃত্যুযুক্তসংসারং অতিতরন্তি (অতিক্রমন্তি) এব ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—অন্ত-সাধকগণ এইরূপ না-জানিয়া আচার্য্যের-নিক হইতে শ্রবণ-করিয়া উপাসনা-করেন, গুরুপদেশ-শ্রবণ-পরায়ণ সেন সকল-সাধকও মৃত্যুযুক্ত-সংসারকে অতিক্রম-করেন ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—অপর কতকগুলি সাধক আত্মাকে ষথার্থ রূপে জানিয়াও কেবল গুরুমুখনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরমাত্ম উপাসনা করেন; সেই সকল সাধক কেবল গুরুপদেশশ্রবণনির হইলেও মৃত্যুসকুল এই সংসার সমুদ্রে অতিক্রম করিতে সমর্থ হই থাকেন ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অন্তো স্থিতি । অন্তো ত্বেতেষু বিকল্পেষু অন্ততরেনাপ্যেব যথোপাস্তানমজানন্তোহন্তোভ্যঃ আচার্য্যোভ্যঃ শ্রদ্ধা ইদমেব চিন্তয়েতেতুং উপাসতে শ্রদ্ধা সন্তুষ্টিস্তুয়ন্তি, তেহপি চাতিতরন্ত্যেবাতিক্রমন্ত্যেব মৃত্যুং মৃত্যুযুক্তং সংসারমিত্যেত্যং শ্রুতিপরায়া শ্রুতিঃ শ্রবণং পরময়নং গমনং মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তৌ পরং সাধনং যেষাং তে শ্রুতিপরায়াণাঃ কেবলং পরোপদেশপ্রমাণাঃ স্বয়ং বিবেকরহিতা ইত্যভিপ্রায়ঃ, কিমু বক্তব্যং প্রমাণং প্রতি স্বতঃ বিবেকিনোমৃত্যুমতিতরন্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি ।—অধমতমানধিকারিণোমোক্ষমার্গে প্রবৃতিং প্রতিপদ্যন্তি অন্তোহিহি আচার্য্যাদীনাং শ্রুতিমেবাভিনয়তি ইদমিতি । উপাসনমেব বিবৃণোতি শ্রদ্ধানাইতি । পরো দেশাৎ প্রবৃত্তানামপি প্রবৃত্তেঃ সাক্ষ্যমাহ তেপীতি । তেষাং মুখ্যাধিকারিত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি শ্রুতীহি তেহপীত্যাदिना स्तुतिमर्थमाह किमिति ॥ ২৬ ॥

রাধামুজ ।—অন্তো স্থিতি । অন্তেতু কৰ্ম্মযোগাদিপাশ্চাত্ত্বালোকনসাধনধনধিকৃত্য অন্তো স্তুত্বদর্শিত্যো জ্ঞানিভ্যঃ শ্রদ্ধা কৰ্ম্মযোগাদিভিরাশ্রয়ানুপাসতে তেহপ্যায়দর্শনেন মৃত্যুমতিতরং যেষাংশ্রুতিপরায়াঃ শ্রবণমাত্রনিষ্ঠাঃ তে চ শ্রবণনিষ্ঠা পূতপাশাঃ ক্রমেণ কৰ্ম্মযোগাদিকমারত্যা তরন্ত্যেব মৃত্যুং অপিশক্যাক পূৰ্ণভেদোহবগম্যতে ॥ ২৬ ॥

হুমান্ ।—শ্রদ্ধাভেদা উপাসতে যথাক্রমং শ্রুতি পরায়ণাঃ ॥ ২৬ । ২৭ । ২৮ ॥

শ্রীধর ।—অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ অত্রে স্থিতি । অত্রে তু সাংখ্য-
যোগাদিমার্গেণ এবমুপদ্রষ্ট্বাদিলক্ষণমাত্মনঃ সাক্ষাৎকর্তৃমজানস্তোহত্রেভা আচার্য্যেভ্য উশদেশতঃ
শ্রদ্ধা উপাসতে ধ্যায়ন্তি, তেহপি চ শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তোমুত্বাং সংসারং শনৈ-
রতিতরন্ত্যেব ॥ ২৬ ॥

বলদেব ।—অত্রে দেবমীদৃশপায়ানজানন্তঃ শ্রুতিপরায়ণা হন্তংকথাশ্রবণাদিনিষ্ঠাঃ
সাম্প্রতিক। অত্রেভ্যন্তুদ্বক্তৃত্যন্তামুপায়ান্ শ্রদ্ধা তং মহেশ্বরমুপাসতে তেহপি চকারাং তৎসম্বিনশ্চ
ক্রমেণ তাল্পলভারহস্য চ মুত্বামতিতরন্ত্যেবেতি তৎকথাশ্রুতিমহিমাতিশয়ো দর্শিতঃ ॥ ২৬ ॥

মধুসূদন ।—মন্দতরাণাং জ্ঞানসাধনমাহ অত্রে স্থিতি । অত্রে তু মন্দতরাঃ তুগদপূর্ব-
শ্লোকোক্তত্রিবিধাকারিবেলক্ষণ্যাভ্যন্তনর্থঃ । এবূপায়েষুওমনোপোষং যথোপায়ানমজান-
স্তোহত্রেভ্যঃ কাণিকৈভ্যঃ আচার্য্যেভ্যঃ জ্ঞানদেবৈঃ চিস্তয়ন্তুদ্বক্তা উপাসতে শ্রদ্ধানাঃ
সন্তশ্চিস্তয়ন্তি, তেহপি চাতিতরন্ত্যেব মুত্বাং সংসারং শ্রুতিপরায়ণাঃ স্বয়ং বিচারসমর্থ। অপ
শ্রদ্ধানতরা গুরুপদেশশ্রবণমাত্রপরায়ণাঃ । তেহপীতাপিশদ্বাদেব স্বয়ং বিচারসমর্থ্যস্তে মুত্ব-
মতিতরন্ত্যীতি কিমু বক্তব্যমিত্যুত্তিপ্রায়ঃ ॥ ২৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—পক্ষান্তরমাহ অন্যোক্তি । যেহন্যে উহাশোহকৌশলহীনঃ তু শব্দেন
পূর্বেভ্যো বিলক্ষণা এবং পূর্বোক্তং প্রকারং অজানন্তঃ অত্রেভ্যঃ আচার্য্যেভ্যঃ শ্রদ্ধা আত্মনো
নির্বিশেষ ব্রহ্মচৈতন্যরূপত্বং তত্পাসনামার্য্যকাংগিত্য উপাসতে যথোক্তপ্রকারেণ ধ্যায়ন্তি তেহপি
চ মুত্বাং সংসারং তরন্ত্যেব অপিশদ্বাং পূর্বশ্লোকোক্তান্তরন্ত্যীত্যত্র কিমানুষ্ঠয়ং গম্যজ্ঞে, এবংশকা-
ন্তেবাং মুখ্যক্রমভাবেহপি তরণে সংশয়ানান্তি যন্তস্তে শ্রুতিপরায়ণাঃ শ্রুতিঃ শ্রবণং তদেব
পরং অয়নং মোক্ষসাধনং যেবাং তে, তথা ধ্যানে প্রবৃত্ত্যতিশয়ানন্তেবাং চিত্তশুদ্ধার্থং কক্ষাপেক্ষ্য
বেদোক্ততত্ত্বৈর্দৃঢ়নিশ্চয়াচ্চাসংভাবনানিবৃত্ত্যর্থং শ্রবণমননাপেক্ষেতি ভাবঃ অয়ঞ্চ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারঃ
সংবাদিক্রমরূপ ইতি কেচিৎ প্রমারূপ ইত্যত্রে, তথাহি যথা কশ্চিদ্ভাষিপ্রভাং মণিবুদ্ধ্যা পশ্যন্ ভ্রান্ত
এব তথাপি তদগ্রহণকালে মণি লভতেহতঃ সংবাদি ভ্রমঃ, এবং ত্বং পদার্থং তৎপদার্থ-
মণিপ্রভভূতং তৎপদার্থবুদ্ধ্যা ভাবয়ন্ ব্যবহারতো ভ্রান্ত এব তথাপি তং সাক্ষাৎকারকালে
তদন্তত্ব তৎপদার্থত্ব সাক্ষাৎকারোহপি সংবাদিক্রমজ্ঞানেন জায়ত ইতি, তথাচ বশিষ্ঠঃ, “অসত্যে
সত্যতা সাধো শাশ্বতী পরিদৃশ্যতে । শূন্যেন ধ্যানযোগেন শাশ্বতং প্রাপ্যতে পদং ।” ইতি,
ব্যবহারতো নির্বিশেষরূপজেন অসত্যে আত্মনি তত্র নির্বিশেষত্বভাবনঃ শূন্যো নির্বিশেষায়ং
ধ্যানযোগোযোগিতি অগ্নিধ্যানবৎ তথাপিতেন শাশ্বতী সত্যতা প্রাপ্যা দৃশ্যত ইতি বশিষ্ঠ
বাক্যার্থঃ, বলদেবমাত্মনো বোদান্তবাক্যজ্ঞানভাবনাক্রমপেক্ষাবীঃ মূলপ্রমাণদাটেন ন ভ্রমতঃ
প্রপত্ততে ইতি প্রাচঃ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—অন্যে ইতস্ততঃ কথ্যশ্রোতারঃ ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য ।—পূর্বে যে বিবিধ উপায় কীর্তিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত আরও এক উপায় আছে । তাহারই বিবরণ এস্থলে প্রকটিত হইতেছে । যাহারা স্বকীয় সাধনা জনিত জ্ঞানপ্রভাবে ব্রহ্মোপলব্ধি করিতে অক্ষম, অর্থাৎ যাহারা ধ্যানযোগ দ্বারা সাংখ্যযোগ দ্বারা কিম্বা কর্মযোগ দ্বারা আত্মদর্শন লাভ করিতে অসমর্থ তাঁহাদেরও ব্রহ্মাববোধের উপায় আছে । অসং যোগ বা নির্ভানসহকারে যাহার জ্ঞান উপজাত হয় না, অথচ যিনি জ্ঞানার্থী তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞানবান্ শাস্ত্রার্থবিশ্ব ব্রহ্মদ্রুমহাস্মার উপদেশ শ্রবণ করেন ও আদেশ পালন করিয়া থাকেন । সঙ্গুপকৃত নিকট বিহিত শিক্ষালাভ করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তে ব্রহ্মোপাসনার বদ্ধমূল গুরুত্ব জন্মগ্রহণ করে । তখন সেই বাসনান অনুকূল কর্ম সাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ ব্রহ্মোপাসনা, ব্রহ্মচিন্তন এবং ব্রহ্মপ্রাপক ক্রিয়া সমূহ তাঁহার পরমাবলম্বনীয় হইয়া পড়ে । তদনন্তর সেই পুণ্যবান্ মহাত্মা মূলে কেবল মাত্র শ্রাবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কালে অনন্ত ফলের অপিকারী হইয়া থাকেন । এতদূশ সাধকেরাও জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার সাগর অতিক্রম করিয়া থাকেন ।

পূর্বে ২৪শ শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান উপজাত হইলেই মরণের ভয় তিরোহিত হইয়া যায় । বর্তমান শ্লোকে সেই বাক্য সংখিত হইল । অধিকন্তু ইহাষ্ট প্রদর্শিত হইল যে, যেক্রমে হউক আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেই মানব পশু ও চরিতার্থ হইয়া পাকে । শ্রীভগবান্ স্পষ্ট ভাষায় ইহাষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র যোগবলে বা তত্ত্বজ্ঞান সহকারে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করিতে হইবে এরূপ নহে, যোগানুষ্ঠানরূপ প্রার্থনীয় অবস্থা প্রাপ্তির সুর্যোগ বা সম্ভাবনা সকলের ঘটিতে পারে না । যাহাদিগের সেরূপ সুর্যোগ না ঘটিবে তাঁহাদিগের কি নুক্তি ও আত্মজ্ঞানের উপায় নাই ? বিশেষতঃ দয়াময় ভগবান্ করুণাপূর্ণ স্বরে ঘোষণা করিয়াছেন যে, সকলেরই ব্রহ্মজ্ঞানের আশা আছে, সুর্যোগ আছে । যদি অদম মানব শাস্ত্রাচার্যোপদেশেও কর্ণপাত না করে, যদি বিষয়াকৌণ সঙ্গীর্ঘচেতা জীব অস্ত্রের দৃষ্টান্তের অনুকরণও না করে, তাহা হইলেই সে হতভাগ্যের আর গতি নাই । হৃদয়ের শ্রদ্ধার সহিত প্রাণের ভক্তি মিশাইয়া মহত্তের যাক্যে কর্ণপাত কর, জ্ঞানীর উপদেশ পালন কর, এবং সংপথের

অনুসরণ কর । তাহা হইলেই মুক্তিলাভ সম্বন্ধে কাহাকেও হতাশ হইতে হইবে না । মোক্ষমার্গের সহজ পথ নিয়ত উন্মুক্ত । আত্মহাসিত সাধক, অনায়াসে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারেন ।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপাসককে পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মন্দতর এবং শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী অতি মন্দাধিকারী বলিয়াছেন ।

মূলে “তু” শব্দের প্রয়োগ আছে । পূৰ্ব্ব শ্লোকোক্ত ত্রিবিধ অধিকারীর সহিত বর্তমান শ্লোকোক্ত অধিকারীর বৈলক্ষণ্য প্রদর্শনার্থ ইহা প্রযুক্ত হইয়াছে ।

মূলস্থিত “অপি” পদের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, যখন স্বয়ং-সাধনে অক্ষম ব্যক্তিবর্গও মুক্তি লাভ করিতে অধিকারী, তখন যাঁহারা স্বয়ং বিচারনিপুণ, তাঁহাদিগের মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ে কোন কথা বলিবারই প্রয়োজন নাই ॥ ২৬ ॥

—(ঃঃ)—

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বংস্বাবরজঙ্গমং ।

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাভিদ্ধি ভরতর্ষভ ! ॥ ২৭ ॥

অম্বয় ।—হে ভরতর্ষভ ! (ভরতকুলধুরন্ধর !) যাবৎ কিঞ্চিৎ স্বাবরজঙ্গমং (চরাচরাশ্রয়কং) সত্ত্বং (বস্তু) সংজায়তে (উৎপাদ্যতে) তৎ (জন্ম) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ (প্রকৃতিপুরুষ-সঙ্গমাৎ) [ভবতি ইতি] বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ ! যে কিছু চরাচর বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের-সংযোগ-হইতে [হয় ইহা] জানিবে ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে ভরতকুলশেখর ! স্বাবর জঙ্গমাশ্রয়ক যে কিছু বস্তু উৎপন্ন হয়, সে সমস্তই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের সম্মিলনে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, জানিবে ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অত্র ক্ষেত্রজ্ঞেরৈক্যবিষয়ং জ্ঞানং মোক্ষসাধনং যৎ জ্ঞাত্যমৃতমল্পং ইত্যুক্তং, তৎ কস্মাক্ষেতোরিতি তদ্ব্যক্তপ্রদর্শনার্থং শ্লোক আরভ্যতে যাবদ্বিতি । যাবৎ যৎকিঞ্চিৎ সম্ভাস্তে সমুৎপাদ্যতে সৎ বস্তু, কিমবিশেষণেতাৎ স্বাবরং জঙ্গমং স্বাবরং জঙ্গমঞ্চ ক্ষেত্র-

ক্ষেত্রজসংযোগাৎ তজ্জায়ত ইত্যেবং বিদ্ধি জ্ঞানীহি হে ভরতর্ষভ ! কঃ পুনরয়ং ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ সংযোগোহভিপ্রেতোন তবং রজ্জ্বব ঘটস্থ্যাবয়বসংলগ্নবহারকঃ সম্বন্ধবিশেষঃ সংযোগঃ ক্ষেত্রেণ ক্ষেত্রজস্ত সন্তবতি আকাশবগ্নিরবয়বভ্রাঙ্গাপি সমবায়লক্ষণঃ তন্তুপটয়োরিব ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ সন্তবতি তত্রকার্যাকারণভাবানভ্যাপগমাদিত্যুচ্যতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ সর্ববিষয়বিষয়িণোভিন্নস্বরূপয়োঃ সন্তবতি তত্র-
 মিথ্যাসলক্ষণঃ সংযোগঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজস্বরূপবিবেকভাবনিবন্ধনোরজ্জুত্বিকাদ্বীনাং তথৈবেকজ্ঞান-
 ভাবাদধ্যারোপিতসর্পরজতাদিসংযোগবৎ সোহয়মধ্যাস্বরূপঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগোমিথ্যাজ্ঞান-
 লক্ষণোযথোক্তঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজলক্ষণভেদপরিজ্ঞানপূর্বকঃ প্রাকদর্শিতরূপাৎ ক্ষেত্রাৎ মুক্তাদিবে-
 শীকাং যথোক্তলক্ষণং ক্ষেত্রজং প্রবিভজ্য ন সর্বস্রাসদৃশ্যতে ইত্যনেন নিরন্তরসর্বোপাধিবিশেষং
 জ্ঞেয়ং ব্রহ্মস্বরূপেণ যঃ পশতি ক্ষেত্রঞ্চ মায়ানির্মিতহস্তি স্বপ্রদৃষ্টবস্তগন্ধর্ষনগরাদিবদসদেব সদিবাবতা-
 সতে ইতি ; এবং নিশ্চিতবিজ্ঞানোযন্তু যথৈব সমাগদর্শনবিরোধাদপগচ্ছতি মিথ্যাজ্ঞানং,
 তন্তু জন্মহেতোরপগমাং য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ শুণৈঃ সহ ইত্যনেন বিধানং ভূয়োনাতি-
 জায়ত ইতি যদ্বক্তং তদ্রূপপন্নমুক্তং, ন স ভূয়োহভিজায়ত ইতি সমাক্ দর্শনফলমিচ্ছাস্মা নিবর্তকং
 সমাক্ দর্শনং ফলমবিত্তাদিসংসারবীজনিবৃত্তিঘোরেন জন্মাতাব উক্তঃ জন্মকারণং চার্বিখানিবর্তকঃ
 ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগ উক্তঃ ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরি ।—ঐক্যীয়ুক্তিহেতুরিতি পাণ্ডুরনন্ত প্রশ্নপূর্বকং জিজ্ঞাসিতহেতুপ-
 শ্চেন শ্লোকমবতারয়তি ক্ষেত্রেতি । সর্বস্ত প্রশ্নিজাতস্ত ক্ষেত্রক্ষেত্রজসম্বন্ধাধীনং যস্মাদ্ভংগপত্তিস্তাৎ
 ক্ষেত্রজস্যকপেরমাত্মিত্যেকেন প্রশ্নিনিকায়স্তাভাবদৈক্যজ্ঞানাদেব মুক্তিরিত্যাহ কস্মাদিতি ।
 ক্ষেত্রক্ষেত্রজসম্বন্ধমুক্তমাক্ষিপতি কঃ পুনরিতি । ক্ষেত্রজস্ত ক্ষেত্রেণ সম্বন্ধঃ সংযোগোবা সমবায়ো
 বেতি বিকল্যাণ্ডং দ্বয়তি নতাবদিতি । দ্বিতীয়ং নিরন্তরিত্বং নাপীতি । বাস্তবসম্বন্ধভাবেপি
 তয়োঃ সমবায়স্বরূপঃ সোহতীতি পরিহরতি উচ্যতাইতি । ভিন্নস্বভাবে হেতুমাং বিষম্যেতি । ইতরে-
 তত্র ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে বা তদ্বৎস্ত ক্ষেত্রানধিকরণস্ত ক্ষেত্রনিষ্ঠস্ত জাড্যাদেবরোপকরণযোগ-
 স্তয়োঃ সন্তবতি ইতরেতি । নিমিত্তমাহ ক্ষেত্রেতি । অব্যবহারোপপত্তিসংযোগে দৃষ্টান্তমাহ রজ্জ্বিতি ।
 উক্তং সম্বন্ধং নিগময়তি সোহমিতি । তন্তু নিবৃত্তিযোগ্যত্বং হৃচরতি মিথ্যেতি । কথং তর্হি
 মিথ্যাজ্ঞানস্ত নিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যথেন্তি । যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণৈষিহাদি ভং পদার্থবিষয়ং
 শাস্ত্রমহৎস্বত্ব্য বিবেকজ্ঞানমাপাণ্ড মহাত্মতাদিশ্রুতাস্তাং ক্ষেত্রাহপদ্রষ্টৃদাদিলক্ষণং প্রাপ্তকঃ ক্ষেত্রজঃ
 মুক্তধীকাত্ম্যেন বিবিচ্য সর্বোপাধিবিমুক্তব্রহ্মস্বরূপেণ জ্ঞেয়ং যোহনন্তবতি তন্তু মিথ্যা-
 জ্ঞানমপগচ্ছতীতি সম্বন্ধঃ । কথমন্ত নির্দেশেবদ্যং ক্ষেত্রজস্ত সর্ববিশেষংহেতুঃ সর্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ
 ক্ষেত্রেতি । বহুদৃষ্টান্তোক্তেঃ সর্ববিধত্বং ক্ষেত্রস্ত দ্ব্যুচ্যতে । উক্তজ্ঞানামিথ্যা উক্তজ্ঞানানাপগমে
 হতুমাহ যথোক্তেতি । তথাপি কথং পুরুষার্থসিদ্ধিঃ কালান্তরে তুল্যজাতীয়মিথ্যাজ্ঞানোদয়-
 সম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তন্তেতি । সমাগজ্ঞানাদজ্ঞানতৎকার্যনিবৃত্ত্য মুক্তিরিতি হিতে ফলিতমাহ
 যএবমিতি । উত্তরগ্রন্থমবতারয়িত্বং ব্যবহিতং বৃত্তিঃ কীন্তয়তি নেত্যাদিনা । অবিত্তানাতনির্বাচ্য-
 মজ্ঞানং মিথ্যাজ্ঞানং তৎ সংসারশাশ্বদিশবার্থঃ । ব্যবহিত মনুদ্যাব্যবহিতমমুদয়তি জন্মেতি ॥ ২৭ ॥

রামানুজ । অথ প্রকৃতিসংস্পৃষ্টত্বান্নো বিবেকানুসন্ধানপ্রকারং বক্তুং স্বাবরং জঙ্গমং
৷ ৮ সৰ্বং চিদচিংসংসর্গক্মিত্যাহ যাবদিতি । যাবৎ স্বাবরজঙ্গমান্নান্না সৰ্বং জায়তে তাবৎ ক্ষেত্রক্ষেত্র-
জয়োরিতরেতসংযোগাদেব জায়তে সংযুক্তমেব জায়তে নন্তিতরেতস্বিকৃতিমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর ।—তত্র কৰ্ম্মযোগস্ত তৃতীয়চতুর্থপঞ্চমেযু প্রপঞ্চিতত্বাং ধ্যানযোগস্ত চ ষষ্ঠ ষ্টময়োঃ
প্রপঞ্চিতত্বাং ধ্যানাদেচ্চ সাংখ্যাবিনিক্তাভ্যবিত্ত্যং সাংখ্যামেব প্রপঞ্চয়রাহ যাবদিতি, যাবদধ্যা-
সমাপ্তি । যাবৎ ৷ ৮ কিঞ্চিং বস্তুরাত্ৰং সমুৎপত্ততে তৎ সৰ্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োৰ্যোগাদবিবেককৃত-
তাদান্নাধ্যানাত্তবতীতি জানীহি ॥ ২৭ ॥

বলদেব ।—অথানাদিসংযুক্তযোগোঃ প্রকৃতিজীবয়োঃ যিযোগানুসন্ধানায় তয়োঃ সংযোগেন
সৃষ্টিং তাবদাহ যাবদিতি । স্বাবরজঙ্গমং কিঞ্চিং সৰ্বং প্রাবিজাতং যাবদগং প্রমাণকমুৎকৃষ্টমপকৃষ্টং
চ সংজায়তে তৎ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজসংযোগাদিহি । ক্ষেত্রেণ পকৃত্যাহ ক্ষেত্রজয়োঃ সধ্বজ্ঞানী-
হীত্যর্থঃ । ঈশ্বরঃ প্রকৃতিজীবৌ নিয়ময়ন্ প্রবর্তয়তি তৌতু মিণঃ ততো সধ্বরীত দেহোৎপত্তিভারা
প্রাদিসৃষ্টিরিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন । সংসারস্তান্নিকৃত্যদ্বিত্বায় মোক্ষ উপপত্তত ইত্যেতস্তার্থস্তান্দধারণায়
সংসারতন্নিবর্জকজ্ঞানয়োঃ প্রপঞ্চঃ ক্রিয়তে যাবদধায়সমাপ্তি । তচ্চ কারণং গুণসম্ভোহস্ত
সদসত্ত্বোনিজম্মরিতোতৎপ্রাপ্তত্ত্বং নিবৃণোতি, যাবৎ কিমপি সৰ্বং বস্ত সংজায়তে স্বাবরং জঙ্গমং
বা তৎ সৰ্বং ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাং অবিত্যতৎকার্যায়কং জডমনির্ববচনীয়ং সদসৰ্বং দৃশ্যজাতং
ক্ষেত্রং তদ্বিলক্ষণং তদ্ব্যাসকং যপ্রকাশপরমার্গসচ্চৈতন্যসম্ভোদাসীনং নিধর্ম্যকমদ্বিতীয়ং ক্ষেত্রজং
তয়োঃ সংযোগোমায়াবশাদিতবেতাবিবেকনিমিকোমিণ্যাতাত্মাধ্যাধ্যাসঃ সত্যানুত্মিমুখীকরণা-
ন্তকঃ তন্মাদেব সংজায়তে তৎসৰ্বং কার্যজাতমিতি বিদ্ধি হে ভরতর্ষভ ! অতঃ স্বরূপজ্ঞান-
নিবন্ধনঃ সংসারঃ স্বরূপজ্ঞানাদিগষ্টুমর্হতি স্বপাদিবদিত্যতিপ্রাযঃ ॥ ২৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—পূর্বে কার্যাকারণকর্তৃত্বে ইত্যত্রচিদচিতো পুংপ্রকৃত্যোরন্তোত্তমধর্ম্যাধ্যাসঃ
উক্তত্ত্বৈব গুণসম্পন্নপশু কারণং গুণসম্ভোহস্ততি নানা জন্মহেতুত্বং চোক্তং তদ্বিশদয়তি
যাবদিতি । সৰ্বং জীবরূপং গুণসম্ভোহস্ত রূপাভ্যাসকিন্ কিস্ত ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ সংযোগোহস্তাত্মা-
ন্তকতাদ্যাসলক্ষণোৰ্যোগঃ, শেষং স্পষ্টং ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—উক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি যাবদধায়সমাপ্তি । যাবাদতি যৎপ্রমাণকং নিকৃষ্টং
উৎকৃষ্টং বা সৰ্বং প্রাপিসাত্ৰং ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীভগবান্ পূর্বে আত্মজ্ঞান লাভের প্রণালী তদনন্তর
তজ্জনিত পরম ফলের বিষয় কীর্তন করিয়াছেন; যে যে বিবিধ উপায়ে
আত্মতত্ত্ব বিষয়ক পরিজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহাও বিশদরূপে পরিবাক্ত
করিয়াছেন । এক্ষণে সেই পরমাত্মার সহিত এই বিশ্বের পঞ্চমহাভূতাদি
গঠিত স্বাবর জঙ্গমরূপ বস্তুর্গ যেক্রমে উদ্ভূত হইয়া থাকে তাহাই কীর্তন

করিতেছেন। ধার্মিকোত্তম ভরতবংশোদ্ভব শ্রীমদৰ্জুনকে সঞ্চোধন করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, সংসারের চেতনাচেতন পদার্থ সমূহ ক্ষেত্রজের সহিত প্রকৃতির সম্মিলনে যে প্রকার সঞ্জাত হইয়া থাকে, তাহারই তত্ত্ব এক্ষণে পরিব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। এই স্থান হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত এই তত্ত্ব আলোচিত হইবে।

এই শ্লোকাপলক্ষে ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কোন কোন ছাত্রা বলিয়াছেন যে, যিনি নিরাকার নিষ্ঠুর এবং নিষ্ক্রিয় সেই ক্ষেত্রজ-র পুরুষের সহিত জড়ায়িকা অচেতন প্রকৃতির প্রকৃত সংযোগ সম্ভাবিত হই। প্রত্যুত ত্রক্ষের সহিত এই চরাচরের স্থাবর জঙ্গমায়ক পদার্থপুঞ্জের সম্ভব সংযোগ ঘটে না। অবাকুশুমের সাম্প্রদ্যহেতু স্কাটিকের বেক্সপ রক্তবর্ণ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ ত্রক্ষের অধ্যাসে এই বিখের সকল বস্তু অধ্যাস্ত হইয়া থাকে। সৰ্ব্বত্র ত্রক্ষের বিদ্যমানতা হেতু কার্য্যকারণরূপ প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানা ভাবে এই বিশ্ব গঠিত ও সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন। শুক্তির শুভ্রতা ও উজ্জলতাহেতু তদ্বর্ণনে রক্ততম্রম হয়, এবং সহসা বক্রভাবে ভূপতিত রজ্জুদর্শনে সর্পভীতি জন্মে, প্রকৃত যথ্যাবে শুক্তিতে রক্ততম্রের বিদ্যমানতা নাই, এবং রজ্জুতে সর্প দাবির্ভূত হয় না। অবিদ্যার প্রভাবে মারার আবরণে মোহিত জীবগণ মনে করিয়া থাকে, আশ্রয়ী সকল কার্য্য করিতেছেন। ত্রক্ষই শুভাশুভ ঘটাইতেছেন, সুখদুঃখের অনুভব করিতেছেন, এবং কনাকবের বিধান করিতেছেন। এই মায়া বা অবিদ্যার পাশে জিন্ন করিতে পারিলে, জ্ঞান-গনশলাকা দ্বারা এইরূপ অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করিতে পারিলে জীব মুক্তি পাবে এসকলই স্বপ্নবৎ অলীক ও অসার। স্বপ্নকালে মনুষ্য কতই সুখদুঃখের অধীন হইয়া থাকে, কতই আনন্দ ও সন্তোষ লাভ করিয়া রিত্তৃপ্তি অনুভব করে, এবং কতই শত্রু ও মিত্রসহ মিলনে ভীত বা উৎফুল্ল হইয়া থাকে। স্বপ্নান্তে আপনার আস্তিত্বদর্শন করিয়া সে লজ্জিত ও ত্রিয়মাণ হয়। মরুভূমিতে তৃণাহীন পথিক মরীচিকায় আত্ম হইয়া সঙ্কলিলপূর্ণ সরোবর দর্শনে দাবিত হইয়া থাকে; কিন্তু কোণায় বা সরোবর কোণায় বা তাহার পিপাসা নিরন্তি! মানবেরা সময়ে সময়ে মাকালে স্বরম্য হর্মাদিশোভিত তোরণকেতনাদি সুসজ্জিত মনোহর গম্বর্জ

নগর সন্দর্শন করে । কিন্তু অচির কাল মধ্যেই সেই নগর শূন্যে বিলীন হইয়া যায় । এই ক্ষেত্রের সহিত সেই ক্ষেত্রজ রূপ পুরুষের সম্বন্ধও এই রূপ অলীকও অজ্ঞান বিজৃম্বিত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে । এইরূপ সংযোগ তথ্য যিনি নিঃসংশয়িত রূপে বুঝিতে পারেন, তিনিই চরমে পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । “যএবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ জ্ঞানৈঃ সহ । সর্বথা বর্তমানোহপি স ভূয়োহভিজায়তে ।” (১৩ অধ্যায় ২৪ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে শ্রীভগবান্ এই তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়াছেন ॥২৭॥

সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং ।

বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮॥

অর্থঃ ।— সর্বেষু ভূতেষু (স্বাবয়বজগদেষু) সমং [সমা স্যাৎ তথা) তিষ্ঠন্তং বিনশ্যৎস্ব (বিনাশশীলেষু) অপি অবিনশ্যন্তং (অবিনাশিনং) পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি স [এব সম্যক্] পশ্যতি ॥ ২৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—সকল ভূতে সমভাবে অবস্থিত, বিনাশশীলের-মধ্যেও অবিনাশী পরমেশ্বরকে যিনি দর্শন-করেন, তিনি [ই] [সম্যকরূপে] দর্শন-করেন ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—যিনি পরমেশ্বরকে সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত, এবং বিনাশশীল দেহাদির মধ্যেও অবিনাশিস্বরূপে দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী ॥ ২৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ততস্তত্ত্বা অবিজ্ঞায়া নিবর্তকং সম্যগ্দর্শনমুক্তমপি পুনঃ শব্দান্তরেণোচ্যতে সমং সর্বেষুত্যাди । সমমিতি সমং নির্কিংশেযং তিষ্ঠন্তং স্থিতিং কুর্ত্তন্তং ক সর্বেষুভূতেষু ব্রহ্মাদি-স্বাবয়বান্তেষু প্রাপিষু কং পরমেশ্বরং দেহেজ্জিয়মনৌবুধ্যব্যক্তাশ্রনোহপেক্ষ্য পরং পরমশাস্ত্রাবীষ্বরশ্চ জ্ঞানশালচেতি পরমেশ্বরন্তং সর্বেষু ভূতেষু সমতিষ্ঠন্তং, তানি বিশিনষ্টি বিনশ্যৎস্বিতি তঞ্চ পরমে-শ্বরমবিনশ্যন্তং ইতি ভূতানাং পরমেশ্বরন্ত চাত্যন্তবৈলক্ষণ্যপ্রদর্শনার্থঃ । কথং সর্বেষাং হি ভাববিকারগাং জনিলক্ষণোভাববিকারোমূলং জন্মোত্তরভাবিনোহস্তে সর্বৈ ভাববিকারা বিনা-শান্তা বিনাশাং পরোন কচ্চিদস্তি ভাববিকারঃ ভাবাভাবাং, সতি হি ধর্ম্মিণি ধর্ম্মা ভবন্ত্য-তোহজ্জাত্যভাববিকারান্ধ্বাদেন পূর্বভানিনঃ সর্বৈ ভাববিকারাঃ প্রতিলিখ্য ভবন্তি সহ কাঠ্যোঃ অস্মাৎ

কর্তৃত্বতৈবৈলক্ষণ্যমতাস্তমেব পরমেশ্বরশ্চ সিদ্ধং নির্বিশেষস্বত্বমেকত্বঞ্চ । কথঞ্চ য এবং যথোক্তং
রমেধরং পশ্যতি স পশ্যতি, নহু সর্কোহপি লোকঃ পশ্যতি কিং বিশেষেণেতি সত্যং, পশ্যতি
কন্তু বিপরীতং পশ্যত্যতোবিশিনষ্ট স এব পশ্যতীতি যথা তিমিরদৃষ্টিরনেকং চক্সং পশ্যতি
মপেক্ষ্যকচক্সদর্শী বিশিষাতে মএষ পশ্যতি তথৈবেহাপ্যেকমবিতক্তং যথোক্তমাত্মানং যঃ
শ্যতি স বিতক্তানেকাত্মবিপরীতদর্শিভ্যোবিশিষাতে স এব পশ্যতীতি ইতরে পশস্তোহপি ন
শ্যতি বিপরীতদর্শিহাদনেকচক্সদর্শিবিদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

আনন্দমিহি ।—ব্যবধানাব্যবধানাভ্যাং সর্কানর্থমূলত্বাদজ্ঞানশ্চ তন্নিবর্তকং সমাগজ্ঞানং
কথ্যমিত্যাহ অতইতি । তত্তাপকহৃত্বাং তদ্ব্যবধানপ্রতীক্ৰিষ্টেতাশক্ষ্যাতিস্বত্বার্থশ্চ শব্দভেদেন
নঃ পুনর্কচনমধিকারিভেদাদুগ্রহায়েতি মতাহ উক্তমিতি । সর্কএ পরশ্লোকত্যাং নোৎকর্ষা-
কর্ষবত্বমিত্যাহ সমমিতি । পরমহমীশ্বরস্বকোপশাদয়তি দেহেতি । আত্মা জীবন্তমিত্যাদিনা-
ব্রাক্তিঃ । আশ্রয়নাশাদিত্রিগুণি নাশমাশক্ষ্যাহ তথোক্তি । অবিনশ্রুতমিতি বিশিনষ্ট ইতি
ক্ধঃ উত্তরঃ বিশেষণদ্বয়সত্যতাপ্যমাহ ভূতানামিতি । নাশানাশাভ্যাং বৈলক্ষণ্যোহপি কথনচ্য-
বৈলক্ষণ্যং সবিশেষনব্রত্নস্বয়োস্বল্যত্বাদিত শব্দতে কথমিতি । ভূতানাং সবিশেষত্বাদিভাবোহপি
শ্রুত তদভাবাদত্যন্তবৈলক্ষণ্যমিতি বক্তুং জ্ঞানোভাববিকারেসাদিত্বমাহ সর্কোহ্যমিতি । তত্র
হেতুমাং জন্মেতি । নহি জন্মাস্তরেনোত্তরে বিকারাযুজ্যন্তে জন্মবতত্ত্বপলভ্যাদিত্যর্থঃ । বিনাশা-
স্তরভাবিনোহপি বিকারশ্চ কস্তচ্ছিন্নপপত্তেন তন্ত্রাস্ত্যবিকারমিত্যাশক্ষ্যাহ বিনাশাদিতি । তন্মাত্ম-
বিকারে সিদ্ধে কলিতমাহ অতইতি । তেষাং জন্মাদীনাং কার্য্যাণি কাদাচিৎকসদ্ব্যনি তদধিক-
ণানি তৈঃ সহেতি বাবং । পরমেশ্বরস্য ত্তেভ্যোহিতাত্তবৈলক্ষণ্যমুক্তমুপগংহরতি তস্মাদিতি ।
নির্কিষেধত্বং সর্বভাববিকারবিরহিতং কূটস্থত্বমেকত্বমদ্বিতীয়ত্বং । যঃ পশ্যত্যাদি বাচ্যে মএব-
যতি । উক্তবিশেষণমীশ্বরং পশ্যন্তেব পশ্যতীত্যুক্তমাক্ষিপতি নম্রিতি । ঈশ্বরপদাঙ্ক মুখগ্যানাশ্র-
ষ্টস্য তদর্শিহেহপি বিপরীতদর্শিহাদীশ্বরপ্রববদ্যৈব সমাগদর্শিত্বমিতি বিবক্ষিতা বিশেষণমিতি পরি-
রতি সত্যমিতি । উক্তমেব দৃষ্টান্তেন বিরপোতি যথোক্তাদিনা । যঃ পশ্যতীত্যাদেবরথমুপগংহরতি
তরইতি । পরবস্ত্বনিষ্টেভ্যোব্যতিরক্তইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

রামানুজ ।—সমমিতি । এবমিতরেতরৈশ্বর্যক্লেবু ভূতেশু দেবাদিবিষয়াকারাদিবিহং ।
তত্র তত্ত্বত্বদেহদ্রিগমনানসি প্রতিপরমেশ্বরদেহেন স্থিতমাত্মানং জ্ঞাত্বেন সমানাকারং তেষু
দহাদিষু বিনশ্যাৎস্ব বিনাশানর্হ স্বভাবেনাবিনশ্যন্তঃ পশ্যতি স পশ্যতি স আত্মানং যথাবহিত্তং
শ্যতি যন্ত দেবাদিবিষয়াকারেণ আত্মানমপি বিষয়াকারং জ্ঞাবিনাশাদিশুদ্ধং চ পশ্যতি স
তাসেব সংসরতীত্যিতি প্রায়ঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর ।—অবৈকত্বতঃ সংসারোদ্রবমুক্তা তন্নবৃত্তয়ে বিবিক্তাশ্রয়বিধরং সমাগদর্শনমাহ
মিতি । স্বাবরজদ্রমায়কেশু ভূতেশু নির্কিষেধসজ্জপেণ সমং যথা ভবতোবাং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং
পশ্যতি অতএব তেষু বিনশ্যাৎস্বপ্যবিনশ্যন্তঃ যঃ পশ্যতি স এব সমাক্ষ পশ্যতি নাশ
ত্যার্থঃ ॥ ২৮ ॥

বলদেব ।—অর্থ প্রকৃতো তৎসংযুক্তেষু চ জীবেষু হিতমণীষরং ভেজ্যো বিবিক্তং পশ্চ-
দিত্যাহ সমমিতি । যদ্ব্যবিংপ্রসঙ্গী সর্কেষু স্থাবরজঙ্গমদেহবৎস্ব ভূতেষু জীবেষু সমমেকরসং
যথা ত্রাত্তথা তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরং বিনশ্রুৎতসুভূতদেহবিমর্দেন বিনাশং গচ্ছৎস্ব তেত্ববিনশ্রুতং তদ্বিলক্ষণং
পশ্চাত্ স এব পশ্চতি তদবাধাভ্যাদর্শী ভবতি । তথাচ বৈবিধ্যাবিনাশধর্মিতাঃ প্রকৃতিসংযোগিত্যো
জীবোভ্য একরত্নাবিনাশধর্মী পরেশো বিবিক্ত ইতি ॥ ২৮ ॥

মধুসূদন ।—এবং সংসারমবিজ্ঞানকমুক্তা তদ্বিবর্তকবিদ্যাকথনায় য এবং বেতি পুরুষ-
মিতি প্রাপ্তংকং বিবৃণোতি সমমিতি । সর্কেষু ভবনধর্মকেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষু প্রাপ্তিষু অনেকবিধ-
জ্ঞানাদিপরিশ্রমশীলন্তরা গুণপ্রধানভাবাপত্ত্যা চ বিবয়েষু অত এব চক্লেষু প্রতিক্ষণপরিণামিনোহি
ভাবা নাপরিণম্য ক্ষণমপি স্থাতুমীশতে অত এব পরম্পরব্যাধ্যবোধকভাবাপন্নেষু এবমপি বিনশ্যৎস্ব
দৃষ্টনষ্টস্বভাবেষু মারাগজর্জনগরাদিপ্রায়েষু সমং সর্কট্রৈকরূপং প্রতীদেহমেকং জ্ঞানাদিপরিশ্রম-
শূন্যতয়া চ তিষ্ঠন্তমপরিণমমানং পরমেশ্বরং সর্কজড়বর্গসভাক্ষুর্তিপ্রদেহেন ব্যাধ্যবোধকভাবশূন্য
সর্কদোষানাক্ষুদ্ভিতং অবিনশ্যন্তং দৃষ্টনষ্টপ্রায়সর্কেদৈতবোধেপ্যবাধিতং এবং সর্কপ্রকারেণ জড়-
প্রেকাবিলক্ষণমাত্মানং বিবেকেন যঃ শাস্ত্রচক্ষুষা পশ্যতি স এব পশ্যত্যাভ্যানং জাগ্রদোদেন
স্বপ্নভ্রমং বাধমান ইব অজ্ঞস্ত স্বপ্নদর্শীব ভ্রান্ত্যা বিপরীতং পশ্যন্নপশ্যাৎব্যেব অদর্শনাত্মকভ্রাদ্ভ্রমস্ত, ন
হি রজ্জুং সর্পতয়া পশ্যন্ পশ্যতীতি ব্যাপদিশ্যতে রজ্জুদর্শনাত্মকভ্রাত্ সর্পদর্শনস্ত এবং ভূতাত্ম-
পরন্তুভূতজ্ঞানদর্শনভদ্রদর্শনাত্মিকার্যা, অবিজ্ঞাত্যা নিবৃত্তিস্ততস্তৎকার্ষ্যসংসারনিবৃত্তিরিত্যতিপ্রায়ঃ ।
(অভ্যাসানমিতি বিশেষ্যভাবো বিশেষণমর্থ্যাদয়া, পরমেশ্বরমিত্যেব বা বিশেষ্যপদং বিষমত্বচক্লেহ-
ব্যবোধকরূপত্বলক্ষণং জড়গতং বৈধর্ম্যং সমত্বতিষ্ঠত্বপরমেশ্বররূপাত্মবিশেষণবশাদর্থাৎ প্রাপ্তং
অজ্ঞাকর্ষণোক্তমিতি বিবেকঃ) ॥ ২৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—উদ্রাশোপায়স্বীহ সমমিতি । সমমপরিণামিনঃ কূটস্থং নিত্য
ভূতেষু দেহাত্মাকারেণ পরিণতেষু তিষ্ঠন্তং এতেন দেহ এব তদধিগমস্থানমিত্যুক্তং প-
অন্তর্ধর্মিণং সর্পস্থিত্যন্তকর্টারং অত এব অন্তর্মুখদৃষ্ট্যা বিনশ্যৎস্ব তেষু রজ্জুরগাদি ভ্রুমা
অদর্শনং গচ্ছৎস্ব বিভ্রুতাদ্যভ্যাত্মং নিত্যদৃগ্ রূপত্বাচ্চ অবিনশ্যন্তং সর্কাস্ববহাষু, হরতি গচ্ছন্তং
যঃ পশ্যতি স এব পশ্যতি অন্যোহস্মা ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—পরমাত্মানং তু এব জ্ঞানীয়াদিত্যাহ সমমিতি । বিনশ্রুৎতসি দেহেষু যঃ
পশ্যতি স এব জ্ঞানীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য ।—শ্রীভগবান্ আত্মজ্ঞানের লক্ষণ পূর্বে বারংবার স্পষ্টরূপে
প্রকাশ করিয়াছেন । এক্ষণে অস্তরূপ ভাষায় সেই তত্ত্ব অধিকতর বি-
করিতেছেন । সেই সর্কেধর পুরুষ সর্কভূতে সমভাবে বিরাজমান
অতি ক্ষুদ্র কীটানু হইতে অতি মহৎ বিধিরুদ্রাদি পর্যন্ত ও অধিষ্ঠিত
কিন্তু এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূতবর্গ ভাবতই বিনাশশীল এই বিনাশ

পদার্থাশির মধ্যে কেবল মাত্র সেই পরমেশ্বর অবিনাশী । সকল পদার্থের ক্ষয় আছে, ধ্বংস আছে, পরিণাম আছে, কিন্তু ভগবান্ ক্ষয় রহিত ধ্বংস রহিত ও অপরিণামী । এইরূপে যে সাধক তাঁহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, অর্থাৎ যিনি এই বিনাশশীল ভূতবর্গের মধ্যে বিরাজমান দেখিয়াও তাঁহাকে অবিনাশী অপরিণামী বলিয়া চিনিয়াছেন; তিনিই তাঁহার তত্ত্ব সম্যকরূপে অবগত হইয়াছেন । যিনি ভগবানের এই প্রকৃত ভাব অবধারণ করিয়া আত্মদর্শনে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার দর্শনই সার্থক হইয়াছে, এবং তিনিই প্রকৃত দ্রষ্টা । যিনি পরমেশ্বরের এই তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াও তত্ত্বান্তরের অশেষণে ব্যাপ্ত অথবা যিনি দৈশ্বরকে এই ভাবেও জানেন এবং অন্তভাবেও জানেন, তাঁহাদ্বিগের দর্শন বা জ্ঞান সিদ্ধ হয় নাই । তাহারা নিঃসন্দ্বিধরূপে পরমেশ্বর প্রাণধানে সক্ষম হয় নাই । নেত্ররোগগ্রস্ত ব্যক্তি ব্যাধি ধর্ম প্রভাবে আকাশে যুগবৎ বহুসংখ্যক শশধর পরিদর্শন করিয়া থাকে । তাহাতে নিশানাথের বহুত্ব পরিবাক্ত হয় না, দ্রষ্টার দর্শনশক্তির বৈকল্য সূচিত হইয়া থাকে ।

শ্লোক মধ্যে বিনাশশীল পদার্থপুঞ্জের নাশ রহিত পরমেশ্বরের সমভাবে বিদ্যমানতা প্রকটিত করিয়া জড়বর্ণ হইতে তাঁহার বৈলক্ষণ্য সম্পূর্ণ রূপে সমর্থিত হইতেছে । এবং জড়ময় পদার্থ সমূহ যে পরমেশ্বর হইতে বিলক্ষণ তাহাও সূচিত হইতেছে । স্বপ্নে যেরূপ বিভিন্ন বিময় মানব দর্শন করিয়া থাকে, অথবা ভ্রমে যেরূপে রজ্জুতে সর্পদর্শন করে বা মরীচিকায় ভ্রান্ত হয় তদ্রূপে ভগবদর্শন প্রকৃত দর্শনরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য হইবে না । শাস্ত্রার্থজ্ঞান দ্বারা সর্বদা দ্বৈতত্বাবের উচ্ছেদ পূর্বক নিরন্তর এই বিদ্যমান বস্তুপুঞ্জের মধ্যে অধিকারী পরমেশ্বরের সত্তা ও স্বাতিত্ব উপলব্ধি করাই প্রকৃত দর্শন । এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ পরমেশ্বরের নামে কীর্ত্তি হইয়াছেন । অর্থাৎ তিনিই পরম এবং তিনিই দৈশ্বর । অপিচ তিনিই বিধেয় নিযন্তা ॥ ২৮ ॥

সমং পশ্যন্ হি সৰ্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং ।

ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাংগতিং ॥ ১৯ ॥

অম্বয় ।—সৰ্বত্র (সৰ্বভূতেষু) সমং (যথা তথা) সমবস্থিতং (তুল্যতয়া অবস্থিতং) ঈশ্বরং পশ্যন্ (সাক্ষাৎ কুর্স্বন্) আত্মনা (স্বেন) আত্মানং (স্বং) ন হিনস্তি (বিনাশয়তি) ততঃ (তস্মাৎ) পরাং (উৎকৃষ্টাং) গতিং (মোক্ষং) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ —[যিনি] সৰ্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ-করিয়া আত্মা-দ্বারা আত্মাকে হিংস-করেন না, [তিনি] সেই-জন্ম পরমা গতি প্রাপ্ত-হন ॥ ১৯ ॥

বাখ্যা ।—যে সাধক প্রবর সৰ্বভূতেই পরমা আত্মাকে সমভাবে অবস্থিত দর্শন করিয়া আত্মা অর্থাৎ অভিমাত্র মনের দ্বারা আত্মাবে হিংসা করেন না, অর্থাৎ আত্মায় কর্তৃত্বাদির আরোপ পূর্বক তাহাকে সংসারে বদ্ধ করিয়া আত্মঘাতী হন না, তিনি পরমাগতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যথোক্তস্ত সম্যগদর্শনস্ত প্রবচনেন স্তুতিঃ কৰ্ত্তব্যোতি শ্লোক আরভ্যতে সমং পশ্যামিতি । সমং পশ্যাম্ পূৰ্ণভামানোহি যস্মাৎ সৰ্বত্র সৰ্বভূতেষু সমবস্থিতং তুল্যতয়াব-স্থিতমীশ্বরং অতীতানন্তরশ্লোকোক্তলক্ষণমিত্যর্থঃ সমং পশ্যন্ ক্ৰিন্ন হিনস্তি হিংসাং ন কৰোতি আত্মনা স্বেনৈব সমাত্মানং ততস্তস্মাৎ অহিংসনাং যাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং মোক্ষাখ্যাং । নহু নৈব কশ্চিং প্রাপী স্ময় সমাত্মানং হিনস্তি কথমুচ্যতেহপ্রাপ্তং ন হিনস্তীতি যথা ন পৃথিব্যা-মগ্নিচেতব্যোনাস্তরিক ইত্যাদি, নৈব দোষঃ অজ্ঞানাত্ম্যতিরস্বরণোপপত্তেঃ । সৰ্বোহজ্জোহত্যন্ত-প্রসিদ্ধং সাক্ষাদপরোক্ষাদাত্মানং তিরস্কৃত্যানাত্মানমাত্মনেন পরিগৃহ্য তমপি ধৰ্ম্মাদির্থেঃ কৃত্বোপাত্তবুপাত্তমাত্মনং হন্তীত্যাত্মহা সৰ্বোহজ্জোবস্তু পরমাত্মা অসাবপি সৰ্বদাহবিজ্ঞয়া হত ইব বিজ্ঞমানকলাভাবাদিতি সৰ্বে আত্মহন এবাবিদ্ধাংসোবস্থিতরোযথোক্তাত্মদর্শী স তু উভয়ধাত্ম-নাত্মানং ন হিনস্তি, ততোযাতি পরাক্রতিং যথোক্তং ফলং তস্ত ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিৰি ।—প্রকৃতসম্যক্জ্ঞানেন কিমিত্যপেক্ষায়াং তৎফলোক্ত্য তস্মৈব স্তুতিঃ তদ্ব্যক্তৌ পুরুষং প্রবর্তয়িতুং শ্লোকান্তরমিত্যাহ যথোক্তস্যোতি । যস্মাদিত্য ততঃশব্দেন সম্বন্ধ-সৰ্বভূতেষু তুল্যতয়াবস্থিতং পূৰ্ব্বোক্তলক্ষণমীশ্বরং নির্বিশেষ-পশ্যন্নাত্মানমাত্মনা যস্মান হিনস্তি

তত্ত্বান্মোক্ষার্থাং পরাং গতিং য়াতি ইতি যোজনা তত্রপাদদ্রয়েণ জ্ঞানাদজ্ঞানধ্বন্ত্যনর্থস্যোক্তা-
নানমিত্যাজ্ঞানরোরাবগয়োনার্শে সর্কোংকুঠাং গতিং পরম পুরুষার্থং পরমানন্দমমৃতবতি বিদ্বানিতি
তুর্থপদার্থঃ । নহিনন্ত্যায়নায়ানমিতি যথাস্ততমাদায় চোদয়তি নম্বিতি । নপুথিব্যামিতি
প্ৰাপ্তিদ্ধায়া নিষেধবল্লান্তরিক্কেন দিবীতি প্রাপ্ত্যভাবাক্ত যন্নিষেধোমুখ্যেনেঘাতে তথৈহপি প্রাপ্তিং
ইনা নিষেধোন যুক্তিমানিত্যাহ যথেনি । অজ্ঞানামায়নৈবায়নংসাস্তবাহিত্বাং তত্ত্বাবোক্তি-
ক্ৰৈতি সমাপ্তে নৈষদোষইতি । সংগ্রহবাক্যং নিবৃণোতি সর্কোহীতি । অনায়ন্যকোদেহাদি-
ষয়ঃ । অবিত্ৰ্যামারোপিতায়নহস্তৃত্বং নিগময়তি ইত্যায়নইতি । তথাপি পারমাথিকস্যায়নো
ননাভাবান্ন তেবাং সর্কোবাং আয়নহস্তৃত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ যথিতি । উক্তরীত্যা সর্কোবামবিদ্বশায়ন-
তৃত্বসিদ্ধং ইত্যুপসংহরতি সর্কইতি । আয়নৈবায়ননমবিদ্বাং দৃষ্টং তদিত বিদ্বদ্বিষয়েশক্যং
নবেদুমিত্যাহ যথিতরইতি । উভয়থাপাত্যারোপানারোপাত্যামিতার্থঃ । জ্ঞানাদনর্থদমন্তং
সর্কোক্তপরমানন্দপ্রাপ্ত্যা পরিতৃপ্তং যুক্তমিত্যাহ ততইতি ॥ ২২ ॥

রামানুজ ।—সমমিতি সর্কত্র দেবাদিশরীরেযু তং শেযিৎকেনাদিধারতয়া নিয়ন্তৃতয়া চাব-
স্থতমীশ্বরমায়নং দেবাদিবিষয়কারাদিবিযুক্তং জ্ঞানৈকাকারতয়া সমং পশ্যমায়না মনসা
ব্রমায়নং ন হিনস্তি রক্ষতি সংসারান্মোচয়তি তত্তত্ত্বানং জ্ঞাতৃতয়া সর্কত্র সমানাকারদর্শনাং
পরং গতিং য়াতি গম্যত ইতি গতিঃ গরং গম্যত্বাং যথাবস্থিতমায়নং প্রাপ্নোতি দেবাশ্চাকার-
বুজতয়া সর্কত্র বিষয়মায়নং পশ্যমায়নং হিনস্তি ভবজলধিমগ্নো প্রাপ্নিগতি ॥ ২২ ॥

শ্রীধর ।—কুত ইত্যত আহ সমং পশ্যমিতি । সর্কত্র ভূতমাংসে সমং সমাগপ্রচ্যুতস্বরূ-
পেণাবস্থিতঃ পরমায়নঃ পশন্ হি যস্যাদায়না ষ্টনৈবায়নং ন হিনস্তি অবিত্র্যয়া সতিদানন্দরূপ-
মায়নং ন বিনাশয়তি, ততশ্চ পরং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, যদ্বৎ ন পশ্যতি স হি দেহায়দর্শী
দেহেন সহায়নং হিনস্তি, তথা চ শ্রুতিঃ, “অহর্য্যা নাম তে লোকা অক্কেন তমসাবৃত্তাঃ । তাংস্তে
প্রত্যভিগচ্ছন্তি যে কে চায়নহনোজনাঃ” ইতি ॥ ২২ ॥

বলদেব ।—অপোক্তবিধয়া তেভ্যো বিবিক্তমীশ্বরং পশন্ তদর্শনমায়না চ প্রকৃতিবিকা-
রেভ্যঃ স্ববিবেকঞ্চ লভত ইত্যায়নইহ সমং পশন্ হীতি । সর্কত্র ভূতেশু সমং যথা ভবতোবাং
সমাগপ্রচ্যুতস্বরূপগুণতয়াবস্থিতমীশ্বরং পশ্যমায়নং ব্রমায়না প্রকৃতিবিকারাবিবেকপ্রাপ্তিগা বিষয়-
রসগুণানা মনসা ন হিনস্তি নাশংপাতয়তি স তদ্রসবিরজেন তেন পরায়ুংকুঠাং তদ্বিকারেভাঃ
সবিবেকখ্যাতিং য়াতি ॥ ২২ ॥

মধুসূদন ।—তদেতদায়দর্শনং কলেন স্তোতি রুচ্যংপত্তয়ে । সমবাহিত্বং জয়াদিবনা-
শান্ত্তাবিকারশূতৃতয়া সমান্ততয়াবস্থিতমিতি অবিনাশিহলাভং অশ্বংপ্রাখ্যাপ্যতং । এবং
সর্কোক্তবিশেষণমায়নং পশান্ অয়মস্মীতি শাস্ত্রদৃষ্টা সাক্ষ্যংকুর্কন হিনন্ত্যায়নায়নং
সর্কোক্তজ্ঞঃ পরমার্থসত্ত্বমেকত্র ভোক্তৃপরমানন্দরূপমায়নমবিদ্বাং সতি ভাত্যপি বস্তনি নাস্তি
। ভাতীতি প্রতীতিজননসমর্থতয়া স্বয়মেব তিরস্তুর্কিরগম্যমিব কয়োতীতি হিনন্তোব তং যথাচ-
িদ্যায়নেন পরিগৃহীতং দেহেন্দ্রিয়সংঘাতমায়নং পুরাতনং হিমা ন তমাদত্তে কথংবশাদিবি

হিনস্তোষ তং অত উভয়থাপ্যাস্মৈবেহ লক্ষ্যোপাঙ্গঃ সমধিকৃতোয়ং শকুন্তলাবচনরূপা নৃত্যঃ,—
 “কিং তেন ন কৃতং পাপং চোরেশাস্যাপহারিণা । যোহন্তথা সন্তমাস্থানমন্তথা প্রতিপত্তত ইতি ।”
 প্রতিশ্চ,—“অর্থ্যা নাম তে লোক্য অঞ্জন তদসাবৃত্যঃ । তাংস্তে প্রেত্যাগিগচ্ছন্তি যে কে
 চান্মহনোজনাঃ” ইতি । অর্থ্যাঃ অন্তরন্ত শরুপত্বতাঃ আর্থ্যা সংপদা ভোগ্যা ইত্যর্থঃ আন্মহন
 ইতানাস্থতাস্থাভিমানিন ইত্যর্থঃ অতোষ আন্মজঃ সেনাস্থতাস্থাভিমানং শুকাস্থদর্শনেন বাধতে
 অতঃ শরুপলাভায় হিনস্তাস্থানাস্থানং ততোযাতি পরাং গতিং তত আন্মহননাভাববিজ্ঞাতং-
 কার্যানিবৃত্তিলক্ষণং মুক্তিমধিগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

নীলকণ্ঠা—দর্শনফলমাহ সমমিতি । স্বদেহে ইব সর্কর দেহমাত্রে সমবস্থিতং সম্যগব-
 স্থিতং ঈশ্বরঃ সমঃ সমতয়া পশান্ হি যতঃ স সর্করাভেদদর্শী আন্মনা দেহাদিনা আন্মানং ঈশ্বরঃ ন
 হিনন্তি নানাবোহিনিসঙ্কটেষু পাতনেন ন পীড়য়তি কিন্তুততঃ পরাং গতিং মোক্ষং যাতি যদ্বা ঐক্য-
 দর্শিত্বাং স্বান্মানমিবান্যমপি নহিনন্তি সর্করাদয়ালুর্ভবতীতি ভাবঃ ততশ্চ পরাং গতিং যাতি ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—আন্মনা মনসা কুপণগামিনা আন্মানং জীবং ন হিনন্তি নাথঃ পাতয়তি ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্বে কিরূপ দর্শনকে প্রকৃত আন্মদর্শন বলা যায়, তাহা
 কথিত হইয়াছে । এক্ষণে সেই আন্ম দর্শনের পরম ফলের বিষয় বিবৃত
 হইতেছে । আন্মদর্শনের ফলে পরাগতি অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ।
 কিরূপ হইলে আন্মজ্ঞান প্রভাবে জন্ম মরণ রূপ বাধ্যবাধকতার শেষ হয়,
 তাহাই বর্তমান শ্লোকে বিবেচ্য । যিনি সর্করভূতে পরমেশ্বরকে সমভাবে
 অধিষ্ঠিত দেখিয়া আত্মার কোন হিংসা করেন না, তিনিই পরমগতি
 প্রাপ্ত হন । প্রথমেই প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মাকে হিংসা করা কিরূপ ?
 এ জগতে এমন মূঢ় কে আছে যে আপনি আপনার আত্মার অনিষ্ট করিতে
 প্ররম্ভ হইবে ? বাস্তবিক শ্রবণ মাত্রেই এই উক্তি অসম্ভব বলিয়া মনে
 হইতে পারে । কিন্তু স্থির চিত্তে বিবেচনা করিলে সহজেই অনুমিত হইবে
 যে, স্বয়ংই স্বকীয় আত্মার অনিষ্ট সাধন করা অসম্ভব ব্যাপার নহে ;
 নিত্যই ইহা চতুর্দিকে সংঘটিত হইতেছে । মনুষ্য যদি শাস্ত্রার্থ বোধ
 সহকারে আন্মজ্ঞানলাভ করিয়াও এবং গুরুপদেশাদির অনুসরণ ক্রমে
 ব্রহ্মাববোধ লাভ করিয়াও পরম উন্নতিরপথে প্রধাবিত না হয়, যদি
 কামনাদি বিসর্জন করিয়া ক্রমোন্নতির উপায় অন্বেষণ না করে, এবং যদি
 বিষয় পক্ষ হইতে আপনাকে নির্মুক্ত না করিয়া মোক্ষ লাভের উপায়
 চিন্তায় প্ররম্ভ না হয়, তাহা হইলেই বলিতে হইবে সে ইচ্ছা পূর্বক স্বয়ং
 আপনার আত্মার অনিষ্ট সাধন করিতেছে । তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে

তাহার জ্ঞান অসার ও অলীক, এবং অনুমান করিতে হইবে সে ব্যক্তি আপনি অপনার পরমশত্রু ও হিংসক । কর্মফল ভোগের নিমিত্তই আত্মাকে সারাবদ্ধ হইয়া বারবার জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয় । যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াও কর্মসাক্তি পরিত্যাগ না করে, এবং যে ব্যক্তি সাংসারিক সুখকেই বস্তুজ্ঞানে তল্লাভে ব্যাপ্ত থাকে, সে ইচ্ছা পূরক আত্মার অনিষ্ট সাধন করিতেছে, একথা বলাই বাহুল্য ।

মহর্ষি কথের আশ্রম পালিতা শকুন্তলা * যৎকালে মহারাজা দুহ্যন্ত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিলেন, তৎকালে তিনি কতিপয় জ্ঞানগর্ভবচন দ্বারা স্বামীকে কর্তব্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন । তন্মধ্যে এই উক্তি পরিদৃষ্ট হয় । যথা ; “কিং তেন ন কৃতং পাপং চোরেনাশ্রাপহারিণা । যোহন্তথাগন্তমানমন্তথা প্রতিপদ্যতে ॥” (মহাভারত, আদিপর্ব ৪৭ অধ্যায় শকুন্তলোপাখ্যান) ইহার ভাবার্থ এই যে, ‘যে ব্যক্তি হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া মুখে অল্পরূপ ভাব ব্যক্ত করে, সেই আত্মহিংসক চোর কোন দুর্কর্মের অনুষ্ঠান করিতে পশ্চাৎ পদ হয় ?’ এ বিষয়ে স্মৃতিও বলিয়াছেন, “অসুখ্যানাম তে লোকা অজ্ঞেন তমসারতাঃ । তাংস্তেপ্রোত্যাভিগচ্ছন্তি য়ে কে চাত্ত্বহনো জনাঃ ॥” (ঈশোপনিষৎ ৩য় স্তব) ইহার ভাবার্থ যথা ; যাহারা আত্মঘাতী, অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ পুনঃ পুনঃ আত্মাকে সংসারে জন্ম মরণাদির অধীন করিয়া রাখে, তাহারা দেহান্তে, সূর্যাদি জ্যোতিষ্কগণের আলোকে অনুদ্ভাসিত অজ্ঞানান্ধকারায়ত লোকে গমন করে ।

যিনি আত্মাকে সমভাবাবস্থিত অনুভব করিয়া তাঁহার অধঃপতন সাধন না করেন, তাঁহাকে ভবজলধি মধ্যে নিপাতিত না করেন, তিনিই মোক্ষরূপ পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

আত্মার অনিষ্টসাধন সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ ভক্তচূড়ামণি উক্ত বকে সম্বন্ধেদ্বন্দ্ব করিয়া নিম্নোক্ত অভিশ্রাব ব্যক্ত করিয়াছেন । যথা ;

লা হস্তিনা পুণ্যবিত্তি কৌরবশ্রেষ্ঠ মহারাজ দুহ্যন্ত যুগ্মা কণদেশে অরণ্য মধ্যে
মিহনিধিকুয়াদিনা
মহর্ষি কপূর স্বপ্নচিত্র আশ্রম এদেশে উপনীত হইলেন । মহর্ষি কলাচরণার্ঘ
কং পুনরুত্থিত্যশঙ্ক্যাহ
তখন এক লোক ললামৃত্যু লাভ্য সম্প্রদায় দ্বন্দ্বী আদিরা অভ্যাসত
কিসিত্ত্বা কং সমাদিরিত্যশঙ্ক্যাহ
উদ্যত হইলেন এবং আপনাকে কখনুমির লক্ষণ লাভ্য কত। বলিয়া
রামানুজ ।—প্রকৃত্যতি । স
পরম সংঘী মহর্ষির স্তবান উৎপাদন অদ্যতন যোগে বিময়োগপাদন

“নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুলভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারং । ময়ানুকুলেন
মভিস্তেরিতং পুমান্ ভবাক্ষিং ন তরেং স আত্মহা” (শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্ধ
২০শ অধ্যায় ১৭শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা ; এই মানবদেহ ভবনমুদ্র তরণে
নৌকাশ্বরূপ ; ইহা দ্বারা বাসনানুরূপ সমস্ত ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায় ; ইহা
সুদুলভ হইলেও সুলভ এবং অতিশয় পটু ; গুরু ইহার কর্ণধার এবং স্মরণ
মাত্রেই আমি অনুকূল বায়ুরূপে ইহাকে চালনা করিয়া থাকি ; অতএব
যে হতভাগ্য মানব ক্ষেদ্র দেহ প্রাপ্ত হইয়াও এমন সুযোগ পরিত্যাগ করে
সেই ব্যক্তিকে আত্মঘাতী ॥ ২৯ ॥

করিলেন । তদন্তরে বৃহত্তাষিণী শকুন্তলা পিতৃমুখে স্বকীয় জন্ম বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই বাজ
করিলেন । দুয়ুগ্ন বৃত্তিতে পারিলেন, ইন্দ্ৰের অনুরোধে মেনকা নামী অঙ্গরা উগ্রতপা বিশ্বামিত্রের যোগ ভঙ্গ
করিতে নিযুক্ত হইয়াছিলেন । সেই নবিরই গুরুর মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম । তখন মদনপ্রণীড়িত রাজা,
পাক্ষরী বিধানে শকুন্তলাকে বিবাহ করিবার নিমিত্ত ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিল । পিতার অনুগ্রহিত
ঐচ্ছিক কারণ প্রদর্শন করিয়া শকুন্তলা রাজাকে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু দুয়ুগ্ন নানারূপ যুক্তি
প্রদর্শন করিয়া শকুন্তলাকে বিবাহ বিষয়ে সন্তুষ্ট করিলেন ; রাজা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে শকুন্তলার গর্ভজাত
পুত্র সিংহাসনের ভাবি উত্তরাধিকারী হইবেন, এবং অবিলম্বে সমারোহে তিনি সহধর্মিণীকে রাজধানী
লইয়া যাইবেন । বিবাহ হইয়া গেল । রাজা শরাজ্যে প্রত্যায়মন করিলেন । অতিরিক্ত কাল পরেই মহর্ষি কণ্ঠ
আশ্রম আগত হইয়া সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন । শকুন্তলার উপর বিরক্ত না হইয়া তিনি সন্তুষ্টচিত্তে
নানা আশীর্বাদ করিলেন । যথাকালে শকুন্তলা এক সর্ব-সুসঙ্গমযুক্ত পুত্র প্রদত্ত করিলেন । সেই পুত্রের
অপরিসীম, শক্তিব্যঞ্জক বাল্যলীলা দর্শনে আশ্রমবাসীগণ তাহার সর্বদমন নাম রাখিলেন । পুত্রের ছয় বর্ষ
যয়ক্রম হইলে মহর্ষি কণ্ঠ শিবাগণ সহ পুত্রবতী শকুন্তলাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিলেন । মহারাজ দুয়ুগ্ন
রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া এই বিবাহ ব্যাপার সম্পূর্ণ বিদ্রুত হইয়া ছিলেন, এক্ষণে আশ্রমবাসিনী, পুত্রবতী
শকুন্তলা সভামধ্যে রাজ মহিমাংশ উপস্থিত হওয়ার তিনি একান্ত বিশ্ময়বিষ্ট হইলেন এবং উহাকে ক্রুদা
প্রকৃতি কটুবাণ্য সহকারে প্রত্যাখ্যান করিলেন । শকুন্তলার বিবিধ বিলাপ বা উপদেশ ব্যাখ্যা কিছুতেই রাজ্য
বিনীত করিতে পারিল না । তখন সভাস্থ সকলেই শুনিতে পাইলেন, যে অকাটা বৈবরণী এই শকুন্তলাকে
রাজার বিবাহিতা পত্নী এবং তৎপুত্রকে রাজার উরসজাত নন্দন বলিয়া ঘোষণা করিতেছে । তখন রাজা
গর্হিত সংস্কার সহকারে শকুন্তলাকে পত্নীরূপে ও শিশুকে তনয়রূপে গ্রহণ করিলেন, সেই পুত্র সমাগরা
ধর্মজীর অধীশ্বর ভরত । (মহাভারত আদিপর্বে)

মহাকবি কালিদাস এই উপাখ্যান অবলম্বনে জগদ্বিখ্যাত ‘অভিজ্ঞান শকুন্তলা’ নামক নাটক
করিয়াছেন : সেই নাটকের আব্যাহাংগ মহাভারতোক্ত উপাখ্যান হইতে কিয়দংশে বিভিন্ন

প্রকৃতেষা চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ ।

যঃ পশ্যতি তথা ত্বানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

অনুয় ।—যঃ (বিবেকী) চ কর্ম্মাণি প্রকৃত্যা (মায়য়া) এব ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিতানি) পশ্যতি, তথা (এবং) আত্মানং অকর্তারং (কর্তৃহরহিতং) [পশ্যতি] সঃ (বিবেকী) পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

প্রতিশব্দ । যিনি কর্ম্ম-সমূহকে প্রকৃতি-কর্তৃকই সম্পাদিত দর্শন করেন, এবং আত্মাকে কর্তৃ-হাদি-রহিত [দর্শন-করেন,] তিনি যথার্থ-দর্শন-করেন ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা । যে বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন সাধক কায়মনোবাক্যদ্বারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহকে প্রকৃতিদ্বারাই সম্পাদিত দর্শন করেন, এবং আত্মাকে তত্ত্ববিনয়ে অকর্তা বলিয়া দেখেন, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী ॥ ৩০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—সর্বভূতস্বমীশং সম্পন্ন হিনন্ত্যাত্মনাত্মনামিতাক্তং তদনুপপন্নং স্বগুণ-স্বর্গবৈলক্ষণ্যভেদভিন্নৈবায়ম্ ইত্যেতদাশঙ্ক্যাহ প্রকৃতেত্যেবেতি । প্রকৃত্যা প্রকৃতিভগবতোমায়য়া ত্রিগুণায়িক্যা, মায়য়া প্রকৃতিঃ বিভাদিতি ময়্যবগন্তম্ প্রকৃতেত্যেব নাত্মেন মহাদিকার্য্যাকারণাকারণ-পরিণতয়া ভাঞ্চেব কর্ম্মাণি ব'অনঃকায়ারভ্যাণি ক্রিয়মাণানি নিবর্ত্তমানানি সর্বপ্রকারৈর্ঘঃ পিতৃপুত্রপুত্রভতে তথাত্মানং ক্ষেত্রজমকর্তারং সর্বোপাধিবিবর্ত্তিতং পশ্যতি স পরমার্থদর্শীত্যভি-প্রায়ঃ । নিগুণত্বাকর্তৃনির্বিষয়ত্বাশঙ্কেভেদে প্রমাণানুপপত্তিরত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

আনন্দগিরি ।—শ্লোকান্তরং শঙ্কোত্তরশ্চেনাবতারয়িতুমমুদয়তি সর্গেতি । প্রতিদেহঃ স্বাদর্শাদিমহে নায়নোভেদভান্ন সমাক্ দর্শনমিতি শঙ্কতে তদিতি । স্বগুণৈঃ স্ববৃত্তিঃখাদিভিঃ । কর্ম্মভিঃ স্বর্গাদর্শাদিষ্টৈর্লক্ষণ্যঃ প্রতিদেহঃ ভেদে তদিশিষ্টৈবায়ম্ কথং সামান্য দর্শনমিত্যে-দাশঙ্ক্য পরিহরতীত্যাহ এতদিতি । প্রকৃতিশব্দস্য স্বভাববাচিকং ব্যাবর্ত্তয়তি প্রকৃতিরिति । ঐশ্বর্যবস্ত্ত সখিংগায়ত্বং প্রত্যাহ ত্রিগুণেতি । উক্তা, পরন্তু শক্তিমায়েত্যত্র স্তমিতসম্মতিমাহ ঐশ্বর্য্যিতি । অতেন কেনচিৎ ক্রিয়মাণানি ন ভবন্তি কর্ম্মাণীত্যেবকার্য্যমাহ নাচ্ছেনেনি । কন্তবজরিষেধমিত্যুক্তে সাংখ্য্যভিপ্রেতা প্রধানাণ্য প্রকৃতিরিত্যাহ মহদানীতি । সর্বপ্রকারত্বং বীম্যজনবিষদ্ব্যবহিনা প্রকারবাহ্যমায়নমুপবিশেষণং যঃ পশ্যতীতি পূর্বেণ সযত্বঃ । সপশ্যতীত্য-ক্তং পুনরুক্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ সপরমার্গেতি । আত্মনাঃ প্রতিদেহং ভিন্নত্বে তেহু সমদর্শন-বৃত্তিমিত্যুক্তস্য কঃ সমাদিরিত্যাশঙ্ক্যাহ নিগুণস্যেতি ॥ ৩০ ॥

রামানুজ ।—প্রকৃতেতি । সর্বাণি কর্ম্মাণি “কার্য্যাকারণকর্তৃয়ে হেতুঃ প্রকৃতিবচ্যতঃ”

ইতি পূৰ্ণোক্তরীত্যা প্রকৃত্যা ক্রিয়মাণানি যঃ পশ্যতি তথাহ্মানবাক্তারঃ জ্ঞানাকারঃ পশ্যতি তন্ত
প্রকৃতিসংযোগস্তদধিষ্ঠানং তচ্ছব্দসুখদুঃখামৃতবশ্চ কৰ্ম্মকৰ্ম্মপাজ্ঞানকৃতমিতি চ যঃ পশ্যতি সমাহ্মানং
যথাবিদবস্থিতং পশ্যতি ॥ ৩০ ॥

হনুমান্ ।—প্রকৃত্যা অবিজয়া সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর ।—নহু শুভাশুভকৰ্ম্মকৰ্ম্মভেদে বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথমাগ্নয়ঃ সমভিমিত্যাগত্বাহ
প্রকৃতেভ্যেতি । প্রকৃতেভ্য দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ ক্রিয়মাণানি
কৰ্ম্মাণি যঃ পশ্যতি, তথাহ্মানবাক্তারঃ দেহাভিমানেনৈবাগ্নয়ঃ কৰ্ম্মভং ন স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্যতি
স এব সমাক পশ্যতি নাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

বলদেব ।—প্রকৃতে: স্ববিবেকং কথং যাতীত্যপেক্ষয়া তত্র প্রকারমাহ প্রকৃতেভ্যেতি
ঈভাং । যঃ সৰ্ব্বাণি কৰ্ম্মাণি প্রকৃতেভ্য চান্দ্রিয়গুণৈঃ প্রেরিতয়া ক্রিয়মাণানি পশ্যতি তথাহ্মানং
তেষাং কৰ্ম্মণামকর্তারং পশ্যতি স এব পশ্যতি স্বাখাশ্রয়দশী ভবতি । অয়মর্থঃ । ন খলু বিজ্ঞানা-
নন্দস্বভাগেহং যুদ্ধজ্ঞানীনি হুংখময়ানি কৰ্ম্মাণি কৰোমি কিম্বনাদিভোগবাসনেনাবিবেকিনা
ময়াদিভিত্তা মদ্বোগনিকরে মদাসনামুগুণেন পবেশেন চ প্রেরিতা সুখদুঃখমোহস্বভাবা প্রকৃতির্যেব
মদেহাদিধারা তানি কৰোতীতি তদ্বৈতকহাং সৈব তৎকর্তৃত্বি কৰ্ম্মকারিণ্যাঃ প্রকৃতেভ্যদকর্তা
তদ্বৈতজীবে বিবিক্তঃ শুভাশুপি কৰ্ম্মভং তু পশ্যতীত্যনেন ব্যক্তমিতি ॥ ৩০ ॥

মধুসূদন ।—নহু শুভাশুভকৰ্ম্মকৰ্ম্মভেদে প্রতীদেহং ভিন্নাঃ আত্মানোবিষমাশ্চ তত্ত্বিচি-
ফলভোক্তভেনেতি কথং সৰ্ব্বভূতহ্মেকমাগ্নয়ঃ সমং পশ্যন্ত হিনস্ত্যাহ্মানিত্যুতমত্বাহ ।
কৰ্ম্মাণি বাগ্নয়ঃ কারারভ্যানি সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বৈঃ প্রকারৈঃ প্রকৃতেভ্য দেহেন্দ্রিয়সংযাতাকারপরিণতয়া
সৰ্ব্বনিকারকারণভূতয়া ত্রিগুণাস্বিকর্য্য ভগবন্মায়র্যেব ক্রিয়মাণানি তু পূৰ্ব্বেণ সৰ্ব্ববিভারশূন্তেন
যোবিবেকী পশ্যতি এবং ক্ষেত্রেণ ক্রিয়মাণেষুপি কৰ্ম্মহু আত্মানং ক্ষেত্ৰজমকর্তারং সৰ্ব্বোপাধি-
বিস্কিষ্টতমসঙ্গমেকং সৰ্ব্বত্র সমং যঃ পশ্যতি তথা শব্দঃ পশ্যতীতি ক্রিয়াকৰ্ষণার্থঃ । স পশ্যতি স
পরমার্থদশীতি পূৰ্ব্বং সবিভারশূ ক্ষেত্ৰশূ তত্ত্বিচিৎকৰ্ম্মকৰ্ম্মভেদে প্রতীদেহং ভেদেহপি বৈষম্য-
হপি ন নির্কিণেষজ্ঞাকর্তৃরাকারণশ্চ ন ভেদে প্রমাণং কিঞ্চিদাগ্নয় ইতুপপাদিতং প্রাক ॥ ৩০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহুবিষম স্বভাবানি ভূতানি কঃ সমবুদ্ধা পশ্যত্যাগ্নিবিব শীতবুদ্ধাত্যা
শব্দাহ প্রকৃতেভ্যেতি । সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বপ্রকারেণ কৰ্ম্মাণি বাগ্নয়ঃ কারৈরারজ্ঞানি প্রকৃতেভ্য
ক্রিয়মাণানীতি যঃ পশ্যতি তথা আত্মানবাক্তারঃ যঃ পশ্যতি পূৰ্ণোক্তরীত্যা স এব সৰ্ব্বত্র
সমং পশ্যতীতি পূৰ্ণোক্তার্থঃ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ ।—প্রকৃতেভ্য দেহেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ পরিণতয়া সৰ্ব্বশঃ সৰ্ব্বাণি আত্মানং জীবং
দেহাভিমানেনৈবাগ্নয়ঃ কৰ্ম্মভং নহু স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীভগবান্ পূৰ্ব্বল্লোকে নির্দেশ করিয়াছেন যে, ক্ষেত্ৰ-
ব্যক্তি সৰ্ব্বভূতে আত্মাকে সমভাবে অধিষ্ঠিত দেখিতে দেখিতে তাঁহাদ্বারা

অধঃপতনের উপায় না করে তিনি যথার্থদ্রষ্টা, তাঁহারই আত্মদর্শন সাধক । ইহাতে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, জীবনে ভোগাভোগ বহুবিধ বিচিত্রতা পূর্ণ সূতরাং বৈষম্য যুক্ত এবং জীবগণও পরস্পর বিভিন্ন ধর্ম্ম-ক্রান্ত সূতরাং বৈষম্যযুক্ত । এরূপ স্থলে তাঁহাকে সর্বত্র সমভাবে বিরাজমান বলিয়া কিরূপে দর্শন করা যাইতে পারে । যদি তাঁহাকে বৈষম্য-ভাবাপন্ন বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে সত্যই তাঁহার অনিষ্ট বা অধঃপতন-নাশক ক্রিয়ানুষ্ঠানে সন্দোচ বা উদাহীন্য ঘটে না । এরূপ ঘটিলে বুঝি-ত হইবে যে, আত্মদর্শন যথার্থতঃ উপজাত হয় নাই এবং আত্মাব-বোধ সম্যক্ রূপ বক্রমূল হয় নাই । এই জন্তই বর্ত্তমান শ্লোকে আত্ম-দর্শনের রহস্য আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে ।

এই গীতাশাস্ত্রের ৩ অধ্যায়ে ২৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, “প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কৰ্ম্মাণিসৰ্গণঃ । অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কৰ্ত্তৃহমিতি মন্যতে ।” এবং মন্ত্রবর্ণে ও উক্ত আছে যে, “মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনস্ত মহেশ্বরং ।” এই ভাব প্রকৃষ্টরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রকৃতিকেই ময়রজ ও তমোগুণাধিত কার্য্যকারণরূপ সংসারের কারণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে । বিধের যত কিছু কার্য্য সকলই প্রকৃতির দ্বারা সংঘটিত হইতেছে, জীবরূপী পুরুষ তাহাতে অধ্যাস্ত মাত্র । এইরূপ বোধ জন্মিলেই স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হইবে যে, পুরুষ কোনরূপ গুণকর্ম্মেরই স্বয়ং কৰ্ত্তা নহেন । তাঁহার অধ্যাসে প্রকৃতি এই বৈষম্যময় বিচিত্রতা পূর্ণ ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত করিতেছেন । জীব অকৰ্ত্তা অভোক্তা ও নাস্কীক্ৰূপে বিনাক্রান্ত রহিয়াছেন মাত্র । যেমন মহাকাশ ক্ষুদ্রভাণ্ডে, রহং কলসে বা তদপেক্ষা বৃহত্তর পাত্র মধ্যে অবস্থিত থাকিলেও বস্তুতঃ মহাকাশই থাকে, এবং সেই সকল আদার ভঙ্গ হইলে ক্ষুদ্রাকারে পরিণত মহাকাশ যেমন মহাকাশেই পুনরায় গণিয়া যায়, তদ্রূপ আত্মা নানারূপ আদারে অধিষ্ঠিত এবং বিচিত্রতাময় বৈষম্য জড়িত বিবিধ পদার্থে সন্নিবিষ্ট থাকিলেও বস্তুতঃ তিনি যে আত্মা সেই আত্মাই থাকেন । এইরূপে আত্মতত্ত্বাববোধই প্রকৃত আত্মদর্শন । যিনি এইভাবে অজ্ঞান যবনিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া, বৈষম্য বিচিত্রতা রহিত আত্মাকে প্রকৃতির ক্রিয়মাণ কার্য্যসাধনের সর্বত্র সমভাবে অকৰ্ত্তারূপে সন্নিবিষ্ট বলিয়া অনুধাবন করেন, তিনিই যথার্থ আত্মদর্শী ।

সংসারে কেহ বা মমতার প্রাবল্যে শ্রী পুত্রের লালন পালনাদির অভিপ্রায়ে নিরন্তর অর্থাশেষেণে ব্যাপৃত হইতেছে ; কেহ বা ইন্দ্রিয় ভোগের দুর্দমনীয় কামনায় অবিরত পাপশ্রোতে সমাজকে পঙ্কিল করিতেছে ; কেহ বা অর্থলোভে প্রতারণা ও লোমহর্ষণ কুকীর্ত্তি করিয়া মনুষ্যকুলকে স্তম্ভিত করিতেছে ; কেহ বা ধর্ম্মের ভাণ করিয়া উৎকট পাপের প্রচ্ছন্নানুষ্ঠান করিতেছে ; কেহ বা শোকে মোহে অভিভূত হইয়া আর্তস্বরে হাহাকার করিতেছে ; কেহ বা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া হাস্যের রোল তুলিতেছে । এই বিচিত্রতাপূর্ণ বৈষম্যপূর্ণ ঘটনা নিচয়ের কর্ত্তা শ্রীভগবান্ নহেন । শ্রীভগবানের নিয়োজিতা তৎকর্ত্তৃক প্রেরিতা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এই সকল অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ । ভগবান্ রাজ্যলোভে যুদ্ধ বিগ্রহ করেন না ; যুবতী বিশেষের প্রণয়লাভার্থ রনিক নায়করূপে পরিভ্রমণ করেন না, এবং স্নখ দুঃখের অদীন হইয়া হাস্য বা রোদনে বিনিযুক্ত হন না । তিনি এ সকল ব্যাপারেই উদাসীন । এইরূপ ভাব হৃদয়ে দৃঢ়রূপে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মাববোধ করিতে হইবে ।

মূলস্থিত “তথা” শব্দ প্রকাশ করিতেছে যে, আর একটি “পশ্যতি” পদ গ্রহণ করিতে হইবে ॥ ৩০ ॥

—(৩০)—

যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্মিনুপশ্যতি ।

তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পাদ্যতে তদা ॥ ৩১ ॥

অন্বয় ।—যদা (যস্মিন্ কালে) ভূতপৃথক্ভাবং (ভূতানাং ভেদ-ভাবং) একস্মৎ (একস্মিন্ আত্মনি স্থিতং) অনুপশ্যতি (আলোচয়তি) ততঃ (আত্মনঃ) এব বিস্তারং (উৎপত্তিং) চ [অনুপশ্যতি] তদা (তস্মিন্ কালে) ব্রহ্ম সম্পাদ্যতে (প্রাপ্যতে) ॥ ৩১ ॥

প্রতিশব্দ ।—যে-সময়ে ভূতগণের-ভেদভাব এক-আত্মাতে-অবস্থিত দর্শন করেন, সেই-আত্মা-হইতেই বিস্তারকেও [দর্শন-করেন] সেই-সময়েই ব্রহ্ম লব্ধ-হয় ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা ।—সাধক যে সময়ে ভূতগণের ভেদভাব একমাত্র আত্মাতেই অবস্থিত দর্শন করেন, অর্থাৎ স্বাবরজজন্মভেদে এই ভূতপুঞ্জ একমাত্র আত্মাতে অবস্থিত এইরূপ আলোচনা করেন, এবং সেই আত্মা হইতেই ভূতবর্গের উৎপত্তি দর্শন করেন, সেই সময়েই তিনি ব্রহ্মলোভ করেন ॥ ৩১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—পুনরপি তদেব সমাগদর্শনং শব্দান্তরেণ প্রপঞ্চ্যতে যদেতি । যদা যস্মিন্ কালে ভূতপৃথগ্ভাবং ভূতানাং পৃথগ্ভাবং পৃথক্ৰমেকস্মেকস্মিন্নাত্মনি স্থিতমেকস্মমুপশ্যতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশতোমত্যাখ্যানং প্রত্যক্ষং যেন পশ্যাত্যৈদ্বং ইদং সৰ্বমিতি, ততএব চ তদ্বাদেব চ বিস্তারমুৎপত্তিমুপশ্যতি আত্মনঃ প্রাণ আত্মন আশা আত্মনঃ স্বর আত্মনঃ আকাশ আত্মনস্তেজ আত্মন আপ আত্মন আবির্ভাবতিরোভাবৌ আত্মনোভূতাত্মনোহরমিত্যেবমাদিপ্ৰকারৈর্কিত্তারং যদা পশ্যতি তদা ব্রহ্ম সংপণ্ডিতে ব্রহ্মৈব ভবতি তদা তস্মিন্ কালে ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরি ।—প্রকৃতের্লীকারাণ্যক সাংখ্যবৎ পুরুষাদনাত্মপ্রসক্তৌ প্রত্যাহ পুনরপীতি উপদেশজনিতং প্রত্যক্ষদর্শনমমুপদতি আত্মৈবেতি । ভূতানাং বিকারাণং নানাং প্রকৃত্যা মহাদ্বয়মাত্মা প্রাণীনং পশ্যতি নহিভূতপৃথক্ সত্যং প্রকৃতৌ কেবলে পরাম্বিলাপং যতং শক্যত ইত্যর্থঃ । পরপূর্ণাত্মনএব প্রকৃত্যাদেকিশেষাশ্চ ব্রহ্মপাশাভাজপলভা তস্মাদিত্যং পশ্যতীত্যাহ অতএবেতি । উক্তমেব বিস্তারং শ্রুত্যাৎকেন্দ্রেন স্পষ্টমিতি আত্মনইতি । ব্রহ্মসংপত্তিনাম পূর্ণত্বেনাভিযুক্তিরপূর্ণত্বহেতোঃ সৰ্ব্বভাষ্যসাংকৃত্যাদিত্যাহ ব্রহ্মৈবেতি । জ্ঞানসমানকালে মূর্তিরিতি সূচয়তি তদেতি । ৩১ ।

রামানুজ !—যদেতি । প্রকৃতিপুরুষত্বায়কেষু দেবাদিষু সর্বেষু ভূতেশু সংস্থ তেষাং দেবত্বমহাত্মত্বস্বত্ব দীর্ঘত্বাদি পৃথগ্ভাবমেকস্মং প্রকৃতিত্বং যদা পশ্যতি নাত্মত্বং অতএব প্রকৃতিত এব উত্তরোত্তর পুত্রপৌত্রাদিকভেদবিস্তারং চ যদা পশ্যতি তদেব ব্রহ্ম সম্পদ্যতে । অনবচ্ছিন্ন-জ্ঞানৈকাকারমাত্মনঃ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

হনুমান্ ।—পুনরপি সমাগদর্শনং শব্দান্তরেণ প্রপঞ্চ্যতে যদেতি । একত্র একস্মিন্নাত্মনি স্থিতং বিস্তারং বিকাশং ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর ।—ইদানাং ভূতানামপি প্রকৃতিতাবমাত্মত্বেনোভেদাহুতভেদকৃতমপ্যাত্মনোভেদ-মপশ্যন্ ব্রহ্মবৃষ্টপেতীত্যাহ যদেতি । যদা ভূতানাং স্বাবরজজন্মানাং পৃথগ্ভাবং ভেদং একত্বং একসাম্যেবৈবশরশক্তিরূপারং প্রকৃতৌ প্রলয়ে ত্রিমুপশ্যতি আলোচিত্যি ততএব তস্যা এব প্রকৃতেঃ সকাশাভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অমুপশ্যতি তদা প্রকৃতিতাবমাত্মত্বেন ভূতানামপা-ভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সংপদ্যতে ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

বলদেব ।—যদেতি । অথ জীবো যদা ভূতানাং দেবমানবাদীনাং পৃথগ্ভাবং তদ্বদা-

কারগতং দেবত্বানবস্থদীর্ঘত্বস্বাদিরূপং পার্থক্যমেকস্বং প্রকৃতিগতমেব প্রলয়েহমুপশ্রুতি । ততঃ
প্রকৃতিত এব সর্গে তেষাং দেবত্বাদীনাং বিস্তারঞ্চ পশ্রুতি ন তস্মিন্ তৎ পৃথক্ভাবঃ ন চাত্মনস্ত-
বিস্তারঞ্চ পশ্রুতি স্বপ্রকৃতিবিবিক্তাদ্বন্দ্বনী তদা তদুক্ষ সম্পদ্যতে । তদ্বিক্তমভিব্যাপ্যতাপহত
পাপুদ্যাদিবৃহৎ শুণাষ্টকং স্বমহুভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

মধুসূদন ।—তদেবং মায়াতত্ত্বক্ষেত্রভেদদর্শনমভ্যুজ্জায় ক্ষেত্রজ্ঞভেদদর্শনমপাকৃতং,
ইদানীং তু ক্ষেত্রভেদদর্শনমপি মায়িকক্ষেণাপাকরোতি, যদা যস্মিন্ কালে ভূতানাং স্বাবরজঙ্গমানাং
সর্কেষামপি জড়বর্ণাণাং পৃথগ্ভাবঃ পৃথক্ভং পরম্পরাভিন্নং একস্মিনেবাশ্মনি তদ্রূপে স্থিতং
কল্লিতং কল্লিতস্তাপিষ্টানাদনতিরেকাং সদ্ভূতাদ্বন্দ্বরূপাদনতিরিক্তং অমুপশ্রুতি শাস্ত্রাচার্যোপদেশ-
মহুখমালোচয়তি আট্টৈবদেবং সর্কমিতি এবমপি মায়াবশাদত একস্মাদাশ্মনএব বিস্তারং ভূতানাং
পৃথগ্ভাবং চ স্বপ্রমায়াবদমুপশ্রুতি ব্রহ্ম সংপদ্যতে তদা সজ্জাতীয়বিজ্ঞাতীয়ভেদদর্শনভাবাং
ত্রৈলোক্যে সর্কানর্থশূন্যঃ ভবতি তস্মিন্ কালে “যস্মিন্ সর্কানি ভূতাত্মৈয়ণাত্মবিজ্ঞানতঃ । তত্র
কোমোহঃ কঃ শোক একস্বমুপশ্রুতঃ” ইতি শ্রুতে: প্রকৃতাং চেতাত্মৈয়ভেদেনিরাকৃতং, যদা
ভূতপৃথগ্ভাবমিত্যত্র স্মাদাশ্মভেদোহপীতি বিশেষঃ ॥ ৩১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নমুখং প্রকৃতেরেব কর্তৃত্বং নজ্ঞায়ন ইত্যাহঙ্কার যদেতি । ভূতানাং
বিষয়াদীনাং চ জয়াজ্ঞাদীনাং চ পৃথক্ভাবং নানাভাবেনাবস্থানং পরিদৃশ্যমানমিদং যদা
একস্বং একস্মাদাশ্মনি স্থিতং রজ্জ্বাং সর্পাদিবং কনকে বা কুণ্ডলাদিবং বিলীনং শাস্ত্রাচার্যোপদেশ-
মহুপশ্রুতি তত এব একস্মাৎ বিস্তারঞ্চ ভূতপৃথক্ভাবশূন্যপাণাবস্থামমুপপ্রদিতং পশ্রুতি তদা
ব্রহ্মসম্পত্ততে ত্রৈলোক্যে ভবতি, অসম্ভাবঃ কর্তৃত্বং হি ক্রিয়া পরিম্পন্দঃ সচ পরিচ্ছিন্নশ্চ পৃথক্ভূতশ্চ
প্রাকৃতস্ত ব্রহ্মাদেরেব সম্ভবতি নতু ব্যাপকশ্চ সর্কভূতপৃথক্ভাবগ্রসিঞ্চোরায়ন ইতি ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ ।—যদা ভূতানাং স্বাবরজঙ্গমানাং পৃথগ্ভাবং তত্তদাকারগতং পার্থক্যং একস্বং
একস্মাৎ প্রকৃতাংবস্থিতং প্রলয়কালে অমুপশ্রুতি আলোচয়তি । ততঃ প্রকৃতে: সকাশাদেব
ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অমুপশ্রুতি তদাব্রহ্ম সম্পদ্যতে ত্রৈলোক্যে ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্বে শ্রীভগবানের বাক্য পরম্পরা দ্বারা ক্ষেত্রজ্ঞবিষয়ক
ভেদ অর্থাৎ ক্ষেত্র ভেদে বহুত্ববোধ অপাকৃত হইয়াছে । এক্ষণে পরিদৃশ্য-
মান ক্ষেত্র অর্থাৎ ভূতাদি পদার্থ সংগঠিত দেহ সমূহও যে, পরমার্থতঃ
অভেদাপন্ন ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে । এ সংসারে যাহা কিছু পরিদৃষ্ট হয়,
সকলই সেই এক মাত্র পরমাত্মাতে অবস্থিত, অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয়
করিয়া তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান ও
ক্রিয়াশীল হইয়া এবং তাঁহারই প্রাণে অনুপ্রাণিত হইয়া চেতনাচেতন
পদার্থপুঞ্জ স্ব স্ব নির্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে; স্ব স্ব রূপে দণ্ডায়মান
রহিয়াছে; এবং স্বকীয় কর্ম্মোচিত ফলাফল ভোগ করিতেছে । অতএব

ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, ভূতবর্গ পরম্পর সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবাপন্ন হইলেও সেই এক মাত্র পরম পুরুষেই অবস্থিত, অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, যোম এই পঞ্চ ভূত প্রত্যেকেই সেই পরমাত্মাতেই নিবদ্ধ ছিল, এবং তাঁহারই বাসনায় কার্য্যে প্ররূপ হইয়া বিশ্বের গঠন করিয়াছে। আমা-
দিগের ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল, দেহের প্রাণ, প্রাণের আকাজ্জা সকলই সেই পরম কেত্রেপতি স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডপতির অন্তর্নিবিষ্ট ছিল। আমি তুমি বা সে কেহই নহে; গো অশ্ব, শূক, তিত্তিরি কিছুই নহে; সূর্য্য চন্দ্র তারা কিছুই নহে; গিরি নদী বা ধরিদ্রী কিছুই নহে; সকলই সেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর পরম পুরুষের কুক্ষিগত। আমরা ভিন্ন ভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর নির্দেশ করি, ভিন্ন ভিন্ন নামে জীব ও পদার্থপুঞ্জের পৃথক্ ভাব কীৰ্ত্তন করি; কিন্তু বস্তুর ভাঁহা হইতে ঐ সব, এবং তিনিই সকল। এইরূপে বুঝিতে হইবে যে, প্রাকৃতিক পদার্থ পুঞ্জের বিকাশ ও উদ্ভব কেবল তাঁহা হইতেই ঘটয়া থাকে। একভাবে এক নামে একরূপে বাহ্য এক স্থানে ছিল, তাহার বহুভূরূপ বহুভাবে বিকাশ, ভিন্ন ভিন্ন ভাব কেবল সেই পরমেশ্বর প্রভাবেই ঘটয়াছে। তিনি এক হইয়া ও বহুরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভেদ সৃষ্টি বিরহিত হইয়া সাংসারিক পদার্থপুঞ্জকে যিনি এক ও অভিন্ন ভাবে দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই যথার্থদর্শী। সেইরূপ দর্শনক্ষম মহাত্মাই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অর্থাৎ তিনিই ব্রহ্মাববোধহেতু, কেত্রেসমূহের পার্থক্য দর্শনবিরহিত হেতু ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন, যিনি ভূতগ্রামকে একমাত্র প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং তৎসমূহকে সেই প্রকৃতিরই বিস্তার বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়াছেন। সৃষ্টির আদিতে প্রলয়ান্তে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে পৃথক্ ভাবাপন্ন ভূত সমূহ একত্রাবস্থিত থাকে। পুনরায় সৃষ্টির আরম্ভে সেই প্রকৃতি হইতেই ভূত সমূহের বিস্তার ঘটে। এই তত্ত্ব যিনি সম্যক্রূপে প্রণিপাত করিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বাসুদেব এই শ্লোকোপলক্ষে নিম্নোক্ত শ্রোতৃগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা, "মস্মিন্ নার্মাণি ভূতাত্মানৈবাত্মজানতঃ। তত্র কো যোহঃ কঃ শোকঃ একম্ নুপশ্যতঃ।" (ঈশোপনিষৎ ৭ শ্লোক) ইহার

ভাবার্থ যথা ; যে সময়ে জ্ঞানী সর্বভূতে আত্মদর্শন করেন, তৎকালে সেই একাত্মদর্শনীর শোক বা মোহের সম্ভাবনা নাই ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য তথা শ্রীমদ্ভগবৎ বলিয়াছেন যে, যিনি ভূতপ্রাণকে প্রকৃতিতে অবস্থিত এবং প্রকৃতি হইতেই তত্তাবতের বিস্তার বলিয়া বুঝিয়াছেন, আত্মায় তত্তাবতের অবস্থান নহে, এবং আত্মা হইতে তত্তাবতের বিস্তার নহে, এইরূপ বুঝিয়া যিনি প্রকৃতি হইতে আত্মার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ । অর্থাৎ অনবচ্ছিন্ন জ্ঞান স্বরূপ আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

—(১০ঃ)—

অনাদিত্বান্নিগুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ ।

শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ! ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

অম্বয় ।—হে কৌন্তেয় ! অনাদিত্বাৎ (আদিরহিতত্বাৎ) নিগুণ-
ত্বাৎ (গুণসম্বন্ধশূন্যত্বাৎ) অয়ং অব্যয়ঃ (বিকাররহিতঃ) পরমাত্মা
শরীরস্থঃ (দেহস্থিতঃ) অপি ন করোতি (কর্ম্য অনুভূতিষ্ঠতি) ন লিপ্যতে
(কর্ম্যকলপিষ্ঠো ভবতি ॥ ৩২ ॥

প্রতিশব্দ ।—হে কৌন্তেয় ! অনাদি-হেতু নিগুণ-হেতু এই
অবিকারী পরমাত্মা দেহ-স্থিত-হইয়াও কর্ম্য-করেন না, কর্ম্য-কল-লিপ্ত-
হন না ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে কৌন্তেয় ! আদিরহিত গুণবর্জিত অতএব অব্যয়
এই পরমাত্মা দেহস্থিত হইয়াও কোন কর্ম্যই করেন না এবং কোনও
রূপ কর্ম্যফলে লিপ্ত হন না ॥ ৩২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—একত্বাশ্রয়ঃ সর্বদেহায়ুর্থে তদ্ব্যবসায়ক্ষে প্রাপ্তমিদহুচ্যতে অনাদীতি ।
অনাদিত্বাদনাদের্ভবোহনাদিত্বমাদিঃ কারণং তদগত্বা নাস্তি তদনাদি যদ্যাদিমং তৎ স্বেনায়না
ব্যত্যয়স্বনানিষ্টান্নিরবয়ব ইতি কৃত্বা ন বোতি তথা নিগুণত্বাৎ স গুণোহি গুণব্যয়াদেব্যয়স্ব
নিগুণত্বাচ্চ ন বোতীতি পরমাত্মায়মব্যয়োনাত্ম ব্যয়োবিদ্যাত ইত্যব্যয়োযত এবমতঃ শরীরস্থোহপি
শরীরেস্থান্ন উপলব্ধিভবতীতি শরীরস্থ উচ্যতে, তথাপি ন করোতি তদকরণাদেব তৎফলেন ন
লিপ্যতে যোহি কণ্ঠা স কর্ম্যফলেন লিপ্যতে অয়স্বকণ্ঠা অতেন ফলেন লিপ্যতে ইত্যর্থঃ । কঃ
ঋনর্দেহেষ্ণু করোতি লিপ্যতে চ, যদি ভাবদত্তঃ পরমাত্মনোদেহী করোতি লিপ্যতে চ ইদমমুপপন্ন-

মুক্তং ক্ষেত্রজ্ঞৈরৈকৈঃ ক্ষেত্রজ্ঞকপি মাধিকীতাদি, অপ নাস্তীংখরাদজ্ঞোদেহী কঃ কজ্ঞোতি
লিপ্যতে চেতি বাচ্যঃ পরোবা নাস্তীতি সৰ্বথা দুৰ্দ্ধৈৰ্য্যং চক্ষৌধ্যাকোতি ভগবৎপ্রোক্তমোপনিষৎ
দৰ্শনং পবিত্রজ্ঞং বৈশেষিকৈঃ সাংখ্যাইতবৌদ্ধৈঃ, তদ্ব্যয়ং পরিহারোত্তমবতা যেনৈবোক্তঃ
স্বভাবস্ত প্রবর্ত্তিত ইত্যবিজ্ঞানাত্মস্বভাবোহি কবোতি লিপ্যত ইতি ব্যবহারোত্তমবতি ম তু পরমার্থভঃ,
একস্মিন্ পরমাত্মনি তদন্ত্যত একস্মিন্ পরমার্থসাংখ্যদৰ্শনে স্থিতানাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং পরমহংসপরি-
ব্রাজকণাং তিরস্কৃতানিবাধ্যাবহারণাং কৰ্ম্মাদিকারোনাশ্রীতি তদ্র তত্র দৰ্শিতং ভগবতা ॥ ৩২ ॥

অনিম্মগ্নিঃ ।—পরিপূর্ণ্যেব সৰ্ব্বায়াং প্রাপ্তমাত্মনোদেহাদিগতেন কর্তৃত্বাদিনা তৎস্ব-
দৃষ্টং তি পবিত্রতাপি পঞ্চব্যাসৈরপবিত্রসংসর্গাৎ হ্রদেণেব চুইইমি ত্যাশঙ্কামন্থ্যোত্তরতেন শ্লোক-
মবতারগতি একশ্চেতি । অনাদিত্যেব সাধয়তি আদিত্যতি । তথাপি কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য
কার্য্যকৃত্তবাযাভাবঃ সিধ্যাতীতাহ যদ্বীতি । তথাপি গুণাপকৰ্ম্মদ্বারকোবায়ে ভবিষ্যতি নেত্যাহ
তথ্যেতি । নিরবয়বত্বাদেব অবয়বস্বাক্ষর নিগুণত্বাদুগুণব্যাক্ষর চ ব্যয়মান্যাক্ষেপি স্বভাবতো
ব্যয়ঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যত পরমাত্ম্যেতি । পরমাত্মনঃ স্বতঃ পরতোবা ব্যাভাববৈকল্যতমাত যতইতি ।
অনুচিহ্নি প্রতিষ্ঠত্ব কথং শরীরবস্তুর তদ্রাত শরীরেষুতি । সৰ্ব্বগ হইবে সৰ্ব্বায়াংন চ দেহাদৌ তিতো-
হপি স্বতোদেহাত্ম্যনা বা ন কৰোতি কুটস্থত্বাদ্বেকাদেশেচ কল্পিতত্বাদিভাৎ । কুটস্থত্বাভাষণপি
ভোক্তৃত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যত তদকরণাদিতি । তদেবোপপাদয়তি যোচীতি । পরন্তু কুটস্থত্বাদেব
কন্তু তদিদমিতি পুঙ্খতি কঃ পুনরিতি । পরত্বাদিত্বন্তু কন্তুচজ্ঞাবন্ত কর্তৃত্বাদীত্যাশঙ্ক্যমভূদতি যদ্বীতি
তস্মিন্ পক্ষে প্রাক্রমভক্তঃ স্যাদিতি দুষয়তি ততইতি । ইদম্যতিরিক্তজীবানন্দীকারণোপকম
বিরোধোৎপত্তি শব্দতে অথ্যেতি । তর্হি প্রতীতকুটস্থত্বাদেবধিকরণং বক্তব্যমিতি পূৰ্ণংনাই
কইতি । পরন্তুইব কর্তৃত্বাদ্যাদিরাশ্রিতবক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যত পরোবাতি । নাস্তীতি বাচ্যমিতি
পূৰ্ণেণ সম্বন্ধঃ নহি কুটস্থত্বাদিত্যে পরত্বাদিবাধিবদীধরতমিতি ভাবঃ । পরত্বাত্তত্ত্বা কুটস্থত্বা-
ববিশিষ্টে শরীরত্বোৎপাদিতমূলমপি জ্ঞাত্বং বক্তৃকাশক্যত্বং ত্যজ্যমেবেতি পরীক্ষকসংমতো-
পদংহরতি সৰ্ব্বথ্যেতি । পরন্তু বস্তুনোকৰ্ত্তৃত্বোক্ত্যুচ্চাণিদায়া তদারোপাদেবেষেব তৎপদমাত
মিতি পরিহরতি তথ্যেতি তমেব পরিহারঃ প্রপঞ্চয়তি অবিদ্যোতি । ব্যবহারকে কুটস্থত্বাব-
বিশিষ্টে পাবমার্থিকমেব কিলেবাতে তদ্রাহ নহিতি । বাস্তবকুটস্থত্বাত্যবে লিঙ্গমুপন্যস্তি
অতইতি । ৩২ ।

ব্রাহ্মানুজ ।—অনদিতি । অয়ং পরমাত্মা দেহাদিরূপভাবেন নিরূপিতঃ শরীরতোহ-
প্যানাদিভাববিভাৎসংসর্গঃ নিগুণত্বং সম্বাদিগুণবহিতভগম কৰোতি ন লিপ্যতে যেচ্ছত্বভাবেন
লিপ্যতে ন বধ্যতে ॥ ৩৩ ॥

ইতুমান্ ।—শরীরত্বঃ শরীরমপলভ্যমানঃ ॥ ৩৩ ॥

ঐধর ।—তথাপি সংসারাবস্থায় দেহসম্বন্ধনির্মিতঃ কৰ্ম্মভিত্তংকলেশ অংগঃপাদিভির্দৈ-
বম্যং ছপরিহরমিতি কুতঃ সমদর্শনং তদ্রাহ অনাদিত্যাত্ম্যতি । যন্তুংপজ্জিমং তদেব তি সাদিনন্ত

শুণবদন্ত তস্ত শুণনাশে ব্যয়োভবতি অয়ং তু পরমাত্মা অনাদিনির্গুণশ্চ, অতোহব্যয়ঃ অবিকারী-
তার্থঃ, তস্মাৎ শরীরে স্থিতোহপি ন কিঞ্চিং কৰোতি ন চ কৰ্ম্মফলৈর্লিপ্যতে ॥ ৩২ ॥

বলদেব ।—নহু পরেশমাত্মানঞ্চ বিবিক্তং পশ্চান্ন কৃতার্থো ভবতি ইত্যুক্তিরযুক্ত। এতত্যা
এব ভূতত্যাঃ সমুৎপাদ্য তাত্ত্ববাহুবিনশ্রুতি ন প্রেত্যাসংজ্ঞাস্থিতি জীবন্ত দেহেন সহোৎপত্তিবিনাশ-
প্রবণাদিতি চেষ্টত্ৰাহ অনাদিভাদিতি । অয়মাত্মা জীবঃ শরীরস্থোহপ্যনাদিভ্যাং পরমব্যয়োহব্যয়ত্ব
প্রধানধর্ম্মত্বাদিনাশশূন্তঃ নিগুণত্বাধিকৃতজ্ঞানানন্দস্বরূপ যুক্তযজ্ঞাদিকশ্চ কৰোতি । অতঃ শরীরেন্দ্রিয়-
স্বভাবেনোৎপত্তিবিনাশলক্ষণেন নলিপ্যতে । শ্রুত্যাংস্থৌপচারিকতয়া নেয়ঃ ॥ ৩২ ॥

মধুসূদন ।—আত্মনঃ স্বতোহকর্তৃত্বেনপি শরীরসম্বন্ধোপাদিকং কর্তৃত্বং স্তাদিত্যাশঙ্কাম-
পহুদন্ যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতীত্যেতদ্বিগ্ধোতি । অয়মপরোক্ষঃ পরমাত্মা
পরমেশ্বরাত্মিনঃ প্রত্যগাত্মা অব্যয়ঃ ন ব্যোতীত্যব্যয় সর্ববিকারশূন্য ইত্যর্থঃ । তত্র ব্যাঘাৎপ্র-
ধর্ম্মিস্বরূপত্ববোৎপত্তিমত্তয়া বা ধর্ম্মিস্বরূপত্বাহংপাদ্যত্বেনপি ধর্ম্মাপ্যমেবোৎপত্তাদিমত্তয়া বা তত্র-
জ্ঞমপাকরোতি অনাদিভাদিতি । আদিঃ প্রাগসম্ভাবস্থা সা চ নাস্তি সর্বদা সত আত্মনঃ, অতন্তস্ত
কারণাভাবাজ্ঞানাত্মনঃ, ন হ্যনাদেজ্জন্ম সম্ভবতি তদভাসে চ তচ্ছব্দবস্তাবিনোভাববিকারা ন
সম্ভবন্ত্যেব, অতোন স্বরূপেণ ব্যোতীত্যর্থঃ । দ্বিতীয়ঃ নিরাকরোতি নিগুণত্বাদিতি নির্দর্শকত্বাকো-
দিত্যর্থঃ । ন হি ধর্ম্মিণমবিকৃত্য কশ্চিদ্ধর্ম্ম উপৈত্যতৈপতি বা ধর্ম্মদর্শনোক্তাদাত্মাদয়স্ত নিধর্ম্ম-
হতোন ধর্ম্মদ্বারাণি ব্যোতীত্যর্থঃ “অবিনাশী বা অরয়েমাত্মাহুজ্জিহ্মিমাংসেতি” শ্রুতেঃ । যস্মাদেব
জায়তেহস্তি বন্ধতে বিপবিনমতেহপক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যেবং বড়্ভাববিকারশূন্যঃ আধ্যাত্মিকেন
সম্বন্ধেন শরীরতোহপি তস্মিন্ কুর্তব্যমাত্মা ন কৰোতি যথাত্যাগিকেন সম্বন্ধেন জলন্তঃ সবিভা
তস্মিন্শ্চলত্যপি ন চলত্যেব তদ্বৎ, যতোন কৰোতি কিঞ্চিদপি কৰ্ম্ম অতঃ কেনাপি কৰ্ম্মফলেন ন
লিপ্যতে, যোহি বৎকৰ্ম্ম কৰোতি স তৎফলেন লিপ্যতে ন কয়মকর্তৃত্বাদিত্যর্থঃ । উক্তা দেহঃ সূত্রং
হুংখামিত্যাদৌনাং ক্ষেত্রধর্ম্মত্রকথনাং প্রকট্যৈব চ কৰ্ম্মাণি ক্রিয়মাণানীতি মাত্মাকার্য্যব্যাপদেশাচ্চ,
অন্তএব পরমার্থদর্শনাং সর্বকৰ্ম্মাদিকারনিবৃত্তিরিতি প্রাধ্যাপ্যাতং । এতেনাত্মনোনিধর্ম্মকঙ্ক-
কথনাং স্বগতভেদোহপি নিরস্তঃ, প্রকট্যৈব চ কৰ্ম্মাণীত্যত্র সজাতীয়ভেদোনিবারিতঃ বদা ভূত-
পৃথগ্ ভাবমিত্যত্র বিজাতীয়ভেদঃ, অনাদিভ্যস্মিগুণভাদিত্যত্র স্বগতোভেদ ইত্যাদিতীয়ঃ ব্রহ্মৈবা-
বাস্তেতি সিদ্ধম্ ॥ ৩২ ॥

বীলকর্ণ ।—নবাত্মনোবিভূতেন রূপেণ কর্তৃত্বং মাত্মীকারিদেহস্যাবচ্ছিন্নে তু রূপেণ
তদ্বক্তব্যম্ অত্রথাহুভববিরোধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অনাদিভাদিতি—অয়ঃ সর্বেষাং প্রাণিণাং নীত্যা-
পরোক্ষঃ পরমাত্মাদেহাদিভোহপরমেত্যা আত্মাত্মোক্তঃ কোষপঞ্চকাতীতঃ আত্মা পরমাত্মা
অব্যয়ঃ নব্যোতি পবচ্ছিন্নতে দেশতঃ কালতো বস্তৃতশ্চেতাব্যয়ঃ অব্যয়ঃ অব্যয়ব্বেহতুঃ অনাদি-
ভাদিতি বাক্তি আদিব্রহ্মাকাশাদি তদব্যোতি নহয়ং ব্যোতি অনাদিভ্যাং, নহ্ননাদিতাবস্তানন্তানিয়মে-
নাত্মনঃ কালতঃ পরিচ্ছেদোমাস্ত তথা দেশতঃ পরিচ্ছিন্নস্ত নাশাবশ্তম্ভাবাদনাদিভ্যোগাক
দেশতোহপি পরিচ্ছেদো ব্রহ্মণোমাস্ত নহু পরমাত্মবদ্বিষ্যতীতি চেষ্ট দর্শদিগবচ্ছন্ত প্রদেশভেদবচ্ছ-
-

দ্রবান্ত নিরবয়বরূপাণ্যাদিহে: নহি পরমাণো: পূৰ্ণদিগবচ্ছিন্নোভাগ: পশ্চিমমুখপাবচ্ছেত্ত্বং শক্যতে
অমুতববিরোধাৎ, দেশত: পরিচ্ছেদাভাবাদেবমজ্ঞাতীমবিজ্ঞাতীয়বস্ত্তসম্ভাবকৃত: পরিচ্ছেদোহপি
মাস্ত তথাপি বিচিত্রশক্তিযুক্তস্ত অভিনবপ্রপঞ্চরচনাপটীয়াস: পরস্ত সৰ্বেশ্বরত্বসৰ্বজ্ঞাদিগুণযুক্তস্ত
স্বগতভেদোহবশ্যস্তাবীৰ্যশক্তিমায়াবচ্ছিন্নেন রূপেণ জগৎকভৃৎ দেহাত্মবচ্ছেদেনাঘ্নিহোত্রাদিকভৃৎ
চাবশ্যং বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ নিগুৰ্ণত্বাদিতি যোহি গুণবানাকাশাদি: স সংযোগং বিভাগং বোপাধিং
প্রাপ্য স্বগুণং শব্দম্ আবিষ্করোতি নতু স্বম্মিন্নসত্ত্বং স্পৰ্শং কেনচিদপি উপাধিনা দর্শয়িতুমীষ্টে এব,
আত্মা সৰ্ব্ব গুণহীন: সত্যপাবচ্ছেদনাভে কভৃত্বাদিকং গুণমাবিদুর্দুং ন সমর্থ ইতি ফলতমাহ
শরীরেষ্টোহপি স্পষ্টার্থমেতৎ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ —নমু “কারণং গুণসঙ্কোহস্ত সদগদ্যোনিজসমু” ইত্যুক্তং । তদ্রূপেহগতম্ভেন
তুগ্যত্বেহ’প জীবাত্মৈব গুণালিপ্ত: সংসরতি নতু পরমায়া ইতি । কুতইত্যত আহ অনাদিষাদিতিন
বিদ্যাতে আদি: কারণং যত: স অনাদি: যথা পঞ্চমাত্র পদার্থেন অমুগম উচ্যতে । অর্থেনানাদি
শব্দেন পরমকারণ মুচ্যতে । ততশ্চ অনাদিত্বাৎ পরমকারণত্বাৎ নিগুৰ্ণত্বাৎ নির্গতা গুণা:
স্ৰষ্টাদ্যো বত শুভ্র ভাব স্তব্ধ তস্মাচ্চ জীবায়ানো বিলক্ষণোহয়ং পরমায়া । অব্যয়: সৰ্ব্বদৈব
সৰ্ব্বদৈব স্বীয় জ্ঞানানন্দাদিব্যয় রহিত: শরীরেষ্টোহপিত্ত্বকম্যাগ্রহণাৎ ন করোতি জীববলকর্তা ন
ভোক্তাচ ভবতি । নচ লিপ্যাতে শরীরগুণলিপ্তশ্চন ভবতি ॥ ৩২ ॥

ভাৱপৰ্য্য ।—এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে যে, একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন
দেহে অবস্থিত রহিয়াছেন । সুতরাং দেহের দোষ গুণ অবশ্যই তাঁহাকে
আশ্রয় করিতে পারে ? সাংসারিক দশাগ নানা প্রকার সুখ দুঃখের উদ্ভব
হইয়া থাকে ; পরমাত্মা যখন সকল দেহেই অবস্থিত, তখন ভিন্ন ভিন্ন রূপ
হর্ষশোকের প্রলেপ তাহাতে লিপ্ত হইবে না কেন ? একরূপ ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে
ভিন্ন ভিন্ন ভোগাভোগের মধ্যে থাকিলে তৎসম্বন্ধে সমদর্শনই বা কিরূপে
হইতে পারে ? ইত্যাকার আশঙ্কা সমূহের উত্তর স্বরূপে এই শ্লোক অব-
তারিত হইতেছে । সেই পরমাত্মা অনাদি অর্থাৎ জন্মাদি রহিত ; এবং
সত্ত্ব রজ তম এবং গুণত্রয়ের অতীত, অর্থাৎ এই সকল গুণদ্বন্দ্ব তাঁহাকে
কখনই আশ্রয় করিতে পারেন না ; সুতরাং তিনি সৰ্ব্ববিধ বিকারাদি
পরিশূন্ত । হে অৰ্জুন ! এইরূপ আত্মা শরীরাবস্থিত হইলেও স্বয়ং কোন
কর্মই করেন না, সুতরাং কর্মজনিত ফলাফল তাঁহাতে লিপ্ত হইতে
পারে না ।

পরমেশ্বর অব্যয় । কারণ তিনি অনাদি অর্থাৎ তাঁহার আদি নাই ।
তিনি সত্যস্বরূপে নিত্যাবস্থিত, সুতরাং জন্মাদিক্রূপ বিকার ধর্ম তাঁহাকে

কখনই আশ্রয় করে নাই। অপিচ তিনি নিশ্চয়। বাহা বাহা সন্তুণ, তাহাদেরই গুণ বিকার সম্ভব। কিন্তু পরমাত্মা ত্রিগুণাতীত। এইজন্ম তাঁহার কোন বিকার সম্ভবে না। জন্ম, বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, অপরিণাম, অপক্ষীণতা, বিনাশ, এই ষড়বিধ বিকার আত্মাকে আত্মাকে কখনই অগুমাত্রণ অধীন করিতে পারে না। আধ্যাত্মিকভাবে এই শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ। অতএব এই শরীরের অনুষ্ঠায়মান কোন কর্মই আত্মা সম্পাদন করেন না। কর্মের কর্তৃত্ব থাকিলেই ফলাফল ঘটয়া থাকে। যিনি কর্তা নহেন, ফলাফলের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। সুতরাং কর্তৃত্ববিহীন আত্মাতে কর্মের ফলাফল কখনই লিপ্ত হয় না। জলমধ্যস্থ সূর্য আধ্যাত্মিক ভাবে জলস্থিত, কিন্তু জলের সহিত তাহার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। সুতরাং জল চলিলে বা আন্দোলিত হইলেও নিঃসম্পর্কিত সূর্য প্রচলিত বা আন্দোলিত হন না। তদ্রূপ শরীরের কৃত কার্য্যার্থ্যের ফল আত্মাকে প্রলিপ্ত কবে না। “ইচ্ছাদেহঃ সূখং দুঃখং” (১৩ অধ্যায় ৬ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে বাননা হই সূখ দুঃখাদি ক্ষেত্র ধর্মরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। অপিচ “প্রকৃতিব চ কর্ম্মণি ক্রিয়মাণানি” (১৩ অধ্যায় ২৯ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, সাংসারিক সকল ব্যাপায়ই প্রকৃতি অর্থাৎ মায়ারই কাৰ্য্য। অতএব পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে পরমার্থ-দর্শিগণের কোন কর্ম নাই, এবং কর্মের বন্ধন নাই। এতাবত আত্মার নিধর্ম্যকই প্রতিপন্ন হইতেছে, অর্থাৎ তিনি ধর্ম্য নহেন, ধর্মী নহেন, ; কাৰ্য্য সাধনরূপ বাধ্য বাধকতা ভাব তাঁহাতে নাই, এবং সেই সাধন অনিত ফলাফলরূপ ধর্ম্মহও তাঁহার নাই। সজাতীয় বিজাতীয় ও শ্রুত এই ত্রিবিধ ভেদই তাঁহার নাই। ভগবান্ স্বয়ং ও বলিয়াছেন, “স্বভাবস্ত প্রবর্ততে” এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ব্যবহারতঃ সমস্তই বিদ্যা করিতেছেন, পরমাত্মার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। জ্ঞানবলে বদীয়ান্ হইয়া যে পরমহংস পরিত্রাজক মহাপুরুষগণ কর্ম বন্ধন উপেক্ষা করিয়া সংসারত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর কর্ম্মাধিকার থাকে না।

পূর্বে আত্মাকে সর্বভূতে সমবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

সহজেই মনে হইতে পারে যে, ভূতগ্রামে যখন তিনি অধিষ্ঠিত, তখন ভিন্ন ভিন্ন ভূতের আবির্ভাবের সহিত হয় তো আত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে ; এবং তত্তাবতের তিরোধানের সহিত গীহারও তিরোধান হয় । এই আশঙ্কা নিবারণের নিমিত্তই এস্থলে তাঁহার অনাদিময় ধর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে । গীহার আদি অর্থাৎ জন্ম নাই, তাঁহার শেষ অর্থাৎ মৃত্যুও থাকিতে পারে না । পূর্বে তাঁহাকে সর্বপ্রকার গুণধর্মাবিশিষ্ট পদার্থে অবস্থিত বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে । ইহাতেও যদি মনে হয় যে, তত্তাবতের গুণ তাঁহাকে আশ্রয় করে অর্থাৎ সংগুণাদি প্রধান দেবতাদের ধর্ম রজঃ গুণাদি প্রধান মনুষ্যাদির ধর্ম এবং তমগুণ প্রধান অমুরাদির ধর্ম তাঁহাকে আশ্রয় করে । এই আশঙ্কা নিরাসার্থ এস্থলে তাঁহাকে নিগুণ বলিয়া উল্লেখ করা হইল । মুদ্রিত “অব্যয়” বিশেষণ অনাদিময় ও নিগুণত্বের পরিণাম স্বরূপ । অর্থাৎ অনাদিময় ও নিগুণত্ব ধর্ম গীহার আছে, তিনি স্বতন্ত্র আবির্ভাবী ও অপরিণামী ॥ ৩২ ॥

—(৩)—

যথা সর্বগতং সৌক্ষ্মাদাকাশং নোপলিপ্যতে ।

সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

অর্থ—যথা সর্বগতং (সর্বব্যাপকং) আকাশং সৌক্ষ্মাৎ (অসঙ্গত্বাবাৎ) ন উপলিপ্যতে (সম্বধ্যতে) তথা সর্বত্র দেহে অবস্থিতঃ (উপগতঃ) আত্মা ন উপলিপ্যতে (লিপ্তো ভবতি) ॥ ৩৩ ॥

প্রতিশব্দ—যে রূপ সর্বগত আকাশ সূক্ষ্মত্ব-কেন্দ্র লিপ্ত হয় না, সেইরূপ সকল দেহে অবস্থিত আত্মা লিপ্ত-চন না ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা—আকাশ যে রূপ সর্বপানার্থগত হইয়াও তাহাদের সহিত লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মাও বিশ্বের যাবতীয় শরীরে উপগত হইয়াও তত্তৎ শরীরের গুণধর্মাদির দ্বারা প্রলিপ্ত হয় না ॥ ৩৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য—কিমিহ ন করোতি ন লিপ্যতে ইত্যত্র দৃষ্টাঘমাত যথা সর্বগতমিতি । যথা সর্বগতঃ সর্বব্যাপ্যপি সৎ সৌক্ষ্মাৎ সঙ্গত্বাদাকাশং নোপলিপ্যতে ন সম্বধ্যতে সর্বত্র অবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

আনন্দগিরি ।—হৃদ্যতাবাদপ্রতিহতস্বভাববাদিতার্থঃ, ন সন্ধ্যাতে পক্ষাদিত্যরতি
শেষঃ ॥ ৩৩ ॥

রামানুজ ।—যদ্যপি নিগুণত্বম্ করোতি নিত্যসংযুক্তঃ দেহস্বভাবৈঃ কথং ন লিপ্যতে
ইত্যত্রাহ যথাকাশং সর্কগতমপি সর্কৈরুজ্জ্বলিতঃ সংযুক্তমপি সৌক্ষ্ম্যাং সর্কবস্ত্বস্বভাবৈর্ন লিপ্যতে
তথাস্মাদিসৌক্ষ্ম্যাং সর্কত্র দেবমহুযাদৌ দেহেহবস্থিতৌহপি তত্তদেহস্বভাবৈর্ন লিপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

হনুমান্ ।—খনতু ধারাহি (?) ॥ ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর ।—তত্র হেতুঃ সদৃষ্টান্তমাহ যথেন্দি । যথা সর্কগতং পক্ষাদিষপি স্থিতমাকাশং
সৌক্ষ্মাদিসন্ধ্যাতং পক্ষাদিভিনেপলিপ্যতে তথা সর্কত্র উত্তমে মধ্যমে অধমে বা দেহে স্থিতৌহ-
প্যাস্মাদি নোপলিপ্যতে দৈহিকৈকদোষগুণৈর্ন যুক্ত্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

বলদেব ।—নহু শরীরে স্থিতস্তদ্বৈশ্বঃ কুতো ন লিপ্যতে ইত্যত্রাহ যথেন্দি । যথা
সর্কত্র পক্ষাদৌ গতং প্রবিষ্টমপ্যাকাশং সৌক্ষ্মাত্তদ্বৈশ্বৈর্ন লিপ্যতে তথাস্মাদি জীবঃ সর্কত্র দেবমান-
ষাদিবুজাবচে দেহে স্থিতৌহপি তদ্বৈশ্বৈর্ন লিপ্যতে সৌক্ষ্মাদেব ॥ ৩৩ ॥

মধুসূদন ।—শরীরস্থৌহপি তৎকর্মণা ন লিপ্যতে স্রমসমস্তাদিত্যত্র সদৃষ্টান্তমাহ যথেন্দি
সৌক্ষ্মাদিসন্ধ্যাতং আকাশং সর্কগতমপি নোপলিপ্যতে পক্ষাদিভির্ন যথেন্দি সদৃষ্টান্তার্থঃ ।
স্পষ্টমিতরং ॥ ৩৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নিগুণত্বম্ করোতীতি সিদ্ধম্ অসন্ধ্যায়োপলিপ্যত ইত্যাহ যথেন্দি যথা
আকাশো ধূমাদিনা ন লিপ্যতে সৌক্ষ্মাদিসন্ধ্যাতং এবমাস্মাদি পুণ্যপাদিনা নোপলিপ্যত
ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—অথ সদৃষ্টান্তমাহ । যথা সর্কত্র পক্ষাদিষপি স্থিতমপ্যাকাশং সৌক্ষ্ম্যাং অসন্ধ্যাতং
পক্ষাদিভিন লিপ্যতে তদ্বৈশ্বৈ পরমাস্মাদেহিকৈগুণৈর্ন দৌর্বৈশ্ব্যচ ন যুক্ত্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীভগবান্ পূর্বে বলিরাছেন যে, আস্মাদি সর্কভূতাবস্থিত
হইলেও বিভিন্ন ভাবাপন্ন ভূতাত্মার আস্মাদি লিপ্ত হয় না । বর্তমান স্রোকে
এই তত্ত্ব সর্কনাশারণের বোধোপযোগী সরল সদৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্বক বিশদ
করিতেছেন । যে আকাশ বিশ্ব সংসারের সর্কত্র পরিব্যাপ্ত, পুতিগন্ধ পরি-
পূরিত গলকোমর অথবা কীটাকুলিত পয়ঃপ্রণালীতলস্থ পক্ষে অথবা ক্রু-
মি-
সঙ্গুল বিগতজীবগলিতশরীরে সর্কত্রই তাহার সমবিদ্যমানতা । স্থানভেদে
বা অবস্থাভেদে আকাশের গমনাগমনের ভারতম্য নাই । কিন্তু যেখানে যে
ভাবে আকাশ কেন বিরাজমান হউক না, তাহা যে আকাশ সেই আকাশই
থাকে ; কোন বস্তুর গুণ ধর্মের প্রলেপ আকাশে লিপ্ত হয় না । গোময় বা
চন্দন, পক্ষ বা সলিল কাহারও প্রলেপ আকাশে লাগিয়া থাকে না ।

আকাশ চিরদিনই সমান ধর্মাক্রান্ত ও সমভাব । এইরূপে বুদ্ধিতে হইবে যে আত্মাও যে কোন পদার্থে অধিষ্ঠিত থাকুন না কেন, সেই পদার্থের গুণধর্ম তাঁহাতে প্রলিপ্ত হয় না, বা তাঁহাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করিতে পারে না । আকাশ অতিশয় সূক্ষ্ম বস্তু, এই জন্যই সর্বত্রগত হইলেও তাহাতে কোন বস্তুর প্রলেপনস্খাবনা নাই । আত্মাও বর্ণনা গীত কল্পনা গীত । যে যে বস্তুকে আমরা সূক্ষ্ম বলিয়া মনে করি, তিনি তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম । সুতরাং সর্বব্যাপী সর্বময় হইলেও কোন বস্তুর প্রলেপ তাঁহাতে লিপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই । যদি কেহ মনে করিয়া থাকেন যে নিগুণত্ব হেতু আত্মায় ভূত সমূহের গুণ ধর্মের সংযোগ না ঘটিলেও তত্ত্বাবত্তের প্রলেপ তাঁহাতে কেন লিপ্ত না হইবে ? এই শ্লোকে তাঁহাদিগেরও সে আশঙ্কা নিবারিত হইল ॥ ৩৩ ॥

—(০)—

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ ।

ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত । ॥ ৩৪ ॥

অনুব্র ।—হে ভারত ! (ভারতকুলসম্ভব !) যথা একঃ রবিঃ (সূর্য্যঃ) ইমং কৃৎস্নং (সমগ্রং) লোকং প্রকাশয়তি (আভাসয়তি) তথা ক্ষেত্রী (পরমাত্মা) কৃৎস্নং (সমগ্রং) ক্ষেত্রং (দেহং) প্রকাশয়তি (ভাসয়তি) ॥ ৩৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—হে ভারত ! যে রূপ এক সূর্য্য এই সমগ্র লোককে প্রকাশিত-করেন, তদ্রূপ পরমাত্মা সমগ্র দেহকে প্রকাশিত-করেন ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে ভারত ! যে রূপ এক সূর্য্য উদ্ভিত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশিত-করেন, তদ্রূপ পরমাত্মাও সমগ্র ক্ষেত্রের মধ্যে বাস করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করেন ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চ যথা প্রকাশয়তীতি । যথা প্রকাশয়ত্যভাসয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ সবিহাদিত্যঃ, তথা তদ্ব্যবহৃত্যাদি প্ৰত্যয়ঃ ক্ষেত্রমেকঃ সন্ প্রকাশয়তি কঃ ক্ষেত্রী পরমাত্মাত্যর্থঃ । রবির্দৃশ্যস্তোহধ্যাত্মন উভয়াপ্নোহপি ভবতি রবিবৎ সর্বক্ষেত্রেষুধিকঃ আত্মা অপ্লেপকশ্চেতি ॥ ৩৪ ॥

আনন্দশিখার — ন করোতি ন লিপ্যতে চেতার দ্রষ্টৃভ্যেন দৃশ্যধর্মশূন্যং হেতুমা-
তিক্ষেতি । দৃষ্টাভ্যেন বিবক্ষিতমর্থদর্শয়তি রবীতি । উভয়বিধধর্মার্থমেব ক্ষুণ্ণয়তি রবিবিদতি
॥ ৩৪ ॥

রামানুজ । — যথেন্তি । যথৈক আদিত্যঃ স্ময়া প্রভয়া কুংসমিমং লোকং প্রকাশয়তি
তথা ক্ষেত্রমপি ক্ষেত্রী মমেনং ক্ষেত্রমীদৃশয়তি কুংসং বহিরন্তশ্চাপাদতল মন্তকং স্বকীয়েন জ্ঞানেন
প্রকাশয়তি । প্রকাশ্যলোকং প্রকাশকাদিত্যবদেদিতৃভ্যেন বেত্তভূতাদিত্যং ক্ষেত্রাদিত্যস্তবিগক্ষ-
ণোহম্মুক্তলক্ষণায়াং তার্থঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর । — অঙ্গসম্বন্ধেণোনাভীত্যাকাশদৃষ্টাভ্যেন দর্শিতং প্রকাশকভ্যক্ত প্রকাশ্যদৈর্ঘ্য-
যুক্তাৎ ইতি রবিতৃষ্টাভ্যেতমাহ যথা প্রকাশয়তীতি । স্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

বলদেব । — বেদধর্মশূণ্যলিঙ্গ এবান্মা স্বদর্শেণ দেহং পৃষ্ঠাতীতাহ যথেন্তি । যথৈকো
য়বিরিমং কুংসং লোকং প্রকাশয়তি প্রভয়া তথৈকঃ ক্ষেত্রী জীবঃ কুংসমাপাদমন্তকমিদং ক্ষেত্রং
দেহং প্রকাশয়তি চেতয়তি চেতনয়েত্যেবমাহ সুত্রকারঃ “পুণাঙ্গ লোকবদি”তি ॥ ৩৪ ॥

মধুসূদন । — ন কেবলমঙ্গসম্বন্ধাবাদান্মা নোপলিপ্যতে প্রকাশকভ্যাপি প্রকাশ-
্যদৈর্ঘ্য লিপ্যত ইতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেন্তি । যথা রবিরেকএব কুংসং সর্বমিমং লোকং দেহেন্দ্রিয়-
লত্বাতঃ জপবস্ত্রমা গ্রহীতি যাবৎ প্রকাশয়তি ন চ প্রকাশ্যদৈর্ঘ্যলিপ্যতে, ন বা প্রকাশ্যভেদাদিত্যভেদে,
তথা ক্ষেত্রী ক্ষেত্রজ একএব কুংসং ফেবং প্রকাশয়তি হে ভাবত! অতএব ন প্রকাশ্যদৈর্ঘ্য-
লিপ্যতে ন বা প্রকাশ্যভেদাদিত্যভেদ ইত্যর্থঃ । “স্বর্গোবাণা সর্বলোকশ্চ চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুর্নৈবোহ-
দোদৈঃ । একস্তথা সর্বভূতাস্তবায়ান লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহুঃ” ইতি শ্রুতঃ ॥ ৩৪ ॥

নীলকণ্ঠ । — ন করোতি ন লিপ্যত ইতি দ্বয়মপি দৃষ্টান্তান্তরেণ প্রতিপাদয়তি যথেন্তি
যথা স্বর্গো অসম্বাদ্যেণ বিশ্বং প্রকাশয়তি নতু ব্যাপারাবিষ্টতয়া কুবিন্দ ইব পটং, যথা চৈব
প্রকাশ্যদৈর্ঘ্যগন্ধাদিভিনলিপ্যতে এবময়ং ক্ষেত্রীক্ষেত্রজঃ স্বর্গাবলোক এব সন্ অনেকধা ভূত-
ক্ষেত্রং মহাত্মানীতাদিনা চতুর্দিশতিতমায় কমিচ্ছাদেবাদবিকারগুণং তৎসম্বাদ্যম্বল
প্রকাশয়তি হে ভাবত! নতু ব্যাপারাবিষ্টতয়া তৎ সম্পাদয়তি তদ্ব্যবহিকার পূণ্যপাদিভিন
লিপ্যতে স্বর্গাদৃষ্টাভ্যেন একইমকর্তৃব্রহ্মজন্মলগ্নপদঞ্চ দর্শিতম্, তথা চ শ্রুতয়ঃ “যথাহয়ং জ্যোতি-
রান্নাবিবরানপোতিরাবহুক্ষপোহহুগজ্জন্ উপাদিনা ক্রিয়তে ভেদকপোষেবঃ ক্ষেত্রেভ্যেবমজোহয়-
মায়্যা । হর্যো যথা সর্বলোকশ্চ চক্ষুর্নলিপ্যতে চাক্ষুর্নৈবোহদোদৈঃ একস্তথা সর্বভূতাস্তবায়ান
ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহুঃ” ইতি ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ । — প্রকাশকভ্যক্ত প্রকাশ্যদৈর্ঘ্যযুক্তাৎ ইতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেন্তি । রবির্যথা
প্রকাশকঃ প্রকাশ্যদৈর্ঘ্যযুক্তাৎ তথা ক্ষেত্রী পরমায়্যা । “স্বর্গো যথা সর্বলোকশ্চ চক্ষুর্নলিপ্যতে
চাক্ষুর্নৈবোহদোদৈঃ । একস্তথা সর্বভূতাস্তবায়ান লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহুঃ” ইতি
শ্রুতঃ ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে আত্মার প্রলেপ সম্ভাবনা শূন্যতার বিষয় দৃষ্টান্ত সহকারে পরিব্যক্ত হইয়াছে। অধুনা অত্ৰ এক দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই ব্যক্ত করা হইতেছে যে, আত্মা সৰ্ব্বভূতের প্রকাশক হইলেও তৎপ্রকাশিত পদার্থপুঞ্জের সহিত তাঁহার সংযোগের কোনই সম্ভাবনা নাই। নভো-মণ্ডলে প্রতিদিন উষা সমাগমে যে দিনদেবের অত্যাঙ্কল মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়, তিনি এক হইলেও বিধের যাবতীয় পদার্থের প্রকাশক। সেই মরীচিমালীর কিরণ প্রকাশে অন্ধকারের আবরণ সুদূরে পলায়ন করে এবং পদার্থ পুঞ্জের মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়। দিনমণি এক হইলেও সৰ্ব্বপ্রকাশক, সৰ্ব্বত্র আলোক দাতা, এবং সৰ্ব্ব পদার্থে বিকীর্ণ। তথাপি কোন পদার্থের সহিত তাঁহার সংযোগ নাই, কোন পদার্থের ধর্ম্ম বা ভাব তিনি পরিগ্রহ করেন না। আত্মাও সেইরূপ সৰ্ব্ব প্রকাশক হইলেও কোন পদার্থের সহিত সংযুক্ত নহেন। সমালোচ্য শ্লোকের দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মার দুইটি তত্ত্ব বিশদীকৃত হইতেছে। প্রথম রবির ত্যায় আত্মাও কোন পদার্থেই লিপ্ত নহেন; দ্বিতীয়, সূর্য্য বিভিন্ন পদার্থ হইয়া নানারূপ পদার্থের প্রকাশক হইলেও সকল সময়ে একই থাকেন, নানা ভাবাপন্ন হন না। আত্মাও তদ্রূপ এক এবং সমভাবাপন্ন। কঠোপনিষদেও এসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি সুমধুর বচন আছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। “অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সৰ্ব্বভূতান্তরায়া রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ ॥ বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সৰ্ব্বভূতান্তরায়া রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিষ্চ ॥ তুর্য্যো যথা সৰ্ব্বলোকস্ত চক্ষুর্নলিপ্যতে চাক্ষুযে সীদ্ধদোষৈঃ। একস্তথা সৰ্ব্বভূতান্তরায়া ন লিপ্যতে লোকভুংখেন বাহুঃ ॥” (কঠোপনিষৎ ৫ম বঙ্গী ৯।১০।১১ শ্রুতি) ভাবার্থ যথা; যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবেশ করিয়া পদার্থ সমূহের রূপানুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপদারী হইয়াছেন, তদ্রূপ একই আত্মা নানা প্রকার পদার্থ ভেদে নানাবিধ রূপ হইয়াছেন অথচ সকলের বাহিরেও আছেন। যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তু সমূহের অনুরূপ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ একই আত্মা বিবিধ বস্তু ভেদে বিবিধরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অথচ তাহাদের বাহিরেও বর্ত্তমান আছেন। সৰ্ব্বলোকচক্ষু সূর্য্য যেমন চাক্ষুয বাহু শুচি বা অশুচি বস্তুর

দোষ গুণে লিপ্ত হন না, তদ্রূপ একই পরমাত্মা সর্বভূতগত হইয়াও তাহাদের দুখের দ্বারা লিপ্ত হন না ।”

আত্মতত্ত্বাববোধের অনুকূল বিবেচনায় আমরা এস্থলে বেদান্ত দর্শন হইতে চারিটি সূত্র উদ্ধৃত করিতেছি। যথা; “অবিরোধশ্চন্দনবৎ ।” “অবস্থিত্তিবৈশেষ্যাদিতি চেম্মাভ্যুপগমাদ্দি হি ।” “গুণাচ্ছালোকবৎ ।” “ব্যতিরেকো গন্ধবৎ ।” (বেদান্ত দর্শন ২য় অধ্যায় ৩য় পাদ ২৩ । ২৪। ২৫। ২৬ শ্লোক) এই সূত্র নিচয়ের তাবার্থ যথা; আত্মা সূক্ষ্ম হইলেও চন্দন স্পর্শ দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার দেহব্যাপী কার্যকারিতার বাধ হয় না। কিন্তু চন্দনের প্রত্যক্ষভাবে একস্থানে অবস্থান হেতু আত্মার সহিত তাহার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। কারণ ইহা নিশ্চিত আছে যে, আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত। দীপ অগ্নি হইলেও তাহার প্রভা যেমন সমগ্র গৃহ ব্যাপিয়া থাকে, তদ্রূপ আত্মা চৈতন্য অণু হইলেও তাহা সর্বব্যাপী এবং তদ্বারা দেহ কার্যক্ষম হয়। গন্ধ যেমন পুস্পাদি আশ্রয় দ্রব্য ব্যতিরেকেও থাকিতে পারে এবং বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ আত্মা চৈতন্যও আশ্রয় ব্যতীত সমস্ত দেহে বিস্তৃত হইতে পারে * ॥ ৩৪ ॥

* এই সূত্র চতুষ্টয় উপলক্ষে যে যে রূপ বিচারের আবর্তন হইতে পারে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কৃত শারীরক ভাষ্যে তাহা উপাধিত হইয়াছে। এই লগ্ন নিম্নে সেই ভাষা উদ্ধৃত হইতেছে। “বথাহি হরিচন্দনমিশ্রঃ শরীরৈকদেশ সম্বন্ধোহপি সন্মুখসকল দেহব্যাপিনমজ্ঞানং কুরোতি, এবমাত্মাপি দেহৈকদেশস্থসকল দেহব্যাপিনীকুপলজিং কস্মিন্যপি, তৎ সম্বন্ধাচ্চাস্ত সকলশরীরগতাবেদনা ন বিরখ্যতে, তথাহ্নোহি সম্বন্ধঃ কৃৎসনাঃ স্বেচিবর্ততে, যৎ চ কৃৎসনশরীরব্যাপিনীতি ॥ ২৩ ॥ অত্রাহ। বহুস্তমসিরোধশ্চন্দনবদিত উদযুক্তং, দৃষ্টান্তদ্বাষ্টান্তিকচোর-ভুল্যাবৎ। নিজে হান্ননোদেহৈকদেশস্থত্বে চন্দন দৃষ্টান্তো ভবতি। প্রত্যক্ষত চন্দনস্যাবস্থিত্তি বৈশল্যমেক-দেশস্থত্বং সকলদেহাঙ্গাদানক। আত্মনঃ পুনঃ সকলদেহোপলক্ষিত্বাৎ প্রত্যক্ষং নৈকদেশগতিত্বম্। অহুমেরত্ত ভবতি। বদ্যপ্যচ্যোত, ন চাত্মানুমানম্ সম্ভবতি। কিমান্ননঃ সকলশরীরগতা বেদনা তগিন্দিয়ন্তেব সকলদেহ-ব্যাপিনঃ সতঃ কিম্ বা বিভোজনভস ইব আহোমিচ্ছন্দনাবলোহিবাণোরেক দেহস্থত্বোক্ত সংশয়ান্নিনুজ্ঞেতি। অত্রোচ্যোত। নাইয়ং দোষঃ। কমাৎ? অভ্যুপগমাৎ। অভ্যুপগমাতে হান্ননোহপি চন্দনস্তেব দেহৈক-দেশস্থিত্ত্বমবস্থিত্তিবৈশেষ্যম্। কথমিতি। উচ্যতে। হৃদিভেদ আত্মাপ্যচ্যোত বেদান্তে ‘হৃদিভেদ আত্মা’ ‘সবাএব আত্মা’ হৃদি কতম আত্মা “যোঃয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেন্দ্রিয়াদ্যন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষঃ” ইত্যাদ্যুপদেশোভাঃ। তস্যাং দৃষ্টান্তদ্বাষ্টান্তিকচোরবৈশেষ্যাদ্যুদযুক্তমৈবৈকদেশস্থত্বমবদিত ॥ ২৪ ॥ চৈতন্যগুণব্যাপ্তেৰ্কাংগোপনি সতো জীবন্য সকলদেহব্যাপি কার্যং ন বিরখ্যতে। বথা লোকে মণিপ্রদীপপ্রভৃতীনামগবরৈকদেশ বর্তিন-মণি প্রভাংপবরক্যাপিনী সত্যী কৃৎস্নেংপবরকে কার্যং কুরোতি তদ্বৎ। স্যাৎ কলটিচ্ছন্দনস্য সাবরবদ্যৎ পুণ্যাবরবদিসর্পনোপি সকলদেহ আত্মাদিত্ত্বং ন তথাহ্নাব্যাবরবঃ সতি যৈরয়ং সকলং দেহংবিপ্র

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা ।

ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্য়ান্তি তে পরং ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং

ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং

যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিজ্ঞান-

যোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

—(০)—

অন্বয় ।—এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (শরীরশরীরিণোঃ) অন্তরং
(ভেদং) জ্ঞানচক্ষুষা (বিবেকসম্পন্নচক্ষুষা) যে (জ্ঞানিনঃ) বিদুঃ
(জানন্তি) ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ (ভূতানাং প্রকৃতিসকাশাং মোক্ষোপায়ং)
চ [বিদুঃ] তে পরং (ব্রহ্ম) যান্তি (প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৩৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—এইরূপ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের ভেদকে জ্ঞান-চক্ষু-দ্বারা যে
জ্ঞানিগণ জানেন, এবং ভূতগণের-প্রকৃতির-নিকট-হইতে মোক্ষোপায়
[জানেন] তাঁহারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত-হন ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে জ্ঞানিগণ পূর্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ
বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন চক্ষুদ্বারা দর্শন করিতে পারেন, এবং প্রকৃতি হইতে
ভূতগণের মোক্ষোপায়কে জানেন, তাঁহারা পরমার্থস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥

সর্গতীত্যাশ্রয় গুণায়া লোকবহিঃস্থজ্ঞা । কথং পুনঃপৌণ্ডরিয়াতিরেকেণান্যত্র বর্তত । নহি পটস্য
গুরোগুণঃ পটবতিরেকেণান্যত্র বর্তমানো দৃশ্যতে । প্রদীপঃপ্রভাবদ্ব্যপেরিতি চেৎ, ন । তস্যাপি ত্রয়া-
ভূগুণম্ভাব । নিষিদ্ধাধরবং হি তেজোজ্ঞাং প্রদীপঃ, প্রদীপোবদ্যং তেজোদগমেব প্রভেতি । অত উক্তং
পঠতি ॥ ২৪ ॥ যথা গুণস্যাহ্মি সত্যো গন্ধস্য গন্ধবদ্ব্যব্যতিরেকেণান্যত্র বৃত্তির্ভব্যাঃপ্রাপ্তেদ্যপি কৃষ্ণমাবিহু
গন্ধংস্ব পক্ষাপলভেৎ, এবমধোরপি সত্যো জীমস্য তৈতন্যগুণবতিরেকো ভবিষ্যতি । অতশ্চানেকান্তিকমেতন্-
ভগবান্গুণাদিবদ্যদ্রবিরেবানুপপত্তিরিতি গুণসৌম্য সত্যোগন্ধসাম্যবিষয়বর্ণনাৎ । গন্ধস্যাপি সত্বেবায়রেক
বিষয় ইতি চেৎ, ন । বসান্মূল ত্রয়াবিরেবভস্য করগ্রসঙ্গাৎ । অক্ষীরমাপমপিতং পূর্বাংদ্ব্যতো পরভে

শঙ্করাচার্য্য ।—সমস্তাধার্ম্যার্থোপসংহারার্থোহয়ং শ্লোকঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঁরিত । ক্ষেত্র-
ক্ষেত্রজ্ঞয়োঁর্যথাব্যাত্যাতয়োঁরবৎ যথাশ্রদ্ধাশ্রিত্যপ্রকারেণ অন্তর্যমিতরতরতৈলক্ষণ্যবিশেষঃ জ্ঞানচক্ষুষা
শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতমাত্মপ্রত্যয়কং জ্ঞানং চক্ষুস্তেন জ্ঞানচক্ষুষা ভূতপ্রকৃতিমৌক্ষ্যং ভূতানাং
প্রকৃতিরবিজ্ঞানক্ষণাব্যাক্ষ্যাত্মা তস্মা ভূতপ্রকৃতেষ্যৌক্ষণমভাবগমনঞ্চ যে বিহুঁব্জানন্তি, যান্তি
গচ্ছন্তি তে পরং পরমাণতৎ ত্রক্ষ ন পুনর্দেহমাদদতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজাপাদিশ্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্কর ভাগবতকৃতৌ

গীতাভাষ্যে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

জ্ঞানন্দগিরি ।—অধ্যায়ার্থঃ সফলমুপসংহরতি সমস্তেতি । বিশেষকৌট্যপরিণামাদি
লক্ষণশ্চদেবমমানিষাদিনিষ্ঠতয়া ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যবিজ্ঞানবতঃ সর্বানর্থনিবৃত্ত্যা পরিপূর্ণপরমান-
ন্দাবির্ভাবলক্ষণপুরুষার্থসিদ্ধিরতিসিদ্ধং ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শুদ্ধানন্দপূজাপাদিশ্য-ভগবদানন্দগিরি বিরচিত্তে

শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যবিবেচনে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

রামানুজ ।—ক্ষেত্র ইতি । এবমুক্তেন প্রকারেণ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঁরন্তরং বিশেষম্
বিবেকবিষয়জ্ঞানাগোন চক্ষুষা যে বিহুঃ ভূতপ্রকৃতয়োঁক্ষ্যং চ তে পরং যান্তি । তে নিষ্পৃক্ত-
বন্ধনমাত্মানং প্রাপ্নুবন্তি । এবমুক্তেন প্রকারেণ মৌক্ষ্যতেহনেনেতি মৌক্ষ্যঃ অমানিষাদিকমুক্ত-
মৌক্ষ্যসাধনমিত্যর্থঃ । ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঁর্যিবেকবিষয়েণ উক্তেন জ্ঞানেন তয়োঁর্যিবেকং বিদিত্বা
ভূতপ্রকৃতিমৌক্ষ্যপায়মমানিষাদিকঞ্চাবগম্য যে আচরন্তি তে নিষ্পৃক্তবন্ধাঃ সেন কপণাবস্থি-
মনবচ্ছিন্ন লক্ষণমাত্মানং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বিরচিত্তে গীতাভাষ্যে

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

অঙ্গনা তৎপূর্নাবৈঠুৎকর্যাদিত্তীথেত । সাদেতৎ । গন্ধাশাশাং গিল্লিষ্টানামববানামজ্জহাৎ সন্নপি দিল্পেবো
নোপলক্ষ্যতে, তন্মাত্রি গন্ধপরমাণবঃ সর্বতো 'বগত্'হা গন্ধবুদ্ধিমুৎগাদয়ন্তি নাসিকাপুটমুৎপ্রসিশ্লন্তি ইতি
চেৎ, ন, অতীন্দ্রিয়হাৎ পরমাণুনাং ক্ষুটগন্ধোপলক্ষ্যন্ত, নাগকেশরাদিহু । নচলোক প্রতীতিগন্ধবদ্রনামাজ্ঞা-
মিতি, গন্ধ এবাত্মা ইতি তু লোকিকাঃ প্রতীযন্তি রূপাদিশব ব্যতিবেকামুণলার্জ্জস্মাণাবুক্ত আশ্রয় ব্যতি-
বেক ইতি চেৎ, ন, প্রত্যক্ষবাদশ্রম্যানপ্রবৃত্তেঃ । তস্মাদ্ভবদ্বয়া লোকে দৃষ্টং তৎ তথৈগামমন্তব্যং নিরুপটৈ-
র্নাভ্যর্থ । নহি রসো গুণো জিহ্বরোপলভ্যত ইত্যতো রূপাহোচপি গুণা জিহ্বৈবোপলভ্যভারমিতি নিরন্ত-
রলক্ষ্যতে ॥ ২২ ॥

যেমন শব্দেব একত্বেন এক বিন্দু চক্ষুস দ্বাপিত ইতিলে সর্বগবীংবাণী জ্ঞানাদি চক্ষু, সেইরূপ ঘেঁহেক—
ঘেঁহু জ্ঞানো সকল দেহবাহী বেদনাদির উপলক্ষি (অনুভব) করেন । ইহ লক্ষ্য থাকার অর্থ উপলক্ষি

হনুমান্ ।—ভূতপ্রকৃতিস্বায়া তস্তা মোক্ষো ভূতপ্রকৃতিমোক্ষস্তং ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ৈ পৈশাচ ভাষ্যে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রীধর ।—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ প্রাধিকার-
জ্ঞায়োরন্তরং ভেদং বিবেকজ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিহঃ, তথা স্বেমুক্তা ভূতানাং প্রকৃতিভুক্তাঃ
সকাল্যাং মোক্ষং মোক্ষোপায়ং দ্যানাদিকঞ্চ যে বিহুস্তে পরং পদং যান্তি । বিবিক্তো যেন তস্মৈ
মিশ্রো প্রকৃতিপুরুষো । তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরং ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াম্বিক্রমতীকায়াম্ব্যোদশোহধ্যায়ঃ ।

বলদেব ।—অধ্যায়ার্থমুপসংহরন্ ভজ্ঞজ্ঞানফলমাহ ক্ষেত্রজ্ঞি । ক্ষেত্রোঃ সঙ্কটয়োঃ
ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ জীবেশয়োরেবং মজ্জকবিদ্যাস্তরং ভেদং জ্ঞানচক্ষুষা বৈদধ্য্যবিষয়কপ্রজ্ঞানেজ্ঞেণ যে বিহঃ
ভগাবত্বানাং প্রকৃতেঃ সকাল্যামোক্ষং চ ভংগাপনমমানিষাদিকং য়ে বিহুস্তে প্রকৃতেঃ পরং
সর্বোৎকৃষ্টং পদবোমাখ্যং মংপদং যান্তীতি । জীবেশো দেহমধ্যস্থো তন্মাত্তো দেহমধ্যগৃক্ । বধ্যতে
মুচ্যতে বোধাদিতি জ্ঞানং ত্রয়োদশং ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদগীতায়াম্বিক্রমতীকায়াম্ব্যোদশোহধ্যায়ঃ ।

মধুসূদন ।—ইদানীমধ্যায়ার্থং সফলমুপসংহরতি । ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ প্রাধিকারাতয়ো-
রেবমুক্তেন প্রাকারেশান্তরং পরম্পরবৈলক্ষণ্যং জ্ঞাতচিত্তজ্ঞাবিকারিহিনির্বিজ্ঞানস্বাদিক্রমং জ্ঞানচক্ষুষা
শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিতাস্বজ্ঞানরূপেণ চক্ষুষা যে বিহুত্বত্বপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ ভূতানাং সর্বোৎকৃষ্টং
প্রকৃতিরবিজ্ঞা মায়াখ্য তস্তাঃ পরমার্থস্বাবিভক্তা মোক্ষমভাবগমনঞ্চ যে বিহুজ্ঞানিহি, যান্তি তে পরং
পদার্থস্ববস্তুস্বরূপং কৈবল্যং ন পুনর্দেহমাদদত ইত্যর্থঃ । তদেবমমানিষাদিপাননিষ্ঠস্ত ক্ষেত্র-
ক্ষেত্রজ্ঞবিবেকবিজ্ঞানবতঃ সর্গানর্থনিবৃত্ত্যা পরমপুরুষার্থসিকারিত সিদ্ধম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকচারণ্য শ্রীবিষ্ণুস্বরস্বতী শ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমধুসূদনবিরচিতায়াং

গীতাপ্রবৃদ্ধীপিকায়াং প্রকৃতিপুরুষ বিবেকযোগো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

অবিরুদ্ধ । অগ্নিহসৎক সমুদয় ত্বকে থাকে, ত্বক সম্পন্নরূপগোপিনী, সেই কারণে লোকগণকীর্ত লোক
উপলব্ধি সম্পন্ন হয়। এতদ্বলে কেহ কেহ বলেন, আগ্নি কারণে, চন্দ্রের দৃষ্টান্ত অযুক্ত। যেহেতু
উহা দীর্ঘাঙ্কিতের সমান নহে। যদি আত্মার একত্বত্বতা নিষ্ঠ তটন, তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্ত সঙ্গত
হইত। (অগ্নিগোপিনী আত্মার দেহকবচত্বতা নিষ্ঠ তটন) চন্দ্রের অবস্থিতি বৈশেষ্য অর্থাৎ
নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান প্রত্যক, সকল দেহাঙ্গাদিকতাও প্রত্যক, কিন্তু আত্মার সকল দেহোপলব্ধি
প্রত্যক, এক বেশত্বতা অপ্রত্যক। [অযুক্ত.....প্রতি] তাহা অযুক্ত, একতা বৈশেষ্য নাহি।
অনুমান অসম্ভব। (আত্মা অয়, তৎপ্রতি তেতু, যাপিকাযাকারহ, তাহাও নহে চন্দ্রন দিলু।
এ অদ্বয় অযুক্ত)। সকল দেহবাপিনী যেমন কি আত্মা সকল দেহবাপী বর্ণজ্ঞের জ্ঞার বাণী
বলিয়া অযুক্ত হইত? অথবা আকাশের জ্ঞার সর্ববাপী বলিয়া? অথবা চন্দ্র বিবৃদ্ধ দৃষ্টান্তে একত্বত্ব

নীলকণ্ঠ ।—অধ্যায়ার্থঃ কৃষ্ণমুপসংহরতি ক্ষেত্রেতি—ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্যোঃ পূৰ্ণোক্তয়োরেবম্ উক্তরীত্য। অন্তরং ভেদং জড়ভাজড়কৰ্ভুসাকৰ্ভুস কাৰিষাকারিত্ব কৃতং বৈলক্ষণ্যং জ্ঞানচক্ষুযা শাস্ত্রাচাৰ্য্যোপদেশায় প্রত্যয়জনিতেন জ্ঞানচক্ষুযাযে বিদ্বন্তে পরং মোক্ষং যান্তি প্রাপ্নুবন্তি কিং সাংখ্যানামিব অম্বাকমপি গুণপুরুষান্তরজ্ঞানাদেব কৈবল্যমুচ্যতে ইত্যাক্ষাহ ভূতপ্রকৃতিম্বোক্ষ-মিতি ভূতানাং বিরোধাদীনাং প্রকৃতিরূপাদানাং ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা তজ্জা বিদ্যায় মোক্ষং নিরবয়োধেদঞ্চ যে বিদ্বতঃ এব পরং যান্তি নতু ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্যোরন্তরমাত্রবিদ ইত্যর্থঃ, যন্তেকা সত্য। বিবীচ প্রকৃতিস্তর্হি বিভূনামলুপ্তদৃশাং বহুনাং পুরুষাণাং মুক্তানামপি এতদর্শনমপরিহার্য্যং তথা চ ভেদামপি বন্ধপ্রসক্তিঃ যদি তু মিথ্যাভর্হি তন্ত বায়সাক্ষাৎকারোক্তাত্তদৃষ্টাসর্বথৈব-রজ্জ্বরূপবাহাদিকালত্রয়েহপি নান্তি ইত্যেবাং অনাদিরনন্তাহবৈবেচি বক্তুং শক্যম্, তন্মাত্র প্রকৃতিপুরুষান্তরজ্ঞানমাত্রাৎ কৈবল্যং কিন্তু প্রকৃতিবাত্মেন পুরুষজ্ঞানং সর্পবাত্মেন রজ্জ্বদর্শনাৎ তরনিবৃত্তিবন্ধনিবৃত্তিরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপদ্মবাক্যপ্রমাণমৰ্যাদাধুরক্ষরচতুর্দশবংশাবতংস শ্রীগোবিন্দহরিহ্নোঃ শ্রীনীলকণ্ঠস্ত কৃতে

ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্বণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশে ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

বিশ্বনাথ ।—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি । ক্ষেত্রেণ সহ ক্ষেত্রজ্যো জীবাত্মপরমাত্মনো যথাভূতানাং প্রাণিনাং প্রকৃতেঃ সকাশাম্বোক্ষং মোক্ষাপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদ্বন্তে পরং যান্তি । যয়োঃ ক্ষেত্রজ্যোর্মধ্যে জীবাত্মা ক্ষেত্রধর্ষতাক্ । বধ্যতে মুচ্যতে জ্ঞানাদিত্যধ্যায়ার্ধৈরিতঃ ॥ ৩৫ ॥ ইতি সারার্থবিবীচ্যং হিবিচ্যং ভক্তচেতসাং । ত্রয়োদশোহয়ং গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥

ও অল্প বলিয়া? এ সংশয় নিরূপ্ত হয় না। অর্থাৎ সংশয়িত অনুমান অগ্রাহ্য। [অত্রোবদিতি] প্রতিবাদী এই বিষয়ের প্রত্যুত্তর বা প্রোক্ত আশঙ্কিত গুণ বর্ণিতছেন—চন্দন বিন্দুর দৃষ্টান্ত সঙ্গোপন নহে। হেতু এই যে, তাহা স্বীকার আছে। চন্দন বিন্দুর ছাদ আয়ত্তরও দেহৈকদেশে অংস্থান কথিত হইয়াছে। কোথায়? তাহা বলিতেছি। আত্মা হৃদয় দেশে অংস্থান করেন, ইহা বেদান্ত শাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছে। বধা “আত্মা হৃদয়ে।” “সেই প্রসিদ্ধ আত্মা।” “হৃদয়ে কোন্ আত্মা?” “প্রাণের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়” “হৃদয়ে যিনি অন্তর্জ্যোতিঃ পুরুষ” ইত্যাদি। অতএব চন্দন দৃষ্টান্ত শিবম দৃষ্টান্ত নহে। যেহেতু বিষম দৃষ্টান্ত নকে, প্রত্যুত সম দৃষ্টান্ত, সেই হেতু চন্দন দৃষ্টান্ত অবিকল্প। জীব অণু (হুন্মান) হইলেও চৈতন্য স্তরের ব্যাপ্তিতে সকল দেহ ব্যাপী কার্য সম্পন্ন হইতে পারে। যেমন রত্ন ও প্রমাণ এক স্থানে থাকে; কিন্তু তাহার প্রভা গৃহ ব্যাপিনী হইয়া হইয়া সমুদায় প্রকাশ প্রকাশ করে, সেইরূপ, আত্মা অণু ও এক স্থানবসিত হইলেও তাহার চৈতন্যগুণ সর্বদেহে ব্যাপ্ত হয়, তাই সকল দেহব্যাপিনী বেদনা যুগপৎ অভূত হয়। চন্দন সাবয়ব তাহার হুন্মান (পরমাণু) সকল দেহে প্রসর্পিত হইয়া পবিত্র করে, কিন্তু জীব অণু ও নিরবয়ব, তাহার প্রসর্পণ যোগ্য হুন্মান নাই, সে অল্প অপ্রশস্ত চন্দন দৃষ্টান্ত ভাষ্য করিয়া “গুণাণাং” হুত বলা হইল। বলিতে পার গুণগুণী পরিভাষ্য করিয়া কি প্রকারে অন্তর্য থাকিতে পারে? বস্তুর গুণ গুণ কি বস্তুরাণ্য করিয়া অন্যত্র বৃত্তমান হয়? অবস্থিতি করে? দীপ প্রভার কথা বলিবে, তাহাও পারিবে না। কেন না, তাহাও ত্রয় গুণ নহে। কারণ, নিবিড়ায়ব তেজের ন্যায় দীপ, আর বিরলায়ব তেজের ন্যায় প্রভা। এই

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে তত্ত্ব জ্ঞানের ফল প্রদর্শন পূর্ব্বক অধ্যায়ের উপসংহার হইতেছে। এই অধ্যায়ের প্রথম হইতে ক্ষেত্র ক্ষেত্রজের পার্থক্য নানা ভাবে বিবৃত হইয়াছে, এবং জ্ঞানের সাধন ও ফলাফল বিবিধ প্রকারে কীর্ত্তিত হইয়াছে। যিনি জ্ঞান চক্ষু দ্বারা অর্থাৎ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশের অনুসরণক্রমে সাধন ও অমুষ্ঠান সহকারে বিহিত আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের স্বাতন্ত্র্য সম্যকরূপে প্রণিধান করিয়াছেন; অপিচ যিনি ভূত সমূহের প্রকৃতি অর্থাৎ তত্ত্বাবৎ যে কেবল মাত্র প্রকৃতিরই কার্য্য, অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবে আমরা সত্য ও সারস্বরূপ জ্ঞান করিলেও পরমার্থতঃ তৎসমস্ত অসার ও অলীক বুঝিয়া মোক্ষের উপায় নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি চরমে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাকে পুনরায় দেহধারণ করিয়া জন্মমরণরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। এতাবতী ইহাই সার স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে যে, অমানিত্বাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া যাহার হৃদয় জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞ, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ বিষয়ক বিবেকসম্পন্ন মহাত্মা সর্ব্বানর্থ পরিশুভ্র হইয়া পরমপুরুষার্থ লাভ করিয়া থাকেন।

মূলে যে “মোক্ষ” শব্দ আছে, পূজ্যপাদ ভাস্যকার শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি তাহা অভাব বা গমনার্থে গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যার আবির্ভাব হইলে অবিদ্যার অভাব হইয়া থাকে। অথবা জ্ঞানাগমে মায়ারূপিণী অব্যক্ত প্রকৃতি গমন করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

আপত্তির খণ্ডনার্থ সূত্রবলা হইতেছে যেমন গন্ধগুণ গন্ধবদ্ভবোর ব্যতিরেকে অর্থাৎ গন্ধবদ্ভব হইতে বিদ্রষ্ট হইয়া অন্য স্থানে ব্যাপ্ত হয়, যেমন পুষ্পের লবঙ্গপ্রতিভলেও গন্ধ গুণকে পান্ডুরা যায়, সেইরূপ, ভাব অণু হইলেও উহার চৈতন্য গুণের ব্যতিরেক (অন্ত স্থানে সংকুপ) হইতে পারে। অতএব গুণবাৎ হেতুটী অনৈকান্তিক। (গুণ আশ্রয় ভাগ পুঙ্ক কৃত্রাণি যায় না, ব্যাপ্ত হয় না, তথা নিরাসিত বা লাক্ষিক নহে। কেননা গন্ধ গুণেই নিয়মের ব্যতিচার দেখা যায়)। সেহেতু গন্ধ গুণকে আশ্রয়ভাগ করিতে দেখা যায়, সেই হেতু গুণের আশ্রয় বিস্ময় অযুক্ত, উহাও অসাপেক্ষিক। গন্ধও গুণ আশ্রয় ভাগের সহিত বিদ্রষ্ট হয়, (গন্ধ পরমাণু বিদ্রষ্ট হয়, ভগ্নপ্রায়ে গন্ধ থাকে), একথা বলিতে পার না। কেন না, যে মূল ভ্রূণ হইতে গন্ধবৎ পরমাণু বিদ্রষ্ট হয় বলিয়েক্ষেপে সেই মূল ভবোর ক্ষয় হওয়া মনিতে হইবে। কিন্তু দেখা যায়, মূলভবোর কিছু মাত্র ক্ষয় হয় না। ক্ষয় হইলে পুণ্যাপেক্ষা হীন গুরুত্বাতি হইতে (আয়তন ও গুণন কমিত)। [স্যাৎতৎ... রক্তি] বলিতে পার গন্ধাধার অংশ (পরমাণু) লবণ নিরিত হয় কিন্তু অত্যন্ত অল (গুণ)

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার বাক্য । বীহার দ্বারা সংমিশ্রিত প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব বিবিক্ত হইয়াছে, সেই পরমানন্দ স্বরূপ নন্দনন্দন পরমেশ্বরকে বন্দনা করি ।

পূজ্যপাদ শ্রীমত্তরঙ্গদেব বিদ্যাভূষণের উপসংহার বাক্য । জীব এবং ঈশ্বর উভয়েই এই দেহে অধিষ্ঠিত । তন্মধ্যে জীব দেহধর্মযুক্তরূপে বদ্ধ হইয়া থাকে, এবং জ্ঞানোদয়ে মুক্ত হয়, ত্রয়োদশাধ্যায়ে এই জ্ঞান পরিব্যক্ত হইয়াছে ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিখনাথের উপসংহার বাক্য । ক্ষেত্রজ্ঞস্বয়ের মধ্যে ক্ষেত্রধর্মভোগী জীবাত্মা বদ্ধ এবং জ্ঞানোদয়ে তিনি মুক্ত, ইহাই ত্রয়োদশাধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত ।

স্বামুন মুনি ।—দেহধর্মরূপমায়্যাপ্তি হেতুরাত্মবিশোধনং । বদ্ধহেতুবিবেকশ্চ ত্রয়োদশ উদীযাতে ॥

তাৎপর্য্য ।—দেহের স্বরূপ, আত্মপাশ্বির হেতু, আত্মবিশোধন, বদ্ধহেতুর বিবেক এই সকল তত্ত্ব ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে ।

বলিয়া তাহা লক্ষ্য হয় না । এই স্থলে আত্মদের বক্তব্য, গন্ধ পরমাণু সর্বদিকে প্রসৃত (বিস্তৃষ্ট হইয়া ব্যাপ্ত) হয়, সে সকল নামাশ্রয়ে প্রবেশ পূর্বক গন্ধজ্ঞান জন্মায় একথা বলিবার উপায় নাই । কেন না পরমাণু যাত্রেই অতীন্দ্রিয়, ও কেন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে অথচ নাগ কেশরাদিতে ব্যক্তগন্ধ উপলব্ধ হইয়া থাকে অপিচ, গন্ধাশ্রয় দ্বারা আত্মাত হইতেছে, এইরূপ প্রতীতি কোনও পুরুষের হয় না । প্রত্যুত গন্ধ আত্মাত হইতেছে, এইরূপ প্রতীতিই হয় । [রূপাদি -শব্দকালে] আশ্রয় পরিত্যাগ রূপ উপলব্ধ হয় না জ্ঞান গেটের হয় না, তদ্ব্যতীত গন্ধেরও আশ্রয় ব্যতিরেক হয় না, একথা বলিবার অযোগ্য । গন্ধের আশ্রয় ব্যতিরেক (বিবেক) প্রত্যক্ষ ; সেহ কারণে তাহা অধুমাত্রের অবিষয় । এই সকল কারণে বলিতে হয়, মামিতে হয়, যেমন দেখা যায়, তেমনিই অহমাত্র কণা কর্তব্য । বসন্ত তাহা রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা জানা যায়, রূপাদিও শুণ হৃৎস্রাও রূপাদিও জ্ঞানের দ্বারা জানা যাইবেক, এমন কোন নিয়ম নাই ।—ঋতু পণ্ডিত কালীদাস বেদান্তবাগীশ ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

—(০)—

শ্রীভগবানুবাচ ।

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।

যজ্জ্ঞাতা মুনয়ঃ সর্বৈঃ পরাং সিদ্ধিমিত্যো গতাঃ ॥১॥

অনুব্র ।—শ্রীভগবানু উবাচ (কথয়ামাস) জ্ঞানানাং উত্তমং (শ্রেষ্ঠং)
পরং (পরমাত্মবিষয়ং) জ্ঞানং ভূয়ঃ (পুনঃ) প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাতা
সর্বৈঃ মুনয়ঃ ইত্যো (দেহবন্ধনাং) পরাং সিদ্ধিং (মোক্ষং) গতাঃ
(প্রাপ্তাঃ) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীভগবানু বলিলেন, সকল-জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ পরমাত্ম-
বিষয়ক জ্ঞান পুনর্বার বলিব, বাহ্য জানিয়া সকল সন্ন্যাসী দেহ-বন্ধনের-
পর পরম সিদ্ধিকে প্রাপ্ত-হইয়াছেন ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।—শ্রীভগবানু বলিলেন, যে জ্ঞান সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ
বাহ্য পরমাত্মবিষয়ক পূর্বে নানাভাবে বলিলেও এক্ষণে পুনর্বার
সেই জ্ঞান আমি তোমাকে বলিব; এই জ্ঞানের অববোধ দ্বারা সন্ন্যাসি-
গণ এই দেহ বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ॥১॥

শঙ্করাচার্য্য ।—সর্বমুৎপাদ্যমানং ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংসোগাহংপদ্যত ইতি উক্তং, তৎ কথ-
মিতি তৎপ্রদর্শনার্থঃ পরং ভূয় ইত্যাদিরূপায় আবৃত্যতে, অথবা ঈশ্বরপরতত্ত্বয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়ো-
র্জগৎকারণত্বং, ন তু সাংখ্যানামিব স্বতন্ত্রমোহিতোৎসর্গঃ প্রকৃতিত্বতঃ শুণেবু চ সঙ্গঃ সংসার-
কারণমিত্যুক্তং, কদিন্ শুণে কথং সঙ্গঃ কে বা শুণাঃ কথং বা বস্তুতীতি শুণেত্যশ্চ মোক্ষণং
কথং ত্রাং মুক্তত্ব চ লক্ষণং বক্তব্যমিত্যোবমর্থকং শ্রীভগবানুবাচ পরমিতি । পুনঃ জ্ঞানমিতি
ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ । ভূয়ঃ পুনঃ পূর্বেণ সর্বৈশ্চ অধ্যায়েণ অপরুহকর্মণি প্রবক্ষ্যামি ততঃ পরং
পরব্রহ্মবিষয়ত্বং, কিং তৎ জ্ঞানং সর্বৈষাং জ্ঞানানামুত্তমং উত্তমফলযৎ জ্ঞানানামিতি, নামানিষ্টা-
দীনাং কিং তর্হি যজ্ঞাদিজৈরবদ্ব্যবসায়ৈঃ ইতি তানি ন মোক্ষায়েব বক্ত মোক্ষায়েতি পরোত্তমশব্দাভ্যাং

তৌতি শ্রোতৃবুদ্ধিকচ্যুতপাদনার্থং, যং জ্ঞাত্বা যং জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ঃ সন্ন্যাসিনোমননশীলাঃ সৰ্ব্বে পরাং সিদ্ধিং মোক্ষাখ্যং ইতোহস্মাদেহবন্ধনাদুৰ্দ্ধং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১ ॥

জ্ঞানমুদগিরি ।—ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগস্য সৰ্ব্বৌৎপত্তিনিমিত্তমজ্ঞাতং জ্ঞাপয়িতুমধ্যা-
রাস্তবমবতারয়ন্ন্যায়ৈরুখ্যোপোপ্যায়ৈরুখ্যপাং সঙ্গহিমাহ সৰ্ব্বমিতি । বিধাত্তরেণাধ্যায়ান্তঃ
স্থচয়তি অথবেতি । তদেববক্তুমুক্তমমুদগতি ঈষরেতি । প্রকৃতিস্থং পুরুষস্য প্রকৃত্য
সহৈকাধ্যাসঃ তসৌব গুণেষু সঙ্গোহভিনিবেশঃ । যড়বিধামাকাংক্ষাং নিক্ষিপ্য তত্তত্তরত্বে-
নাধ্যায়ান্তে পূৰ্ব্ববদেব পূৰ্ব্বাধ্যায়সম্বন্ধসিদ্ধিরিত্যাহ কশ্মিতি । পূৰ্ব্বোক্তেনাৰ্থেনাধ্যায়স্য
সমুচ্চয়ার্শচকারঃ । পরমিত্যস্য ভাবিকালার্থঃ ব্যবর্তয়িতুং সঙ্গতিমাহ পরমিতি । ভূয়ঃশব্দ-
ল্যাধিকার্থহমিহ নাতীত্যাহ পুনরিতি । পুনঃশব্দার্থমেব বিবৃণোতি পূৰ্ব্বোক্তি । পুনরুক্তি-
ত্বইত্যশঙ্ক্য স্বমুদেন দ্রুৰ্ণোদিত্যং পুনরুচনমর্থবদিত্যাহ তচ্চেতি । বিশেষঃ গুণভার্য্য নিৰ্দি-
শতি কিস্তদিতি । নিৰ্দ্ধারণার্থং যদীমান্ন তত্ত্ব প্রকৰ্ণং দয়শ্চতি সৰ্ব্বোয়মিতি । পরমুত্তমমিতি
পুনরুক্তিমাত্ৰস্য বিষয়কলভেদান্নৈবমিত্যাহ উত্তমেনিতি । জ্ঞানং জ্ঞেয়মিত্যাদৌ জ্ঞানশব্দেনান্য-
নিষাদীনামুক্তান্তদ্বাখ্যে চ জ্ঞানন্ত জ্ঞানানামিতি সাধ্যাত্তেনোত্তমত্বাং তত্ত্ব বক্তব্যতেত্যশঙ্ক্যাহ
জ্ঞানানামিতি । নামানিষাদীনাম্ গ্রহণমিতিশেষঃ, ইতিশব্দাদুৰ্দ্ধং পূৰ্ব্ববদেব শেষোদ্রষ্টব্যঃ ।
যথোক্তজ্ঞানাপেক্ষয়া কৃতস্তজ্ঞানন্ত প্রকৰ্ষন্তত্বাহ তানীতি । স্ততিফলমাহ শ্রোতৃবুদ্ধীতি ।
জ্ঞানং জ্ঞাত্বা জ্ঞানন্ত জ্ঞেয়তোপগমাদনবহুত্যাশঙ্ক্যাহ প্রাপ্যেতি । মুনিশব্দস্য চতুর্থাংশবিষয়ত্বে
তস্মাদেব জ্ঞানযোগাৎ কৃতস্তেথাং মুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ মনেনেতি । সিদ্ধেজ্ঞানং পরমিতি
বিশেষণাধ্যাবর্ত্য মুক্তিষমাহ মোক্ষাখ্যামিতি । দেহাধ্যায় বন্ধনস্যাধ্যক্ষমাহ কশ্মদিতি । ১ ।

সন্ন্যাসানুজ ।—ত্রয়োদশে প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সন্ন্যাসাং স্তম্ভয়োঃ স্বরূপাধ্যায়্যং বিজ্ঞান-
মানিষাদিভির্ভগবত্বক্যমুগুহীতৈর্কঙ্কানুচ্যত ইত্যুক্তং । তত্র বন্ধহেতুঃ পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্বস্বাদিগুণময়
অধাদিসঙ্গইতিচাভিহিতং কারণং গুণসঙ্গোহস্য সদসজ্ঞানিহ্মমিতি । অথেনানীং গুণানাম্
বন্ধহেতুতা প্রকারো গুণনিবৰ্জন প্রকারশেচ্যাতে শ্রীভগবানুচ্যত । পরং ভূয় ইতি ।
পরং পূৰ্ব্বোক্তাদন্যং প্রকৃতিপুরুষান্তর্গতমেব স্বাদিগুণবিষয়ঃ জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রাপ্যমিতি তচ্চ
জ্ঞানং সৰ্ব্বৌৎপত্তিঃ প্রকৃতিপুরুষবিষয়জ্ঞানানামুত্তমং যদজ্ঞানং জ্ঞাত্বা সৰ্ব্বে মুনয়ঃ তন্মননশীলাইতঃ
সংসার্যং পরাং সিদ্ধিং গতাঃ পরাং শুদ্ধায়স্বরূপপ্রাপ্তিরূপাং সিদ্ধিং গতাঃ ॥ ১ ॥

হুমুদগনি ।—বহুত্বপরতন্ত্রয়োঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ জগদ্ধারণং নতু সাংখ্যানামিব গুণেষু চ
সঙ্গঃ সংসারকারণমিত্যুক্তং গুণেষু কথং সঙ্গঃ কোবা গুণঃ কথং বসতি গুণেভ্যস্ত মোক্ষ
কথং বাস্তবিত্যেতৎ প্রতিপাদনার্থমুক্তলক্ষণং বক্তব্যমিত্যেতদর্থঞ্চ শ্রীভগবানুচ্যত । পরং
প্রকৃষ্টং ভূয়ঃ পুনরপি জ্ঞানানাম্ ইতোদেহবন্ধনং ॥ ১ ॥

শ্রীধ্বজ ।—পঃ প্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রত্বং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ । প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যবিস্তারণ
চতুর্দশে । “যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমঃ । ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাত্তবিত্তী”ত্যুক্তং,
স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজয়োঃ সংযোগোনিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ কিস্বীষরেচ্ছিন্নৈবেতি কথন-

ক্লেশং কারণং গুণসম্বোধস্য সদসদ্যোনিজ্ঞানভিত্ত্যনৈকঃ স হাদি গুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং
 ঐশ্বর্যমিচ্ছ্যন্নৈব তু ভংগস্যমাগমর্থং স্তোতি পরং ভূয় ইতি স্বাভাৱ্যং । পরং পরমাত্মনিষ্ঠং জ্ঞায়তেহ-
 নেনেতি জ্ঞানমুপদেশং ভূয়েহপি তু ভাং প্রকর্ষণে বক্ষ্যামি । কথন্তু তং জ্ঞানানাং তপঃকর্ম্মা-
 ঈষ্যাণাং মধ্যে উত্তমং মোক্ষহেতুত্বাৎ । তদেবাং যজ্ঞজ্ঞাতা মুনয়ো মননশীলাঃ সর্বে ইতোদেহ-
 কনাং পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং প্রাপ্তাঃ ॥ ১ ॥

বলদেব ।—গুণাঃ সার্বক্যকালেষু তু পরিচেষাঃ ফলৈশ্চর্য্যঃ । মত্ভক্তা তস্মিন্ভুক্তিঃ স্যামিতি
 প্রাকচতুঃপদে ॥ পূর্বাধ্যায়ৈ মিমংসংপূজনাং প্রকৃতিজীবনধারাণাং স্বরূপাণি বিবিচ্য জ্ঞান-
 নিবাদিধর্ম্মৈর্ধর্ম্মনিষ্ঠঃ প্রকৃতিবদ্ধাধিমুচ্যতে বদ্ধহেতুঃ গুণসঙ্গ ইত্যুক্তং । তত্র কে গুণাঃ কস্মিন-
 ৱেণ কথং সঙ্গঃ কস্য গুণত্র সঙ্গাৎ কিং ফলং গুণসঙ্গিনঃ কিম্বা লক্ষণং কথং বা গুণেভ্যো মুক্তি-
 রূপ্যেপেক্ষায়াং বক্ষ্যমাণমর্থং আত্মরূচ্যংপত্তয়ে ভগবান্ স্তোতি পরমিতি স্বাভাৱ্যং । পরং পূর্ব্বোক্তা-
 ত্রং প্রকৃতিজীব্যভর্গতমেব গুণবিষয়কং জ্ঞানং ভূয়ো বক্ষ্যামি যজ্ঞজ্ঞানানাং প্রকৃতিজীবনধার-
 ণামুত্তমং শ্রেষ্ঠং নবনীতবহুকৃত্বাৎ । যজ্ঞজ্ঞাতোপলভ্য সর্বে মুনয়ন্তমননশীলা ইতো লোকে
 রামান্নযাথোপলব্ধিলক্ষণাং সিদ্ধিং গত্যাঃ । যদ্বা জ্ঞায়তেহেনেনেতি জ্ঞানমুপদেশঃ তচ্চ
 গাওঁস্তমপি ভূয়ঃ পুনর্বিদ্যাস্তরণে বক্ষ্যামি । তচ্চ জ্ঞানানাং তপঃ প্রভৃতীনাং জ্ঞানসাধনানাং
 ধ্যো পরমুত্তমং অত্যুত্তমং তদন্তরঙ্গসাধনত্বাৎ যজ্ঞজ্ঞাতা সর্বে মুনয় ইতো লোকাং পরাং
 মোক্ষলক্ষণাং সিদ্ধিং গত্যাঃ ॥ ১ ॥

মধুসূদন ।—পূর্বাধ্যায়ৈ “যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিদসৎ স্বাবরজজন্মং । ক্ষেত্রক্ষেত্রজ-
 ংযোগাভিধিকী”ত্যুক্তং তত্র নিরীকরণাং স্যামিরাকরণেন ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগোপলব্ধ্যাদীনসং বক্তব্যং,
 ইং “কারণং গুণসম্বোধস্য সদসদ্যোনিজ্ঞানভিত্ত্যনৈকঃ স হাদি গুণকৃতং সংসারবৈচিত্র্যং
 ঐশ্বর্যমিচ্ছ্যন্নৈব তু ভংগস্যমাগমর্থং স্তোতি পরং ভূয় ইতি স্বাভাৱ্যং । পরং পরমাত্মনিষ্ঠং জ্ঞায়তেহ-
 নেনেতি জ্ঞানমুপদেশং ভূয়েহপি তু ভাং প্রকর্ষণে বক্ষ্যামি । কথন্তু তং জ্ঞানানাং তপঃকর্ম্মা-
 ঈষ্যাণাং মধ্যে উত্তমং মোক্ষহেতুত্বাৎ । তদেবাং যজ্ঞজ্ঞাতা মুনয়ো মননশীলাঃ সর্বে ইতোদেহ-
 কনাং পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং প্রাপ্তাঃ ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—পূর্বাধ্যায়ায়ৈ সূত্রপ্রকৃতিমোক্ষকং যে বিভক্ত্যপেদং যদ্বীত্বাক্তং, তত্র
 গা বাহুত্বপ্রকৃতিঃ, কিনাশ্রয়েণ তত্ত্বাত্ত্বজনকত্বং, কথং বদ্ধকত্বং, কথং ততো মোক্ষং, কিঞ্চ
 জ্ঞানং লক্ষণং ইত্যেতদর্থব্রাতং বিবরীত্বং চতুর্দশোপলব্ধ্যায় আরম্ভ্যতে, তত্রচূ ক্যাদানার্থং পরং

জ্ঞানং স্তবন্ শ্রীভগবান্ বাচ পরমিতি । পরং সর্কোংকৃষ্টং ব্রহ্ম ভূয়ঃ পুনঃ অসকৃদুতনপি বক্ষ্য্য কিং তৎ শ্রুতমাহ জ্ঞানানাং অমানিতাদীনাং জ্ঞানসাদনানাং মধ্যে যৎ উত্তমং জ্ঞানং মোক্ষ ফলস্বাদস্তরঙ্গত্বদেতৎ অহং ঘটং ঞানামীত্যব্রাহ্মর্থস্ত ঘটাকারবৃত্তেৰ্ঘটন্ত চ জ্ঞানমস্তীতি বিষয়ভেদে জ্ঞানব্রহ্মমস্তি, তদ্বাচং ব্রহ্ম নাস্তরীয়কং যচ্চ উত্তরং চরমত্বটপ্রকাশফলরূপং জ্ঞানং তদেব পর ব্রহ্মত্বার্থঃ, যথোক্তং বার্তিককারৈঃ, “পরাগর্থপ্রমেয়েষু যা ফলভেন সমতা সংবিসেবেহেজ্জ্যোহং বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ” ইতি, যজ্ঞজ্ঞান বেদান্তবাক্যজ্ঞানাদীযুক্তা অপারোকীকৃত্য পরাং সিদ্ধি মোক্ষঃ ইতঃ সংসারং সংসারং বিহায় গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ :—গুণাঃ সার্বজনিকাত্তু ফলজ্যেষ্ঠ্যচতুর্দশে । গাত্যয়েচিহ্নত্বিত্ত্ব(?) হেতু-ভক্তিশ্চ বর্ণিতা । পূর্বাধ্যায়ের কারণং গুণাগুণোহস্য সদসদবোনিজন্ম ইত্যুক্তং তত্র কে গুণাঃ কীদৃশো গুণসঙ্গঃ কস্য কস্য গুণস্য সঙ্গাং কিং কিং ফলং স্যাৎ গুণযুক্তস্য কিং কিং বা লক্ষণং কথং বা গুণেভ্যো মোচনং ইত্যপেক্ষায়াং বক্ষ্যমাণমর্থঃ স্ববানৌ বক্তুং প্রতিজানীতে পরমিতি । জ্ঞায়তেহনেনেতি জ্ঞানমুপদেশঃ পরং অতু্যন্তমং ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীভগবান্ পূর্বাধ্যায়ে “যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিং সত্ত্বং শ্চাবরজসমং । ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভগ্নতৰ্ঘভ ॥” (১৩শ অধ্যায় ২৭ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজের সংযোগে এই বিশ্বব্যাপার সঞ্চার হইয়াছে । তপায় নিরীধর সাংখ্যবাদ অগ্রাহ্য করিয়া ক্ষেত্র ক্ষেত্রজের সংযোগ বিষয়ে ঈশ্বরাদীনব্র প্রতিপাদিত হইয়াছে । পূর্বাধ্যায়ে “কারণং গুণাগুণোহস্ত সদসদবোনিজন্ম ॥” (১৩শ অধ্যায় ২২ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে ক্ষেত্রজরূপ জীবের সহজতমো-গুণের সহিত মিলনেই সং অসং যোনিজন্মের কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে । কোন্ গুণে স্খিপ সঙ্গ ঘটে, গুণ সমূহই বা কি, এবং কোন্ গুণ কি ভাবে বদ্ধ করে, ইহাই এস্থলে বিচার্য্য । অপি চ “ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরং ।” (১৩শ অধ্যায় ৩৫ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে মোক্ষের পথ প্রদর্শিত হইয়াছে । কিন্তু ভূতপ্রকৃতি প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অভিহিত গুণসমূহের হস্ত হইতে জীবের কি প্রকারেই বা মুক্তি সংঘটিত হইয়া থাকে ? আর মুক্ত পুরুষের লক্ষণই বা কি ? ইত্যাকার তত্ত্বসমূহ বিস্তারিত রূপে আগোচনা করিবার নিমিত্ত চতুর্দশ অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে । প্রথমে শ্রোতৃগণের চিত্তকে তদভিমুখী করিবার অভিপ্রায়ে শ্লোকবধে শ্রীভগবান্ সেই তত্ত্বের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন । শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,

বিবিধ বিধানে নানাস্থানে আমি জ্ঞানের কথা বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু তদ্বিষয়ে হে অৰ্জুন ! তোমার বোধঃ সূদৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে আমি তাহা পুনঃ সংবদ্ধ ও নিদৃষ্টরূপে পরিকীর্তন করিতেছি। এই জ্ঞান যজ্ঞাদি নিঃশ্রেয়স লাভের সাধনভূত ক্রিয়া কাণ্ডের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ ক্রিয়া-কাণ্ডের দ্বারা নিয়মিত স্বর্গাদিভোগের প্রাপ্তি ঘটে, এবং তত্তদ্ ভোগা-বসানে পুনরায় জন্মমূর্ত্যুরূপ বন্ধন পুনঃ সংঘটিত হয়। কিন্তু যাহা সৰ্ব্ব দম্বাপ নাশক, যাহা নিঃশেষরূপে বন্ধন নিৰ্ম্মূল করিয়া জীবকে অনন্তা-নন্দের অধিকারী করে, সেই পরমফল কেবল জ্ঞান দ্বারাই লভ্য। এই জ্ঞান অমানিত্বাদি পূৰ্ব্ব কথিত চিত্তোন্নতির অন্তরঙ্গ স্বরূপ। এবং তত্ত্বা-বতের পরিপাক্যেই এই পরমজ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে। জ্ঞানের তত্ত্ব এইরূপ প্রয়োজনীয় ও পরম ফলপ্রদ বলিয়া আমি পুরায় ধারাবাহিক রূপে তাহার আলোচনায় প্রৱৃত্ত হইতেছি; এই জ্ঞানের তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া সন্ন্যাসিগণ * চরমে যোগরূপ পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ পূৰ্বে “দুঃখেষু নিরুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহাঃ” (২য় অধ্যায় ৫৬ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে মুনির লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। পরম জ্ঞান উপজাত না হইলে দুঃখে নিরুদ্বিগ্নতা সুখে স্পৃহাহীনতা এবং সৰ্বব্যাপারে রাগ ভয় ও ক্রোধ শূন্যতা কখনই জন্মিতে পারে না। যাঁহাদের সেইরূপ উন্নতি হইয়াছে তাঁহারা মুনি। পূর্বাধ্যায় নির্দিষ্ট অমানিত্বাদি গুণ সমূহ যাঁহার হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াছে, তিনিই উল্লিখিত রূপ মুনিগণের চূড়ামণি হইয়াছেন। এইরূপ মুনিগণ পরম জ্ঞান সহকারে এই নগর দেখ ত্যাগের পর পরমাগতি প্রাপ্ত হন।

নবনীত যেমন দুধের সারথরূপ, এবং তাহা দুধেবই অন্তর্নিহিত, তদ্রূপ যে জ্ঞানের তত্ত্ব এক্ষণে শ্রীভগবান্ পরিব্যাক্ত করিতেছেন, তাহা সকল জ্ঞানের সার স্বরূপ, অথচ সকল জ্ঞানেরই অন্তর্নিহিত। প্রকৃতি পুরুষ ষটিত যে সকল তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় শ্রীভগবান্ পূৰ্বে বিবৃত করিয়াছেন, সে সকল বিষয়ের পরিজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু অনুনা যে জ্ঞানের কথা তিনি স্পষ্টরূপে বলিতে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা তত্ত্বাবৎ জ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ১ ॥

* সন্ন্যাসী—চতুর্ধাশ্রমী। সত্ত্ব চতুর্ধাশ্রমঃ। কুণ্ডলিনীঃ ১ বহুত্বকঃ ২ হংসঃ ৩ পরম হংসঃ ৪। “সৰ্বদ্যাপি”

পূজাপাদ শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী প্রারম্ভবাচ্য । গুণের সঙ্গহেতু পুরুষও প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা এবং সাংসারিক ব্যাপারের বিচিত্রতা চতুর্দশ অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে কথিত হইতেছে ।

পূজাপাদ শ্রীমদ্বলদেবের প্রারম্ভ বাচ্য । গুণসমূহই বন্ধনের হেতুভূত, ফল দ্বারাই সেই গুণত্রয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ; কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্ত তাঁহারা তদন্তীত, এই সকল তত্ত্ব চতুর্দশাধ্যায়ে কীর্তিত হইয়াছে ।

পূজাপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভবাচ্য । সত্ত্বরজতম এই গুণ এয়ই বন্ধনের হেতু এবং তাঁহারা ফলদ্বারা অনুমেয় ; সেই গুণত্রয়ের বিনাশেই মুক্তি এবং ভক্তিই তাঁহার হেতু, ইহাই এই চতুর্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইতেছে ।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য যম সাধর্ম্যমাগতাঃ ।

সর্গেইপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২॥

অনুয় ।—ইদং জ্ঞানং উপাশ্রিত্য (অনুষ্ঠায়) যম সাধর্ম্যং (স্বরূপং) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) [সন্তঃ] সর্গে (সৃষ্টিকালে) অপি ন জায়ন্তে (উৎপাদ্যন্তে) প্রলয়ে ন ব্যথন্তি (লীয়ন্তে) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ ।—এই জ্ঞানকে অনুষ্ঠান-করিয়া আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত [হইয়া] সৃষ্টিতেও জন্ম না, এবং প্রলয়ে বিনষ্ট-হয় না ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা ।—এই পরম জ্ঞানকে অনুষ্ঠান করিয়া সাধক আমারই স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, সৃষ্টিকালে তাঁহাকে জন্মপরিত্রাহ করিতে হয় না, অথবা প্রলয়কালে বিনাশাধীন হইতে হয় না ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তত্রাশ্চ সিন্ধুরৈকান্তিকতং দর্শয়তি ইদমিতি । ইদং জ্ঞানং যথোক্ত-মুপাশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমহুষ্ঠায়েতোত্তমম পরমেশ্বরস্ত সাধর্ম্যং মৎস্বরূপতামাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থেন তু সমানধর্ম্যতাং সাধর্ম্যং কে একেশ্বরর্যোর্ভেদানভ্যাপগমাৎ । গীতাশাস্ত্রে ফলবাদশ্চাযং স্বতর্ক-

হরৌ ভূগ ধর্মঃ সন্ন্যাসিনাং ধ্রুবাঃ । রক্তৈকবাদী চ বিভক্তি মৃৎকমণ্ডলুঃ ॥ সর্বত্র সমদর্শী চ অহোমায়ী যঃ সঃ । ক্রোড়ি ভরণঃ নিত্য গেহে গেহেন তিষ্ঠতি । বিদ্যাময়ক কৈশিচিং নদবাতি চ দৈবভঃ । ক্রোড়ি

মূঢ়তে । সর্গেহপি সৃষ্টিকালেহপি নোপজায়ন্তে নোৎপদ্যন্তে, প্রলয়ে ব্রহ্মণোহপি বিনাশকালে
ন ব্যর্থস্তি চ ব্যর্থং নাপদ্যন্তে ন চব্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি ।—জানফলন্ত কৰ্ম্মফলতৈবলক্ষণ্যমাহ তন্ত্ৰাশ্চেতি । কথং জ্ঞানার্শ্রয়ন
তর্কেতুশ্রবণাদসম্পত্তিদ্ধারেত্যাহ জ্ঞানেতি । সাধন্যো গোপবয়সোরিব বহুদীহরয়োরপি ভেদঃ
স্যাৎদিত্যাশঙ্ক্যাহ মৎস্বরূপতামিতি । সাধন্যাস্য মুখ্যত্বে ভেদদোষাদ্দীতাসাক্ষবিরোধঃ স্তাদি-
ত্যাহ নতিতি । জ্ঞানন্তু তয়ে তৎফলন্ত বিবক্ষিতত্বাচ্চ নান্ন সাক্ষপ্যামিষ্টমিত্যাহ ফলোতি ।
সাক্ষপ্যে ধীকলং হিত্বা ধ্যানফলমগ্রস্ততং প্রসজ্যেতেত্যর্থঃ । ঈশ্বরান্মতাং গতানামেব অবা-
স্তরসর্গদো তত্ত্ববিষয়ীত্যাশঙ্ক্যাহ সর্গেহপীতি ॥ ২ ॥

রামানুজ ।—পুনরপি তদজ্ঞানং ফলেন বিশিনষ্টি ইদমিতি । ইদং বক্ষ্যমাণং
জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধন্যমাগতাঃ মৎসাম্যং প্রাপ্তাঃ সর্গেহপি নোপজায়ন্তে ন ব্রহ্মকর্ম্মতাং
ভজন্তে প্রলয়ে ন ব্যর্থস্তি চ ন চ মৃতিকর্ম্মতাং ভজন্তে ॥ ২ ॥

হনুমান্ ।—মমেশ্বরন্ত সাধন্যং সধন্যতাং, নব্যাপ্তিস্ত ন চগতি ॥ ২ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ ইদমিতি । ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমুষ্ঠায় মম
সাধন্যং মক্ষপন্তং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেহপি ব্রহ্মাদিষুৎপদ্যমানেষপি নোৎপদ্যন্তে তথা প্রলয়েহপি
ন ব্যর্থস্তি প্রলয়ভঃং নাস্তুভবন্তি পুনর্নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বলদেব ।—ইদমিতি । গুরুপাসনয়েদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানং উপাশ্রিত্য প্রাপ্য জনাঃ
সর্গেস্তম মম নিত্যাবিবৃত্তগুণষ্টিকস্য সাধন্যং সাধনবিভাবিতেন তদটকেন সাম্যমগতাঃ সন্তঃ
সর্গে নোপজায়ন্তে স্বজকর্ম্মতাং নাপ্নুবন্তি প্রলয়ে ন ব্যর্থন্তে মৃতিকর্ম্মতাঞ্চ ন যাষ্টীতি জন্ম-
মূহুভ্যাং রহিতা মুক্তা ভবন্তীতি মোক্ষে জীববহুত্বমুক্তং । “তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি
শ্রয়” ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চৈতদবগতং ॥ ২ ॥

মধুসূদন ।—তন্ত্ৰাঃ সিক্টৈরেকান্তিকত্বং দর্শয়তি । ইদং যথোক্তং জ্ঞানং জ্ঞানসাধন-
মুপাশ্রিত্যামুষ্ঠায় মম পরমেশ্বরন্ত সাধন্যং মক্ষপতামত্যন্তাভেদনাগতাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেহপি
হিরণ্যসর্ভাদিষুৎপদ্যমানেষপি নোপজায়ন্তে, প্রলয়ে ব্রহ্মণোহপি বিনাশকালে ন ব্যর্থস্তি চ ন
ব্যর্থন্তে ন চ লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ইদং জ্ঞানং বিষয়বিষয়রূপবিকল্পনিবিশ্রুতং উপাশ্রিত্য মম ঈশ্বরন্ত সাধন্যং
সর্কীয়ত্বসর্কনিয়ত্বৎসর্কভাবাদিষ্টাত্বাদিদম্মসাধন্যমাগতাঃ, তথা চ শ্রুতম্, “য এষ বেদাতং ব্রহ্মা-
শ্রীতি স ইদং সর্কং ভবতি সর্কন্ত বর্কসপ্তেশানঃ সর্কন্তাদিপতিঃ সন্ সাধুনাংকপ্তাভূত্যাঙ্কো
এবাসাধুনাকনীয়াশ্রিত” জ্ঞানফলম্ ঈশ্বরসাধন্যং প্রাপ্তিমাচ্ছং, কিঞ্চ ভূতন্ত প্রভৃত্যোজ্ঞানবলাদেব

নাশ্রয়ং ভিক্ষুঃ করোতি নান্যাবাসনাং । করোতি নান্যাসক্তক নিম্নোহঃ সলবন্ধিতঃ । ন বাহু ভূতং দেবাজ
দ্রীহুৎ নহিগতি । ন বাহিতং ভক্ষ্য বস্ত বাচতে গৃহিৎ রতী । উতি সন্যাসিনাং বর্ক যিত্যাহ কবচোক্তম্ ।”

সর্গেহপি ন জায়তে প্রশয়কাশে চ তত্ত্বতভাবং গচ্ছন্তো প্রলয়াগ্নাদিভিঃ ন ব্যথন্তে ব্যাথাঃ
প্রাপ্নুবন্তি ইদং শ্লোকদ্বয়ং ভাষ্যে বক্ষ্যমাণজ্ঞানস্বত্বার্থেইনৈব ব্যাখ্যাতে, তৎ জ্ঞানমুপাশ্রিতাজ্ঞান-
সাধনমহুষ্ঠায়েতিপদার্থঃ, শ্বেবংস্পষ্টম্ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ ।—সাধন্যং সাক্ষ্যপালক্ষণাং যুক্তিং ন ব্যথন্তি ন ব্যথন্তে ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ যে জ্ঞানতত্ত্ব পরিব্যক্ত করিবার
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, সেই জ্ঞানের দ্বারা আরও কি ফল লব্ধ হইতে
পারে, তাহাই এস্থলে কীর্ত্তন করিতেছেন। যে জ্ঞানের তত্ত্ব শ্রীভগবান্
এই অধ্যায়ে প্রকটিত করিতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছেন, তাহাতে অধিকারী
হইলে ব্রহ্মত্ব লব্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই জ্ঞানের উল্লেখ সহকারে মানব
আপনাকে ব্রহ্মেরই অংশ বলিয়া বুঝিতে পারে, এবং ক্রমোন্নতি সহকারে
ব্রহ্ম ভাবাপন্ন হইয়া যায়। কিন্তু আত্ম জ্ঞানের প্রভাবে পরমাত্মার সহিত
জীবাত্মার অভেদ বোধ হইলে চরমে যে ফল হয় তাহাই এস্থলে স্পষ্টরূপে
নির্দেশ হইতেছে। বাঁহার এইরূপ ব্রহ্মভাব উপস্থিত হইয়াছে, যিনি
আপনাকে ও পরমাত্মাকে একই বস্তু বলিয়া হৃদ্বোধ করিয়াছেন, তাঁহাকে
আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন হিরণ্যগর্ভাদির
(২৪৩।১৪৬।১৫৪৭।পৃঃ দীঃ দ্রঃ) উদ্ভব হয়, তখন সেই আত্মজ্ঞান সম্পন্ন
মহাপুরুষকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না; এবং যখন প্রলয়কালে (১৩।১৯।১৫৪০
পৃঃ দীঃ দ্রষ্টব্য) সমস্ত জাগতিক বস্তু ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিতে বিলীন
হয়, তখনও সেই মহাত্মাকে ধ্বংসদশায় নিপতিত হইতে হয় না। যখন
সৃষ্টির প্রারম্ভে বা প্রলয় কালে তাঁহার আগমন ও নাশ নাই, তখন বারংবার
কর্ম্মশূত্রাবলম্বনে পিতা মাতার সন্তোষজনিত জনন এবং তদনন্তর নিয়মিত
ভোগাবগানে মরণরূপ দুর্দ্দৈবের অধীনতা কখনই ঘটে না।

অদ্বৈত বাদিগণের অভিপ্রায় সংক্ষেপে বিবৃত হইল। এক্ষণে দ্বৈত-
বাদিগণ যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাহা লিখিত হইতেছে। গুরু-
পদিষ্ট প্রণালী ক্রমে বিশিষ্ট সাধন দ্বারা ভক্তগণ চরমে পরমাত্মার ভাব
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং তদ্রূপ গুণ সমন্বিত হইয়া তাঁহারা জন্ম মৃত্যুর

(ব্রহ্ম বৈবর্ত্তে শ্রীকৃত জন্ম বণ্ডে ৪০ অধ্যায়) বাস উবাচ । “এতদ্ব্যগ্রম নিষ্ঠানং যতীনাং নিয়তান্ননং ।

তৈকেণ বর্ত্তনং প্রোক্তং বলহ্নলৈরধাশিষা ॥ এককালং চরেনৈকং ন প্রদাক্ষ্যত বিদুরে । তৈকে প্রসজোহি

অধীনতা ছিন্ন করিয়া থাকেন ; অর্থাৎ তাঁহাদিগের জন্ম হয় না, সুতরাং জন্ম রহিতের মৃত্যুও ঘটে না । ঋগ্বেদ সংহিতার নিম্নলিখিত শ্রুতি মতানু-
কূল বোধে তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়াছেন । যথা ; “তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং
সদা পশুস্তি সুরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাততং ।” (ঋগ্বেদ ১ম অষ্টক ১ম মণ্ডল
২২ সূক্ত) ইহার ভাবার্থ ; আকাশে সর্বত্র বিস্তৃত নয়ন যেরূপ দর্শন করে,
জ্ঞানিগণও সেইরূপে বিষ্ণুর পরমপদ দেখিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

—:—:—

মম যোনির্মহদ্বন্ধ তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহং ।

সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত । ॥ ৩ ॥

অমর ।—হে ভারত ! মহৎব্রহ্ম (প্রকৃতিঃ) মম যোনিঃ (গর্ভা-
ধানস্থানং) তস্মিন্ (প্রকৃতে) অহং গর্ভং (চিদাত্ম্যং) দধামি
(নিক্ষিপামি) ততঃ (গর্ভাধানাং) সর্বভূতানাং সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ)
ভবতি ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—হে ভারত ! মহৎব্রহ্ম আমার যোনি, তাহাতে আমি
গর্ভকে নিক্ষেপ-করি, তাহা-হইতে সকল-ভূতের উৎপত্তি-হয় ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে ভারত ! মহৎব্রহ্মরূপা প্রকৃতি আমার গর্ভাধান
স্থান, আমি তাহাতে জগৎবিস্তারের হেতুভূত চিদাত্ম্যকে নিক্ষেপ
করি, তদ্বারাই এই ভূতলোকের উদ্ভব হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কেবলৈক্যসংযোগে ঐদৃশভূতকারণমিচ্ছা মমতি । মম সৃষ্টা
মদীয় মায়া ত্রিগুণাদিকা প্রকৃতিগোনি সর্বভূতানাং সর্বকার্যোভ্যাস্তব্ধাভরণাভাবিকারার্থং
মহৎব্রহ্মেতি যোনিরেষ বিশদ্যতে । তস্মিন্ মর্ত্যতঃ প্রকৃতি যোনৌ গর্ভং হিরণ্যগর্ভস্ত জন্মানৌবীজং
সর্বভূতজন্মকারণং বীজং দধামি নিক্ষিপামি কেবলৈক্যপ্রকৃতিদ্বয়প্রতিমানীকরোহিমবদ্যাকাম-

তিস্বিধয়ে বসি সম্ভতি । সত্ত্বাগ্নয়ঃ চৈবৈকৈক মলাভেবে পুণ্ডরিকং । অক্ষাণ্য গায়ে তুজীয়াদিত্তিঃ প্রক্ষাল-
য়ন্তুতং । অথবাভ্রপদার গায়ে তুজীত নিত্যশঃ । তুজুত সত্ত্বজেন গায়ে যাদ্যনাদিমলোল্লপঃ । বিদ্যে
পরদ্বলে যাদ্যরে তুজবজনে । বুতে পরাধসংগাতে তিক্কাঃ নিত্যঃ যতিশ্চরেনং । গোদাহবাজং তিষ্ঠেত
কালম্ তুজুরোধুং । তিক্কাভ্যাস্তা সনুত্কা মনঃসাম্ভবঃ তিষ্ঠেত । অক্ষাণ্য গায়েযোত সন্যাস বধাবিধি ।

কর্ণোপাধিধরুপারবিধানিং ক্ষেত্রজং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ । সম্ভব উৎপত্তিঃ সৰ্বভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপত্তির্ধারণে, তত্তত্তস্মাৎ যোনেমূলকারণাদগর্ভধানাং ভবতি ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরি ।—জ্ঞানসত্ত্বা তদতিমুখায়াব্যবহিতচেতসে বিবক্ষতবর্থমাহ ক্ষেত্রেতি ।

স্বরূপত্বেন স্বভূতত্বং বারয়তি মদীয়েতি । ঈশ্বরীং চিচ্ছক্তিং ব্যাবহিক্যত ত্রিগুণাত্মকেতি । সাংখ্যীয়-প্রকৃতিরপি মদীয়েতি ব্যাবহিক্যতা যোনিশব্দেন সর্বাণি ভবনযোগ্যানি কার্য্যাণি প্রভৃতিপাদনত্বম-ভিপ্রেতমিত্যাহ সৰ্বভূতানামিতি । প্রকৃতেষ্বহং সাংখ্যমিতি সর্কেতি । সৰ্বকার্য্যব্যাপ্তিমাধায় যোনাবেব ব্রহ্মশব্দঃ ন লিঙ্গবৈষম্যমাহদ্ভুতত্বার্থান্তরং কিঞ্চিদিত্যাশঙ্ক্যাহ যোনিরिति । তদ্ব-মিত্যাদি বাচ্যে তদ্বিত্তি । ঈদৃশস্য ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগস্য ভূতকারণত্বমিতি বক্তৃপুত্রকম্য কিমিদমন্যাদর্শিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষেত্রেতি । গর্ভশব্দেনোক্তসংযোগস্ত ফলদর্শয়তি সম্ভব-ইতি । আদিকর্তা সত্ত্বতানাং ইতি স্বয়া হিরণ্যগর্ভকার্য্যাবগম্যভূতানাং কথং যথোক্তগর্ভা-ধাননিমিত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ হিরণ্যগর্ভেতি । ৩ ।

রামানুজ ।—অথ প্রাকৃতানাং গুণানাং বন্ধহেতুতাপকারং বক্তুং সৰ্বভূতজাতস্ত প্রকৃতিসংসর্গজং “বাবংসংজায়তে কিঞ্চিদি”তানেনোক্তং ভগবতা স্বেনৈব কৃতমিত্যাহ মমতি । [মম মদীয়ং] কৃৎসন্ত জগতো যোনিভূতঃ মহদব্রহ্ম যংতস্মিনগর্ভং দদাম্যহং । “ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেত চ অহংকার ইতীযংমে তিরা প্রকৃতিরষ্টধা । অপরেষমিতি” নির্দিষ্টা-চেতনা প্রকৃতিষ্বহংকারাবিকারাণাং কারণতয়া মহদব্রহ্মেভূত্যাতে প্রতাবপি কচিং প্রকৃতিরপি ব্রহ্মোক্ত নির্দিষ্টায়ে “যঃ সর্কজঃ সর্কবিৎ । যস্য জ্ঞানময়ঃতপঃ তস্মাদেতদব্রহ্মনামরূপময়ঃ চ জায়ত” ইতি । “ইত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং জীবভূতামিতি” চেতনপুঞ্জরূপা প্রকৃতি-নির্দিষ্টা সেহ সকলপ্রাপিবীজতয়া গর্ভশব্দেনোচ্যতে তদ্বিত্তেচেতনে যোনিভূতে মহতি ব্রহ্মণি চেতনপুঞ্জরূপং গর্ভং দদামি । অচেতনপ্রকৃত্যা ভোগক্ষেত্রভূতয়া ভোক্তৃবর্ণপুঞ্জভূতং চেতন-প্রকৃতিং সংযোজয়ামীত্যর্থঃ । তত তস্মাৎ প্রকৃতিষ্মসংযোগানুসংকল্পকৃত্যং সৰ্বভূতানাং ব্রহ্মাদি স্তম্বপৰ্য্যস্তানাং সম্ভবো ভবতি ॥ ৩ ॥

হনুমান ।—মম মংসধন্ধিনী প্রকৃতিঃ সৰ্বকার্য্যোপেক্ষয়া বর্ধমানাজ্ঞানব্রহ্মোক্ত যোনিরেব বিশিষ্যতে গর্ভং হিরণ্যগর্ভস্য বীজং বীৰ্য্যক্ষেত্রজ প্রকৃতিষ্ম শক্তিমানীষরোহং দদামি ক্ষেত্রজং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামীত্যর্থঃ । সম্ভব উৎপত্তিঃ সৰ্বভূতানাং হিরণ্যগর্ভোৎপত্তি-ধারণেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

আদিত্যে দশদিক্কাং ভূতীত আয়ুখোহব্রহ্মঃ ॥ ইদা প্রাণাহতীঃ পঞ্চগ্রাসানন্তো সমাহিতঃ । আচম্য দেবং ব্রহ্মাণং ধারীত পরমেস্বরং ॥ অলাবুং দাদু পাত্রক মুদ্রয়ং বৈশ্রবংতথা । চত্বারি যতিপাত্রাণি মহুরাহ প্রজাপতিঃ ॥ প্রদোষ পরব্রহ্মে মথারাজেতথৈষতঃ । সঙ্ক্যাখরু বিশেষেণ চিত্তমেরিত্যমীষরঃ ॥... ব্রতাদিবাণি ভিক্ষুনাং তথৈষোপব্রতানিচ ॥ একৈকাতিক্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিদীয়তে । উপেতাত স্মিয়ঃ কামাৎ প্রায়শ্চিত্তং সমাহিতঃ । প্রাণারাম সমাহুত্বম্ কুখ্যাংসাপ্তগনম্ গুচিঃ । ততশ্চরেত নিয়মান্ কৃত্যমান সংবত মানসঃ ॥

শ্রীধর ।—তদেবং অংশসয়া শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাদীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ সর্ভভূতাংপত্তিঃ প্রতি হেতুঃ ন তু স্বতন্ত্র্যোরিতীমং বিবক্ষিতমর্থঃ কথয়তি মমেন্দি । দেশতঃ াণতশ্চাপরিচ্ছিন্নস্বান্নহং বৃহিতস্যাং স্বকাৰ্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুহাবা ত্রন্ধ প্রকৃতিরিতার্থঃ । তদ্ব্যবস্থান্ন পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাদানং স্থানং তস্মিন্নহং গর্ভং জগদ্বিত্তারততুং চিদাভাসং দধামি তপামি প্রলয়ে ময়ি লীনং সম্ভববিদ্যাকামকর্মাশ্রয়বস্তং ক্ষেত্রজং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ যোজয়ামীত্যর্থঃ, ততো গর্ভাধানাং সর্ভভূতানাং ত্রন্ধাদীনাং সম্ভবউৎপত্তিউবতীতি ॥ ৩ ॥

বলদেব ।—তদেবং বক্তব্যার্থস্তত্যা তস্মিন্ কচিং শোভুৎপাদ। ভূমিরাপ ইত্যাদি-স্বার্থান্ননারং যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ ইত্যাদৌ প্রকৃতিজীবসংযোগং পরমেশ্বতুত্বকর্মভিত্তিমহং হুটয়তি মমেন্দি । মহং সর্গস্ত প্রপঞ্চস্ত কারণং । লঙ্কাভিব্যাকুলস্বাদিগুণকং প্রধানং মম সর্গেশ্বরস্য ণ্ডকোটিশ্রুগৌনির্গতধারণতানং ভবতি । প্রধানেন ত্রন্ধদশ্চ । “তস্মাদিতত্ত্বজ্ঞানম-পমমং চ জায়ত” ইতি শ্রুতেঃ । তস্মিন্মহাশ্র ত্রন্ধণি যোনিভূতে গর্ভং পরমাণুচৈতন্যরাশিমহং ধাম্যপ্যয়ামি । ভূমিরাপ ইত্যাদিনা যা জড়া প্রকৃতিরূপা সেহ মহদব্রহ্মভূত্যাচে । ইত্যজা-ইত্যাদিনা বা চেতনা প্রকৃতিরূপা সেহ সর্গ প্রাণিবীজস্বাদগর্ভকেনেতি । ভোগক্ষেত্ৰভূতয়া ভূত্যা প্রকৃত্যা সহ চেতনভোক্তৃবর্ণং সংযোজয়ামীত্যর্থঃ । ততো মহাত্মতুকাং প্রকৃতিধরসং-যাগাং গর্ভাধানান্ন সর্গভূতানাং ত্রন্ধাদিগুণাত্তানাং সম্ভবো জনিউবতি ॥ ৩ ॥

মধুসূদন ।—তদেবং অংশসয়া শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাদীনয়োঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সর্ভভূতাংপত্তিঃ প্রতি হেতুঃ ন তু সাম্যাসিদ্ধাস্তবং স্বতন্ত্র্যোরিতীমং বিবক্ষিতমর্থমাছ ভাষ্যং । সর্গকাৰ্য্যাপেক্ষাহীনিকৃত্যং কারণং মহং সর্গকাৰ্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বপাং বৃহত্তরূপাং ত্রন্ধ অব্যাকৃতং প্রকৃতিশ্রিগুণাত্মিকা মায়ামহং ত্রন্ধ তচ্চ পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানস্থানং, তস্মিন্ মহতি ত্রন্ধণি যোনৌ গর্ভং সর্গভূতজন্মকারণং অহং বহুগ্যাং প্রজায়েতীক্ষণরূপং সম্ভবং ধামি ধারণামি তৎসম্ভববিষয়ীকরোমীত্যর্থঃ । যথা হি কশ্চিৎ পিতা পুত্রমমুশরিনং বাহাদ্যাহার-পেপণ তস্মিন্ লীনং শরীরেণ যোজয়িতুঃ যোনৌ রেতঃসেকপূর্ষকং গর্ভমাপত্তে, তস্মাচ্চ গর্ভাধানাং পুত্রঃ শরীরেণ যুজ্যতে, তদর্থাং চ মদ্যে কলনাদ্যবস্থা ভবতি, তথা প্রলয়ে ময়ি লীনমনিলা-মকর্মাশ্রয়বস্তং ক্ষেত্রজং সৃষ্টিসময়ে ভোগ্যেন ক্ষেত্রেণ কাৰ্য্যাকারণসংঘাতেন যোজয়িতুঃ চিদা-গাসাখ্যারেতঃসেকপূর্ষকং মায়াবৃত্তিরূপং গর্ভমহমাদধামি তদর্থাং চ মদ্যে আকাশবায়ুতেজোজল-ধিবাদ্যাত্মপদ্যবস্থাং, ততোগর্ভাধানাং সংভবউৎপত্তিঃ ত্রিগুণগর্ভাধানাং ভবতি হে তায়ত ! স্বীকৃতকৃতগর্ভাধানং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নরাজম মাপত্য চরেতিকুরভজিতঃ । ননধুত মনুতং হিনম্ভীতি মনীষিণঃ । তথাপি ন চ কর্তব্যঃ প্রসঙ্গো হু ব দ্বারণঃ । একরোহোপাসক্ত প্রাণায়াম শতং তথা । উক্তানুভবঃ এককর্তব্যং বতিনা ধর্মলিঙ্গনা । রম্যপদ্যভেনাপিন ন কাৰ্য্যঃ শ্রেয় মন্ততঃ । শ্রেয়াদভ্যাদিকঃ কণ্ডিং নাত্যধর্ম ইতি স্মৃতিঃ । হিংসা চৈবাণরা-ক্ষা বা চায়জ্ঞান নাশিকা । বদেতদ্ধ বিনং প্রাণাশ্বতু বহিচ্চরঃ । সতত হরতে প্রাণান্ যোযিত হরতে ধনং ।

নীলকণ্ঠ ।—অধোদানীং কাবাহৃতপ্রকৃতিঃ, কিমাপ্রশয়েণ তত্ত্বাহৃতজনকজং তদাহ
 মমেতি । মম শুদ্ধচিন্মাত্র যোনিঃ প্রবেশস্থানং মহদ্বক্ষ্য মহত্তত্ত্বস্ত প্রথমকার্য্যস্ত ব্রহ্মবৃৎসং
 কারণমব্যক্তাব্যাকৃতাপরপর্যায়ঃ ত্রিগুণস্বকং মায়াখ্যং তস্মিন্ গর্ভং স্বপ্রতিবিম্বরূপং দধামি অহং
 চিন্মাত্রা ততোমৎপ্রতিবিম্বগর্ভিতা মায়া ততঃ সর্বেধাং বা ভূতানাং ভবনধর্ম্মাণাং মহাদানীনাং
 হিরণ্যগর্ভাদীনাম্ সম্ভব উৎপত্তির্ভবতি হে ভারত ! এতেন চিংপ্রতিবিম্ব সাপেক্ষত্বোপপাদনেদ্য
 প্রকৃতেঃ সাংখ্যাভিমতঃ স্বাতন্ত্র্যং নিরতম্ ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—অথানাদ্যবিদ্যাকৃতস্য গুণসঙ্গস্য বদ্ধহেতুতা প্রকারঃ বক্তুং ক্ষেত্র
 ক্ষেত্রজয়োঃ সম্ভবপ্রকারমাহ । মম পরমেশ্বরস্য যোনিগর্ভাধানস্থানং মহদ্বক্ষ্য দেশকালানব-
 জ্জিন্নদ্বাং মহৎ বৃৎসং কার্য্যরূপেণ বুদ্ধিতেতো ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ । শ্রুতাবপি কচিং প্রকৃতি
 ইক্ষেতি নির্দিষ্টতে । তস্মিন্নহং গর্ভং দধামি আদধামি । “ইতদ্ব্যনাং প্রকৃতিং বিন্দি মেপরাং
 দীবভূতাঃ” ইত্যনেন চেতনপুঞ্জরূপা যা প্রকৃতিঃ তটস্থ শক্তিরূপা নির্দিষ্টা সা সকলপ্রাণি বীজস্তয়া
 গর্ভক্ষেণোচ্যতে ততো মংকৃতাং গর্ভধানাং সর্গভূতানাং ব্রহ্মাদীনাম্ সম্ভব উৎপত্তিঃ ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—অতীত শ্লোকদ্বয়ে শ্রোতৃমন তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ আকৃষ্ট
 করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ শ্লোকদ্বয়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজের সংযোগ প্রণালী
 কীর্ত্তন করিতেছেন । এই শ্লোকে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, সেই
 নিঃসঙ্গ নির্লিপ্ত পুরুষ এই সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং তাঁহারই
 আয়োজনে এই ভৌতিক পদার্থপুঞ্জের উদ্ভব হইয়াছে । পিতা যেমন
 সন্তান লাভ কামনায় পত্নীর যোনিদ্বার পথে গর্ভে রেতঃসেক করিয়া
 থাকেন, পরব্রহ্মও তদ্রূপ মহজ্ঞপ যোনিপথে চিদাভাস রেতঃসেক দ্বারা
 এই সৃষ্ট পদার্থ সমূহের সৃষ্টি করিয়া থাকেন । পিতার শরীরে পুত্রের সূক্ষ্ম
 অংশ সমূহ যেরূপে সংযুক্ত থাকে এবং পিতা যেমন রেতঃরূপে স্বয়ংই
 রূপান্তর ধারণ করিয়া পত্নীর গর্ভে প্রবিষ্ট হন, এবং বখাকালে পুত্ররূপে
 আবির্ভূত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই পরব্রহ্ম সূক্ষ্মরূপে এই সৃষ্ট পদার্থ

১৪ কৃষা স দ্রষ্টা ত্বা ত্বত্ত্বো ব্রত চাতঃ ॥ ভূয়ো নির্লেদমাগন্নকরোজ্ঞান্নগ্ন ব্রতম্ ॥ বিধনা শাস্ত দৃষ্টেন
 ১৫ গর মতি শক্তিঃ । ভূয়ো নিকোদমাগন্নকরোজ্ঞান্নবতন্ত্রিতঃ ॥ অকস্মাদপি হিংসাত্ত যদি তিস্তুঃ সমাচরেৎ ।
 ১৬ যোং কৃষ্ণাতিকৃষ্ণস্ত চান্ধ্রাবণ মথাপিবা । সন্দেহিজিরকৌকলাংত্রয়ং দৃষ্ট্বা যতিবদি । তেন ধারয়িতব্য
 ১৭ প্রাণায়ামান্ত্র বোড়ণা দিব্যপদ্মে ত্রিরাত্রং জ্ঞাৎ প্রাণায়াম শতংতথা ॥ একায়ে মমুনাংসেচ নবশ্রোত্রে
 ১৮ ষৈবচ । প্রত্যক লবণে চোজ্ঞঃ প্রাজাপত্যং বিশোধনম্ ॥ ধ্যাননিষ্ট সততঃ নশ্যতে সর্বপাতকং ।
 ১৯ স্নানহেবং ব্যাধা তন্ত্যামিরতোভবেৎ । (কুর্ধপুরাণ উপবিভাগে ২৮ অধ্যায়) ইহাব ভাগ্যর্থ যথা । —
 ২০ ইদম্ভূতি অশ্বষ চতুর্ভয়ঃ যথো স্নান চতুর্ধ পাজম । সন্ন্যাসী চতুর্লিঙ্গী, কুসীচঃ, পঙ্কজঃ, হংস, পরমংগ

পুঞ্জ অনুপ্রবিষ্ট হইয়া অয়ংই বিরাজমান রহিয়াছেন । প্রলয়ে ভূতসমূহ
মতি সূক্ষ্মরূপে প্রেরণক্ষেই লীন হইয়া থাকে । তিনি যখন “আমি বহু
ব” এইরূপ বাসনাপরতন্ত্র হইয়া চিদাভাসরূপে প্রকৃতিকে আশ্রয়
করেন, তখনই হিরণ্যগর্ভের (২৪৩।১৪৩।১৫৪৭ পৃঃ ৫ঃ ৩ঃ) উদ্ভব হয়,
এই সেই হিরণ্যগর্ভ হইতে এই স্থাবরজঙ্গম বিশ্ব ব্যাপারের উৎপত্তি
প্রটিয়া থাকে । যেরূপ যৌন সংসর্গ প্রণালী অবলম্বনে জীবপ্রবাহ অবিরত
প্রবাহিত হইতেছে, সৃষ্টির আদি ক্রমও তদনুরূপ, ইহাই প্রদর্শন করিবার
নিমিত্ত যৌনি পদের উল্লেখ হইয়াছে । ব্রহ্মের বাসনার পরই চিদাভাস
রূপে প্রকৃতিকে আশ্রয় করাই যৌন সংসর্গজনিত পুরুষের রেতঃসেক বৃষ্টিতে
হইবে । সেই গর্ভাধান ব্যাপারের অবশ্যস্তাবী পরিণাম হিরণ্যগর্ভের
আবির্ভাব, তদনন্তর এই সৃষ্টি প্রবাহ । জীব অনুশয় অর্থাৎ অস্তিম
বাসনা ও আনক্তি কাম প্রভৃতি সহকারে ব্রহ্মে লীন হইয়া থাকে । সৃষ্টির
প্রারম্ভকালে তাহাদিগের বাসনারূপ ভোগাভোগারূপ সংযোগ বিধান
সেই ব্রহ্মেরই ব্যবসায় সংঘটিত হইয়া থাকে ।

প্রলয়ান্তে অবিনুক্ত জীবসমূহের চিদংশ চিহ্নস্ব ভগবান্কে আশ্রয়
করে । যখন ব্রহ্ম অয়ং বহু হইবার বাসনা করিয়া থাকেন, তখনই সেই
বহুবিধ জীবের চৈতন্য সমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া সত্ত্বরজতমোদ্ভবা প্রকৃতিকে
আশ্রয় করে । তদনন্তর সেই অতি সূক্ষ্ম চিহ্ন পদার্থ সমূহ স্ব স্ব বাসনা-
দির অনুসারে সত্ত্বরজ ও তমোদ্ভবের ভারতম্য ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গ
কলেবরাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এইরূপেই হিরণ্যগর্ভ হইতে সৃক্ষ
সুগুরুও উদ্ভব হয় । ইহাই প্রকৃতি পুরুষের যৌনসংসর্গ, ও তাহারই
শাম স্বরূপ সৃষ্টির ক্রম । সৃষ্টির প্রারম্ভে পরব্রহ্ম হইতে এই ক্রমে জীব
প্রবাহের আবির্ভাব হয়, এবং প্রলয়কালে এইরূপে সত্ত্বরজতমোদ্ভবব্রহ্ম
হইয়া যায় এবং চিহ্ন পদার্থ পুণ্য সেট ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া

১। ভগবানে সমস্ত কণ্ঠ সমর্পণ করাত সন্ন্যাসীর দণ্ড । তিনি একবার প্রত্যাহার ও লম্বাধরণ করিয়া
মুণ্ডল হস্তে সর্বভূত সমদর্শন ও নানাবর্ণকে স্মরণ করিয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ করেন, কখনও এক স্থানে
থাকেন না । তিনি সতসী কাত্যকৈ ও বিদ্যা বাসন প্রদান করেন না । কোন স্থানে বাসের নিমিত্ত
কোন স্থানে উদ্যোগী । না, কোন বস্ত্রপাশের ভাষনা করেন না তাহার কোন সঙ্গ নাও সমভাঃ নাও; তিনি
কোন ভোজন না দৈবজ্ঞ মত গ্রীষ্ম শর্মক করেন না । কোন পুত্রপুত্র নিকট তিনি নাকিও বস্ত্র পরিধান

থাকে । পূর্বে যে পঞ্চাশবিদ্যার (১৪৬৪ পৃঃ টাঃ দ্রঃ) প্রসঙ্গ অপেক্ষাকৃত বাতল্য রূপে কীর্তন করা হইয়াছে, এই স্থলে তাহারও আলোচনা করা আবশ্যক । জীবসমূহ মরণান্তে যে যেরূপ গতি প্রাপ্ত হয়, এবং তদনন্তর বিহিত ভোগাবস্থানে যে যে প্রণালী ক্রমে পুনরাবিভূত হইয়া থাকে, তাহা তথায় বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে । সেই প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করিলে উপলব্ধ হইবে যে, জননাভিলাষী জীবগণ চন্দ্রমণ্ডল হইতে বসিত হিমালীরূপে জ্রীহিবাদির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে । পরে তত্ত্ব পদার্থভোজী পুরুষ ও নারীর শুক্রশোণিত রূপে পরিণত হইয়া থাকে । ২-১ হইতে সহজেই উপলব্ধ হইতেছে যে, মৃত্যুর পরেও অতি সুক্ষ্মরূপে বাসনা ও দেহের বীজ বিদ্যমান থাকে ; প্রলয়ান্তে তাহাই পরব্রহ্মে ও প্রকৃতিতে লীন হয় ; এবং পুনঃ সৃষ্টি কালে তাহা জীবরূপে পরিণত হয় । ছান্দোগ্যোপনিষদে এই প্রসঙ্গ বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইয়াছে ।

ভূতপুঞ্জ যে প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন, ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত পূর্বে “যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ” (১৩ অধ্যায় ২৭ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোক উদ্ভিষ্ট হইয়াছে । পূর্বে “ভূমিরাপোহনলো বায়ু” (৭ম অধ্যায় ৪ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে এবং তদনন্তর “অপরেয়মিতস্বচ্ছাৎ” (৭ম অধ্যায় ৫ শ্লোক) এই বাক্যে প্রকৃতির তত্ত্ব পরিস্ফুট করা হইয়াছে । এক্ষণে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে, তত্ত্বভয়েক আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মাদি স্তম্ভ পর্য্যন্ত তাবৎপদার্থের উদ্ভব হইয়া থাকে । অচেতনরূপা প্রকৃতিতে ব্রহ্ম চেতনরূপ জীবের সংযোগ করিয়া থাকেন ; সেই জীব সেই প্রকৃতি হইতে চেতনরূপে আবিভূত হইয়া বাসনানুরূপ বিষয়ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

করেন না । ভগবান্ পদ্মায়োনি সম্রাসিগণের এই প্রকার ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন । জিতেন্দ্রিয় সম্রাসিগণের ভিক্ষালব্ধ অন্ন কিম্বা ফলমূলদ্বারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করা বিধেয় । তাঁহারা এক সময়েই ভিক্ষা করিবেন, যারবার ভিক্ষা লাভের চেষ্টা করিবেন না ; কারণ সম্রাসী ভিক্ষাতে অধিক আসক্ত হইলে পুনর্বার বিষয় ভোগে লিপ্ত হইতে পারেন । সপ্তগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করা উচিত । তাহাতে জীবনাপ্যোগী ত্রয লাভ না হইলে আর দুই গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন । জলের দ্বারা উত্তমরূপে পাত্র প্রক্ষালন করিয়া তাহাতে ভোজন করিবেন । নিত্য পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে ভোজন উচিত এবং ভোজনাগ্রে তাহা পরিত্যজ্য । কল্যাণের জন্য তাহা রাখিয়া দিবে না । সম্রাসী গৃহস্থের ঘরে উপস্থিত হইয়া একবার মাত্র “ভিক্ষা” এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া গোবোহন পরমিত কাল নীরবে অপেক্ষা করিবেন । - ভোজন কালে যতি বাগ্ধত ও শুচি হইবেন ।

সর্বযোনিষু কোন্তেয় ! মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ ।

তাসাং ব্রহ্ম মহেশ্বোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ ॥

অঙ্কুর ।—হে কোন্তেয় ! (কুন্তীনন্দন !) সর্বযোনিষু (মনুষ্যাদি সর্বভূতেষু) যাঃ মূর্তয়ঃ (জীবাঃ) সম্ভবন্তি (উৎপদ্যন্তে) তাসাং (মূর্তীনাং) মহং ব্রহ্ম (প্রকৃতিঃ) যোনিঃ (কারণং) অহং বীজপ্রদঃ (গর্ভাধানকর্তা) পিতা ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—হে কুন্তীনন্দন ! সর্বযোনিতে যে জীব-সকল সম্ভূত হয়, তাহাদের প্রকৃতি কারণ, আমি গর্ভাধান-কর্তা পিতা ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে কুন্তীনন্দন ! মনুষ্যাদি বিবিধ যোনিতে যে সকল শ্রাব্য জন্মাদি মূর্তি সমূহ উদ্ভূত হয়, প্রকৃতি তাহাদের কারণ অর্থাৎ জননীরূপা এবং আমি বীজাধানকারী পিতৃ স্বরূপ ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—সর্বযোনিষু । দেবগিহনমুখ্যপশুমৃগাদিসর্বযোনিষু কোন্তেয় ! মূর্তয়োদেহসংস্থানলক্ষণা মুর্চ্ছিতান্ধাবয়বা মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যান্তাসাং মূর্তীনাং ব্রহ্ম মহং সর্বো-
বহং যোনিঃ কারণমহমীশে, বীজপ্রদোগর্ভাধানকর্তা পিতা ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি ।—নমু কথমুক্তকারণাহুরোদেন হিরণ্যগর্ভোদ্রবমভ্রাণেতা ভূতানামুৎ-
পত্তিক্রান্তে দেবাদিজ্যোতির্বিশেষেষু দেহবিশেষাণাং কারণান্তবস্তুবাদ্যাহ সর্বযোনিষু ।
তত্র তত্র হেবস্তরপ্রতিভাসে কুতোহস্ত্র হেতুহ্মিত্যাশঙ্ক্য ন তজ্জপেণাগৈবাবস্থানাদিত্যাহ
সর্বাবস্থমিতি । ৪ ।

রামানুজ ।—কার্য্যাবহোহপি চিদ্রূপে প্রকৃতিসংসর্গো ময়ৈব কৃতত্যাগ সর্গেতি ।
দেবগন্ধর্ববক্ষরাক্ষসমুখ্যপশুমৃগপক্ষিসরিষ্যপাদিনু যোনিষু তদুদ্বিগো যাঃ সম্ভবন্তি জায়ন্তে
তাসাং ব্রহ্ম মহেশ্বোনিঃ কারণং ময়া সংসৃজিতচেতনবর্ণা মহদাদির্বিশেষাশ্রা প্রকৃতিঃ কারণ-

হস্ত পদ প্রকালনের অনন্তর যথাবিধ আশ্রয় করিবেন এবং আদিতে দেবকে অন্ন নিবেদন করিয়া দিয়া
পূৰ্ণমুখে ঘরিতানে উপবেশন পূৰ্ণক গন্ধপ্ৰাণাতি প্রদান করিবেন অনন্তর অষ্টপাশ ভোজন করিবেন । পরে
শচেন্দ্রোত্তর পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবেন । অন্নপান পান, কাষ্ঠ পান, মৃৎপান এবং বেণুপান পান এই চারি
সকলই যতিপাত্র । অরোহে, মধ্য রাত্রে, পশুপাত্রে এবং সন্ধ্যাকালে বিশেষরূপে পরমেশ্বরকে তিস্ত করিবেন ।
যাসীর যে যে ব্রত ও নিয়ম বিহিত আছে, তাহাদের মধ্যে - স্তবিকমে শ্রীর শ্রুত করা উচিত । চন্দ্রের
উত্তমনার গ্রীষ্মকাল করিয়া প্রাণায়াম যুক্ত সাধন নামক প্রায় . . . করিবেন । পবিত্রগণ সন্নিহিত, পরিচাল
হলে সিংহাসন্য দোষাবহ নহে, কিন্তু সম্যাসিপণের একমাত্র সিংহাসন্য দোষাবহ নহে । তিনি

দ্বিত্যর্থঃ । অহং বীজপ্রদঃ পিতা । তত্র তত্র চ তত্তৎ কৰ্ম্মাঙ্গুণ্যেন চেতনবর্গস্য সংযোজক-
শ্চাহমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

হুত্বমান্ ।—সর্বমোনিয়ু দেবাদ্যাম্ মূর্তয়ঃ সংস্থানানি বিশিষ্টানি ভূতানি তাসাং
ব্রহ্ম সহঃ যোনিরহং বাসুদেবঃ পিতা ॥ ৪ ॥

শ্রীধর ।—ন কেবলং সৃষ্ট্যপক্ৰম এব মদদিষ্টানেনান্ত্যাং প্রকৃতিপুরুষাত্যাময়ং ভূতোং-
পত্তিপ্ৰকারোহপি তু সৰ্পদৈবেত্যাহ গর্কেতি । সৰ্পাস্থ যোনিষু মনুষ্যান্যাম্ বা মূর্তয়ঃ স্থাবর-
জলমাত্মিকা উৎপদান্তে তাসাং মূর্তীনাং মহদ্ব্রহ্ম প্রকৃতিগোনিষ্ঠাতৃহানীয়া,* অহং বীজপ্রদঃ
পিতা গর্ভাধানকর্তা পিতা ॥ ৪ ॥

বলদেব ।—সর্পেতি । হে কোত্তেষয় সর্বমোনিয়ু দেবাদিস্থাবরাস্থাম্ যোনিষু যা মূর্তয়-
ন্তমবঃ সন্তবন্তি তাসাং মহদ্ব্রহ্ম প্রধানং যোনিরুৎপত্তিস্তত্ত্বমীত্যর্থঃ । বীজপ্রদন্তং কৰ্ম্মা-
ঙ্গুণ্যেন পরমাণুচেতন্যাপিসংযোজকঃ পরেশোহহং পিতা ভবামি ॥ ৪ ॥

মধুসূদন ।—নম্ব কথং সর্বভূতানাং ততঃ সম্ভবোদেবাদিদেববংশেমাণাং কারণান্তর-
সম্ভাবিত্যনুসংহা হ সর্কেতি । হেবপি হুমহুস্যাগন্তুমগাদিসক্যোনিয়ু যা মূর্তয়ঃ জবাসুজা ব্রহ্মদেবকো-
দ্বিজ্ঞানিভেদেন বিলক্ষণবিবিদসংস্তানান্তনবঃ সম্ভবন্তি হে কোত্তেষয় ! তাসাং মূর্তীনাং তত্তৎ-
কারণ ভাবাপন্নং মহৎ ব্রহ্মৈব যোনিষ্ঠাতৃহানীয়া, অহং পরমেশ্বরোবীজপ্রদঃ গর্ভাধানস্য কর্তা
পিতা, তেন মহতোব্রহ্মণ এবাবস্থাবিশেষঃ কারণান্তরগীতি যুক্তমুক্তং সম্ভবঃ সর্বভূতানাং
ভূতোভবতীতি ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কিঞ্চ সর্পেণ ভূতেষু উপাদানভূতেষু পুণিব্যামোষধয় ইব যাঃ মূর্তয়ঃ
শরীরগি স্বরনরতিগাকৃৎস্থাবরায়কানি চতুর্কীদানি সম্ভবন্তি তাসাং মূর্তীনাং ব্রহ্মমহৎপূর্কোক্তং
(মহতোব্রহ্ম ব্রহ্মমহৎ রাজহস্তাদিহৃদ্যসর্জনম্ পরনিপাতঃ) মায়ৈবগোনিষ্ঠিত্যর্থঃ অহং তাসাং
বীজপ্রদঃ পিতা তাদৃশ প্রপ্রতিবিম্বত্বার্থ্যতা, যথা পুরুষোভাগ্যায়াম্ অমুশয়িসংপৃক্তং রেতো
নিষিক্তি ততো ভাগ্যাতঃ পিণ্ডোৎপত্তিঃ রেতোশতোৎপত্তিরিতি চৈতন্ত্যবিশিষ্টম্ পিণ্ডম্ পিতাহং
মাতা চ মায়ৈত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শিখা শাক উচ্চারণ করিলে একরার উপবাস এবং শত প্রাণারামের অনুষ্ঠান করিবেন । অত্যন্ত বিপদে
পতিত হইলেও শিখা প্রাণেগ উচিত নহে ; কারণ শিখায় তুলা আর অধর্ম নাই । হিংসা এবং ভুলা আত্ম
জ্ঞান বিনাশক । ইহার অনুষ্ঠানে দুটোয় সম্মানী ব্রতচ্যুত হয় । যদি সেই সম্মানীর অনুষ্ঠান উপস্থিত হয়,
তাহা হইলে সে পুনরায় একবৎসর সাধা চাক্ষুরণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে । দৈব বশতঃ হিংসা করিলে
কঙ্কাজাত কৃক্ক ব্রত অথবা চাক্ষুরণ করিবে । শ্রীলোক বর্ণনে ইন্দিরের দুর্কলতা প্রসূক্ত যদি সন উজ্জিত হয়,
তবে যেড়িপ প্রাণারাম করা কঠবা । শিখা নিস্তা করিলে ত্রিরাশোপবাস এবং শত প্রাণারাম করিবে । মধু,
মাংস, বন আহার, এবং লচ্যক লবণ ভক্ষণ করিয়া বিস্তারিত নিবৃত্ত প্রজাপতি ব্রতানুষ্ঠান করা বিধেয় । ঘাস
পিত্ত সম্মানীর সর্বাপাণ শাক হইয়া থাকে । অতএব সম্মানী সর্বথা ঘাস ব্রত থাকিবেন । * । ব্রহ্ম আদি

নিশ্চিনাথ ।—ন কেবলঃ সৃষ্টিপতি সময় এব সর্বভূতানাং প্রকৃতিমাতা অহংপিতা
অপিতু সর্বদৈবেত্যাহ সর্বাস্থ যোনিষু দেবাদ্যাস্থ যা মূর্ত্যো জন্মহাবয়াম্বিকা উৎপদ্যন্তে
তানাং মূর্তীনাং মহৎব্রহ্ম প্রকৃতিধোনিরুৎপত্তিতানাং মাতা অহং বীজপ্রদঃ গর্ভাধানকর্তা
পিতা ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীভগবান্ পূর্বে শ্লোকে আপনাকে সৃষ্টির প্রারম্ভকালে
প্রকৃতি নামাভিধেয় মহদ্ব্রহ্মরূপ যোনি মধ্যে গর্ভাধান কর্তা বলিয়া
অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন । বর্তমান শ্লোকে তিনি ইহাই বলিতেছেন
যে, কেবলমাত্র সৃষ্টির প্রারম্ভ কালেই তিনি পিতৃস্বরূপে সম্বন্ধ ছিলেন,
এরূপ নহে; অপিচ ধারাবাহিকরূপে তাবৎ পদার্থেরই তিনি পিতৃস্বরূপ ।
হে কৌন্তেয় ! তুমি মনে করিতে পার যে, সৃষ্টির সূচনা সময়ে আমি বহু
হইবার সংকল্প করিয়া প্রকৃতিকে আশ্রয় পূর্বক জীব প্রবাহের উদ্ভব
করিয়াছি । তদনন্তর এই সৃষ্টি চক্র স্বকীয় শক্তিতেই জগাদি বিকারসমূহ
প্রাপ্ত হইতেছে এবং সৃষ্টির ক্রম সংরক্ষণ করিতেছে । এরূপ মনে করা

বৈদ্যাচাৰ্য্য বিষ্ণু দ্বিতীয় আচাৰ্য্য, ব্রহ্ম দ্বিতীয়, বশিষ্ঠ চতুর্থ, শক্তি গণেশ, পরশুরম্, বাসুদেব, শুক অষ্টম,
গৌড় নবম, গোবিন্দ দশম এবং শঙ্করাচাৰ্য্য একাদশ আচাৰ্য্য । ভগ্নদেহে সভাপ্তে ব্রহ্মা বিষ্ণু কৃষ্ণ এই তিন
আচাৰ্য্য, ত্রেতায বশিষ্ঠ শক্তি পরশুর, ঝাগরে বাসু শুক এবং কলিযুগে গোবিন্দ শঙ্কর এই তিন
আচাৰ্য্য । শঙ্করাচাৰ্য্যের চারিজন শিষ্য । ব্রহ্মাচাৰ্য্য, গম্বাচাৰ্য্য জ্যেষ্ঠাচাৰ্য্য, পৃথীথরাচাৰ্য্য । ব্রহ্মাচাৰ্য্যের
চুই শিষ্য তীৰ্থ ও আশ্রম । গম্বাচাৰ্য্যের চুই শিষ্য বন, আশ্রমক । জ্যেষ্ঠাচাৰ্য্যের তিন শিষ্য গিৰি, পশুপত,
মাদর । পৃথীথরাচাৰ্য্যের তিন শিষ্য সরস্বতী, ভারতী, পূৰী । শঙ্করাচাৰ্য্য প্রসিদ্ধ উল্লিখিত জগৎসম্বাদী
উদ্যানীকালে নানারূপ ভাবে বিস্তৃত হইয়া তিমালয় হইতে কুমারিকা পৰ্য্যন্ত পিচরণ করিতেছেন । সম্রাটগণ
গৃহভ্রাম্য পরিত্যাগ করিয়া সম্রাটী গুপ্তর সন্যাসে জ্ঞানোপদেশ গ্রহণ করেন, এবং নানাতীৰ্থ ও জনপদ
পরিভ্রমণ করিয়া যথোপযুক্তকালে বিদ্য লিপিত মন্ত্ৰে দীক্ষিত হইয়া থাকেন । "৩৬বসি মহাপ্রাজ্ঞা হংসঃ
গোচঃ বিভাসয় । নির্মমো নিবহস্তারঃ খভাবেন শুশং চর ॥" (মুণ্ডানিপাণ তম চম উদ্যান)

সর্বভূতানী সম্রাটী প্রকৃত লক্ষণ । শাস্ত্রে ঐতিহ্যের উপানং দষ্ট এবং শীত নিবাহণের কথা পাঠ্যে
ব্যবস্থা আছে । কিন্তু বর্তমান কালের সম্রাটগণ নানা স্থানের নানাপ্রকার বলয় কখন কখন প্রত্যক্ষ দেখে
ধারণ করিয়া থাকেন । তদ্ব্যতীত ডোর কৌশল ও পেরুয়া বসনাদি ব্যবহার করেন । পরস্পরের হিত
অভেদ জ্ঞান তেজ আপনাকেও ব্রহ্মরূপে অনুভব করি সম্রাটী লক্ষণ, এবং বিনি সেত রূপ জ্ঞানে উন্নত
হইয়াছেন, তিনিই সিদ্ধ সম্রাটী । কিন্তু বর্তমানকালে সম্রাটগণের উদ্দেশ্য সেইরূপ হইলেও ইষ্টাধার
সাধনা কেবল তীর্থভ্রমণ ও শিবোপাসনা মায়ে পর্য্যাপ্ত । প্রকৃত তত্ত্বদর্শী কামনা লুপ্ত এবং আসক্তি বর্জিত
সম্রাটী এখন নিস্তাপ্ত বিরল । বর্তমান কালে অনেক সম্রাটী কেবল ভিক্ষা গ্রহণের অবলম্বন করিয়া
জীবনপাত করেন; সাধনা ও আত্মব্রতীর কোন নিয়ম বা অনুষ্ঠান অবলম্বন করেন না ।

ভ্রম । কারণ এই বিশ্বে বিভিন্ন প্রকার বিচিত্রতাপূর্ণ নানারূপ পরিগ্রহ করিয়া যে সকল জীব স্ব স্ব নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করিতে বিচরণ করিতেছে, তত্তাবৎ স্ব স্ব শ্রেণীনির্দিষ্ট যোনি পথে আবিঃ হইতেছে সত্য ; কিন্তু ইহা নিঃসংশয়িত সত্য যে, প্রকৃতি তৎসম আদিস্বরূপ, কারণ স্বরূপ এবং পরম যোনি স্বরূপ । হে কুন্তীন আমি সেই প্রকৃতিরূপ পরম যোনিতে গর্ভাধানকারী পিতা । সুতঃ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, প্রকৃত প্রস্তাবে সেই পরব্রহ্ম হইতেই জগতের বাবতীয় মূর্ত পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, অর্থাৎ দেব * পিতৃ, মাতৃ, পক্ষীরূপ জরায়ুজ, অণুজ, স্পেদজ, উদ্ভিজ্জের ণ উৎপত্তি হইয়া তত্তাবৎ পৃথক পৃথক যোনি হইতে উদ্ভূত হইলেও প্রকৃতিই তাহা মাতৃস্বরূপা এবং পরমেশ্বরই পিতৃস্বরূপ ॥ ৪ ॥

* দেব ।—শাস্ত্রে কথিত আছে, দেবতা তেত্রিশ কোটি । “মদারা বিবৃথাঃ সর্গে স্বানং স্বানঃ সহ । বৈলোক্যে তত্রাশ্বিনং কোটি সংখ্যা যথা ভবা ।” (পদ্ম পুৰাণ) দেবগণ যমর, জ্যৈষ্ঠির্দেব, সপ্তমণ্ডলাদী । স্বর্গ ইহাদের বাসস্থান । ‘নৃপাণাং দৈবকং বিদুঃপৈক্যং পূবন্দবঃ । বিশ্রাণামগ্নিরাগ্নিতে চৈব শিনাকগন্ধ । দেবানাং বৈবচং বিদুঃশিনানাং বিশ্রাণকং । যক্ষরাণাং তথা সোমো যক্ষণামপি ব বিদ্যাগরাণাম্ যাদেবী মাধ্যানাং ভগবান্ তবিঃ । যক্ষণাম্ শঙ্করোকটঃ বিলবাণাক পাশুভী । কবীণাং ব্রহ্মা মহাদেবক পুণ্ড্রকঃ । মনুনাং স্রাক্ষা দেবী তথা বিষ্ণুঃ সভাস্করঃ । গৃহস্থানাং সর্গেহা ব্রহ্মা চৈ চারিণাং । বৈবানসামধিক্যাদ্ভ্য বহীনাং মহেশ্বরঃ । ভূতানাং ভগবান্ কট্যঃ কাম্যানাং বিনায়কঃ । ২ ভগবান্ ব্রহ্মা দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ ।’ (কুণ্ডপুরাণ) অর্থাৎ সৃষ্টিগণের দেবতা বিষ্ণু এবং ইন্দ্র ; বি দেবতা অগ্নি, সর্গা, ব্রহ্মা এবং মহাদেব ; দেবগণের দেবতা বিষ্ণু এবং দানবগণের দেবতা শিব ; যক্ষ ও যক্ষগণের দেবতা চন্দ্র, বিদ্যাধরগণের দেবতা সরস্বতী, সাধ্যগণের তরি, রাক্ষসগণের দেবতা ত্রিবিধগণের গান্ধারী, কবীগণের দেবতা ব্রহ্মা এবং মহাদেব, গৃহস্থগণের ও গৃহস্থগণের দেবতা উম, বিষ্ণু ব্রহ্মচারিগণের ও দেবতা ব্রহ্মা, বৈবানসগণের দেবতা অশ্বকী যতিগণের মহেশ্বর ; ভূতগণের দেবতা কুম্মাণ্ডগণের দেবতা বিনায়ক, এবং সকলেরই দেবতা ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা ।

† জরায়ুজাদি ।—‘জরায়ুজাদি, জরায়ুভোজী জাতানি মদুযা গম্যাদীনী । অণুজানি, স্পেদোজ্যো জাতানি পরমাদীনী । স্পেদজানি, স্পেদোজ্যো জাতানি যক্ষমশকাদীনী । উদ্ভিজ্জানি, ভূমিমুদ্ভিজ্জো জাতানি লতাবৃক্ষা । (শেফাল্যসার) জরায়ু হইতে বাহ্যরা জন্মে, তাহারাই জরায়ুজ ; যেমন মথুরা পুত্র প্রভৃতি । অণু বাহ্যরা জন্মে, তাহারাই অণুজ পক্ষী গণাদি । স্পেদ অর্থাৎ উন্ম হইতে বাহ্যরা জন্মে তাহারাই স্পেদজ যক্ষ মশকাদি । ভূমি ভেদ করিয়া বাহ্যরা জন্মে, তাহারাই উদ্ভিজ্জ, লতা বৃক্ষাদি ।

সত্ত্বং রজস্তুম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ।

নিবল্লন্তি মহাবাহো ! দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫ ॥

অম্বয় । হে মহাবাহো ! (ভূজবলশালিন্ !) সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ (প্রকৃতিজাতাঃ) গুণাঃ দেহে (শরীরে) অব্যয়ং (বিকাররহিতং) দেহিনং (আত্মানং) নিবল্লন্তি (বদ্ধং কুরুন্তি) ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ । হে মহাবাহো ! সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই প্রকৃতি-জাত গুণ-সকল শরীরে অব্যয় আত্মাকে বদ্ধ করে ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা । হে অসীমভূজবলশালিন্ অর্জুন ! সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে সঞ্চারিত এবং ইহারাই এই শরীরে নিবিকারী আত্মাকে জন্মমৃত্যু জ্ঞানদিভোগে সংবদ্ধ করে ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কে গুণাঃ কথং বরদ্বীত্যাচ্যতে সম্বন্ধিতা । সত্ত্বং রজস্তুম ইত্যেতৎ-নামানোগুণা ইতি পাবিত্যধিকঃ শব্দোদ্যমঃ রূপাদিবং দ্রব্যপ্রতিভাঃ, ন চ গুণগুণিনিরাক্ষণমহং বিবক্ষিতং, তস্মাদ্গুণা ইব নিত্যপারভব্যাঃ ক্ষেত্রজঃ প্রত্যয়দ্বায়কত্বাৎ ক্ষেত্রজঃ নিবল্লন্তী ব ভ্রাম্পদীকৃত্যত্মানং প্রতিগন্তত ইতি নিবল্লন্তীত্যাচ্যতে । তে চ প্রকৃতিসম্ভবা ভগবদ্ব্যাসসম্বদা নিবল্লন্তী ব হে মহাবাহো ! মহাশো সমর্পতরাবাজ্ঞানপ্রবোধো বাহু বস্যা স মহাবাহুঃ, তে মহা-বাহো ! দেহে শরীরে দেহিনং দেহবস্ত্তং অব্যয়মব্যয়রক্ষোক্তমনাদিত্যধিকোকে ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি ।—এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগোজ্ঞগতং প্রতিঃ দশমভ্য। সন্ধৈবাবিধায়া সংসবতীভূতং ইদানী মধ্যায়াদৌ উক্তমাকাজ্ঞাভয়ং পূর্বননুদানপূর্ববোধোকেনোক্তরমাক কে গুণাঃ ইতি । সত্যাদিসু কথং গুণশব্দ প্রকৃতিবিত্যাশঙ্ক্য পরতত্ত্বমাদিত্যাহ গুণাঃ ইতি । রূপাদিষু গুণশব্দঃ সত্যাদিসু দ্রব্যপ্রতিভাঃ নিমিত্তাকৃত্য কিং নন্তাবিত্যাশঙ্ক্যাহ পারিত্যধিক ইতি । প্রকৃত্যায়কানাং তেভ্যঃ সর্গাশয়ত্বায়ৈবমিত্যাহ ম রূপাদিবন্ধিতা । গুণানাং প্রকৃতে চ পৃথগুক্তেরন্যরে কৃতস্তেভ্যঃ প্রকৃত্যায়কমত্যাশঙ্ক্যাহ ন চ গুণেতি । অত্যন্তভেদ গবাশবন্ধ-স্তাবাসম্ভবাদিত্যর্থঃ । ভেনাভেদে চ তদ্ব্যবাসম্ভবাদিশেষাৎ কৃতস্তেভ্যঃ গুণপারিত্যে ত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি । ক্ষেত্রজপ্রতি নিত্যপারভব্যে তেভ্যমাহ অপিনিমোতি । কে গুণাঃ তাত্ত্বোৎপাদকং কথং বরদ্বীত্যাচ্যোক্তরমাক ক্ষেত্রজমিতি । তদেবেদপাদিত্যি ভ্রাম্পদীকৃত্যেতি । সম্বদ-ভ্রাম্পদিত্যি সম্বদঃ প্রকৃতিঃ সম্বদো যেহাং তে তথ্যেতি । প্রাকৃতানাং গুণানাং প্রকৃত্যায়-কত্বমাহ তে চেতি । সংদানাপ্রকৃতিং প্রদানাত্যাং ব্যাবর্ত্তমিতি ভগবদিতি । ইবকারত্বাৎ ন নিতরং বরদ্বীত্বাৎ স্ববিকারবত্ত্বোপদেশরক্ষাতি । ক্রিয়াপদং ব্যাখ্যায় মহাবাহুশব্দং ব্যাচ্যে মহা-স্বাবিতি । দেহবস্ত্তং দেহমাত্মানং মন্যমানং দেহমাত্মানমিত্যর্থঃ । কৃতস্তেভ্যঃ কথং বধ্যমান-

স্বমিত্যাশ্রয় কুর্গ্যাপ্যেবগুণিয়মিতি জ্ঞায়েন মায়ামাহাশ্রায়ামিতিত্যাহ অব্যয়মিতি । স্বতো বর্ণভেদে বা ব্যয়রাহিত্যাপেক্ষামাহ অব্যয়বধেতি । ৫ ।

রামানুজ ।—এবং সর্গাদৌ প্রাচীনকল্পবশাদচিৎসংসর্গেণ দেবাদিসু যোনিষু পুনঃ পুনর্দেবাদিভাবেন জন্মহেতুমাংস সন্নিমিত । সত্ত্বরজস্তমাংসি ত্রয়োগুণাঃ প্রকৃতেঃ স্বরূপানুবন্ধনঃ স্বভাববিশেষাঃ প্রকাশাদিকার্যোক্তনিক্রপণীয়াঃ । প্রকৃত্যাবস্থায়ামনুভূতাঃ তদ্বিকারেণু মন্বাদিদযু-ভূতাঃ মন্বাদি বিশেষাঃ স্তিরারক দেবমনুষ্যাাদিদেহসম্বন্ধিনং দেহিনমব্যয়ং স্বতো গুণসম্বন্ধানহং দেহে বর্তমানং নিবদন্তি দেহৈ বর্তমানত্বোপাদিনা নিবদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

হনুমান্ ।—কেগুণাঃ কথং বা ভবন্তীত্যভিপ্রেত্যাচ্যতে স্বমিতি প্রকৃতিসম্ভবাঃ অবিন্যাসন্তবা নিবদন্তি নিগচ্ছন্তি অব্যয়ং অবিনাশিনং ॥ ৫ ॥

শ্রীধর ।—ভবেৎ পরমেশ্বরাদীনাং ত্যাং প্রকৃতিপুরুষাত্যাং সর্লভূতোৎপত্তিং নিক্র-পোদানীং প্রকৃতিসজ্জন পুরুষস্য সংসারং প্রণঞ্চন্তি স্বমিত্যাди চতুর্ভিঃ । সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেবং সংজ্ঞকাস্ত্রয়োগুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতেঃ সম্ভব উদ্ভবোমেবাং তে তথোক্তাঃ । গুণস্যাম্যং প্রকৃতিভূত্যাঃ সকাশাং পৃথক্বেদনাভিব্যক্তাঃ সন্তঃ প্রকৃতিকার্যে দেহে তাদাদ্যোন্যন স্থিতং দেহিনং চিদংশং বস্ততোহব্যয়ং নির্লিকারমেব সত্ত্বং নিবদন্তি স্বকার্যৈঃ স্ত্বদুঃখমোহো-দিত্তিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বলদেব ।—অথ কে গুণাঃ কথং তেযু পুরুষস্ত সত্ত্বঃ কথং বা তে তং নিবদন্তীত্যাহ স্বমিতি চতুর্ভিঃ । সত্যাদিসংজ্ঞকাস্ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতেঃ সত্ত্বাঃ তে স্বকার্যে দেহে স্থিতং পুরুষমব্যয়ং বস্ততো নির্লিকারমপি নিবদন্তি অবিবেক-গৃহীতৈঃ স্ত্বদুঃখমোহৈঃ স্বদশৈস্তং যোজয়ন্তীতি ॥ ৫ ॥

সধুসুদন ।—তদেবং নিরীশ্বরসাম্প্রানিরাকরণেন ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগস্যোপরাধীনমুক্তং, ইদানীং কস্মিন্ গুণে কথং সত্ত্বঃ কে বা গুণাঃ কথং বা তে বদন্তীত্যাচ্যতে স্বমিত্যাদিনা । স্বমিত্যতঃ প্রাক্ চতুর্ভিঃ সত্ত্বরজস্তম ইত্যেবংনামানোগুণা নিত্যপরতন্ত্রাঃ পুরুষং প্রতি সর্লক্ষ্যামচেতনানাং চেতনার্থত্যাং নতু বৈশেষিকাংসং রূপাদিবদ্ভব্যাপ্রিতাঃ, নচ গুণগুণিনোর-তত্ত্বমত্র বিবক্ষিতং গুণদ্বয়ান্বকত্যাং প্রকৃতেঃ, তর্হি কথং প্রকৃতিসম্ভবা ইতি উচ্যতে ত্রয়াণাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিমীয়া ভগবতঃ তম্যাঃ সকাশাং পরস্পরান্নান্জিভাবেন বৈষম্যেণ পরিণতাঃ প্রকৃতিসম্ভবা ইত্যাচ্যতে যে চ দেহে প্রকৃতিকার্যে শরীরেন্দ্রিয়সম্ব্যতে দেহিনং দেহতায়া আধ্যাত্ম্যমাপন্নং জীবং পরমার্থতঃ সর্লবিকারশূন্যত্বেনাব্যয়ং নিবদন্তি নির্লিকারমেব সত্ত্বং স্ববিকারবস্তুরোপদর্শয়ন্তী ব্রাহ্ম্যা জলপাত্রানীব দিবি স্থিতমাদিত্যাঃ প্রতি বিখ্যাদ্যেনে স্বক-ল্পাদিবস্তুরা, যথা চ পারমাখিকোবছোনাস্ত তথা ব্যাখ্যাতং প্রাক্ “শরীরস্থোহপি কোন্তেয় ! ন করোতি ন লিপ্যত” ইতি ॥ ৫ ॥

শ্রীমদ্রামানুজ ।—এবং ঈশ্বরপ্রাশ্রয়েণ প্রকৃতিভূতানি স্বজাতাত্মকং ইদানীং সাকথন্তুতান

বর্ণাতি বহুচ্যতে, সঙ্ঘনিতি । প্রকৃতিঃ সঙ্ঘজন্তুসংসাম্যাবস্থা ততঃ সকাশাৎ পরম্পরাঙ্গান্ভিবেন
বৈবমোণ উদিত্যনানঃ প্রকৃতিসম্ভবা ইচ্ছাচ্যন্তে নহু প্রকৃতিতোহন্তে বৈশেষিকাগনিবজ্ঞব্যাদৃশ্য
অন্তে, এতে হে মহাবাহো দেহে অব্যয়মবিকারিণমপিদেহিনং স্থাণায় বৎসমিব রশনাকৃত্যুগা
নিবগন্তি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—তদেবঃ প্রকৃতিপুরুষাভ্যাং সঙ্ঘজন্তোংপত্তিং নিরূপা ইবানীং কেণুগা
উচ্যন্তে । তেষু সন্ধ্যাং জীবসা কীদংশোবন্ধ উতাপেক্ষায়ামাচ সঙ্ঘমতি । দেহে প্রকৃতি কার্যো
গুণাঃ তাদাত্ম্যানস্থিতং দেহিনং জীবং বস্তুতোহবায়াং নীলকাসবমসঙ্গিনমপি অনাদানিদ্যয়া
কৃত্যাক্ষণ্যাদেব চেতোগুণা নিবগন্তি ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, স্রীভগবানই সৃষ্ট জীববর্গের
পিতাম্বরূপ, এবং সৃষ্ট কার্যের আদিমরূপ । প্রকৃতি ভগবৎ প্রদত্ত
চিৎ শক্তি সম্পন্ন হইয়া গুণ ধর্ম্মের বিকাশ ক্রমে জীবরাজ্যের গঠন করিয়া
থাকেন । সেই প্রকৃতির গুণ কি, এবং সেই গুণ কেনই বা জীবগণকে
বদ্ধ করে, ইহাই অধুনা কতিপয় শ্লোকে কথিত হইবে । পূর্বে বারংবার
নির্দেশ করা হইয়াছে যে, প্রকৃতি সঙ্ঘরজঃতমোগুণাধিতা । এই গুণত্রয়
সাম্যাবস্থায় প্রকৃতিতে নীল হইয়া থাকে । পরব্রহ্মেব চিচ্ছক্তি প্রকৃতিতে
অবভানিত হইলে উল্লিখিত গুণত্রয় সাম্যাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া পরম্পর
অঙ্গান্ভিভাবে বৈবম্য ভাব প্রাপ্ত হইয়া সাম্যভাব পরিত্যাগ করে এবং
স্বতন্ত্রতা প্রাপ্ত হয় । এই ক্ষেত্ররূপ দেহসমূহ সেই গুণময়ী প্রকৃতিরই
কার্য্য, এই দেহাদি ব্যাপার বিকারশীল ও পরিণামী । প্রকৃষ অব্যয় অর্থাৎ
নির্দিকার হইলেও গুণত্রয় তাঁহাকে এই দেহের সহিত সংবদ্ধ করে, এবং
তজ্জন্ম তিনি বিকারী ও পরিণামীর আশ্রয়ব্যবহারাবদ্ধ হইয়া দেহের
সহিত সংসৃষ্ট থাকেন । বস্তুতঃ এইরূপ সংশ্রব ও বন্ধন ঘটিলেও প্রকৃত
প্রস্তাবে জীবের দেহের সহিত পরমার্থিক সম্বন্ধ ঘটে না । গুণ ধর্ম্মাশ্রিত
যে সংশ্রব দৃষ্ট হয়, তাহা পরিদৃশ্যমান সংস্ক মাত্র । নভোমণ্ডলস্থ
সূর্য্যের প্রতিবিম্ব সরসী নীরে তরঙ্গসঙ্গে কম্পিত ও বিচলিত হয় বটে,
কিন্তু বস্তুতঃ সূর্য্যের কম্পন বা প্রচলন ঘটে না । ত্রয়োদশাধ্যায়ে ৩১শ
শ্লোকে অব্যয় শব্দ এবং এই শ্লোকের ভাব আলোচিত হইয়াছে ।

এই শ্লোকে ভগবান্ অর্জুনকে “মহাবাহো” শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন ।
সুদীর্ঘ আজানুলিখিত বাহু বিশিষ্ট ইহাই এই বাক্যের অর্থ ॥ ৫ ॥

তত্র সত্ত্বং নির্মলহ্মাং প্রকাশকমনাময়ং ।
সুখসঙ্গেন বদ্ধাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ! ॥ ৬ ॥

অময় । হে অনঘ ! (পাপরহিত !) তত্র (তেষাং গুণানাং মধ্যে)
নির্মলহ্মাং (স্বচ্ছহ্মাং) প্রকাশকং (ভাস্বরং) অনাময়ং (শান্তং) সত্ত্বং
সুখসঙ্গেন (সুখভোগেন) জ্ঞানসঙ্গেন (জ্ঞানসংযোগেন) চ [দেহিঃ]
বদ্ধাতি (সংযোজয়তি) ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—হে পাপরহিত ! সেই-গুণ-সকলের-মধ্যে নির্মল-হ্ম-
হেতু প্রকাশক শান্ত সত্ত্বগুণ সুখ-সঙ্গ-দ্বারা এবং জ্ঞান-সঙ্গ-দ্বারা
[দেহীকে] বদ্ধ-করে ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা । হে নিষ্পাপশরীর ধনঞ্জয় ! এই গুণত্রয় মধ্যে সত্ত্বগুণ
অতি স্বচ্ছ-হেতু সর্বপ্রকাশক এবং শান্ত, এই সত্ত্বগুণই জীবকে সুখ-
ভোগে এবং জ্ঞানলাভে লিপ্ত করে ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য —নহ ন দেহী লিপ্যত ইতুক্তং, তৎ কথমিহ নিবদন্তীত্যত্থা উচ্যতে
পরিত্রুতং অস্মাভিরবশদেন নিবদন্তীবেতি । তত্র সত্ত্বমিতি তত্র সত্ত্বাদীনাং সত্ত্বস্যৈব তাবল-
ক্ষণমুচ্যতে নির্মলহ্মাং স্ফটিক টব মণিঃ প্রকাশকমনাময়ং নিরুপদ্রবং সত্ত্বং তন্নিবদ্বাতি কথং
সুখসঙ্গেন সুখাহমিতি বিষয়ভূতস্ত সুখস্য বিষয়িত্বান্নি সংলগ্নোপাদানং মূৰ্ধৈব স্তথেন সংজ-
ননমিতি, সৈবা অবিদ্যা ন তি বিষয়বর্গ্যোবিবগিণোভবতি ইছাদি চ প্ৰত্যস্তং ক্ষেত্রস্যৈব বিষয়স্ত
ধর্ম ইতুক্তং ভগবতা, অতোহবিদ্যায়ৈব স্বকীয়ধর্মভূতয়া বিষয়বিবগ্যাবিলেকক্ষণ্যাহতান্নভূতে
স্তথৈব সংযোজয়তীণাসক্তমিহ কথোক্তাস্থিনং স্থিনমিহ তথা জ্ঞানসংজ্ঞেন চ দেহিনং জ্ঞানমিতি
সুখসাহচর্যাং ক্ষেত্রস্যৈবাস্তঃকরণস্ত ধর্মোনাগ্ননঃ আত্মপদ্যে সঙ্গানুপপত্তেক্ষানুপপত্তেচ স্তথ
ইব জ্ঞানদৌ সঙ্গোমস্তথাঃ । অনঘ ! অব্যসন ! ॥ ৬ ॥

জ্ঞানসঙ্গিণি ।—লিপ্যতে ন স পাপেনেত্যনেন বিরুদ্ধমিদং নিবদন্তীতি বচনমিতি
শব্দতে নম্বিতি । ইবকারানুবন্ধেন ক্রিয়াপদং ব্যাচক্ষ্যগৈরস্মাভিরস্ত চোদ্যন্ত পরিত্রুতহ্মারৈব-
মিত্যাহ পরিত্রুতমিতি । কিংলক্ষণোগুণঃ কেন বদ্ধাতীত্যপেক্ষায়ামাহ তত্রৈতি । নির্দার
গার্ভতয়া সপ্তমীং ব্যাচষ্টে তত্র সত্ত্বাদীনামিতি । পুনস্তত্ত্বোক্তাসুবাদমাত্রং নির্মলহ্মং নির্মলহ্মং
স্বচ্ছমাবরণবারণক্ষমস্ত তস্মাৎ প্রকাশককৈতন্যাভিব্যঞ্জকং নিরুপদ্রবমিতি নির্মলং সৎ স্তথ-
স্তাতিব্যাক্তমিতিত্যাঃ । কেন দ্বারেন তদ্ব্যনং নিবদ্বাতিতি পৃচ্ছতি কথমিতি । সুখসঙ্গেন
বদ্ধাতিভূতঃসদেব বিঃগোতি সুখাহমিত্যানিহ । সুখসুখস্তাতিব্যাক্তসদৃশপরিণামোহত্র বিবদ-
-

ভূতং স্বখমুচ্যতে সংশোধ্যাপানমেব বিধয়তি নৃবৈবেতি । কিমিতি নৃবৈবেতি বিশেষণং ভূতং স্বখ-
মুচ্যতে । সঙ্গতঃ স্বরূপস্তাণি তাণক্ষাহৈবৈবেতি । নবিসংস্কোহিতানবৈবেশ্চতোকোহণ্ডেচ্ছাদে
রাষ্ট্রধর্ম্যহাং কিমবিদ্যেত্যাশঙ্কামনোধম্যহাদিচ্ছাদেনাশ্বদম্যতেতাহ নহীতি । ইচ্ছাদেনানাস্তদম্যতে
কং প্রমাণমিত্যাশঙ্কাহ ইচ্ছাদি চেতি । তস্তাশ্বদম্যহাসম্যয়ে ফলকতমাহ অতইতি । সঙ্গতঃ
তীব সঙ্গমিতি শেখঃ । ইবকারপ্রযোগে হেতুমাহ অবিদ্যোতি । তস্তাবস্ত্বতো নাস্বদম্যক-
স্তথাপি সন্ধ্যাস্তরাভাবাদবাতম্যাদ আশ্বদম্যমাপাদ্য ইষ্টম্যচেষ্টে স্বকীয়োতি । কুহিসদন্তঃকবণ্ড
বিবরান্নানাদ্বয়নঃ সাধকং তেন তদ্বিষয়বোধেপি তদবিবেককথাবৈবেতি । ইতি যোগো নৈবদ্বৈতি ।
যথোক্তাবিদ্যামাহাশ্বদম্যদ যদস্বকপে তন্ম্যে চ শ্রুতিসম্পাদনোপায়ঃ । তদেব স্ট-
রতি অসঙ্গমিবেতি । প্রকাশাত্তরেণ সঙ্গতঃ নিবন্ধকম্যাহ তথ্যেতি । সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ
গামোজ্ঞানং তেন জ্ঞাতুমিতি । বিপরীতভিমানেন সঙ্গতাদ্বয়নং নিবদ্বীভীত্যত জ্ঞানমিত্যা-
দিনা । বিপক্ষে দোষমাহ আয়েতি । আভাবিকক্লেণ প্রাপ্তভাব্যে স্ততঃ সংযোগো দ্বারা
বন্ধে চ তন্নিসঙ্গতমপত্তেনাশ্বদম্যমিতিতথঃ । জ্ঞানৈবগ্যাধাবপি কেত্রপথে সঙ্গতঃ পূর্ববদা-
বিদ্যাকং স্চরতি স্বখইবেতি । পাশাদি দোষহীনৈস্যেবাহ শাস্ত্রেহধিকার ইতি ত্তোতম্যতি
অগবেতি ॥ ৬ ॥

রাশানুজ্ঞা ।—সব্রজতমসামাকারঃ বন্ধনপ্রকারকাহ তথ্যেতি । তত্র সব্রজতমঃস্ব
সব্রজ স্বরূপাদৃশম্ নির্মলভাং প্রকাশকং প্রকাশস্থাবরণরহিততা নির্মলভাং প্রকাশ স্বরূপমৈন-
কাত্ত্বভাবতরা প্রকাশস্থগতভূতমিতিতথঃ । প্রকাশো বস্তবাথায়্যাববোধঃ অনাময়ঃ আনন্দময়ঃ
কার্য্য ন বিদ্বত ইত্যানাময়ঃ অবোগতাহেতুবিতিতথঃ । এষ সত্ত্বগো জ্ঞানো দেহিনমেনঃ স্বরূপজ্ঞেন
জ্ঞানসঙ্গেন চ বদ্রতি পুরুষস্ত স্বরূপজ্ঞানসঙ্গজ্ঞানরতীতথঃ জ্ঞানস্থগতো সঙ্গজ্ঞাতে তৎসাদনেন
লৌকিকবৈবিক্যেন প্রবর্ততে ততশ্চ তৎফলান্তত্বসাদনভূতাহ যোনিম্ জায়তে ইতি সত্ত্ব
স্বরূপজ্ঞানসঙ্গদ্বারেণ পুরুষঃ বদ্রতি জ্ঞানস্বরূপননঃ পুনরপি তরোঃ সঙ্গজননঞ্চ সঙ্গমিত্ত্বজ্ঞ-
স্তবতি ॥ ৬ ॥

হুমুমান্ ।—তত্র তেহু সবাদি গুণেনু সঙ্গতঃ লক্ষণমুচ্যতে তথ্যেতি নির্মলভাং ফটিকমণিরিব
প্রকাশকমনাময়ঃ নিরূপস্বমিতিতথঃ । স্বরূপজ্ঞান স্বখেচ্ছয়া ॥ ৬ ॥

শ্রীধর ।—তত্র সত্ত্ব লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারকাহ তথ্যেতি । তত্র তেহাঃ জ্ঞানী
মথো সত্ত্ব নির্মলভাং ফলভাং ফটিকমণিরিব প্রকাশকঃ ভাবরঃ অনাময়ক নিরূপস্বরূপ
শান্তমিতিতথঃ । অতঃ শাস্ত্রভাং স্বকর্মেণ স্বরূপন যঃ সঙ্গন্তেন বদ্রতি প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকর্মেণ
জ্ঞানেন যঃ সঙ্গন্তেন চ বদ্রতি হে অনব ! অহং জ্ঞানী চেতি মরোদম্যাস্তবভিমানিনি
কেত্রজ্ঞে সংযোগ্যতীতথঃ ॥ ৬ ॥

বিলদেব ।—অথ সত্ত্বাদীনাং ত্রয়ানাং লক্ষণানি বন্ধকত্বপ্রকাশশ্চাত্ত তথ্যেতি
প্রতিভিঃ । তত্র তেহু হিমু মথো সত্ত্ব প্রকাশকং জ্ঞানবাক্যকং অনাময়মরোগং তুঃখকিরাদি

সুখব্যঞ্জকমিতি যাবৎ । কুন্তঃ নিশ্চয়ত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ তথাচ প্রকাশসুখকারণং সহমিতি । তচ্চ সৰ্বং স্বকারণো জ্ঞানে সুখে চ যঃ সংযোগো জ্ঞান্যহং সুখাহমিত্যভিমানন্তেন পুৰুষঃ নিব-
গ্নাতি । জ্ঞানং চেৎ লৌকিকবস্তুযাথাত্ম্যাবিসংগং সুখঞ্চ দেহেন্দ্রিয়প্রসাদরূপং বোধ্যং । তত্র
তত্র সঙ্গে সতি তত্পায়েহু কৰ্ম্মহু প্রবৃত্তিস্তৎফলাহুভবোপায়েষু দেহেবুৎপত্তিঃ পুনশ্চ তত্র
তত্র সঙ্গ ইতি ন সম্বাদিমুক্তিঃ ॥ ৬ ॥

মধুসূদন ।—তত্র কোণ্ডঃ কেন সঙ্গেন বরাটীত্বাচ্যতে তত্রৈতি । তত্র তেষু গুণেষু
মধ্যে সৰ্বং প্রকাশকং চৈতন্যত্ব তমোগুণকৃতাবরণতিবোধায়কং নিশ্চয়ত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ চিহ্নগ্রহণ-
যোগ্যত্বাদিহি যাবৎ, ন কেবলং চৈতন্যভিব্যঞ্জকং কিম্ব অনাময়ং আময়োক্তং তদ্বিরোধি
সুখমপি ব্যঞ্জকমিত্যর্থঃ, তং বরাতি সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ দেহিনং হে অনব ! সৰ্ব্বত্র
সংবোধনানামস্তিপ্রায়ঃ প্রাপ্তকঃ অর্হব্যঃ । অত্র সুখজ্ঞানশব্দভাসন্তঃকরণপরিণামো মদ্ব্যঞ্জ-
কাব্রুচোতে ইচ্ছা দেহঃ সুখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিরিত্তি সুখেচেতনমোরপীচ্ছাদিবং ক্ষেত্রদর্শ-
য়েন পাঠ্যং তদ্ব্যস্তঃকরণদর্শন্য সুখম্য চায়ত্নত্বায়াসঃ সঙ্গঃ অহং সুখী অহং জাত ইতি চ, ন হি
বিষয়নিম্নোপবিষয়গোভবতি তদ্ব্যবহিত্যমাত্রমেতদ্বিতি ণতশ উক্তং প্রাকৃ ॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তত্র কঃ কেন সঙ্গেন বরাটীত্বাচ্যতে তত্রৈতি । তত্র তেষু গুণেষু সঙ্কে
নির্ধনত্বাৎ দুঃখমীর্ষামদগ্নিত্বাৎ প্রকাশকম্ আলোকবৎসর্গার্থাবদোক্তকং যতোহনাময়ং
রক্তস্নোভাসনভিত্ত্বং তৎসুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ নবম্ অবিত্ত্বা তিরোহিতস্বকপজ্ঞানানন্দম্
অহং সুখী অহং জ্ঞানীত্যভিমানেন অস্তঃকরণবৃত্তিদর্শন্যোঃ সুখজ্ঞানবোরাদ্বনি আরোপেণ বরাতি
হে অনব ! অগমন ॥ ৬ ॥

বিপ্লবনাথ ।—তত্র সঙ্গস্ত লক্ষণং বদ্ধকত্বপ্রকাবঞ্চাহ তত্রৈতি । অনাময়ং নিরূপদ্রব্য-
শাস্ত্রমিত্যর্থঃ শাস্ত্রত্বাৎ স্বকারণেণ সুখেন যঃসঙ্গঃ প্রকাশকত্বাৎস্বকারণেণ জ্ঞানেনচ যঃসঙ্গোহং
সুখী অহং জ্ঞানী চেতুপাদিধর্ম্ময়োরপি সুখজ্ঞানয়োরবিনায়ৈব জীবন্ত্যভিমানঃ তেন তংবরাতি ।
হে অনবৈতি বৃহৎ অহং সুখীজ্ঞানীত্যভিমানলক্ষণং অযং মা স্বীকূর্ষতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—গুণের দ্বারাই দেহের সহিত দেহীর বন্ধন ঘটে, এই কথা
পূর্বে শ্লোকে উক্ত হইয়াছে । এক্ষণে কোন গুণ কি প্রকারে ক্ষেত্রজ্ঞকে
ক্ষেত্রে আবদ্ধ করে তাহাই পরিবাক্ত হইতেছে । প্রথমে সত্ত্ব গুণের
কাৰ্য্য কীর্ত্তিত হইতেছে । সত্ত্বগুণ স্বচ্ছ স্ফটিক তুল্য নির্মল স্মৃতির তাহা
প্রকাশক । অর্থাৎ তাহা সকল প্রতিবিম্ব ও জ্যোতি গ্রহণ করিতে সক্ষম ।
অপিচ তাহা দুঃখবিরোধী সুখাভিমুখী, উপদ্রব রহিত এবং শান্ত । এই
সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখসঙ্গে বদ্ধ করে অর্থাৎ আমি সুখী আমি জ্ঞানী ইত্যাদি
রূপে সুখ প্রাপ্তির অভিনামে জীবকে আকৃষ্ট করে । নির্মল এবং শান্ত

ধর্মান্ধ্রান্ত সত্ত্বগুণ জীবের জন্মে জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষাও উৎপাদন করে। সুতরাং এই গুণের প্রাবল্যে জীব জ্ঞানসম্পন্ন ও বদ্ধ হয়। অতি সূক্ষ্ম স্বরূপ গুণ ক্রমে জড়ের সহিত চেতনের বন্ধন সংঘটন করে, সেই মহত্ত্ব অধুনা কতিপয় শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। এই তত্ত্ব সম্যকরূপে প্রাধিকান করিলেই জীবের সহিত দেহের সম্বন্ধ স্পষ্টতঃ উপলব্ধ হইবে। ক্রমে বুদ্ধিতে পারা যাইবে যে, এই সম্বাদি গুণত্রয় জীবকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আকৃষ্ট করিয়া দেহের সহিত সংবদ্ধ করে। তদনন্তর জীব স্বাচরিত গুণেব প্রাধান্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কৰ্ম্মানুষ্ঠান করিয়া ভিন্ন রূপ ফলভাগী হইয়া থাকে, এবং সাংসারিক ঘটনাপরম্পরা ও সম্বাদি হেতু আবর্তিত ও বিবর্তিত হইয়া মোক্ষের পথ হইতে দূরবর্তী হইয়া উঠে।

মূলে অৰ্জুনকে অনঘ অর্থাৎ পাপরহিত এই বাক্যে সন্মোদন করা হইয়াছে। ইদানীং উপর্যুপরি কয়েক শ্লোকে অৰ্জুনকে বিবিধ শব্দে সন্মোদন করা হইতেছে। প্রথমে ভারত শব্দ দ্বারা অৰ্জুনের বংশসাহস্র্য কীর্তিত হইয়াছে। তদনন্তর কৌন্তেয় শব্দে ইহাই সূচিত হইয়াছে যে, তিনি দেবকুমার মন্ত্রসিদ্ধা বাসবভোগ্যা কুন্তীর সম্ভান। তৎপরে যে স্থলে জীবের বন্ধন প্রসঙ্গ উখিত হইয়াছে, সেই স্থলে মহাবাহু শব্দে সন্মোদন করায় ইহাই ব্যক্ত হইয়াছে যে, শক্তিহীন দুর্বল ব্যক্তিরাই বন্ধনের অধীন হইয়া থাকে। কিন্তু বাঁহারা বলীয়ান্ তেজঃসম্পন্ন, তাঁহাদের বন্ধনের কোন আশঙ্কানাই। তদনন্তর অনঘ সন্মোদন পদ ইহাই সূচিত করিতেছে যে, সত্ত্বগুণাধিক্যে মনুষ্য পাপশূন্য হয়। যে পাপশূন্য, তাহার আর গুণসম্পন্নও আশঙ্কা নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবৎশ্রী যতি মহোদয় বলিয়াছেন যে, শ্রী, ভূ ও ভূর্গা এই তিন দেবী যথাক্রমে সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণাভিমানিনী। এই তিন দেবী জীবলোকের বন্ধনের হেতুভূতা। তন্মধ্যে শ্রী দেবলোকের বন্ধনের কারণ, ভূ মনুষ্য লোকের এবং ভূর্গা দানবাদের বন্ধনের মূল ॥ ৬ ॥

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।

তন্নিবপ্নাতি কোন্তেয় ! কৰ্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয় ।—হে কোন্তেয় ! (কুন্তীহত !) রাগাত্মকং (অনুরাগ-
স্বভাবং) রজঃ তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবং (কামনাসক্তিসমুদ্ভবং) বিদ্ধি (জানীহি)
তৎ (রজঃ) কৰ্ম্মসঙ্গেন (কৰ্ম্মাসক্ত্যা) দেহিনং নিবপ্নাতি (সংযো-
জয়তি) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—হে কোন্তেয় ! অনুরাগাত্মক রজোগুণকে কামনা-
এবং-আসক্তি-সমুদ্ভূত জানিবে, এই-রজোগুণ কৰ্ম্মসঙ্গের-দ্বারা দেহীকে
বদ্ধ করে ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে কুন্তীতনয় ! রজোগুণ অনুরাগাত্মক, তাহা বি-
ষাভিলাষের তৃণা এবং আসক্তি হইতে সঞ্জাত ; সেই রজোগুণ
জীবকে কৰ্ম্মাসক্তিতে সংযোজিত করে ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—রজোরাগাত্মকং ইতি । রজোরাগাত্মকং রঞ্জনাদ্রাগোগৈরিকান্দিবদ্রাগা-
ত্মকং বিদ্ধি জানীহি তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবং তৃণাপ্রাপ্তাভিলাষঃ আসঙ্গঃ প্রাপ্তে পিমনে মনসঃ প্রীতি-
লক্ষণং সংগ্ৰহঃ, তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবং তৃণাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবং তৃণাসঙ্গসমুদ্ভবং তন্নিবপ্নাতি তদ্রজঃ
কোন্তেয় ! কৰ্ম্মসঙ্গেন দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষ্ কৰ্ম্মসংজননং তৎপরতা কৰ্ম্মসঙ্গেন নিবপ্নাতি রজো
দেহিনং ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি ।—রজতর্হি কিলক্ষণং কথং বা পূর্ববং নিবপ্নাতিত্যশঙ্ক্যাহ রজইতি ।
রজাতে সংস্রজাতেহনেন পূর্ববোধদৃষ্টেয়িতি রাগোহিসাবাস্থাহত্বেতি রাগাত্মকং রজো জানীহীত্যাহ
রঞ্জনাদিতি । সমুদ্ভবত্যাগাদিতি সমুদ্ভবঃ তৃণাচ সঙ্গত তৃণোসঙ্গো তয়োঃ সমুদ্ভবঃ তমিতি
বিগ্রহঃ গৃহীত্বা কার্য্যদ্বারা রজোবিবক্ষ্যতৃণাসঙ্গয়োর্থভেদমাহ তৃণোক্ত্যাদিনা । রজসো লক্ষণ-
মুক্তা নিবন্ধত্বপ্রকারমাহ তস্রজইতি । কৰ্ম্মসঙ্গং বিভজ্যতে দৃষ্টেতি । অকর্ত্তারমেব পুরুষ
করোমি ইত্যভিনানেন প্রবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ । ৭ ।

রামানুজ ।—রজইতি । রজো রাগাত্মকং রাগহেতুভূতং রাগো ঘোষিৎপুরুষায়োরজোক্ত-
স্পৃহাতৃণাসঙ্গসমুদ্ভবং তৃণাসঙ্গয়োক্তবস্থানং তৃণাসঙ্গহেতুভূতমিত্যর্থঃ । তৃণাশকাদি সর্ববিষয়-
স্পৃহা এদঃ পূর্বানুমানিষু সংবদিসু সংশ্লেশস্পৃহা । তথা দেহিনং কৰ্ম্মসং ক্রিয়সু স্পৃহাজননদ্বারেন
নিবপ্নাতি । ক্রিয়াসু হি স্পৃহয়াবা ক্রিয়া আরভতে দেহী তাস্ত পৃথাপাপক্সা ইতি তৎকলাহুভব-

সাধনভূতাস্থ যোনিম্ জন্মহেতবো ভবন্তি অতঃ কৰ্ম্মসঙ্গদ্বারেন রজো বোহিনঃ নিবদ্রাতি তদেবং
রজোরাগতৃফাসঙ্গহেতুঃ কৰ্ম্মসঙ্গহেতুশ্চৈতুঃ ভবতি ॥ ৭ ॥

হুম্যান্ ।—রজঃ রাগান্নকমিচ্ছান্নকং তৃফা অপ্রাপ্তাভিলাষঃ সঙ্গঃ প্রাপ্তবিষয়ে মনসঃ

প্রীতিঃ তৃফাসঙ্গসমুদ্ভবঃ তৃফাসঙ্গকারণঃ কৰ্ম্মসঙ্গেন কৰ্ম্মপরতয়া ॥ ৭ ॥

ত্রীধর ।—রজসোল্লস্কণং বন্ধকত্বকাহ রজ ইতি । রজঃসংজ্ঞকং গুণঃ রাগান্নকমহুরজ্ঞন-
রূপং বিদ্ধি, অতএব তৃফাসঙ্গসমুদ্ভবঃ তৃফা অপ্রাপ্তাভিলাষঃ, সঙ্গঃ প্রাপ্তেহর্থে প্রীতিবিশেষণা-
সক্তিস্তয়োপ্তৃফাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবোহস্মাৎ তদ্রজোদেহিনঃ দৃষ্টাদৃষ্টার্ণেষু কৰ্ম্মস্ সঙ্গেনাসক্ত্যা নিতরাং
বদ্রাতি তৃফাসঙ্গাভ্যাং হি কৰ্ম্মবাসক্তির্ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বলদেব ।—রজ ইতি । রাগঃ স্ত্রীপুংসয়োর্মিথোহভিলাষদ্বয়াকং রজোবিদ্ধিহেতু-
কাণীরোস্তাদাভ্যাং তত তৃফাদিসমুদ্ভবঃ শব্দাদিবিষয়াভিলাষতৃফা, পুংসমিত্রাদিসংযোগোহভিলাষঃ
সঙ্গঃ তয়োঃ সমুদ্ভবো যস্মাত্তং তথাচ রাগতৃফাসঙ্গকারণং রজ ইতি । তদ্রজঃ স্ত্রীবিষয়পুংসাদি
প্রাপ্তকেষু কৰ্ম্মস্ সঙ্গেনাভিলাষণে দেহিনঃ পুংসং নিবদ্রাতি । স্ত্রীাদিপুংসয়োঃ কৰ্ম্মাণি
কবোন্তি তানি তৎফলাহুভবোপায়ত্বান্ স্ত্রীাদীন প্রাপয়ন্তি পুনরপোবমিতি রজসো ন
বিদ্রুতিঃ ॥ ৭ ॥

মধুসূদন ।—রজ্যতে বিষয়েষু পুরুষোহেনেনেতি রাগঃ কামোগর্ভঃ স এবায়া স্বরূপং
সঙ্গ মৰ্ম্মদগ্নিগোস্তাদাভ্যাং, তদ্রাগান্নকং রজোবিদ্ধি, অতএব অপ্রাপ্তাভিলাষতৃফা প্রাপ্তো-
পত্তিতেচপি বিনাশে সংবন্ধগাভিলাষঃ আসঙ্গস্তয়োপ্তৃফাসঙ্গয়োঃ সমুদ্ভবোহস্মাৎ তদ্রজোনিবদ্রাতি হে
কৌন্তেয় । কৰ্ম্মসঙ্গেন কৰ্ম্মস্ দৃষ্টার্ণেষু অস্মিৎ করোম্যেত্যং ফলং ভোক্তা ইত্যভিনিবেশবিশেষণে
দেহিনঃ বস্তুরভ্যাকর্ষণবশেব কত্বদ্রাভিমানিনঃ বজসং প্ৰবৃদ্ধিহেতুত্বাৎ ॥ ৭ ॥

মীলকর্ক ।—বজোস্তোরণোরজ্ঞনং তদান্নকং বিদ্ধি তৃফা প্রাপ্যমাণেষুপি অর্থেষু অতঃ, সঙ্গঃ
প্রাপ্তে বিষয়ে মনসঃ প্রীতিলক্ষণঃ সংলগ্নঃ, তয়োঃ সমুদ্ভবঃ নিবদ্রাতি তদ্রজো হে কৌন্তেয় ।
কৰ্ম্মসঙ্গেন দৃষ্টাদৃষ্টার্ণেষু কৰ্ম্মস্ সঙ্গস্তংপরতা তেন নিবদ্রাতি দোষিনস দেহাভিমানিনম্ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—রজো গুণঃ রাগান্নকং অন্তরঙ্গন রূপং বিদ্ধি । তৃফা অপ্রাপ্তেহর্থে অভি-
লাষঃ সঙ্গঃ প্রাপ্তেহর্থে আসক্তিঃ তয়োঃ সমুদ্ভবো যস্মাৎ, তদ্রজঃ দেহিনঃ দৃষ্টাদৃষ্টার্ণেষু কৰ্ম্মস্
সঙ্গেন আসক্তাঃ বদ্রাতি । তৃফাসঙ্গাভ্যাং কৰ্ম্মবাসক্তির্ভবতি ॥ ৭ ॥

ভাৎপর্য্য ।—একণে রজোস্তপের প্রভাবে ক্লিষ্টপ বন্ধন ঘটে তাহাই
কথিত হইতেছে । রজোস্তপ রাগান্নক অর্থাৎ গৈরিকাদির জায় বর্ণ
বিশিষ্ট । অপিচ ইহা অনুবজ্ঞক অর্থাৎ এতদ্বারা অনুবাগের রুদ্ধি হইয়া
থাকে । রজোস্তপের প্রভাবে জীবের আমি কর্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাকার
কৰ্ম্ম কত্বই বিষয়ক আসক্তি ঘটয়া থাকে । এইরূপ কত্বদ্রাভিমান হেতু

তুষা অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয় । রজোগুণে তুষাকে আনয়ন করে এবং সেই তুষার নিমিত্ত কর্ম বন্ধনের আবশ্যকতা ঘটে, অর্থাৎ আমি কর্তৃত্ব করিব, এই তুষা জীবকে বিবিধ কর্মসাধনে প্ররম্ব করে । সুতরাং বলিতে হইবে রজোগুণই কর্ম বন্ধনের সংঘটক । তুষা জন্মে বলিয়াই অপ্রাপ্ত বিষয় লাভার্থ জীবের অতিশয় অভিলাষ হইয়া থাকে, এবং প্রাপ্ত বিষয় সংরক্ষণের নিমিত্ত প্রয়াস হইয়া থাকে, সুতরাং বুদ্ধিতে হইবে, তুষা অর্থাৎ অনুরাগ, আসঙ্গ, প্রভৃতির হেতুস্বরূপ রজোগুণই কর্ম বন্ধনের কারণ ।

কোন কোন পুজাপাদ ভাষা ও চীকাকার মূলস্থিত “রাগ” শব্দের স্ত্রী পুরুষের মিলনেচ্ছা সুতরাং সঙ্গ ও স্পৃহা ইত্যাকার অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন । তাঁহাদের মতে রজোগুণ স্ত্রী, বিষয়, প্রভৃতি ভোগের নিমিত্ত স্পৃহা উৎপাদন করে, এবং তজ্জন্মই কর্ম বন্ধন ঘটে ।

মূলে “বিদ্ধি” অর্থাৎ জানিবে পদের প্রয়োগ আছে । রাজ্য, স্ত্রী এবং বিষয় ভোগামৃত ক্ষত্রিয়বর্ণের কূলে অর্জুনের জন্ম । যে প্ররম্বিত প্রাবল্যে ইত্যাকার ভোগেচ্ছা ও তজ্জন্মিত কর্ম বন্ধনের আবশ্যকতা ঘটে, তাহার তত্ত্ব বিশদরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত এখানে বিদ্ধি, পদের দ্বারা অর্জুনের মনোযোগ বিশেষরূপে আকর্ষণ করা হইয়াছে । এইরূপ অভিপ্রায়েই কৌন্তেয় মনোদন পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

—(১০২)—

তমস্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্ ।

প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তম্ভিবধুতি ভারত ! ॥ ৮ ॥

অনুব্র।—হে ভারত ! তমঃ তু অজ্ঞানজং (অজ্ঞানজাতং) সর্ব-
দেহিনাং (সকল জীবানাং) মোহনং (ভ্রান্তিজনকং) বিদ্ধি (জানীহি)
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ (অববেকাপ্ররম্বিতভ্রান্তিঃ) [জীবঃ]

প্রতিশব্দ ।—হে ভারত ! তমো-গুণ অজ্ঞান-জাত, সৰ্বজীবের মোহকর জানিবে, সেই-তমোগুণ প্রমাদ-আলস্য-নিদ্রা-দ্বারা [জীবকে] বন্ধ-করে ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে ভারত ! তমোগুণ আবরণশক্তি বিশিষ্ট অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত, এবং তাহা সৰ্বজীবের ভ্রান্তিজনক ; এই তমোগুণ জীবকে অববধানতা আলস্য চিত্তাবসাদ প্রভৃতিতে সংযুক্ত করে ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তমস্বিত তমস্তৃতীয়োঃগোহজ্ঞানজ্ঞানজ্ঞানতঃ তদজ্ঞানকঃ বিদ্ধি মোহনং মোহকরমবিবেককরং সৰ্বদেহিনাং সৰ্বেষাং দেহবতাং প্রমাদালতিনিদ্রাতিঃ প্রমাদশ্য-লস্যক নিদ্রা চ প্রমাদালতিনিদ্রাস্তাভিত্তমোনিবদ্রাতি ভারত ! ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি ।—তমস্তর্জি কিং লক্ষণং কথং বা পুরুষঃ নিবদ্রাতি তত্রাচ তমস্বিতি । জ্ঞানং প্রকৃতিসম্ভবদ্ব্যবিশেষেহপি তমসোহজ্ঞানজ্ঞানবিশেষণঃ তদ্বিপরীতশ্চাণানাগতেরিত্তি মতঃ অজ্ঞানমিতি । মুখ্যতঃ হিত্তাক্ষিতেন বিবিচ্যেত্যেনে ইতি মোহনমিবেকপ্রতিবন্ধকমিতি । কার্য্যদ্বারা তমো নির্দিশতি মোহনমিত্যাদিনা । লক্ষণমুক্তা তমসো বন্ধনকরত্বং দশযজি প্রমাদেতি । কার্য্যান্তরাসক্ততয়া চিকীর্ষিতস্ত কর্তব্যস্তাকরণং প্রমাদঃ মীরীতযোগ্যেৎসাতপতি-বন্ধবলন্তং স্বাপো নিদ্রা তাভিরাহ্মানমবিকারমেব তমোগপি বিকাব্যয়তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

রামানুজ ।—তমস্বিতি । জ্ঞানাত্মজ্ঞানমাত্মপ্রোক্তং জ্ঞানং বস্তুযাথাত্ম্যাবগোঃ । তস্মাদন্তত্বদ্বিপর্য়্যজ্ঞানং তমস্ত বস্তু যাথাত্ম্যবিপরীতাবশয়জ্ঞানজং মোহনং সৰ্বদেহিনাং মোহো বিপর্য়্যজ্ঞানং বিপর্য়্যজ্ঞানহেতুরিত্যর্থঃ । তন্তমঃ প্রমাদালস্যনিদ্রা হেতুতয়া তদ্বারেন মোহনং নিবদ্রাতি প্রমাদঃ কর্ণব্যং কশ্যগোহজ্ঞান প্রবৃত্তিহেতুতমনিবদ্রাতি । আলস্যঃ কশ্মপনাগন্তত্বাবঃ স্তব্ধততি যাবৎ পুরুষোদ্রিয়প্রবর্তনশাস্ত্রা সৰ্বৌদ্রিয়প্রবর্তনোপরাতিঃ নিদ্রা তত্র বাহ্যেদ্রিয়-প্রবর্তনোপরমঃ স্বপ্নঃ মনসোহপ্যুপরমঃ স্তম্ভুপিং ॥ ৮ ॥

ছানুমান্ ।—অজ্ঞানজমজ্ঞানজাতং মোহনং মোহকারণমবিবেককারণমিত্যর্থঃ । প্রমাদা-লস্যনিদ্রাতিঃ দেহিনঃ তমোনিবদ্রাতি ॥ ৮ ॥

শ্রীধর ।—তমসোগলক্ষণং বন্ধকরকাত তম ইতি । তমস্তজ্ঞানাজ্ঞাতঃ আবরণশক্তিপ্রধানং প্রকৃত্যশুদ্ধত্বং বিদ্বীত্যর্থঃ । অতঃ সৰ্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিজনকং স্তত্রএব প্রমারেনা-লন্তেন নিদ্রা চ ততমোহোহনং নিবদ্রাতি । অত্র প্রমাদোহনবধানং, আলতমহুদামঃ, নিদ্রা চিত্তস্যাবসাদঃ সয়ঃ ॥ ৮ ॥

বলদেব ।—তমস্বিতি তু শব্দঃ পূৰ্ব্বদ্ব্যবিশেষণোক্তকঃ । বস্তুযাথাত্ম্যাবগমা জ্ঞানং তদ্বিরোধাবরকতাপ্রধানং প্রকৃত্যংশেহজ্ঞানং তস্মাজ্ঞাতং তমঃ অতঃ সৰ্বদেহিনাং মো-
বিপর্য়্যজ্ঞানজনকং তথাচ বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানাবরকং বিপর্য়্যজ্ঞানজনকং তমঃ ইতি ।

প্রমাদাদিভিঃ স্বকর্মাণ্যঃ পুরুষৈঃ নিবধ্যতি তত্র প্রমাদোহনবধানমকারণ্যে কশ্মণি প্রযুক্তিরূপং সর্ব-
কার্য্যপ্রকাশবিরোধী আলস্যমহাদ্যমো রজঃকার্য্যপ্রবৃত্তিবিরোধি তদুভয়বিরোধিনী তু নিদ্রা চিত্তাব-
সাদাশ্চেতি ॥ ৮ ॥

মধুসূদন ।—তুণ্যকঃ সর্বরজোহিপেক্ষয়া বিশেষদ্যোতনার্থঃ অজ্ঞানাদাবরণশক্তিরূপাত্তজ-
জুত-জ্ঞানজং তমোবিক্রি অতঃ সর্বেষাং দেহিনাং মোহনং অবিবেকরূপাশ্চেন ভ্রান্তিজনকং প্রমা-
দেনালস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমোনিবধ্যতি দেহিনমিত্যনুযজ্যতে হে ভারত ! প্রমাদোবস্তুবিবেকা-
সামর্থ্যং সর্বকার্য্যপ্রকাশবিরোধী, আলস্যঃ প্রবৃত্ত্যাসামর্থ্যং রজঃকার্য্যপ্রবৃত্তিবিরোধি, উভয়বিরো-
ধিনী তমোগুণলক্ষণা বৃত্তিনিদ্রেতি বিবেকঃ ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তমোগুণস্ত পূর্বাভ্যাং বিলক্ষণঃ, অজ্ঞানং মায়ায়া আবরণশক্তিস্তত উজুতম্
অজ্ঞানজং বিক্রি অতঃ সর্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিহেতুঃ, প্রমাদঃ অনবহিতত্বং সচ সর্বকার্য্য-
প্রকাশবিরোধী, আলস্যঃ জড়তা তচ্চরজঃকার্য্যপ্রবৃত্তিবিরোধি, উভয়কার্য্যবিরোধিনী তমোগুণ-
লক্ষণা বৃত্তিনিদ্রা তত্রৈতত্তমোনিবধ্যতি হে ভারত ! দেহিনমিত্যনুবর্ততে ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—অজ্ঞানজং অজ্ঞানং স্বীয়কলাং জাতং প্রতীতং অল্পমিতং ভবতীত্যজ্ঞানজং
অজ্ঞানজনক মিতার্থঃ । মোহনং ভ্রান্তিজনকং প্রমাদোহনবধানং আলস্য মহাদ্যমঃ নিদ্রা চিত্ত-
তাবসাদঃ ॥ ৮ ॥

ভাৎপর্য্য ।—একগে তৃতীয় তমোগুণের বিষয় কথিত হইতেছে ।
অজ্ঞান হইতেই তমোগুণের উদ্ভব হয় । অর্থাৎ অজ্ঞানের আনরণ
শক্তি হইতে তমোগুণের আবির্ভাব হইয়া থাকে । এই জন্ম তমো-
গুণ মোহকর অর্থাৎ বিবেক উচ্চাভিলাষ ইত্যাদির প্রতিবন্ধক স্বরূপ ।
দেহীকে অর্থাৎ জীবকে তমোগুণ মোহে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে ; সুতরাং
তমোগুণের প্রভাবে প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানতা, আলস্য অর্থাৎ
উদ্যমহীনতা, নিদ্রা অর্থাৎ চিত্তের অবসাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে । দেহী
আলস্যাদি দ্বারা বদ্ধ হয় । বস্তুবিবেকের অসামর্থ্য এবং সত্ত্বগুণের
বিরোধী ধর্ম্মের নাম প্রমাদ ; প্রযুক্তির অসামর্থ্য এবং রজোগুণের বিরোধী
রূপ যে ধর্ম্ম, তাহাই আলস্য ; আর উভয় গুণেরই বিরোধী তমোগুণের
আলস্বনস্বরূপ নিদ্রা । নিদ্রার দুইটি ভাব আছে, স্বপ্ন ও স্নরুপ্তি বাছ-
শ্রিয়ের উপরতির নাম স্বপ্ন, এবং মনের উপরতির নাম স্নরুপ্তি ।

সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ দেহীর বন্ধনের হেতুভূত । যে গুণ
নিম্নভাবে দেহীকে দেহের সহিত সংবদ্ধ করে, তাহা এই শ্লোক ত্রয়ে

প্রদর্শিত হইল। পরবর্তী শ্লোকে এই তত্ত্ব আরও সংক্ষেপে কথিত হইতেছে, এজন্য এস্থলে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনাবশ্যক।

এই শ্লোকে অর্জুনকে “ভারত” নামে সম্বোধন করা হইয়াছে। তাঁহার ধার্মিকোত্তম মহাত্মার বংশে জন্ম, সুতরাং অবিবেক প্রধান অধর্মপ্রবণ তমোগুণ তাঁহার হয়, ইহাই এই বাক্যে সূচিত হইতেছে ॥ ৮ ॥

—:—

সত্ত্বং স্মৃথে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত ! ।

জ্ঞানমায়ত্যা তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যা ॥ ৯ ॥

অনুব্র।—হে ভারত ! সত্ত্বং [জীবং] স্মৃথে সঞ্জয়তি (সংশ্লেশ-
য়তি) রজঃ কর্মণি [সঞ্জয়তি] তমঃ তু জ্ঞানং আয়ত্যা (আচ্ছাদ্য)
প্রমাদে (অনবधानে) উত (অপি) সঞ্জয়তি ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ।—হে ভারত ! সত্ত্বগুণ [জীবকে] স্মৃথে সংশ্লিষ্ট করে,
রজোগুণ কর্মে [সংশ্লিষ্ট-করে] তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন-করিয়া
প্রমাদে সংযুক্ত করে ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভারত ! সত্ত্বগুণ জীবকে স্মৃথ সাধনে সংশ্লিষ্ট করে,
রজোগুণ কর্মে আসক্ত করে এবং তমোগুণ জ্ঞানশক্তিকে আচ্ছন্ন
করিয়া প্রমাদে সংযুক্ত করে ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—পুনর্ভাবনাং ব্যাপাবঃ সংক্ষেপত উচ্যতে সম্বন্ধিতি । সত্ত্বং স্মৃথে
সঞ্জয়তি সংশ্লেশয়তি, বজঃ কর্মণি হে ভারত ! সংশ্লয়য়ীতি বস্তুতঃ, জ্ঞানঃ সম্বন্ধতঃ বিবেকমা-
নৃত্যচ্ছাদ্য তু তমঃ সেনাবরণাদ্বনা প্রমাদে সংক্রিয়ত্যা প্রমাদো নাম প্রাপকত্বব্যাকরণং ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি।—উক্তানাং মদ্যে কথিত্ব কার্যো কৃত্ত গুণসাম্যকর্মণস্তথাহ পুনরিতি ।
স্মৃথমদ্যো বিষয়ে সমুৎক্রযাতে সম্বন্ধিত্যত সম্বন্ধিতি । সঞ্জয়তীত্যন্তার্থমাত সংশ্লেশয়তীতি ।
কর্মণি মদ্যো বজঃ সমুৎক্রযাতে ইত্যাহ রত্বইতি । প্রমাদে প্রাপানাত্তমদো বশয়তি জ্ঞান-
মিতি ॥ ৯ ॥

রামানুজ।—সম্বাদীনাং বন্ধনাবরুতম্ প্রধানান্যাত সম্বন্ধিতি । সত্ত্বং স্মৃথসঙ্গপ্রদানং, বজঃ
কর্মসঙ্গপ্রদানং, তমস্ত বস্ত্র ব্যাপাদ্ব্যজ্ঞানমায়ত্যা বিপণীতজ্ঞানং, তস্য কর্মণ্যবিপণীতপন্থিত্তিসঙ্গ-
প্রদানং ॥ ৯ ॥

হুমানু ।—কর্মণি ক্রিয়ায়াঃ জ্ঞানমাবৃত্য জ্ঞানমাচ্ছান্ততমঃ প্রমাদেভ্যাম্মাপ্রতি-
পত্তৌ ॥ ৯ ॥

শ্রীধর ।—সত্বাদীনামেব স্ব স্ব কার্যাকরণে সামর্থ্যাতিশয়মাহ সত্বমিত । সত্বঃ সূত্রে
সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি দুঃখশোকাদিকারেণ সত্যপি সূখাভিমুখমেব দেহিনঃ করোতীত্যর্থঃ, এবং
সূখাদিকারেণ সত্যপি রজঃ কর্মণ্যেব সঞ্জয়তি, তমস্ত মহৎসঙ্কেনোৎপত্তমামনসি জ্ঞানমাবৃত্যমা-
চ্ছান্ত প্রমাদে সঞ্জয়তি মহত্তিরুপদিষ্টমানসার্থস্যামবধানে যোজয়তি, উত অপি আলম্বাদাবপি
সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

বলদেব ।—গুণাঃ স্বান্যদ্যোৎকৃষ্টাঃ সন্তঃ স্বকার্যং তবস্তীতাহ সত্বমিতি দ্বাভ্যাং ।
সবমুৎকৃষ্টং সৎ স্বকার্যে সূত্রে পুরুষং সংজয়ত্যাশং করোতি । রজ উৎকৃষ্টং সৎ কর্মণি তং
সংজয়তি । তম উৎকৃষ্টং সৎ প্রমাদে তং সংজয়তি জ্ঞানমাবৃত্যচ্ছাদ্যজ্ঞানমুৎপাদোত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

মধুসূদন ।—উক্তানাং মণ্যে কর্ম্মণি কার্যো কস্ত গুণস্তোৎকর্ষ ইতি সত্বমিতি তত্রাহ ।
সবমুৎকৃষ্টং সৎ সূত্রে সঞ্জয়তি দুঃখকারণমভিভূয় সূত্রে সংশ্লেষয়তি সর্বত্র দেহিনমিত্যুপপত্ত্যে, এবং
রজ উৎকৃষ্টং সৎ সূখকারণমভিভূয় কর্ম্মণি সঞ্জয়তীত্যুপপত্ত্যে, তমস্ত প্রমাদবলেনোৎপত্ত-
মানসি স্বকর্ম্মাজ্ঞানমাবৃত্য আচ্ছান্ত প্রমাদে প্রাপ্তজ্ঞায়মানতা কস্তাপ্যজ্ঞানে সঞ্জয়তি । উত অপি
প্রাপ্তকর্তব্যতা কস্তাপ্যকরণে আলস্যে তামস্তাঞ্চ নিদ্রায়াং সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—সবমুৎকৃষ্টং সৎ সূত্রে দুঃখকারণমভিভূয় সঞ্জয়তি সংশ্লেষণ জনয়তি এবমুত্তরজ
জ্ঞানং প্রকাশম্ আবৃত্যপ্রমাদে অবশ্যকর্তব্যস্তাকরণে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—উক্তমেবার্থং সংক্ষেপেণ পুনর্দশয়তি । সত্বঃ কর্তৃসূত্রে স্বীয় ফলে আসক্তঃ
জীবঃ সংজয়তি বশীকরোতি নিবশ্যতীত্যর্থঃ । রজঃ কর্তৃকর্ম্মাণ আসক্তঃ জীবঃ বশ্যতি ।
তমঃ কর্তৃপ্রমাদেহতিরতং তংজ্ঞানমাবৃত্য অজ্ঞান মুৎপাদ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—এক্ষণে গুণত্রয়ের কার্য্য সংক্ষেপে নিবদ্ধ হইতেছে ।
সত্ত্বগুণ সূত্র সংবিধায়ক অর্থাৎ সত্ত্বগুণপ্রভাবে দেহের সহিত দেহীর সূত্র-
ভাবে বন্ধন হয় । রজোগুণ কর্ম্ম বিধায়ক, অর্থাৎ রজোগুণের প্রভাবে
দেহীর কর্ম্ম বন্ধন সংঘটিত হয় । আর তমোগুণ মোহ বিধায়ক, ইহা
সত্ত্বগুণের প্ররতিক্রমে আচ্ছন্ন করিয়া তদ্বিরোধী মোহ উৎপন্ন করে ।

পূর্বে গুণত্রয়ের যে যে রূপে নিদ্রিষ্ট হইয়াছে, এক্ষণে সংক্ষেপতঃ
তাহাই পুনঃকীর্ত্তিত হইল । প্রকৃতি হইতেই গুণ সমূহের উদ্ভব ।
প্রলয়ান্তে গুণত্রয় প্রকৃতিতেই সাম্যাবস্থায় লীন থাকে । তদনন্তর ভগবদা-
শ্রিত চিহ্নিগ্ণ অচেতন প্রকৃতিতে আবিস্কৃত হইলে এই গুণত্রয় বৈষম্য
ভাবাপন্ন হয়, অর্থাৎ তত্তাবতের সাম্যাবস্থা তিরোহিত হইয়া যায়, অর্থাৎ

তখন যে সূক্ষ্ম স্বতন্ত্র চিং পদার্থ প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়াছে, গুণত্রয় তাহাদিগকে অধিকার করে। সেই গুণত্রয়ের নিমিত্তই দেহীর দেহের সহিত বন্ধন ঘটে। গুণের তারতম্যানুসারে দেহাধিক্তিত দেহীর কার্য্য-কার্য্যের বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়। কোন ব্যক্তি একান্ত ধর্ম্মশীল এবং মোক্ষ-সাধক কর্ম্মাসক্ত; আবার কোন ব্যক্তি অতি ঘৃণিত নারকী কর্ম্ম একান্ত আসক্ত; কেহ বা তছুভয় বিরোধী কর্ম্মের মধ্য স্বরূপ, ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ কার্য্যাসাধনে সংলিপ্ত। এবং বিধ বৈষম্য জগতের সর্ব্বত্র সত্য পরিদৃষ্ট হয়। উল্লিখিত গুণত্রয়ই ন্যূনাধিক্য ক্রমে এবং বিধ স্বতন্ত্রতা সংঘটিত করে। এইরূপ গুণের প্রভাবে দেহের সহিত দেহীর সম্বন্ধ সংস্থাপিত হওয়ার পর জীবন কালে অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম দ্বারা জন্মান্তরের কর্ম্ম নিরূপিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ তদ্বারা তাহার কর্ম্ম বন্ধনের বীজ রোপিত হয়, এবং সেই বীজ হয় মুক্তি, না হয় প্রলয় কাল পর্য্যন্ত দেহীকে কর্ম্মশূত্রে নিবদ্ধ করিয়া রাখে। সেই কর্ম্ম শ্রোত অবিরত সমান ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে; এবং যদি জীব স্বকীয় চেষ্টায় জ্ঞানবলে সেই বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারে তাহা হইলে অনন্ত কাল তাহাকে জন্ম মৃত্যুর অধীন হইয়া বারংবার ঘাতায়াত করিতে হয়, এবং অসংখ্য বাসনার অধীন হইয়া হাহাকার শব্দে কালপাত করিতে হয়। কর্ম্মের কঠিন পেষণ তাহাকে নিষ্পেষিত করিয়া রাখে, এবং শত আর্তচীৎকাবেও তাহা নিবারিত হয় না। এই অভিপ্রায় পরবর্ত্তী শ্লোকে আরও স্পষ্টীকৃত হইবে ॥ ৯ ॥

—:—

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত ! ।

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০ ॥

অন্থয়। হে ভারত ! সত্ত্বং রজঃ তমঃ চ অতিভূয় (পরাভূয়) ভবতি (উদ্ভবতি) রজঃ সত্ত্বং তমঃ চ, তমঃ সত্ত্বং রজঃ তথা (অতিভূয় উদ্ভবতি) ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ। হে ভারত ! সত্ত্বং রজঃ তমোঃগুণকে অতিভব-

করিয়া উদ্ধৃত-হয়, রজোগুণ সত্ত্ব এবং তমকে, তমোগুণ সত্ত্ব রজোকে পরাভব-করিয়া উদ্ধৃত হয় ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা ।—হে ভারত ! সত্ত্বগুণ দেহে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহা রজো ও তমোগুণকে পরাভূত করিয়া উদ্ধৃত হয় ; এইরূপ রজোগুণ বদ্ধিত হইলে তাহা সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভব পূর্বক উভেজিত হয়, এবং তমোগুণ বদ্ধিত হইলে তাহা সত্ত্ব ও রজোগুণকে অতিভব করিয়া উৎখিত হয় ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—উক্ত কাণ্ডে কদা কুর্কশ্চি গুণা ইত্যাচ্যতে রজ ইতি । রজস্তমশ্চোভাব-
প্যভিভূয় সত্ত্বং তদ্ব্যভাবতি বদ্ধিতে যদা তদা লক্ষ্যায়কং সত্ত্বং স্বকাণ্ডং জ্ঞানস্বাভারভতে হে
ভারত ! তৎ তথা রজোগুণং সত্ত্বং তমশ্চোভাবপ্যভিভূয় বদ্ধিতে যদা তদা কৰ্ম্মভূমাদিস্বকাণ্ড-
মারভতে তমশ্চোভাবগুণং সত্ত্বং রজশ্চোভাবপ্যভিভূয় তথৈব বদ্ধিতে যদা তদা জ্ঞানাবরণাদি-
স্বকাণ্ডমারভতে ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরি ।—ইতরেতরাবিরোধেন বা স্ববাদয়ো গুণা যুগপৎকৃত্যন্তে বিরোধেন
বা ক্রমেণ বেতি সন্দেহাৎ প্ৰকৃতি উক্তমিতি । সত্ত্বোৎকর্ষাগ্নিমিতরাভিভবার্থং ক্রমপক্ষ-
মাব্রীতোত্তরমাহ উচ্যত ইতি । সত্ত্বাভিবৃদ্ধিমেষ বিবৃণোতি তদেতি । রজস্তমসস্তিরোধান-
দশায়ামিতি বাবৎ । রজসৌবুদ্ধিপ্রকারস্তৎকার্য্যকং কথয়তি তথেনিতি । তমসোহপি বুদ্ধিস্তৎ-
কার্য্যকং নির্দিশতি তমইতি ॥ ১০ ॥

রামানুজ ।—দেহাকারপরিণতায়ং প্রকৃতে: স্বরূপানুবন্ধিনঃ স্ববাদয়ো গুণান্তে চ
স্বরূপানুবন্ধিনে সৰ্ব্বদা সৰ্বে বর্তন্ত ইতি পরম্পরাবিকল্পং কাণ্ডং কথম্ জনয়ন্তীত্যাহ রজইতি ।
বত্থপি স্ববাদয়নয়গুণাঃ প্রকৃতিসংসৃষ্টায়স্বকশানুবন্ধিনঃ তথাপি প্রাচীনকল্পবশাদেহাপায়নভূতা-
হার বৈষম্যচ্চ স্ববাদয়ঃ পরম্পরমুদ্বাভিতবরূপেণ বন্তস্তে । রজস্তমসৌ কদাচিদভিভূয় সত্ত্বমুদ্বিক্তং
বর্ততে তথা তমঃসত্ত্বো অভিভূয় রজঃ । কদাচিং রজঃসত্ত্বো অভিভূয় তমঃ ॥ ১০ ॥

হুম্যান্ ।—অভিভূয়াস্তং ভাবং ভবতি ॥ ১০ ॥

শ্রীধর ।—তত্র হেতুমাহ রজইতি । রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি
অদৃষ্টবশাদ্ভবতি অতঃ স্বকার্য্যো হুতাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ । এবং রজোহপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়-
মভিভূয়োভবতি অতঃ স্বকার্য্যো তৃকাসঙ্গাদৌ সঞ্জয়তি । এবং তমোহপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি
গুণাভিভূয়োভবতি অতঃ স্বকার্য্যো প্রমাণালভাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বলদেব ।—সমেষু যিষু কথমেকস্মাদেকক্ৰোড়কর্ষ ইতি চেৎ প্রাচীনতাদৃশকর্ম্মোদয়া-
ভাদুশাহারাক সংভবতীতি ভগবানাহ রজ ইতি । সত্ত্বং কল্প রজস্তমশ্চাভিভূয় তিরস্কৃত্যোৎ-

ক্লেশং ভবতি রজঃ কৰ্ণং সত্বং তমশ্চাতিভূয়োংক্লেশং ভবতি তমঃ কৰ্ণং সত্বং রজশ্চাতিভূয়োংক্লেশং ভবতি । যদোংক্লেশং ভবতি তদা পুৰোক্তমসাধারণং কার্য্যং কৰোতীতি শেষঃ ॥ ১০ ॥

মধুসূদন ।—উক্তং কার্য্যং কদা কুর্য্যন্তি গুণা ইত্যাচাতে রজশ্চেতি । রজস্তমশ্চ যুগপত্ত্বাবপি গুণাবতিভূয় সত্বং ভবত্যাভবতি বন্ধিতে যদা তদা সকার্য্যং প্রাপ্তকৃতসাধারণ্যেণ কৰোতীতি শেষঃ । এবং রজোহপি সত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিযোগ্যবতি, যদা তদা প্রাপ্তক্লেশং সকার্য্যং কৰোতি, তথা তদদেব তমোহপি সত্বং রজশ্চেত্বাভাবপি গুণাবতিভূয় উদ্ভবতি যদা তদা সকার্য্যং প্রাপ্তক্লেশং কৰোতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—সম্বাদয়ঃ কদা স স কার্কে প্রভবন্তীত্যাদি ঠেত্বেতরয়োবতিভবে সতী-
তাহ রজ ইতি । রজস্তমসী অভিভূয় সত্বং ভবতি বন্ধিতে, এবং রজোহপি সত্বতমসী অভিভূয়
ভবতি, তথা তমোহপি সত্বরজসী অভিভূয় ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ ।—উক্তং সসকার্য্যং সুখাদিকং প্রতি গুণাঃ কণং প্রভবন্তি ইত্যপেক্ষা-
মাহ রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়ং অভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্বং ভবতি অদ্বৈতশাস্ত্রমতঃ এবং রজো-
হপি সত্বং তমশ্চ ইতি গুণদ্বয়ং অভিভূয় ভাদৃশাদৃষ্টবশাৎ ভবতি । তমোহপি সত্বং রজশ্চেত্বাভাবপি
গুণাবতিভূয়োভবতি ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্বে গুণত্রয়ের যে যে রূপ কার্য্য নির্দিষ্ট হইয়াছে,
তাহারা কখন তত্তৎ কার্য্য সাধনে প্রারম্ভ হয় ইহাই অধুনা প্রদর্শিত হই-
তেছে । যখন সত্ত্বগুণ রজঃ ও তমোগুণকে পরাভূত করিয়া দেহীর ক্ষদ্রে
প্রবল হয়, তখনই তন্নিমিত্ত জ্ঞানজনিত সুখপ্রাপক কার্য্যের আৰম্ভ হয় ।
তদ্রূপ সত্ত্ব ও তমোগুণকে পরাভূত করিয়া রজোগুণ যখন প্রবল হয়, তখনই
তন্নিমিত্ত কর্ম্ম, তৃষ্ণা প্রভৃতি রজোগুণের কার্য্য আরম্ভ হইয়া থাকে । এই
রূপে যখন সত্ত্ব ও রজোগুণকে পরাভূত করিয়া তমোগুণ প্রবল হইয়া থাকে,
তখন তন্নিমিত্ত প্রমাদ, আলস্যাদি তমোগুণাত্মক কার্য্যের আরম্ভ হয় ।

সহজেই প্রসঙ্গ হইতে পারে, সমভাবে গুণত্রয় প্রাপ্ত হইলেও কেন জীবন
কালে তাহার বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়, এবং কেনই বা তাহা বিভিন্ন ফলাফলের
উদ্ভব করে ? প্রাণিধান করিয়া দেখিলে সহজেই বোধ হইবে যে, আহার
ব্যবহার, সংসর্গ ও শিক্ষা গুণত্রয়ের একের আধিক্য ও অন্বেষের অল্পতা
বিধানের হেতুভূত । দম্ভার বংশে যে শিশুর জন্ম হয়, সে যদি সত্ত্বগুণ প্রাধান্য
হয়, তথাপি সংসর্গ ও শিক্ষার দোষে সাত্ত্বিক আহারাদির ব্যতিক্রমে এবং
কুপম্ভার অনুসরণে তাহার সত্ত্বগুণ অপচিত হইয়া যায়, এবং রজোতমো

গুণের প্রাধান্য হইয়া উঠে । এইরূপ তমোগুণাবৃত শিশু যদি রজো গুণাবৃত কর্মবীর ক্ষত্রকুলে জন্ম পরিগ্রহ করে, তাহা হইলে সেই শিশু তমোগুণ পরিহার করিয়া রজোগুণ প্রাধান হইয়া উঠে । এই জন্মই শাস্ত্রকার-গণ সঙ্গের মহিমা কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । সঙ্গগুণে চিরনাধু ব্যক্তিও দোষা-ব্রিত হইয়াছেন, এবং ঘোর পামশুও দেবকল্প ব্যক্তি হইয়া থাকেন । দম্ভ্য রত্নাকর মহর্ষি নারদের সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশ অবিচলিত চিন্তে পালন করতঃ আদিকবি মহর্ষি বাস্কীকরূপে * জগৎপ্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন ।

* বাস্কীকি ।—পুরাকালে রত্নাকর নামে এক দম্ভ্য ছিল । সে নরহত্যা দ্বারা বৃদ্ধ পিতামাতার ও স্ত্রীপুত্রের ভরণ পোষণ করিত । সে যে অরণ্য প্রদেশে বসিয়া পথিকগণের প্রাণসংহার করিত, একদা তাহার ভাগ্যবশে ব্রহ্মা ও নারদ সেই পথে গমন করিতেছিলেন । রত্নাকর তাঁহাদের প্রাণবিনাশ করিতে উদ্যত হইলে দেবর্ষি নারদ তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, ‘তুমি কি অস্ত্র আমাদিগকে সংহার করিবে?’ রত্নাকর বলিল যে, ‘আমি তোমাদিগকে হত্যা করিয়া বাহা পাইব, তদ্বারা আমার পিতা মাতা ও স্ত্রী পুত্রের ভরণ পোষণ নির্বাহ হইবে ।’ দেবর্ষি বলিলেন, ‘নরহত্যায় মহা অধর্ম সঞ্চিত হয়,’ এজন্য তোমাকে পরলোকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে । তুমি এই পাপ কার্য দ্বারা বাহাদিগের ভরণ পোষণ করিতেছ, তাহার কি তোমাকে এই মহাপাপ-মাগর হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে?’ দেবর্ষির বাক্যে রত্নাকর যেন একটু বিচলিত হইল । কিন্তু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, ‘আমি বাহাদিগের জন্য এই পাপকার্য করি তহি তাহার ক্ষমলেই এই পাপের অংশ গ্রহণ করি-
 য়েন ।’ দেবর্ষি বলিলেন, ‘তুমি জান না, তাহার কেহই তোমার পাপের অংশ গ্রহণ করিবে না । আমার শাক্যে বিবাহ না হয়, তাহাদিগকে স্নিহাসা করিয়া আসি । আমরা এই স্থানে অপেক্ষা করিতেছি । তখন রত্নাকর পাছে তাহার পলায়ন করেন এই সন্দেহে সূচলতাশাশে তাহাদিগকে বন্ধন করিয়া দ্রুত পদে গৃহাভি-
 মুখ গমন করিল । গৃহে উপস্থিত হইয়াই বৃদ্ধ পিতাকে সমুখে দেখিয়া স্নিহাসা করিল যে, তিনি তাহার অশ্রুিত পাপের অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন কি না । উত্তরে বৃদ্ধ কহিলেন, ‘আমি তোমার বৃদ্ধপিতা, তোমার পালনীয় । তুমি যেরূপ কর্ণের দ্বারা আমাকে ভরণ কর না কেন, আমি তাহার অংশ গ্রহণ করিব না । তোমার অশ্রুত কর্ণের কল তুমিই ভোগ করিবে ।’ পিতার উত্তর শুনিয়া রত্নাকর চিন্তিত হৃদয়ে একে একে মাতা, পত্নী ও পুত্রগণকে পূর্বোক্তরূপে স্নিহাসা করিল । কিন্তু তাহার কেহই তাহার পাপের অংশ গ্রহণে স্বীকৃত হইল না । তখন রত্নাকর উদ্বস্তবৎ ক্রতগদে গিয়া দেবর্ষির পদতলে পতিত হইল ।
 এং কাদিতে কাদিতে তাহার করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিল । তখন দেবর্ষি দয়া পরবশ হইয়া তাহাকে রাম নাম উচ্চারণ করিতে বলিলেন । কিন্তু নরহত্যাচারী দম্ভার রসনা সে নাম উচ্চারণে সমর্থ হইল না । মহর্ষি চিন্তিত হইলেন । সমুখে এক শুষ্ক বৃক্ষ ছিল । মহর্ষি তাহাকে সেই বৃক্ষের অন্তঃস্থ বলিতে আদেশ করিলে রত্নাকর নবী বলিল । দেবর্ষি তাহাকে বার বার মরা বলিতে আদেশ করিলেন । রত্নাকর এইরূপে মরা মরা বলিতে বলিতে অবশেষে রাম বলিতে সমর্থ হইল । দেবর্ষি তাহাকে রাম নাম জপ করিতে আজ্ঞা দিলেন । তখন রত্নাকর এক স্থানে বসিয়া একান্ত মনে রাম নাম জপ করিতে লাগিল । বহু বৎসর অতীত হইল । চতুর্দিকে বন্যীকণ্ঠ উথিত হইয়া রত্নাকরকে আচ্ছন্ন করিল । এই জন্তই তাহার নাম বাস্কীকি হইল । এইরূপে রত্নাকর দম্ভ্য মহর্ষি বাস্কীকি হইলেন । একদা মহর্ষি বাস্কীকি এক বৃক্ষতলে গিয়া ছিলেন, বৃক্ষোপরি দুইই বক

আর যিনি স্বকীয় অধ্যবসাতে এবং অলৌকিক শক্তি প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য লাভের স্পর্শ করিয়াছিলেন, সেই মহর্ষি বিশ্বমিত্রও * কুসঙ্গে পড়িয়া যোগ-

রমণনিরত ছিল । সহস্র একবার একটী বকে শরযাত করিল । শরযুক্ত বক হস্তাকুলেবর বৃক্ষ হইতে মহর্ষির ক্রোড়দেশে পতিত হইয়া পকড় প্রাপ্ত হইল । মহর্ষির ক্রময় করণায় উচ্ছসিত হইয়া উঠিল । সহস্রা তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইল ; “অনিবাদ ! প্রতিষ্ঠাঃ ত্রয়মমঃ শান্তিঃ সমাঃ । যৎ কৌকম্বিন্দু নামক-
মযধীঃ কামযোহিতঃ ॥” অর্থাৎ ‘রে নিবাদ ! তুমি রমণনিরত এই কৌকম্বরের একটাকে বধ করিলে, তুমি কোমলকলে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবে না ।’ একদা ছন্দের এই নৃতন আবির্ভাব । তখন তিনি যেরূপ কর্তৃক অমূল্য হইয়া এই নব স্মরণ ছন্দে রাম চরিত অলঙ্কনে রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিয়া জগতে আদিক কবির নামে প্রসিদ্ধ হইলেন । কেবল মহৎ সঙ্গগুণেই নয়তো দৃষ্ট্য রত্নাকর আদি কবি মহর্ষি বাম্বীক হইলেন ॥ (নিম্নোক্ত বিবরণ বাম্বীক রামায়ণে উল্লিখ্য) তৎপর্যায় । “প্রোচেতসো বাম্বীকন্দ কবাজ্যোঃ কুলীবশঃ । বাম্বীকিঃ ।” (ত্রিকাণ্ডশেষ)

১ বিশ্বামিত্র ।—একদা ভৃগু খ্যাত পুত্র বৃদ্ধকে দর্শন নিমিত্ত আগমন করিলেন । বৃদ্ধ সত্যাবতী তাঁহাকে পুষ্পা বারীতে পুষ্ট করিলে তিনি বৃদ্ধকে বর গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন । তখন সত্যাবতী আপনাবর এক তপঃ পরায়ণ বেদপারগ পুত্র এবং খ্যাত জননীর এক নীর পুত্র কামনা করিলেন । মহর্ষিও তথাস্থ বলিয়া মনে মনে বিষয়ক আবর্জনা করিয়া বাসস্তাণ করিলেন । সেই বাস বায়ু হইতে একটী রক্ত ও অপরটী শুভ্র চক্ৰ নিস্কৃত হইল । মহর্ষি সেই চক্রবৎ বৃদ্ধকে প্রদান করিয়া বলিলেন, ‘তোমার মাতা কতু মান দিবসে অথব বৃদ্ধকে আলিঙ্গন করিয়া এই রক্তবর্ণ চক্ৰ ভক্ষণ করিবে, এবং তুমি উড়ুধর (ডুমুর) বৃদ্ধকে আলিঙ্গন করিয়া এই শুভ্র চক্ৰ ভক্ষণ করিও । যথাকালে ভ্রমকাম সত্যাবতী অথব বৃদ্ধকে আলিঙ্গন করিয়া রক্তবর্ণ চক্ৰ ভক্ষণ করিলেন, এবং তাঁহার জননী উড়ুধর বৃদ্ধালিঙ্গন করিয়া শুভ্র চক্ৰ ভক্ষণ করিলেন । মহর্ষি ভৃগু খ্যান বলে এই ভ্রমের বিষয় অগস্ত ও তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ‘তোমরা বৃদ্ধালিঙ্গন ও চক্রভক্ষণ বিপরীত ভাবে করিয়াছ । অতএব তোমার জননীর ব্রাহ্মণ্যচ্যার ক্ষত্রিয় পুত্র জন্মিবে এবং তোমার ক্ষত্রিয়চ্যার ব্রাহ্মণ পুত্র জন্মিবে ।’ যথাসময়ে সত্যাবতী মহাতেজা যমদগ্নিকে প্রসব করিলেন, তাঁহার জননী—পাণ্ডিদেশাধিপতি কৃশিক পত্নী, বিশ্বামিত্রকে প্রসব করিলেন । এক সময়ে মহারাজ বিশ্বামিত্র সুগয়া করিতে গিয়া বলিষ্ঠের আশ্রমে অবস্থিত করিয়াছিলেন । তথায় বিশ্বামিত্র বলিষ্ঠপালিতা নন্দিনী নামী কামধেনু দর্শন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য মহর্ষির নিকট প্রার্থনা করিলেন । বলিষ্ঠ দিতে সীতুত না হওয়ায় বিশ্বামিত্র কোষান্তরে বাহুবলে নন্দিনীকে গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু বলিষ্ঠের যোগবল স্তম্ভে স্তম্ভের নিকট পরাজুত হইলেন । তিনি আপনাকে বড়ই লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করিলেন । তখন পানিরাজ ক্ষত্রিয়বল হইতে ব্রহ্ম বল শ্রেষ্ঠ বেথিয়া ব্রাহ্মণ হলাভের জন্য উৎসুক তইলেন এবং রামায়ণ সমস্ত ত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্তা যাত্রাভগবান ব্রহ্মার আরাধনা করিতে লাগিলেন । বহুদিন পরে, বহু কঠোর সাধন বলে তাঁহার কামনাসিদ্ধ হইল ; তিনি ব্রাহ্মণ্যলাভ করিলেন । বৎসকালে তিনি এই কঠোর তপস্তায় নিরত ছিলেন, সেই সময়ে একদা দেববাল্মবেরিচা মেনকা নামী অপ্সরা আসিয়া বলিষ্ঠ ভ্রাতৃপুত্রের যোগভঙ্গের চেষ্টা করিল । তাঁহার সঙ্গদোষে ভ্রমশঃ বিশ্বামিত্রের খ্যান নিরত জিতমনও বিচলিত হইল । তিনি মেনকার রূপে মুগ্ধ হইয়া তপস্তায় ললাভালি দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না । এই বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং বেদভাজ পর্বে শত্ৰুঘ্নার জন্ম । (মহাতারত আদিপর্গ উল্লিখ্য)

জ্ঞেও কুসঙ্গ চালিত হইয়াছিলেন । পুরাণ ইতিহাসে এবং বিধ দৃষ্টান্তের অভাব নাই । এই জ্ঞানই সংসঙ্গের প্রয়োজন । সন্নিবিশের আলোচনা ও সাধুসঙ্গের ফল বলিয়া শেষ করা যায় না । তজ্জন্য ক্রমশঃ সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া উঠে, এবং রজো ও তমঃ পরাভূত হইয়া যায় । এইরূপে যখন সঙ্গদোষে বাসনাদিক্রমে যে যে গুণের আধিক্য হয়, তখন মনুষ্য তদনুরূপ কর্ম সাধনে প্ররম্ব হইয়া থাকে । আত্মীয় বিশেষের নিধন হইলে, শ্মশানে সেই আত্মীয়ের স্মৃতিসেবিত কলেবরে অগ্নিদান করিয়া দাহ কালে ঘোরতর বৈরাগ্য উপস্থিত হয় । সংসারের অনারতা, জীবনের নখরতা, প্রেমবন্ধনের ভঙ্গুরতা, তখন সহজেই মনুষ্য সঙ্গত করে ; কিন্তু হায় ! সেই প্ররম্বিত অচির কাল মধ্যে বিষয় মোহে, সাংসারিক আবিলতায় আচ্ছন্ন হইয়া যায় । আবার অল্পকালের মধ্যেই সে যে অধম মনুষ্য ছিল, সেই অধম মনুষ্যই হইয়া পড়ে । এই জ্ঞানই যে যে কার্য্যে, যে যে শিক্ষায় এবং যে যে অনুশীলনে নোদামিনীর ন্যায় ক্ষুরিত সংপ্ররম্বিত হৃদয়াকাশ হইতে নির্বাপিত হইয়া না যায়, তাহারই প্রযত্ন করা মানবের একান্ত আবশ্যক । সং অসং পথ চারিদিকেই রহিয়াছে । অসং পথ আপাততঃ সুরভিকুসুমাকীর্ণ, কিন্তু তাহার অভাস্তব ভাগ কণ্টকীলতা সমাচ্ছন্ন । সংপথ আপাততঃ দুর্গম অসুখপ্রদ মনে হইলেও তাহার আভ্যন্তরেপরম সুখ সৌভাগ্যপ্রদ রত্নরাজি বলদিতোছে । গুণত্রয়ের ন্যূনাতিরেক হেতু অধম বা উত্তম ফলে মনুষ্যের আগক্তি হয় । অতএব যদি বা দৈবাৎ কখন সং প্ররম্বিত উন্মেষ হয়, তখন তাহাকে সযত্নে পরিপোষণ করাই জীবের আবশ্যক ॥ ১০ ॥

—:(০):—

সর্বদ্বারেষু দেহেহগ্নিন্ প্রকাশ উপজায়তে ।

জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাধ্বিরন্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১ ॥

অর্থ । যদা (যস্মিন্ কালে) অগ্নিন্ দেহে সর্বদ্বারেষু (শ্রোত্রাদিকরণেষু) জ্ঞানং (শব্দাদিজ্ঞানাত্মকং) প্রকাশঃ উপজায়তে (উৎপাদ্যতে) তদা (তস্মিন্ কালে) উত (অপি) সত্ত্বং বিরন্ধং (উদ্ভূতং) ইতি বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ । যে-সময়ে এই দেহে সকল-ইন্দ্রিয়-দ্বারে জ্ঞানাত্মক
প্রকাশ উৎপন্ন-হয়, তৎকালে সত্ত্বগুণ উদ্ভূত ইহা জানিবে ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা । যে সময়ে এই দেহে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় পথে জ্ঞানরূপ
প্রকাশ উপজাত হয়, তখনই দেহে সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহাই
জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যদা যোগঃ সমুদ্ভূতো ভবতি তদা তত্র কিং লিঙ্গং উচ্যতে সৰ্ব্বদ্বারেষু
ইতি । সৰ্ব্বদ্বারেষ্যয়ন উপলক্ষিত্বাণি শ্রোত্রাদীন সৰ্ব্বাণি করণানি তেষু দ্বারেষু অন্তঃকরণস্থ
বুদ্ধৌক্তিঃ প্রকাশোদেহেহস্মিন্ প্রকাশশব্দবাচ্যঃ সৰ্ব্বদ্বারেষু উপজায়তে তদেব জ্ঞানং যদৈবং
প্রকাশোজ্ঞানাথা উপজায়তে তদা জ্ঞানপ্রকাশেন লিঙ্গেন বিজ্ঞানবুদ্ধিং উদ্ভূতং সৰ্বমিত্যু-
তাপি ॥ ১১ ॥

অনন্দগিরি ।—উত্তবল্লোকত্রয়সাক্ষীজ্ঞানং দশয়তি যদেতি । সত্ত্বোদ্ভবলিঙ্গদর্শনাৎ
মনস্তত্ত্বং শ্লোকমুপায়তি উচ্যত ইতি । (সৰ্বদ্বারেষু ইত্যাদি সপ্তমী নিমিত্তে নেতব্য্য,)
উতশব্দোহপি শব্দপরিয়ায়োপাতিশযার্থঃ ॥ ১১ ॥

রামানুজ ।—তচ্চ কার্যোপলব্ধৌ বাবগচ্ছেদিত্যত সর্কেতি । সর্কেণ চকুরাদিনু জ্ঞান-
দ্বারেষু যদা বস্তুবাধ্যা প্রকাশে জ্ঞানমুপজায়তে তদা স্মিন্ দেহে সত্ত্বং প্রবৃদ্ধমিতি বিখ্যাতং ॥ ১১ ॥

হনুমান্ ।—সৰ্বদ্বারেষু সর্কেষিয়েষু প্রকাশো জ্ঞানং প্রকাশশব্দবাচ্যাম্ ॥ ১১ ॥

ক্রীধর ।—ইদানীং সত্যদীনং বিদ্বান্নাং লিঙ্গাত্মহ সর্কেষিয়েষু ইতিঃ । অস্মিমা স্মনো
ভোগায়তনে দেহে সর্কেষপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিনু যদা শব্দাদি জ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ উপজায়তে
উৎপত্তে, তদানেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিখ্যাতং জানীয়াৎ । উতশব্দাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি
জানীয়াদিত্যুক্তং ॥ ১১ ॥

বলদেব ।—উৎকর্ষণাং সত্যদীনং বিজ্ঞাতাত্মহ সর্কেতি ইতিঃ । যদা সর্কেণ জ্ঞান-
দ্বারেষু শ্রোত্রাদিনু শব্দাদিবাধ্যা প্রকাশরূপং জ্ঞানমুপজায়তে তদা তদুপজ্ঞানলিঙ্গেনাস্মিন্
দেহে সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাৎ । উক্ততাপ্যর্থে । সুখাদিলিঙ্গেনাপি তদ্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

মধুসূদন ।—ইদানীমুদ্ভূতানাং তেষাং লিঙ্গাত্মহ ইতিঃ । অস্মিমা স্মনোভোগায়তনে
দেহে সর্কেষপি দ্বারেষু উপলক্ষিত্বাদেনু শ্রোত্রাদিকরণেষু যদা প্রকাশঃ বুদ্ধিপরিণামবিশেষোবিস-
ম্যাকারঃ স্ববিষয়াবরণবিবোধী দীপবৎ তদেব জ্ঞানম্ শব্দাদিবিষয় উপজায়তে, তদা
বিষয়জ্ঞানপ্রকাশেন লিঙ্গেন প্রকাশাত্মকঃ সত্ত্বং বিবৃদ্ধমুদ্ভূতমিতি
অপি সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

মীলক ।—তত্ত্বগুণোদ্ভবলিঙ্গাত্মহ ইতিঃ দেহে যদা সর্কেণ দ্বারেষু
প্রকাশোদ্ভবলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

নিশ্চেষ্টোজায়তে, তেন চ জ্ঞানং শব্দাদিবিষয়স্ত যথাহ্মান প্রকাশো যদা জায়তে তদা সত্ত্বং
বিবৃদ্ধমিতি বিভাগঃ জানীয়াৎ উত অপি সূখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

।স্তের

বিশ্বনাথ ।—বর্দ্ধমানো গুণ এব স্বাপেক্ষয়া ক্ষীণাবিতরৌ গুণাবভিভবতীভূতঃ । চানা
অভ্যন্তর্যং বুদ্ধিলিঙ্গাতাহ সর্গেতি ত্রিতিঃ । সর্বদ্বারেষু শ্রোত্রাদিসু যদা প্রকাশঃ স্তাৎকীদৃশঃ তু গুণ-
জ্ঞানং বৈদিকশব্দাদিষথার্থজ্ঞানায়কঃ তদা তাদৃশজ্ঞানলিঙ্গেনৈব সত্ত্বং বিবৃদ্ধমিতি জানীয়াৎ ।
উত শব্দাদ্যোখ্যসুখায়কঃ প্রকাশশ্চ যদেতি ॥ ১১ ॥

মনুষ্য

তাৎপর্য ।—গুণত্রয়ের সঙ্গকল্প ও বঙ্গকল্পের বিষয় পূর্বে বিশদরূপে
কীর্ষিত হইয়াছে । এক্ষণে কোন্ কোন্ লক্ষণ দ্বারা কোন্ কোন্ গুণের
আবির্ভাব, বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি বুঝা যাইবে, তাহাই নির্দিষ্ট হইতেছে ।
মানবের শ্রোত্র নেত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহ দেহের দ্বারস্বরূপ । সেই ইন্দ্রিয়রূপ
দ্বার পথে যখন কেবল জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়া থাকে, অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়-
গ্রাম দ্বারা কেবল জ্ঞানই প্রকাশিত হয়, এবং জ্ঞানেরই অববোধ হয়,
তখনই বুঝিতে হইবে যে সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হইয়াছে । মূলস্থিত “উত” শব্দ
দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সূখাদি লক্ষণ দ্বারাও সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি
অনুভব করা হয় ।

যখন শ্রোত্র বিধের বিষম কোলাহলের মধ্যে, বীণাঝঙ্কার সহকৃত
মধুর গীতধ্বনির মধ্যে, শোকের হৃদয়ভেদী আর্জুনাদের মধ্যে কেবল
সারস্বরূপ সত্যস্বরূপ এবং স্থায়ীস্বরূপ স্বরই শুনিতে পায়; যখন
নয়ন যাবতীর তৃপ্তিকর দৃশ্যের মধ্যে, বিশ্বব্যাপারের বিচিত্র নৈপুণ্যলীলার
মধ্যে এবং কুসুমাকীর্ণ গন্ধামোদিত প্রমোদকানন মধ্যে অসার ও অলীক
পদার্থ অগ্রাহ করিয়া কেবল চিন্ময় পরম পুরুষের বিকাশ দেখিতে পায়;
এইরূপে নাগিকাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম যখন সার পদার্থই নির্কীচন করে,
সত্যকেই যখন অনুভব ও প্রকাশ করে, এবং পরম প্রাপ্য বস্তুকে প্রাপ্তির
নিমিত্ত যখন ব্যাকুল হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, তথাবিধ ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্পন্ন
দেহীর অন্তরে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হইয়াছে । যখন তাঁহার ঐহিক ক্ষণ-
স্থায়ী অকিঞ্চিংকর সুখে আর তৃপ্তি হয় না, যখন তিনি তুচ্ছ ও ঘৃণিত বিষয়
করণে মগ্ন, আগন্তু হইতে চাহেন না, এবং যখন তিনি পরম সুখের
পাশ্চাতে) তদা (তখনই বুঝিতে হইবে, তাঁহার হৃদয়ে সত্ত্ব গুণের
ইতি বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ ॥ ১১ ॥

লোভঃ প্রযতিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা ।

রজসোতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে ভরতর্ষভ ! ॥ ১২ ॥

অনুব্র । হে ভরতর্ষভ ! লোভঃ প্রযতিঃ আরম্ভঃ (কর্মোদ্যমঃ)
কর্মণাং অশমঃ (অনিরুতিঃ) স্পৃহা (বিষয়তৃষ্ণা), এতানি রজসি
বিরুদ্ধে (বুদ্ধিপ্রাপ্তে) [সতি] জায়ন্তে ॥ ১২ ॥

প্রতিশব্দ । হে ভরতর্ষভ ! লোভ, প্রযতি, উদ্যম, কর্মের অনি-
রুতি, স্পৃহা, এই সকল রজোগুণ বর্দ্ধিত-হইলে জন্মে ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা । হে ভরতকুলরত্ন ! যে সময় দেহে রজোগুণ বর্দ্ধিত হয়,
তৎকালে লোভ, প্রযতি, কর্মোদ্যম, কর্মের অশান্তি, বিষয়তৃষ্ণা
উপজাত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—রজস উদ্ভূতভেদং চিহ্নং লোভ ইতি । লোভঃ পরজ্ঞাদিবিচ্ছা,
প্রযতিঃ প্রবর্তনং সাম্যার্চেষ্টা আরম্ভঃ উদ্যমঃ কস্য কর্মণামশমঃ অশমশমঃ ঋষ্যাগাদি প্রযতিঃ, স্পৃহা
সর্বসামান্যবস্তুবিষয়া তৃষ্ণা রজসি গুণে বিরুদ্ধে এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে হে ভরতর্ষভ ! ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরি ।—অভিপ্রেয়েনোভূতস্য রজসো লিঙ্গমাহ রজসইতি । উপক্রমপর্গায়-
ভারম্ভস্য বিষয় পৃচ্ছতি কসোতি । কাম্যানি দ্বিবিদ্যানি চ লৌকিকানি কর্ম্মানি বিষয়ভেদ
নির্দিশতি কর্ম্মণামিতি । অশমপশমো বাহ্যাস্তঃকরণানামিতিশেষঃ । লোভাতাপলভ্যজ্ঞো-
বুদ্ধিক্ষৌদ্র্যইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

রামানুজ ।—লোভইতি । লোভঃ স্বকীয়দ্রব্যাত্যাগশীলতা প্রযতিঃ প্রয়োজনমহ-
দিষ্টাপি চলনভাবতা আরম্ভঃ কর্মণাং ফলসাপনভূতানাং কর্ম্মণামারম্ভ উদ্যোগঃ অশমঃ
চৈন্দ্রিয়ানুপবর্তিঃ স্পৃহাবিরয়েচ্ছা । এতানি রজসি প্রযুক্তে জায়ন্তে । যদা লোভান্বয়ো বর্ত্তন্তে
তদা রজঃ প্রযুক্তমিতি বিজ্ঞানং ॥ ১২ ॥

ছানুমান ।—লোভ ইতি শাস্ত্রেন প্রাপ্তমোগানানিযোগঃ তথা শাস্ত্রেন নিষিদ্ধত পরি-
গ্রহণং পরিগ্রহণে প্রযুক্তিপাকর্ষণে বর্ত্তনং চেষ্টা স্বভাবত আরম্ভ কর্ম্মণাং লৌকিক বৈবিক্য-
নামশমঃ কোদর্শ্যাদি সাম্যং ॥ ১২ ॥

ত্ৰিপুর ।—কিঞ্চ লোভ ইতি । লোভোদ্যমোভোগ্যমে বজ্রা জায়মানেষপি যঃ পুনঃ
পুনর্জন্মনোভলায়ঃ প্রযতির্নিত্যং কুপদ্রব্যং, কর্ম্মণামাপত্তোমহাগুণাদিনির্দ্রাণোদ্যমঃ, অশমঃ
উদ্যং ক্রোধবৎ করিষ্যামিত্যাদিসকলবিকলানুপলব্ধঃ, স্পৃহা উচ্চাচেষ্টে দৃষ্টমাত্রেণ বস্তুসু উভয়তো
জিঘৃক্ষা, রজসি বিরুদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে এভিলৈরজোগুণত বিরুদ্ধিঃ আনীর-
্যত্যাঃ ॥ ১২ ॥

বলদেব ।—লোভঃ সদ্ব্যাত্যাগপরতা প্রবৃত্তিঃ তদ্বৃদ্ধিযত্নপরতা কর্মণাং গৃহনির্মাণা-
দীনামারম্ভঃ অশমো বিষয়ভোগাদিচ্ছিয়াশামহুপরতিঃ স্পৃহা বিষয়শিক্ষা এতৈলিঙ্গৈ রজো
বিরুদ্ধা বিব্যাং ॥ ১২ ॥

মধুসূদন ।—মহতি ধনাগমে জায়মানেন্ধ্যাত্মক্ষণং বর্জনানন্তদভিলাষোলোভঃ স্ববিষয়-
প্রাপ্তানিবর্ত্য ইচ্ছাবিশেষ ইতি যাবৎ, প্রবৃত্তিনিরন্তরং প্রযতমানতা, আরম্ভঃ কর্মণাং বহুবির-
ব্যয়ান্ধারকরণং কামানিষিদ্ধলৌকিকমহাগৃহাদিবিষয়াণাং ব্যাপারানামুত্তমঃ অশমঃ ইদং ক্রতুর্দো-
ষরিষ্যামীতি সঙ্কল্পপ্রবাহাহুপরমঃ, স্পৃহা উচ্চাবচেষু পরধনেনু যেন কেনাপ্যুপায়েনোপাসিংসা,
রজসি রাগাত্মকে বিরুদ্ধে এতানি রাগাত্মকানি পিঙ্গানি জায়ন্তে হে ভরতর্ষভ ! এতৈলিঙ্গৈর্বিরুদ্ধা
রজোগানীয়াদিতার্থঃ ॥ ১২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—লোভঃ প্রাপ্তাদিকে গর্হঃ, প্রবৃত্তিরগ্নিহোত্রাদৌ, আরম্ভোগৃহাদৌঃ কর্মণাম,
অশমঃ সত্যমসত্যং বা কার্গাণাম্ অহুপরমঃ, স্পৃহা দৃষ্টে পরধনাদৌ উপাসি সা, রজসি বিরুদ্ধে
সতি এতানি পিঙ্গানি জায়ন্তে হে ভরতর্ষভ ! ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ ।—প্রবৃত্তির্নাশ প্রযত্নপরতা । কর্মণামারম্ভঃ গৃহাদি নির্মাণোদ্যমঃ অশমো
বিষয়ভোগাহুপরতি ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য ।—অতঃপর রজোগুণ বিরুদ্ধির লক্ষণ নির্দিষ্ট হইতেছে ।
রজোগুণ রাগাত্মক অর্থাৎ তাহা অনুরাগ রুদ্ধিকারী । বিষয় আকাঙ্ক্ষা
ও তৃষ্ণা রজোগুণ প্রভাবে সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে । যখন রাজ্য ধন রত্নাদি
বস্তু প্রভূত প্রমাণে সংগৃহীত হইলেও অধিকতর পরিমাণে প্রাপ্তির নিমিত্ত
বলবান লোভ থাকে, যখন চেষ্টা এবং ভক্ষ্যভোজ্য লাভার্থ প্রযত্ন অব্যাহত
গতিতে হৃদয়কে চঞ্চল করে, যখন অউালিকা নির্মাণাদি ব্যাপারে সর্বদা
বিনিযুক্ত থাকিবার বাসনা প্রবল হয়, যখন এই কার্যের পর এই কার্য,
তদনন্তর অন্য কার্য সম্পাদনের ধারাবাহিক সঙ্কল্প প্রবাহ হৃদয়কে নিরন্তর
আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া রাখে, এবং যখন দর্শন মাত্রের বস্তু বিশেষ হস্তগত
ও স্বকীয় করিবার নিমিত্ত প্রবল বাসনা জন্মে, তখনই বুদ্ধিতে হইবে,
রজোগুণের বিরুদ্ধি হইয়াছে ।

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, রজোগুণ কর্ম্মারম্ভ । বিষয় লোভ, ভোগ স্পৃহা,
এবং অদনীয় প্ররুতি মনুষ্যকে বিবিধ কর্ম্ম বন্ধনে বদ্ধ করে, কর্ম্ম হইতে
কর্ম্মান্তরে প্ররুত হইয়া রজোগুণের প্রাবল্যে মনুষ্য নিরন্তর স্বকীয় ঐহিক
মান সঙ্গ্রম বিষয় লালসা ও ভোগ্যবস্তুনাভের নিমিত্ত বিনিযুক্ত হইয়া
থাকে । এবিধ কর্ম্মময়তা বজোগুণেরই পরিচায়ক । ভারত মণ্ডলের

কত্রিয়গণঃ প্রধানতঃ রজোগুণাশ্রিত বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকেন। রাজা, হয়, হস্তী, দাস দাসী এবং বনিতা লাভের নিমিত্ত তাঁহাদিগের সমনাদি ব্যাপার দেখিলে সমালোচ্য শ্লোকোক্ত লক্ষণ সমূহেব স্মরণরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। “ভরতর্ষভ” নামে অঙ্কুনকে সন্মোদন করায় ইহাই সূচিত হইতেছে যে, খ্যাতিনামা কত্রিয় প্রবর ভারতরাজার বংশে অঙ্কুনের জন্ম এবং কত্রিয়োচিত কুল ধর্ম্মে তিনি যশস্বী ॥ ১২ ॥

—:—

অপ্রকাশোঃ প্রসুত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ ।

তমসোতানি জায়ন্তে বিরুদ্ধে কুরুনন্দন ! ॥ ১৩ ॥

অময়। হে কুরুনন্দন ! অপ্রকাশঃ (অবিবেকঃ) অপ্রসুতিঃ (অনুদ্যমঃ) প্রমাদঃ (অনবধানতা) মোহঃ (মূঢ়তা) এব চ এতানি তমসি বিরুদ্ধে (বর্জিতে) [সতি] জায়ন্তে (উৎপাদ্যন্তে) ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ। হে কুরুনন্দন ! অবিবেক, অনুদ্যম, প্রমাদ এবং মোহ, এই সকল তমোগুণ বর্জিত [হইলে] উৎপন্ন হয় ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা। হে কুরুবংশাবতংশ ! যৎকালে জীবের দেহে তমোগুণের প্রাবল্য হয়, তখন তাহাতে অবিবেক, নিরুদ্যমতা, প্রমাদ এবং মূঢ়তা, এই সকল আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশোচবিবেকোহত্যন্তমপ্রসুতিশ্চ অনুদ্যমঃ চৎকার্য্যঃ প্রমাদোমোহ এব চ অবিবেকোমূঢ়তেত্যর্থঃ, তমসি গুণে বিরুদ্ধে এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে হে কুরুনন্দন ! ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি।—উক্ততমসো লিঙ্গমাত অপ্রকাশইতি। সর্গত্বেব জানকর্ণপৌরঃ গণো বিশেষণাভ্যামুক্তস্তৎকার্য্যমিতি তচ্ছব্দো দর্শিতাবিবেকার্য্যঃ, প্রমাদো ব্যাধাতঃ, মোহো বদিতব্যাত্মপ্রাধান্যেনং। তন্ত্বেব মোঢ়াস্তরতমাহ অবিবেকইতি। অবিবেকাত্তিমর্য্যাদিনা প্রবৃত্তমোহেরমিতিভাবঃ ॥ ১৩ ॥

* “কত্রিয়ঃ দেবতে কর্ম্ম বেনাধারন চংসুহঃ। দানানান বহির্গন্ত ন বৈ কত্রিয় উচ্যতে। ভক্ত বর্গো যথা। রথ উবাচ। কত্রিয়তাপি বোধর্গন্তঃ তে বক্ষ্যামি পার্শ্বিণ। দ্ব্যাহারাদা ন বাচেত যন্তেত ন চ বাজয়েৎ ॥

রামানুজ ।—অপ্রকাশ ইতি । অপ্রকাশো জ্ঞানমুদয়ঃ । অপ্রভৃতিস্তুক্ততা প্রমাদঃ
অকাৰ্য্যপ্রযুক্তগমনবদানং মোহো বিপরীতজ্ঞানং এতানি তমসি প্রবুদ্ধে জায়ন্তে এতৈস্তমঃ
প্রযুক্তমিতি বিজ্ঞাৎ ॥ ১৩ ॥

হনুমান্ ।—অপ্রকাশঃ অজ্ঞানং অপ্রবৃত্তিরাগস্তং প্রমাদঃ প্রাপ্তাপ্রতিপত্তি মোহঃ
অবিবেকঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ অপ্রকাশ ইতি । অপ্রকাশোবিবেকভ্রংশঃ, অপ্রভৃতিস্তুক্ত্যমঃ, প্রমাদঃ
কৰ্ত্তব্যার্থমুদয়ানরাহিত্যং, মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ, তমসি প্রবুদ্ধে সত্যোতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে ।
এতৈস্তমসোবুদ্ধিঃ জ্ঞানীরাহিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

বলদেব ।—অপ্রকাশো জ্ঞানভ্রংশঃ শাস্ত্রাবিহিতবিষয়গ্রহরূপঃ অপ্রভৃতিঃ ক্রিয়াবিমুখতা
প্রমাদঃ কৰ্ম্মনিব্বেহপার্শ্বে নাস্তীতি প্রত্যয়ঃ মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ এতৈর্লিঙ্গৈস্তমোবিবুদ্ধঃ
বিজ্ঞাৎ ॥ ১৩ ॥

মধুসূদন ।—অপ্রকাশঃ সত্যাপাদদেশাদৌ বোধকারণে সৰ্ম্মথা বোধায়োগ্যত্বং
অপ্রভৃতিস্তু সত্যপায়িহোহং জুহুয়াদিত্যাদৌ প্রভৃতিকাবণে জনিতবোধেহপি শাস্ত্রে সৰ্ম্মথা
তৎ প্রযুক্ত্যযোগ্যত্বং প্রমাদস্তৎকালকৰ্ত্তব্যত্বেন প্রাপ্তম্যার্থম্যাহুসন্ধানাত্যঃ মোহ এব চ মোহে
নিজা বিপর্য্যয়োবা । চৌ সমুচ্চয়ে এবকারোবাভিচারবারণার্থঃ । তমস্যেব বিবুদ্ধে এতানি
লিঙ্গানি জায়ন্তে হে বুরুনন্দন ! অত এতৈর্লিঙ্গৈরবাস্তিচারিভিবিবুদ্ধং তমোজানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—সত্যাপ্রবোধকে গুণ্যাদৌ অপ্রকাশঃ সত্ত্বকার্য্যাপ্রকাশমুদয়ঃ, অপ্রভৃতিঃ
সত্যপি প্রভৃতিনিমিত্তে রজঃকার্য্যপ্রযুক্তমুদয়ঃ প্রমাদঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকরাহিত্যং মোহোনিজাদি-
রূপঃ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—অপ্রকাশো বিবেকাতাবঃ শাস্ত্রাবিহিতশব্দাদিগ্রহণং । অপ্রভৃতিঃ প্রযুক্ত-
মাহুয়রাহিত্যং । প্রমাদঃ কৰ্ম্মাদিধৃত্যেহপি বস্তুনি নাস্তীতি প্রত্যয়ঃ মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—অতঃপর তমোগুণের লক্ষণ নিচ্চিষ্ট হইতেছে । অবি-
বেকিতা অর্থাৎ প্রকৃষ্টে বুদ্ধি সহকারে বিষয়াববোধের অক্ষমতা, তমোগুণের
একটী লক্ষণ । যখন শাস্ত্রোপদেশ বা গুরুরূপদেশ গ্রহণপান করিবার ক্ষমতা

নাথ্যাপনয়নীরীঃ প্রজ্ঞাচ্চ পরিণাময়েৎ । নিত্যোদগুক্তো দহ্যবধে রণে কুর্ধ্যাৎ পরাক্রমম্ ॥ যেহু ক্রতুভীরীজাভঃ
ক্ষতবল্লভ পাণ্ডবঃ । য়েহু বুদ্ধে বিজ্ঞেত্যবস্তে ত্ লোকভিত্তোন্মদঃ ॥ অবিকৃত শরীরোহি সংগরায়ো নিবর্ত্ততে ।
ক্ষত্রিয়ত্ব ত্ তৎকল্প নোত্তরত্ব যশঃপ্রদঃ ॥ ক্ষত্রিয়ানিমিত্তং যশো নিগন্তো মুনিভিঃশরঃ । দান্য কৃত্যতমং কিঞ্চি-
জাকৌ দহ্যনিমিত্তহাৎ । দান মধ্যমং যজ্ঞো রাজ্যং ক্ষেমোহভিধীয়তে । তস্মাজ্জা মহারাজ যোজ্যং বর্ধ-
নীলিনা । প্রজাঃ খেচু চ খেচু স্থাপয়েত মহীপতিঃ । যজ্ঞোপবাসি কাম্যপি কারয়েৎ সততঃপ্রজাঃ । পরমং
সিদ্ধিমাপ্নোতি নৃপতিঃ পৰিণামনাৎ । কুর্ধ্যাদাক্ষত্র বা কুর্ধ্যাদ্রোহো রাজত্ব উচ্যতে । (পাণ্ডে ২৬
অধ্যায়ঃ) ॥ বৈদ্যনবীতা যেন রাজ্য পাশ্চি চানয় । সম্বাদনোনি কাম্যপি কৃদা দোষং নিদোষাৎ । পাণ্ডুয়ুজ্জ

না থাকে এবং তদনুসারে প্ররুতি না হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে অবিন-
বেকিতা প্রবল হইয়াছে । অনুদামতা তমোগুণের আর একটি লক্ষণ ।
যখন উৎসাহ সহকারে কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে আগ্রহ না হয়, তখনই বুঝিতে
হইবে, তমোগুণের প্রাবল্য ঘটিয়াছে । অননুসঙ্গিত্য তমোগুণের আর
একটি লক্ষণ । যখন লব্ধ অর্থের বা প্রাপ্ত ফলাফলের কারণানুসন্ধান
করিতে প্ররুতি না হয়, তখনই বুঝিতে হইবে, তমোগুণের বিরুদ্ধি
ঘটিয়াছে । মূঢ়তা ইহার একটি লক্ষণ । যখন মিথ্যা বিষয়ে অভিনিবেশ
হয় বা নিজা কিম্বা বিপরীত বুদ্ধি প্রকৃত বিষয়গ্রহে বাধাত উৎপন্ন করে,
তখনই বুঝিতে হইবে, তমোগুণের বিরুদ্ধি হইয়াছে ।

আত্মা কর্তব্য বিষয়ানুসন্ধানে যখন প্ররুত হইতে চাহে না, পরম
কল্যাণপ্রদ বিষয় বিশেষেব উপদেশ লাভ করিয়াও যখন তদনুষ্ঠানে
প্ররুত হয় না, যখন ভ্রম প্রমাদাদির অধীন হইয়া তত্ত্বজ্ঞান নিক্রপণে
উৎসাহ দেখায় না, যখন নিজা তজ্ঞা ও আলম্বে অভিভূত হইয়া কর্তব্যানু-
সরণে প্ররুত হইতে চাহে না, এবং যখন মোহের প্রাবল্যে আপনার
বৈবেককে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তখনই বুঝিতে হইবে যে, রুদ্রে তমো-
গুণের উদ্ভব ও বৃদ্ধি হইয়াছে ।

হে কুরুনন্দন ! তুমি বলবীৰ্য্য সম্পন্ন, অথচ ধর্মপরায়ণ কুরু ও ভরতের
ংশে জগৎগ্রহণ করিয়াছে, তমোগুণ এতদংশীয় কোন ব্যক্তিকেই অধিকার
হরিতে পারে পাই ।

মূলে সনুচ্চয়ার্থে চকারের প্রয়োগ হইয়াছে, এবং সমর্থনার্থ এবকার
প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

ভাঃ সন্য। ধর্মোৎসাহঃ । রাজপ্রবাসেখানীন মথানন্তা। শুভেবৎ । আনতিহা যথাপাঠঃ বিপ্রোক্তো বস্তু
কণঃ । সাংগামে বিজয়ং প্রাপ্য তথানি যদিবা নতঃ প্রাপয়িত্বাশ্রমপালং পুংসঃ রাজ্যোচ্যাবিব। অস্ত্র সোত্রং
সিদ্ধং বা ক্রিয়ং ক্রিয়তঃ । অস্ত্রিহা পিতৃনু সম্যক পিতৃযজ্ঞে যথাবিধি। দেবান যজেকানীন বৈদেহকৃষ্ণা
হুতঃ । অস্ত্রকালে চ সম্প্রাপ্তে বর্জ্যেব্রাহ্মস্বয়ং । সৌচযুগলাশ্রয়ান্নান গৃহসিদ্ধিমবাপ্তহাং । রাজর্ষি-
ন রাজেন্দ্রৈকচর্য্যাক্ষসেবহা । অপেতগৃহ যজ্ঞোচ্চিচরেন্দ্রীবিভ কামায়া । ন চৈত্রেজিকংকণ্ড রয়াবাং
বর্জ্যবঃ । চতুর্থা। বাজশাব্দিল প্রাকবান্ধবানিবাং । বাজ্যোক্তা কবিঃসেমানবানং লোকপ্রেষ্ঠং যজ্ঞসা-
বনানঃ । সপেতযজ্ঞঃ সোপযজ্ঞাপ্রবণং ভাগ্যোদয়ানিতি বৈবাং যুগোমিহ । এবং যজ্ঞযজ্ঞ যজ্ঞেব সর্বা-
গবহঃ সন্নানীনাংবোধ । অরুণমন্দল কলানবদন্তি যজ্ঞানজ্ঞান বৈববিদো মনুষ্যাঃ । অত্রাশ্রমঃ বহু কল্যাণ
ং ক্ষান্তঃ যজ্ঞঃ নেতরং প্রাহরাবা। । সপেতযজ্ঞঃ রাজযজ্ঞঃ প্রবানঃ সপেতযজ্ঞঃ পাল্যযজ্ঞান্দ্রয়তি ।

যদা সত্ত্বৈ প্রয়.দ্ধ তু প্রলয়ং যাতি দেহভূৎ ।

তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪ ॥

অর্থঃ । যদা (যস্মিন্কালে) তু সত্ত্বৈ প্রয়.দ্ধে (রুদ্ধিং প্রাপ্তে) [সতি] দেহভূৎ (জীবঃ) প্রলয়ং (বিনাশং) যাতি (প্রাপ্নোতি) তদা (তস্মিন্কালে) উত্তমবিদাং (মহাদাদি তত্ত্বজ্ঞানাং) অমলান্ (রজস্তমো-রহিতান্) লোকান্ প্রতিপদ্যতে (লভতে) ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ । যে-কালে সত্ত্বগুণ রুদ্ধি-প্রাপ্ত [হইলে] জীব মৃত্যুকে প্রাপ্ত-হয়, তৎ-কালে মহাদাদি-তত্ত্ববিদগণের নির্মল লোককে লাভ-করে ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা । যে সময়ে দেহে সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হয়, তৎকালে জীব যদি মৃত হয়, তাহা হইলে, রজঃস্তম্ভ প্রভৃতি মলরহিত তত্ত্বজ্ঞগণের বাসভূমি উত্তম লোককে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—মরণদ্বারোপাধি যৎ ফলং প্রাপ্যতে তদপি সঙ্গরাগহেতুকং সৰ্ব্বগৌণ-মেবেতি দর্শয়ন্তাহ যদেতি । যদা সত্ত্বৈ প্রবুদ্ধে উদভূতে তু প্রলয়ং মরণং যাতি প্রতিপদ্যতে দেহভূদাত্মা, তদা উত্তমবিদাম্ মহাদাদিভিরনিত্যমিত্যেতল্লোকানমলান্ মলরহিতান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতীত্যেতৎ ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি ।—সাবিকাদীনঃ ভাবানাং পাবলৌকিকং ফলবিভাগ মুদাহরতি মরণেতি । সঙ্গঃ সঙ্গোপগঃ তৃণা তদ্বালামুষ্ঠানদ্বারা লভ্যমানমিত্যর্থঃ । গৌণং সঙ্গাদিগুণপ্রযুক্তমিতি যাবৎ । তত্র সত্ত্বগুণবুদ্ধিকৃতফলবিশেষমাহ যদেতি । মলরহিতান্ রজস্তমসোরজতরস্তোত্তমো মলং তেন রহিতানাং মসিকান্ ব্রহ্মলোকাদীনিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

নরপ বলিহেন, অতঃপর আমি ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম কার্ত্তন করিতেছি । রাজা দান করিবেন, কৃষক বাচঞা করিবেন না, অধ্যয়ন করিবেন, অগাধন করিবেন না । বজ্রামুষ্ঠান করিবেন, বাজমা করিবেন না । সর্ব্বদা দম্ভাগের বধবিশেষে যত্নবান থাকিবেন এবং সময়ে বিক্রম দেখাইবেন । যে ক্ষত্রিয় যজ্ঞপবারণ বেদজ্ঞ হৃদ্বিজ্ঞানী তিনিই সকলেরের বিজ্ঞেতা । যে ক্ষত্রিয় অক্ষত শরীরে সংগ্রাম স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবেন, তাহার ইহকাল ও পবকাল কোথাও ক্ষুত্রফল নাই । দম্ভে লমন অপেক্ষা ক্ষত্রিহের লেষ্ঠ কাব্য নাই । দান, অধ্যয়ন, বজ্র, ইহাষ্ট বাচাদিগেই মঙ্গলকর কর্ম্ম । নৃপতি প্রজাগণকে য য ধর্মে স্থাপন করিবেন, এবং তাহাদিগকে সন্তত ধর্ম্মামুষ্ঠানে নিবৃত্ত রাখিবেন । এইরূপ প্রজার পালনের দ্বারা ইহারা সর্ব্বশক্তি লাভ করিয়া থাকেন । নৃপতিগণ বেদাধ্যয়ন পুণ্যক রাজনীতি সমুৎপাদ্য করিয়া বিবাহাদি করিবেন । ধর্ম্মদহকারে প্রজাবর্গকে

ব্রাহ্মভূজ ।—বদেতি । যদা সৰ্বং প্রবুদ্ধং তদা সৰ্বং প্রবুদ্ধে দেহভূৎ প্রলয়ঃ মরণং
প্রাপ্তি চেৎ উত্তমবিদ্যামান্নাথান্নাথবিদ্যাং লোকান্ সমুত্তান্ অমলান্ মলরহিতান্ অজ্ঞানরহিতান্
তিপত্ততে প্রাপ্নোতি সৰ্বং প্রবুদ্ধেতু মৃত আত্মবিদ্যাং কুলে জনিতান্নাথান্নাথজ্ঞানসাধনেষু
শাক্ষ্যবিকরোত্তীতুং ভবতি ॥ ১৪ ॥

ক্রীধর ।—মরণসময়ে বিবুদ্ধানাং সৰ্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ বদেতি ভাষ্যঃ । সৰ্বে
বিবুদ্ধে সতি যদা জীবোমৃত্যুং প্রাপ্নোতি তদা উত্তমান্ হিরণ্যগৰ্ভাঙ্গাসকানাম্
বিনস্তেবাং যে অমলাঃ প্রকাশময়া লোকাঃ সুখোপভোগস্থানবিশেষাত্তান্ প্রতিপদ্যতে
প্রাপ্নোতি ॥ ১৪ ॥

বলদেব ।—মৃতিকালে বিবুদ্ধানাং গুণানাং ফলবিশেষমাহ বদেতি ভাষ্যঃ । সৰ্বং
প্রবুদ্ধে সতি যদা দেহভূজীবঃ প্রলয়ং যতি য়িতে তদোত্তমবিদ্যাং হিরণ্যগৰ্ভাঙ্গাসকানাম্
লোকান্ দিব্যভোগোপেতান্ প্রতিপত্ততে লভতে । অমলান্ রক্তমোমলহীনান্ ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন ।—ইদানীং মরণসময়ে বিবুদ্ধানাং সৰ্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ বদেতি । সৰ্বং
প্রবুদ্ধে সতি যদা প্রলয়ং মৃত্যুং যতি প্রাপ্নোতি দেহভূৎ দেহান্তিমানী জীবঃ তদোত্তমং যে হিরণ্য-
গৰ্ভাদয়তৃদ্ভিরাং তত্পাসকানাং লোকান্ দেবসুখোপভোগস্থানবিশেষানমলান্ রক্তমোমলরহিতান্
প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি ॥ ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—প্রলয়ঃ মরণম্ উত্তমবিদ্যাং হিরণ্যগৰ্ভাঙ্গাসকানাং দেবানাং বা লোকান্
মমলান্ নির্জ্ঞানান্ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—প্রলয়ং যতি মৃত্যুং প্রাপ্নোতি । তদা উত্তমং বিদ্যতি লভতে ইতি উত্তম-
বিদ্যো হিরণ্যগৰ্ভাঙ্গাসকানাং তেষাং লোকান্ অমলান্ সুখপ্রদান্ ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—অন্তিম সময়ে যখন দেহের সত্বিত আত্মার বিচ্ছেদ হয়,
সেই চরম সময়ে সৰ্বাদিগুণের বিরুদ্ধি ঘটিলে কিরূপ ফলপ্রাপ্তি হইয়া
ধাকে, তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে । মরণ সময়ে যদি মনুষ্য হৃদয়ে
সত্ত্বগুণের বিরুদ্ধি হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মরণোত্তর কালে অতি

প্রাণন কথিা রামপুর অধমেষ প্রতুষ্টি গজের অনুষ্ঠান করিবেন । সংগমে বিকর লাভ করিয়া প্রাণপালক
ব্রহ্মে তপ্ততানে অস্ত্র প্রাপ্ত কত্রিৎক রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন । দেবযজ্ঞ পিতৃগজাধি যদা বিধি সংগ
রচা চরমে বানপ্রস্থ্যভ্রম গ্রহণ করিবেন । তখন সেই রাজ্যনি পুত্ৰস্বলম্ ত্যাপ পুপক তিস্তা শু পদাটিনাধি দ্বা-
ণিবনপাত করিবেন । এইরূপে ক্ষত্রিয় লোকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মকে অচরণ কর্তা বাবতীর ধর্ম্ম ও উপাধঃপুত্র কল প্রাপ্ত
ইয়া থাকেন । এই রাজ্যধর্ম্মে সকল ধর্ম্মই অবস্থিত এবং অন্যান্য ধর্ম্ম ইহার অংশিত । এইধাতোত ধর্ম্ম
কল অর অগাসনাগ অর ফলদায়ক । এই সকল ধর্ম্ম রাজ্যধর্ম্ম প্রধান এবং তহার দ্বারাও পালিত ও রক্ষিত ।

“যোহস্মাঃ পুংস্রয়ো নামভবিষ্যো বারহস্পতীঃ । তসামাভ্যাপ্ত ধূনকো তদা পামিনমারুচন । প্রদোত সংজ্ঞা
জানং কৰ্ত্তব্যংপালকঃ হুতঃ । শিপালয়প অংপুঃসী তণিতঃ রাজকন্ততঃ । শিপকন শংপুলঃ পকপ্রদোতন

শুভফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহারা শ্রেষ্ঠতত্ত্বজ্ঞ, অর্থাৎ মহাদাদি বিষয়-
জ্ঞানে যাহারা সমর্থ হইয়াছেন, সেই মহাত্মাগণ যে স্থানে প্রয়াণ করেন,
বিরুদ্ধসত্ত্বগুণ সম্পন্ন মহাত্মাও দেহ নাশের পর সেই পাপাদি পরিশূন্য
নির্মল দেবভোগ্য লোকে গমন করিয়া থাকেন ।

মরণ কালে যে গুণের প্রবলতা হয়, তাহার ফল জীবনব্যাপী অনু-
ষ্ঠানকে অতিক্রম করে। অস্তিম কালে প্রকৃত প্রস্তাবে যথার্থই যদি
অন্তঃকরণ অনুতপ্ত হইয়া সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে, তাহা হইলেই যাব-
জ্জীবন যত সত্ত্বগুণ নিরোধী কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তত্তাবতের ফল
মनुষ্যকে সম্যকরূপে বন্ধন করিতে পারে না। ঘোর বিষয়াসক্ত মনুষ্য
জন্মেও ঋদয়কে সেই অপরিহার্য্য দিনের নিমিত্ত প্রস্তুত করে না। তখনও
তাহারা স্ত্রী, পুত্র, আটালিকা, উদ্যান, ধন, রত্ন পরিচাণ করিতে হইবে
বলিয়া চিন্তায় আকুল হইতে থাকে, এবং তত্তাবতের ভাবনা ভাবিতে
ভাবিতে অনতিক্রমা নিয়তির শাসনে শমন কিঙ্করের হস্তে আত্ম সমর্পণ
করে। সেই ভয়ানক দিনেও তাহার চিত্তকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে সত্ত্বগুণা-
ভিমুখী কবিলার অভিপ্রায়ে আত্মীয়গণ উচ্চৈশ্বরে তাহার কণ কুহর সমীপে
তারক ব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করিতে থাকে। তাহাকে ভোগ্যসক্তিবন্ধক
জব্যাদি পরিপূরিত বাসনার লীলাক্ষেত্র স্বরূপ গৃহ হইতে বজ্রানে সর্বদগ্ধ

ইমে। অষ্টত্রিংশোত্তরশতং ভোক্তাশ্চ পৃথিবীং নৃপাঃ। শিশুনাম পুত্রোত্তমাঃ কাঞ্চবর্ণস্ত তৎসহঃ।
ক্ষেমশ্রুতিঃ। হুতঃ কৈবল্যঃ ক্ষমশ্রুতিঃ। বাথসাবঃ সুহৃদুস্যাচ জাতশ্চ তৎসহঃ। দত্তকস্তৎ স্তোত্রাত্মী
দত্তকন্যাকমঃ স্তুতঃ। নন্দবন্ধন আকোষা যতনান্দত্ত তৎসহঃ। শৈশুনামাদিশেবেতে বট্টাতবশতঃ। সমা-
ভোক্তাশ্চ পৃথিবীং কুরুশেপু কনোমুখাঃ। মহানন্দিত্যেতা রাজানু মুদাগতোভ্যাবনী। মহাপদ্মগতিঃ কলিঙ্গলঃ
ক্ষত্রবিনাশকঃ। কনোমুখাঃ পৃথিবীং পৃথিবীং। স একছত্রঃ পৃথিবী মনুজৈবতশাসনঃ।
শাসিত্য মহাপদ্মোদিত্য ইব ভাগবৎ। তস্যা চাত্তা ভবিষ্যন্তি স্মরণপ্রমুখাঃ হুতঃ। যতনং ভোক্তাশ্চ
মহীং বাবান্দ্য শতং সমাঃ। নবনন্দান্ হুতঃ কলিৎ প্রসন্নোদ্ধবদ্যতঃ। তেষামভাবে জগতঃ সৌভাগ্য
ভোক্তাশ্চ দৈবকৌঃ। সম্রাট চন্দ্রপুং বৈ দ্বিজরাজোহভিযুক্তাতি। তৎসহঃ বা রম্যবস্ত তচ্ছাশোক
বন্ধনঃ। স্থাপা ভাবতা তস্য সম্রাটঃ স্থাপাঃ হুতঃ। শালীভক হুতস্ত্যা সৌমশ্রুতিঃ ভবিষ্যতঃ। পৃথিবী
স্থাপা ভাবতা দ্বিজপুংঃ। সৌমশ্রুতিঃ দ্বিজপুংঃ। সত্যবংশজোত্তরঃ। সমা ভোক্তাশ্চ পৃথিবীং
কলো কুরুকুলোৎ। সৌমশ্রুতিঃ পুংসুশ্রুতিঃ সত্যবংশজোত্তরঃ। বসুমিত্রো ভবকন্ড পুংসুশ্রুতিঃ ভবিষ্যতঃ।
ভোক্তাশ্চ পুংসুশ্রুতিঃ। সত্যবংশজোত্তরঃ। সত্যবংশজোত্তরঃ। সত্যবংশজোত্তরঃ। সত্যবংশজোত্তরঃ।
সত্যবংশজোত্তরঃ। সত্যবংশজোত্তরঃ। সত্যবংশজোত্তরঃ। সত্যবংশজোত্তরঃ। সত্যবংশজোত্তরঃ।

রাজহি

ত স্বপ্ননীতীরে আনয়ন কবিদা থাকে। কিন্তু হায়! রূতাস্তের
যদি তাহার সংজ্ঞালোপ হয়, তাহা হইলে যে আর কোন

অনু: চিন্তা করিতে পারে না। যদি তাহার শক্তি গোপ হেতু বাক্য

কিন্তু তখনো তাকে হঠাৎ করেই আঁকড়ে ধরে ফেলল।

পারে না। কিন্তু তাহার অন্তরে যদি পল্লী মাটির সংজ্ঞাবোধ অবশেষে থাকে, তাহা হইলে সে ক্রমাগত প্রিয় পদার্থ সমূহের চিন্তা করিতে ক্ষান্ত হয় না। অন্তিম কালেও লজ্জণ্বের বিরক্তি হইলে যে অমূলভ পরম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, মানবগণের তাহা স্মরণ করিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যিক।

[illegible]

সেইসময় সমস্ত তুসানদের তখন পূরিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। এমনকি নানক ভীতির অমাত্রা ভীতিকর হইয়াছিল। তখন তুসানদের পুত্রাভ্যাস রক্ষা করিয়াছিল। তখনোই তুসানদের নামে এক সন্তান হইয়াছিল। তখনোই তুসানদের নামে এক সন্তান হইয়াছিল।

কোন কোন ভাষাকার মহোদয় বলিয়াছেন, মরণ কালে বিব্রন্ধি হইলে মৃত ব্যক্তি আত্মসাধাত্মক পুণ্যবানগণের কুলে করিয়া আত্মজ্ঞান বর্দ্ধক ক্রিয়ানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়া থাকেন ।

মূলে যে “অমলান্” বিশেষণ আছে, তাহার অর্থ স্থলে কেহ কে পরিশূন্ত স্তমোরহিত এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥

বৎসর রাজত্ব করিবেন । শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ, কাকবর্ণের পুত্র ক্ষেমধর্ম্মা, তৎপুত্র ক্ষেত্রজ্ঞঃ ; ক্ষেত্রজ্ঞের পুত্র বিষ্ণিনার, তৎপুত্র দর্ভক, দর্ভকের পুত্র অজগ, অজগের পুত্র নন্দিনন্দন, তৎপুত্র মহানন্দি, মহানন্দির পুত্র শৈবনাগ । ইহার কনিষ্ঠে তিনশত ষাট বৎসর রাজত্ব করিবেন । শূদ্রাগর্ভে মহানন্দির ঔরসে মহাবল নন্দ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন । এই সময় হইতেই অখাদ্যিক শর্দূলায় রাজগণ জন্মগ্রহণ করিবেন । সেই মন্দের হুনাগ্য প্রভৃতি ষাট পুত্র জন্মিব, এবং তাঁহাবা শতবৎসর রাজত্ব করিবেন । চাণক্য নামে এক ব্রাহ্মণ নন্দকে এবং তাঁহাব পুত্রগণকে উদ্ভূত করিবেন । সেই চাণক্য মৌর্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্তকে রাজা করিবেন । চন্দ্রগুপ্তের পুত্র নারিসার, তৎপুত্র অশোক বর্দ্ধন, অশোক বর্দ্ধনের পুত্র হুগশ, তাঁহার পুত্র দশবল, তৎপুত্র সম্ভক, তৎপুত্র শালিস্ক, তাঁহার পুত্র সোমশর্ম্মা, সোমশর্ম্মার পুত্র শতদগা, তাঁহার পুত্র বৃহদ্রথ হইবেন । ইহার একশত সপ্তত্রিশং বৎসর রাজত্ব করিবেন । অনন্তর সুভদ্রাথের সেনাপতি শুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্র তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবেন । তাঁহার পুত্র অগ্নিমিত্র, তৎপুত্র সুভোজ, সুভোজের পুত্র বহুমিত্র, তাঁহার পুত্র ভদ্রক, তৎপুত্র পুলিন্দ, পুলিন্দের পুত্র বোথ, বোথের পুত্র বহুমিত্র, তৎপুত্র ভগবত, ভগবতের পুত্র দেব ; ইহার একশত ষাটবৎসর রাজত্ব করিবেন । তৎপরে কব্ধবংশীয় বহুবোথের স্ত্রীভৃত্তকে বিব্রন্ধি কথিয়া রাজ্য অধিকার করিবেন । বহুবোথের পুত্র নারায়ণ, তৎপুত্র সশর্ম্মা, তাঁহার তিনশত পঞ্চাশ বৎসর বাবা ভোগ করিবেন । পবে শূণ্ডার ভ্রাতা অঙ্গু ভ্রাতীয অসম্রথ সশর্ম্মাকে নাশ করিয়া রাজা হইবেন । অসম্রথের পর তাঁহার ভ্রাতা কৃষ্ণ রাজত্ব করিবেন । তাঁহার পুত্র শাশ্বক, তৎপুত্র গোবর্দ্ধন তাঁহার পুত্র লম্বোদর, লম্বোদর পুত্র চিবিলক তৎপুত্র দেবযাতি তাঁহার তনয় অনিষ্ট কথ্য, তৎপুত্র চান্দেয় হারদেব সন্তান তলক হইবেন । তলকের তনয় পুবেষ ভেৎ তৎপুত্র শ্রবন, তাঁহার তনয় চকোব, চকোবের তনয় বটক তাঁহার সন্তান শিবযাতি তৎসন্তান অরিন্দম, অরিন্দমের সন্তান গোমতী, তৎসন্তান পুনীমান তাঁহার সন্তান মেঘ ; তৎসন্তান শিরা, শিরার সন্তান শিরশক, তৎপুত্র যজ্ঞী, তাঁহার তনয় বিজয়, তৎপুত্র ভাবা, ভাবাবপুত্র চন্দ্রবীজ, চন্দ্রবীজের সন্তান লোমসি । এইবারগণ চারিশত সট পঞ্চাশং বৎসর পুথিও ভোগ করিবেন । তদনন্তর সাতজন কাতীর অবজ্ঞত নামক নগরে দশজন বর্দ্ধি এবং ষোড়শ জন কল্ল বাতা হইবেন ; পরে অটজন যবন, চৌদজন চতুঃসর, দশজন শুক্ল, ইহার এক হাজার নিরানন্দই বৎসর রাজত্ব করিবেন । অনন্তর একাদশ মৌল তিনশত বৎসর রাজ্য করিবেন । পবে কিনকিলা পুত্রীতে ভূতনন্দন, বস্তুবি, শিশুনন্দ ও প্রবীক ইহার একশত বৎসর রাজত্ব করিবেন । ইহাদের পাঁচজনের ত্রয়োদশ পুত্র বাহ্লিক নামে খ্যাত হইবেন । অনন্তর এই বাহ্লিক যশ হইতে সাত অঙ্ক ও সাত কোশল এই চতুর্দশ রাজা বৈদ্যাপতি ও নৈমধ্যাপতি নামে খ্যাত হইয়া পঞ্চমস্তলের রাজ্য হইবেন । তদনন্তর মগধ দেশে দ্বিতীয় পুরুষ বিষ্ণুকুঞ্জ নামে জনৈক রাজা হইবেন । তিনি পুলিন্দ যদু, যদক প্রভৃতি দেশীয় রাজগণকে স্বেচ্ছত্বলা করিবেন । সেট বিষ্ণুকুঞ্জ স্বেচ্ছাচার প্রচাড়াপন পূর্বক ক্ষত্রিয় বৃদ্ধক বিনাশ করিয়া পদ্মাবতী পুত্রীতে বাস করিবেন এবং গঙ্গাবীর হইতে প্রাণ পর্যন্ত পুথিও ভোগ

রজসি প্রলয়ং গতা কৰ্মসঙ্গিষু জায়তে ।
তথা প্রলীনমন্তসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

অর্থঃ—রজসি [বিরুদ্ধে সতি] প্রলয়ং (মৃত্যুং) গতা (প্রাপ্য)
কৰ্মসঙ্গিষু (কৰ্মাসক্তলোকেষু) জায়তে (উৎপদ্যতে) তথা তমসি
[বিরুদ্ধে সতি] প্রলীনঃ (মৃতঃ) [মন্] মূঢ়যোনিষু (পশাদিষু)
জায়তে (সম্ভবতি) ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—রজোগুণ [রুদ্ধি হইলে] মৃত্যুকে প্রাপ্ত-হইয়া কৰ্মা-
সক্ত-মনুষ্যে জন্ম-গ্রহণ-করে, সেই-রূপ তমোগুণ [রুদ্ধি হইলে] মৃত
[হইয়া] পশাদি-যোনিতে সম্ভূত-হয় ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—রজোগুণের রুদ্ধি কালে জীব মৃত হইলে কৰ্মী মানবের
গত-জন্ম-গ্রহণ করে ; এই রূপ তমোগুণের রুদ্ধি সময়ে দেহান্ত ঘটিলে
পশাদি নিকৃষ্ট যোনিতে উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য । রজসি গুণে বিরুদ্ধে প্রলয়ং মরণং গতা প্রাপ্য কৰ্মসঙ্গিষু স্বকৰ্মারক্তি-
মুক্তেযু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তমসেন প্রলীনোমূঢ়মন্তসি বিরুদ্ধে মূঢ়যোনিষু পশাদিযোনিষু
জায়তে ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি ।—রজঃসমুদয়ে মৃতস্ত ফলবিশেষং দর্শয়তি রজসীতি । জায়তে শরীরং
গৃহীতীত্যর্থঃ । যথা সৰ্ব্বে রজসি চ প্রবৃদ্ধে মৃতপ্রকলোকাदिषু মনুষ্যলোকে চ জায়তে দেবাদিষু
মনুষ্যেষু চ জায়তে তথৈবৈতচ্চ তদ্বদिति ॥ ১৫ ॥

রামানুজ ।—রজসীতি । রজসি প্রবৃদ্ধে মরণং প্রাপ্য ফলার্থকর্মকূর্পতাং কুলেষু
জায়তে তত্র জনিতা স্বর্গাদিফলসাদনকর্মস্বদিকবোতীত্যর্থঃ । তথা তমসি প্রবৃদ্ধে মূঢ়ো মূঢ়যোনিষু
শূকরাদিযোনিষু সকলপ্রকয়ার্থরস্থানর্হো জায়ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

করিবেন । পরে সৌর্য্যট অস্তিত্ব আতীর পর, অগ্নিদেবীর ব্রাহ্মণেরা সংস্কারহীন এণ্ড ব্রাহ্মণগণ শূদ্রশাস্ত্র
হইবেন । বেদাচার গুণা যেরূপ শূদ্র ও সংস্কার হীন ব্রাহ্মণগণ রাজা হইয়া দিকুট, চন্দ্রভাগা, কোণ্ডি ও কাম্বীর
মঙ্গল ভোগ করিবেন । ঠাকুরা অস্তিত্ব ও মিথ্যা প্রমাণে ভংগর হইবেন । ঠাকুরা কোনো অঙ্গ দানশীল হইয়া
কী, নালক, গো এবং ব্রাহ্মণ বধে পশুভোজ হইবেন না । ঠাকুর গরবনা ও পরমম গ্রহণ করিবেন । ঠাকুরা
স্বকল ক্রমে রাজাভগ করিবেন, এণ্ড মনাদিগরণ দ্বারা প্রজাবীভব করিবেন । ব্রাহ্মণগণ ও তাহারিগণের
আচার সংস্কারের অস্তিত্বকর্তার হইয়া ব্রাহ্মণগণ অত্যাচারে অগ্নি প্রাপ্ত হইবেন ।

হুমান্ ।—রজসি প্রবুদ্ধে কর্মসঙ্গিষু জায়তে প্রলীনোমৃতঃ তমসি প্রবুদ্ধে মৃত্যোনিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

ত্ৰিধর ।—বিকল্প রজসংগীতি । মৃত্যুং প্রাপ্য কর্মসঙ্গিষু মনুষ্যেযু জায়তে, তথা তমসি প্রবুদ্ধে সাত প্রলীনোমৃতোমট্যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

বলদৈব ।—রজসি প্রবুদ্ধে প্রসঙ্গঃ মনসঃ গদ্য জনাঃ কর্মসঙ্গিষু কামাকাম্যেভ্যে নু মদো জায়তে । তথা তমসি প্রবুদ্ধে প্রলীনা মৃত্যো জনো মৃত্যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন ।—রজসি প্রবুদ্ধে সাত প্রসঙ্গঃ মৃত্যুং গদ্য প্রাপ্য কর্মসঙ্গিষু শ্রুতিস্মৃতিবহিত প্রতীয়ুক্তকক্ষাদিকারিষু মনুষ্যেযু জায়তে, তথা তমসি প্রবুদ্ধে প্রলীনোমৃতোমট্যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কর্মসঙ্গিষু শৌতম্মা র্ককক্ষাত্তমমুষ্যেযু মৃত্যোনিষু তির্গাক্ষ্যাবরচণালাদিষু ॥ ১৫ ॥

বিখ্যাত ।—কর্মসঙ্গিষু কর্মসক্তমনুষ্যেযু ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য ।—মরণকালে অশুশুণবরের বিরুদ্ধি ঘটিলে কিরূপ ফলোদয় হইয়া থাকে, তাহা এক্ষণে বিবৃত হইতেছে । প্রাণ কালে যদি রজোগুণের প্রবলতা হয় তাহা হইলে দেহীকে কর্মপ্রদান কর্মসঙ্গ পরিপূর্ণ মনুষ্য মপ্যে জন্ম গ্রহণ করিতে হয় । শ্রুতিস্মৃতিবহিত ও তত্ত্বমিচ্ছা ক্রিয়া কাণ্ডের যাহারা অনুষ্ঠানকারী, সেইরূপ মানবকূলে সেই রজোগুণবিরক্ত মনুষ্যের পুনর্জন্ম হইয়া থাকে । যদি প্রাণ কালে তমোগুণের আধিক্য হয়, তাহা হইলে মরণান্তে মানবমূহ অর্থাৎ আত্মানায় বিবেকনন্দভাবনা বিরহিত জীবাদির কূলে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে । পশু পক্ষী প্রভৃতি জীব সমূহ মানবগণের আয় স্কৃৎ ছুংখাদি বোধের অবীন হইলেও কেবল জ্ঞানভাব হেতু অতি নিকটে যোনিক্রমে পরিগণিত । তমোগুণের আধিক্যবস্থায় দেহান্ত ঘটিলে উল্লিখিত রূপ নিকটে যোনিতে মনুষ্যের জন্ম হয় ।

ইত্যাকার ফলফল বিচার করিয়া মনুষ্যের আত্ম জদগে গুণবিরক্তির প্রযত্ন করা আবশ্যক । “যাদৃশী ভাবনা যন্ত নিকির্ভবতি তাদৃশী” এত মহত্বপূর্ণদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া অস্ত্যন্তঃ মরণকালে চিত্তকে মহত্বমুখিত পথে নিবিষ্ট করিয়া রাখা একান্ত কর্তব্য । পরম পুণ্যশীল মনোবাহ্যাবস্থা (১৩১২ পৃষ্ঠার সৌখীনী দ্রষ্টব্য) অস্তিত্ব কালে যেহাতি

যুগ শিশুর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পশু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; এবং
দুরন্ত গজকন্ডীর রূপ গন্ধর্দন (২০৯২ পৃষ্ঠার টীকায় দেখা) পশু হইলেও
পূর্ব জ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান প্রভাবে অন্তিম কালে কাতর হৃদয়ে ভগবানকে স্মরণ
করিয়া পরমা মঙ্গল লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

—:~:—

কর্মণঃ স্মৃকৃতন্যাং সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলং ।

রজসস্ত ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলং ॥ ১৬ ॥

অর্থ্য ।—স্মৃকৃতন্যা (সাত্ত্বিকন্যা) কর্মণঃ নির্মলং (প্রকাশবহুলং)
সাত্ত্বিকং (সত্ত্বপ্রধানং) ফলং আত্মা (বদন্তি), রজসঃ স্ত ফলং দুঃখং
তমসঃ ফলং অজ্ঞানং (মূঢ়ত্বং) [আত্মা] ॥ ১৬ ॥

প্রতিশ্রুতি ।—সাত্ত্বিক কর্মের নির্মল সত্ত্ব-প্রধান ফল বলেন, রজো-
গুণের ফল দুঃখ, তমোগুণের ফল মূঢ়তা [বলেন] ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল এবং সত্ত্বপ্রধান, রজোগুণের
ফল দুঃখবহুল এবং তমোগুণের ফল মূঢ়তা ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অতীতশ্রোতৃপন্থৈব সংক্ষেপ উচ্যতে । কর্মণঃ স্মৃকৃতন্যা সাত্ত্বিক-
ত্যাঃ আত্মা শিষ্টাঃ সাত্ত্বিকমিব নিম্মলং ফলমিতি । রজসস্ত ফলং দুঃখং রজসস্ত কর্মণ ট্যার্থঃ
কর্মণিকান্যং ফলমপি দুঃখমেব কারণভূতপাদাঙ্গমিব, তথা অজ্ঞানতমসস্ত কর্মণোঃ ফলমস্ত
পূর্ববৎ ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি ।—ভাবানন্দের ফলমুক্ত্য সাত্ত্বিকানন্দের কর্মণাং ফলমাত্মা অতীতৈতি ।
স্মৃকৃতন্যা শৌভনস্ত স্মৃকৃতন্যা পুণ্যস্তার্থঃ, সাত্ত্বিকস্তাভিধ্বিত্যেতি যাবৎ । সাত্ত্বিকং সজ্জন
নির্বৃত্তং নির্মলং রজসস্তমঃসমুদ্ভবমজ্ঞানমিতি । রজসস্ত ফলং দুঃখং রজসস্ত কর্মণ কৃত্য পুণ্যস্তার্থঃ
কর্মণিতি । দুঃখমেব দুঃখমজ্ঞানং দুঃখমেবেতি যঃ । কর্মণাং ব্যাখ্যায় তৎ তদাত্মকং বোধিতং ।
পাপমিহস্ত পুণ্যস্ত রজোনিমিত্তং যথোক্তং যুক্তমিতি যঃ । অজ্ঞানমিবৈকপ্রায়ঃ দুঃখং তমসা-
ধর্মফলমিত্যাহ তথ্যেতি ॥ ১৬ ॥

রামানুজ ।—কর্মণ ট্য । এবং স্মৃকৃতন্যা সত্ত্বমুপগম্যাত্মনিদাং কুলে জায়তে তেনা-
হুগীতস্ত স্মৃকৃতন্যা ফলভিসম্বন্ধিতস্ত মদাবাদনকণ্য কর্মণঃ ফলং পুনরপি ততোহদিকসম্বন্ধনিতং
নির্মলং দুঃখাভিধ্বিতং ভবত্যাভিধ্বিতং সত্ত্বমুপগম্যাত্মনিদাং । অস্তকালপ্রাপ্তস্ত রজসস্ত ফলং

ফলসাপনকর্মসঙ্গি কূলে জন্ম ফলাভিসম্বন্ধির্পূর্বক কর্ম্মরন্তং তৎফলাভূতবার্থং পুনর্জন্ম রজোবৃদ্ধি-
ফলং । ফলাভিসম্বন্ধির্পূর্বককর্ম্মরন্ত পৰম্পরাকপং সংসারিকং দ্রুংপ্রায়মেবাছঃ তদুণবাখাভ্যাবিদঃ ।
এবমন্তুকালপ্রবৃদ্ধন্ত তমসঃ ফলমজ্ঞানপরম্পরারূপং ॥ ১৬ ॥

হনুমান্ ।—সুকৃতন্ত পুরা যন্ত ফলং সাত্বিকং গুণপ্রধানং নির্মলং পূর্ণং সুখস্বরূপং
রজসঃ রজসন্ত কর্ম্মণঃ, অজ্ঞানং মোহানুবিদ্ধিমিতার্থঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর ।—ইদানীং সত্বাদীনাং স্বাক্ষরূপকর্ম্মদ্বারেণ বিচিত্রফলহেতুহমাহ কর্ম্মণ ইতি ।
সুকৃতন্ত সাত্বিকন্ত কর্ম্মণঃ সাত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং নির্মলং প্রকাশবহলং সুপং ফলমাহঃ কপিল-
দয়ঃ । রজস ইতি রাজসন্ত কর্ম্মণ ইতর্থঃ, কর্ম্মফলকথনস্য প্রকৃততয়া তস্য দ্রুং ফলমাহঃ,
ভ্রমসইতি ভ্রামসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ, তন্তাজ্ঞানং মূঢ়ত্বং ফলমাহঃ, সাত্বিকাদিকর্ম্মলক্ষণক নিয়তং
সঙ্গরহিতমিত্যাদিনাষ্টাদশেহধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ১৬ ॥

বলদেব ।—অথ গুণানাং স্বাক্ষরূপকর্ম্মদ্বারা বিচিত্রফলহেতুহমাহ কর্ম্মণ ইতি । সুকৃতঃ
সাত্বিকন্ত কর্ম্মণো নির্মলং ফলমাহ গুণব্ধভাববিদো মুনয়ঃ মলদ্রুংপ্রমোহরূপরজস্তমঃফললক্ষণানির্গত
সুখমিতার্থঃ । তত্র সাত্বিকং সত্বেন নিবৃত্তং । রজসো রাজসন্ত কর্ম্মণঃ ফলং দ্রুং কার্যন্ত কারণা
রূপাদ্ভুংপ্রচুরং কঞ্চিং সুখমিতার্থঃ । তদপত্তাসমস্ত কর্ম্মণো হিংসাদেবঃ ফলমজ্ঞানমচেতন্ত
প্রায়ং দ্রুংপ্রমেবেত্যর্থঃ । তত্র রজস্তমঃশব্দাভ্যাং রাজসভ্রামসকর্ম্মণী লক্ষ্যে গোভিঃ প্রীণিতমং
সরমিত্যত্র যথা গোশব্দেন গোপয়ো লক্ষ্যতে । সাত্বিকাদিকর্ম্মণাং লক্ষণাষ্টাদশে বক্ষ্যতে
নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্যাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন ।—ইদানীং স্বাক্ষরূপকর্ম্মদ্বারা সত্বাদীনাং বিচিত্রফলতাং সজ্জিগ্যাৎ । সুব
তস্য সাত্বিকন্ত কর্ম্মণোধর্ম্মস্য সাত্বিকং সত্বেন নিবৃত্তং নির্মলং রজস্তমোমলমিশ্রিতং সুখং ফল
মাহঃ পরমর্ষয়ঃ । রজসোরাজসস্য তু কর্ম্মণঃ পাপমিশ্রস্য পুণ্যস্য ফলং রাজসং দ্রুং দ্রুং
বহুশমন্তস্বং কারণামুকপ্যাং কার্যস্য অজ্ঞানমবিবেকপ্রায়ঃ দ্রুং, ভ্রামসং তমসস্ত্রামস
কর্ম্মণোহধর্ম্মস্য ফলং আছরিত্যমুদ্বজ্যতে । সাত্বিকাদিকর্ম্মলক্ষণং চ নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্য
দিনাষ্টাদশে বক্ষ্যতি । অত্র রজস্তমঃশব্দো তৎকার্যে কর্ম্মণি প্রযুক্তো কার্যাকারণধোরভেদে
পচারং গোভিঃপ্রীণিতমংসরমিত্যত্র যথা গোশব্দস্তংপ্রভবে পরসি যথা বা ধান্যমসি দিহু
দেবানিত্যত্র ধাত্বশব্দস্তংপ্রভবে ততুলে, তত্র পরস্তুতুল্যোরিবাব্যাপি কর্ম্মণঃ প্রকৃততয়া ॥ ১৬

নীলকণ্ঠ ।—সুকৃতন্ত সাত্বিকন্ত কর্ম্মণঃ ফলং নির্মলং দ্রুংপ্রাজ্ঞানমলশূন্তং সাত্বিকং জ্ঞান
বৈরাগ্যাদিকং রজসো রাজসন্ত কর্ম্মণঃ ফলং দ্রুং তমসস্ত্রামসন্ত কর্ম্মণঃ ফলম্, সাত্বিকাদিকর্ম্ম
লক্ষণক নিয়তং সঙ্গরহিতমিত্যাদিনাষ্টাদশে বক্ষ্যতি ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—সুকৃতস্য সাত্বিকস্য কর্ম্মণঃ সাত্বিকমেব নির্মলং নিরুপদ্রবং অজ্ঞানমচে
তন্তা ॥ ১৬। ১৭ ॥

তাৎপর্য ।—কোন্ কোন্ গুণবাঞ্চল্যে কিরূপ ফল ইইয়া থাকে,

তাহাই পুনরায় বিশেষরূপে কথিত হইতেছে। যাহারা সুকৃতিশালী অর্থাৎ যাহারা দান ধর্মাদি পুণ্য কর্ম পরায়ণ, তাঁহারা পরিণামে সাত্ত্বিক ফলের অধিকারী হইয়া থাকেন। জ্ঞানানন্দজনিত সুখবহুল জ্ঞান সম্ভাবনা বিরহিত পরমোৎকৃষ্ট জন্মলাভ করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হন। আর যাহারা রজোগুণবহুল কর্মমার্গের অনুসরণকারী, তাঁহারা অধিক দুঃখ ও অল্প সুখপূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন। তাঁহারা যে জন্ম লাভ করেন, তাহাতে দুঃখাকাজ্ঞা জনিত অসুখেরই প্রাচুর্য্য পরিদৃষ্ট হয়; অথচ কখনও কখনও আশানুরূপ ভোগ্যাদি লাভ হেতু সুখেরও সমাবেশ দৃষ্ট হয়। তাহাতে জ্ঞান এবং অজ্ঞান ধর্ম এবং অধর্ম উভয়ই সংমিশ্রিত থাকে। আর যাহারা তমোগুণ প্রণোদিত হইয়া জীবনযাপন করেন, তাঁহারা অজ্ঞানাক্ষরাক্ষর নরকোন্মত্তির অযোগ্য একান্ত দুঃখপূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অর্থাৎ শূকর কুকুরাদি নিরুপ্ত যোনিতে জন্মলাভ করিয়া আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুনের অনুসরণ করিতে করিতে জ্ঞানোন্মত্তির ছায়াও না দেখিয়া মর্গ সুখ রহিত ভাবে ফলভোগ করেন। কপিলাদি (১৬৯০-১৮৩৯ পৃষ্ঠার টী: দ্রষ্টব্য) শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ এইরূপ অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন। মূলে যে “আহঃ”পদ আছে, অপর দুই স্থানের সহিতও তাহা গ্রহণ করিতে হইবে।

সাত্ত্বিক কর্মে ফলাভিসন্ধি থাকিতে পারে না। রাজস অনুষ্ঠান ব্যাগিশ্র। তাহাতে অধিকাংশ ক্রিয়াই কামনা পূর্ণ। কদাচিত্ত রাজস ব্যক্তি নিকাম কর্মেবও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাও কর্মাস্থিত ব্যক্তি নিরন্তরই অজ্ঞানাক্ষর, এবং কেবল বর্তমানের চিন্তাতেই ব্যাপ্ত। এইরূপ কর্মসাদনের বৈলক্ষণ্য হেতু ফলাফলেরও বৈলক্ষণ্য ঘটয়া থাকে। সন্তোষাধিতগণ সন্তোষ প্রাপ্ত জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; রাজসগণ কর্মবহুল মিশ্রফলযুক্ত জন্ম প্রাপ্ত হন। এবং তামস-গণ অজ্ঞান পরিপূরিত নিরুপ্ত জন্ম প্রাপ্ত হন। যতদিন আত্ম জ্ঞান লাভ করিয়া পরমোন্মত্তির পথ দর্শন করিবার সুযোগ না হয়, যতদিন কামনা পরিহার করিয়া পরম পথ অবলম্বন না কবে, ততদিন পরম্পরা ক্রমে রজোগুণাধিত ও তমোগুণাধিত ব্যক্তিগণকে অনুরূপ জন্মই লাভ করিতে হয় ॥ ১৬ ॥

সত্ত্বাং সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোহি জ্ঞানমেব চ ॥ ১৭ ॥

অনুয় ।—সত্ত্বাং জ্ঞানং সংজায়তে (উদ্ভবতি) রজসঃ লোভ এব চ [সত্ত্ববতি] তমসঃ প্রমাদমোহৌ (অনবধানতাবিবেকৌ) অজ্ঞানং এব চ ভবতঃ ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—সত্ত্ব হইতে জ্ঞান সত্ত্বাত হয়, রজঃ-হইতে লোভই [সত্ত্বত হয়] তমঃ হইতে প্রমাদ ও মোহ এবং অজ্ঞান ও হয় ॥ ১৭ ॥
ব্যাখ্যা ।—সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান সত্ত্বত হয়, রজোগুণ হইতে লোভের উৎপত্তি হয়, এবং তমোগুণ হইতে অনবধানতা অবিবেক এবং অজ্ঞানের উদ্ভব হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চ গুণেভোভবতি স্হাদিতি । সত্ত্বাং লক্ষ্যায়কং সংজায়তে সমুৎপদ্যতে জ্ঞানং, রজসোলোভ এব চ, প্রমাদমোহৌ চোভৌ তমসোভবতোহি জ্ঞানমেব ভবতি ॥ ১৭ ॥

অনাদর্শিন ।—বহিতপ্রতিবিদ্বজ্ঞানকক্ষ্মণি স্হাদীনাম্ লক্ষণানি সংক্ষপ্য দর্শয়তি কিকেতি । জ্ঞানং সংকরণধারকং অজ্ঞানং বিবেকাভাবঃ ॥ ১৭ ॥

রামানুজ ।—তদধিকস্হাদিজনিত নিশ্চয়াদিফলং কিমিত্যাহ স্হাদিতি । এবং পরম্পরায় জাতাদিকস্হাদায়মায়াপারোক্ষরূপং জ্ঞানং জায়তে তথা প্রবৃদ্ধাভাসঃ স্বর্গাদিফলে লোভো জায়তে । তথা প্রবৃদ্ধাভাসঃ প্রমাদোহনবধানং তদ্বিদ্ভাসংকক্ষ্মণি প্রদুষ্টিতত্ত্বমোহো বিপদীতজ্ঞানং ততশ্চাদিকতরং তমঃ । তমসশ্চাজ্ঞানং জ্ঞানিভাবঃ ॥ ১৭ ॥

হনুমান্ ।—সাবিকা দেহং ত্যক্তা স্বকর্মফলভোগার্থমুক্তং দেবলোকানীন্ গচ্ছাত । রাজসঃ কর্মফলভোগার্থং মনুষ্যালোকে তিষ্ঠন্তি জঘন্তপুণ্যাত্মোগুণঃ জঘন্তগুণং প্রবৃত্তং জঘন্তগুণ্যঃ স্বাত্মমাসঃ পুত্রস্বাঃ মোহনিষ্ঠা অযোগচ্ছত্বীত্যর্থঃ ॥ ১৭ । ১৮ ॥

আদ্য ।—তদৈব হেতুমাহ স্হাদিতি । সত্ত্বাজ্ঞানং সংজায়তে, অতঃ সাবিকস্য কর্মণঃ প্রকাশপতনং হুং ফলং ভবতি, রজসোলোভোজায়তে তস্য চ হুংস্হেতুত্বাৎস্পৃগকৃত্ত কর্মণোভোগ ফলং ভবতি, তমসস্ত প্রমাদমোহোহি জ্ঞানানি ভবন্তি, অতঃতমসস্য কর্মণোঃ জ্ঞানমাত্রং প্রাণিঃ ফলং ভবতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বগবেব ।—ঈদৃক্ফলগৈচিহ্নো প্রাপ্তকমেবহেতুমাহ স্হাদিতি । সত্ত্বাং প্রকাশলক্ষণং জ্ঞানং জায়তে । সত্ত্বঃ সাবিকস্ত কর্মণঃ প্রকাশপ্রচুরং হুং ফলং । রজসো লোভতৃষ্ণাবিগেযো যো বিংকোটে, তদ্রূপাতনৈবিত্তস্পৃহঃ । তত্ত্ব চ হুংস্হেতুত্বাৎ তৎস্পৃগকৃত্ত কর্মণো হুংস্পৃহঃ

। কক্ষিং সুখং ফলং । তমসস্ত প্রমাদাদীন ভবন্ত্যতন্তংপূর্ণকস্ত কশ্মণোহ্চিতস্তপ্রচুরং দুঃখমেব ফলং ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন ।—এতাদৃশফলবৈচিত্র্যে পূৰ্ণোক্তমেব হেতুমাংস সম্বাদিতি । সৰ্বকরণধারণং প্রকাশরূপং জ্ঞানং সম্বাদং সম্ভার্যতে, অতন্তদমূৰ্খপং সাবিকস্যা কশ্মণঃ প্রকাশবহনঃ সুখং ফলং ভবতি । রজসো লোভোবিষয়কোটিপ্রাপ্ত্যাহপি নিবর্তয়িতুমশক্যোহভিলাষনিষেধোজ্ঞায়তে, তন্ত চ নিরন্তরমুণচীয়ামানস্য পূরয়িতুঃশক্যস্য সৰ্বদা দুঃখহেতুত্বত্বংপূর্ণকস্ত রাজসস্য কশ্মণোদুঃখং ফলং ভবতি । এবং প্রমাদমোহো তমসঃ সকাশাদ্ভবতো জায়েতে অজ্ঞানমেব চ ভবতি । এবকারঃ প্রত্তিব্যাবৃত্ত্যর্থঃ, অতন্তামসস্য কশ্মণস্তামসমজ্ঞানাদিপ্রায়মেবফলং ভবতীতি বৃক্ষ-মেবেত্যর্থঃ । অত্র বাজ্ঞানমপ্রকাশঃ, প্রমাদোমোহশ্চাপকাণোহপ্রবৃত্তিচেতাস্ত্র ব্যাধাতাঃ ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতাদৃশফলবৈচিত্র্যে পূৰ্ণোক্তমেব হেতুমাংস সম্বাদিতি ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—কোন্ কোন্ গুণের সমাবেশ হইলে কি প্রকার রক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাই এক্ষণে বিবৃত হইতেছে । সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হইলে অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট হইয়া যায়, আত্মানান্ধ বস্তুবিবেকের ক্ষমতা লাভ হয়, এবং জ্ঞানালোকে মানবের হৃদয় জ্যোতির্ময় হইয়া উঠে । আর রজোগুণের প্রাবল্য হইলে অতিশয় লোভের রক্তি হয় । কোটি কোটি অর্থ, রাজ্য, সম্পদ, প্রভৃতি ভোগ্য পদার্থ প্রাপ্ত হইলেও আবও অধিক লাভের নিমিত্ত দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হইয়া থাকে । আর তমোগুণের অধিক্য হইলে ভ্রম এবং মোহেরই প্রাচুর্য্য হয় । প্রকৃত বিষয় নিরূপণ করিবার শক্তি তমোগুণ বিলুপ্ত করিয়া দেয়, এবং আলস্য ও নিদ্রা মানুষকে অভিভূত করে । অতএব তমোগুণের কার্য্য কেবল অজ্ঞানেরই বর্দ্ধক ; অর্থাৎ তমোগুণের প্রাবল্যে অজ্ঞানেরই রক্তি হয়, এবং কার্য্য তৎপরতা ধ্বংস হয় ।

সত্ত্বগুণসম্পন্ন মহাত্মাগণ সতত সারবস্তু প্রাপ্তির অভিলାষী এবং জ্ঞান-জ্ঞানের নিমিত্ত অনুশীলন নিরন্তর । রজোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ দুঃখবহুল অসার ও অলীক বস্তুলাভের নিমিত্ত ব্যাকুল । আর তমোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ কেবল আলস্য ও কর্মহীনতারূপ সুখেই আসক্ত, এবং তজ্জন্য অজ্ঞান-কুপনিমজ্জিত ॥ ১৭ ॥

—:—

উর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যো তিষ্ঠন্তি রাজস্যাঃ ।

জঘন্যগুণবৃত্তিহা অধো গচ্ছন্তি তামস্যাঃ ॥ ১৮ ॥

অনুব্র।—সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণবৃত্তিহাঃ উর্দ্ধং (দেবাদিলোকং) গচ্ছন্তি রাজস্যাঃ (রজোগুণবৃত্তিহাঃ) মধ্যো (মহুষ্যালোকে) তিষ্ঠন্তি জঘন্য-
গুণবৃত্তিহাঃ (নিকৃষ্টগুণাবৃত্তিহাঃ) তামস্যাঃ অধোগচ্ছন্তি (পশ্বাদিষু
জায়ন্তে) ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ।—সত্ত্বগুণশালিগণ উর্দ্ধে গমন-করে, রাজসগণ মধ্যে
অবস্থান-করে, নিকৃষ্ট-গুণশালী তামসগণ অধোগমন-করে ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা।—সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেবাদি লোকে গমন করিয়া
থাকেন, রজোগুণাবৃত্তি ব্যক্তিগণ মহুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করেন, এবং
জঘন্যগুণশালী তামসগণ পশ্বাদি অধম যোনিতে উৎপন্ন হয় ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য।—কিঞ্চ উর্দ্ধমিতি । উর্দ্ধং গচ্ছন্তি দেবলোকাদিষু উৎপত্তস্তে সত্ত্বস্থাঃ
সত্ত্বগুণবৃত্তিহাঃ । মধ্যো তিষ্ঠন্তি মহুষ্যেযু উৎপত্তস্তে রাজস্যাঃ । জঘন্যগুণবৃত্তিহা জঘন্যশাস্ত্রো
গুণশ্চ জঘন্যগুণবৃত্তিহা বৃত্তং নিদ্রালভ্যাদি তস্মিন্ স্থিতা জঘন্যগুণবৃত্তিহা মূঢ়া অধোগচ্ছন্তি পশ্বাদিষু
উৎপত্তান্তে তামস্যাঃ ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি।—সাবিকাদিজ্ঞানকর্মকলাম্ব্যক্তানি অমুক্তসংগ্রহার্থং সামাছ্যেনোপসংহরতি
কিঞ্চেতি । বক্ষ্যমাণ ফলদ্বারাণি সত্ত্বাদিষু জ্ঞানমিত্যর্থঃ, সত্ত্বগুণস্ত বৃত্তং শোভনং জ্ঞানং কর্ম বা
তত্র তিষ্ঠন্তীতি, তথা রাজসারজোগুণনিমিত্তে জ্ঞানে কর্মণি বা নিরতাঃ ॥ ১৮ ॥

রামানুজ।—উর্দ্ধমিতি । এবমুক্তেন প্রকারেণ সত্ত্বা উর্দ্ধং গচ্ছন্তি ক্রমেণ সংসার-
বন্ধাৎ মোক্ষং গচ্ছন্তি । রজসঃ স্বর্গাদিলোভকারণভাদ্রাজস্যাঃ ফলসাধনভূতং কর্ম্মমুঠায় তৎফল-
মহুভূয় পুনরপি জনিত্বা তলা কর্ম্মামুঠিষ্ঠন্তীতি মধ্যো তিষ্ঠন্তি পুনরাবৃত্তিরূপতরাহুঃখপ্রায়মেব
তৎ । তামসাস্ত জঘন্যগুণবৃত্তিহা উত্তরোত্তর নিকৃষ্টতমোবৃত্তিষু স্থিতা অধো গচ্ছন্তি অন্ত্যজস্বং
ততস্তিথ্যকস্বঃ ততঃ কুমিকীটাদিভিন্ন ততঃ স্বাবরত্বং ততো গুণনাশত্বং ততশ্চ শিলাকঠশোথৈত্বং
গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর।—ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ উর্দ্ধমিতি । সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্ববৃত্তিপ্রধান
উর্দ্ধং গচ্ছন্তিঃ, সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাহুত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মহুষ্যাগচ্ছন্তিপিতৃদেবাদিলোকান্
সত্যলোকপর্যন্তান্ প্রাপ্যবন্তীত্যর্থঃ । রাজসাস্ত তৃফাদ্যাকুলা মধ্যো তিষ্ঠন্তি মহুষ্যালোকএবোৎ-
পত্তস্তে । জঘন্যো নিকৃষ্টমো গুণবৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিঃ তত্র স্থিতা অধোগচ্ছন্তি তমসো
বৃত্তিভারম্যাঙাণ্যাদিষু নিরয়েষুৎপত্তস্তে ॥ ১৮ ॥

বলদেব !—অথ সৰ্বাদিবৃত্তিৰ্ণষ্ঠানাং ভাজেব কলান্যুৰ্দ্ধমধ্যাধোভাবেনাহ উৰ্দ্ধমিতি । তমসি বৃত্তিশ্চাদিতরয়োশ্চ বৃত্তিবিবক্ষিতা । সৰ্ব্বাঃ সৰ্ব্ববৃত্তিৰ্ণষ্ঠাঃ সৰ্ব্বতারতম্যোৰ্দ্ধং সত্য-
লোকপৰ্য্যন্তং গচ্ছন্তি । রাজসা রজোবৃত্তিৰ্ণষ্ঠা মध्ये पुण्यापामिश्रिते मनुष्या लोके तिष्ठन्ति
मनुष्या एव भवन्ति रजतारतम्येन । जयन्त्याः सत्त्वराजोऽपेक्षया निकृष्टौ यो गुणतमःसंज्ञतवृत्तौ
प्रमादोदौ हित्वाधোগच्छन्ति । तमत्तारतम्येन पञ्चपक्षिस्त्वावरादिभ्योनिं लभन्ते । तामसा
इत्युक्तिश्चेवाः सर्वदा तमसि स्थितिं वान्विति ॥ १८ ॥

মধুসূদন ।—ইহানীঃ সৰ্বাদিবৃত্তস্থানাং প্রাণ্ডকমেব ফলমুৰ্দ্ধমধ্যাধো ভাবেনাহ উৰ্দ্ধমিতি ।
অত্র তৃতীয়ে গুণে বৃত্তশব্দপ্রয়োগাদাদ্যায়োরপি বৃত্তমেব বিবক্ষিতং, তেন সৰ্ব্বাঃ সৰ্ব্ববৃত্তে শাস্ত্রীয়ে
জ্ঞানে কর্ণশি চ নিরতা উৰ্দ্ধং সত্যলোকপৰ্য্যন্তং গচ্ছন্তি তে দেবেষুংপদ্যন্তে জ্ঞানকৰ্ম্মতারতম্যেন
ভেষাং মধ্যে মহাব্যালোকে पुण्यापामिश्रे तिष्ठन्ति नतृक्ष्णं गर्ज्ज्याधोवा महयोषुंपदयन्ते राजसा
रजो गुणरते लोभादिपूर्वके राजसे कर्णशि निरताः, जयन्त्याः गुणवृत्तयाः जयन्त्याः गुणव्यापेक्षया
पञ्चाद्याविनोनिर्कृष्टं तमसो गुणस्य वृत्ते निद्रालस्यादौ स्थिताः अधोगच्छन्ति पश्चादिषुंपदयन्ते
कदाचिज्जयन्त्याः सत्त्विकाराजसाश्च भवन्त्या आह तामसाः सर्वदा तमसि प्रधानेति भावः ॥ १८ ॥

নীলকণ্ঠ ।—বতঃ সৰ্বাদিত্যো জ্ঞানাদীনী জায়ন্তেহতঃ সৰ্বাদিবৃত্তিকালে প্রায়ঃ গচ্ছন্ত্য
ক্রমেণোক্তমমধ্যমাধমায় যোনিষু জায়ন্তে, ইত্যাহ উৰ্দ্ধমিতি । উৰ্দ্ধং দেবভাবে মধ্যে মানুস্বভাবে
অধঃ মরকতিয়াক্হাবরচাবম্ জযন্তং নিত্যং যদগুণবৃত্তং নিদ্রালস্ত প্রমাদাদিত্যংহাস্তামসাঃ ॥১৮॥

বিশ্বনাথ ।—সৰ্বাঃ সৰ্ব্বতারতম্যেন উৰ্দ্ধং সত্যলোকপৰ্য্যন্তং, মধ্যে মহাব্যালোক
এব । জযন্ত্যশািনৌ গুণশ্চেতি তন্ত বৃত্তিঃ প্রমাদালস্যাদিঃ তদস্থিতা অধোগচ্ছন্তি নরকং
যান্তি ॥ ১৮ ॥

ভাৎপর্য্য ।—পূৰ্বে ভিন্ন ভিন্ন গুণসমাবেশ হেতু যে বেক্রপ ফলপ্রাপ্তি
হয়, তাহা বিবৃত্ত হইয়াছে । অধুনা বিশদ ভাবে তাহাই কীৰ্ত্তিত হই-
তেছে । সত্ত্বগুণসম্পন্ন পুরুষেরা উৰ্দ্ধগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । অর্থাৎ
বর্ত্তমান দেহকয়ের পর তাঁহারা পিতৃলোক দেবলোক ইত্যাদিক্রমে স্ব স্ব
বিরুদ্ধ সত্ত্বগুণের তারতম্যানুসারে সত্যলোক (১৫২৮ পৃষ্ঠার গীর্ণনী দ্রষ্টব্য)
পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকেন । তাঁহারা ক্রমোন্নতির পথে দাবমান হইয়া
মোক্ষরূপ ফল প্রাপ্ত হন । রজোগুণাধিত পুরুষেরা ঐহিক ভোগসাধনে
বিনিযুক্ত থাকিয়া মধ্যবর্ত্তী ফললাভ করিয়া থাকেন । অর্থাৎ তাঁহারা বর্ত্তমান
দেহকয়ের পর স্ব স্ব গুণের পরিমাণানুসারে মনুষ্য মধ্যেই নিকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট
যোনি বিশেষে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । পরমোন্নতি বা একান্ত অধোগতি মধ্যবর্ত্তী গুণ

সম্পন্ন লোকেরা আশ্রয় করেন না । তমোগুণ উল্লিখিত গুণদ্বয়ের অপেক্ষা জঘন্য অর্থাৎ নিকৃষ্ট । তমোগুণাধিত পুরুষেরা উল্লিখিত কোনপ্রকার পশুপক্ষ্যাদিরূপ ইতর জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । তাহারা অজ্ঞান জনিত আলস্যাদি হেতু অজ্ঞানবস্থায় দেহনাশের পর পুনরুৎপন্ন হয় ।

সত্ত্বগুণের ফল শ্রেষ্ঠতর লোকে গমন । রজোগুণের ফল মধ্যবর্তী মনুষ্যলোকে আবির্ভাব । এবং তমোগুণের ফল অন্ধকারাচ্ছন্ন তামিষাদি নরকে * গমন । সত্ত্বগুণে মনুষ্যকে উত্তরোত্তর অধিকতর সত্ত্বগুণাধিত করিয়া পরম ফলের পথে লইয়া যায় । রজোগুণে মনুষ্যকে ভোগ সূত্রেই আশ্রিত করে ; কিন্তু কখনও কখনও রজোগুণাধিত ব্যক্তির হৃদয়ে সত্ত্ব-গুণের উদ্বেগ হয়, তজ্জন্ম তাঁহারা উর্দ্ধগতির আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন । এবং সত্ত্বগুণের বিরুদ্ধি অনুসারে শ্রেষ্ঠ ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনাও থাকে । কিন্তু তমোগুণে অজ্ঞান বাহুল্য হেতু কোন সফলতার আশা থাকে না ; উত্তরোত্তর তমোগুণেরই ঘোরতর প্রাচুর্য্য হইয়া জীব তির্য্যগাদি হইতে অবশেষে ক্রমিকীটাদি রূপে, তদনন্তর বৃক্ষলতাদি এবং তদনন্তর শিলা লোষ্ট্রাদিতে পরিণত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

* নরক ।—পাপিদিগের মরণোত্তর কালে যন্ত্রণা স্থানের নাম নরক । মরণের পর পাপায়াগ্নিগণ নরক গমন করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্যকৃত্য বিবিধ দুর্পতি ভোগ করিয়া থাকে । নরকের অনেক প্রকার ভেদ আছে । পাপের প্রকার ভেদের সহিত নরকেরও প্রকার ভেদ হইয়া থাকে, এবং তৎভোগ্য কালেরও ন্যূনাধিক্য হয় । “পরশর উবাচ । ততশ্চ নরকানি ত্রয় । ভূপঃখঃ সলিলমা চ । পাপিনো যেষু পাত্যন্তে তান্গুণ্যমহামুনে । রৌবণঃ শূকরো রৌধস্তালো বিশসনগুণা । মহাচ্ছাপস্তপ্তকুন্তো শ্বনোথ বিমোহনঃ ॥ কথিত্বাঃকা বৈহরণী কৃশীশঃ কৃশি ভোজিনঃ । অগ্নিগজসনঃ কৃষ্ণে লালন্তকশ্চ দারুণঃ । তথা পুণ্ডরঃ পাপো বহ্নিচ্ছালো ভবঃ শিরাঃ । মন্দঃ কাপ-হুতশ্চ তমশ্চাবিচিরেণ চ ॥ স্বভাগনোহথা প্রতিষ্ঠানীচিন্চ তথাপরঃ । ইত্যেব মাঘশ্চত্বস্তে নবকা ভূগ দারুণাঃ ॥ যমন্য বিঘটে ঘোরাঃ শত্রায়াঃ জগদ্যমিনঃ । পতন্তি তেষু পুংসাঃ পাপকর্ম্মরতান্ত যৈঃ । কুটসাকী তথা সম্যাক্ গন্ধপাত্তন যো বদেৎ ॥ যশ্চাত্তদনুতং বক্তি সনরো যাতি রৌরবন্ ॥ জগহা পুণ্ডর্য্য চ গোয়শ্চ মুনি মন্তব ! যান্তিতে নরকং রোষঃ বশ্চোচ্ছাস নিরোধকঃ ॥ সুরাপো ব্রহ্মহাস্তেহী হৃদগন্ত চ শূকরে । অগ্নাত নরকঃ নশ্চ তৈঃ মংগদুগৈতি বৈ ॥ রাজন্ত বৈহুহাতালে তথৈব গুরুতরগাঃ । তপ্তকুন্তে যযুগামী হস্তি রাজভট্টাংশ্চ যঃ ॥ শাস্তী বিক্রমবৃদ্ধশালঃ কেমরিবিক্রমী । তপ্তলোহ পতন্ত্যেতে যশ্চতন্ত্রং পরিভ্রজেৎ ॥ সুরাংহুতাং বাপি-গম্বা মহাচ্ছালে নিপাত্যতে । অবশস্তা গুরুণাং যো যশ্চাক্রোষ্টা নরাধমঃ ॥ বেদবৃষতিঃ যশ্চ বেদবিক্রমঃ যশ্চ । অগম্যগামী যশ্চ ত্রাং হেমাংগ লবণং বিস্ব ॥ চৌরো বিমোহে পততি মর্ধ্যাবাবুধক স্তথা । দেববিজ পিতৃঘেষ্ঠা রত্নদুর্বারিতা চ যঃ । সখ্যতি ক্রিমিভক্ষ বৈ ক্রনীশেচ দ্রুহিষ্টকুং ॥ পিতৃদেবাতথীন যশ্চ পর্য্যস্তাতি নরাধমঃ । লালন্তকো স যাত্যাবে শবকর্চ চ বেধকে ॥ কথোতি কার্ণবো যশ্চ যশ্চ পড়পারিকুং নরঃ । প্রপাত্তেতে বিপদনে

নাথ্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি ।

গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥১৯॥

অন্থর ।—যদা (যস্মিন্ কালে) দ্রষ্টা (বিবেকী) গুণেভ্যঃ অন্থং কর্তারং ন অনুপাশ্যতি গুণেভ্যঃ চ পরং (বিলক্ষণং) [আত্মানং] বেত্তি [তদা] সঃ মদ্ভাবং (ত্রক্ষভাবং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥১৯॥

প্রতিশব্দ ।—যে সময়ে বিবেকী গুণের অন্য কর্তাকে না দেখেন, এবং গুণ-হইতে পৃথক্ [আত্মাকে] জানেন, [সেই সময়ে] ত্রক্ষ-ভাবকে প্রাপ্ত-হন ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে সময়ে যথার্থদর্শী পুরুষ গুণ সমূহকেই কর্তৃরূপে দর্শন করেন এবং আত্মাকে গুণহইতে বিলক্ষণ রূপে অনুভব করেন, তখনই তিনি ত্রক্ষস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—পুরুষত্ব প্রকৃতিব্ধবন্ধপেণ মিথ্যাজ্ঞানেন যুক্তস্য ভোগোন্মুখঃ স্বপ্নঃ য-মোহায়কেষু স্থখী দুঃখী নৃত্যোহমস্মীতোবংক্রপোদঃ সঙ্গস্তংকাবণপুরুষত্ব মদসত্ত্বোনিজমপ্রাপ্তি-লক্ষণস্য সংসারস্যোতি সমাসেন পূর্বাদ্বারে যদুক্তং তদ্বিহ “সৎ সজতম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসমুৎপা” ইত্যত আরভ্য গুণবন্ধপং গুণবৃত্তং অগৃহেতেন চ শুধানাং বন্ধকত্বং গুণবৃত্তনিবন্ধত্ব চ পুরুষস্য যা গতিরিত্যোতং সঙ্গং মিথ্যাজ্ঞানমজ্ঞানমূলং চ বন্ধকারণং দিশ্তব্রহ্মোক্তাধুনা সমাক্ষণনাং মোক্ষো বক্তব্য ইত্যাহ ভগবান্ নাভিমতি । নাথ্যং কার্য্যকারণবৈষম্যাকারণবৈষম্যভেদো গুণেভ্যঃ কর্তার-মথঃ যদা দ্রষ্টা বিদ্বান্ সমুপশ্যতি গুণা এব সর্বাদ্বৈতঃ সর্বাদ্বৈত্যাং কর্তার ইত্যোবা পশ্যতি, গুণে-ভ্যশ্চ পরং গুণব্যাপারসাক্ষিত্বকর্তে মদ্ভাবং মম ভাবং বাহুবলবৎ বাহুদেবঃ সর্বাদ্বৈত্যেবং পশন্ত্ স দ্রষ্টাধিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি ।—কাস্মিন্ গুণে কথমিত্যাদি প্রশ্নান্ প্রত্যাখ্যায় গুণেভ্যো মোক্ষণং কথ-মিতি প্রত্যাখ্যানার্থং বৃদ্ধাযুবাদপুরুষকং মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তকং সম্যগ্জ্ঞানং প্রকৃতিত পুণবসো-ত্যাদিনা । পুরুষস্য যা গতিঃ সা চেতি শেবঃ, মোক্ষো গুণেভ্যো বিশেষপূর্বকো ব্রহ্মভাবঃ । সম্যগ্জ্ঞানোক্তিপরং স্লোকঃ ব্যাখ্যাতুং প্রতীকনাস্তে নান্যমিতি । সর্বাদ্বৈত্যাংকার্য্যবয়স্য গুণ-শকস্য বিবক্ষিতমর্থনাহ কার্য্যোতি । বিদ্যানস্তর্গামমুপকার্য্যঃ । অন্ধকার্য্যমুত্তর পূর্বাদ্বৈত্যাং

নরকে ভূষ দারপে । অসং প্রতিগ্রহীতাত্ম নরক যাতথোমুখে । অযাতিযাজকঃ কব তথা নরকতপকঃ । ক্রম পুণহইকৈক্য যান্তি মিষ্টোন্নতভবনঃ । লাক্ষ্মীসরসাবাক তিলানি লবণত্ব চ । গিরিতা ত্রাকশে যান্তি তমেব নরকঃ তিক্তঃ । অর্জুন বৃক্কটচ্ছাগ শরাস বিতঙ্গমান । পেশবঃ স্তরকঃ যান্তি তমেব দ্বৈতভবনঃ ।

কর্মণ্যাহ গুণা এবৈতি । সর্কাবস্থাণ্ডংকার্যকরণাকারপরিণতা ইতি যাবৎ, সর্বকর্মণ্যং কান্নি-
কবাচিকমানসানাং বিহিতপ্রতিষিদ্ধানামিত্যর্থঃ, পরং ব্যতিরিক্তং । বতিরেকমেব ক্ষোরয়তি
গুণেতি । নিগুণং ব্রহ্মান্বানমিত্যর্থঃ, মত্তাবং ব্রহ্মতামদৌ প্রাপ্নোতি ব্রহ্মভাবোহস্তাভিযাজ্যত
ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

রামানুজ ।—আহারবিশেষৈঃ ফলাভিসন্ধিরহিতমুক্ততবিশেষৈশ্চ পরম্পরয়া প্রবর্জিত-
স্বাভাং গুণাত্ম্যদ্বারেণ উর্দ্ধগমনপ্রকারমাহ নাভ্যমিতি । এবং সাধ্বিকাহারসেবয়াফলাভি-
সন্ধিরহিত ভগবদারাদনরূপকর্ম্মানুষ্ঠানৈশ্চ রজস্তমসী সর্কাবস্থানাভিভূয় উৎকৃষ্ট সন্ধিনিষ্ঠো যদ্যপোদ্রষ্টা
গুণেভ্যোহস্ত্যং কঠোরং নামুপশ্রুতি গুণা এষ স্বানুগুণপ্রবৃত্তিষু কঠোর ইতি পশ্রুতি গুণেভ্যশ্চ পরং
বেত্তি কর্তৃত্বো গুণেভ্যশ্চ পরমত্বমাত্মানমকঠোরং বেত্তি স মত্তাববদ্বিগচ্ছতি মম যো ভাবস্তমদি-
গচ্ছতি । এতচ্ছতঃ ভবতি আত্মনঃ স্বতঃ পরিশুদ্ধস্বভাবস্ত পূর্ণ পূর্ণ কাম্যমূল গুণসঙ্গনিমিত্তং
বিবিধকর্ম্মস্ব কর্তৃত্বঃ আত্মা স্বতস্বকঠা অপরিচ্ছিন্নজ্ঞানৈকাকার ইত্যেবামাত্মানং যদা পশ্রুতি তদা
মত্তাবমদিগচ্ছতীতি ॥ ১২ ॥

হনুমান ।—দ্রষ্টা বিজ্ঞানগুণেভ্যো, পরং গুণব্যাপারসাক্ষীভূতং মত্তাবমীশ্বর-
ভাবঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধর ।—তদবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারপ্রপঞ্চমুক্তা ইদানীং তদ্ব্যতিরেকেণ মোক্ষং
দর্শয়তি নাভ্যমিতি । যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধাব্যাকারপরিণতেভ্যোগুণেভ্যোহস্ত্যং কঠোরং
নামুপশ্রুতি অপি তু গুণা এষ কাম্যপি কুর্ত্ত্বতীতি পশ্রুতি গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণ-
মাত্মানং বেত্তি স তু মত্তাবং ব্রহ্মস্বমদিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১২ ॥

বলদেব ।—এবং গুণবিবেক্যং সংসারমুক্ত্যুত্তমিবেক্যমোক্ষমাহ নাভ্যমিতি দ্বাভ্যাং ।
দ্রষ্টা তত্ত্বাখ্যাত্মদর্শী জীবো যদা দেহেন্দ্রিয়াত্মনা পরিণতেভ্যোগুণেভ্যোহস্ত্যং কঠোরং নামুপশ্রুতি
গুণান্ কর্ত্ত্বানু পশ্রুতি আত্মানং গুণেভ্যঃ পরমকঠোরং বেত্তি তদা স মত্তাবমদিগচ্ছতি । অয়মাশ্রয়ঃ
ন খলু বিজ্ঞানানন্দো বিতৃক্কো জীবো যুদ্ধযজ্ঞাদিভ্যঃসময়কর্ম্মণ্যং কঠা কিন্তু গুণময়দেহেন্দ্রিয়বানৈব
সংসৃত্যেতি গুণহেতুকত্বাদ্গুণনিষ্ঠং তৎকর্ম্মকর্ত্তৃত্বং ন তু বিতৃক্কাত্মনিষ্ঠমিতি যদানুপশ্রুতি তদা
মত্তাবমসংসারিভ্যং মংপরভক্তিং বা লভতে ইতি পুরাপ্যোতদভাবি ইহ গুণহেতুকং কর্ত্তৃত্বং শুদ্ধস্ত
নিষিদ্ধং ন তু শুদ্ধনিষ্ঠমিতি । তস্ত দ্রষ্টেত্যানিনোক্তঃ ॥ ১২ ॥

মধুসূদন ।—অশ্লিষ্যধায়ে বক্তব্যেভেন প্রস্তুতমর্থজয়ং, তত্র ক্ষেত্রক্ষেত্রজসংযোগস্যোষরা-
ধীনত্বং কে বা গুণাঃ কথং বা তে বয়স্তুতার্থদ্বয়মুক্তং, অধুনা তু গুণেভ্যঃ কথং মোক্ষণং মুক্তস্য

রঙ্গোপলব্ধি কেশরীঃ কুণ্ডলীগরদন্তথা । হৃচী মাহিবিকশ্চৈব পল্লকারী চ যো বিমঃ ॥ আগারাদাহী বিজয়ঃ
শাকুনগ্রামবাক্যকঃ । কথিত্যে পতন্ত্যোতে সোমং বিক্রীতে চ যে । মধুগ্রাম হস্তা চ বাতি বৈতরণীং
নরঃ । রেতঃ পানাদি কঠোরো মধ্যারোভিনিহি যো । তেতৃক্কে যাত্ম্যোচাশ্চ কুহকারীবিদক যো । অপি
পজ বনং বাতি বনচ্ছৌরী বৃষৈব যঃ । ঔরল্লিকা যুগযাথা বাক্ষ্যালে পতন্তি নৈ । যাত্ম্যোতে দ্বিগ ভট্টৈব

কিং লক্ষণমিতি বক্র্যমবশিষাতে তত্র মিথ্যাজ্ঞানাত্মকত্বাৎ গুণানাং সম্যক্জ্ঞানভক্ত্যোমোক্ষণ
নৈত্যাহ নাত্মমিতি । গুণেভ্যঃ কার্গ্যাকারণবিষয়াকারণপরিণতেভ্যোহন্তঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টা বিচার-
কুশলঃ সমুপশ্রুতি বিচারমুপশ্রুতি গুণা এবান্তঃ করণবহিঃ করণশরীরবিষয়ভাবাপন্নঃ সর্বকর্মণাং
কর্তার ইতি পশুতি গুণেভ্যস্ত তত্তদবস্থা বিশেষণ পরিণতেভ্যঃ পরং গুণতৎকার্যাসংস্পৃষ্টং তদ্ভা-
সকমান্বিত্যমেব জলতৎকল্লাদ্যসংস্পৃষ্টং নির্বিকারং সর্বসাক্ষিণং সর্বত্র সমং ক্ষেত্রজমেকং বেত্তি,
সচমদ্ভাবং মজ্রপতাং সদ্রষ্টাহ্মিগচ্ছতি ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কথং প্রকৃতিঃ পুরুষং বধ্যতীত্যন্তোত্তরমুক্তং কথম্বাততোহন্তমুক্তিরিত্য-
ন্তোত্তরমাহ নাত্মমিতি । গুণেভ্যঃ কার্গ্যাকারণবিষয়াকারণপরিণতেভ্যোহন্তঃ দৃশিমানঃ আত্মানং
দ্রষ্টা জীবঃ কর্তারং নাত্মপশুতি, কিন্তু গুণা এব কর্তার ইত্যেবং পশুতি নত্বং কর্তেতি, তথা
গুণেভ্যঃ পরং গুণব্যাপারসাক্ষিভূতং মাং যদা বেত্তি তদা স বেদিতা মদ্ভাবং ব্রহ্মভাবং গচ্ছতি
অন্তদাত্ত গুণভাবম্বতোভবতি ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—গুণকৃতং সংসারং দর্শয়িত্বা গুণাতীতং মোক্ষং দর্শয়তি নাত্মমিতি ভাষ্যং ।
গুণেভ্যঃ কর্তৃকরণবিষয়াকারণে পরিণতেভ্য অন্তঃ কর্তারং দ্রষ্টাজীবঃ যদা ন অনুপশুতি কিন্তু
গুণা এব সৈদেব কর্তার ইত্যেবং অনুভবতীত্যর্থঃ । গুণেভ্যঃ পরং বাতিরিক্তং মেবাত্মানং
বেত্তি তদা স দ্রষ্টামদ্ভাবং ময়ি সাদৃশ্যং অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি । তত্র তাদৃশ জ্ঞানান্তরমপি
ময়ি পরাং ভক্তিং কৃষ্টেব ইভ্যাপান্ত্রোকার্হদৃষ্টোজ্যেং ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্বে বিরত হইয়াছে যে, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজের সংযোগে
এই সংসার বন্ধন সংঘটিত হয়, অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পুরুষের সন্মিলনে
জীবের জন্মমূর্ত্তারূপ প্রবাহ আরম্ভ হয় । সে ব্যাপার ঈশ্বরাদীন ।
পুরুষের এইরূপ মিথ্যাভূতা প্রকৃতির সন্মিলন হইলেই আমি স্মৃখী, আমি
দুঃখী, আমি মৃত, ইত্যাকার বিবিধ প্রকার মিথ্যাজ্ঞানের উদ্ভব হয়, এবং
তদ্বৎক অজ্ঞানের বন্ধি হইয়া সদসং যোনি প্রাপ্তির সূচনা করিয়া দেয় ।
এই তত্ত্ব পূর্বাধ্যায়ের সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে । এই অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ
পূর্বে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয় প্রকৃতি হইতে
সংজাত, এবং সেই গুণত্রয়ের লক্ষণ, গুণত্রয়ের বন্ধকত্ব, গুণযুক্ত পুরুষের গতি
ইত্যাদি সমস্তই অজ্ঞানবিজৃম্বিত । যিনি সম্যক্দর্শী, অর্থাৎ যিনি

যে চাপকে সুবন্ধিণাঃ । ব্রহ্মানাং লোণকোক্ত বাসবাবিচ্যুতশব্দঃ ॥ সঙ্গল্য বাতনামধ্যে পতন্তত্বাৎ ভাবপ
বিষয়াদে চ বন্ধস্তে যে বয়া ব্রহ্মচারিণঃ । পুত্রৈরবাপিতা যে চ তে পতন্ত ব্রহ্মজনে । এতে চাসো
নরকাঃ সতপোহং মহেশ্বরাঃ । ভূতান্তে বাপি পুরুষের ব্রহ্মান্তর গোচরঃ । বর্ণপ্রভ ব্রহ্মকর্তৃক ব্রহ্মজিৎ

জ্ঞান প্রভাবে মিথ্যা ও সত্য নির্বাচনে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই কি ফল হয় তাহাষ্ট এক্ষণে কীর্তিত হইতেছে । এই জীব দেহ মধ্যে দ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষীরূপে অবস্থিত । সত্ত্বাদি গুণত্রয়ই হিতাহিত যাবতীয় কর্মের কর্তা । যখন জীব প্রকৃষ্টরূপে বুদ্ধিতে পারে যে, গুণ বন্ধন হেতু গুণেবই প্রাবল্যে ও ক্ষমতায় উচ্চ ও অধম, শ্রেয়ঃ ও নীচ বিবিধ কর্ম অনুষ্ঠিত ও সম্পন্ন হইতেছে, যখন তিনি বুদ্ধিতে পারেন যে, গুণের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিলে কর্মের বন্ধনও বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং সম্যকরূপে উপলব্ধি হয় যে, গুণত্রয় ব্যতীত কর্মবন্ধনের কোন কারণ নাই, তখনই তাঁহাকে প্রকৃত দ্রষ্টা বলিয়া পরিগণিত করিতে হইবে । এইরূপ প্রকৃতদ্রষ্টা গুণনংযোজিত মিথ্যাত্ব কর্মবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও নার বস্তুস্বরূপ আত্মতত্ত্ব অববোধে সক্ষম হন, অনান্নবিস্ময় পরিহার করিয়া আত্মবিস্ময়ের প্রাণিদানে আকৃষ্ট হন, এবং তিনি চরমে ব্রহ্মভাব, ব্রহ্মস্বরূপতা এবং ব্রহ্ম-ময়তা লাভ করিয়া থাকেন ।

ইহার ভাবার্থ এই যে, গুণসম্বলিত হইয়াই কর্মবন্ধন ঘটে । আত্মা এই দেহ মধ্যে নিত্য যন্ত্রণে নিলিপ্ত দ্রষ্টা ভাবে অধিষ্ঠিত আছেন ; গুণের প্রভাবে আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি যুদ্ধ নিরত, আমি ভোগাসক্ত, ইত্যাকার বোধের অধীন হইয়া থাকেন । প্রকৃত দৃষ্টি হইলেই তিনি বুদ্ধিতে পারেন যে, গুণই বিবিধ কর্ম ঘটাইতেছে, আত্মা স্বয়ং তদ্রূপে স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতেছেন । এইরূপ সম্যক বোধ হইলে সেই পুরুষ কর্মবন্ধনে আর আত্মনিয়োজন করেন না ; আত্মাকে গুণসম্বলিত নির্মুক্ত করিয়া ক্রমে তিনি ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

নরঃ । কর্মণা মনসা বাচা নিরয়েষু পত্তস্তিতে ॥ অধঃশিরোভির্দ্বিগুস্তে নারকৈর্মিবি দেবতাঃ ॥ জ্ঞোক্তাথো
মুখান্ সর্দান্ অংশতপ্তি নারকান্ ॥ স্থাপরাঃ কুমারোহজ্ঞান পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ । বার্মিকান্নিষশাণ্ডমোক্ষিণ্ডক
বধাক্রমন্ ॥ (বিষ্ণুপুরাণ ২য় অংশ ৬ অধ্যায়) ।

ভগবান্ শবাসব মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ব্রহ্মণ ! ভূমণ্ডল ও জলরশির অধো ভাগে
বতকণ্ডলি নরক আছে । পাপিগণ সেই সকল নরকে নিক্ষিপ্ত হয় । এক্ষণে তাহাদের বিষয় কীর্তন করিতেছি,
এবং কব । হোবশ, শূকর, রোধ ভাল, বিশগন মহাজাল, তপ্ত শ্বশন, বিমোহন, কথিতাক, বৈতরণী কুমীশ,
কুমিতোজন, অসিপত, বন, কুম, লালভক্ষ, দাক্ষণ, পূরবহ পাণ বহিরাণ অধঃশিরাঃ, সন্দংশ, কালহর, ভয়ঃ,
অবীচি, ব'ভারন, অপ্রতিষ্ঠ, অগীচি প্রভৃতি বিবিধ নরক আছে । এই নরক সমুদায় বসরাজ্যের অন্তর্গত ।

গুণানেনতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।

জন্মমৃত্যুজরাহঃখৈর্ষিমুক্তোহমৃতমশ্নুতে ॥ ২০ ॥

অনুয় ।—দেহী (জীবঃ) দেহসমুদ্ভবান্ (দেহোদ্ভবকারণভূতান্)
এতান্ ত্রীন গুণান্ অতীত্য (অতিক্রম্য) জন্মমৃত্যুজরাহঃখৈঃ বিমুক্তঃ
(সম্বন্ধরহিতঃ) [সন্] অমৃতং (মোক্ষং) অশ্নুতে (লভতে) ॥ ২০ ॥

প্রতিশব্দ ।—জীব দেহের-কারণ-ভূত এই তিন গুণকে অতিক্রম-
করিয়া জন্ম-মৃত্যু-জরারূপ-হঃখ-হইতে মুক্ত [হইয়া] মোক্ষকে লাভ-
করে ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা ।—জীব বিবেকবলে দেহোৎপত্তির কারণস্বরূপ এই সত্ত্বাদি
গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া জন্মমৃত্যু জরা প্রভৃতি হঃখ নিমুক্ত হইয়া
মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কথমপিগচ্ছতীত্বাচ্যতে গুণেতি । গুণানেনতান্ যথোক্তানতীত্য জীবেন্নে-
বাতিক্রম্য মায়োপাধিভূতাঃ ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপত্তিবীজভূতান্ জন্মমৃত্যুজরাহঃখৈঃ
জন্ম চ মৃত্যুচজরা চ হঃখানি চ তৈর্জীবেন্নেব মুক্তঃ সন্ বিদ্বানমৃতমশ্নুতে এবংমদ্ব্যবমপিগচ্ছতী-
ত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি ।—অনর্থব্রাতরূপমপোহ্য বিদ্বান্ ব্রহ্মহং প্রাপ্নোত্যেতৎ প্রশংসার্য্য বিবৃ-
ণোতি কথমিত্যাदि। যথোক্তানিত্যেতদেব ব্যাচষ্টে মায়েতি । মায়ৈবোপাধিভূতান্ তদা-
শ্রয়ঃ সত্ত্বাদীননর্থরূপানিত্যর্থঃ । সমুদ্ভবন্তীতি সমুদ্ভবা দেহসমুদ্ভবাঃ তানিতি ব্যুৎপত্তিঃ গৃহীত্বা
ব্যাচষ্টে দেহোৎপত্তীতি । যো বিদ্বান্ অবিদ্যাময়ান্ গুণান্ জীবেন্নেবাতিক্রম্য স্থিতস্তম্বেব বিশিনষ্টি
জন্মেতি । পুরস্তাদ্বিস্তরেণোক্তস্য প্রসঙ্গাদত্র সংক্ষিপ্তশ্চ সম্যক্ জ্ঞানস্য ফলমুপসংহরতি এব-
মিতি ॥ ২০ ॥

রামানুজ ।—কর্তৃত্বো গুণেভ্যোহিহমকর্তারমায়ানং পশুন্ ভগবদ্ব্যবমপিগচ্ছতীতি স
ভগবদ্ব্যবঃ কীদৃশ ইত্যত্র গুণানিতি । যো দেহী দেহসমুদ্ভবান্ দেহাকারণত্রয়প্রকৃতি-
সমুদ্ভবানেনতান্ সত্ত্বাদীংশ্চীন গুণানতীত্য তেষাঞ্চ জ্ঞানৈকাকারমায়ানং পশ্যান্ জন্মমৃত্যু-
জরাহঃখৈর্ষিমুক্তোহমৃতমশ্নুতমায়ানমমৃতমভবতি এন মদ্ব্যব ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

পাণিগণ এই সকল নরকে পতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে । যে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, যে মদ্যাহু হইয়া
শক্ৰপাত করে, যে মিথ্যা কথা কহে, তাহারো রৌদ্র নামক নরকে গমন করিয়া থাকে । যাহারা ভগ্ন হত্যাকরে

হনুমান্ ।—দেহসমুদ্ভবান দেহস্ত কারণভূতান ॥ ২০ ॥

শ্রীধর ।—ততশ্চ গুণকৃতসর্কানর্থনিবৃত্ত্যা কৃতার্থোভবতীতাহ গুণানিতি । দেহাদ্যাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামোবেধাং তে দেহসমুদ্ভবান্তানেতান্ ব্রীহণি গুণানতীত্যাতিক্রম্য তৎকৃতৈজ্ঞান্যাদি-
ভির্কিস্মুক্তঃ সনগৃহ্যং পরমানন্দং প্রাপ্নোতি ॥ ২০ ॥

বলদেব ।—মদ্ভাবগদেনোক্তমর্থং ক্ষুটয়তি গুণানিতি । দেহী দেহমধ্যস্থোহপি জীবো গুণপুরুষবিবেকবগেনেতান্ দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপাদকাংশ্চীন গুণানতীত্যোক্তজ্ঞা জ্ঞাদিভি-
বিস্মৃক্তোহমৃতমায়ানমগ্ন তেহমুভবতি । সোহয়মসংসারিতলক্ষণো মদ্ভাবঃ মৎপরভক্তিপাত্রতালক্ষণো
বা এবং বক্ষ্যতি ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নোহ্যেতাদিনা ॥ ২০ ॥

মধুসূদন ।—কথমধিগচ্ছতীতুচ্যতে গুণানিতি । গুণানেতান্মায়ান্নকাংশ্চীন সৰ্বরজ-
স্তমোনঃ দেহসমুদ্ভবান্ দেহোৎপত্তিবীজভূতান অতীত্য জীবন্মেব তত্ত্বজ্ঞানেন বাধিততাজ্ঞান-
মুত্থাজ্ঞরাহুঃখৈর্জ্ঞানান্ মৃতানা অরয়া দুঃখৈশ্চাধ্যাত্মিকাদিভিন্নমায়ানৈর্গিস্মৃক্তোজীবন্মেব তৎসম্বন্ধ-
শূন্যঃ সন্নিবদানমুতং মোক্ষং মদ্ভাবমস্তে প্রাপ্নোতি ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কথং মদ্ভাবগচ্ছতীতি তত্রাহ গুণানিতি । এতান্ গুণান্ মহাদিচতুर्वিংশতি-
বিকারান্মনা পরিণতান্ দেহসমুদ্ভবান্ স্থলদেহস্ত সমুদ্ভবোযেভ্যস্তান্ অতীত্য জীবন্মেবাতিক্রম্য
নিস্কিকল্পকসমাধ্যাত্ম্যেন বাধিহামৃতং মোক্ষং অল্পমুতে প্রাপ্নোতি, এতেনানন্দাবাপ্তিগুণাতয়
প্রয়োজনমুক্তং যতোমুক্তো অন্মমুত্থাজ্ঞরাহুঃখৈর্কিস্মুক্তঃ সন্নিততু অনর্থনিবৃত্তিরক্তা ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ ।—ততশ্চ সোহপি গুণাতীত এবোচ্যতে ইত্যাহ গুণমিতি ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য ।—কিরূপে পুরুষ গুণসম্বন্ধ পরিজ্ঞান দ্বারা পরম ফল প্রাপ্ত
হইয়া থাকেন, তাহা পূর্বে কথিত হইয়াছে । সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই
গুণ ত্রয়ই জীবের বন্ধনের হেতুভূত, জীব স্বয়ং তদতীত, ইত্যাকার বোধ
সহকারে যথার্থ আত্মতত্ত্ব উপচিত হইলে তাঁহার বন্ধনমুক্তি হইয়া থাকে ।
সহজেই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া এবং গুণ সমূহ বা
গুণ বিশেষদ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া জীব কিরূপে মুক্তি লাভ করিতে পারেন ?
এরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তরার্থ এই শ্লোক অবতারণিত হইয়াছে । এই
দেহ অবিদ্যাজনিত এবং গুণত্রয় সম্বলিত । বৈষম্য ভাবপ্রাপ্ত গুণত্রয়
সাম্যাবস্থা পরিহার করিয়া জড়প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং জীবের
দেহ ও দেহলক্ষ কর্মের সূচনা করে । সূত্ররূপে বুদ্ধিতে হইবে, গুণত্রয়ই

যাহারা পরের ভদ্রানন বৎ কবে, যাহারা পোহত্যা করে, তাহারা রেখ নামক নরকে পতিত হয় । হ্রাপারী
ব্রহ্মযাগী, পুণ্যপহারক গায়ত্রীপণ এবং যোগারী ইহাদের সংসর্গে থাকে, তাহারা শূকর নামক নরকে নিক্ষিপ্ত

দেহোৎপত্তির বীজস্বরূপ। এই দেহোৎপত্তির সূত্রস্বরূপ গুণত্রয়কে অতি-
ক্রম করা আবশ্যিক ; অর্থাৎ সম্যকদর্শন দ্বারা, সারও অসার উপলব্ধি দ্বারা,
প্রকৃত বস্তু বিবেক দ্বারা এই গুণত্রয়ের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করা বিধেয়। যদি
জীব উল্লিখিত রূপে গুণনির্মুক্ত হইতে পারেন, যদি উৎকৃষ্ট সমুগুণ বা
অপকৃষ্ট তমোগুণ কিছুই আর তাঁহার জ্ঞানকে আচ্ছন্ন বা বাধ্য করিয়া না
রাখে, তাহা হইলে তিনি সারামোহাদি বিনুক্ত হইয়া, জ্ঞানবলে
জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। একবার
জন্ম হইলেই যতক্ষণ পর্য্যন্ত মোক্ষ সাধিত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিরন্তর
জন্মের দ্বারা বহিতে থাকে। যে যোনিতে যতদিন পর্য্যন্ত জীবনধারণ
সম্ভব, ততদিন পর্য্যন্ত ভোগের পর আবার জীবকে মৃত্যু কবলিত হইতে
হয়। উন্নতি অভিশ্রমী জীবের উৎকৃষ্ট যোনিতে জন্ম হয়, এবং অবনত
জীবকে নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। নিয়মিত ভোগান্তে
পুনরায় মৃত্যুর অধীন হইতে হয়। সুতরাং, প্রকৃষ্ট জ্ঞানবলে যতক্ষণ মুক্তি
লাভ করিতে না পারা যায়, ততক্ষণ নিরন্তর জন্ম মৃত্যুরূপ রথচক্রে নিবদ্ধ
হইয়া জীবকে ঘূর্ণায়মান হইতে হয়। একবার জন্ম পুনরায় মৃত্যু পুনর্জন্মের
সূচনা করে। জীবের জীবন কালও অশেষ দুঃখ জালে জড়িত। যে
ভুবনমোহিনী সুন্দরী লাভণ্য ও শোভা বিকীর্ণ করিয়া সকলের নয়ন রঞ্জন
ও মনোহরণ করিতেছে, কালে তাহার সেই ভুবনভুলভ রূপরাশি অপগত
হইয়া যাইবে, এবং একদা যাহার কটাক্ষ সকলের হৃদয় বিদ্ধ করিয়া
লালসানলে দগ্ধ করিয়াছে, তাহা প্রাভাস্ত্র্য কোটরগত ক্রন্দপূর্ণ ও
বিকট দর্শন হইবে। যে ভুবনমোহন শিশু স্মরণ হান্তের লহর তুলিয়া
আত্মীর জনের হৃদয় আনন্দে আলুত করিতেছে, এবং অকৌজারিত শব্দে
শ্রেণীগণের কর্ণে সুধা সেচন করিতেছে, তাহার সেই রূপ—তাহার সেই
বাক্য, কালের ছুরতিক্রম্য নিয়মে একদিন অপগত হইবে। যদি সেই
শৈশবের আলেখ্য থাকে, তাহা হইলে সেই শিশুর বৃদ্ধকালের প্রতিকৃতির
সহিত একত্র দর্শন করিলে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্রেশের উদয় হইবে। যে বীর
বলবিক্রমে উন্নত হইয়া ভূজবলে বসুন্ধরার সাম্রাজ্য অর্জজন করিবার
হইয়া থাকে। বাহ্যিক বা বৈশ্য হত্যা করে তাহার তাল নরকে গমন করে। বাহ্যিক গুণপত্নীতে উপগত
হয়, অথবা বাহ্যিক ভগ্নিগামী, বাহ্যিক রাজ্যকে বিনাশ করে, তাহার তপ্ত নরকে যায়। সাদ্রী পত্নী-

কল্পনা করিতেছেন, এবং অহঙ্কারে অধীর হইয়া তাবত মানবকেই স্বপ্নার নয়নে দর্শন করিতেছেন, তাঁহার সেই আজ্ঞানুলম্বিত বাহু জরার আক্রমণে এককালে বলহীন হইবে, এবং সেই অহঙ্কারক্ষীত বীর লোলচর্ম্ম পলিত-কেশ বক্তৃতা দেহ লইয়া তাবতের উপহাসাম্পাদ হইবেন । সুতরাং দেখা যাইতেছে, জীবনকালে ও সর্বপ্রকার ভোগ সমভাবেই কখন থাকিতে পায় না । কি বিড়ম্বনা ! এই নিয়মিত ও পরিমিত আয়ুক্ষালের মধ্যে কি বিচিত্রতা ! কতই পরিবর্তন ! এককল গুরুতর পরিবর্তনের অপেক্ষা ভয়ানক যাতনা আমাদের নিত্য সহচর । আমাদের এই দেহ ব্যাপিমন্দির নামে পরিকীর্তিত । ক্ষুদ্র ও মহৎ স্বপ্ন ও চিরস্থায়ী নানাপ্রকার ব্যাপি আমাদেরকে আক্রমণের চেষ্টায় নিরন্তর ফিরিতেছে । তাহাদিগেব হস্ত হইতে নিস্তার লাভের কোনই উপায় নাই । তাহার যন্ত্রণায় মনুষ্যকে প্রপীড়িত করে এবং প্রাণান্ত ঘটাইয়া সকল বাসনার অবসান করিয়া দেয় । জীবনের আদ্যন্ত এইরূপই বিবিধ ক্লেশপূর্ণ । মৃত্যু হইলেই যে এই যন্ত্রণার সম্বন্ধ ফুরাইল এরূপ নহে । পুনর্জন্মে আবার এই সকল ভীষণ যন্ত্রণা মানবকে অধীন করিবার নিমিত্ত অগ্রেই প্রস্তুত হইতেছে । এই নিদারুণ দুঃখ দুর্দ্দৈব নিরন্তর একমাত্র উপায় জ্ঞানার্জন । জ্ঞান প্রভাবে গুণত্রয়ের শাসন অতিক্রম করিতে পারিলে এবং মত্যা ও মারত্ব নির্ণয়ে সক্ষম হইলে মানবের জন্ম মৃত্যুর ভয় থাকে না, জরা ও ব্যাপির আক্রমণাশঙ্কা থাকে না । তিনি তখন অমরত্ব লাভ করিয়া দম্ব হইয়া থাকেন । তাঁহার তখন ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তিরূপ পরম সৌভাগ্য ঘটয়া থাকে ।

পক্ষান্তরে ভক্তসম্প্রদায় মূলস্থিত “অমৃতমমৃতং” এই ব্যাকাংগ অবলম্বনে এইরূপ অর্থবধারণ করেন যে, গুণত্রয়াতীত সাধুগণ ব্রহ্মের অঙ্গসারিত্বরূপ ভাব অথবা তৎপ্রতি পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন । তাঁহার এতদপেক্ষা উচ্চতর আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই থাকিতে পারে না । পরে “ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কান্ধতি” (১৮শ অধ্যায় ৫৪ শ্লোক) শ্লোকে ব্যক্ত হইবে যে, ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ভক্তগণ দুঃখ ও কামনা রহিত হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

বিজ্ঞানকারী, কার্যকর, অস্বপিত্তা এবং শরণাগতের অবক্ষক ব্যক্তিগণ তত্ত্বলৌহ নামক নরকে পতিত হয় ।
যাহারা গুণ না কল্পিতে গমন করে, তাহার মনোবল নরকে পতিত হয় । যে সকল ব্যক্তি গুণলোকের প্রতি

অৰ্জুন উবাচ ।

কৈলিঃ শৈবীন্ গুণানেনতানতীতো ভবতি প্রভো ! ।

কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্বীন্ গুণানতিবর্ততে ॥ ২১ ॥

অন্থয় ।—অৰ্জুনঃ উবাচ (কথয়ামাস) হে প্রভো ! কৈঃ লিঙ্গৈঃ (চিহ্নৈঃ) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতীতঃ (অতিক্রান্তঃ) ভবতি, কিমাচারঃ (কঃ আচারঃ অশ্রু) কথং (কেন প্রকারেণ) এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ততে (অতিক্রমতি) ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ ।—অৰ্জুন বলিলেন, হে প্রভো ! কি চিহ্ন-দ্বারা এই তিন গুণকে অতিক্রান্ত হয়, ইহার-কিরূপ-আচার, কি-প্রকারে এই তিন গুণকে অতিক্রম-করে ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা ।—অৰ্জুন বলিলেন, হে প্রভো ! কোন চিহ্নদ্বারা এই গুণত্রয়ের অতিক্রান্ত পুরুষকে জানা যায়, তাঁহাদের আচার ব্যবহার কিরূপ, এবং তাঁহারা কিরূপেই বা এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করেন, তাহা আমাকে বলুন ॥ ২১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—জীবন্তে গুণানতীতান্মৃতমগত ইতি প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্য অৰ্জুন উবাচ কৈরিত্তি । কৈলিশৈবিশ্চৈবীনেতান্ ব্যাখ্যাগান্ গুণানতীতোহতিক্রান্তোভবতি প্রভো ! কিমাচারঃ কোহস্যাচার ইতি কিমাচারঃ কথং কেন চ প্রকারেণ এতাংস্বীন্ গুণান্ অতিবর্ততে ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরি ।—সমাগ্ধীকলং গুণাতিক্রমণপৰ্য্যকমমৃতমুক্তং শ্রব্য মুক্তস্ত লক্ষণং বহুব্যমিত শব্দতঃ বিবক্ষিতস্যং প্রশ্নমুখ্যপয়তি জীবন্তেতি । সে ব্যাখ্যাতঃ সযাদয়োর গুণাঃ তৎপরিণামভূতানধ্যাসানতিক্রান্তঃ সন্ কৈলিশৈবজ্ঞাতো ভবতি ইতি তানি বক্তব্যানি সিদ্ধার্থং পূৰ্ব্বমুচ্ছেয়ানি পশ্চাদবদ্যলভ্যানি লিঙ্গানি, কানি তানীতি পৃচ্ছতি কৈরিত্তি । যথেষ্টেষ্ঠাব্যাবৃত্তার্থং প্রশ্নান্তরং কিমাচার ইতি । জ্ঞানাত্ম গুণাত্ময়োপায়তোক্তদ্ব্যতিপায় প্রকারজিহ্বাসয়া প্রশ্নান্তরং কথমিতি ॥ ২১ ॥

অবমাননা বা আক্রোশ করে, যাঁহারা বেদবিশ্বক বা বেদ শিক্ষণী, তাঁহারা অগম্যগামী তাঁহারা লবণ লবক নরকে গমন করে। চোর এবং মণ্ডালাব নিলক বিমোচ নামক লবকে ষাট। দেহ ত্রাণ এবং পিতৃশেষ্টা,

স্বামীশুজ ।—অথ গুণাতীতস্য স্বরূপস্থচনাচারপ্রকারং গুণাত্যাহতুং চ পৃচ্ছন্ অর্জুন উবাচ কৈরিত্তি । সত্ত্বাদীংশ্রীন্ গুণানেতানতাতঃ কৈরিশৈঃ কৈর্লক্ষণৈরুপলক্ষিতো ভবতি কিম্ভাচারঃ কেনাচারেণ যুক্তোহসৌ অন্য স্বরূপাবগতেগ্নিস্বভূতাচারঃ কীদৃশ ইত্যর্থঃ কথংকৈতান্ কেনোপায়েন সত্ত্বাদীংশ্রীন্ গুণান্ অতিবর্ততে ॥ ২১ ॥

হনুমান্ ।—অর্জুন উবাচ । গির্লৈশ্চিহ্নৈঃ অতীতঃ অতিক্রান্তঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধর ।—গুণানেতানতীত্যমৃতমশ্নুত ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা গুণাতীতস্ত লক্ষণং তদাচারঞ্চ গুণাত্যারোপায়ঞ্চ সমাধুভূতমুদ্বর্জ্য উবাচ কৈরিত্তি । হে প্রভো ! কৈরিশৈঃ কীদৃশৈরায়াচিহ্নৈঃ গুণাতীতোদেহী ভবতীতি লক্ষণপ্রশ্নঃ, ক আচারোহস্যোতি কিম্ভাচারঃ কথং বর্তত ইত্যর্থঃ, কথঞ্চ কেনোপায়েনৈতংশ্রীনিপ গুণানতীত্য বর্ততে, তৎকথংপ্রশ্নার্থঃ ॥ ২১ ॥

বলদেব ।—গুণাতীতস্ত লক্ষণমাচারং চ গুণাত্যসাদনঞ্চাৰ্জুনঃ পৃচ্ছতি । কৈরিত্যৰ্কে কৈনৈকঃ প্রশ্নঃ কৈশ্চিহ্নৈঃ গুণাতীতো জ্ঞাতুং শক্য ইত্যর্থঃ । কিম্ভাচার ইতি দ্বিতীয়ঃ । স কিং যথেষ্টাচারো নিয়তাচারো বেত্যর্থঃ । কথং চৈতানিতি তৃতীয়ঃ, কেন সাধনেন গুণানাত্য-তীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

মধুসূদন ।—গুণানেতামতীতঃ জীবন্তেবামৃতমশ্নুত ইত্যেতচ্ছ্রুত্বা গুণাতীতস্ত লক্ষণং চাচারং চ গুণাতীতয়োপায়ং চ সমাধুভূতসমানঃ অর্জুন উবাচ । এতান্ গুণানতীত্যেব স কৈরিশৈঃকৈশ্চিহ্নৈঃভবতি কৈরিশৈঃ স জ্ঞাতুং শক্যস্তানি মে ক্রহীত্যেকঃ প্রশ্নঃ, প্রভুভূততত্ত্বং ভগবতৈব নিবারণীয়মতি স্তূয়ন্ সন্মোদয়তি প্রভো ! ইতি ক আচারোহস্তেতি কিম্ভাচারঃ কিং যথেষ্টেষ্ঠে, কিং বা নিয়মিত ইতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ । কথং চ কেন চ প্রকারেণ এতান্ গুণান-তিবর্ততেহত্যক্রান্তীতি । গুণাতীতয়োপায়ঃ ক ইতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—প্রকৃতিভোমুক্তিপ্রকারে উক্তে অথ মুক্তলক্ষণানি পৃচ্ছনর্জুন উবাচ কৈরিত্তি । কৈরিশৈশ্চিহ্নৈঃ গুণান্ এতান্ ব্যাখ্যাতান্ অতীতো ভবতি পূমান্ হে প্রভো সচ কিম্ভাচারঃ ক আচারঃ কথং কেন চ প্রকারেণেতংশ্রীন্ গুণানতিক্রান্তোবর্ততে ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ ।—স্থিতপ্রজ্ঞস্ত কা ভাবা ইত্যাদিনা বিতীৰ্ণাপ্যয়ে পৃষ্টং অপার্থং পুনস্ততোহপি বিশেষবৃত্তংসম্য পৃচ্ছতি । কৈরিশৈঃকৈরিত্যেকঃ প্রশ্নঃ কৈশ্চিহ্নৈঃ স্তিগুণাতীতঃ স জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ । কিম্ভাচার ইতি দ্বিতীয়ঃ কথংকৈতানিতি তৃতীয়ঃ গুণাতীতস্ত প্রাপ্তে কিং সাধনমিত্যর্থঃ । স্থিত প্রজ্ঞস্ত কা ভাবা ইত্যাদৌ স্থিতপ্রজ্ঞো গুণাতীতঃ কথং স্রাদিতি তদানীং ন পৃষ্টং ইদানীং তু পৃষ্টং ইতি বিশেষঃ ॥ ২১ ॥

রক্তের দুইকবাক্তি : যে ভোজন নামক নরকে পতিত হয় । যে ব্যক্তি অভিচার ক্রিয়া করে সে কুশীলনামক নরকে নিক্ষিপ্ত হয় । সে গিতা দেবতা বা অতিথির অগ্রে ভোজন করে, সে লালভক্ষ নরকে গমন করে । বণ প্রস্তুত করী বেশক নরকে যায় । সাহারা খড়্গাদি নির্মাণ করে বা কণীনাযক বাণ প্রস্তুত করে, তাহার বিপদন নামক দাপ্তক নরকে গমন করে । অসং প্রতিগ্রাহী ও অযাক্ষা বায়ক ব্যক্তি এবং নক্ষত্রাদি পদ্যকারী অধঃশির

তাৎপর্য্য।—গুণত্রয় সম্বন্ধে বিবিধ বিবরণ শ্রবণ করিয়া অধিকন্তু গুণাতীত হইলে অমৃতত্বলাভ করা যায় জানিয়া অর্জুনের মনে গুণবিষয়ক অধিকতর রহস্য জ্ঞানের বলবতী ইচ্ছা হইল। এজন্য তিনি এই শ্লোকে তিনটি প্রশ্ন উত্থাপিত করিতেছেন। পূর্বে গুণবিষয়ক যে সকল বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে, সেই গুণসমূহকে অতিক্রম করিয়া যাহারা পরম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের চিহ্ন কি? অর্থাৎ কোন লক্ষণ দ্বারা সেই গুণাতীত মহাত্মাগণকে নিদ্রারূপে কবিত্তে পারা যায়, অথবা কোন্ কোন্ নিদ্রাশন দ্বারা সাধারণ জনগণ হইতে তাঁহাদিগের পাদক্য সূচিত হয়? ইহাই অর্জুনের প্রথম প্রশ্ন। অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে আবার জিজ্ঞাসিতেছেন, সেই গুণাতিক্রান্ত পুরুষের আচার ব্যবহারই বা কিরূপ? অর্থাৎ তিনি কোন্ কোন্ নিয়মাবলম্বনে বা কোন্ কোন্ সদাচারের অনুসরণে তাঁহারা সেই প্রাথমিক দশায় উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাই অর্জুনের দ্বিতীয় প্রশ্ন। তদনন্তর অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে আবার জিজ্ঞাসিতেছেন, কোন উপায়ে এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করা যায়? অর্থাৎ কোন কোন্ নিষ্ঠা কোন্ কোন্ সাধনা অবলম্বন করিলে এই গুণত্রয়ের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া গুণাতীত হওয়া যায়। ইহাই অর্জুনের তৃতীয় প্রশ্ন।

এই শ্লোকে অর্জুন শ্রীভগবানকে “প্রভো” সম্বোধন করিয়াছেন। প্রভু যেমন ভূতের হৃদয় ভাবপবিজ্ঞাত হইয়া তাহার অভাব ও দুঃখ সন্তাপ নাশ করিয়া থাকেন, এস্থলে পরমেশ্বর রূপ পরম প্রভু তদ্রূপে অনুগত ভক্তশিষ্যের আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই এই সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। সত্বাদি গুণই যখন মনুষ্যকে সংসার দশায় বদ্ধ করিয়া কর্মশ্রোতে ভাসমান করে, এবং সেই গুণত্রয়ের বন্ধন তটতে বিবেক ও বুদ্ধিবলে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই যখন সর্বাপেক্ষা মুক্তিলাভ করা যায়, তখন তদ্বিষয়ক অনুষ্ঠান ও লক্ষণাদির সম্যক পরিজ্ঞান একান্ত আবশ্যক। এই জন্যই এস্থলে অর্জুন তদ্বিষয়ক পরম প্রয়োজনীয় প্রশ্ননিচয় উত্থাপিত

নরকে পতিত হয়। যাহারা একাকী মিষ্টন্ন ভোজন করে, তত্ক্ষণে ক্রমশঃ পুণ্যই নরক প্রাপ্ত হয়। লাক্ষা (পালা), শাংস, রস, তিল এবং লবণ বিক্রীত প্রাপ্যগুণ এই পুণ্যবত নরকে গমন করে। বাক্যে বিভাল কুছুট ভাগ কুছুব বরাহ পক্ষী পোষণ করে যাহাও, এই নরকপানী হয়। যে বাক্যে রোগোপশ্রীণী অর্থাৎ নটাদির বাসনা করিয়া জীবনযাত করে, যাবতের কার্য করে, কুও অর্থাৎ জ্ঞানের কর্ম ভোজন করে, এবং পণ্য কর্ম, অতিষে

করিয়াছেন । এস্থলে এইরূপ প্রশ্ন অবতারণিত না হইলে সঙ্ঘাদি গুণাতীত মহাপুরুষের যে অতি তৃপ্তিপ্রদ লক্ষণ শ্রীভগবান্ এই স্থলে নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা হয় তো কখনই উপস্থাপিত হইত না । অর্জুনকৃত প্রশ্নই ইহার মূল । অর্জুন স্বয়ং অজ্ঞ না হইলেও তিনি স্থানে স্থানে অজ্ঞের স্থায় কোতুল ব্যক্ত করিয়া একান্ত অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনবগণের সম্মুখে ভগবদ্রূপ-দেশরূপ অতি রমণীয় অতুল্যজ্বল দীপালোক প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন ।

পূর্বে “স্থিত প্রাজ্ঞস্য কা ভাষা, কিমাসীত ব্রজেন কিম্” ইত্যাদি বাক্যে (২য় অধ্যায় ৫৪ শ্লোক) স্থিতপ্রাজ্ঞ অর্থাৎ গুণাতীত পুরুষের লক্ষণ ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । শ্রীভগবান্ও সেই স্থলে “প্রজ্ঞহাতি যদা কামান্” (২য় অধ্যায় ৫৫ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে স্থিতপ্রাজ্ঞের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন । তথাপি বসবতী জ্ঞানেচ্ছা সহকারে অর্জুন পুনরপি সেই ভাবের প্রশ্ন উত্থাপিত করিতেছে দেখিয়া দয়াময় ভগবান্ প্রশ্ন চিত্তে পুনরায় অন্য ভাষায় অর্জুনের জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করিতে উদ্যত হইতেছেন ॥ ২১ ॥

—:—:—

শ্রীভগবানুবাচ ।

প্রকাশঞ্চ প্ররুতিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব !

ন দ্বেষ্টি সংপ্ররুতানি ন নিরুতানি কাক্ষতি ॥ ২২ ॥

অনুব্রূয় ।—শ্রীভগবান্ উবাচ (কথয়ামাস) হে পাণ্ডব ! প্রকাশঃ (সত্ত্বকার্য্যং) চ প্ররুতিং (রজঃকার্য্যং) চ মোহং (তমঃকার্য্যং) এব চ সংপ্ররুতানি (স্বতঃ উদ্ভূতানি) ন দ্বেষ্টি (হিনস্তি) নিরুতানি ন কাক্ষতি (কাময়তে) ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পাণ্ডব ! প্রকাশ ও প্ররুতি এবং মোহ স্বতঃ-প্ররুত [হইলে] দ্বেষ-করেন না, নিরুতকে আকাক্ষণ করেন না ॥ ২ ॥

বাৎসল্য করে, অর্থলোভে পঞ্চদিন ব্যাভীত ও পরদৈবদায়ী কার্য্য সম্পাদন করে, যে ব্যক্তি গৃহে অগ্নি দান করে, যে দ্বিত্রধাতী, যে ব্রাহ্মণ পক্ষীপদধারী বা গ্রাম স্বাক্ষক, যে ব্রাহ্মণ সোমরস বিক্রেতা, তাহার

দেবাতাবয়ুগণসংহরতি তদেবমিতি । ন নিবৃত্তানি ইত্যাদি বাচ্যে যথা চেতি । তেষামনাক্ষীয়ত্বং সমাক্ষিপ্তান্নাশকুণপ্রতিকূপতা আবোপণেন নোদ্বিজতে তেভ্যশ্চ ন স্পৃহতীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

রাগানুচ্ছ ।—শ্রীভগবান্নবাচ । প্রকাশমিতি । আশ্রয়ব্যতিরিক্তেষু বস্তুধ্বনির্দেষু সংপ্রবৃত্তানি সৎসংকল্পমনাং কার্য্যাণি প্রকাশপ্রবৃত্তিমোহাখ্যানি যোন দ্বেষ্টি । তথা আশ্রয়ব্যতিরিক্তেষু তান্যেব নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২ ॥

হনুমান্ ।—শ্রীভগবান্নবাচ ॥ ২২ ॥

শ্রীধর ।—দ্বিতপ্রজ্ঞস্তু কা ভাষা ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমেব দত্তোত্তরমপি পুনর্নি-
শেববৃত্তংসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তন্ত লক্ষণাদিকং শ্রীভগবান্নবাচ প্রকাশক্ষেত্যানি
সংগতিস্তুরৈকেন লক্ষণমাহ প্রকাশমিতি । প্রকাশঞ্চ সর্বদ্বারেষু দেহেহ্মমিতি পূর্বোক্তং
সম্বকার্যং, প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্যং, মোহঞ্চ তমঃকার্যং উপলক্ষণার্থমেতৎ সম্বাদীনাম্ সর্বাণ্যপি
কার্য্যাণি যথাযথং সম্প্রবৃত্তানি স্বতঃ প্রবৃত্তানি সন্তি হুংখবুদ্ধ্যা যোন দ্বেষ্টি নিবৃত্তানি চ সন্তি স্বখ-
বুদ্ধ্যা যোন কাঙ্ক্ষতি গুণাতীতঃ স উচ্যত ইতি চতুর্থেনাধ্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

বলদেব ।—যতপি দ্বিতপ্রজ্ঞস্তু কা ভাষেত্যাদিনা পৃষ্টমিদং প্রজ্ঞাহাতি যদা কাম্যানিত্যানি-
দিনোত্তরিতঞ্চ তথাপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া পৃচ্ছতীতি বিদ্যাস্তরেণ তন্ত লক্ষণাদীহা ভগবান্ প্রকাশং
চেত্যাদি পঞ্চভিঃ । তত্রৈকেন লক্ষণং স্বসংবেত্তমাহ প্রকাশং সম্বকার্যং প্রবৃত্তিঃ রজঃকার্যং
মোহং তমঃকার্যং এতানি ত্রীণি সংপ্রবৃত্তানি উৎপাদকসামগ্রীবশাৎ প্রাপ্তানি হুংখরূপাণ্যপি
হুংখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি বিনাশকসামগ্রীবশান্নিবৃত্তানি বিনষ্টানি তানি স্বখরূপাণ্যপি স্বখবুদ্ধ্যা যো
নাকাঙ্ক্ষতি এতাদৃশদেববাগশূচ্যো গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি চতুর্থেনাধ্বয়ঃ । অগতো দ্বেষ-
তনভাবো রাগতনভাবো চ পরো ন বোধিতুমর্হতীতি স্বসংবেত্তমিদং লক্ষণম্ ॥ ২২ ॥

মধুসূদন ।—দ্বিতপ্রজ্ঞস্তু কা ভাষেত্যাদিনা পৃষ্টমপি প্রজ্ঞাহাতি যদা কাম্যানিত্যানি
দত্তোত্তরমপি পুনঃ প্রকারান্তরেণ বৃত্তংসমানঃ পৃচ্ছতীত্যবদায় প্রকারান্তরেণ তন্ত লক্ষণাদিকং
পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ, যথাএং কৈলিঈশ্বর্যুক্তো গুণাতীতোভবতীতি প্রশস্তোত্তরং শৃণু । প্রকাশং চ
সম্বকার্যং প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্যং মোহং চ তমঃকার্যং উপলক্ষণার্থমেতৎ সর্বাণ্যপি গুণকার্য্যাণি
যথাযথং সম্প্রবৃত্তানি অসামগ্রীবশাহুত্বতানি সন্তি হুংখরূপাণ্যপি হুংখবুদ্ধ্যা যোন দ্বেষ্টি, তথা বিনাশ-
সামগ্রীবশান্নিবৃত্তানি তানি স্বখরূপাণ্যপি সন্তি স্বখবুদ্ধ্যান কাঙ্ক্ষতিন কাময়তে স্বপ্রবন্ধিয়াত্ব-
নিশ্চয়াৎ, এতাদৃশদেববাগশূচ্যোঃ স গুণাতীত উচ্যত ইতি চতুর্থশ্লোকগতেনাধ্বয়ঃ । ইদং চ
আশ্রয়পতাকং লক্ষণং স্বার্থমেব ন পরার্থং, ন হি স্বাশ্রিতো দ্বেষতনভাবো রাগতনভাবো চ পরঃ
প্রত্যত্যুমর্হতি ॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তত্রাত্তত্তোত্তরমাহ প্রকাশমিতি । প্রবৃত্তিমোহাঃ সম্বরজতমসাংকার্য্যাণি
বুখানাবস্থায়াং তানি সমাক্ষিপ্তবৃত্তানি সাম্যেন পুংসকৃতাসম্প্রবৃত্তান্ ন দ্বেষ্টি নাপি সমাধ্যবস্থায়াং
তানি নিবৃত্তানি সন্তি কাঙ্ক্ষতি সোহয়ং নিত্যসমাধিস্থো ব্রহ্মবিধিরিষ্টঃ যং প্রকৃত্য শ্রীভগবতে
স্বর্গ্যতে দেহঞ্চ নব্রহ্মবহ্নিতস্থিতো বাসিদ্ধো নপশ্যতীতি, অত্রবাশিষ্ঠে যোগভূময়উক্তাঃ, “জানভূমিঃ

ভেদেচ্ছ। যা প্রথমা সমুদায়িতা । বিচারণাবিতীয়া তু তৃতীয়া তদুমানসা । সৰ্বাপত্তিশ্চতুর্থী তাত্ত্বোহ
সংস্কৃতিনামিকা । পদার্থাভাবনী বজ্র সপ্তমী তুর্গাশাস্ত্রোক্তিতি", তত্র যথোক্তসাধনসম্পন্ন মুমুক্ষাত্মা
প্রথমা, শব্দগমনবিচারাদ্বিকাবিতীয়া, নিদিধ্যাসনরূপা তৃতীয়া, এতাঃ সাধনভূময়ঃ, সৰ্বাপত্তিঃ
ব্রহ্মসাংকাররূপা, চতুর্থীফলভূতা, অতাং যোগী কৃতার্থোহপি জীবমুক্তিস্বং পুঙ্কলং নাহুতবতি,
পরান্তিস্রোজীবমুক্তেরবান্তরভেদাঃ তরাপি পঞ্চমাং ভূমৌ স্বতঃ স্বয়মেব ব্যুত্তিষ্ঠতি, ষষ্ঠাং
পরপ্রয়ত্নেন সপ্তম্যাস্ত ন স্বতঃ পরতোবা ব্যুত্তিষ্ঠতি সোহয়ং নিত্যসমাধিবঃ প্রকাশমিতানেন
শ্লোকেনোক্তঃ "প্রকাশঃ প্রবৃত্তিঃ মোহঃ সত্ত্বরজতমসাং কার্য্যাণি যথাযথং স্বতঃ প্রবৃত্তানি সন্তি
দুঃখবৃদ্ধা যোন দ্বেষ্টে। নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবৃদ্ধা যোন কাঙ্ক্ষতি স গুণাতীত উচ্যতে" ইতি
স্মিামী ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ ।—তন্ কৈলিষ্টৈ গুণাতীতো ভবতীতি প্রথম প্রস্তোতান্তরমাহ প্রকাশমিতি ।
প্রকাশঃ সৰ্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে ইতি সৰ্বকার্য্যং প্রবৃত্তিক রজঃ কার্য্যং
মোহক তমঃ কার্য্যং উপলক্ষণমেতৎ সত্ত্বাদীনাং সৰ্ব্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথাযথং সংপ্রবৃত্তানি স্বতঃ
প্রাপ্তানি দুঃখবৃদ্ধা ন দ্বেষ্টে। গুণকার্য্যাণ্যোতানি নিবৃত্তানি ভবয়িতি সুখবৃদ্ধা চ ন কাঙ্ক্ষতি
স গুণাতীত উচ্যতে ইতি চতুর্থেনাশয়ঃ (সংপ্রবৃত্তানীতি ক্রীত্বমর্থঃ) ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য ।—অধুনা করুণাময় ভগবান্ একে একে অতি বিশদভাবে
অৰ্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছেন । প্রথমে গুণাতীত
পুরুষের লক্ষণ নির্দিষ্ট হইতেছে । প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং মোহ এই তিনই
ক্রমাগত সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের ধর্ম্ম । পূর্বে "সৰ্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্" (১৪
অধ্যায় ১১ শ্লোক) শ্লোকে পরিব্যক্ত হইয়াছে যে, এই দেহের সকল ইন্দ্রিয়
যখন আত্মাববোধ ব্যতীত আর কিছুতেই প্রবৃত্ত হয় না এবং করণগ্রাম
যখন সত্য বস্তুর প্রকাশ করে, তখনই বুদ্ধিতে হইবে যে, সত্ত্বগুণের প্রাবল্য
ঘটিয়াছে । অতএব প্রকাশকই সত্ত্বগুণের কার্য্য । নিবৃত্ত বলবতী আকা-
ঙ্কার তাড়নায় কর্ম্ম হইতে কর্ম্মান্তরে প্রবৃত্তিই রজোগুণের কার্য্য । আর
নিদ্রা আলস্যাদি পরতন্ত্রতা হেতু অজ্ঞানাদিক্য বিরুদ্ধ তমোগুণের পরি-
চায়ক । এই তিন গুণ সংপ্রবৃত্ত হইয়া মনুষ্যের নানা প্রকার সুখদুঃখাদির
সংঘটন করে । তমোগুণের আধিক্য হইলে অশেষ দুঃখের উদ্ভব হইয়া
থাকে । রজোগুণের বিরুদ্ধি হইলে সুখদুঃখ পরিপূর্ণ ব্যামিশ্র ফলের
উদ্ভব হয় । আর সত্ত্বগুণের বিরুদ্ধি হইলে জ্ঞান রুদ্ধি জনিত সুখেরই
উদ্ভব হইয়া থাকে । এইরূপ সুখাদি প্রাপক বলিয়া গুণসমূহের প্রাতি

যাঁহার অনুরাগ বা তজ্জ্ঞ আকাঙ্ক্ষা না হয়, অথবা দুঃখাদির প্রাপক বোধে তৎসমূহের প্রতি যাঁহার বীতরাগ বা দ্বেষের ভাব না জন্মে তিনিই গুণাতীত । গুণ বন্ধন হেতু রাশি রাশি দুঃখ নিয়ত বেষ্টন ও অধিকার করিতেছে । অতএব গুণসমূহ বর্জনীয় বা দ্বেষ্য এরূপ যাঁহার মনে হয় না, এবং গুণবাল্ল্য হেতু অপরিদীপ্ত সুখের ও আনন্দের উদ্ভব হই-
তেছে বলিয়া যাঁহার তৎপ্রতি আকাঙ্ক্ষা বা অনুরাগ জন্মে না, তিনিই গুণ রাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত । যাহা দুঃখজনক বা ক্রেশোৎপাদক, তৎপ্রতি স্বভাবতঃ সকলের দ্বেষ জন্মিয়া থাকে ; এবং যাহা সুখোৎপাদক ও আনন্দ বিধায়ক, তৎপ্রতি স্বভাবতঃ সকলের অনুরাগ সমুৎপন্ন হয় । কিন্তু যিনি গুণসমূহজনিত সুখদুঃখকে অবিকৃতচিত্তে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, যিনি সুখের আশায় উৎফুল্ল বা দুঃখের আশঙ্কায় অবসন্ন না হইতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ গুণরাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত । সৰ্ব্বগুণেব কার্য্য প্রকাশ দ্বারাও আত্মযাথাত্মদশীর হৃদয় বিচলিত হইয়া থাকে না । যাঁহার হৃদয়ে আত্মতত্ত্ব যথাযথভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে, প্রকাশের কামনা তাঁহার আর কেন থাকিবে ? এই জ্ঞানপ্রাপক প্রকাশ ধর্ম্মেও সম্যক-
দশী ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা রহিত । অপিত তমোগুণের ধর্ম্ম অপ্রকাশ ও অন্ধকার । যিনি আত্মতত্ত্ব অববোধ জনিত আনন্দাধিকারী হইয়াছেন, কদাচিৎ তমোগুণের প্রাবল্যে মোহ উপস্থিত হইলেও বিচলিত বা ভ্রষ্ট-
বুদ্ধি হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে । সুতরাং তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন, সকলই স্থলবৎ অলীক ও অসার, এবং তত্তাবৎ অবশ্য পরিহার্য্য ও ক্ষণবিশ্বংসী । এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী পুরুষ তমোজনিত মোহের আবিলতাকে দ্বেষ সহকারে পরিহার করিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন না । বস্তুতঃ সুখ বা দুঃখ সকলই যাঁহার সমজ্ঞান, তখন তদুভয়ের উৎপাদক গুণ সখক্ষেও তিনি নিশ্চয়ই সমান দৃষ্টি সম্পন্ন । সুখ দুঃখে যাঁহার দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা নাই, তদুভয় অবস্থা সংঘটক গুণের প্ররুতি বা নিরুতিতে তাঁহার দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা কখনই হইতে পারে না ।

পুরুষের হৃদয়ে যখন এইরূপ ভাবের উদ্ভব হয়, তখন তাহার লক্ষণাদি তাঁহার আত্মহৃদয়ে নিহিত থাকে, অপর কোন ব্যক্তি কোন ভাব বা কার্য্য দ্বারা তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হয় না । আত্মতত্ত্ব জ্ঞান জনিত বেষ বা হিংসা

রহিত ভাব অপরের গোচরীভূত হওয়া সম্ভব নহে । এই শ্লোকে গুণা-
তীতের স্বসংবেদ্য ভাব পরিব্যক্ত হইল ।

এই অধ্যায়ের পরবর্তী পঞ্চবিংশ শ্লোকস্থিত “গুণাতীতঃ স উচ্যতে”
বাক্যের সহিত শ্লোকত্রয়ের অঙ্গ হয় হইবে ॥ ২২ ॥

—(০ —

উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে ।

গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ ॥

অর্থঃ ।—যঃ উদাসীনবৎ (পক্ষপাতরহিতমধ্যস্থঃ) আসীনঃ
(অবস্থিতঃ) গুণৈঃ (সত্ত্বাদিভিঃ) ন বিচাল্যতে (বিচলিতো ভবতি)
গুণাঃ (সত্ত্বাদয়ঃ) বর্তন্তে (কুরুন্তি) ইতি এবং যঃ অবতিষ্ঠতি ন
ইঙ্গতে (চলতি) [স গুণাতীতঃ উচ্যতে] ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—তিনি উদাসীনের-ন্যায় অবস্থিত [হইয়া] গুণের-
দ্বারা বিচলিত-হন না, গুণ-সকল করিতেছে, এইভাবে যিনি অবস্থান-
করেন চলিত-হন না [তিনি গুণাতীত কথিত হন] ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—যিনি উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত, কোন প্রকার গুণের
দ্বারাই বিচলিত হন না, সত্ত্বাদি গুণই স্বস্ব কার্য্য করিতেছে, আমি
তাছাতে নির্লিপ্ত এইরূপ জ্ঞান মহাকারে যিনি সেই গুণকার্য্যে ব্যাপ্ত
হন না, তিনিই গুণাতীত পুরুষ ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অথেনানীঃ গুণাতীতঃ কিমাচার ইতি প্রশ্নস্ত প্রতিবচনমাঃ উদাসীনোতি ।
উদাসীনবদ যথোদাসীনোন কস্তচিং পক্ষং ভজতে ন তথায়ং গুণাতীতত্বোপায়মার্গেভবন্তি আসীন
আত্মবিদগুণৈঃসমাসীনঃ বিচাল্যতে বিবেকদর্শনাবস্থাতঃ তদন্তং ক্ষুটীকরোতি গুণাঃ কার্য্য-
কারণবিষয়াকারপরিণতা অতোক্তবিন্ বর্তন্ত ইতি যোহবতিষ্ঠতি । (চন্দোভঙ্গভয়াং পরম্পর-
প্রয়োগঃ ।) যোহবতিষ্ঠতীতি পাঠান্তরং । নেঙ্গতে ন চলতি পক্ষপাতহ্রএব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি ।—স্বাহুবসিদ্ধঃ গুণাতীতস্ত লক্ষণমুক্তমিত্যাহ এত্রেয়সি । পরপ্রত্যক্ষ-
ভাভাবঃ প্রপঞ্চয়তি নহীতি । আশ্রয়ো বিষয়ঃ কৈশিকৈরিত্যাদি পরিত্যক্তা হিতীয়াঃ প্রশ্নঃ
পরিহরতি অথেনতি । দৃষ্টান্তঃ ব্যাচষ্টে যথেনতি । উপেক্ষকস্ত পক্ষপাতহযোগাদিত্যর্থঃ । আত্ম-

বিদায়নঃ কোটস্থ্যজ্ঞানেনাসীনো নিবৃত্তকৰ্ত্তৃস্থানীনো অপ্রযতমানো ভবতীতি দাৰ্ষ্টান্তিকমাহ
তথোক্তি । গুণাতীতত্বোপায়মার্গো জ্ঞানমেব শব্দাদিভির্বিষয়েরস্ত কুটস্থত্বজ্ঞানং প্রচ্যবনমাশঙ্ক্যাহ
গুণৈরিতি । উপনতানাং বিষয়াণাং রাগদ্বेषদ্বারা অবৰ্ত্তকত্বমিত্যেতৎ প্রপঞ্চয়তি তদেতদিতি ।
যোহুতিষ্ঠতি স গুণাতীত ইত্যন্তরজ সঞ্চকঃ । (অবপূৰ্ণস্ত তিষ্ঠতে রাগেনপদে প্রয়োক্তব্যে কথং
পরশ্রমপদমিত্যাশঙ্ক্যাহ ছন্দোভঙ্গোক্তি) । পাঠান্তরে তু বাধিতাহুভূতমাত্রমহুষ্ঠানং করণাকার-
পরিণতানাং গুণানাং বিষয়াকারপরিণতেষু তেষু প্রবৃত্তিন্ মমেতি পশুন্ অচলতয়া কুটস্থদৃষ্টি-
মাশ্বনে ন অহাতীত্যাহ নেদত ইতি ॥ ২০ ॥

রামানুজ ।—উদাসীনৈতি । উদাসীনঃ গুণবতিরিক্তাবলোকনতৃপ্তাত্ত্ব উদাসীন-
বদাসীনঃ গুণৈর্দেখ্যাকাজ্ঞাদ্বারেণ যো ন বিচালাতে । গুণাঃ শ্বেষু কার্যেষু প্রকাশাদিষু বৰ্ত্তন্ত
ইত্যহুসঙ্কার তুষ্ণীমবতিষ্ঠতে নেদতে ন গুণকার্যাহুগুণং চেষ্টতে ॥ ২০ ॥

হুমান্ ।—নেদতে ন চালাতে কার্যাকারণসংঘাতবিষয়রূপপরিণতা গুণেষু বৰ্ত্তন্ত
ইতি । অবতিষ্ঠতি যঃ প্রতিপত্ততে স ন চলতি ॥ ২০ ॥

শ্রীধর ।—তদেবং স্তম্বেতৎ গুণাতীতস্ত লক্ষণমুক্তা দ্বিতীয় প্রশ্নস্ত কিমাচার ইত্যন্তো-
ত্তরমাহ উদাসীন ইতি ত্রিভিঃ । উদাসীনবৎ সাক্ষিতয়া আত্মীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈর্গুণকার্যোঃ স্তম-
ভুঃখাদিভিন্ন যোবিচালাতে প্রচ্যাব্যতে অপি তু স্বরূপান গুণা এব স্বকার্যেষু বৰ্ত্তন্তে এতৈশ্চ সঞ্চক
এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যন্তুষ্ণীমবতিষ্ঠতি । (পরশ্রমপদমার্গঃ) । নেদতে ন চলতি ॥ ২০ ॥

বলদেব ।—অথ পরমেশ্বলক্ষণং বক্তুং কিমাচার ইতি দ্বিতীয় প্রশ্নস্যোত্তরমাহোদাসী-
নৈতি ত্রিভিঃ । উদাসীনো মধ্যস্থো যথা বিবাদীনোঃ পক্ষগ্রহৈঃ সমাধ্যাত্মান বিচালাতে তথা
স্বত্বঃখাদিভাবেন পরিণতৈর্গুণৈর্দেখ্যো নাস্ত্যাবহিতৈর্বিচালাতে কিন্তু গুণাঃ স্বকার্যেষু প্রকাশাদিষু
বৰ্ত্তন্তে মম তৈর্ন সঞ্চক ইতি নিশ্চিত্য তুষ্ণীমবতিষ্ঠতে নেদতে গুণকার্যাহুরূপেণ ন চেষ্টতে
গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি তৃতীয়েনাশয়ঃ ॥ ২০ ॥

মধুসূদন ।—এবং লক্ষণমুক্তা গুণাতীতঃ কিমাচারঃ ইতি দ্বিতীয় প্রশ্নস্ত প্রতিবচনমাহ
ত্রিভিঃ । যথোদাসীনোদগোপকিবদমানয়োঃ কস্তচিৎ পক্ষমভজমানোন রজ্যতি ন বা দ্বৈষ্ট
তথায়মায়বিজাগদেবশূন্ততয়া স্বস্বরূপ এবাসীনো গুণৈঃ স্তম্ভঃখাত্মাকারপরিণতৈর্দেখ্যো বিচালাতে
ন প্রচ্যাব্যতে স্বরূপাবস্থানং, কিন্তু গুণা এবতে দেহেন্দ্রিয়বিষয়াকারপণিতাঃ পরম্পরস্মিন বৰ্ত্ততে
মমত্বাদিত্যন্তোবৈতং সৰ্ব্বভাসকস্ত ন কেনাপি ভাস্ত্বধর্ষণে সঞ্চকঃ স্বপ্নবদায়মাত্রাশ্রয়ঃ ভাস্ত-
প্রপঞ্চোজ্জড়ঃ স্বয়ংজ্যোতিঃস্বভাবস্বহং পরমার্থসত্যোনির্বিষ্কারোদ্বৈতশূন্তচেত্যেবং নিশ্চিত্য যঃ
স্বরূপেহবতিষ্ঠতাবতিষ্ঠতে যোহুতিষ্ঠতীতি বা পাঠস্তত্র হুঃ পৃথক্ কার্যোঃ নেদতে নতু ব্যাপ্রিয়তে
কুত্রচিৎ, গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি তৃতীয়গতেনাশয়ঃ ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অথবষ্টাং পদার্থভাবন্যাং গতৌত্রক্ষবিদধরীয়াহুচ্যতে উদাসীনবদিতি ।
যোহয়ং সমাদ্যো উদাসীন ইবাস্তে ব্যাখ্যানে কিমপি প্রয়োজনমপশুন্ ইহং কৰ্ত্তব্যমস্মীতি বাসনা-

শূভ্রাং য় আশ্বে এব নতু পরমপ্রযত্ন মন্তরেণ কদাচিদপি গুণৈর্বিচালাতে পরেণ ব্যাধাপিতোগুণান
পশুন্ গুণা বর্জিত ইতোব জ্ঞাপি যোহবতিষ্ঠতি শুদ্ধ এব বর্জিতে নতু গুণকটৈঃ মিষ্টাদিষ্টম্পশৈঃ
ইক্ষতে চলতি, অয়মর্থঃ, যথা কশ্চিছুগ্মানো রসনামোঢ্যাং স্রয়ং শাকাদিরসং ন বিক্ষতি গয়েণ
জ্ঞাপিতোহপি কিঞ্চিদনবিশেষ মুপলভ্যপি তত্রোদাসীন এবান্তে ঝট্টোব্য বিশেষদর্শনশ্চ তিরো-
ধানাং ন তংকৃতং সূত্রং হুংখং বা পশ্যতি তদ্বদয়ং জ্ঞেয়ঃ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—কিমাচার ইতি দ্বিতীয় প্রশ্নোত্তরমাত উদাসীনবদিত্বি দ্বিভিঃ । গুণকার্যোঃ
সুখ হুংখাদিভিঃ যো ন বিচালাতে স্বরূপাবস্থানামচায়াতে অপিতু গুণাএব স্বস্বকার্যেণ বর্জিত
ইত্যেবেতি । অভিন্নম সখন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন যন্তুম্যমবতিষ্ঠতি (পরম্পরাদি মাং) ।
নেদ্বতে ন কাপি দৈহিকরূপে যততে ॥ ২৩ । ২৪ ॥

তাৎপর্য ।—অতঃপর অর্জুন কৃত দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে গুণা-
তীত পুরুষের আচার অধুনা বিবৃত হইতেছে । যিনি সকল ব্যাপারের
মধ্যে নিলিপ্ত, স্বার্থ জ্ঞান বিরহিত ভাবে অবস্থিত, অর্থাৎ যিনি বিবদমান
পক্ষদ্বয়ের মধ্যস্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া পক্ষবিশেষের লাভ বা পক্ষান্তরের
ক্ষতি ইত্যাদি বিবেচনায় রাগযুক্ত বা দ্বেষযুক্ত হন না ; উভয়কেই যিনি
সমান চক্ষুতে দর্শন করেন, তদ্রূপে উদাসীনবৎ যিনি একদিকে সত্যস্বরূপ
জ্ঞান এবং অন্যদিকে আপ্তিকবৎ তুচ্ছ অজ্ঞান, এতদুভয়ের মধ্যে অচঞ্চল
ভাবে অধিষ্ঠিত, আর যিনি বিবেক বলে বুঝিয়াছেন, গুণসমূহ স্ব স্ব প্রাকৃতিক
ধর্ম্মানুসারে বিবিধ কার্যের সহিত সংলিপ্ত রহিয়াছে, বস্তুতঃ গুণের বা
গুণরূপ কার্যের সহিত তাঁহার কোন সখন্ধ নাই, তিনি কখনই গুণ দ্বারা
বিচলিত হন না । তিনি জ্ঞানেন, গুণ বা গুণরূপ কর্ম্ম পরমার্থ ফলপ্রদ
নহে ; তৎসমস্তের সহিত কোন পারমার্থিক সখন্ধ নাই । এইরূপ সুদৃঢ়
বিবেক জ্ঞান হেতু গুণ দ্বারা তিনি কখনই বিচলিত হইতে পারেন না ।
যিনি এইরূপ জ্ঞান সহকারে স্বরূপভাবে অবস্থিত, তিনি কোন বিষয়েই
ব্যাপৃত হন না, এবং কিছুতেই তাঁহার স্থির বুদ্ধি ভ্রষ্ট বা চলিত হয় না ।

মূলে “অবতিষ্ঠতি” প্রয়োগ আছে । ইহা আর্ষ প্রয়োগ । পূজাপাদ
শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, ইহা ছন্দোভঙ্গ ভয়াহেতু পরম্পরাদী প্রয়োগ হই-
য়াছে । ইহার স্থলে কেহ কেহ “অনুতিষ্ঠতি” পাঠান্তর গ্রহণ করেন ॥ ২৩ ॥

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ।

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥

মানাপমানয়োস্তল্যস্তল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।

সর্বরস্তুপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৪ । ২৫ ॥

অম্বয় ।—সমদুঃখসুখঃ (সমে দুঃখসুখে যস্য সঃ) স্বস্থঃ (স্বরূপস্থঃ) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (তুল্যানি যুৎপিওপ্রস্তরস্বর্ণানি যস্য সঃ) তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ (হিতাহিতয়োঃ সমজ্ঞানসম্পন্নঃ) ধীরঃ (ধীমান্) তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (তুল্যে দোষকীৰ্ত্তনগুণকীৰ্ত্তনে যস্য সঃ) মানাপমানয়োঃ (আদরানাদরয়োঃ) তুল্যঃ (সমজ্ঞানঃ) মিত্রারিপক্ষয়োঃ (স্বহৃদপক্ষশত্রুপক্ষয়োঃ) তুল্যঃ (সমবুদ্ধিঃ) সর্বরস্তুপরিত্যাগী (সর্বোত্তমত্যাগশীলঃ) সঃ (সাধকঃ) গুণাতীতঃ উচ্যতে (কথ্যতে) ॥ ২৪ । ২৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—[যিনি] দুঃখ-সুখে-সমজ্ঞান-সম্পন্ন, প্রকৃতিস্থ, লোষ্ট্র-প্রস্তর-স্বর্ণে-তুল্যবুদ্ধি, হিতাহিতে-তুল্য-জ্ঞান, ধীমান্, নিন্দাস্তুতিতে-যাঁহার-তুল্যবোধ, মান অপমানে তুল্য-জ্ঞান, মিত্রপক্ষ-ও-শত্রুপক্ষে সমবুদ্ধি, সর্বকৰ্ম্ম-পরিত্যাগী, তিনি গুণাতীত কথিত-হন ॥ ২৪ । ২৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—সুখ দুঃখ উভয়েই যাঁহার সমজ্ঞান, যিনি স্বরূপস্থ, লোষ্ট্র প্রস্তরখণ্ড এবং কাঞ্চনে যাঁহার তুল্য-জ্ঞান, হিত এবং অহিত উভয়েই যাঁহার পক্ষে সমান, যিনি ধীর বুদ্ধি সম্পন্ন, আত্মনিন্দা এবং আত্ম-স্তুতিতে যিনি দুঃখিত বা উৎফুল্ল হন না, মান অপমান দুইই যাঁহার নিকট সমান, শত্রু মিত্র উভয়েই যিনি সমব্যবহার সম্পন্ন, যিনি যাবতীয় কৰ্ম্মের উন্ময় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই গুণাতীত ব্যক্তি ॥ ২৪:২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চ সমদুঃখতি । সমদুঃখস্থঃ সমে দুঃখসুখে যন্ত সমদুঃখস্থঃ স্বস্থঃ স্বায়নি স্থিতঃ প্রসন্নঃ অবিক্রিয়ঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ লোষ্ট্রঞ্চ অশ্ম চ কাঞ্চনঞ্চ সমানি যন্ত স সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ প্রিয়ঞ্চাপ্রিয়ঞ্চ প্রিয়াপ্রিয়ে সমে যন্ত সোহয়ং তুল্যপ্রিয়া-প্রিয়োবীরোবীমান্ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ নিন্দা চ আত্মসংস্তুতিঃ তুল্যে নিন্দাত্মসংস্তুতী যন্ত

যতঃ স তুল্যানিন্দাসংস্কৃতিঃ । কিঞ্চ মানাপমানয়োঃরিতি । মানাপমানয়োঃস্তম্যঃ সমোনির্বিষ্কারঃ
তুল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃ যন্তপুণ্যাসীনোভবন্তি কেচিং স্বাভিপ্ৰায়েণ মিত্রারিপক্ষয়োঃিভবন্তীতি,
অনন্ত তুল্যোমিত্রারিপক্ষয়োঃরিত্যাহ সর্কারস্তপরিভ্যাগী দৃষ্টার্থানি কল্পাপ্যারভতে ইত্যারম্ভাঃ
সর্বানারম্ভান্ পরিভ্যক্তুং শীলং অস্তেতি সর্কারস্তপরিভ্যাগী দেহধারণমাদ্রিমিত্তব্যতিরেকণ
সর্ককম্পপরিভ্যাগীত্বার্থঃ গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৪ । ২৫ ॥

আনন্দগিরি ।—গুণাতীতস্ত লিঙ্গান্তরমাহ কিঞ্চেতি । তয়োঃ সমত্বং রাগদ্বेषাভুৎপাদ-
কতরা স্বকীয়ত্বাভমান্যস্পদত্বং প্রসন্নত্বং স্বাহাদপ্রচ্যুতির্যবক্রিয়ত্বং বৈদ্যক্ৰীড়া প্রিয়াপ্রিয়য়ো-
রসংভবেহপি লোকদৃষ্টিমাশ্রিত্যাহ প্রিয়ঞ্চেতি । প্রিয়াপ্রিয়গ্রহণেন গৃহীতানাং কাঞ্চনানীনাং
ব্রাহ্মণপরিভ্রাজকবৎ পৃথক্গ্রহণং । নিন্দা দোষোক্তিরায়নো গুণকীর্তনং । ইতচ্চ গুণাতীতঃ
শক্যোজ্ঞাতুমিত্যাহ কিঞ্চেতি । মানঃ সংকারস্তিরকারোৎপমানঃ পরদৃষ্টা যৌ সখিশ্রজ
তয়োঃ পক্ষয়োঃ নির্বিণেযো ন কন্তুচিং পক্ষে তিষ্ঠতীত্যাহ তুল্যইতি । বিজ্ঞেযো মিথাদি-
বুদ্ধ্যভাবাতুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃরিত্যবৃত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ যন্তপীতি । সনকস্মত্যগে দেহধারণ-
মপি নিমিত্তভাবান্ন স্মৃতিত্যাশঙ্ক্যাহ দেহেতি উক্তবিশেষণো গুণাতীতো জ্ঞাতব্য ইত্যাহ
গুণেতি ॥ ২৪ । ২৫ ॥

রামানুজ ।—সমেতি । সমদ্বঃখমুখঃ স্বদ্বঃখয়োঃ সমচিত্তঃ স্বদ্বঃ স্বামিন্ হিতঃ
স্বত্মৈকপ্রিয়ত্বেন তদ্যতিরিক্তপুত্রজন্মমরণাদি স্বদ্বঃখয়োঃ সমচিত্ত ইত্যর্থঃ ততএব সমলোষ্ট্রাশ-
কাঞ্চনঃ চ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো যৌ ধীরঃ প্রকৃত্যাম্বাবিবেককুশলঃ ততএব
তুলায়নিন্দাসংস্কৃতিঃ আয়ান্ন মনুষ্যাত্মভিমানকৃত গুণাগুণনিমিত্ত স্মৃতিনিম্নয়োঃ স্বাসংবদ্ধা-
সঙ্কেন তুল্যচিত্তঃ । তৎ প্রযুক্ত মানাপমানমোগত্বংপ্রযুক্ত মিত্রারিপক্ষয়োঃরারপি স্বসদ্ব্যক্তাবাদেব
তুল্যচিত্তঃ তথা দেহিত্বপ্রযুক্ত সর্কারস্তপরিভ্যাগী যএবংভূতঃ স গুণাতীত উচ্যতে ॥ ২৪ । ২৫ ॥

হনুমান্ ।—স্বমিত্রায়নি তিষ্ঠতীতি স্বদ্বঃ ধীরঃ ধীমান । কিঞ্চ দেহেদ্রিয়বিষয়াকার
রিপতানতীতো অতিক্রান্তস্তেহু নিস্পৃহঃ ॥ ২৪ । ২৫ ॥

ত্রিধর ।—অপি চ সমেতি । সমে দ্বঃখমুখে যন্ত, যতঃ স্বদ্বঃ স্বরূপ এব হিতঃ,
অতএব সমানি লোষ্ট্রাশকাঞ্চনানি যন্ত, তুল্যো প্রিয়াপ্রিয়ে স্বদ্বঃখংহেতুভূত যন্ত, ধীরোদীমান্,
তুলায় নিন্দা চ আয়নঃ স্ততিচ্চ যন্ত । অপি চ মনেতি । মানে অপমানে চ তুলাঃ মিথপক্ষে
অরিপক্ষে চ তুলাঃ সর্কান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভাহুতমান্ পরিভ্যক্তুং শীলং যন্ত স এবম্ব্যক্তাচার-
শুকোগুণাতীত উচ্যতে ॥ ২৪ । ২৫ ॥

বলদেব ।—কিঞ্চ সমেতি । যতোহয়ং স্বদ্বঃ স্বরূপনিষ্ঠঃ অতএব সমদ্বঃখমুখঃ সমে
অনাস্থদ্বঃখং তুল্যে স্বদ্বঃখে বস্য সঃ । সামান্যাহুপাদেয়তয়া তুল্যানি লোষ্ট্রাদীনি বস্য সঃ ।
লোষ্ট্রমুণ্ডপিত্তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে স্বদ্বঃখসাপনে বস্তুনী বস্য সঃ । ধীরঃ প্রকৃতিপুণ্যবিবেককুশলঃ ।
তুল্যে নিন্দাসংস্কৃতি বস্য সঃ । তৎপ্রয়োজকয়োদেব গুণসৌর্যমগতভাভাধিত্যর্থঃ । য জ্ঞদ্ব্যো

গুণাতীত স উচ্যতে ইতি দ্বিতীয়েনাশয়ঃ । মানেতি শ্ৰুত্বার্থঃ । নিন্দাস্ত্রতী বাগ্‌ব্যাপারেণ সাধো মানাপমানো তু কামনোব্যাপারেণাপি স্যাভামিতি ভেদঃ । সর্কেতি । দেহবাত্মাত্মাদভ্যং সর্বকর্মগ্রাহং য ইদৃশো গুণাতীতঃ উদাসীনবদিত্যাহ্যক্তা যস্যচাচারাঃ পরৈরপি সংবেদ্যাঃ স গুণাতীতো বোধো ন তু তদুপপত্তিবাদুক ইতি ভাবঃ ॥ ২৪ । ২৫ ॥

মধুসূদন ।—সমে হুঃখমুখে দেবরাগশূন্তমানাম্বর্ষতন্নতন্নতন্ন চ যন্ত স সমহুঃখমুখঃ কামাদেবং যন্তঃ স্বস্থঃ স্বশ্রিত্যশ্রুত্বোৎস্থিতোদৈতদর্শনশূন্তত্বাৎ অতএব সমানি হ্যেয়োপাদেয়ভাব-
রহিতানি লোষ্ট্রাশ্মকাক্ষানি যন্ত স তথা লোষ্ট্রৈঃ পাংসুপিণ্ডঃ অতএব তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে স্বুখদুঃখ-
সাধনে যন্ত হিতসাধনসাহিতসাধনদ্বুবুদ্ধিবিশেষত্বাবেনোপেক্ষণীয়ত্বাৎ, ধীরঃ ধীমান্ ধৃতিমান্ বা
অতএব তুল্যে নিন্দাস্ত্রসংস্ত্রতী দোষকীর্তনগুণকীর্তনে যন্ত স গুণাতীত উচ্যত ইতি দ্বিতীয়গত-
নাশয়ঃ । মানঃ সংকারঃ আদরাপরপর্য্যায়ঃ, অপমানস্তিরস্কারোহনাদরাপরপর্য্যায়ঃ তয়োস্ত্বলাঃ
হর্ষবিষাদশূন্তঃ নিন্দাস্ত্রতী শব্দরূপে মানাপমানো তু শব্দমন্তরংপাতি কামনোব্যাপারবিশেষাবিতি
ভেদঃ । অত্র পকারবকারয়োঃ পাঠবিকল্পেহপ্যর্থঃ স এব । তুল্যোমিত্যাদিরূপকয়োঃ মিত্রপক্ষ-
শ্বেবারিপক্ষত্বাপি দেহাবিশেষঃ স্বয়ং তয়োঃরহনগ্রহনগ্রহশূন্ত ইতি বা সর্কারশূন্তপরিভাষাণী আরভ্যন্ত
ইত্যরন্তাঃ কর্মণি তান্ সর্কান্ পরিত্যজুং শীলং যন্ত স তথা দেহবাত্মাত্মাব্যতিরেকেণ সর্বকর্ম-
পরিভাষাণীত্বার্থঃ । উদাসীনবদাসীন ইত্যাহ্যক্তপ্রকারাচারোগুণাতীতঃ স উচ্যতে যদ্বক্তৃমুপেক্ষ-
কত্বাদি ত্রিবিধোদয়াৎ পূর্বে যত্রসাধ্যবিজ্ঞাপিকাণি সাধনেন্নোদ্যেয়মুৎপন্নায়ং তু বিজ্ঞায়ং
জীবনুকৃত গুণাতীত্যোঃ ধর্মজাতমযত্নসিদ্ধং লক্ষণে ন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ২৪ । ২৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অথ গন্ধমাং ভূমাবসঃসজ্জিনামিকায়াং স্থিতো ব্রহ্মবিদ্বর উচ্যতে সমেতি ।
সমাদো সমে হুঃখমুখে যন্ত স সমহুঃখমুখঃ স্বস্থঃ স্বেনৈব তিষ্ঠতীতি স্বস্থঃ যদা তুঃ ন সমাদো
ইচ্ছাতদা স্বয়মেব বৃত্তিষ্ঠতীতিভাবঃ সোহপি ব্যাখ্যানবহুয়াং সমলোষ্ট্রাশ্মকাক্ষো বিরক্ত ইত্যর্থঃ
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ তুল্যানিন্দাস্ত্রসংস্ত্রতিশ্চ প্রিয়াপ্রিয়োনিন্দাস্ত্রতোশ্চ প্রাপ্তৌ তুল্যো হর্ষবিষাদ
শূন্তোহত্রহেতুধীর ইতি, যথাকশিচ্ছুরন্তীত্রগ্রহারবেদনার্তৌহপি নব্যামুহতি ধৈর্য্যাধেদনাকাশুভবতি
তদয়ংহর্ষবিষাদাবশুভবগ্নি ধৈর্য্যায় চলতি, পূর্নত্ব তু জাতায়ামপি বেদনায়াং হর্ষাহাদয়এ
নাতি তৎপূর্নত্ব তু বেদনৈব নাস্তীতি ভেদঃ, এতেন শ্লোকত্রয়েন সর্কেবাং জীবনুকৃতানাং সমাধে
লিঙ্গানি তৎসম্বন্ধানি আচারশ্চ পরসম্বন্ধানি লিঙ্গাম্যক্তানি । অথচতুর্থ্যাং ভূমৌসমাপত্তিসংজ্ঞায়া
স্থিতস্ত যোগিনঃ সমাদিস্থত্বাভে ন স্বসংবেত্তলিঙ্গাভাবাৎ তদ্বিনিশ্চয়েন দ্বৈতস্ত বাধ্যং লিঙ্গমচা-
রশ্চ পরসংবেত্তএব তদাহ মানেতি । যথাহি পরীক্ষকঃ কুটকারীপদস্তালাভে বিনাশে
হর্ষবিষাদশূন্তো নচ তল্লাভার্থং যত্রমারভতে, মূঢ়স্ত তাত্যাং বাধ্যতে তল্লাভার্থং যত্রমারভতে
এবাং বিবান্ দ্বৈতং মকুমরীচিকাহ্রদসমানং পশুন্ তত্র মানাপমানয়োর্কো মিত্রারপক্ষ
য়োর্কো তুলাএব নবজ্ঞতরলভায় পদ্মিহারায়গা যত্রমারভতেহতোগুণাতীত ইত্যুচ্যতে সর্ব
পদার্থঃ ॥ ২৪ । ২৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি গুণাতীতস্ত এতানি চিহ্নানি এতান্যচারাঃশ্চ
দৃষ্ট্বে ব গুণাতীতো বক্তব্যঃ নতু গুণাতীতদ্বোপপত্তি বাবদ্বকো গুণাতীতো বক্তব্য ইতি ভাবঃ ॥২৫॥

তাৎপর্য ।—উপসংহারকালে গুণাতীত পুরুষের অন্ত্যাত্ম লক্ষণ
নির্দিষ্ট হইতেছে । ঐহিক দুঃখে বা সুখে সমজ্ঞান, অর্থাৎ দুঃখজনক ব্যাপার
উপস্থিত হইলেও যিনি বিচলিত হন না, এবং সুখসাধক ঘটনা সমাগমেও
যিনি উৎকুল্ল হন না, যিনি আপন হৃদয়জাত আত্মজ্ঞান জনিত আনন্দের মধ্য
গত হইয়া আত্মানন্দ উপভোগ করেন, যিনি পথিমধ্যে অযত্ন ন্যস্ত ধূলিপিণ্ড
বা প্রান্তর পতিত অকিঞ্চিৎকর শিলাখণ্ড এবং অতি মূল্যবান যত্নলভ্য সুবর্ণ
রত্নাদি সমভাবেই পর্যবেক্ষণ করেন, অর্থাৎ মূল্যবান পদার্থের প্রতি সমা-
দর এবং মূল্যহীন পদার্থে অনাদর প্রকাশ না করেন, যিনি সুখসাধনরূপ
প্রিয় সমাগমে অথবা দুঃখবিধায়ক অপ্রিয়াগমে সমভাবাপন্ন, অর্থাৎ যে
বিষয় দ্বারা সুখোদ্ভব হইতে পারে, অথবা যে বিষয় দ্বারা দুঃখ জন্মিতে
পারে, তদুভয়েই যিনি সমভাবে দর্শন করিতে সমর্থ, যিনি সকল ব্যাপা-
রের প্রকৃত রহস্য উদ্ভেদ করিবার উপযোগী বুদ্ধি বিবেক সম্পন্ন, অর্থাৎ
স্বকীয় স্মার্কিত ধীশক্তি সহকারে যিনি সত্যাসত্য অবধারণে সক্ষম,
যিনি চতুর্দিকে স্বকীয় নিন্দাবাদের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া অকাতর থাকিতে
পারেন, এবং সর্বত্র স্বকীয় প্রশংসাবাদও অবিকৃতচিত্তে শ্রবণ করিতে
সক্ষম অর্থাৎ নিন্দা ও প্রশংসা উভয়েই যিনি সমভাবে গ্রহণ করিবার
নিমিত্ত হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়াছেন তাঁহাকেই গুণধর্মের অতীত বলা যায় ।
মান অর্থাৎ মনুষ্য সমাজ মধ্যে সমাদর এবং অপমান অর্থাৎ মানবমণ্ডলী
কর্তৃক হত্যাদর বা নিগ্রহ, এই উভয়েই ঐহিক তুল্যবোধ, আপনার সম্মানে
ঐহিক হৃদয় একটুও গৌরব ক্ষীত না হয় এবং অপমানে ঐহিক অন্তর
অনুমানও অবসর না হয়, শত্রু ও মিত্র পক্ষে ঐহিক সমবোধ, অর্থাৎ
মিত্রবর্গকে যে ভাবে দর্শন করেন, শত্রুবর্গকেও অঙ্গিকল সেই ভাবেই দর্শন
করিতে যিনি সমর্থ অর্থাৎ কোনরূপ স্বার্থের প্ররোচনায় অভিভূত না হইয়া
যিনি সর্বত্র স্বপক্ষ বিপক্ষ বোধ রহিত ; এবং যিনি সর্বপ্রকার ক্রিয়াহীন,
কেবলমাত্র জীবনধারণোপযোগী যৎসামান্য পদার্থ প্রাপ্তির নিমিত্ত
আয়োজন ব্যতীত অন্য কোনরূপ কর্মানুষ্ঠানের ঐহিক প্রয়োজন হয় না,
তিনিই গুণাতীত নাম প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত ।

পূর্বে যে সকল লক্ষণ নির্দিষ্ট হইল, যে মহাত্মার হৃদয় তদ্বারা বিভূ-
ষিত হইয়াছে, তিনিই বস্তুতঃ সৰ্ব্ব গুণাভীত । গুণধর্ম মনুষ্যকে যে সকল
বিষয় ব্যাপারের অনুষ্ঠানে প্ররুত করে, তাঁহার পরম জ্ঞান জনিত অত্যাশ্রিত
হৃদয়কে সে রূপে অধিকার বা আয়ত্ত করিতে কখনই সক্ষম হয় না ।
গুণবন্ধনের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া যিনি যথার্থ দর্শনজনিত আত্মজ্ঞান
লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে বদ্ধ করিতে আর কাহারও ক্ষমতা নাই ।

পূর্বের “অনপেক্ষঃ শুচিদীক্ষ উদাসীনো গতব্যাধঃ ।” “যোন হ্রষাতি
ন দ্বেষ্টি” “সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ” “তুল্য নিন্দাস্তুতির্মোক্ষী” (১২শ অধ্যায়
১৬।১৭।১৮।১৯শ শ্লোক) এই সকল শ্লোকের সহিত মিলাইয়া পাঠ করা
উচিত ।

“মানাপমানয়োঃ” স্থলে কেহ “মানাবমানয়োঃ” এইরূপ পাঠ করেন ।
উভয় পাঠই সমার্থবোধক ॥ ২৪।২৫ ॥

—(০)—

মাক্ষ যোঃব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবতে ।

স গুণান্ সমতীতৌতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ ॥

অর্থঃ ।—যঃ চ মাং অব্যভিচারেণ (একান্তিকেন) ভক্তিয়োগেন
সেবতে (উপাসতে) সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য (অতিক্রম্য) ব্রহ্মভূয়ায়
(ব্রহ্মভাবায়) কল্পতে (সমর্থঃ ভবতি) ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—যিনি আমাকে একান্তিক ভক্তিবোগ-দ্বারা উপাসনা-
করেন, তিনি এই গুণ-সমূহকে অতিক্রম-করিয়া মোক্ষ-নিমিত্ত যোগ্য-
হন ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে মাধক একান্তিক ভক্তিবোগ সহকারে আমাকে
ভজনা করেন, তিনিই এই সমস্ত গুণসমূহকে অতিক্রম-করিয়া ব্রহ্ম
ভাবের অর্থাৎ মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য ।—উদাসীনবদিত্যাदि গুণাভীতঃ স উচ্যতে ইত্যেতদন্তমুক্তং যাবদব্রহ্মসাধ্যং
তাবৎ সম্রাসিনামুচ্ছেদঃ গুণাভীতত্বসাধনং মুক্ত্যোঃ স্থিরীভূতস্ত্বসম্বোধনং সদগুণাভীতস্য যতে-
লক্ষণং ভীতীতি অধুনা কথঞ্চ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ত ইতি প্রসঙ্গ প্রতিবচনমাহ মাঞ্চেতি । মাঞ্চে-
ত্বং নারায়ণং সর্বভূতহৃদয়াশ্রিতং যোগ্যতিঃ কক্ষী বা অব্যভিচারেণ কদ্যচিৎ যোগ্যচিত্তমিতি ন,
ভক্তিবোগঃ ভজনং ভক্তিঃ সৈব যোগন্তেন বিবেকজ্ঞানায়কেন ভক্তিবোগেন জ্ঞানসমুদ্ভবেন

সেবতে স গুণান্ সমতীত্য এতান্ যথোক্তান্ ব্রহ্মভূয়ায় ভবনং ভূয়ঃ ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভবনায় মোক্ষা
কল্পতে সমর্থোভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি ।—যহুৎমুপেক্ষকভাষি তদ্বিছোদয়াং পূৰ্ণং যত্নসাধ্যং বিজ্ঞাধিকারি।
জ্ঞানসাধনত্বেনামুষ্ঠেয়মুৎপন্নায়োং বিদ্যায়াং জ্ঞানমুক্তসোক্তধর্মজাতং স্থিরীভূতং স্বাহুতবসিক
লক্ষণত্বেন তিষ্ঠতীত্বাক্তে ধর্মজ্ঞাতে বিভাগঃ দর্শয়তি উদাসীনবদিত্যাদিনা । প্রশ্নদ্বয়মেবং পরিকৃত
তৃতীয়ং প্রশ্নং পরিহরতি অধুনেনিতি । মচ্ছন্দস্য সংসারিবিষয়ত্বং ব্যাবস্তয়তি ঈশ্বরমিতি । তদ্বৈ
নারায়ণশাস্ত্রানুষ্ঠিভেদো ব্যাবস্ত্যতে । তস্য তাটস্থ্যং ব্যাবজ্জিনতি সর্কেতি । মুখ্যমুখ্যাধিকারিভেদে
বিকল্পঃ । ভক্তিযোগস্য যাদৃচ্ছিকত্বং ব্যাবজ্জিত্বমুবাভিচারেণেতুক্তং, তথাচষ্টে নেতি । উজ্জন
পরমপ্রেম স এব যুজ্যতেহেনেনেনিতি যোগঃ তেন সেবতে পরাক্ চিত্তভাং বিনা সদামুসন্দধাতীত্যর্থ
সভগবদনুগ্রহং কৃতসম্যগ্ধীসম্পন্নো বিধান্ জীবন্তেবেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

রামানুজ ।—অত্বেবং স্বগুণাত্যয়ে প্রধানহেতুমাহ মাক্ষেতি । নাস্তং গুণেভ্য
কর্তারমিত্যাদিনোক্তেন প্রকৃত্যাব্যবিকারমুসন্ধানমাশ্রয়েণ ন গুণাত্যয়ে প্রাপ্ততে তস্যানামি
কালপ্রবৃত্তবিপরীতবাসনাধাৎসম্ভবাং মাং সত্যসকলং পরমকারুণিকমাত্রিতবাসন্যাজগদি
মবাভিচারেণৈকান্ত্যাবিশিষ্টেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে স এতান্ সবাদীন গুণান
হ্রতায়ানতীত্যব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ব্রহ্মভাবযোগো ভবতি যথাবস্থিতমাম্মানমমৃতমব্যয়
। প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

হনুমান্ ।—ভক্তিরেব যোগঃ ভক্তিযোগঃ ব্রহ্মভাবায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর ।—কথংকৈতাস্ত্রীন্ গুণানতিবর্তত ইত্যস্ত প্রশ্নোত্তরমাহ মাক্ষেতি । চণদোহ
বধার্যর্থঃ । মামেব পরমেশ্বরমবাভিচারেণ একান্তেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে স এতান্ গুণা
সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থোভবতি ॥ ২৬ ॥

বলদেব ।—কথং চৈতাস্ত্রীন্ গুণানতিবর্তত ইতি তৃতীয়প্রশ্নোত্তরমাহ মাক্ষেতি
চোহবধার্যে । নাস্তং গুণেভ্যঃ কর্তারমিত্যাহুক্ত্যো যো গুণপুরুষবিবেকখ্যাতিমবাপ তস্মৈব ভস্য
গুণাত্যয়ো ন সংসিধ্যতি কিন্তু তদানপি যো মাং কৃষ্ণমেব মায়াগুণাস্পৃষ্টঃ মায়াশ্রিত্যস্তারং নারায়ণা
দিক্রপেণ বহুধাবিভূতং চিদানন্দবনং সার্কজাদিগুণরত্নালয়মবাভিচারেণৈকান্তিকেন ভক্তিযোগেন
সেবতে শ্রয়তি স এতান্ হ্রতায়ানপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে । গুণাষ্টকবিশিষ্ট
ভ্যয় নিজধর্মায় যোগ্যো ভবতি তং ধর্মং লভতে ইত্যর্থঃ । জীবে ব্রহ্মলক্ষণক এব প্রাক্ তথা চ
ভক্তিশিরষ্কয়েব তদ্বিবেকখ্যাত্যা জীবসা স্বকপলাভো ন তু কেবলমাত্র তয়েতুক্তং । যত্ন ব্রহ্মভূয়া
য়েভ্যেনেব মরুপতাং স যাতীতি পার্থনারথিনোপদিষ্টমিতি ব্যাচষ্টে তদ্বিরবদানমেব তেনৈবেদং
জ্ঞানমিত্যাদিনা মোক্ষোপি স্বরূপভেদস্তাতিহিতত্বাৎ নিরঞ্জনঃ পরমঃ সামামুপৈতীত্যাশ্রিত্যপি
তত্র তত্র দৃষ্টব্যং । অণুববিত্ত্বাদিনিত্যধর্মকৃতত্বেন নিত্যত্বাচ্চ তদ্বৈদন্ত তদ্বাদ্গুণাষ্টকবিশিষ্টত্বম
“ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপোতী”তি শ্রুতো হু ব্রহ্মলক্ষণঃ সন্ ব্রহ্মাপোতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ “একোপদ্য

বধারণে” ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ “যথা তথৈবেদং সাম্যো” ইত্যমরকোষাৎ । অন্তথাঃ ব্রহ্মভাবোত্তরো ব্রহ্মাণ্যমো ন সংগচ্ছত ॥ ২৬ ॥

মধুসূদন ।—অধুনা কথমেতান্ গুণানতিবর্ততে ইতি তৃতীয়প্রশ্নস্ত প্রতিবচনমাহ চতুর্থঃ মামেবেশ্বরঃ নারায়ণঃ সৰ্বভূতান্তর্যামিনঃ মায়য়া ক্ষেত্রজ্ঞতামাগতং পরমানন্দধনং ভগবন্তং । বাসুদেবমব্যভিচারেণ পরমপ্রমলকণেন ভক্তিয়োগেন দ্বাদশাধ্যায়োক্তেন যঃ সেবতে সৰা চিন্তয়তি স মত্তক এতান্ প্রাপ্তকান্ গুণান্ সমতীত্য সমাগতিক্রম্য দৈতদর্শনেন বাধিত্বা ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্ম-ভবনায় যোক্তব্য কল্পতে সমর্থোভবতি সৰ্বদা ভগবচ্চিন্তনমেব গুণাতীতত্বোপায় ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অথ কথং ত্রীন্ গুণানতিবর্তন্ত ইত্যন্তোত্তরং বিবক্ষন্ সাধনভূতাস্থ তিস্মি-ভূমিষু তৃতীয়াং তদ্ব্যনানসামাহ মাঞ্চেতি । যচ্চসাধকো মাং প্রত্যগাশ্বানং চকারম্বুর্থে পূৰ্ব্বেভূমি-স্থাপেক্ষয়া বৈলক্ষণ্যং ত্তোত্তরতি অব্যভিচারেণ বৃত্তান্তরিতেন ভক্তিয়োগেন ময়ি ভগবতি তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নবৃত্তিপ্রবাহি মনঃপ্রণিধানরূপেণ যোগেন সেবতে ধ্যায়তি স এবং হৃদ্মীকৃতচিত্তঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য ধ্যানপরিপাকান্তে সৰ্বমপি বাধিত্বা ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্ম ভাবায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি, (ভূবোক্তাবহিতি ভবতে: কাশ্) ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—কথং ত্রীন্ গুণানতিবর্ততে ইতি তৃতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ মাঞ্চেতি । চ এবার্থে মামেব শ্রীমদ্বন্দ্ব্যকারং পরমেশ্বরং ভক্তিয়োগেন যঃ সেবতে স এব ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভায় ব্রহ্মভূতবায় ইতি ধাবৎ । ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ ইতি মধ্যাকো একয়েতি বিশেষণোপজ্ঞাসাং “মামেব য়ে প্রশন্যন্তে মায়ানেকাং তরস্তিতে” ইত্যত্রাপি এবকার প্রয়োগাৎ ভক্ত্যাবিনি প্রকারান্ত-রেণ ব্রহ্মভূতভবে নতবতীতি নিশ্চয়াৎ । ভক্তিয়োগেন কীদৃশেন অব্যভিচারেণ কৰ্ম্মজ্ঞানাদ্য মিশ্রেণ নিকামকৰ্ম্মণো হ্রাসশ্রবণাৎ । জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংশ্লসেদিতি জ্ঞানিনাং চরমদশাঃ জ্ঞান-

পি হ্রাস শ্রবণাৎ ভক্তি যোগসাত্ত্ব কাপিজ্ঞাসাশ্রবণাৎ ভক্তিয়োগ এব স ব্যভিচারঃ তেন কৰ্ম্ম-যোগমিব জ্ঞান যোগমপি পরিত্যজ্য যদ্যব্যভিচারেণ কেবলেনৈব ভক্তিয়োগেন সেবতে তর্হি জ্ঞানী অপি গুণাতীতো ভবতি নাশ্রুথা । অনন্তভক্তস্ত নিগুণোমদপাশ্রয় ইত্যেকাদশোক্তে: গুণাতীত ভবেত্যব । অত্রৈদং তব্ধঃ “সাব্বিকঃ কারকোহসঙ্গী রাগাক্রোধরাজসঃ স্মৃতঃ । তামসঃ স্মৃতি বিলুপ্তো নিগুণো মদপাশ্রয়ঃ,” ইত্যত্র অসঙ্গিনঃ কৰ্ম্মণঃ জ্ঞানিনোবা সাব্বিকত্বেনৈবসাধকত্বা-বগতে: তৎ সাহচর্যাৎ নিগুণো মদপাশ্রয় ইতি ক্ততঃ সাধক এবাবগম্যতে ততশ্চ জ্ঞানী জ্ঞান-সিদ্ধঃ সত্রেব সাব্বিকত্বং পরিত্যজ্য গুণাতীতো ভবতি । ভক্তস্ত সাধক দশা মারভৌব গুণাতীতো ভবতীত্যর্থ লভ্যতে । অত্র চকারোহবধারণার্থ ইতি স্বামি চরণাঃ । মামেবেশ্বরং নারায়ণ ব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন দ্বাদশাধ্যায়োক্তেন যঃ সেবতে ইতি মধুসূদন সরস্বতী পাদাশ্চ যাচক্যতে ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য ।—“উদাসীনবদাসীনঃ” (২২ শ্লোক) হইতে “গুণাতীতঃ ন উচ্যতে” (২৫ শ্লোক) পর্য্যন্ত শ্লোক চতুষ্টয়ে গুণাতীতত্বের লক্ষণ নির্দিষ্ট

হইয়াছে । অধুনা অর্জুন কৃত শেষ প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে । ভগবদ্ভক্তিই গুণাতীত হইবার পক্ষে একমাত্র সার ও পরম উপায় । যত কিয় সাধনা, যত কিছু কৰ্ম্মানুষ্ঠান আন্তরিক ভগবদ্ভক্তির তুলনায় সকলেই হয় ও অকিঞ্চিৎকর । এই সার কথা বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ পরিব্যক্ত করিয়াছেন । যে ব্যক্তি ঐকান্তিকী ভক্তিनिষ্ঠা সহকারে আমার সেবা করে, সেই সাধকই পরিণামে এই সমস্ত গুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম লাভ করিয়

ক । দ্বাদশাধ্যায়ে ভক্তির বিস্তারিত বিবরণ বিন্যস্ত হইয়াছে । ঐ ভক্তির মধ্যে কোনই ব্যভিচার নাই অর্থাৎ যে ভক্তি শ্রীভগবানে অভিমুখে অবিচলিত সমভাবে তৈলধারার স্থায় অবিচ্ছিন্ন রূপে প্রবাহিত, তাহাই ব্যভিচার বিরহিতা ভক্তি । সেইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে যিনি বসুদেবাক্ষজ শ্রীনন্দনন্দন মধুসূদনের প্রিয় কাৰ্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তিনিই চরমে গুণসমূহকে অতিক্রম করেন । নিরস্ত্রাধ্যায়ের দ্বারা যিনি সেই শ্রামসুন্দরের শোভাময় কান্তি প্রকীয় হৃদযপে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাঁহার যাবতীয় অনুষ্ঠান ও কাৰ্য্য সেই শ্রীনিবাসে প্রীতিসাধনার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, যিনি সর্বত্র সেই পরম কারুণিক মঙ্গলময় জগজ্জ্যোতির সত্তা স্ফূর্ত্তি দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া থাকেন সেই ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরের মহিমা ও প্রসঙ্গ কীৰ্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার বা ও অন্তরেন্দ্রিয় প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে থাকে, প্রেমাশ্রু দরদরিত ধাে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল ধৌত করে, তিনিই ভগবানের পরম ভক্ত গুণাতীত পুরুষ । এইরূপ সেবকের হৃদয়ে কৃতান্তের ভীতি সঞ্চার করিয়া অবসর নাই, গুণধর্ম্মের আবিলতা প্রবেশ করিবার স্থান নাই । এই ভক্তই মোক্ষ লাভের একান্ত অধিকারী । পরিণামে এই কণ্ডভক্তের মনঃ পরিত্যাগের পর সেই মহাত্মা ব্রহ্মভাব অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

ভক্ত সম্প্রদায়গণ “ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে” এষ্ট শ্লোকে প্রাণে প্রবেশিত হইয়া নির্দেশ করিয়াছেন যে, একান্ত ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মের ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন । ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মে মিশিয়া যান, এরূপ তাঁহাদের অভিলষিত নহে । তাঁহারা ইহাও দেখাইয়াছেন যে, কেবল বিবেক বশে অর্থাৎ মনবলে মোক্ষ লাভ করা যায় না । জ্ঞানের সহিত ভক্তির যুগল ভক্তি থাকিলে কখন পরম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না ।

মূলে “মাঞ্চ” পদের মধ্যে যে চকারের প্রকারের আছে, তাহা “তু”
অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সরস্বতী পাদ ব্যক্ত করিয়াছেন ;
পুণ্যপাদ শ্রীধর স্বামী তথা বলদেব বলিয়াছেন যে, ইহা অবধারণার্থে
প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

—o:~:—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ ।

অধ্যায়ঃ

শাস্বতস্য চ ধর্মস্য স্মৃথমৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭ ॥

কর

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাস্মৃপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে গুণত্রয়বিভাগ
যোগো নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

—o:~:—

অনুয় ।—হি (বস্মাং) অহং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা (প্রতিমা) অব্যয়স্য
মমৃতস্য (মোক্ষস্য) চ শাস্বতস্য (নিত্যস্য) ধর্মস্য চ ঐকান্তিকস্য
(অখণ্ডিতস্য) স্মৃথস্য চ [প্রতিষ্ঠা] ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—যে-হেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিমা এবং অব্যয় মোক্ষের
নিত্য ধর্মের ও অখণ্ডিত স্মৃথের [প্রতিষ্ঠা] ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—কারণ আমিই ব্রহ্মের প্রতিমা স্বরূপ, এবং আমিই
অব্যয়রূপ মোক্ষের, নিত্য ধর্মের এবং অখণ্ডিত স্মৃথের আশ্রয় স্বরূপ
॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কৃত এতদ্বিছুচ্যতে ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ :হি বস্মাং প্রতিষ্ঠাং প্রতি-
ষ্ঠিত্যমিতি প্রতিষ্ঠাং প্রত্যগাত্মা, কীদৃশত ব্রহ্মণঃ অমৃতত্বাবিনাশিন অব্যয়ত্বাবিকারিণঃ
শাস্বতস্য চ নিত্যত্ব ধর্মত্ব জ্ঞানযোগধর্মপ্রাপ্ত স্মৃথত্বানন্দরূপত্বৈকান্তিকত্বাব্যভিচারিণঃ অমৃতাদি
হত্যবশ পরমানন্দরূপত পরমাত্মনঃ প্রত্যগাত্মা প্রতিষ্ঠা সমাক্ জ্ঞানেন পরমাত্মতয়া নিশ্চীয়েতে
ইতি তদেতৎকৃত্যায় কল্পতে উক্তং যদা চেষ্মশক্ত্যা ভক্তাঃ প্রহ্লাদিপ্রয়োজনায় ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত

প্রবর্ততে সা শক্তিঃ ব্রহ্মবাহুঃ শক্তি-শক্তিমতোরনন্তাদিত্যি প্রায়োহণবা ব্রহ্মপদবাচ্যং সবি-
ক্লকং ব্রহ্ম তত্ত্ব ব্রহ্মণোনির্দিক্কোহহমেব নাঃ। প্রতিষ্ঠাশয়ঃ কিংবিশিষ্টামবগম্যকতাব্যয়ত
ব্যয়রহিত্ত্ব কিক শাশ্বতত্ত্ব চ নিত্যত্ব ধন্যত্ব জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণত্ব সুখম্যা তজ্জনিষ্ঠৈকান্তনিয়তত্ত্ব চ
প্রতিষ্ঠাহমিতি বর্ততে ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ ভগবৎ-পূজ্যপাদ শিষ্য পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্কর

ভাগবতকৃতৌ গীতাভাষ্যে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

আনন্দগিরি ।—বিদ্বান্ ব্রহ্মবত্যর হেতুং পৃচ্ছতি কুতইতি । তত্রোত্তরমাহ উচ্যত-
ইতি । ব্রহ্মপদস্যাসিতি বাধকে মুখ্যার্থগ্রহণমভিপ্রেত্যাহ পরমায়নইতি । তং প্রাতি প্রত্যগায়নো
যং প্রতিষ্ঠাৎ তত্প্রপাদয়তি প্রতিষ্ঠিতীতি । যদব্রহ্ম প্রত্যগায়নি প্রতিষ্ঠিতীতি তৎ কিম্
বিশেষণমিত্যপেক্ষায়ামু ক্তমমৃত্যোত্যাাদি । তত্রামৃত্যুতপদেনাব্যয়শব্দস্য পুনরুক্তিং পরিহার্য্য
অবিকারিণইতি । নিত্যব্রহ্মপদস্যরহিত্যং তেন পূর্বাভ্যামপোনরুক্তং । প্রতিঘিকার্য্য ধর্ম্মপদস্য
ব্রহ্মণ্যরূপপত্তিমাশঙ্কাহ জ্ঞানেতি । অর্থোপায়সম্বন্ধাৎ স্বং ব্যবর্ত্তয়িতুমেকাান্তকসোত্যাং ।
অক্ষরার্থমুক্ত্য বাকার্থমাহ অমৃতাদীতি । প্রতিষ্ঠা যম্মাদিতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ তস্মাৎ প্রত্যগায়
পরমায়তয়ানিশ্চয়তে সম্যকজ্ঞানেনেতি বোজনা অম্য শ্লোকস্য পূর্ব্বশ্লোকেদৈকবাচ্যাতমাহ
তদেতাদিতি । বিবক্ষিতং বাকার্থং প্রপঞ্চয়তি যয়েতি । আসক্তিঃ ব্রহ্মৈবেতি । কথং সামান্য-
ধিকরণ্যং তত্রাহ শক্তিীতি । বাখ্যানান্তরমাহ অববেতি । বিশেষণানি পূর্ব্ববদপোনরুতানি
নেতব্যানি তবনেনাধ্যায়েন ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগস্য সংসারকারণত্বং পঞ্চপ্রস্ননিরূপণধারেন চ
সমাগজ্ঞানস্য সকলসংসারনিবৃত্তিকরমিত্যোতং উপপাদয়তামুমুক্ষোঃ বহুধাপাং গুণৈরচাণ্যত্বাদি
মুক্তস্যায়ত্নসিদ্ধং লক্ষণমিতি নির্দ্ধারিতঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শুদ্ধানন্দ পূজ্যপাদশিষ্য ভগবদানন্দগিরি বিরচিত

শ্রীভগবদ্গীতা ভাষা বিবেচনে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

রামানুজ ।—হি শঙ্কো হিতৌ । যদ্বাদহমযতিচারিত্ত্বিযোগেন সেবিতোহমৃতত্যা-
ব্যয়ত্ব ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা তথা শাস্তত্ব ধন্যত্ব অতিশয়িণীনৈগম্যগম্য ঐকান্তিকম্যা সুখম্যা বাহুধেবঃ
সর্কামত্যাদি নির্দিষ্টম্য জ্ঞানিনঃ প্রাপ্যম্য সুখসোত্যর্থঃ যতপি শাস্তত্বধর্ম্মণঃ প্রাপকবচনঃ
তথাপি পূর্বে ঐরয়োঃ প্রাপ্যলক্ষ্যেন তং সাহচর্য্যাবয়মপি প্রাপ্যলক্ষ্যঃ এতৎকৃতং ভবতি ।
পূর্ব্বত্র "দৈবীহেয়া গুণময়ী মমময়া হুরতয়া । মামেব মে প্রাপ্যত্ব" ইত্যরভ্য গুণাত্ময়স্য
তৎপূর্ব্বকাক্ষরার্থভগবৎপ্রাপ্ত্যানাং ভগবৎপ্রত্যেকোপায় তয়া প্রাপ্তিদি তস্যাং তদেকান্ত ভগ-
বৎপ্রপত্ত্যোপায়ো গুণাত্মকত্বংপূর্ব্বক ব্রহ্মত্বংপ্রতি ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বিরচিতঃ গীতাভাষ্যে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

কাজ্জায়াং বিশেষণানি অমৃতস্ত বিনাশরহিতস্ত অব্যয়স্ত বিপরিণামরহিতস্ত চ শাশ্বততাপক্ষয়-
রহিতস্ত চ ধর্মস্ত জ্ঞাননিষ্ঠাণক্ষণবর্ধপ্রাপ্যস্ত সুখস্ত বিষয়েশ্রিয়সংযোগজন্মঃ বারয়তি ঐকান্তিক-
স্তাব্যভিচারিণঃ সর্বস্বিন্ দেশে কালে চ বিদ্যমানস্ত ঐকান্তিকসুখরূপস্তেত্যর্থঃ, এতাদৃশস্ত
ব্রহ্মণোবদ্যাদহং বাস্তবস্বরূপং তন্মামদ্ব্যক্তং সংসারানুচ্যোত ইতি ভাবঃ। তথাচোক্তং ব্রহ্মণা
ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণং প্রতি,—“একমব্যায়া পুরুষঃ পূর্বাণঃ সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ।
নিতোহক্ষরোহক্সস্বস্থোনিরঞ্জনঃ পূর্ণেহৃদয়োমুক্ত উপাধিতোমুখঃ।” ইতি। সর্বোপাধিশূন্য
আয়া ব্রহ্ম ইমিত্যর্থঃ। শুকেনাপি স্ততিমন্তরৈণবোক্তং,—“সর্বেষামেববস্তুনাং ভাবার্থোভবতি
স্থিতিঃ। তস্তাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্ত রূপাত্ম” ইতি। সর্বেষামেব কাণ্ডবস্তুনাং
ভাবার্থঃ পদমার্থোভবতি কাণ্ডাকারেণ জায়मानে সোপাধিকে ব্রহ্মণি স্থিতিঃ কাণ্ডবস্তুভিত্তিকায়ঃ
কাণ্ডাসভায়া অনভূপগমাৎ, তস্তাপি ভবতঃ কারণস্ত সোপাধিকস্ত ব্রহ্মণোভাবার্থঃ
পদারূপোহর্থোভগবান্ কৃষ্ণঃ সোপাধিকস্ত নিরূপাধিকে কল্পিতত্বাৎ কল্পিতস্ত চাধিষ্ঠানানতিরিক্তাৎ
ভগবতঃ কৃষ্ণস্ত চ সর্বকল্পনাধিষ্ঠানত্বেন পরমার্থসত্যানরূপাধিব্রহ্মরূপ অতঃ কিমতদ্বস্ত
তন্মাক্ষীকৃতাদিত্যদ্বস্ত পারমার্থিকং কিং নিরূপাতাৎ তদেবৈকং পারমার্থিকং নান্তং কিমপীত্যর্থঃ।
তদেতদিদাপ্যুক্তং ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি। অথবা তদ্ব্যক্তস্বভাবমাপ্নোক্তু নাম কথং হু ব্রহ্মভাবায়
কল্পতে ব্রহ্মণঃ সকাশাভবাত্তদাদিত্যশব্দাহ ব্রহ্মণোহীতি। ব্রহ্মণঃ পরমায়নঃ প্রতিষ্ঠা
পর্যাপ্তিরহমেব নতু মস্তিগং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তথাহমৃতস্তানুতীতস্ত মোক্ষস্ত চাব্যয়স্য সর্বধামুচ্ছেদস্য
চ প্রতিষ্ঠাহমেব মধ্যোব মোক্ষঃ পর্যাবসিতোমংপ্রাপ্তিরেব মোক্ষ ইত্যর্থঃ। তথা শাশ্বতস্য
নেত্যমোক্ষকলস্য ধর্মস্য জ্ঞাননিষ্ঠাণক্ষণস্য চ পর্যাপ্তিরহমেব জ্ঞাননিষ্ঠাণক্ষণোদয়োম্যেব
পর্যাবসিতো তেন মস্তিগং কক্ষিৎপ্রাপ্যমিত্যর্থঃ। তথা ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ পর্যাপ্তি-
হমেবপরমানন্দরূপস্য মস্তিগং কক্ষিৎসুখং প্রাপ্যমতীত্যর্থঃ। তন্মাত্রাক্রমেণোক্তং মন্তকো
কল্পয়াম কল্পত ইতি ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকচারণ্য শ্রীবিবেশ্বর সর্বস্বতী শ্রীপাদ শিষ্য শ্রীমদ্রামানন্দ

সর্বস্বতী বিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতা গুঢ়ার্ণ দীপিকায়াং গুণরায়বিভাগ

যোগো নাম চতুর্দশোঃধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ—বিষয়প্রদর্শনদ্বারা বিচারগাথ্যাং দ্বিতীয়াং ভূমিমাং ব্রহ্মণোহীতি। ব্রহ্মণো
বেদস্ত প্রতিষ্ঠা তাৎপর্যেণ পর্যাবসানস্থানং অহমেব অমৃতস্ত কণ্ডবক্ষণোপপদর্শনদ্বারাচমৃত-
সাধনস্ত অব্যয়স্ত অনাদিহাদিনস্তত্বাভ্যাপেক্ষসেবহেনা প্রামাণ্যত্বাকলঙ্কশূন্যত্ব অতঃ প্রামাণ্যভূত-
স্তেত্যর্থঃ, এতেনোপক্রমোপসংহারৌ বিপর্যালোচনয়াবেদ্যাবিরুদ্ধতর্কোপকরণয়াকুংস্রস্ত বেদস্ত
তাৎপর্যমদর্শনকামেন নির্ণেতবামিতিবিচারগাথ্যাংদ্বিতীয়া ভূমিক্তা, তেতুলোপপ্রদর্শনমুখেন
শুভেচ্ছাখ্যাং প্রথমাং ভূমিমাং শাশ্বতস্তেতি, কাম্যধর্মবৎফলদানেন নাশাভাবাৎ ভগবত্বার্থ-
নিতো্য ধর্মঃ শাশ্বতঃ, বিবিধাদিপারংপর্যেণ মোক্ষার্থশাশ্বতফলভেদত্বাৎ শাশ্বতত্বচর্চ

প্রতিষ্ঠাপরমং প্রাপ্যং ফলমহমেব তথা ঐকান্তিকং বিষয়সঙ্গজ্ঞানুৎপত্তাব্যভিচারিস্বরূপভূতং
মোক্ষসুখং তজাপি প্রতিষ্ঠা পরাকাষ্ঠামেব এবং নিকামধর্ষণেবিশুদ্ধচিত্তৈকান্তিকে সূত্রে
স্থিতিভবতি সেরং শুভেচ্ছাখ্যা প্রথনাত্মিঃ, তত্র পরং ভূমিমারোটুমশক্তস্ত পূর্বাপূর্বাভূমি—
রূপদিশতে, যথা ধানেনান্ধানি গম্ভাতীত্যক্ৰনিদিধ্যাসনাশক্তয়া সাঙ্খ্যানামা বিচারতত্ত্বাপ্যশক্তয়া
কর্মযোগেউপদিশতে তদ্বৎ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমৎপদ্মবাক্য প্রমাণমধ্যাদাধুবন্ধরচতুপ রবংশাবতং শ্রীগোবিন্দহরিশ্রনোঃ শ্রীনীলকর্ণস্য
কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্কণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশে চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

বিশ্বনাথ ।—নহু বস্তুজ্ঞানাং কথং নির্গুণ ব্রহ্ম প্রাপ্তিঃ সাত্বাদ্বিতীয় তদেকানুভবমৈব ।।
দত্তবৈতরাহ ব্রহ্মণোহীতি । যস্মাৎ পরম প্রতিষ্ঠামেন প্রসিদ্ধং বদ্বন্ধ তস্যাপ্যহং প্রতিষ্ঠা প্রতি-
ষ্ঠীয়েতেন্মিত্তি প্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ আশ্রয়াদিসু শ্রুতিসু সর্বত্রৈব প্রতিষ্ঠা পদস্য তথার্থত্বাৎ । তথা
অমৃতস্য প্রতিষ্ঠা কিং স্বর্গীয়সুখায়াঃ ন অব্যয়স্যাবিনাশরহিতস্য মোক্ষস্য ইত্যর্থঃ । তথা শাস্ত্রস্য
ধর্মস্য সাধনফল দশয়োরপি নিত্য স্থিতস্য ভক্ত্যাখ্যস্য পরমধর্মস্য অহং প্রতিষ্ঠা তথাৎ প্রাপ্য
দৈকান্তিকভক্তমদ্বন্ধিনঃ সুখস্য প্রেমশচহং প্রতিষ্ঠা অতঃ সর্বস্যাপি মদীনহাং কৈবল্যাকাম-
নমাক্রুতেন মত্তজনেন ব্রহ্মণি লীয়েমানো ব্রহ্মমপি প্রাপ্নোতি । অত্র ব্রহ্মণোহহং প্রতিষ্ঠা বনীভূতং
ব্রহ্মেবাহং যথা বনীভূত প্রকাশ এব স্বর্গমণ্ডলংতদ্বিত্যর্থঃ ইতি স্বামিচরণাঃ । স্বর্গস্য তেজো-
রূপেষেহপি যথা তেজস আশ্রয়ত্বমপ্যুচ্যতে এবমেব কৃষ্ণস্য ব্রহ্মরূপেষেহপি ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠামপি ।
অত্র শ্রীবিষ্ণু পূর্বাপমপি প্রমাণং । “শুভাশ্রয়ঃ স চিত্তস্য সর্বগস্য তথায়নঃ” ইতি ব্যাখ্যাতঞ্চ
তত্রাপিস্বামিচরণৈঃ সর্বগস্য আয়নঃ পরং ব্রহ্মণঃ অপি আশ্রয়ঃ প্রতিষ্ঠা । তদ্রূপং ভগবতা
ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহ মিতি । তথা বিষ্ণুদর্শেহপি নরক দ্বাদশী প্রসঙ্গে “প্রকৃতৌ পুরুষেচৈব
ব্রহ্মণ্যচি স প্রভুঃ । যথৈক এব পুরুষো বাহুদেবো ব্যবস্থিতঃ ।” ইতি তত্রৈব মাসক পূজা
প্রসঙ্গে “যথাত্তাত্তং পরতঃ পরম্যং সব্রহ্ম ভূতাং পরতঃ পরাম্মা” ইতি । তথা হরিবংশেহপি বিপ্র-
কুমারানয়ন প্রসঙ্গে অর্জুনং প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্যং । “তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং নিভজতে জগৎ ।
মমৈব তদ্বনং তেজো জ্ঞাতুমর্হসি ভারত ।” ইতি । ব্রহ্মসংহতাপি “যস্য প্রভা প্রভবতো
জগদ্বকোটি কোটিবিশেষবস্তুমানি বিহৃতি ভিন্নং । তদ্রূপনিবলমনন্ত মশেষভূতং গোবিন্দমাদি
পুরুষং তমহং ভজামি ।” ইতি । অষ্টমস্কন্ধে “মদীয়ং মতিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিভঃ । বেৎ-
স্যাসামুগৃহীতং মে সৎপ্রলৈকিবৃত্তং ছদি ।” ইতি ভগবত্ত্বচ্চ । মধুসূদন সরস্বতী পাশাচ
ব্যাচক্ষ্যতেহয়ং যথা “নহু বস্তুজ্ঞানুৎপত্তাব্যভিচারিস্বরূপভূতং মোক্ষসুখং সকাশা ভবানাদিহা-
নিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মণোহীতি প্রতিষ্ঠা পর্যাপ্তি রহমেবেতি । পর্যাপ্তিঃ পরিপূর্ণতা ইত্যমরঃ ।
“পরাক্রুতং মনদ্বন্দ্বং পরং ব্রহ্ম নবাক্রুতি । সৌন্দর্য্যসার সর্বস্বং বন্দে নন্দাদ্বন্দ্বং মহৎ” ইতুপ
শ্লোকায়ানাহুচ । অনর্থ এব ত্রৈগুণ্যং নিবৈগুণ্যং কৃতার্থতা । তচ্চ ভট্টোপ ভবতীত্যান্যার্থার্থো
নিশ্চিন্তঃ ॥ ইতি সাবার্গসমিগ্যাং তদিগ্যাং ভক্তচেতসাঃ । চতুর্দশোহধ্যায়ঃ গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ
সত্যং ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য।—কেন ভগবদ্ভক্ত চরমে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহারই কারণ এই স্থলে নির্দিষ্ট হইতেছে। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন, ‘যে ব্যক্তি অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে আমার সেবা করে সেই গুণাতীত হইয়া ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়।’ এক্ষণে তিনি ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, তিনিই ঘনীভূত ব্রহ্মস্বরূপ এবং সকল সত্যদর্শের নিদান। প্রথমেই তিনি ব্যক্ত করিতেছেন যে, আমিই ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাতা অর্থাৎ ব্রহ্মেরও যদি কিছু ব্রহ্ম থাকা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সে ব্রহ্ম আমি। অনন্তর ব্রহ্মের স্বরূপ ও তত্ত্ব প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কতিপয় বিশেষণ পদ সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্ম অমৃতস্বরূপ অর্থাৎ তিনি বিনাশশূন্য। তিনি অবয়ব অর্থাৎ বিপরিণাম রহিত। তিনি শাশ্বত অর্থাৎ তিনি জ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম্মযোগে প্রাপ্য। তিনি সুখ স্বরূপ অর্থাৎ পরমানন্দ রূপ। তিনি ঐকান্তিক অর্থাৎ সর্বদেশে ও সর্বকালে তিনি অব্যভিচারী। যে পরমাত্মা উল্লিখিত রূপ ধর্ম্মাক্রান্ত পরব্রহ্ম, তাঁহাব সেবায় যে ভাগ্যবান্ সাধক অব্যভিচারিণী ভক্তিসহকারে নিযুক্ত, তিনি যে চবমে সেই ভাব প্রাপ্ত হইবেন, ইহাতে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, সূর্য্য যেমন ঘনীভূত প্রকাশ, শ্রীভগবান্ও সেইরূপ ঘনীভূত ব্রহ্মের প্রতিমা স্বরূপ। অপিচ তিনি অবয়্বরূপ অমৃত অর্থাৎ মোক্ষের প্রতিমা; কেন না তিনি নিত্যমুক্ত, এবং মোক্ষ সাধনভূত শাশ্বত ধর্ম্মেরও তিনি প্রতিমা, কেন না তিনি শুদ্ধ সত্যাত্মক; তিনি ঐকান্তিক অর্থাৎ অখণ্ডিত স্বথেরও প্রতিমা, কেন না তিনি পরমানন্দরূপ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সরস্বতী মূলস্থিত “প্রতিষ্ঠা” পদের বিকল্পে পর্য্যাপ্তি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মই সকলের পর্য্যায়মান, সকল অব্যয়ত্ব অমৃতত্ব, সকল শাশ্বতত্ব, সকল ধর্ম্ম, সকল সুখ সেই ব্রহ্মেই পর্য্যায়বিশিষ্ট।

গোবৎস সরগোপলক্ষে * ব্রহ্মাও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে স্তব কবিতাজিলেন। যথা; “একস্মাত্মা প্রকমঃ প্রবণঃ সত্যঃ অসংক্লেষোদ্ধবনম্ভ আদ্যঃ। নিত্যোহক্ষরোহিচ্ছাস্রখো নিরঞ্জনঃ পূর্ণোহিব্রহ্মোন্নত উপাধিতো নুতনঃ।”

* গোবৎস চরণ।—একস্মাৎ ইত্যম্ বহুগুণকে বর্ণনেন, তে এবম্ভাষণ। আমবা সকলেই কৃপাৎ হইয়াছি, অতএব অষ্টম্ আমরা এই পুণিনে বসিয়া ভোজন কবি। এই বসিয়া ইত্যম্ গোবৎসগণকে পরিভাষণ করিষ্যে।

অর্থাৎ ‘হে ভগবন্ ! তুমি একমাত্র পরমাত্মা পুরাণ পুরুষ, সত্য স্বরূপ, স্বয়ং জ্যোতির্ধর্ম, অন্তরহিত এবং এই বিশ্বের আদি ; তুমিই নিত্য অক্ষর স্বরূপ, নিত্য সূত্র স্বরূপ নিরঞ্জন পূর্ণ অদ্বিতীয় মুক্ত পুরুষ, কেবল উপাদি দ্বারা মানবরূপে পরিদৃষ্ট ।’ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ১৪ অধ্যায়) শ্রীমদ্ভাগবতে পরমজ্ঞানী শুকদেবও বলিয়াছেন, “সর্বেষামেব বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি-
স্থিতঃ । তস্মাপি ভগবান্ ক্রমঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাং ।” ইহার ভাবার্থ
যথা ; ‘যাবতীয় কার্যরূপ বস্তুর সত্তা অবস্থিত আছে, সেই সোপাদিক
কার্য সমূহের সত্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ; অতএব তিনি ভিন্ন আর কি নিরূপণীয়
আছে ।’

এই শ্লোকোপলক্ষে পূজাপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তী অনেক শাস্ত্রীয়
প্রমাণাদি উদ্ধৃত করিয়াছেন । তন্মধ্যে বিষ্ণু পুরাণ হইতে একটি বচন
পরিগৃহীত হইয়াছে । পুরাকালে ধর্মধ্বজ নামে এক নরপতি ভারতবর্ষে
বিরাজমান ছিলেন । মিতপজ ও ক্রতধ্বজ নামে তাঁহার দুই পুত্র । মিত-
ধ্বজের খাণ্ডিকা নামে এবং ক্রতধ্বজের কেশিধ্বজ নামে পুত্র ছিলেন । এই
জাত্বদ্বয়ের মধ্যে রাজ্য ও বিষয়োপলক্ষে অতি ভয়ানক বিবাদ ছিল । তদু-

কিয়দূরে সহচরগণের সঙ্গিত ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন । গো-পণ এবং বৎসগণ চরিতে চরিতে এক বন মধ্যে
প্রবেশ করিল । তখন গোপগণকে না দেখিয়া বরস্তোত্রা উদ্বিগ্ন হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া গো-
দলের অশ্বপণে গমন করিলেন । এদিকে ব্রহ্মা বালকরূপী শ্রীহরির মহিমা বিবরণে সন্দেহান হইয়া তাঁহাকে পরীক্ষা
করিবার জন্য মায়াবাল গোবৎসগণকে ও রাণালগণকে হরণ করিলেন, এবং এক পর্বত গুহার তাহাদিগকে
যোগবলে নিজাময় করিয়া প্রস্থান করিলেন । অন্তর্ধানী শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার এই কার্য অবগত হইলেন, এবং গো বল
সহ বরস্তোত্রগণে উদ্ধারে সক্ষম হইলেন ও কল ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত করিবার নিমিত্তই যাহাবলে অস্ত্র ধেনু বৎস
ও বরস্তোত্রগণকে সৃষ্টি করিলেন । এ বাপার কেহই জানিতে পারিল না, এমন কি বলদেবও ভগবানের মায়ায়
মুগ্ধ হইলেন । এইরূপ ব্রহ্মার এককটী কাল অর্থাৎ পৃথিবীর এক বৎসর অজ্ঞাত হইলে ব্রহ্মা পুনরায় ব্রহ্মধামে
উপস্থিত হইলেন । তিনি শুধা মধ্যে গো বৎস রাণালগণকে নিমিত্ত দেখিলেন । অনন্তর দেখিতে পাইলেন
সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণ সেই সকল গোপ বালকগণে পরিবৃত্ত হইয়া সেই সমস্ত গোবৎসগণকে চারণ করিতেছেন ।
ইহা দেখিয়া ব্রহ্মা বিস্ময়ান্বিত হইলেন তিনি ভগবানের অনন্তমহিমার বিবরণ অবগত হইয়া সমস্তে শ্রীহরির নিকট
উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তি পদপদ বচনে তাঁহার স্তুত কবিত্তে লাগিলেন । প্রজাপতির স্তুত সম্বন্ধে হইয়া শ্রীকৃষ্ণ
তাঁহাকে স্তুত প্রদান করিলে ব্রহ্মা স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । অনন্তর ভগবান্ মারাত্মক গোবৎস রাণালগণকে
অস্বহীন করিয়া গুণ্যমাখিত্ত মাহা নিজেচ্ছন্ন ধেনুগণ ও বরস্তোত্রগণকে উদ্ধার করিলেন । তাহার পরোপাধিতে
জ্ঞান উদ্বিগ্ন হইয়া পুনরায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল । মারাত্মক হেতু তাহার এই এক বৎসর
কালকে এক ক্ষণমাত্র অশ্রুতব করল ।

পলক্ষে খাণ্ডিক্য কেশিধ্বজ কর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং কতিপয় অনুরত ও মন্ত্রী সমভিব্যাহারে বনবাস আশ্রয় করিয়াছিলেন। একদা কেশিধ্বজ অরণ্য বিশেষে কোন যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সহসা এক ভয়ানক ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহার যজ্ঞধেনু বিনষ্ট করিল। যজ্ঞসমাপ্তি হইল না, অধিকন্তু গাভীর অপঘাত মৃত্যুজনিত আশঙ্কায় সমুচিত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার জন্য তিনি কশেরু নামক মহর্ষির সমীপস্থ হইলেন। কশেরু ভৃগুনন্দন শুনকের নিকট গমন করিতে পরামর্শ দিলেন। রাজাকে শুনক বলিয়া দিলেন যে, এ সম্বন্ধে খাণ্ডিক্য যথোচিত ব্যবস্থা প্রদানে সক্ষম, অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর। তদনন্তর রাজা কেশীধ্বজ রথারোহণে মুগচর্ম্ম ধারণ করিয়া খাণ্ডিক্যের নিকট উপনীত হইলেন। খাণ্ডিক্য শত্রু সমাগত দেখিয়া কেশিধ্বজকে বধ করিতে উদ্যত হইলে রাজা মনের ভাব যথাযথরূপে বুঝাইয়া দিলেন। তখন খাণ্ডিক্য শাস্ত হইয়া বিহিত কর্তব্যোপদেশ প্রদান করিলেন। কেশিধ্বজ যজ্ঞস্থলে প্রত্যাগত হইয়া আরক্ত কৰ্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। কিন্তু ক্রিয়া সমাপনান্তে তাঁহার মনে হইল, খাণ্ডিক্যকে গুরু স্থলাভিষিক্ত করিয়া উপদেশ গ্রহণ করা হইয়াছে, অথচ গুরুদক্ষিণা প্রদান করা হয় নাই, অতএব তিনি পুনরায় খাণ্ডিক্যের আশ্রমে আগমন করিলেন। এবং সর্গ প্রকারে তাঁহার প্রার্থনানুরূপ দক্ষিণা প্রদানে প্রস্তুত হইলেন। খাণ্ডিক্য সেই সময়ে সমাগরা বসুন্ধরার রাজত্ব কান্না করিলে দক্ষিণা স্বরূপে তাহা পাইতে পরিতেন। কিন্তু সেরূপ প্রার্থনা না করিয়া খাণ্ডিক্য দুঃখনিবৃত্তির উপায় জ্ঞানের প্রার্থনা করিলেন। তখন কেশিধ্বজ যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহারই একতম শ্লোক এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। 'তদযথা, "শুভাশ্রমঃ স চিন্তস্ত সর্গগস্য তথাত্মনঃ । ত্রিভাবভাবনাতীতো মুক্তয়ে যোগিনাং নৃপ ।" ইহার ভাবার্থ এই যে, 'সেই বিষ্ণু সকল মঙ্গলের আদার স্বরূপ, তিনি চিন্তের এবং সর্বব্যাপী আত্মার আশ্রয়। তিনি জগদ্রূপ জরারূপ ত্রিবিধ ভাব চিন্তার অতীত পুরুষ, এবং যোগিগণের মুক্তির কারণ।' * (বিষ্ণু পুরাণ ৬ষ্ঠ অংশ ৭ম অধ্যায় ৭ম শ্লোক)।

* ধর্ম্মভারত কুহলজের পুত্র কেশিধ্বজ যে সকল তত্ত্ব বুঝা যাইতামন্দন খাণ্ডিক্য সমীপে গিয়া

তদনন্তর মহাত্মারূপ কল্পপাদপের পরিশিষ্টাংশ স্বরূপ হরিবংশ হইতে অথ এক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । একদা এক ব্রাহ্মণ কাতরভাবে দ্বারকায় যজ্ঞদীক্ষিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সমীপে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন যে, তাঁহার পত্নী সন্তান প্রসব করিবামাত্রই স্মৃতিকাগার হইতে সন্তান অপহৃত হয় । বারংবার সেইরূপ ঘটনা ঘটতেছে । কোনও উপায়ে ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য তিনি ভগবানের শরণাগত হইয়াছেন । কারণ আবার তাঁহার পত্নী অসম্ভবপ্রসবা । নারায়ণ কৃপা করিলে তাঁহার পুত্রশোক নিবারিত হইতে পারে । যজ্ঞ দীক্ষিত শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের সাহা-য্যার্থে স্বয়ং গমনে অশক্ত হইয়া অৰ্জুনকে রথি ও অঙ্কক বংশীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে যথাস্থানে গমন পূর্বক ব্রাহ্মণের সন্তান রক্ষা করিতে আদেশ করিলেন । অৰ্জুন কর্তব্য পালনার্থ সনৈশ্চৈ ব্রাহ্মণের সহিত নিষ্টিষ্ট স্থানে উপনীত হইলেন । ব্রাহ্মণী অচিরকাল মধ্যে পুত্র প্রসব করিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সকলের সকল সাবধানতা ব্যর্থ করিয়া ছুর্ত নিশাচর বিপ্রকুমারকে হরণ করিল । অৰ্জুনও তাঁহার সৈন্তগণ কোন ক্রমেই সন্তানের উদ্ধার করিতে পারিলেন না । তখন লজ্জায় স্ত্রিয়মাণ অৰ্জুন সনৈশ্চৈ শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রত্যাগত হইলেন । ব্রাহ্মণও উপস্থিত হইয়া গোবিন্দের নিকট আপ-নার কাতরতা প্রকাশ করিলেন । তখন ভূভারহারী নারায়ণ রথেরোহণ পূর্বক অৰ্জুনও দারুককে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র ও পর্বতাদি অতিক্রম করিতে করিতে অঙ্ককারময় প্রদেশে গমন করিলেন । স্বকীয় সূদর্শন চক্র দ্বারা সেই অঙ্ককার নিরাকৃত করিয়া অত্যাশ্রয় রমণীয় আলোকের উদ্ভব করিলেন, এবং আপনি সেই তেজোরশির মধ্যে বিগীন হইলেন । অনতিকাল পরে শ্রীকৃষ্ণ অপহৃত ব্রাহ্মণকুমার চতুষ্টয় সহ প্রত্যাগমন করিলেন । স্বস্থানে পুনরাগমন করার পর অৰ্জুন এই সকল অন্তর্ভুক্ত রহস্যের রসান্ত জানিতে ইচ্ছা করিলে নারায়ণ তাঁহাকে স্বকীয় তত্ত্ব বুঝাইবার অভিপ্রায়ে যে উপদেশ ব্যক্ত করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত শ্লোক তাহারই অন্যতম । তদ-যথা ; “তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সর্বং বিভজ্যতে জগৎ । মমৈব তদ্বচনং

বাক্য করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে সংক্ষেপে ও সংলগ্নে অকৃত, ভূত, ধ্যান, যোগ ও সমাধির বিষয়ে অতি প্রশংসিত আছে । বাহ্য ভাবে এ হলে তাহা উদ্ধৃত হইল না । (বহু পুণ্যের এই ৬ষ্ঠ অংশ আশু পাঠ্য) ।

‘তজ্জো জ্ঞাতুমহঁসি ভারত !’ ইহার ভাবার্থ এই যে, ‘সেই মর্ষ শ্রেষ্ঠ
পরম ব্রহ্ম সকল জগৎকে বিভাগ করেন, হে অর্জুন ! সেই ঘনজ্যোতি
আমারই তেজঃস্বরূপ ইহাই জানিও ।’ (হরিবংশ বিষ্ণুপর্ক ১৭২ তম
অধ্যায়)

অনন্তর শ্রীমদ্ভগবত ইহাতে আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।
‘নিমিত্তিক লয়কালে নিদ্রিত ব্রহ্মার মুখ হইতে ঞ্জসাম যজ্ঞঃ অর্থশ্চ বেদ-
নিচয় উৎপন্ন হইয়াছিল । দানব * হয়গ্রীব সেই বেদ সমূহ অপহরণ
করিতেছে জানিতে পারিয়া শ্রীভগবান্ তরুঙ্গার বাসনায় এক ক্ষুদ্র সফরী
রূপ ধারণ করিলেন । রাজা সত্যব্রত † একদা রুতমালা নদীতে স্নান
করিয়া নিত্যকৃত্য সম্পাদন করিতেছিলেন । সেই সময় তাঁহার অঞ্জলি
মধ্যে উল্লিখিত সফরী প্রবেশ করিলেন । ক্ষুদ্র মৎস্যকে অঞ্জলি মধ্যে
মাগত দেখিয়া করুণাপূর্ণ রাজা তাঁহাকে জপে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত
হইলেন । তখন সফরী কাতরভাবে জানাইলেন যে, জলে বিস্তর শত্রু
গণ করে, তন্মধ্যে জীবন রক্ষা করা অসম্ভব । অতএব রাজার শরণা-
গত হইয়া তিনি কোন নিরুপদ্রব স্থানের প্রার্থনা করিতেছেন । মৎস্য
গণের দয়াজ্ঞ হইয়া রাজা তাহাকে এক বারিপূর্ণ ঘটে স্থাপন করিলেন ।
কিন্তু অনতিকাল মধ্যে মৎস্য পরিপুষ্ট হইয়া সমস্ত ঘট অধিকার করিলেন,
এবং বৃহত্তর স্থানের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, তখন সত্যব্রত সেই মৎস্যকে
এক মণিকঙ্কে (বৃহৎ জলপাত্র) স্থাপন করিলেন । অল্পকালেই বিরক্ত মৎস্য-

* হয়গ্রীব।—বেদাপহরণকারী হয়গ্রীবকে প্রলয়ান্ত্রে মৎস্যরূপী ভগবান্ বধ করিয়া বেদের উদ্ধার করিয়া
লেন ।

† সত্যব্রত।—ত্রিধ্বনস্ত্র্যাক্ষণঃ, তস্মাৎ সত্যব্রতঃ । যোক্তব্যে ত্রিশকুণ্ডজামবাপ চাণ্ডালভায়ুগতস্ত ।
দশমদ্বিত্যামনারুটীং নিবাসিতকলরাপচাপোদগার্যং চাণ্ডালপ্রতিগতগণকচরণাং চ জাহ্নবীতীরে স্যেথো
গমংসমস্তবিনং ববন্ধ । পবিত্রত্বেন চ নিবাসিত্রেণ সশরীরঃ পূর্ণমারোপিতঃ । ত্রিশকুণ্ডজামবাপঃ । (বিষ্ণু
পুরাণ চতুর্থোঃ অধ্যায়ঃ ১০) অর্থাৎ ত্রিধ্বজার পুত্র ত্র্যাক্ষণ, ত্র্যাক্ষণের পুত্র সত্যব্রত । তিনি ত্রিশকু
ণ্ডে নিবাসিত । এই সত্যব্রত চাণ্ডালস্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । একসময়ে দ্বাদশবৎসর যাবৎ স্নান্যুষ্টি হইলে ত্রিশকু
ণ্ডের নিবাসিত্রেণ ভবণ পোষণের নিমিত্ত গুপ্তভাবে গজাচীরে গটগুকে প্রতিদিন মাস বন্ধন করিয়া
পিয়া আসিতেন । কাণ্ড তিনি জানিতেন, নিবাসিত চাণ্ডালের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রতিগত করিলেন
। তাঁহার এই ব্যবসার নিবাসিত পরিভূত হইয়া তাঁহাকে সশরীরে অর্পণ পদন করাইয়াছিলেন । এই
শকুণ্ডের পুত্র অশ্বপতি দান-বীর হইলেন ।

দেহে সেই মণিকঙ্ক পূর্ণ হইল । তখন রাজা ক্রমাশয়ে তাঁহাকে জগাশয়ে ছু-
ও হ্রদে নিক্ষেপ করিলেন । সেই বিস্তীর্ণ হ্রদেও মৎস্য দেহের স্থান
সংকুলান হইতেছে না দেখিয়া রাজা বুঝিলেন, এই মৎস্য নিশ্চয়ই ভগবান্ ।
তখন রাজা সত্যব্রত বিবিধ বিধানে সেই মৎস্যরূপী ভগবানের স্তব করিতে
লাগিলেন । রাজার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া মৎস্যাবতার বলিলেন, ‘অতি
অল্পকাল মধ্যে সংসারের প্রলয় কাল উপস্থিত হইবে । তখন ভূভুবাদি
লোক সমূহ অতল সলিলে নিমগ্ন হইবে । সেইরূপ অবস্থা ঘটবার পূর্বেই,
তোমার নিকট এক প্রকাণ্ড নৌকা আসিয়া উপস্থিত হইবে ; তুমি সপ্তর্ষি-
গণ ও সর্ষ প্রকার প্রাণি, সর্ষপ্রকার ওষধি, সর্ষপ্রকার বীজসহ সেই অর্ণব-
বানে আরোহণ করিবে । তখন ভয়ানক অন্ধকারে বিধ্ব আচ্ছন্ন হইলেও
তোমার ভ্রমণে কোন ব্যাঘাত হইবে না । অনন্তর প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ষ উপ-
স্থিত হইবে তাহাতে তোমার সেই তরণী কম্পিত হইতে থাকিবে । সেই
সময় আমি তোমার নিকট উপস্থিত হইব এবং তুমি রহং সর্গরূপ রজ্জুদ্বারা
তরণীকে আমার শৃঙ্গে বন্ধন করিয়া দিবে । যতদিন প্রলয়াস্ত না হয়,
ততদিন পর্য্যন্ত আমি সেই তরণী লইয়া ভ্রমণ করিব । তদনন্তর তোমার
প্রশ্নোত্তরে আমার পরম ব্রহ্ম বিমগ্নক মহিমা তোমাকে বিজ্ঞাপিত করিব ।’
মৎস্যরূপী ভগবানের সেই বাক্যাংশ এ স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে । তদ্ব্যথা ;
“মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতং । বেৎস্যস্তনুগৃহীতং মে সং-
প্রাশ্নৈ বিব্রতং হৃদি ।” ইহার ভাবার্থ যথা ; ‘তোমার প্রশ্নে আমি স্বীয়
পরব্রহ্ম পদবাচ্য মহিমা তোমার নিকট বিব্রত করিব, তুমি আমার
প্রশ্নাদে তাহা হৃদয়ে ধারণা করিতে সগর্গ হইবে ।’ (শ্রীমদ্ভাগবত ৮ম স্কন্ধ
২৪ শ অধ্যায় ২০ শ্লোক) এতরূপলক্ষে রাজা সত্যব্রত ভগবানের যে স্তব
করিয়াছিলেন, তাহা অতি সুমধুর । এ জন্ত তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল ।
যথা ; “রাজোবাচ । অনাদ্যবিদ্যোপহতাঙ্গসংবিদস্তম্মূলংসংসারপরি-
শ্রমাতুরাঃ । যদৃচ্ছয়েহোপস্রুতা যমাপ্নুয়ুর্বিমুক্তিদো নঃ পরমোগুরুভবান্ ॥
জনোহিবুধোহয়ং নিজকর্মবন্ধনঃ সুখেচ্ছয়া কর্ম সমীহতে সুখং । যৎ
সেবয়া তাং বিধুনোত্যসম্মতিং গ্রহিৎ স ভিন্দ্যাদ্ভদ্রং স নো গুরুঃ ॥ যৎ
সেবয়াগ্নেরির রুদ্ররোদনং পুমান্ বিজ্ঞান্মলমাত্মনস্তমঃ । ভজেত বর্ণং নিজ-
মেঘ মোহব্যয়ো ভুয়াৎ স কৈশঃ পরমো গুরোগুরুঃ ॥ ন যৎ প্রসাদাযুতভাগ-

লেশমন্ত্রে চ দেবা গুরবো জনাঃ স্বয়ং । কর্তুং সমেতাঃ প্রভবন্তি পুংস
সুতীশ্বরং ত্বাং শরণং প্রপদ্যে । অচক্ষুরক্ষ্য যথাগ্রীঃকৃত ত্বথা জনস্তা-
বিদুষোহবুধো গুরুঃ । ত্বমর্কদৃক্ সর্কদৃশাং সমীক্ষণো রূতো গুরু ন স্বগতিং
বুভুৎসতাং ॥ জনো জনস্তাদিশতেহসতীং গতিং যথা প্রপদ্যোত তুরতাং
ঃ । ত্বং ত্বব্যয়ং জ্ঞানমমোঘমঙ্গলা প্রপদ্যতে যেন জনো নিজং পদং ॥

• ঈর্ষলোকস্থ সুহৃৎ প্রিয়েশ্বরো ছায়া গুরুষ্ঠানমভীষ্টেনিদ্ধিঃ । তথাপি
লোকো ন ভবন্তমন্ত্রধীর্জানতি সন্তং হৃদি বদ্ধকামঃ ॥" (শ্রীমদ্ভগবত ৮ম
স্কন্ধ ২৪ অধ্যায় ২৫—৩১ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা ; হে ভগবন্ ! যাহা-
দের জ্ঞান অবিদ্যা দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং যাহারা এই সংসারে পুনঃ পুনঃ
পরিভ্রমণ করিয়া অতিশয় শ্রান্ত, তাহারাও আপনারই রূপায় আপনার
চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; অতএব আপনিই
আমাদের মুক্তিপ্রদাতা পরম গুরু । নিজ কর্মই এই অবোধ ব্যক্তির বন্ধন
হইয়াছে, এ কেবল সুখেছায় কর্মানুষ্ঠান করে ; কিন্তু আপনার সেবা
করিলে সেই সুখেছা বিসর্জিত হয়, অতএব আপনিই আমাদের পরম
গুরুরূপে হৃদয় গ্রহি ছেদন করেন । রজত যদ্রূপ অগ্নিসেবা দ্বারা নিজ
মলিনতা পরিত্যাগপূর্বক স্বীয় স্বাভাবিক রূপ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আপনার
সেবা দ্বারা পুরুষ অন্তঃকরণের তমোগল পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত
হয় ; আপনি অব্যয়, দেশ, গুরুরও পরমগুরু, অতএব আমাদের গুরু
হউন । দেবতা, গুরু এবং মহাজনগণ যাঁহার প্রসাদের অমৃত ভাগের এক
ভাগ পরিমিত প্রসন্নতা দান করিতে সমর্থ হয় না, আপনি সেই ঈশ্বর,
আমি আপনার শরণাগত হইলাম । অন্ধব্যক্তি যেমন অন্ধকে আপনার
পথপ্রদর্শক স্থির করে, সেইরূপ অবিদ্বান্গণ অবোধ ব্যক্তিকে গুরু বলিয়া
স্বীকার করে ; কিন্তু আমি আপনাকেই গুরুরূপে বরণ করি, কারণ আপ-
নার জ্ঞান অর্কপ্রকাশ তুল্য স্বতঃসিদ্ধ এবং আপনি ইন্দ্রিয় সমূহের
প্রকাশক । প্রাকৃত গুরু লোককে অনর্থক অর্থকামাদির উপদেশ প্রদান
করে, তাহাতে মনুষ্যাগণ আরও তমসারত তুরতাং সংসারে বদ্ধ হয় ;
কিন্তু আপনি সেরূপ গুরু নহেন ; কারণ আপনি যে উপদেশ প্রদান
করেন, তাহা অব্যয় অমোঘ, তদ্বারা জীব স্ব স্বরূপ প্রাপ্ত হয় । হে
প্রভো ! আপনি সকলেরই সুহৃৎ, প্রিয়, ঈশ্বর, আত্মা, গুরু, জ্ঞান এবং

অভীষ্টসিদ্ধি স্বরূপ, তথাপি লোকে কামনাবদ্ধ হেতু অন্তবুদ্ধি হইয়া স্বীয় হৃদয়স্থ আপনাকে জানিতে পারে না ।

এই সকল প্রমাণ দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সূর্য্য তেজোময় ও তেজরূপ হইলেও যেমন তাঁহাকে তেজের আশ্রয় বলিয়া উল্লেখ করা হয়, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মরূপ হইলেও তাঁহাকে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় বলা যাইতে পারে ॥ ২৭ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার বাক্য । গুণের আনন্দ শ্রীকৃষ্ণের অধীন, ভগবদ্ভক্তগণ এই ভবসিন্ধু সুখে অতিক্রম করিয়া ধংকেন, এই তত্ত্ব চতুর্দশাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যভূষণের উপসংহার বাক্য । গুণযোগেই সংসার বন্ধন ঘটয়া থাকে, গুণের অবসান হইলেই মোক্ষলাভ করা যায় ; কেবল হরিভক্তির প্রভাবেই সেই সিদ্ধি প্রাপ্য, ইহাই চতুর্দশাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিষ্ণুনাথের উপসংহার বাক্য । ত্রিগুণাধীনতাই অনর্থের হেতু, এবং নিঃশ্রেণ্য ভাবই কৃতার্থতালাভের কারণ ; ভগবদ্ভক্তেরই সেই অবস্থা ঘটয়া থাকে ; ইহাই এই অধ্যায়ের সারার্থ ।

তাৎপর্য্য সমাপ্ত ।

সামান্যমুনি ।—“গুণবদ্ধবিশেষে তেযাং কর্তৃত্বং তন্নিবর্তনং । গতিত্রয়স্বমূলকং চতুর্দশ উদীৰ্য্যতে ॥”

তাৎপর্য্য ।—বন্ধনের হেতুভূত বলিয়াই গুণসমূহের কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ; তাহা-
নিগকে নিবৃত্তি করিতে পারিলে গতিত্রয়সহ স্বকীয় মূলেরও নিবৃত্তি হয়, ইহাই চতুর্দশে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

উদ্ধমূলমধঃশাখমশ্বখং প্রাহুরব্যয়ম্ ।

ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যন্তুং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥

অহম্ ।—শ্রীভগবান্ উবাচ (কথয়ামাস) । [সংসারং] উদ্ধমূলং ৫
উদ্ধমূলং কারণং যস্য তম্) অধঃশাখং (অঃ অর্ধাটীনাঃ শাখাঃ ৫
জীবরূপাঃ যস্য তম্) অশ্বখং (শ্বঃ প্রভাতপর্য্যন্তং ন স্থাস্যতি ইতি
তম্) প্রাহুঃ (কথয়ামাসুঃ) [প্রত্যয়ঃ], ছন্দাংসি (বেদাঃ) যস্য
সংসাররূপস্য) পর্ণানি (পত্রস্বরূপানি), তং (ইখং সংসাররূপং অশ্বখং)
যঃ বেদ (জানাতি) সঃ বেদবিৎ (বেদজ্ঞঃ) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, [সংসারকে] উদ্ধমূল অধঃ-
শাখাবিশিষ্ট অশ্বখ বলেন [প্রভৃতি-সমূহ], বেদ-সকল যাহার পত্র,
সেই-অশ্বখকে যিনি জ্ঞাত-হন, তিনি বেদজ্ঞ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, এই সংসাররূপরূপ কল্য প্রভাত
পর্য্যন্তও থাকিবে কিনা ভবিষ্যে অনিশ্চয়তা থাকায় অশ্বখ নামে
কথিত হয়, ইহার মূল উদ্ধে অর্থাৎ উত্তম উৎকৃষ্ট মূলস্বরূপ, ইহার
শাখাসমূহ অধোগামী অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদি জীবগণ ইহার অধোমুখ
শাখাস্বরূপ, বেদ সকল ইহার পত্র স্বরূপ, যিনি এতাদৃশ অশ্বখকে
বিশেষরূপে অবগত আছেন, তিনিই যথার্থ বেদার্থবিৎ ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যস্মিন্মনসীনাং কন্দিমাং কপ্পকলং জ্ঞানিনাঞ্চ জ্ঞানযোগদ্বর্ষপ্রাপ্যং সুখঞ্চ
জ্ঞানফলমতোভুক্তিবোগেন মাং যে সেবন্তে মংপ্রসাদাং জ্ঞানপ্রাপ্তিরূপেণ গুণাভীতা মোক্ষং
গচ্ছন্তি কিমুক্তব্যমায়নস্তবঃ সম্যক্ বিজানন্ত ইত্যতোভগবানজ্জ্ঞেনাপূষ্টমপ্যায়নস্তবঃ বিবক্ষ-
কবাচ উদ্ধমূলমিতি । তত্র তাবচ্ছবরূপককল্পনয়া বৈরাগ্যাভ্যন্তোঃ সংসারস্বরূপং বর্ণয়তি বিরক্তস্ত
হি সংসারাং ভগবন্তব্জ্ঞানেনোপকারোনাশ্রয়তঃ উদ্ধমূলমিতি । উদ্ধমূলং কালতঃ সঙ্গত্যাং কারণ-

যাং নিত্যস্বান্নহৃদ্যোচ্চৈর্দ্বিমুচ্যতে ব্রহ্মব্যক্তমায়াশক্তিমন্তমূলমন্ত্রোতি সোহয়ং সংসারবৃক্ষ উর্দ্ধমূলঃ
 ঋতেশ্চ "উর্দ্ধমূলোহবাক্ষ্যথ" ইতি । পুরাণে "চাব্যক্তমূলপ্রভবস্তত্ত্ববাহুগ্ৰহোথিতঃ । বুদ্ধিস্বক-
 ময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ । মহাত্মতপ্রশাখশ্চ বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা । ধর্মাদ্বন্দ্বমূলপুষ্পশ্চ সূখ-
 দুঃখফলোদয়ঃ । অগ্নীব্যঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ । এতদ্ভ্রূবনকৈব ব্রহ্মাচরতি
 নিত্যশঃ । এতৎ ছিত্ব চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা । ততশ্চাত্মীরতিং প্রাপ্য যস্মান্নাবর্ততে
 পুনঃ ।" ইত্যাদি । তদুর্দ্ধমূলং সংসারং মায়াময়ং বৃক্ষমধঃশাখং মহদহঙ্কারতন্মাত্রাদয়ঃ শাখা
 ইবাস্ত্রাধোভবন্তীতি সোহহয়মধঃশাখস্তমধঃশাখং, ন যোহপি স্থান্ত্রতে ইত্যম্ব্যস্তং ক্ষণপ্রধ্বংসিন-
 মম্ব্যং প্রাহঃ কথয়ন্তি প্রতীবাণা ইত্যবয়ং সংসারং মায়াময়ং অনাদিকালপ্রবৃত্তত্বং সোহয়ং
 সংসারবৃক্ষোহব্যয়ং অনাদ্যনন্তদেহাদিসত্ত্বানাশ্রয়োহি স্তপ্রসিক্তমব্যয়ং, তৈস্যব সংসারবৃক্ষস্য ইদ-
 মন্ত্রাংশিষষণান্তরং ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি ছন্দাংসি ছাদনাদস্য ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণানি যস্য সংসার-
 বৃক্ষস্য পর্ণানীব পর্ণানি যথা বৃক্ষস্ত রক্ষণার্থানি পর্ণানি তথা বেদাঃ সংসারবৃক্ষপরিরক্ষণার্থধর্ম-
 তক্কেতুফলপ্রকাশনার্থাং যথা ব্যাখ্যাতঃ সংসারবৃক্ষং সমূলং যন্তং বেদ স বেদবিদেদার্থবিদি-
 ত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

আনন্দগিরি ।—জ্ঞানেন গুণাত্ময়ে দর্শিতে নাশিত্বে তেবাং বিজ্ঞানেনাত্মাদানশিষে
 তেনাপি তদযোগাত্মন জ্ঞানং গুণাত্ময়েহতুরিত্যাশঙ্ক্যং নিরস্য সাক্ষাদেব শ্রবণাদিহেতুং
 সন্ন্যাসং বিধিৎসুঃ ব্রহ্মস্বয় পরমপুরুষার্থতাক্ষং বিবক্ষুরধ্যায়ান্তরমারভতে যস্মাদিতি । কর্ম্মিণো
 জ্ঞানিনশ্চ শাস্ত্রেহধিকৃতাঃ তত্র কর্ম্মিণাং কর্ম্মানুকূলং ফলমীশ্বরায়ত্তং ফলমত উপপত্তেরিতি
 জ্ঞানং জ্ঞানিনামপি তৎফলমীশ্বরায়ত্তমেব ততোহস্য বদ্ধবিপর্যয়াবিভ্রাত্ত্বাং যস্মাদেব
 তস্মাদ্ য়ে ভক্ত্যাথেন যোগেন মামেব দেবন্তে তে মৎপ্রসাদদ্বারা জ্ঞানং প্রাপ্য তেন গুণা-
 ত্তীতা মুক্তা ভবন্তীতি স্থিতিমিত্যর্থঃ, যে জ্ঞাননস্তস্বমেব সন্দেহাত্তপোহেন জ্ঞানন্তি তেন জ্ঞানেন
 গুণাত্তীতাঃ সন্তো মুক্তিং গচ্ছন্তীতি কিম্ বক্তব্যমিত্যর্থঃ । সিন্ধুমর্থমাহ কিম্ বক্তব্যমিতি ।
 আয়ত্তব্রাজানং যতঃ সংসারহেতুঃ জ্ঞানং মোক্ষানুকূলমতোহজ্ঞানেন কিন্তুদিত্যপৃষ্টমপি তত্ত্বম্
 ভগবান্নুক্তবান্ প্রস্তাবাবেপি তস্ত তদব্যুৎপাদনাভিমানাদিত্যাহ অতীতি । তত্ত্বোতি বাক্যতে ।
 কিমিতি সংসারো বর্ণ্যতে তত্রাহ তত্রোতি । অধ্যায়াদিঃ সপ্তমার্থঃ । বৈরাগ্যমপি কিমিতি
 মুগ্যতে তত্রাহ বিরক্তস্তেতি । ইতি বৈরাগ্যায় সংসারবর্ণনমিতিশেষঃ । নাশসত্ত্বাবন্যৈ বৃক্ষরূপকং
 বদ্ধহেতোদর্শয়তি উর্দ্ধমূলমিতি । কথং কালতঃ স্মৃৎসং তদাহ কারণত্বাদিতি । তদেব কথং
 কার্য্যাপেক্ষয়া নিয়তপূর্ব্ভাবিষ্যাদনাদিত্যাহ নিত্যবাদিতি । সর্বব্যাপিত্যজ্যোৎকর্ষঃ সত্ত্বাব-
 ন্তি মহত্বোক্তি । উর্দ্ধমুচ্ছিতমুৎকৃষ্টমিতি যাবৎ । তস্ত কূটস্থস্ত কথং মূলত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ
 অব্যক্তোতি স্তুতিমূলত্বেন ঐতিমুদাহরতি ঋতেশ্চোক্তি । অর্কীকো মিকৃষ্টাঃ শাখাইব মহদাত্মা যন্ত
 স তর্থা প্রকৃতে সংসারবৃক্ষে পুরাণসম্মতিমাহ পুরাণে চেতি । অব্যক্তমব্যাকৃতং তদেব মূলং
 তস্মাৎ প্রভবনং প্রভবো যন্ত স তথা তস্মৈব মূলস্তাবক্তস্তানুগ্রহাদতিদৃঢ়বাহিত্যঃ সর্ধকিতঃ ।
 তস্ত লৌকিকবৃক্ষস্ত সাধর্ম্যমাহ বুদ্ধীত্যাदिना । বৃক্ষস্ত হি শাখাঃ স্বকাত্ত্ববন্তি সংসারস্ত চ বৃক্ষে:

সকশাশানাপরিণামা জায়ন্তে তেন বৃদ্ধিরেব স্বকৃতময়ন্তং প্রচুরোহয়ং সংসারতরুঃ ইন্দ্রিয়গামন্তরাপি
 ছিদ্রাপি কোটরাপি যন্ত স তথা মহান্তি ভূতানি পৃথিব্যাদীজ্ঞাকশান্তানি বিশাখন্তথো যন্ত তথা
 আজীব্যমুপজীব্যস্বং ব্রহ্মণাধিষ্ঠিতো বৃক্ষো ব্রহ্মবৃক্ষস্তথাপি জ্ঞানং বিনা ছেত্তুমশকাতরা সনাতনঃ
 চিরন্তনঃ এতচ্চ ব্রহ্মণঃ পরস্তায়নো বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়মত্র হি ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিতং তন্ত বৃক্ষস্ত
 সারাংশস্ত তদেব ব্রহ্ম সারভূতং অথবাশ্চ ব্রহ্মবৃক্ষস্থানবচ্ছিন্নস্ত সংসারমণ্ডলস্ত তদেতদ্ ব্রহ্ম
 মিব বনং বননীয়ং সম্ভজনীয়ং নহি ব্রহ্মাতিরিক্তং সংসারস্তাস্পদমন্তি ব্রহ্মৈবাবিভক্তা সংসারতী-
 ভূপগমাদিতার্থঃ । অহং ব্রহ্মেতি দৃঢ়জ্ঞানেনোক্তং সংসার বৃক্ষং ছিবা প্রতিবন্ধকভাবাদাশ্ব-
 ত্তো ভূত্বা পুনরাবুত্তিরহিতং কৈবল্যং প্রাপ্নোতীত্যাহ এতদিতি । অদঃশাখমিত্যেতন্ম্যাচর্চ-
 য়দিতি । আদিশব্দেনেন্দ্রিয়াদিসংগ্রহঃ । সংসারবৃক্ষস্তাতিচঞ্চলমে প্রমাণমাহ প্রাহরিতি ।
 গন্ধঃসিনোহব্যয়স্বং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্কাহ সংসারেতি । তদেবোপপাদয়তি অনাদৌতি । ছাদনং
 কণাং প্রাবরণং বা কর্মকাণ্ডানি স্বর্গারোহাববোধফলানি নানাবিপার্যবাদভূতানি সংসারবৃক্ষং
 ক্ষতি তন্নিষ্ঠং দোষাক্ষয়বৃন্তি তেন তানি ছন্দাংসি পর্ণানীব ভবন্তীত্যর্থঃ । তদেব প্রপঞ্চয়তি
 খেতি । উক্তেহর্থো হেতুমাহ যশ্চেতি । কর্মকাণ্ডানাং বেদানামিতিশেষঃ । কর্মব্রহ্মাখ্যাসর্ব-
 বদার্থস্ত তদ্রাস্তর্ভাবমুপেত্য বাচর্চ্যেতি । ১ ॥

রামানুজ ।—ক্ষেত্রাদ্যায়ে ক্ষেত্রক্ষেত্রজভূতয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ স্বরূপং বিশোধা
 বশুজ্ঞতাপরিচ্ছিন্নজ্ঞানেকাকারস্ত পুরুষশ্চৈব প্রাকৃতস্তমসপ্রবাহনিমিত্তো দেবাত্মাকার পরিণত-
 প্রকৃতিসংবদ্ধোহেনাদিরিত্যুক্তং । অনন্তরে চাধ্যায়ে পুরুষস্য কাব্যকারণোভয়াবত্ব প্রকৃতিসম্বন্ধো
 ঔপসঙ্গমূলো ভগবদেবৈব কৃত ইত্যুক্তা ঔপসঙ্গপ্রকারং সর্বস্বরূপং প্রতিপাদ্য ঔপসঙ্গনিবৃত্তিপূর্বকাস্ব-
 াধ্যাত্ম্যাবাপ্তিশ্চ ভগবদ্বাকিমূলভূতাক্তং । ইদানীং ভজনীয়স্য ভগবতঃ স্বাক্ষরাত্মক বস্তুমুক্তবিত্তি-
 ক্তাং বিভূতিভূতান্ স্বাক্ষর পুরুষদ্বয়ান্ নিখিলভেষপ্রত্যনৌককল্যাণৈকতানন্তর্যাত্মজো-
 র্ধ্বকপেণ বিসজাতীয়স্য পুরুষোহমহং বক্তুমারম্ভতে । তত্র তাবদসঙ্গরূপশপ্টিয়বন্ধাক্ষরাত্ম্য
 বিভূতিঞ্চ বক্তুং চেদ্যাক্ষরং বন্ধাক্ষরং বিততম'চংপরিণামবিশেষময়ংপ্রদোকারি' কল্পয়-
 শ্রীভগবানুবাচ । উক্তমূলমিতি যং সংসারাত্মনঃপুরুষমূলমদঃশাখমবয়ং চাতঃ শঃয়ঃ "উক্তমূলো-
 হর্ষাক্ষ শাখঃ প্রয়োহধঃসনাতনঃ । উক্তমূলমর্ষাক্ষ শাখং বৃক্ষং যো বেদ সংপ্রাপ্তী"ত্যাধ্যায়ঃ সর্বলো-
 কোপরিণাবিষ্টে চতুস্তথাবিধেন তস্য উক্তমূলস্বং পূর্ণানিবাসিসকলনরপশুযুগপাক্ষিকৃষিকীট-
 পতঙ্গস্বাবরাস্তর্যাদঃশাখাঃ । অসঙ্গচেতুভূতান্ অসম্যক্ জ্ঞানোদয়াং প্রবাহকপেণোচ্ছিন্নোদয়ব্যয়ং
 যস্য চাশ্বখস্য ছন্দাংসি পর্ণাভ্যন্তঃ ছন্দাংসি শঃয়ঃ "বায়ব্যাং যথৈতমালভেত ভূতিকাশ, ইন্দ্রাণ্যমেকা-
 দশকপালং নির্বপেৎ প্রজাকাম"ইত্যাদিশ্রুতি প্রতিপাদিতৈঃ কাম্যকর্মাধর্মিক্তে অয়ং সংসারবৃক্ষ
 ইতি ছন্দাংসোব অন্ত পর্ণানি পট্টৈর্হি বৃক্ষো বদ্ধতে । যন্তমেব'ভূতমবয়ং বেদ সবেদবিৎ বেদো
 হি সংসারবৃক্ষস্ত ছেননোপায়ং বদতি ছেনাস্য বৃক্ষস্য স্বরূপজ্ঞানং ছেননোপায়জ্ঞানোপযোগীনি
 বেদবিদিত্বাচ্যতে ॥ ১ ॥

হুমান্ ।—যঃ সর্বেষাং লোকানাং উপরিষ্ঠাধ্বর্তমানং সত্যলোকনিবাসি হিরণ্য-
গৰ্ভাস্তঃকরণাভিব্যাক্তস্ত সৰ্ব্বস্ত জগতঃ সৃষ্টিস্থিতি সংহারে তু ভূতমব্যাক্তাস্বকং ব্রহ্ম উৰ্দ্ধং
কারণং যস্য স উৰ্দ্ধমূলঃ সংসারবৃক্ষো অশ্বখঃ শ্বোন তিষ্ঠতীতি অধঃশাখং তস্মাৎ সত্যলোকাস্তঃ
মণ্ডোভুলোকাস্তর্কাদৌ শাখমশ্বখং প্রাছঃ পণ্ডিতা অব্যয়মবিনাশিনং ছন্দাংসি বেদাঃ পর্ণাত্মা-
ংরপকপত্নাং তমশ্বখস্তং ক্ষণধ্বংসি তমশ্বখস্ত যন্তং বেদ সবেদবিৎ বেদার্থবিবিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধর ।—বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ ক্ষুটং । বৈরাগ্যোপস্করঃ জ্ঞানমীশঃ
পঞ্চদশেহদিশং ॥ পূর্বাধ্যায়ান্তে “মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিয়োগেন সেবত” ইত্যাদিনা পরমে-
ধরমেকান্তভক্ত্যা ভজতস্তৎপ্রদানলক্ষজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবোভবতি ইত্যুক্তং, নৈচেকান্তভক্তিজ্ঞানং বা
দ্যবিরক্তস্ত সন্তবতীতি বৈরাগ্যপূর্বকং জ্ঞানমুপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সাক্ষীশ্লোকাত্যাং সংসার-
রূপং বৃক্ষং রূপকালঙ্কারেণ বর্ণনয়ন্ শ্রীভগবান্ভূত উৰ্দ্ধমূলমিতি । উৰ্দ্ধমূলতঃ ক্রমান্বয়ে ত্যামুৎ-
কৃষ্টঃ পুরুষোত্তমোমূলং যন্ত তং । অথ ইতি ততোহর্কসীচীনাঃ কার্যোপাধয়োহিরণ্যগৰ্ভাদয়োগৃহ্যন্তে
ত তু শাখা ইব শাখা যস্য তং । বিনশ্বরত্বেন স্বঃ প্রভাতপর্যন্তমপি ন স্ত্যজতীতি বিশ্বাসানর্হ-
বাদশ্বখং প্রাছঃ । প্রবাহরূপেণাবিচ্ছেদাব্যয়ঞ্চ প্রাছঃ, “উৰ্দ্ধমূলোহব্যক্ণাথ এবোহশ্বখঃ সনাতন”
ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ । ছন্দাংসি বেদা যস্য পর্ণানি ধর্ম্মাশ্বখপ্রতিপাদনদ্বারেন ছায়াহানীরৈঃ কর্ম্ম-
রূপৈঃ সংসারবৃক্ষস্ত সর্বজীবাত্মপ্রবীণস্তপ্রতিপাদনাং পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ । যন্তমেবমুত্তমশ্বখং বেদ
দ এব বেদার্থবিৎ । সংসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্ত মূলমীশ্বরোব্রহ্মাদয়স্তদংশাঃ স চ সংসারবৃক্ষনিবশ্বরঃ
প্রবাহরূপেণ নিত্যচ বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যতামাপাদিতশ্চ ইত্যোক্তবানেব হি বেদার্থঃ স্তত
এবং বিদ্বান্ বেদবিদমিতি স্ত্যজ্যে ॥ ১ ॥

বলদেব ।—সংসারচ্ছেদি বৈরাগ্যং জীবো মেহংশঃ সনাতনঃ । অহঃ সর্কোত্তমঃ
শ্রীমানিতি পঞ্চদশে স্মৃতম্ । পূর্বত্র বিজ্ঞানানন্দশ্রোতপত্রিকগুণাষ্টকপ্রাপি জীবস্ত কর্ম্মরূপানাদি-
বাসনাগুণেন ভগবৎসংকল্লেন প্রকৃতিগুণসঙ্গং স চ বহুবিশদভ্যাসচ ভগবত্ত্বক্রিয়রদেন
বিবেকজ্ঞানেন ভবেত্তস্মিংশ্চ সতি সংপ্রাপ্তনিজস্বরূপো জীবো ভগবন্তমশ্রিত্য প্রমোদী সর্বদা
তস্মিংশ্চিষ্ঠতীতুতম্ । অথ তদ্বিবেকজ্ঞানৈর্দ্বৈধ্যকরং বৈরাগ্যং জীবস্ত ভজনীয়ভগবদংশং ভগবতঃ
শ্বেতরসকোত্তমং চোক্তবর্থেবুৎপাদ্যায় পঞ্চদশেহস্মিন্ বর্ণ্যতে । তত্র তাবদগুণবিরচিতস্য
সংসারস্ত বৈরাগ্যাবেচ্ছত্বাৎ সংসারং বৃক্ষত্বেন বৈরাগ্যঞ্চ শব্দত্বেন রূপয়ন্ বর্ণয়তি ভগবান্ উৰ্দ্ধমূল
মিত্যাদিতিস্থিতিঃ । সংসাররূপমশ্বখমুৰ্দ্ধমূলমধঃশাখং প্রাছঃ । উৰ্দ্ধে সর্কোপরি সত্যলোকে প্রধান-
বীজোখপ্রথম প্রবোহরূপমহত্ত্বাহ্বকচতুর্থ্যুৎকরণং মূলং যন্ত তম্ । অধঃ সত্যলোকাদর্কসীচীনেষু
স্বর্ভূতলোকেষু দেবগক্ষর্ককিন্নরাস্বরক্ষক্ষরাক্ষসমমুষাপশুপক্ষিকীটপতঙ্গহাবাস্তানানাদিক্ প্রমত্ত-
ত্বাচ্ছাখা যন্ত তং চতুর্দর্শগলাশ্রয়তদশ্বখমুত্তমবৃক্ষম্ । তাবুশেন বিবেকজ্ঞানেন বিনা নিবৃত্তের-
ভাবাদব্যয়ং প্রবাহরূপেণ নিত্যকৃতমাহঃ শ্রুতয়ঃ । তাস্চ উৰ্দ্ধমূলমর্কশাখো এবোহশ্বখঃ
সনাতনঃ । উৰ্দ্ধমূলমর্কশাখং বৃক্ষং যো বেদ সংপ্রতীতাদিকাঃ । যন্ত সংসারশ্বখস্ত ছন্দাংসি
কাম্যকর্ম্মগতিপাদকানি শ্রুতিবাক্যানি বাসনারূপভিন্নদানবন্ধকৃত্বাৎ পর্ণানি প্রাছঃ । তানি

ছন্দাংসি “বায়বঃ প্লেতমালভেত ভূতিকাংঃ ঐন্দ্রমেকাদশকপালং নির্ৰপেৎ প্রজাকাম” ইত্যাদীনি বোধ্যানি । পুত্রৈস্তরুর্কর্ত্তে শোভতে চ তমম্বথঃ যো বেন যথোক্তঃ জানাতি স এব বেদবিৎ । বেদঃ পুং সংসাব্যস্ত বৃক্ষং হেতুয়াভিপ্রাষণাহ । তচ্ছেনোপায়জ্ঞো বেদার্থবিদিত্তিত্তাবঃ ॥ ১ ॥

মধুসূদন ।—পূর্বাধায়ে ভগবতা সংসারবন্ধহেতুং গুণান্ ব্যাখ্যায় তেবামতায়েন ব্রহ্ম-
ভাবোমোক্ষোদয়জনেন লভ্যত ইত্যুক্তং “মাঞ্চ যোহবাভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে । স গুণান্-
সমতীতৈতান্ ব্রহ্মভূয় কল্পত” ইতি । তত্র মনুষ্যস্ত তব ভক্তিযোগেন কথং ব্রহ্মভাব ইত্য-
কাঙ্ক্ষায়াং বস্ত্র ব্রহ্মরূপতাজ্ঞাপনায় স্বভূতৌহংসং শ্লোকোভগবতোক্তঃ “ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমমৃত-
ত্ৰাব্যয়স্ত চ । শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য স্বধর্মৈকান্তিকস্য চ” ইতি । অস্ত্র মনুষ্যস্য বৃত্তিস্থানীয়োহংসং
পঞ্চদশোহাদায় আরভ্যতে । ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হি তত্ত্বং জ্ঞাত্ব তৎপ্রেমভঞ্জনেন গুণাতীতঃ
সন ব্রহ্মভাবঃ কথমাপ্নুয়াম্লোক ইতি তত্র ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিত্যাদিভগবদনুগ্রহমাকর্ণ্য মম তুল্যো
হ্যহংসং কথমেবং বদতীতি বিষয়াবিশেষপ্রতিময়া লজ্জয়া চ কিকিঞ্চিদপি প্রাপ্তমুশ্রুত্বস্তমজ্ঞান-
ব্রহ্মরূপস্য স্বরূপং বিবক্ষুঃ শ্রীভগবানুবাচ । তত্র বিরক্তস্যৈব সংসারাদ্ভবত্তদজ্ঞানেহদি-
র্যোনাত্মথেষতি পূর্বাধায়োক্তং পরমেশ্বরাদীনপ্রকৃতিপুরুষসংযোগকাণ্যং সংসারং বৃক্ষরূপকল্প-
নয়া বর্ণয়তি বৈরাগ্যায় প্রস্তুতগুণাতীতত্বোপায়ত্বাদিত্য উক্তমুৎকর্ষঃ করণং স্বপ্রকাশ পরমানন্দ
রূপত্বেন নিত্যত্বেন চ ব্রহ্ম অথবা উক্তং সর্বং সংসারবাদেহ্যাব্যবিত্তং সর্বসংসারমাদিষ্ঠানং
ব্রহ্ম তদেব মায়য়া মূলমদ্যোত্মকীঃ মূলং অথ ইত্যর্কীচীনাঃ কার্যোপাদয়োহিব্যব্যাপ্তভাদ্যা
গৃহ্যন্তে তে নানাদিকপ্রস্তুতরাচ্ছাণা ইব শাখা অসোভ্যাপঃশাখঃ আশ্রু বিনাশিত্বেন ন
কোহপি স্থাতেতি বিশ্বাসানর্হমম্বথঃ মায়াসং সংসারবৃক্ষমব্যয়মনাশ্বিনশ্রুদেহাদিসমুদ্ভাণাশ্রয়মাদ্যজ্ঞান-
মহুরেণাব্রহ্মেদামনস্তমব্যয়মাহঃ ঐতয়ঃ স্বতয়শ্চ । ঐতয়স্তাব “ছক্ৰমূলোহ্যাক্ষাণ্য এবোহম্বথঃ
সনাতন” ইত্যাদ্যাঃ কঠবলীসু গৃহীতাঃ । অর্কীকোনিকঠাঃ কার্যোপাদয়োমহদহকারতাত্মাদিদয়োবা
শাখা অসোভ্যাব্যাক্ষাণ্য ইত্যদ্যঃশাখপদসমানার্থঃ । সনাতন ইত্যব্যয়পদসমানার্থঃ, স্বতয়শ্চ “অব্যাক্ত-
মূলপ্রভবত্বস্যৈবাহুগ্রহোথিতঃ । বুদ্ধিস্বকময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ । মহাত্ত্বনিশাখশ্চ বিষয়ৈঃ
পত্রবাংস্তথা । ধর্মাদর্মস্বপুশ্চ স্বগ্রহঃখফলোদয়ঃ । অর্কীয়াঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ ।
এতৎ ব্রহ্মবনকৈব ব্রহ্মাচরতি সাক্ষিবৎ । এতচ্ছিত্তা চ ভিত্তা চ জ্ঞানেন পদমাসিনা । ততশ্চাত্মগতিং
প্রাপ্য তাত্মানবর্ত্ততে পুনরিত্যাদয়ঃ । অব্যক্তমব্যাক্ততং মায়োপাদিকং ব্রহ্ম তদেব মূলং কারণং
তত্ত্বাৎ প্রভবেদস্য স তথা তস্যৈব মূলস্যাব্যাক্তস্যাপ্যগতাদিত্ত্বভিত্তিত্তঃ সখ্যকিত্তঃ বৃক্ষস্য হি
শাখাঃ ব্রহ্মাত্ত্ববন্তি সংসারস্য চ বৃক্ষঃ সক্ষাশান্নানাদিবাঃ পরিণামা ভবন্তি, তেম সাধনযোগ বুদ্ধিরেব
ব্রহ্মত্বময়ত্বংপ্রচুরোহংসং ইন্দ্রিয়ানামস্তরাণি ছিন্নাণ্যেব কোটরাণি বস্যা স তথা মহাত্ত্ব
ভূতাত্মাকাশাদীনি পুণ্ড্রিযাস্থানি বিবিদ্যাঃ শাখা বস্ত্র নিশাখস্তমোপসংসৃতি বা অর্কীয়া
উপকীয়াঃ ব্রহ্মণ্য পদমাদ্যনাদিগিষ্টিত্যোব্রহ্মবৃক্ষঃ আত্মজ্ঞানং বিনা ছেতুসমক্যতয়া সনাতনঃ
এতৎ ব্রহ্মবনং অস্য ব্রহ্মণোজীবরূপস্য ভোগ্যং বনগানীয়াং সমুদ্রনীয়াসিতি বনং ব্রহ্ম
সাক্ষিবদাচরতি ন বেতন্তক্তনৈন পিপাত ইত্যর্থঃ । এতৎ ব্রহ্মবনং সংসারবৃক্ষমক্সং ভিগা চ ভিগা

চ অহং ব্রহ্মাস্মীত্যতিদৃঢ়জ্ঞানমঙ্গেন সমূলং নিকৃতোত্যর্থঃ আয়ুৰূপাং গতিং প্রাপ্য তস্মাদায়ু-
রূপায়োক্তান্নাবর্তত ইত্যর্থঃ । স্পষ্টমিতরং । অত্র চ গঙ্গাতরঙ্গভূদ্যামনো বৃদ্ধতন্ত্রীতির্য্যঙ-
নিপতিতমর্দোন্মূলিতং মারুতেন মহাস্তমম্বথমুপমানীকৃত্য জীবন্তমিয়ং রূপককল্পনেতি দ্রষ্টব্যং, তেন
নৌর্দ্ধমূলত্বাধঃশাখাদাহুপপত্তিঃ । যস্য মায়াময়স্যাম্বথস্য ছকাংসি ছাদনাত্তত্ত্ববস্ত্তপ্রাবরণাং
সংসারবৃক্ষরক্ষণায়া কৰ্ম্মকাণ্ডানি ঋগ্‌যজুঃসামগক্ষণানি পৰ্ণানীব পৰ্ণানি যথা বৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি
পৰ্ণানি ভবন্তি তথা সংসারবৃক্ষস্য পরিরক্ষণার্থানি কৰ্ম্মকাণ্ডানি ধৰ্ম্মাদম্বথতক্লেতুফলপ্রকাশনাথ-
ত্বাদ্বেবাং যন্ত যথা ব্যাখ্যাতং সমূলং সংসারবৃক্ষং মায়াময়মম্বথং বেদ জানাতি স বেদবিৎ
কৰ্ম্মব্রহ্মাখ্যবেদার্থবিৎ স এবৈতর্য্যঃ । সংসারবৃক্ষস্য হি মূলং ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভাদয়শ্চ জীবাঃ শাখা-
স্থানীয়াঃ, স চ সংসারবৃক্ষঃ স্বরূপেণ বিনম্বরঃ প্রবাহরূপেণ চানন্তঃ, স চ বেদোক্তৈঃ কৰ্ম্মভিঃ
সিধ্যতে ব্রহ্মজ্ঞানেন চ ছিত্তং ইত্যেতাবানেন হি বেদার্থঃ, যশ্চ বেদার্থবিৎ স এব সৰ্ব্ববিদিত
সমূলবৃক্ষজ্ঞানং স্তোতি স বেদবিদিতি ॥ ১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—পূৰ্ব্বাধ্যায়োক্তে স্পষ্টৈকান্তিকস্ত প্রতিষ্ঠা পরা কাষ্ঠাভিমিত্যুং তত্র কিং
লক্ষণং তৎস্বং কেন বা আবৃতং কেন বা স্পষ্টমেননাশ্চাবরণভঙ্গঃ কেন বাধিকারিণা তৎপ্রাপা-
মিত্যাদি বর্ণয়িতুং পঞ্চদশাধ্যায় আরভাতে, উক্লং মূলম্ভিত্তি—“অনন্দাক্ষোব খৰিমানি ভূতানি
জায়ন্তে” ইতি শ্রুতি প্রসিদ্ধং মাল্লবানন্দমারভোত্তরোত্তরশতশ্লোকবিশুদ্ধানন্দমোপানপঙ্তৈরুপরিদ্বিতং
পরমানন্দায়ং বস্ত্র উক্লং তদেব মূলং মূলকারণমন্ত সংসারাম্বথং তমুর্দ্ধমূলম্, অধঃশাখাম্
উক্লাদয়োহধঃ সোপানস্থানীয়াঃ শাখা ইব শাখা অব্যক্তমহদহঙ্কারপঞ্চম্, স্মাদ্বাঘোড়শবিকারি-
রণাগর্ভবিবট্, অজাপতিমুরগক্ষর্পীমুরনরতির্গ্যক্হাবরূপাঃ শাখা যন্ত সৌধঃশাখঃ তং,
নখোহপিহৃদ্যং যোগ্যম্ অনৃতদ্বাং অম্বথং সংসারবৃক্ষং তথাপি অব্যয়ং মূঢ়ান্ অনাদ্যনন্তং
প্রাচ্ছর্ষেদাঃ উক্লং মূলোহবাক্ শাখ এনোহম্বথঃ সনাতন” ইত্যাদয়ঃ, ছকাংসি বেদোক্তৈঃ পণ্ডিতৈঃ
যজ্ঞাদয়ঃ তএব পৰ্ণানি পৰ্ণসংঘাতবৎ শোভাহেতবো যস্য তরোঃ তমম্বথং যো বেদোক্তৈঃ
স এব বেদবিৎ বিদিতবেদা ইত্যর্থঃ, অম্বথংরূপেণ সংসারোবর্ণ্যতে ॥ ১ ॥

বিশ্বনাথ ।—সংসারচ্ছেদকোহিঙ্গম্ আয়েশাংশঃ ক্ষরাক্ষরাং । উত্তমঃ পুরুষঃ কু-
ইতি পঞ্চদশে কথা ॥ পূৰ্ব্বাধ্যায়ে “মাক্ষমোহব্যভিচারেণ ভক্তিরোগেন সেবতে । স গু-
সমতীত্যা গান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।” ইত্যুং । তত্র তব মনুষ্যস্ত ভক্তিরোগেন কথং ব্রহ্মভ-
ইতি চেৎ সত্যং । অহং মনুষ্য এব কিন্তু ব্রহ্মণোহপি তস্ত প্রতিষ্ঠা পরমেশ্বর ইত্যন্ত স্বরূপ
বৃত্তিহীনীয়োহয়ং পঞ্চদশাধ্যায় মারভাতে । তয় সন্তগান্ সমতীতা ইত্যুং ইতি গুণময়ে
হয়ং সংসারঃ কঃ কুতোবাং প্রবৃত্তঃ বস্ত্ত্যাসংসারমতিক্রামান্ জীবোবা কঃ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত
ইত্যুং ব্রহ্ম বা কিং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠাৎ বা কঃ ইত্যাত্মপেক্ষায়াঃ প্রথমমতিশয়োক্ত্যলঙ্কারেণ
সংসারোহয়মভূতোহম্বথবৃক্ষ ইতি বর্ণয়তি । উক্লং সৰ্ব্বলোকোপরিভলে সত্যলোকে প্রকৃতি
বীজোথপ্রথমপ্ররোহরূপ মহন্তষায়কঃ চতুর্মুখ এক এব মূলং যন্ত তং । অধঃ স্বভূবো ভূর্লোকেন্
অনন্তা দেবগন্ধর্ব্বকিরিয়ারুরাক্ষগণৈস্তত্ভূতমম্বথগবাখাদি পশুপক্ষিকৃমি দীপতজ্জীবরস্তাঃ শাখা

যন্ত তং অশ্বখং ধর্মাদি চতুর্ধর্গসাদিকভ্যাং অশ্বখমুদ্রমং বৃক্ষং । স্বেষণে ভক্তিমতাং ন যঃ
 স্বাস্ত্রতীতাশ্বখং নষ্টপায়মিতার্থঃ । অভক্তানাং তু অব্যয়ং অনশ্বরং । ছন্দাংসি "বায়ব্যাং
 শ্বেতমালাভত ভূতিকাম ঐন্দ্রমেবাদশকপালং নির্দাপেং প্রজাকামঃ ।" ইত্যাদ্যাঃ কশ্ম প্রত্টি-
 পাদকাবেদাঃ সংসারবর্দ্ধকভ্যাং পর্ণানি বৃক্ষোহিপর্ণৈঃ শোভতে যন্তঃ জানাতি স বেদজ্ঞঃ । তথাচ
 "উর্দ্ধমূলঃ অবাক্ শাখ এযোহশ্বখঃ সনাতন" ইতি কঠবল্লী শ্রুতিঃ ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—অতীত অধ্যায় নিচয়ে শ্রীভগবান্ যে সকল তত্ত্ব কথা
 পরিবাক্ত করিয়াছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া অর্জুনের নুতন তত্ত্ব জানিবার
 নিমিত্ত আকাজ্জা নির্দাপিত হইয়াছে । এই জন্যই তিনি বর্তমান অধ্যায়ের
 প্রারম্ভে কোন প্রশ্ন বিশেষের অবতারণা করেন নাই । তথাপি করুণাময়
 নারায়ণ স্বয়ং এ স্থলে আশ্রিতত্ব বিষয়ক অন্তরূপ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইতে
 ছেন । পূর্বে যে সকল তত্ত্ব পরিবাক্ত হইয়াছে, তাহাতে ইহাই স্মৃতি
 হইয়াছে যে, কর্মানুষ্ঠানও তজ্জনিত ফলাফল সমস্তই শ্রীভগবানের অধীন,
 এবং কর্ম-ফলাসক্তি পরিশুভ্র কামনা বিরহিত কর্মিগণ ক্রমশঃ গুণা গীত
 হইয়া চরিতার্থ হইয়া থাকেন । অপি চ ইহাই পরিবাক্ত হইয়াছে যে,
 কেবলমাত্র ভক্তি প্রভাবেই আশ্রিতত্বের সম্যক পরিজ্ঞান সম্ভাবিত । সেই
 আশ্রিতত্ব অধিকতর পরিষ্কৃত করিবার বাসনায় অধুনা ভগবান্ স্বয়ং তৎ-
 প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছেন ।

এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ একটী মনোহর রূপক অবলম্বন করিয়া সংসারের
 সমারম্ভ প্রতিপাদন করিতেছেন । এই সংসার এক প্রকাণ্ড মহীকুহ
 রূপ । সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে এই সংসার
 প্রবাহিত ; দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, দিনে দিনে মিলিয়া
 গেল ও বৎসর অতীত হইতেছে, পর্য্যায় ক্রমে গ্রীষ্ম বর্ষা প্রভৃতি ঋতু সমূহের
 বিবর্তন ও তিরোভাব হইতেছে ; চন্দ্রসূর্য্য নভোমণ্ডলে স্ব স্ব ক্রিয়া নিয়-
 তক্রমে সম্পাদন করিতেছেন, এই সকলকে লইয়া অগণ্য স্থাবর জঙ্গমা-
 ক এই সংসার সমভাবে চলিয়া যাইতেছে । পূর্বে যে জীব সমূহ সংসারে বাস
 করিত, দীরে দীরে ক্রমে ক্রমে তাহারা সকলেই হয়তো প্রস্থান করিয়াছে,
 বনব জীব নবোদ্যমে তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে কিন্তু সাংসারিক
 যম, সংসারের গতি ও ক্রম সমানই রহিয়াছে । এই জন্যই এই সংসার
 বায় নামে অভিহিত হইয়া থাকে । এই সংসাররূপ প্রকাণ্ড পান্ডপ অশ্বখ

নামে অভিহিত হইয়াছে । অশ্বথ বৃক্ষ (১৮৬৭ পৃষ্ঠার টীপ্তনী দ্রষ্টব্য) উচ্চতায় ও বিস্তারে বনস্পতিগণের মধ্যে অত্যন্তম শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত । অশ্বথের মূল ভূগর্ভে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রোথিত এবং তাহার শাখা প্রশাখা চতুর্দিকে বহুদূর অধিকার করিয়া বিস্তৃত । অতিশয় কঠিন ও দৃঢ় মূল হইলেও অশ্বথ ক্ষণবিকংসী । অনন্ত কালের তুলনায় অশ্বথের আয়ুষ্কাল অতি সামান্য ভিন্ন আর কি মনে হইবে ? অশ্বথ শব্দের ধাতুগঠিত অর্থালোচনা করিলেও এইরূপই বোধ হয় । যাহা আপনাকে স্থাপন ও রক্ষণ করিতে অশক্ত তাহাই অশ্বথ ।

এই সংসাররূপ বিশাল বিটপী উর্দ্ধমূল এবং অধঃশাখ অর্থাৎ এই বৃক্ষের মূলসমূহ উর্দ্ধদিকে বিস্তৃত এবং শাখা সমূহ অধোদিকে প্রসারিত । সংসার বৃক্ষ এরূপ বিপরীত ভাবে কেন সংস্থাপিত, তাহারই কারণ প্রদর্শনার্থ পূজ্যপাদ ভাষ্যও টীকারূপে বলিয়াছেন যে, এই বৃক্ষ পরব্রহ্মের মায়াক্রান্তি প্রভাবে সৃষ্ট এবং তদ্বারাই ইহা পরিপুষ্ট ও সুরক্ষিত । পুরুষোত্তমরূপ যে পরম ক্ষেত্রাবলম্বনে সংসার পাদপের উদ্ভব, তিনি সর্বত্রগ ও সর্বব্যাপী হইলেও উর্দ্ধে তাঁহার স্থান নির্দেশ করা আবশ্যক । এই জন্তই সংসার পাদপকে উর্দ্ধমূলরূপে নির্দেশ করা হইল । যে স্থান হইতে যে স্থানে বৃক্ষের মূল সমূহ প্রোথিত থাকে, যে স্থান হইতে মূল দ্বারা রসাকর্ষণ করিয়া বৃক্ষ পরিপুষ্ট ও সজীব থাকে, তাহাই সেই বৃক্ষের উদ্ভব স্থান, এবং এই জন্যই সংসারবৃক্ষকে উর্দ্ধোদ্ভূত এবং উর্দ্ধমূল বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে । যেখানে বৃক্ষের কাণ্ড প্রকাণ্ড, শাখা প্রশাখা, পত্র পুষ্প শোভা পায় ও সর্ব সমক্ষে স্বকার্য্য সাধন করে, তাহাই তাহার কার্য্যক্ষেত্র । সংসাররূপ পাদপ উর্দ্ধদেশ হইতে উন্মাত হইয়া অধোদেশে স্বকার্য্য সাধন করিতেছে, এই জন্য এই বৃক্ষকে অধঃশাখ বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে ।

শুক, সাম, যজুঃ ও অথর্ষ এই বিশাল সংসার বৃক্ষের পত্র স্বরূপ । পাদপের পর্ণসমূহ তাহাকে রক্ষা করিবার প্রধান সহায় স্বরূপ । পত্রের আচ্ছন্ন করে বলিয়া বৃক্ষ সহসা শুষ্ক হইতে পায় না, এবং বাহ্য শীত বা হাতপ তাহার দেহে বিশেষরূপে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না । বেদসমূহ কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা ও উপদেশ প্রদান দ্বারা সংসারকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে এবং সেই কর্ম্মজনিত বিবিধ ফলাফল সংঘটিত করিয়া সংসারী জীবকে

শ্রমকর্মের অনুসরণকারী করিয়াছে। বৃক্ষপত্র যেমন সূশীতল ছায়া প্রদানে আশ্রয়ার্থী জীবগণকে বিনোদিত করে, তদ্রূপ সংসাররূপ পাদপের বদরূপ পর্ণসমূহ বিশ্বের সমস্ত জীবকে স্বকীয় ছায়া মধ্যস্থ করিয়া রাখিয়াছে।

যে তত্ত্বদর্শী পুরুষ এইরূপে সংসার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, অর্থাৎ পারমেশ্বরী মায়া সম্ভূত এই সংসারকে ক্ষণবিক্ষংগী বৃক্ষরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন এবং সাংসারিক ব্যাপার সমূহ অমার ও অকিঞ্চিংকর বোধে তৎ প্রতি বীতস্পৃহ হইয়াছেন, এবং যিনি বেদ সমূহকে সংসার বিটপীর পত্র স্বরূপ জ্ঞান করিয়া বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত ধর্ম্মোন্নতি জ্ঞানোন্নতি রূপ সূশীতল ছায়া সন্তোষ করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ বেদবিৎ অর্থাৎ বেদতত্ত্বজ্ঞ।

এই উদ্গমূল ও অংশাংশ অংশব্রক্ষের উপমা সতত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাগীরথীর তরঙ্গাভিঘাতে তটমৃত্তিকা ক্ষয়িত হইলে তটপারশ্ব বিশালপাদপ শিথিলমূল হইয়া যায়, এবং প্রভঞ্জনপ্রভাবে উৎপাটিত হইয়া জাহ্নবীর গর্ভে নিপতিত হয়। তখন সেই ব্রক্ষের মূল তটের উপর এবং শাখা অধোদিকে থাকে। গঙ্গাগর্ভপতিত ব্রক্ষের সহিত এই সংসার ব্রক্ষের অবস্থা তুলনীয়।

এতদুপলক্ষে পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-নির্ম্মলিখিত পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। “অব্যক্ত মূল প্রভবস্তস্মৈবানুগ্রহো-
খিতঃ। বুদ্ধিস্কন্ধময়শ্চৈব ইন্দ্রিয়ান্তরকোটরঃ। মহাভূত বিশাখশ্চ
বিষয়ৈঃ পত্রবাংস্তথা। ধর্মাধর্ম্মসুপ্পল্লবঃ খড়্গঃ খলোদয়ঃ। আজীব্যঃ
সির্ষভূতানাং ব্রক্ষব্রক্ষঃ সনাতনঃ। এতদ্ ব্রক্ষবনঞ্চৈব ব্রক্ষাচরতি সাক্ষিবৎ।
‘এতচ্ছিত্ত্বা চ ভিত্ত্বা চ জ্ঞানেন পরমাসিনা। কৃতশ্চাশ্রয়গতিং প্রাপ্য তস্মৈ-
বর্ত্ততে পুনঃ।’ ইহার ভাবার্থ যথা; ‘মায়োপাদিক ব্রক্ষরূপ কারণ
হইতে এই সংসারব্রক্ষ উদ্ভূত এবং সেই মূলভূত অব্যক্তের অনুগ্রহেই
সম্বন্ধিত। ব্রক্ষের স্কন্ধদেশ হইতে বৈরূপ শাখাসমূহ উদ্ভূত হয়, তদ্রূপ
এই সংসার ব্রক্ষেরও বুদ্ধিরূপ স্কন্ধ হইতে বিবিধ পরিণাম দৃষ্ট হয়। ইন্দ্রিয়
সমূহের ছিদ্রই এই ব্রক্ষের কোটর, আকাশাদি মহাভূত ইহার বিবিধ
শাখা। পরমাত্মা কর্ত্ত্বক অধিষ্ঠিত এই ব্রক্ষকে আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে ছেদন

করা যায় না । ইহাই জীবরূপী ব্রহ্মের ভোগ্য বস্তু, ব্রহ্ম স্বয়ং ইহাতে নিলিপ্ত সাক্ষীর ন্যায় অবস্থিত । এই সংসার অরণ্যকে জ্ঞানরূপ অগ্নি দ্বারা ছেদন করিয়া আত্মগতি লাভ করা যায় । এই রূপে জীব পুনরাবর্তিত হয় না ।’

কঠোপনিষদে এই শ্লোকের অনুরূপ শ্রুতি পরিদৃষ্ট হয় । তন্মতঃ ; “উর্দ্ধমূলোহবাকৃশাখ এষোহম্বথঃ সনাতনঃ । তদেব শুক্লং তন্ ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে ।” (কঠোপনিষৎ ২য় অধ্যায় ৩ বঙ্গী) ইহার ভাবার্থ যথা ; ‘এই অম্বথরূপ সংসাররক্ষ উর্দ্ধ মূল, ইহার শাখা সমূহ অধোগামী এবং ইহা চিরন্তন । যিনি ইহার মূল, তিনি উজ্জ্বল, ব্রহ্ম এবং অমৃতরূপী ।’

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব এই শ্লোকোপলক্ষে বলিয়াছেন যে, বৈরাগ্যরূপ কুঠারাঘাতে ছিন্ন করা যায় বলিয়াই সংসারকে রক্ষরূপে উল্লেখ করা সাধক ও সুসঙ্গত হইয়াছে । এই সংসাররূপ বিশাল বিটপী কেবল বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রাঘাতেই নষ্ট হইয়া থাকে । এই ব্রহ্মের মূল উর্দ্ধমূর্ত্য-লোকে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার মূল চতুর্মুখ মহত্ত্ব স্বরূপ, অর্থাৎ প্রাধান বীজ হইতে চতুর্মুখ মহত্ত্ব অবলম্বনে ইহা অঙ্কুরিত । অতি মহৎ হইতে অতি ক্ষুদ্র জীব পর্য্যন্ত এবং অতি বিশাল পদার্থ হইতে অতি সামান্য পদার্থ পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাগ্নক যাবতীয় সাংসারিক বস্তু এই ব্রহ্মের শাখা প্রশাখা স্বরূপ । অম্বথ ব্রহ্ম বনস্পতি সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপে পরিগণিত । এই সংসারে সাধনশীল মনুষ্য ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ভুজ ফলের অধিকারী হইতে পারেন । সংসারই চতুর্ভুজের আশ্রয় স্বরূপ । অম্বথ কাণ্ড প্রশাখা ও শাখা প্রশাখা সহ বহু বিস্তৃত ও বহু বিষয়ের আশ্রয় স্বরূপ এই জন্যই সংসারকে অম্বথ রূপে উল্লেখ করা হইয়াছে । ছন্দঃ অর্থাৎ শ্রুতি বাক্য সমূহকে এই ব্রহ্মের পর্ণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে । শ্রুতি সমূহ কাম্য কর্ম্ম বিধায়ক এবং বাসনা সংবর্দ্ধন দ্বারা বিষয়ানন্তির পরিপোষক । ব্রহ্মের পত্র সমূহ ও মূল ব্রহ্মের সংরক্ষক । এই জন্যই বেদ বাক্য সমূহকে সংসার ব্রহ্মের পত্র রূপে নির্দেশ করা সুসঙ্গত হইয়াছে । নিম্নোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট হইবে । শ্রুতি বাক্য যথা ; “বায়ব্যাং শ্বেত মালভত ভূতিকামঃ । ঐশ্রমেকাদশ কপালং নির্ঝপেং প্রজাকামঃ ।”

হার ভাবার্থ; ‘ঐশ্বর্য্য কামী পুরুষ বায়ুদৈবত খেত ছাগ দ্বারা যজ্ঞ করি-
বন । সন্ততি কামী ব্যক্তি ইন্দ্রদৈবত একাদশ কপালায়ক যাগ করিবেন ।’

এতাবত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বেদে বহুবিধ কাম্য কর্মের
বধান আছে । তদনুসারে কর্ম সম্পাদন করিলে সংসার বন্ধন শুদ্ধ
ইয়া থাকে । পত্নের দ্বারাও রক্ষের স্বাস্থ্য ও দৃঢ়তা গ্রথিত হইয়া থাকে ।
ই জন্ম ছন্দঃ সমূহকে সংসার রক্ষের পূর্ণরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে ॥ ১ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর প্রারম্ভবাক্য । বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান
থবা ভক্তির সম্যক্ আবির্ভাব হয় না, এই জন্মই ভগবান্ পঞ্চদশ অধ্যায়ে
বরাগ্য সহকৃত জ্ঞানের তত্ত্ব পরিষ্কৃত রূপে নির্দেশ করিতেছেন ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদলদেবের প্রারম্ভ বাক্য । বৈরাগ্য সংসার বন্ধনের
ছদক, সনাতন জীব আমার অংশ এবং আমি (ভগবান্) সর্বোত্তম
ঈমান্ পুরুষ, ইহাই পঞ্চদশাধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভ বাক্য । সঙ্গহীনতাই সংসার ছেদক,
দীর্ঘ ঈশ্বরের অংশ, ভগবান্ কৃষ্ণ ক্ষরাক্ষর উভয়েরই উৎকৃষ্ট পুরুষ, এই
একল তত্ত্ব পঞ্চদশাধ্যায়ে পরিব্যক্ত হইয়াছে ।

—:—:—

অবশেষোদ্ধার প্রসূতান্তস্য শাখা

গুণপ্রসঙ্গা বিষয়প্রবালঃ ।

অধঃচ মূলানুসন্ততানি

কর্মানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকৈঃ ॥ ২ ॥

অনুব্র ।—তস্য (সংসাররক্ষ্য) গুণপ্রসঙ্গাঃ (সত্ত্বাদিগুণৈঃ বর্জিতাঃ)
বিষয়প্রবালঃ (শব্দস্পর্শাদিপল্লববিশিষ্টাঃ) শাখাঃ অবঃ (পশ্বাদি-
যোনিষু) চ উদ্ধঃ (দেবাদিযোনিষু) চ প্রসূতাঃ (বিস্তারঃ গতাঃ)
মনুষ্যালোকৈঃ কর্মানুবন্ধীনি (পশ্চাৎ কর্মজনকানি) মূলানি অধঃ চ
অনুসন্ততানি (অনুপ্রবিষ্টানি) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ ।—সেই-সংসার-রক্ষের গুণ-বর্জিত বিষয়-রূপ-পল্লব যুক্ত

শাখা সমূহ অধো-দিকে এবং উর্দ্ধদিকেও বিস্তৃত-হইয়াছে, নরলোকে পশ্চাৎ-কর্ম-জনক মূল-সমূহ অধো-দিকে অনুপ্রবিষ্ট-হইয়াছে ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা ।—সেই সংসাররূপ অশ্বখের শাখা সকল জলসেচনরূপ সস্ত্রাদি গুণ দ্বারা বর্দ্ধিত, শব্দাদি বিষয়সমূহ তাহার নব নব পল্লবরূপে নিরন্তর অঙ্কুরিত হইতেছে, এবং সেই শাখা পশ্বাদি নিকৃষ্ট যোনি হইতে উত্তম দেবাদি যোনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে ; তাহার নিম্নগত অবাস্তর মূলসমূহ ভাবী কর্মসমূহের জনক, অর্থাৎ সেগুলি বাসনা স্বরূপ, সেই মূলসমূহ অধোভাগে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ন হি সংসারবৃক্ষাদিমাং সমুলাং জ্ঞেয়োহন্তোহণুমাত্রোহপ্যবশিষ্টোহস্তাতঃ সর্বজঃ স যোবেদ স বেদার্থবিদিত্তি, যস্মাৎ সংসারবৃক্ষে সমূলে সর্বজ্ঞেয়ং অন্তর্ভবতীতি তস্মাৎ সমূলবৃক্ষজ্ঞানং শ্রোতি, তস্মৈব সংসারবৃক্ষস্যাপরাবয়বব্যাপারকল্পনোচ্চাতে অতোমহুযাদিভ্যো যাবৎ স্থাবরমূর্দ্ধক যাবদব্রজা বিশ্বস্থজোদ্যম ইত্যেতমস্তং যথাকর্ম যথাশ্রুতং জ্ঞানকর্মফলানি তস্ত বৃক্ষস্ত শাখা ইব শাখাঃ প্রমত্তা প্রগতা গুণপ্রবৃদ্ধাঃ শুভৈঃ সত্ত্ববজ্রস্তমোভিঃ প্রবৃদ্ধাঃ স্থগীকৃতা উপাদানভূতৈর্বিষয়প্রবালাঃ বিদ্যাঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালা ইব দেহাদিকর্মফলভ্যঃ শাখাভ্যঃ অল্পা ভবন্তীত, তেন বিষয়প্রালাঃ শাখাঃ সংসারবৃক্ষস্ত পবনমূলমুপাদানং পূর্বমুক্তমপেদানীং কর্মফল-জনিতরাগদ्वेषাদিবাসনামূলানীং ধর্মাদর্মপ্রযুক্তিকারণাত্ত্বাভাবান্নবানী, তাত্ত্বশ্চ দেহাত্ত্বপেক্ষয় মূলাত্ত্বমস্ততানি অনুপ্রবিষ্টানি কর্মানুবন্ধানি কর্ম ধর্মাদর্মফলমহুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবী যেযামৃদ্ধতি মহুভবন্তীতি তানি কর্মানুবন্ধানি মহুযালোকে বিশেষতোহত্র হি মহুযাপাং ধর্মাদিকার্য্য প্রসিদ্ধিঃ ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি ।—সমূলসংসারবৃক্ষজ্ঞানে তু ফলং হিত্ব মূলমেব নিক্ষেপ্য জ্ঞাতুং শক্যমিহ তজ্জ্ঞানার্থং প্রযত্নতবামিতি মহা তজ্জ্ঞানস্ততিরত্ৰ বিবক্ষিতেত্যাহ নহীতি । অবয়বসম্বন্ধিত্ত্বপর প্রাপ্তকাদিত্তিরিত্ত্বা বরনা ইতি যাবৎ : আমহুযালোকাদ্যাবিরিকেরিত্যধঃশব্দার্থমাহ মহুযাদিত ইতি । তস্মাদেবরভ্য সত্যলোকাদিত্ত্বা শব্দার্থমাহ যাবদিত্তি । শাখাশব্দার্থঃ দর্শয়তি জ্ঞানেতি তেষাং হেতুগুণভেদ বহুবিধত্বং সূচয়তি যথেন্তি । প্রত্যক্ষাণাং শব্দাদিবিষয়াণাং প্রাণালয় শাখাঃ পল্লবত্বং অক্ষুরত্বং স্ফোরয়তি দেহাদীতি । উর্দ্ধমূলমিত্যত্র সংসারবৃক্ষস্ত মূলমুক্তং কিমদানীমদশ মূলানীত্ব্যচাতে তত্ৰাহ সংসারেতি । অনুপ্রবিষ্টত্বং সর্বৈষু লিঙ্গেষুগততয়া সত্ত্বতত্ত্ববিজ্ঞিন্নর রাগাদীনাক্ষ কর্মফলজ্ঞত্বং প্রকটয়তি কথ্যেন্তি । কর্মণাং রাগাদীনামিথো হেতুহেতুমত্ব তেষাং তথাত্মনানবর্জিততয়া প্রবৃত্তিঃ বিশেষতো মহুযালোকে ভবতীত্যত্র হেতুমাহ অত্র হীতি কর্মব্যাপ্ত্যাপানিনিকারো লোকঃ মহুযাশ্চাসৌ লোকশ্চেত্যধিকৃতো ব্রাহ্মণ্যাদিনিশিষ্টো দেহে মহুযালোকঃ ॥ ২ ॥

রামানুজ ।—অথ ইতি । তস্য মনুষ্যাদিশাখস্য বৃক্ষস্য তত্ত্বংকর্মকৃতা অপরাশ্চ
অধঃশাখাঃ পুনরপি মনুষ্যপখাদিক্রপেণ প্রস্রুতা ভবন্তি । উর্দ্ধকঃ গর্জরক্ষয়কদেবাদিক্রপেণ প্রস্রুতা
ভবন্তি । তাশ্চ গুণপ্রবৃদ্ধাঃ গুণৈঃ সষাদিভিঃ প্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রবালাঃ শব্দাদিবিষয়পল্লবাঃ
কণমিত্যত্রাহ অদশ্চ মূলানুসৃত্তানি কশ্মানুবন্ধীনি মনুষ্যালোকে । তন্মূলোক্তপুলস্যায়া
বৃক্ষস্য মনুষ্যাগ্রসাদো মনুষ্যালোকে চ মূলানানুসৃত্তানি চ কশ্মানুবন্ধীনি কশ্মানুবন্ধীনি
মূলানুসৃত্তো মনুষ্যালোকে চ ভবন্তীত্যর্থঃ । মনুষ্যস্বাবস্থায়ং কুটৈহি কশ্মভিরদো মনুষ্যপখাদয়ঃ
উর্দ্ধকঃ দেবাদয়ো ভবন্তি ॥ ২ ॥

হনুমান্ ।—অন্থথোমহলোক প্রভৃতি উর্দ্ধং জনলোকপর্যন্তং প্রস্রুতাঃ গতাঃ তস্য শাখাঃ
কর্মজ্ঞানবাসনারূপা শরীরেচ্ছ্রিয়বিষয়াঃ কর্মকলভূতাঃ গুণাঃ গুণপ্রবৃদ্ধাঃ গুণৈঃ সম্বন্ধজন্মোদ্ভি-
দ্রূপাদানকারণভূতৈঃ প্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রবালাঃ বিষয়া শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ প্রবালাইব যাসাং
শাখানাং তা অন্থথ মহলোক প্রভৃতি ভূমলানি নির্বৃত্তদশ্মানি তদ্রূপকরণানি চামুসমুত্তানি
মনুষ্যতানি কশ্মানুবন্ধীনি কশ্মনিমিত্তানি মনুষ্যালোকগ্রহণমূলকপার্থং ॥ ২ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ অধশ্চেতি । হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্যোপাদয়োজীবাঃ শাখাহানীয়স্বেনো-
পাত্তেষু চ যে দ্রুততিন্দ্রহঃ পখাদিয়োনিসু প্রস্রুতা বিস্তারং গতাঃ স্মৃতিবিন্দোক্তাঃ দেবাদি-
নিয়ু প্রস্রুতান্তস্ত সংসারবৃক্ষস্ত শাখাঃ । কিঞ্চ গুণৈঃ সষাদিবৃত্তিভির্জ্ঞানসেচনৈরিব যথাযথং
প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিঃ প্রাপ্তাঃ । কিঞ্চ বিষয়া রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং শাখাগ্রস্থানীয়াভি-
রিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ । কিঞ্চ অদশ্চ চন্দ্রাদুর্দ্ধক মূলানি অন্তঃসমুত্তানি বিকল্পানি মুখ্যং
মূলগীষর এব ইমানি বৃন্তরালানি মূলানি তত্তত্তোগবাসনালক্ষণানি । তেষাং বর্গ্যমাহ মনুষ্য-
লোকে কশ্মানুবন্ধীনি ইতি । কর্ম এব অন্থবন্ধি উত্তরভাবি যেযাং তানি উর্দ্ধাধোলোকেষু-
পভূততত্তত্তোগবাসনাদিভিঃ কর্মক্ষেয়ে মনুষ্যালোকপ্রাপ্তানাং তত্তদমূলকপেধু কর্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি,
তন্মিলেব হি কর্মাদিকারোনাজেযু লোকেষু, অতোমনুষ্যালোক ইত্যুক্তং ॥ ২ ॥

বলদেব ।—কিঞ্চাথ ইতি । তস্যোক্তলক্ষণস্য সংসারান্থস্য শাখা অথ উর্দ্ধ চ প্রস্রুতাঃ ।
প্রদো মনুষ্যপখাদিয়োনিসু দ্রুততঃ উর্দ্ধকঃ দেবগর্জরক্ষাদিয়োনিসু দ্রুততঃ বিস্তৃতাঃ গুণৈঃ সষাদি-
বৃত্তিভিরধুনিয়েকৈরিব প্রবৃদ্ধাঃ স্থোদ্যভাজো বিষয়াঃ শব্দস্পর্শাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবা যাসাং তাঃ
শাখাগ্রস্থানীয়াভিঃ শ্রোত্রাদিবৃত্তিভির্গোদ্রাগাধিষ্ঠানত্যাচ শব্দাদীনাং পল্লবস্থানীয়দম্ তস্যান্থস্যসা-
চন্দ্রকাদুর্দ্ধ চাবান্তরাপি মূলানুসৃত্তানি বিস্তৃত্তানি সন্নিহিতানি চ তত্তত্তোগজনিভাগদেবাদি-
সনারূপানি ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিকারিষামূলভূতান্যচ্যন্তে । মুখ্যং মূলং তাদৃকভূতপুণ্ড্রস্থানীয়া-
স্তরমূলানি জ্যোতিঃসাব জ্যোতিঃপটাবন্ধনীতি ভাবঃ । তানি কীদৃশানীতাহ মনুষ্যালোকে
কশ্মানুবন্ধীনি যতন্ততঃ কর্মকলভোগবাসনে সতি পুনঃমনুষ্যালোকে কর্মতেতুর্ভূতানি ভবন্তীত্যর্থঃ ।
স লোকঃ থলু কর্মভূমিরিতি প্রসিদ্ধং ॥ ২ ॥

মধুসূদন ।—তত্তত্তোগ সংসারবৃক্ষস্বাবয়বসদৃশিত্বপরা কল্পনোচ্যতে । পূর্বে হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ
কার্যোপাদয়োজীবাঃ শাখাহানীয়স্বেনোক্তাঃ, ইদানীং হু তদ্যতোবিশেষ উচ্যতে । তেষু যে

কুপূরচরণা দ্রুতনস্তেঃ পঞ্চাদিযোনিযু প্রস্থতাঃ বিস্তারং গত্যাঃ, যে তু রমণীয়চরণাঃ স্নকৃতিনস্তে
উর্দ্ধং দেবাদিযোনিযু প্রস্থতাঃ অতোহধঃ মনুষ্যাত্মানরভ্যাবিরক্ষিপথ্যন্তঃ উর্দ্ধং চ, তন্মাদেবারভ্য
সত্যলোকপথ্যন্তঃ প্রস্থতান্তস্ত সংসারবৃক্ষস্ত শাখাঃ, কীদৃশস্তা গুণৈঃ সম্বরজন্তমোভির্দেহৈর্মিয়-
কিময়াকারপরিণতৈর্জ্ঞলসেচনৈরিব প্রবৃদ্ধাঃ স্থলীভূতাঃ কিক বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লাব ইব
বাসাং সংসারবৃক্ষশাখানাং তাত্ত্বা শাখাঃ স্থানীয়াত্রিরিক্রিয়বৃত্তিভিঃ সম্বন্ধাদ্যাগাধিষ্ঠানভাভ । কিক
অধঃ চশব্দাদূর্দ্ধং মূলান্তবাস্তরাণি তত্ত্তোগজনিতিরগদেবাদিবাসনালক্ষণানি মূলানীব ধর্মাদধ-
প্রবৃত্তিকারকাণি তস্ত সংসারবৃক্ষতামুসন্ততানি, অমুসন্ততানি মুখং তু মূলং ব্রহ্মৈবেতি ন দোষঃ ।
কীদৃশান্তবাস্তরমূলানি কর্ম ধর্মাদধলক্ষণমমুবক্ষুং পশ্চাচ্ছনয়িতুং শীলং যেবাং তানি কর্মামুবক্ষীনি,
কুত্র মনুষ্যালোকে মনুষ্যলোকসৌ লোকশ্চেত্যধিকৃতোব্রাহ্মণ্যাদিবিশিষ্টোদেহোমনুষ্যালোলকতন্মিন্
বাহুল্যেন কর্মামুবক্ষীনি মনুষ্যাণাং হি কর্মাদধিকারঃ প্রসিদ্ধঃ ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অধঃ মাহুমেভ্যস্তিথ্যক্হাবরাদয়উচ্যন্তে উর্দ্ধক্ মাহুমেভ্য এবোপরি চ
গন্ধর্ব্বকদিহিরণ্যগর্ভপথ্যন্ত প্রস্থতাঃ প্রসরং প্রাপ্তাঃ তস্ত শাখাঃ গুণৈঃ সম্বাদিতিঃ প্রকর্ষণ
বৃদ্ধা গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়া এব রঞ্জকতয়া কোমল পল্লবরূপাণি প্রবালানি বাসান্তাঃ, সংসার-
বৃক্ষস্ত পরং মূলং ব্রহ্ম উক্তম্, অধঃ ইহ মনুষ্যালোকে চ তস্ত মূলানি বাসনারূপাণি অবাস্তর
রূপাণি সমন্ততানি প্রবাহনিত্যানি যতঃ কর্মামুবক্ষীনি কঠৈব ধর্মাদধর্ম্যাণ্যম্ অমুবক্ষুং পশ্চাদ্যাবী
যেবাং ত্যানি কর্মামুবক্ষীনি বাসনাভ্যাঃ কর্ম্যাণি কর্মভোগবাসনা ইত্যনবরতসন্তানোহং বৃক্ষ
ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ ।—অধঃ পঞ্চাদিযোনিযু উর্দ্ধে দেবাদিযোনিযু প্রস্থতান্তস্ত সংসারবৃক্ষস্ত
শাখা গুণৈঃ সম্বাদিবৃত্তিভির্জলপ্রবৃদ্ধা বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবচানীয়া বাসাং তাঃ কিক
তস্ত মূলে সর্বলোকৈকরলক্ষিতা মহানিধিঃ কচ্চিদন্তীত্যমুমীয়তে যমেব মূলজটাজিরবলম্ব্য স্থিতস্ত
তস্যাম্ববৃক্ষস্যাপি বটবৃক্ষসোব শাখাষপি বাহাজটাস্তীত্যাং । অধঃচেতি ব্রহ্মলোকমূলস্যাপি
তস্য অধঃ মনুষ্যালোকে কর্মামুবক্ষীনি কর্মামূলবীনি মূলানি অমুসন্ততানি নিরন্তরং বিস্তৃতানি
ভবন্তি । কর্মফলানাং যতন্ততো ভোগান্তে পুনর্মুখ্যজন্মমেব কর্মম্ প্রবৃত্তানি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য ।—এই সংসাররূপ বিশাল বৃক্ষের সম্যক্ পরিজ্ঞানের
নিমিত্ত শ্রীভগবান্ তদ্বিবরণ আরও স্পষ্টীকৃত করিতেছেন । এই বিশাল
বৃক্ষের শাখাসমূহ অধোদেশ এবং উর্দ্ধদেশ পরিবাপ্ত করিয়া রহিয়াছে ।
আমাদিগের এই ভুলোক অধোলোক । ইহার উর্দ্ধে ভুব, স্ব, মুহ, জন,
তপ, ও সত্য, এই ছয় লোক প্রতিষ্ঠিত আছে । সংসাররূপ বৃক্ষ সকল
লোকেই সমানাবিষ্ঠিত, এই জন্য ইহার শাখা প্রশাখা অধঃ ও উর্দ্ধ লোক
সমূহে বিস্তৃত বলিয়া উল্লেখ করা হইল । ইহার মূল উর্দ্ধে সন্নিবিষ্ট,
সত্যাদি লোক সমূহও উর্দ্ধে সংস্থিত, কিন্তু যে স্থানে সংসার পাদপের মুখ্য

মূল সংস্থিত ; তাহার তুলনায় অন্যান্য লোক পরম্পরা অধস্তন, কিন্তু মনুষ্য লোকের সহিত বিচার করিলে অন্যান্য লোক উর্দ্ধাবস্থিত বুঝা যায়। অতএব পূর্বশ্লোকোক্ত “উর্দ্ধমূলমধঃশাখং” এইবাক্যের সহিত “অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রমৃতান্তস্ত শাখা” এই বাক্যের কোন বিরোধ হইতেছে না। এই সংসার রূপ বৃক্ষ শব্দ রজঃ এবং তমোগুণের দ্বারা বিরুদ্ধ কলেবর। জলসেক এবং বিহিত পরিচর্যা দ্বারা বৃক্ষ পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সংসার বৃক্ষও গুণত্রয়ের দ্বারা বিহিত রস প্রাপ্ত হইয়া পরিপুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পূর্বে (১৪ শ অধ্যায় ৫ শ্লোক) বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় সংসার বৃক্ষনের হেতুভূত এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত তারতম্যানুসারে জীবের বিবিধ সদসংগতি প্রাপ্তি ঘটয়া থাকে। সুতরাং এস্থলে সেই গুণত্রয়কেই সংসার বৃক্ষের পরিপোষক রস প্রদাতা রূপে উল্লেখ করা সুসঙ্গত হইয়াছে। আর ইহাও স্মরণ করা আবশ্যিক যে, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। প্রায় কালে গুণত্রয় সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিতে লীন থাকে। যখন পুনঃ সৃষ্টির আরম্ভ হয়, যখন পরম বীজস্বরূপ পূর্ণ পুরুষ হইতে পুনরায় সংসার বৃক্ষের সূচনা আরম্ভ হয়, তখন ঐশ্বরিক চিহ্নতির সহিত প্রকৃতিগত বৈষম্যপ্রাপ্ত গুণের সন্মিলন হয়। গুণের সন্মিলনেই পুনরায় সংসার বৃক্ষ অভ্যুদিত হইয়া থাকে। অতএব গুণসমূহই সংসার বৃক্ষের পরিবর্দ্ধনের হেতুভূত। বৃক্ষ মাত্রেরই নবোক্ত পল্লব মনোহর শোভা বিস্তার করিয়া থাকে, এবং ভবিষ্যৎ শাখার উৎপাদক স্বরূপে পরিদৃষ্ট হয়। বিষয়সমূহ এই সংসার রূপ মহাবৃক্ষের পল্লব স্বরূপ। বিষয় সমূহের ভোগবাসনা মনুষ্যকে কর্মে প্রবৃত্ত ও নিবদ্ধ করে, এবং তদনুসরণ ক্রমেই মনুষ্য কৰ্মফল রূপ জন্মজন্মান্তরে বদ্ধ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাথ দ্বারা মনুষ্য বিষয় ভোগ করে, এবং বিষয় ভোগের কামনার আচ্ছন্ন হয়। বিষয় সমূহ বিবিধ প্রলোভন জনক ও রমণীয় দর্শন। বৃক্ষের নবজাত কিশলয় সমূহও তজ্জপ। তত্তাবতও নবীন শাখান্তরের উৎপাদক, বিবিধ নয়ন বিনোদন বর্ণ সমাবিষ্ট এবং একান্ত চিত্তাকর্ষক। এই বিশাল বৃক্ষ উর্দ্ধমূল অর্থাৎ ইহার মুখ্যমূল উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত একথা পুনঃ পুনঃ কথিত হইয়াছে। কিন্তু ভক্তির ইহার আরও অবাস্তব মূল আছে। বাসনা হইতে বিবিধ ধর্ম্মাধর্ম্মের বন্ধন

ঘটিয়া থাকে । সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম কারক ঘটনা সমূহও এই সংসার রক্ষের অন্তরালাবস্থিত মূলস্বরূপ । যে স্থলে মুখ্য মূল প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহা পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু রক্ষের চতুর্দিকে বিস্তৃত অনেক মূল বহির্দেশেই হইতেই দৃষ্টি গোচর হয় । সংসার রক্ষের এইরূপ অবাস্তর মূল সমূহ অধো দেশা-বস্থিত, অর্থাৎ বাহ্যতঃ পরিদৃশ্যমান । এই বাসনারূপ মূল সমূহই মনুষ্য লোকে কর্ম্ম বন্ধনের হেতুভূত । মনুষ্য লোকই কর্ম্ম সাধনের স্থান, ইহা চির প্রসিদ্ধ । বাসনা দ্বারাই মনুষ্য কর্ম্মাসক্ত হয়, এবং বন্ধনে আপত্তিত হয় ! অতএব কর্ম্মবন্ধন বিধায়ক বাসনাজাত অনুষ্ঠান সমূহ সংসার রক্ষের বাহ্য মূলরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে ।

এই সংসার রক্ষের উর্দ্ধ শাখা গন্ধর্ষ কিম্বদেবতাদি স্বরূপ এবং অধঃ শাখা মনুষ্য পশু তিৰ্য্যগাদিরূপ । এই মনুষ্য লোকই কর্ম্ম ভূমি । এই লোকে বিহিত ধর্ম্মানুযোদিত কর্ম্মানুষ্ঠানাদি দ্বারা সংসার রক্ষের উর্দ্ধ শাখা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং পাপাচরণাদি দ্বারা অধঃ শাখা প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে । যেমন অগ্ন্যোপাদি রক্ষের জটাকরূপ মূল সমূহ বাহ্য দেশেই পরিব্যাপ্ত থাকে, তদ্রূপ সংসার রক্ষের বাসনাদি রূপ মূল সমূহ সমস্তাং বিস্তীর্ণ আছে ।

পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় এস্থলে কপূরচরণ ও রমণীয় চরণ (১২৫১ পৃষ্ঠার টীপুনী দ্রষ্টব্য) মন্তব্যের উল্লেখ করিয়াছেন । যাঁহারা মনুষ্য লোকে শ্রেয়স্কর কর্ম্ম সাধন তৎপর, তাঁহারা উৎকৃষ্টতর জন্মলাভ করিয়া থাকেন, এবং যাঁহারা নিন্দিত কর্ম্ম নিরত, তাঁহারা অধম জন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এইরূপে এই সংসার রক্ষে রাগ দ্বেষাদির অদীন জীবগণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছে । যতক্ষণ সম্যক দর্শন প্রভাবে সংসার রক্ষের অনারত্ব ও অস্থায়িত্ব হৃদগত না হইবে, যতক্ষণ প্রচেষ্টারূপে সংসার রক্ষের তথ্য পরিজ্ঞাত হইয়া আপনাকে সার পদার্থের অধেষণে নিযুক্ত না করিবে, ততক্ষণ তাহাদিগকে এই বিশাল রক্ষের শাখা প্রশাখা রূপে কাল পাত করিতে হইবে ।

মূলস্থিত “অদশ্চ মূলানি” এই বাক্য মধ্যস্থ চকার দ্বারা উর্দ্ধ সূচিত হইতেছে ॥ ২ ॥

ন রূপমসৌহ তথোপলভ্যতে
 নান্তো ন চাদিন্ চ সংপ্রতিষ্ঠা ।
 অশ্বখ্মেনং সুবিরূঢ়মূল-
 মসঙ্কশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা ॥
 ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
 যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।
 তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
 যতঃ প্রযতিঃ প্রসূতা পুরাণী ॥ ৩।৪ ॥

অন্থয় ।—ইহ (সংসারে) অন্য (সংসারাস্থস্য) রূপং (যাতার্থঃ)
 ন উপলভ্যতে (ভ্রায়তে) তথা অন্তঃ (অবসানং) ন, আদিঃ (আরম্ভঃ)
 ন, সম্প্রতিষ্ঠা (স্থিতিঃ) চ ন, এনং সুবিরূঢ়মূলং (দৃঢ়বন্ধমূলং)
 অশ্বখ্মং দৃঢ়েন (নিশিভেন) অসঙ্কশস্ত্রেণ (বৈরাগ্যাস্ত্রেণ) ছিত্বা
 (নিকৃন্ত্য) ততঃ (অনন্তরং) তৎ (বৈষ্ণবং) পদং পরিমার্গিতব্যং
 (অন্বেষ্যব্যং) যস্মিন্ (পদে) গতাঃ (প্রবিষ্টাঃ) ভূয়ঃ (পুনঃ) ন
 নিবর্তন্তি (আবর্তন্তে) যতঃ (যস্মাৎ) পুরাণী (চিরন্তনৌ) প্রযতিঃ
 (সংসাররূপপ্রযতিঃ) প্রসূতা (বিসৃত্বতা), তৎ এব আত্মং (আদি-
 কারণং) পুরুষং চ প্রপদ্যে (শরণং ব্রজামি) ॥ ৩৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—এই-সংসারে এই-সংসার-রূপের রূপ উপলব্ধ-হয় না,
 সেইরূপ অন্ত নয়, স্থিতিও নয়, এই দৃঢ়-রূপে-প্রোথিত-মূল অশ্বখকে
 শাণিত বৈরাগ্যরূপ-শস্ত্র-দ্বারা ছেদন-করিয়া অনন্তর সেই-বৈষ্ণব
 পদ অন্বেষণ-করিবে, যে-স্থানে প্রবিষ্ট-হইলে পুনর্বার আবর্তন-হয়
 না; যাছা-হইতে অনাদি সংসার-রূপের-উৎপত্তি বিসৃত-হইয়াছে,
 সেইই আত্ম পুরুষকে শরণ-গমন-করি ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—জগতে এই সংসার রূপের স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়
 না, এবং ইহার আদি, অন্ত ও স্থিতি ও স্থির করিতে কেহ সমর্থ নহে ।

দৃঢ়রূপে প্রোথিত মূল এই সংসারাস্থত্বকে সুশাণিত বৈরাগ্যরূপ অস্ত্রের
জালা ছেদন করিয়া তদনন্তর সেই বৈষ্ণব পদ লাভের উপায় অশ্বেষণ
করিবে । যে স্থানে গমন করিলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, যাঁহা
হইতে এই অনাদি সংসার রুদ্ধের প্রবৃত্তি, সেই আদি কারণ স্বরূপ
পুরুষোত্তমের শরণ গ্রহণ করিলাম, এইরূপ মনে করিয়া তাঁহাকে
অশ্বেষণ করিতে হয় ॥ ৩ । ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যদ্বয়ং বর্ণিতঃ সংসারবৃক্ষঃ ন রূপেতি । ন রূপমত্র ইহ যথা বর্ণিতঃ
তথা নৈবোপপত্তাতে স্বপ্নমরীচ্যাদিকমাসাগন্ধকর্ষনগরসমত্বাৎ দৃষ্টনষ্টস্বরূপোহি স ইত্যত এবান্তোন
পর্য্যস্তোনিষ্ঠা সমাপ্তিরীক্যাব্যাহতে, তথা ন চাদিরিত আরভ্যায়ং প্রবৃত্ত ইতি ন কেনচিৎপলভ্যতে,
ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতির্ধ্যামাত্র ন কেনচিৎপলভ্যতে, অস্থখমেনং যথোক্তং সুবিরুদ্ধমূলং সূষ্ট
বিরূপানি বিরোধঃ গতানি মূলানি যত্র তমেনং সুবিরুদ্ধমূলসঙ্গশ্রেণ্যেণ অসঙ্গঃ অসঙ্গতা পূর্ববিত্ত-
লোকৈক্যাদিত্যোব্যুত্থানং তেনাসঙ্গশ্রেণ্যেণ দৃঢ়েন পরমায়াভিমুখনিশ্চয়দৃঢ়ীকৃতেন পুনঃ পুনর্বিবে-
কাত্যাসাম্প্রদিশিতেন ছিদ্ৰা সংসারবৃক্ষং সর্বাঙ্গমুকৃত্য তত ইতি । ততঃ পশ্চাৎ যৎ পদং
বৈষ্ণবং তৎ পরিমার্গিতব্যং পরিমার্গণমশ্বেষণং জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ । যদ্বিন পদে গতাঃ প্রবিষ্টা
ন নিবর্তন্তি নাবর্তন্তে ভূয়ঃ পুনঃ সংসারায়, কথং পরিমার্গিতব্যমিত্যাহ তমেব চ যৎ পদশব্দে-
নোক্তঃ আধ্যাত্মো ভবঃ আদ্যঃ পুরুষঃ প্রপদ্য ইত্যেবং পরিমার্গিতব্যং তচ্ছরণতয়েত্যর্থঃ ।
কোহসৌ পুরুষ ইভ্যুচ্যতে যতোযস্মাৎ পুরুষাৎ সংসারমায়াবৃক্ষ প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা নিঃসৃতৈলজা-
লিকাধিবৎ মারা পুরাণী চিরন্তনী ॥ ৩ । ৪ ॥

আনন্দগিরি ।—পুনঃ পুনঃ রাগাদিনা প্রবৃত্তয়েনানাদিয়ার সংসারবৃক্ষঃ স্বয়মুচ্ছিন্যতে
ন চোচ্ছেত্ত্বং শক্যতে কেনাপীত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্বিত্তি । যথাপূর্ব্বং বর্ণিতং যথাচ লোকে প্রসিদ্ধং
তথাস্য রূপমিহ শাস্ত্রেহুদীয়তে তথা চাস্য জ্ঞানাপনোদ্যন্তং যুক্তমিত্যাহ যথেন্তি তস্যাপ্রমিতত্বে
হেতুসাহ প্রপ্তেতি । তস্য স্বপ্নাদিসময়ে দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বং হেতুং কুরোতি দৃষ্টেতি । ইত্যমেয়তেতি
শেষঃ । তমেবামেয়ত্বং হেতুং কৃত্যবসানমপি তস্য ন ভাতীত্যাহ অতএবেতি । জ্ঞানং বিনা
ভ্রান্তিবাসনাকর্ষণমন্যোনানিমিত্তভ্রান্তাবসানমন্তীত্যর্থঃ । ইদং প্রথমমপি নাস্য পরিচ্ছেত্ত্বং
শক্যমিত্যাহ ভগেতি । আদ্যন্তঃসম্যগমপি নাস্য প্রামাণিকমিত্যাহ মধ্যমিত্তি । সংসারবৃক্ষস্যা-
শ্বখশক্তিস্যা ক্ষণভঙ্গুরস্য স্বয়মেবোচ্ছাদনস্তবাস্তদুচ্ছাদ্যর্থঃ ন প্রবর্তিতব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ অস্থখমিত্তি ।
সুখানং বৈরাগ্যাপূর্ব্বকং পারিত্রাজ্যং । দৃঢ়ীকৃততমমেব বিবেকপূর্ব্বমেন ক্ষুণ্ণয়তি পুনঃ পুনরিত্তি ।
উকৃত্য কিং কথব্যং তদাহ তত ইতি । পশ্চাদশ্বখাদূর্ব্বং ব্যবস্থিতমিত্যর্থঃ । ক্ষিত্তং পদং বদমিহ
জ্ঞাতব্যং তদাহ যদ্বিত্তি । যেন সর্ব্বং পূর্ণং পুরিব বা শয়ানং পুরুষঃ প্রপদ্যো শরণং গতোহ-
ন্তীত্যর্থঃ বিবর্তমালাহুরোদিনং দৃষ্টান্তমাহ ঐশ্বের্যেতি ॥ ৩ । ৪ ॥

৫। **রায়াসুজ্জ** ।—ন রূপমিতি । অস্যা বৃক্ষস্য চতুর্খাদিভেদ উর্দ্ধমূলকং তৎসজ্জান পর-
স্পরস্যা মহাযাগ্বেনাধঃ শাখকং মহাযায়ে কুঠৈঃ কশ্মভিম্মূলভূতৈঃ পুনরপাখ্যেকার্জং চ প্রস্বত-
শাখমিতি । যথেনং রূপং নির্দিষ্টং তথা সংসারিভিরূপলভ্যতে মহাযোহহং দেবদত্তস্যাপুত্রো
যজ্ঞদত্তস্য পিতা তদনুরূপ পরিগ্রহশ্চ ইত্যোতান্মাত্রমূলভ্যতে তথাস্য বৃক্ষস্যাক্তো বিনাশোহপি
বৃক্ষগুণমপভোগেশ্বদংগকৃত ইতি নোপলভ্যতে তথাস্য গুণসঙ্গ এবাদিরিতি নোপলভ্যতে । তস্য
প্রতিষ্ঠা চানন্মাত্মাভিমান ইতি নোপলভ্যতে । প্রতিষ্ঠিতত্মান্মিত্যাভ্যজ্ঞানমেবাস্য প্রতিষ্ঠা
অখখ্যমেনং স্ববিরুদ্ধমূলমসংগশ্চেন দৃঢ়েন দ্বিষ্টা এনমুক্তপ্রকারং স্ববিরুদ্ধমূলং স্মৃতিবিধিং
রুদ্ধমূলমখং সমাক্জ্ঞানং মূলেন দৃঢ়েন গুণময়ভোগাসংস্রাখোন শস্ত্রেণ দ্বিষ্টা । ততো
বিষয়সঙ্গাক্তোভ্যতংপদং পরিমার্গিতব্যং অবেদ্যবীকং যস্মিন গতাভ্যুয়ো ন নিবর্তন্তে । কথমনাদি-
কাল প্রবৃত্তো গুণময়ভোগসঙ্গত্তমূলক বিপরীতজ্ঞানং নিবর্তত ইত্যাহ তমিতি । অজ্ঞানাদি-
নিবৃত্তয়ে তমেব চাভ্যং ক্লেশস্যাদিভূতং “ময়াধ্যাক্ষেণ প্রকৃতিঃ স্রজেতে সচরাচরং । অহং সর্বস্য
প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে । মত্ত পরতরং নান্যং কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়ে” ত্যাদিবৃক্তমাভ্যং
পুরুষমেব শরণং প্রপদ্যেৎ যতঃ যস্মাৎ ক্লেশস্য স্রষ্টরিয় গুণময় ভোগসঙ্গপ্রবৃত্তিঃ পুরাণীঃ
পুরাতনী প্রসূতা । উক্তং হি মর্ন্তেব পূর্কমেতং “দৈবী হেযা গুণময়ী মমমারা হুরতারা । মামেব
যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাঃ তরন্তি ত ।” ইতি যে [প্রপদ্য যতঃ প্রবৃত্তিরিতি বা পাঠঃ] তমেব চাভ্যং
পুরুষং প্রপদ্য শরণমুপগম্যোত্যর্থঃ । যতঃ অজ্ঞাননিবৃত্ত্যাদেঃ ক্লেশমৌত্যন্ত সাধনভূতা পুরাণী
প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা পুরাতনানাং মুমুক্শুণাং প্রবৃত্তিঃ । পুরাণী পুরাতনা মুমুক্শবো মাং শরণমুপগম্য
নিমুক্তবদ্ধাঃ সজ্জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩ । ৪ ॥

৬। **হনুমান্** ।—অস্যা সংসারবৃক্ষস্য যথোপবর্গিতস্য যথোক্তরূপং নোপলভ্যতে নাস্তঃ
বাবসানমূলভ্যতে নচাদিঃ আদিঃপদং প্রথমতয়া প্রবৃত্তিরস্য সংসারবৃক্ষস্য নোপলভ্যতে
৮। **বন্ধঃ** ।—মধ্যং মায়ামরীচদ্যাকগন্ধকর্কশবিরচিত্তাদি বন্ধপদাদখখ্যমেনং যথোক্তমূলং
স্ববিরুদ্ধমূলমসঙ্গশস্ত্রেণ সঙ্গস্যাতাবঃ অসঙ্গঃ শস্ত্রমিব শস্ত্রেন দৃঢ়েন পরমার্থনিশ্চয়দৃঢ়ীকৃতেন
দ্বিষ্টা সংসারবৃক্ষং সমূলমুচ্ছিত্ত । ততঃ যজ্ঞতৎপদং বৈক্ষ্যং পরিমার্গিতব্যং অবেদ্যবীকং জাতব্য-
মিত্যর্থঃ কথং পরিমার্গিতব্যং ইত্যাহ তমেব নিমুক্তাদামাদো ভবং পুরুষং জগৎ পূর্ককং প্রপদ্যে
শরণং গচ্ছামি যতঃ যস্মাৎ সংসারমাত্তবৃক্ষন্ত প্রবৃত্তিরাবির্ভাবঃ । প্রসূতাঃ নিশ্চতাঃ পুরাণীনিত্যা
ইতি ॥ ৩ । ৪ ॥

৭। **শ্রীধর** ।—কিঞ্চ ন রূপমিতি । ইহ সংসারে দ্বিত্বঃ প্রাণিভিরন্ত সংসারবৃক্ষন্ত তথা
উর্দ্ধমূলবাদি প্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে, ন চাত্তোহবসানমপর্গাত্তব্যং, ন চাদিরনাদিষাং,
ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ কথং তিষ্ঠতীতি নোপলভ্যতে, যস্মাদেবদত্ততোহহং সংসারবৃক্ষোহুরবচ্ছেদো-
হনবর্করশ্চ, তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ দ্বিষ্টা তবজ্ঞানে যতেতেত্যাহ অখখ্যমেনমিতি
সাক্ষৈন । এনমখখং স্ববিরুদ্ধমূলমাত্তবদ্ধমূলং সন্তঃ অসঙ্গোহহংমমতাত্যাগন্তেণ শস্ত্রেণ দৃঢ়েন সম্য
ধিচারেণ দ্বিষ্টা পৃথক্কৃত্য তত ইতি । ততস্তত্ত্ব মূলভূতং তৎপদং বন্ধ পরিমার্গিতব্যং অবেদ্যবীকং,

কীদৃশং যস্মিন্ গতা যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তোভূয়োন নিবর্তন্তি নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ । অন্বেষণপ্রকার-
মেবাহ তমেবেতি । যত এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তিঃ প্রসূতা বিস্তৃতা, তমেব চাদ্যং
পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি ইত্যেবমেকাশান্তভক্ত্যা অশেষৈবামিত্যর্থঃ ॥ ৩ । ৪ ॥

বলদেব ।—ন রূপমিতি । অস্যাশ্বখস্য রূপমিহ মনুষ্যালোকে তথা নোপলভ্যতে
যথোক্তমূলম্বাদিধর্মকতয়া ময়োপবর্ণিতম্ । ন চাস্যাস্তো নাশ উপলভ্যতে । কথময়মনর্থভ্রাত-
জটিলো বিনশ্যেদिति ন জায়তে । ন চাস্যাদিকারণমূলভ্যতে কুতোহয়মীদৃশো জাতোহতীতি ।
ন চাস্য সংপ্রতিষ্ঠা সমাপ্রয়োহপ্যুপলভ্যতে কিং সমাপ্রিত্যাহয়ং সংতিষ্ঠতি ইতি । কিন্তু মনুষ্যো-
হং পুত্রো যজ্ঞদত্তস্য পিতা চ দেবদত্তস্য তদমূলরূপকর্মকারী স্মৃথী হুংথী চামিন্ দেশেহস্মিন্ গ্রামে
নিবসামি ইত্যোক্তাবদেব বিজায়ত ইত্যর্থঃ । যস্মাদেবং দুর্কোপোহনর্থব্রতে হেতুশায়মশ্বখন্তস্মাৎ
সংপ্রসঙ্গলব্ধবস্ত্বাখ্যাজ্ঞানেনৈনং অসঙ্গশল্পেণ বৈরাগ্যকুঠারেণ দৃঢ়েন বিবেকাত্ম্যাসিনিশিচেৎ
হিবা স্বতঃ পৃথক্কৃত্য তৎপদং পরিমার্গিতব্যমিতি পরেণাশ্রয়ঃ । সন্তো বিষয়াভিলাষত্বিরোধ্যাসন্তো
বৈরাগ্যঃ তদেব শব্দঃ তদভিলাষনাশকত্বাৎ সুবিক্রমলং পূর্বোক্তরীত্যাত্যন্তং বদ্ধমূলম্
ভুতঃ সংসারশ্বখমূলদুপস্থিতিং তৎপদং পরিমার্গিতবাম্ । সংপ্রসঙ্গলব্ধৈঃ শ্রবণাদিভিঃ
সাধনৈরশেষেভ্যং । তৎপদং কীদৃশং তত্রাহ যস্মিন্নিতি । যস্মিন্ গতাষ্টো সাধনৈর্যং প্রাপ্তা
জনান্ততো ন নিবর্তন্তে স্বর্গাদিব ন পতন্তি । মার্গণবিধিরাহ তমেবেতি । যতঃ পুরাণী চিরন্তনীয়ং
জগৎপ্রবৃত্তিঃ প্রসূতা বিস্তৃতা তমেব চাদ্যং সর্ককারণং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি ইতি
প্রাপ্তিপূর্বকৈঃ শ্রবণাদিভিঃসমার্গণমুক্তম্ । যো জগদ্ভুত্বংপ্রপত্ত্যা সংসারনিবৃত্তিঃ স খলু
কৃষ্ণ এব অহং সর্বস্য প্রভব ইত্যাদেঃ । দৈবী হেমা গুণময়ীত্যাদেশ্চ তদ্বক্তেঃ । ন তদ্বাসয়ত
ইত্যাদিনা ব্যকীর্তাবিষাক ॥ ৩ । ৪ ॥

মধুসূদন ।—যস্যং সংসারবৃক্ষোবর্ণিতঃ, ইহ সংসারে স্থিতিঃ প্রাপ্তিভিন্নস্ত সংসার-
যথা বর্ণিতমূলম্বাদি তথা তেন প্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে স্বপ্নমরীচাদিকমায়, ১৩
বদ্যযাচ্ছেন দৃষ্টনষ্টরূপত্বং তস্ত, অতএব তস্তাস্তোহিবসানং নোপলভ্যতে এতাবতা কালেন সমাপ্তিঃ
গমিষ্যতীতি অপর্গান্তত্বাৎ, ন চাস্যাদিরূপলভ্যতে ইত আরভ্য প্রবৃত্ত ইতি অনাদিত্বাৎ, ন চ
সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতিধর্ম্যমসোপলভ্যতে আদ্যন্তপ্রতিযোগিকত্বান্তত, যস্মাদেবন্তুতোহং সংসার-
বৃক্ষোহুৎক্ষেদঃ সর্কানর্থকশ্চ, তস্মাৎ অনাদ্যজ্ঞানেন সুবিক্রমলমত্যন্তবদ্ধমূলং প্রাপ্তমশ্বখ-
মেনং অসঙ্গশল্পেণ সঙ্গঃ স্পৃহা অসঙ্গঃ সঙ্গবিরোধি বৈরাগ্যং পুত্রবিস্তমোৈকষণাত্যাগরূপং তদেবং
শব্দং রাগদ্বेषময়সংসারবিরোধিত্বাৎ তেনাসঙ্গশল্পেণ দৃঢ়েন পরমাত্মজ্ঞানোৎস্বকাদৃঢ়ীকৃতেন পুনঃ
পুনর্বৈকৈকাত্ম্যাসিনিশিভেন হিবা সমূলমুক্ত্য বৈরাগ্যশমদমাদিসম্পত্ত্যা সর্ককর্মসমস্তাসং
কৃত্বৈত্যতৎ । ততোগুরুমুপস্থত্য ততোহশ্বখাদূর্ধ্বং ব্যবস্থিতং তদৈক্যং পদং বেদান্তবাক্য-
বিচারেণ পরিমার্গিতব্যং মার্গণিতব্যমশেষেভ্যং “সোহশেষেভ্যং স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ইতি” শ্রুতেঃ ।
তৎপদং শ্রবণাদিনা জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ । কিং তৎপদং যস্মিন্ পদে গতাঃ প্রবিষ্টা জ্ঞানেন ন
নিবর্তন্তি নাবর্তন্তে ভূয়ঃ পুনঃ সংসারায় । কথং তৎ পরিমার্গিতব্যমিত্যাহ যঃ পদশব্দেনোক্ত-

তমেব চান্যমাদৌ ভবং পুরুষং যেনেদং সৰ্বং তং পুৰুষ পুৰুষা শয়নং প্রপদ্যে শরণং গতোহস্মী-
ত্যেবং তদেকশরণতয়া তদধেষ্টব্যমিত্যর্থঃ । তং কিং পুরুষং যতোযস্মাং পুরুষাং প্রবৃত্তিঃ
মায়াময়ঃ সংসারবৃক্ষপ্রবৃত্তিঃ চিরন্তন্তুনাদিরেষা প্রশ্নতা নিঃসৃতৈতদ্বজ্ঞানিকাদিব মায়াহত্যাণি
তং পুরুষং প্রপদ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩ । ৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহুখোহপি স্বাত্মমনর্হচাব্যয়শ্চেত্বাক্তে প্রতিকরণবিনাশিবিজ্ঞানসম্মানরূপোবা
ব্রীহাদিবং প্রবাহনিত্যোবায়ং সংসারশুঁহি' দুৰ্জ্জ্ঞেত্যাগমনানাং কাম্যাকা বীজাকুরবদন্তোজ
জ্ঞাহেতুহতাংজ্ঞনীয়াদিতাশঙ্ক্য সৰ্বাসৰ্বভামনির্কচনীয়োহয়ামতোতং পক্ষমাশ্রিত্য পরিহর্যত
নরূপমিতি । রজ্জুগন্তেবাস্ত সমাগদৃশা বীক্ষ্যমাণং সং নোপগত্যতে ইহ জীবতোব দেহে যথা
পূৰ্ণমজ্ঞানদশায়াং তথা নোপলভ্যতে জ্ঞানদশায়াং তেনাস্ত মৃষা ইমমুতবৈকবেত্মিত্বাক্রম, এতেন
অমূলপলভ্যরূপত্বচনেন স্বপ্রকাশানাং বিজ্ঞানানাং বীজাদীনাং চ সাদৃশ্যত্ব ব্যাপ্তিঃ, তর্হি
শশবিধাণবং তুচ্ছ এবায়ং স্তাদিত্যত আহ নাশ্বোনচাদিরিতি, উপাদানস্ত মূলজ্ঞানস্তাত্ত্বশূন্য
দয়মপি আত্মশূন্য ইত্যর্থঃ, তর্হি আত্মবদপরিহার্যঃ স্তাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নচ সম্প্রতিষ্ঠামন্ত প্রতিষ্ঠাখাং
লয়স্থানং বৃক্ষস্ত ভূমিরিব নাস্তি নচায়ং ব্রহ্মণোবিকারো যেন তত্রৈব জীয়েত, নচেটাপত্তিঃ ব্রহ্মণঃ
কোট্যহ্যভঙ্গাপত্তেঃ, কিং তর্হি তুচ্ছমজ্ঞানমস্তোপাদানং তয়িংশ্চ জ্ঞানেন বিনষ্টে সমূলত্যাগতোচ্ছেদো
ভবতি অজ্ঞানস্ত চ তুচ্ছত্বং ভূচ্চেনাত্যপিহিতং যদাসীদ্রিতি ঐত্যা তৎকাগ্যাস্য রজ্জুরূপাদেঃ প্রলয়ে
তদমূলভ্যস্যাহুতবেন চ সিন্ধু, তস্মাদস্য সম্প্রতিষ্ঠানোপলভ্যত ইতি যুক্তমবোক্তম্, তমিমমমর্থং
বাসনানাং দাঢ্যং স্ববিক্রমূলঃ দৃঢ়তরমূলমপি অসঙ্গশ্রেণেণ সঙ্গোদেহাদিতাদাব্যাবৃক্তস্তদজ্ঞানমঙ্গঃ
তেন দৃঢ়েন পরিপকেন ছিদ্ৰা ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যমিত্যুক্তরেণাধঃ যদাপি মূলদৃক্কমোঃ
। সংসারয়োরঙ্গঃ সুষ্প্রো স্বয়মেব জায়তে তেন তস্মল্বাসনাভিরপ্যায়নোহংগোহুর্মীয়েত যদাপি
নানামূলস্তাজ্ঞানোহুচ্ছদাং নাসঙ্গদীর্ঘ ভাবতি তস্মান্নির্ককল্পসমাখ্যাত্যাসেন কারণশরীরতা-
সঙ্গঃ তেন চাসঙ্গশ্রেণাত্যচ্ছেদোমূলোচ্ছেদঃ লবণোদকবৎ রজ্জুবগবদা এবিলাপনরূপ
কর্তব্যঃ, নতু সাংখ্যানামিব নামরূপেণ সতঃ পরিবজ্জনমায়ম্ । তমিমমর্থং ছিদ্ৰা কিং কস্তব্যমিত্যাহ
স্তত ইতি । নকেবলং নির্কিকল্পসমাখ্যাতদঙ্গমায়েণ কৃতার্থতা, কিং তর্হি ততোহসঙ্গানন্তরং
তং শ্রুতিপ্রসিদ্ধং পদং পদনীয়ং ব্রহ্ম পরিমার্গিতব্যং ঐতিয়ুক্তিবদেনাহমেব ব্রহ্মোহস্মীতি প্রাত্যহম্
যস্মিন্ পদে নির্কিকল্পে গতাঃ প্রাপ্তাঃ সন্তোনিবর্তন্তি ন পুননিবর্তন্তে তমেব প্রত্যগানন্দমাদ্যং
পুরুষং পুরি শরীরে শয়নমপি প্রপদ্যে শরণং গতোহস্মীতি ভাবয়েৎ, ভাগবত এব বা ইদং বচনং
লোকশিক্ষার্থং বর্ষ এব চ কর্মণাতিবং, কোহসৌ পুরুষঃ যতঃ পূবাপী আদ্যা প্রবৃত্তিঃ,
“সোহকাময়ত বহুত্যাং প্রজায়েয়তি” ইত্যেবং রূপা প্রশ্নতা অস্মাৎপি ইদানীং কাময়ামহে
ধনাদিনা বয়ং ভুয়ামঃ স্তাম প্রজায়েমহীতি চেতি, প্রবৃত্তির্দর্শিতা তৎপ্রণামেনৈব সা নিবর্তিত্যত
ইত্যর্থঃ ॥ ৩ । ৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—কিঞ্চেহ মনুষ্যলোকেষ্যরূপং ব্রহ্মণং তথা সনিশ্চয়ং নোপলভ্যতে
সংজীহয়ং মিথ্যা, নিত্যোহয়ং ইতি বাদিমত বৈবিধ্যাদিতি ভাবঃ । নচাত্মোহবসানঃ অপৰ্যায়ত্বাৎ

নচাদিরনাদিহাং ন চ সংপ্রতিষ্ঠা আশ্রয়ঃ কিমাধারঃ কোহয়মিত্যপি নোপলভ্যতে তত্ত্বজ্ঞানাতা-
বাদিতি ভাবঃ । যথা তথায়ং ভবতু জীবমাত্রদ্ব্যর্থকনিধানস্যাস্যচ্ছেদকং শত্রুং অসঙ্গঃ
জ্ঞাত্বা তেনৈনং ছিষ্টা এক অসামূল্যস্থা মহানিধিরেষ্টব্য ইত্যাহ অশ্বখমিতি । সঙ্কেহত্র
অজ্ঞাসক্তিঃ সর্বজ্ঞবৈরাগ্যমিতি যাবৎ তেন শস্ত্রেণ কুঠারেন ছিষ্টা এব স্বতঃ পৃথক্কৃত্য ততস্তস্য
মূলভূতঃ তৎপদং বস্ত্র মহানিধিরূপং ব্রহ্ম পরিহার্গিতব্যমেষ্টব্যং কীদৃশং তদত আহ । যস্মিন
গতাঃ যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তোভুয়ো ন নিবর্তন্তে নচাবর্তন্তে ইত্যর্থঃ । অদেষণপ্রকারমাহ যত
এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তিঃ প্রমত্তা বিস্তৃতা তমেবাধ্যং পুরুষং প্রপদ্যে ভজামীতি ভক্ত্যা
অদেষ্টব্যমিতিত্বার্থঃ ॥ ৩। ৪ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্বে শ্লোকদ্বয়ে যে সংসারাস্বখ রক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে
বস্তুতঃ তাহা রূপকমাত্র । এই সংসার রক্ষের তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণা করিতে
হয় । সম্যক্ জ্ঞানোদয় হইলে, প্রকৃত দর্শন শক্তি সজাত হইলে উপলব্ধ
হইয়া থাকে যে, এই সংসার রূপ রক্ষ নভোমণ্ডলে গন্ধর্ব্ব নগরাবির্ভাব
দর্শনের মত, উত্তম বালুকাপূর্ণ মরুভূমি মধ্যে সলিলপূর্ণ জলাশয় দর্শনের
মত, স্বপ্নকালে কল্পনাভীত সুখৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির মত, নিরবচ্ছিন্ন মায়াময়
ও অলীক । পূর্বে উক্ত মূল অধঃশাখা প্রভৃতি সংসার রক্ষের যে বর্ণনা
নিবন্ধ হইয়াছে, ইহা সেরূপে পরিদৃষ্ট হয় না । ইহার অন্ত অর্থাৎ অবগান
স্থান নির্ণয় করিতে কাহারও সাধ্য নাই । কারণ ইহা সীমামূল্য ও অনন্ত
রূপ সূতরাং ইহার পর্য্যবগান অবধারণ করা অসম্ভব । তদ্রূপ ইহার আদি
নির্ণয় করিতেও মনুষ্য অক্ষম । যে পরম বীজ হইতে এই মহান রূপ
অঙ্কুরিত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ কাণ্ড প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা পল্লব পত্রাদিতে
পরিপুষ্ট হইয়া লোক সমূহ অধিকার করিয়াছে । সেই বীজের তত্ত্ব পরি-
জ্ঞাত হওয়া কাহারও পক্ষেই সহজ সাধ্য নহে । ইহার আদি অন্ত অব-
ধারণ যেরূপ অসম্ভব, স্থিতিকাল নির্ণয় করাও তদ্রূপ দুর্লভ ব্যাপার ।
কিরূপে কি ভাবে কেনই বা এই বিশালরূক্ষ অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা
নির্ণয় করিতে কাহারও সাধ্য নাই । এই সংসার রূপ অশ্বখ অতি স্থির
নিশ্চল ও দৃঢ়মূল । অর্থাৎ যে স্থানে ইহার মূল প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই মহৎ
তত্ত্ব যথেষ্টভাবে বিচলিত বা রূপান্তরিত হইবার সম্ভাবনা নাই ; সূতরাং
এই সংসারাস্বখের ঝটিকাবর্ত্তে বা বাহু কোন কারণে শিথিল মূল হইয়া
স্থানচ্যুত বা নিপতিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই । এইরূপ দুজ্জের

তত্ত্ব সংসারার্থে ছেদন করিয়া জ্ঞানোন্নতির অভিমুখে ধাবিত হওয়া আবশ্যক। যে রক্ষ মনুষ্যকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, অথচ যাহা বন্ধতঃ মসত্য, তাহাকে কর্তন করিয়া আত্মোন্নতির পথ অন্বেষণ করা বিধেয়। মধুনা তাহারই উপায় প্রদর্শিত হইতেছে। সুদৃঢ় বৈরাগ্যরূপ কুঠারদ্বারা ইহা ছেদন করা আবশ্যক। জ্ঞী পুত্র, বিষয়েত্বার্থ্য এবং কামনার বাবতীঃ বিষয় একান্ত অসার ও নগর। এইরূপ বিশ্বাসের বশবত্তী হইয়া একান্ত ভাবে তত্ত্ববিষয়ে আগ্রহী শূন্য হইবে। ঐকান্তিকী অনানন্দি গংসার রক্ষের পক্ষে তীক্ষ্ণধার কুঠার স্বরূপ। রক্ষ যেরূপ কঠিন, ছেদন-মন্ত্র ও তদনুরূপ তীক্ষ্ণধার আবশ্যক। অবিচলিত অঙ্গই এই সংসার রক্ষ ছেদনোপযোগী সুশাণিত অস্ত্র স্বরূপ। এইরূপ অস্ত্র দ্বারা সংসার রক্ষ ছেদন করার পর পরম পদের অন্বেষণ করিতে হইবে। যে স্থানে গমন করিলে মনুষ্যের আর পুনরাবর্তন ঘটে না, যে স্থানে উপস্থিত হইতে পারিলে জন্মমৃত্যুর বন্ধন ছেদন করিয়া মনুষ্য পরমানন্দের অধিকারী হন, যে স্থানে উপস্থিত হইলে মানবকে কর্ম বন্ধনের আর অধীন হইতে হয় না, এবং সুখ সৌভাগ্যের ইয়ত্তা থাকে না, সেই পরম স্থান প্রাপ্তির পথ মনুষ্যকে অন্বেষণ করিয়া লইতে হইবে। বৈরাগ্যবলে সংসারের অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া মানবকে পরমানন্দ পূর্ণ পরম স্থান গমনের উপায় অবধারণ করিতে হইবে। এই সংসার রক্ষে আসক্ত হইয়া শুভাশুভ যত কর্মই কেন সম্পাদন করি না, কেবল শাখা হইতে শাখান্তর প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কোন পরিণামের আশা নাই। চিরদিনই নিরুদ্ধনেত্র বলীবন্ধের ন্যায় সংসার চক্রে ঘূর্ণ্যমান হইয়াই অনন্ত কাল অতিবাহিত করিতে হয়। যে পথে গমন করিলে এই নিদারুণ দুর্দশার অপনোদন হইবে, তাহারই উপায় অন্বেষণ করা আবশ্যক। কি ভাবে সেই উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে। বুঝিতে হইবে যে, সেই অনুকম্পাময় ক্রীহরির করুণা ব্যতীত নিস্তারের আর উপায় নাই, বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারই শরণাগত না হইলে এই দারুণ দুর্গতি নিবারণের আর পথ নাই। তখন ভক্তি বিগলিত হৃদয়ে দীন ভাবে সেই সর্বোত্তম জগন্নাথের ক্রীচরণের উদ্দেশে নিবেদন করিতে হইবে যে, 'হে আদ্য! হে বিশ্বনাথ! আমি অনন্তোপায়, তোমার করুণা ভিন্ন আমার উদ্ধারের কোনই আশা নাই,

আমি একান্ত ভাবে তোমার শরণাগত হইতেছি, এবং তোমার শ্রীচরণকে আশ্রয় করিতেছি । হে আদিপুরুষ ! এই সনাতনী সৃষ্টি, এই অনন্তকাল ব্যাপী সংসাররক্ষ তোমা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে, এবং তোমারই ব্যবস্থায় বিস্তৃত থাকিয়া নির্দিষ্ট কার্যসাধনে নিযুক্ত । এই বিশ্ব ব্যাপার তোমা হইতেই নিঃসৃত ও উদ্ভূত হইয়াছে ।’

সংসাররূপ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার, মোহনিম্মুক্ত হইয়া সত্যপথে পথিক হইবার ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত আর কোনই সহায় নাই । ভক্তি সহকারে ভগবৎরূপ লাভ করিবার প্রযত্ন না করিলে এই দুঃশ্চন্দ্র্য বন্ধন মুক্তি অসম্ভব । এই জন্যই এ স্থলে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, বিহিতরূপে যথাযথ ভাবে সংসার তত্ত্ব প্রণিধান করিয়া, বৈরাগ্যবলে মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়াই একমাত্র ব্যবস্থা । যদি ভাগ্য বলে ভক্তি বলে সাধনা বলে করুণাময়ের প্রদত্ততা লাভ করিতে পারা যায়, তবেই মোক্ষরূপ পরম পদ লব্ধ হইতে পারে, নতুবা উপায়ান্তর নাই । পূর্বে এই গ্রন্থে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, “অহং সৰ্ব্বশ্চ প্রভবঃ” (১০ ম অধ্যায় ৮ শ্লোক) “দৈবীছোষা গুণময়ী মম মায়া” (৭ম অধ্যায় ১৪ শ্লোক) । পরেও বলিবেন, “ন তস্তাসময়তে সূর্য্যো” (১৫ শ অধ্যায় ৬ শ্লোক) ইত্যাদি । এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে ইহাই উপলব্ধি হইবে যে, এ সংসারে সকলই আমার, কেবল সেই ভগবানই সার এবং তাঁহা হইতেই সমস্ত উদ্ভূত, সূত্ররূপে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ একমাত্র কর্তব্য ।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহোদয় বলিয়াছেন, এই সৃষ্টি ব্যাপার ইন্দ্রজালবৎ * । ঐন্দ্রিজালিক যেমন স্বকীয় কৌশলবলে মারাহতী প্রভৃতি প্রদর্শন করে, তদ্রূপ পরমেশ্বর স্বকীয় অচিন্তনীয় শক্তি প্রভাবে এই বিশ্ব ব্যাপারের সংঘটন করিয়াছেন ॥ ৩ । ৪ ॥

* ইন্দ্রজাল ভোজবিদ্যা বা ভোজবাজী নামে সাধারণতঃ পরিচিত । ইহা কোন আধুনিক বিদ্যা বা কৌশল নহে । দেবদীপেব শব্দর পার্বত্যীকে এই বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । এ সম্বন্ধে নানা প্রকার তরঙ্গিত বিবরণ আছে । ভগবান্ পরম যোগী দত্তাত্রেয়কে এই বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । নানাবিধ ত্র্যগুণ সাহায্যে ও যত্নবলে ইন্দ্রজাল বিদ্যার সিদ্ধি লাভ হইত । সমস্ত ঐন্দ্রজালিক রহস্তের আলোচনা করিতে হইলে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থের প্রয়োজন হয় । দত্তাত্রেয়কে ঈশ্বর এ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, কেবলমাত্র তাহাই এ স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে । এই বিদ্যার সিদ্ধিলাভ করিলে মানব অসামান্য

নিৰ্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্য্য বিনিবৃত্তকামাঃ ।
দ্বন্দ্বৈৰ্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
গচ্ছন্ত্যমৃত্যুঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫ ॥

অম্বয় ।—নিৰ্ম্মানমোহাঃ । (মানমোহশূন্য্যঃ) জিতসঙ্গদো
(ত্যক্তসৰ্বসঙ্গাঃ) অধ্যাত্মনিত্য্যঃ (আত্মজ্ঞাননিবৃত্তাঃ) বিনিবৃত্তকা
(নিবৃত্তবিষয়কামনাঃ) সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ (সুখদুঃখাভিধৈঃ) দ্বৈ
(শীতোষ্ণাদিভিঃ) বিমুক্তাঃ (পরিত্যক্তাঃ) অমৃত্যুঃ (বিবেকিন
তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—মান-মোহ-শূন্য সঙ্গদোষ-রহিত আত্ম-জ্ঞান-নি
বিষয়-কামনা-বর্জিত সুখ-দুঃখ-নামক শীতোষ্ণাদির-দ্বারা পরিত্য
গিবৈকিগণ সেই অব্যয় পদকে গমন-করেন ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—মানমোহশূন্য সঙ্গদোষহীন আত্মজ্ঞানে তৎপর বি
কামনা শূন্য এবং সুখ দুঃখাভিধেয় শীতোষ্ণাদি সহনকম্য বিবেকশা
পুরুষগণ সেই অব্যয় পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

সাধনে সক্ষম হয়, এবং অনেক অলৌকিক বাণীর সম্পাদনে স্বকীয় উন্নতি এবং পরকীয় উপকার বা অণ
সংসাধন করিতে পারেন ।

“উল্লকস্য কপালেন ঘৃতনাহতকঙ্কলং । তেন নেত্রাঙ্কনং কৃতা রাত্রৌ পঠতি পুস্তকং ॥ অঙ্কোল
নিকিপ্তে গুরুবারে মূপে গজে । মন্ত্রেণ শিকরেস্তিত্যং বাণীকফলং হঠৈন । মিলৌহ শেষ্টিতং কৃতা একং
মুপেস্থিতং । মন্ত্রমাতঙ্গবীৰ্য্যন্ত বাহুভূত্যা পরাক্রমঃ । দশহেম দ্বিঘট, তাম্রং ঘোড়শং রূপাভ্যাপকং ।
সংখ্য। মিলৌহী চ জাতব্যা সপ্তকর্পণ । বানিকানি চ বীজানি অঙ্গমং হৃদয়েষ চ । অঙ্কোলবীজ নিমি
মূপে ভূমিতলে ধ্রুং । তবীজং মূপ মধ্যস্থং মিলৌহৈ পৌষ্টিতং কৃৎ । ভক্তপোহি তপেণ ধ্রু। নাম
লকরোদিতং । বানিকানি চ বীজানি অঙ্কোলভৈতলমেলনাৎ । সফলো জারতে বৃক্ষঃ সিন্ধিযোগমুদাক্ষয়
লমমূপে বিলুমাত্রং তলৈলং নিঃস্বিপেদ্য বদি । একবানং জগৎবীজো নামাখ্য লভ্যোদিতং । শিশ্রুবীজাভি
তৈলং পারাণাত পুরীষকং । বরাহস্য বসাগুক্তং গৃহীত্বা চ সমং সমং । পর্দ্বতস্য বসাগুক্তং হরিভালং অনগ্রসি
এতিস্ত তিলকং কৃতা যথা লক্কেবগো নৃপঃ । উল্লুবিষ্ঠাং গৃহীত্বা তু গরভতৈলশেষণাৎ । বদ্যাদে নিম্বিক
বিলুং সিন্ধিপ্তো জারতে ধ্রুং । সপ্নবন্তং গৃহীত্বা তু কৃষ্ণশুদ্ধিককটকং । কৃষ্ণলারক সংগুক্তং পদ্ম গু

পাঠান্তর ।—সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ ।

শঙ্করাচার্য্য।—কথং তাস্তং পদং গচ্ছতীত্যুচ্যতে নির্ধানেনিতি । নির্ধানমোহা মানশ্চ মোহশ্চ মানমোহৌ তৌ নির্গতৌ যেভ্যস্তে নির্ধানমোহাঃ মানমোহবর্জিতাঃ জিতসঙ্গদোষাঃ সঙ্গএব দোষঃ সঙ্গদোষঃ জিতঃ সঙ্গদোষৌ যৈস্তে জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিভ্যাঃ পরমাত্মস্বরূপা-
লোচনে নিত্যাস্তং পরা বিনিবৃত্তকামাঃ বিশেষতেনির্গেপেন নিবৃত্তাঃ কামা যেষাং তে বিনিবৃত্তকামা
যতঃ সন্ন্যাসিনোবিন্দ্যঃ প্রিয়াপ্রিয়াদিভির্কিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈঃ পরিত্যক্তা গচ্ছন্ত্যমৃত্যু মোহ-
বর্জিতাঃ পদমব্যয়ং তদ্যথোক্তং ॥ ৫ ॥

আনন্দচারি।—পরিমার্গপূর্ব্বকং নৈমকং পদং গচ্ছতাং সংজ্ঞাস্তরাণ্যাক্ষজপূর্ব্বকং
কথং তি কথমিত্যাदिना । মানোহংকারঃ মোহত্ববিন্যকঃ জিতসঙ্গদোষাঃ শক্রমিত্রসন্ধিধাবপি

কারয়ং । বস্ত্রাদে নিষ্কিপেৎ চূর্ণং সয়ো। যাতি যমালয়ং ॥ সিন্দূরং গন্ধকং তালম্ যমং পিষ্টা। মনঃশিলাং ।
তরিশবৎ শরশি অগ্নিবৎ দৃগুতে ভ্রং ॥ অর্ককীরং বটকীরং ক্ষীরং ভূষু রসস্তবং । গৃহীতা পাতকে লিপ্তে
জলপূর্ণং কয়োতি চ । দুষ্কঃ সংজ্ঞায়তে তত্র মহাকৌতুককৌতুকম্ । অঙ্কোলতৈল লিপ্তাসৌ দৃগুতে রাক্ষসাকৃতিঃ ।
পলায়ন্তে নরাঃ সর্পে পশুপক্ষি গজা হরাঃ । অঙ্কোলন্ত তু তৈলেন দীপং প্রজ্জ্বলয়ন্তঃ । রাত্রৌ গচ্ছতি তু তানি
খেচয়ানি মহীতলে ॥ বৃধে বা শনিবারে বা কুকলাং পরিশৃণু চ । শক্র মুহুরতে যত্র কুকলাং তত্র নিষ্কিপেৎ ।
নিখনেভুসি যথোবু উচ্ছতে চ পুনঃ সুখী । নপুংসকং ভবেৎ সত্যম্ নান্তথা শঙ্করোহংরবী ॥ গন্ধকম্ হরিতালক
গোমূত্রকং বিধং তথা । হৃদ্য চূর্ণরয়ং কৃষ্ণা । কিঞ্চিৎকিং বিনিষ্কিপেৎ । বিদ্যাঃ সর্পে পলায়ন্তে যথা যুদ্ধে
কাতরাঃ ॥ (পস্তাক্সের তন্ত্র, ঈশ্বর দস্তাক্সের সংবাদে ইন্দ্রজাল কৌতুকদর্শন নাম ১১শ পটল)

ইহার আর্থার্থ্য্যঃ—পেটের কপালের দ্বারা যুতের কক্ষল প্রস্তুত করিয়া সেই অঞ্জন চক্ষুতে দিলে
রাত্রিকালে বিনা দীপ সাহায্যে পুস্তক পাঠ করিতে পারা যায় । বৃহস্পতিবারে অঙ্কোল (অঁকোড়) বীজ
মুখে নিক্ষেপ করিয়া ত্রিলোহি বেষ্টিত মন্ত্র দ্বারা সিঞ্জন করতঃ একবীজ মুখে রাখিবে । মন্ত্রমাতন্ত্র তুলা পরাক্রম
হইবে । শতভাগ বর্ণ, দ্বাদশ ভাগ তাম্র, ষোড়শ ভাগ রক্ত ত্রিলোহি নামে অতিহিত । যে কোন বীজ অঙ্কোল
তৈল সংযোগে লবণ ফলবান বৃক্ষ হইবে । সেই তৈল যদি শন মুখে বিন্দুমাত্র নিক্ষেপ করা যায়, তবে শন
এক প্রহর কাল জীবিত থাকিবে, ইহাই শিব বাক্য । শিগু (সজিনা) বীজের তৈল, পারাবতের পুত্রী, বরাহের বস, এবং গর্দভের বস হরিতাল ও মনঃশিলা (একরূপ প্রস্তর) সংযুক্ত করিয়া তিলক করিলে
সুগতি সাধনের স্তায় প্রতাপশালী হন । পেটের বিষ্ঠা এরও তৈলের সহিত পেষণ করিয়া বাহার অঙ্গে
নিক্ষেপ করিলে, সে ব্যক্তি দিক্ত হইবে । সর্পদন্ত ও কুক বর্ষ বৃদ্ধকের কটক কুকলাদের রক্তযুক্ত করিয়া
বাহার অঙ্গে দিলে, সে ভয়ঙ্কর্য্য হুত হইবে । সিন্দূর, গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিলা সমভাগে পেষণ করিয়া
তাহাতে বস্ত্র লিপ্ত করিবে, সেই বস্ত্র যত্নে ধারণ করিলে তাহা অগ্নির স্তায় দৃষ্ট হইবে । অর্ক (আকন্দ) রস
বটের রস এবং ভূষু রের রস কোন পাত্রে মাখাইয়া শুক করিলে, তাহাতে জল দিলে সেই জল দুষ্কং হইবে ।
অঙ্কোল তৈল অঙ্গে লেপন করিলে রাক্ষসের স্তায় দুই হইবে । অঙ্কোলের তৈলে দীপ জালিয়া রাত্রে খেচরাদি
সকলে দেখিতে পাওয়া যায় । সুখ বা শনিবারে কুকলাস গ্রহণ করিয়া যে স্থানে শত্রু মুরভাগ করে, তথায়
প্রোথিত করিবে : ইহাতে শত্রু নপুংসক্য প্রাপ্ত হইবে, এবং পুনর্বার সেই কুকলাসকে তথা হইতে উত্তোলন
করিলে সে পুনর্বার পূর্ণতাব প্রাপ্ত হইবে । গন্ধক হরিতাল গোমূত্র ও বিধ হৃদ্য চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ ভাগ
বহির্দেশে নিক্ষেপ করিবে, এই প্রকারে সকল বিষ দূরে পলায়ন করিবে ।

এতদ্ভাষ্যে সিদ্ধান্ত তন্ত্রনাং, ইন্দ্রজাল তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে এতৎ পদ্যকং বিস্তারিত বিবরণ আছে ।

শেষপ্রীতিবজ্জিতা ইত্যর্থঃ । তৎপরম্ অবগাদিনিষ্ঠং, সন্ন্যাসিনো বৈরাগ্যাধারা ত্যক্তসৰ্বকৰ্মণ ইত্যর্থঃ, আদিশঙ্কেন তদ্ধেতুগ্রহঃ, মোহবজ্জিতত্বমুক্ত হেতুতঃ সংজ্ঞাসমাহীতঃ ॥ ৫ ॥

রাশানুজ্ঞ ।—নিৰ্দ্দানেতি । এবং মাং শরণমুপগম্য নিৰ্দ্দানমোহো নির্গতানামানুজ্ঞানরূপমোহাঃ জিতসঙ্গদোষাঃ জিতগুণময়ভোগসঙ্গাখাদোষা অধ্যাত্মনিত্য্যো আত্মনি বৎ জ্ঞানং তদধ্যাত্মং আত্মদ্যাননিরতাঃ । বিনিবৃত্ত তদিতরকামাঃ স্বথঃখসংজ্ঞৈঃ স্বৈর্ধর্মীমুক্তাঃ অমৃতাঃ সানুজ্ঞানানুজ্ঞানভাবজ্ঞা তদব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি অনবচ্ছিন্নজ্ঞানাকারমাদ্যানং যথাবহিতং প্রাপ্নু-
বন্তি । মাং শরণমুপগতানং মৎ প্রসাদাদেব তাঃ সৰ্ব্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ স্বশাস্ত্যাঃ সিদ্ধিপৰ্ণাভা-
ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

হনুমান্ ।—বশীকৃত চেষ্টকৃতয়া জিতসঙ্গদোষা জিতঃ বিষয়সঙ্কো বিষয়সংকল্প-
রহিতা ইত্যর্থঃ অধ্যাত্মনিত্য্যো আত্মজ্ঞাননিরতাঃ বিনিবৃত্তকামাঃ ত্যক্তকামাঃ স্বৈর্ধর্মীমুক্তাঃ
স্বথঃখসংজ্ঞৈঃ স্ববাদিশঙ্গদোষাঃ গচ্ছন্তি প্রাপ্নুবন্তি অমৃতাঃ বিবেকিনস্তদৈক্যং পদং
অবিনাশিনং ॥ ৫ ॥

শ্রীধর ।—তৎপ্রাপ্তৌ সাধনাস্তরাণি দর্শয়ন্তি নিৰ্দ্দানেতি । নির্গতো মানমোহো
অহঙ্কারমিথ্যাভিনিবেশো যেভ্যন্তে, জিতঃ পুত্রাদিশঙ্গরূপদোষোভ্যন্তে, অধ্যাত্মে আত্মজ্ঞানে
নিত্য্যো পরিণিষ্ঠিতাঃ, বিশেষণ নিবৃত্তাঃ কামোযোভ্যন্তে, স্বথঃখহেতুহাং স্বথঃখসংজ্ঞানি
শীতোষ্ণাদীনি বদান্নৈর্ধর্মীমুক্তাঃ অতএবামৃতা নিবৃত্তাবিজ্ঞাঃ সন্তস্তদব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥

বলদেব ।—তৎপ্রাপ্তৌ সত্যং কীদৃশাঃ সন্তস্তদব্যয়ং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ নিৰ্দ্দানেতি ।
মানঃ সংকরজতো গর্ভঃ মোহো মিথ্যাভিনিবেশস্তাভ্যাং নির্গতাঃ জিতাঃ সঙ্গদোষাঃ প্রেরতাধ্যাত্ম-
বৈশ্বৈক্যলক্ষণো বৈশ্বৈক্যে । অধ্যাত্মঃ স্বপরাত্মবিষয়কো বিমর্শঃ স নিত্য্যো নিত্য্যকর্তব্যো
যথাং তে । সুখাদিহেতুহাত্তংসংজ্ঞৈঃ স্বৈর্ধর্মীমুক্তাঃ সন্তস্তদব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥

মধুসূদন ।—পরিমার্গপূর্কং বৈক্যং পদং গচ্ছতামঙ্গাস্তরাণাহ নিৰ্দ্দানেতি । মানোহ-
হঙ্কারোগর্ভঃ মোহস্ববিবেকাবিপর্যায়োবা তাভ্যাং নিজ্ঞাস্তা নিৰ্দ্দানমোহাঃ তৌ নির্গতো যেভ্যন্তে বা
তথা অহঙ্কারাবিবেকাভ্যাং রহিতা ইতি বাবৎ, জিতসঙ্গদোষাঃ প্রেরাপ্রিয়সদিদাবুপরিরাগধেব-
বজ্জিতা ইতি বাবৎ, অধ্যাত্মনিত্য্যো পরমাত্মস্বরূপালোচনাত্তৎপর্য্যো বিনিবৃত্তকামাঃ বিশেষতো
নিরবশেষেণ নিবৃত্তাঃ কামা বিষয়ভোগা যেবাং তে বিবেকবৈরাগ্যাধারা ত্যক্তসৰ্বকৰ্ম্মণ ইত্যর্থঃ,
স্বৈর্ধর্মীমুক্তাঃ শীতোষ্ণজ্বলিপাসাদিভিঃ স্বথঃখসংজ্ঞৈঃ স্বথঃখহেতুহাং স্বথঃখসংজ্ঞৈঃ । স্বথঃখ-
সংজ্ঞৈর্ভিত্তি পাঠান্তরে স্বথঃখাভ্যাং সঙ্গঃ সঙ্ঘোষেয়াভ্যঃ স্বথঃখসংজ্ঞৈঃ স্বৈর্ধর্মীমুক্তাঃ
পরিভ্যক্তাঃ অমৃতাঃ বেদান্তপ্রমাণসঙ্গাত্তসমাগ্জ্ঞাননির্গতাদ্বৈতজ্ঞানোঃ অব্যয়ঃ যথোক্তম্ পদম্
হন্তি ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এবং ঐকান্তিকত্ব স্বতন্ত্রাঙ্গাদকঃ সংসারাব্যয়ং তচ্ছবকমসঙ্গমত্বং
চাত্ত্য তস্য স্বতন্ত্র্য প্রাপ্তাবিকারী তস্য স্বরূপকাহ দ্বাভ্যাম্ নিৰ্দ্দানেতি । মানোবর্গঃ মোহো

বিপর্যায়ঃ, তদ্বিহিতাঃ নির্ধানমোহাঃ, জিতঃ সঙ্গঃ কঠোরমিত্যভিমানঃ দোষোরাগাদিশ্চ বৈবৈ-
জিতসঙ্গদোষাঃ, অধ্যায়ম্ ভাষ্যনিহিতাঃ আত্মধ্যানপরা ইতি যাবৎ, বিনিবৃত্তকামাঃ তাক্তসৰ্গ-
পরিগ্রহাঃ ধনৈঃ স্বেচ্ছাভোগলক্ষণং শীতোষ্ণাদীনামপি তৈর্কিস্মুক্তান্তিতিকাবস্ত ইত্যর্থ-
অনুভূতিঃ বিজ্ঞানবিজ্ঞানার্ণকৃতবস্তুঃ তৎপদম্ অব্যয়মপুনরাবৃত্তিঃ গচ্ছন্তি ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—তত্ত্বজ্ঞো সত্যাং জনাঃ কীদৃশভূতা তৎ পদং প্রাপ্তবক্তীত্যপেক্ষ্যামাহ
নির্ণয়নেতি । অধ্যায়নিহিতাঃ অধ্যায়বিচারো নিত্যানিত্যকর্তব্যো যেষাং তে পরমাশ্রয়ালোচন-
তৎপরাঃ ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, বিবেক সহকারে সংসার
রক্ষের অনারম্ভ এবং অলীকত্ব অনুভব করিয়া নিত্যস্বরূপ সত্যস্বরূপ পর-
মানন্দ লাভের নিমিত্ত পরম পুরুষের শরণাগত হওয়া আবশ্যক । কীরূপ
সাধনা হইলে, জ্ঞানের কীদৃশ পরিপাক ঘটিলে, সেই অব্যয় পুরুষের করুণা
প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে । মনুষ্য মানের
অধেষণে ব্যাপ্ত হইয়া অশেষ দুর্গতি অর্জন করে ; কল্পনা বলে বা অহ-
ঙ্কার বলে বা আপনার ঐশ্বর্য্যাদির বলে মানব আপনি আপনার নিমিত্ত
সমাজ মধ্যে অত্যাচ্ছ স্থান অবধারণ করিয়া থাকে । এইরূপ উচ্ছ্রান্তাবধা-
রণই মান । সর্ব্ব সাধারণের নিকট হইতে অনুরূপ মান প্রাপ্তির নিমিত্ত
তাহাকে নিরন্তর ব্যাকুল ও চেষ্টিত থাকিতে হয় । কেহ কখনও সমকক্ষ
কথা কহিলে কেহ নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলে, গমন কালে কেহ
অগ্রে চলিলে সেই মানী ব্যক্তি মনে করে তাহার অপমান হইল । সেই
অহঙ্কারক্ষীত ক্ষুদ্রচেতা মানব সতত সর্ব্বত্র আপনার সম্মান স্থাপনের
নিমিত্ত চেষ্টাশিত থাকে । এইরূপ বুদ্ধি আত্মোন্নতির একান্ত প্রতিকূল ।
অত্যল্প মাত্র বিচার শক্তির পরিচালনা করিলেই বৃদ্ধিতে পারা যায়, এ
সংসারের মান অপমান কিছুই নহে, সকলেই বিশ্ব বিধাতার সৃষ্ট সমান
জীব, এই বিশ্বের সকলই অলীক, সকলই ক্ষণস্থায়ী, সকলই রুখা । স্বকীয়
রূপ ঐশ্বর্য্যাদি হেতু যে মান স্থাপন করা যায়, তাহা কখনই চিরস্থায়ী
হইতে পারে না । আপনার এই ভঙ্গুর দেহ মতি সহরেই বিনষ্ট হইবে ।
এইরূপ বুদ্ধি সহকারে যিনি মানলাভের বাসনা পরিহার করিতে সমর্থ
হইয়াছেন, এবং যিনি অজ্ঞান ভ্রম প্রমাদাদি পরিত্যাগ করিতে পারিয়া-
ছেন, তিনিই সাধক । গোহের প্রাবল্যে অজ্ঞতা হেতু মানবেরা এই

সংসারকেই চিরস্থায়ী ভোগভূমি এবং পরমানন্দের নিকেতন বলিয়া জ্ঞান করে । পরমার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই উপলব্ধ হয় যে, মানবের এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্ত । সত্য জ্ঞান সহকারে মান মোহ পরিশূন্য হওয়া প্রথমেই আবশ্যিক । এইরূপ মান মোহ পরিশূন্য হইলেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, যাহাকে অদ্য পুত্র বা পত্নীরূপে পরমাদরের বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিতেছি, অথবা যে অটালিকা উদ্যানাদি পদার্থকে সুখবিধায়ক বোধে মগ্ন করিতেছি; অথবা যে সকল বস্তু বিলাস ও আনন্দ সংসাদক বোধে আগ্রহসহকারে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি তত্তাবতের সহিত অদ্যই হউক বা দশদিন পরেই হউক নিশ্চয়ই সকল সম্বন্ধের শেষ হইবে । হয় সেই সকল পদার্থ অগ্রে হস্তপ্রাপ্ত হইবে, না হয়, তাহারা পড়িয়া থাকিবে, আপনাকেই তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চির প্রস্থান করিতে হইবে । এইরূপ বুদ্ধিতে বস্তুজ্ঞার কোন বস্তুর সহিতই সঙ্গ করিবার বাসনা থাকিবে না এবং সঙ্গ ঘটিলেও তৎসম্বন্ধে আসক্তি বা অনুরাগ থাকিবে না । সঙ্গ রূপ দোষ এবং তজ্জনিত বহুবিধ দোষ তখন তিরোহিত হইবে । হৃদয়ের এবং বিধ অবস্থা হইলে স্বতঃ প্রবৃত্তি পরমার্থ তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপ্ত হইবে । যাহা নিত্য স্বরূপ, যাহা সত্যস্বরূপ, যাহা চিরস্থায়ী, যাহা পরিণামে পরমানন্দ প্রদ, কেবল সেই চিন্তার অন্তঃকরণ তখন পূর্ণ ভাবে অভিনিবিষ্ট হইবে; আত্মার সাক্ষাতি কিসে হয় এবং কি উপায়ে আত্মজ্ঞান লব্ধ হয়, ইহারই উপায়াবধারণে নিরন্তর চিন্তের আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে । তখন কামনা সমূহ বিনিবৃত্ত হইবে । অধিকতর অর্থাগম, অধিকতর ভোগৈশ্বর্য্য বিধায়ক সামগ্রী, অধিকতর সাংসারিক সংঘটন ইত্যাদিরূপ কামনা হৃদয় হইতে নির্মূলে নিঃশেষ হইবে । এতাদৃশ উন্নত হৃদয় পুরুষের ক্ষুৎপিপাসা, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীষ্ম ইত্যাকার বোধ তিরোহিত হইয়া যায় । তিনি দেখিতে পান, দুই দুই ধর্ম্ম নিয়ত মনুষ্যের অবিচ্ছিন্ন সঙ্গী । শীতের পর গ্রীষ্ম আসিয়া বিব্রত করে এবং গ্রীষ্মের পর পুনরায় শীত আসিয়া ব্যস্ত করিতে থাকে । দারুণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া কোন উপায়ে তন্নিবারণ করিলে অক্ষুধা উপস্থিত হয়, কিন্তু আবার কিয়ৎকাল পরেই ক্ষুধা আসিয়া আলাতন করিতে থাকে । প্রেমের বিরহ হয়, রোগে আশঙ্কা হয়, সুখে অসুখ হয়, আনন্দে নিরানন্দ হয় । এইরূপে বিভিন্ন বিপরীত ভাব নিরন্তর মনুষ্য জীবনের নিয়ামক রূপে

সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে থাকে । জ্ঞানের উন্মেষ হইলে মানব এবং বিধ দ্বন্দ্ব সমূহের অসারত্ব সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন, এবং তাহাদের অধীনতা বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বাধীন ও নিম্মুক্ত হইয়া উঠেন । তখন সুখ তাঁহাকে আর প্রমত্ত করিতে পারে না, এবং দুঃখও তাঁহাকে আর অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না । তিনি সুখদুঃখাদি পরিবর্তনশীল অসার বিষয়ে আপনাকে আসক্ত বলিয়া আর বোধ করেন না । সুখ বা সুখ বিধারক পদার্থের সমাগমে তিনি আর রুষ্ঠ বা উৎফুল্ল হন না, এবং দুঃখ বা তজ্জনক কারণের আবির্ভাবে তিনি আর অবসন্ন বা অভিভূত হন না । যে পুরুষের চিত্ত এইরূপে গঠিত হইয়াছে, যাঁহার হৃদয় এবশ্বকারে অত্যাগত হইয়াছে, সেই মোহশূন্য সাধু ক্ষয়শূন্য বিকার রহিত পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

পূর্ব শ্লোকে ভক্তি সহকারে ভগবচ্চরণে শরণ গ্রহণ ভগবদ্ জ্ঞান লাভের উপায় রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । একান্ত ভাবে ভগবানের শরণাগত হইতে পারিলে তাঁহারই করুণা বলে বর্তমান শ্লোক নির্দিষ্ট ধর্ম সমূহ অনায়াসেই হৃদয়ে উপজাত হয় । এইরূপ ঘটিলেই আত্মজ্ঞান আপনিই হৃদয়াকাশে পৌর্ণমাসীর শশধরের স্তায় বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং সাধকের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া সিদ্ধিলাভ ঘটাইয়া দেয় ॥ ৫ ॥

—:(০):—

ন তদ্ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ ।

যদাত্মা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ৬ ॥

অর্থঃ ।—তৎ (পদং) সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে (প্রকাশয়তি) শশাঙ্কঃ ন; পাবকঃ (অগ্নিঃ) ন, যৎ (ধাম) গতা (প্রাপ্য) ন নিবর্তন্তে (আবর্তন্তে) তৎ মম পরমং ধাম (স্থানং) ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—সেই-পদ সূর্য্য প্রকাশ-করে না, চন্দ্র না, অগ্নি না, যে-ধামকে গমন-করিয়া আরত-হয় না, সেই আমার পরম ধাম ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—যে পরম ধামকে সূর্য্য প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র

বা অগ্নির দ্বারাও যাহা উদ্ভাসিত হয় না ; যে স্থানে একবার গমন করিলে আর পুনরায় হইতে হয় না, তাহাই আমার সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ধাম ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তদেব পদং পুনর্কিঁশিষ্যতে নেতি । তন্কামেতি ব্যবহিতেন ধামা সম্বন্ধঃ । ধাম তেজোরূপং পদং ন ভাসয়তে সূর্য্য আদিত্যঃ সর্বাভাসনশক্তিমেবেহপি সক্তি, তথা ন শশাঙ্কশ্চন্দ্রো ন পাবকোনাধিরপি । যত্নম বৈষ্ণবং পদং গতা প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে, যত সূর্য্যাদি ন ভাসয়তে, তন্কাম পদং পরমং বিশেষ্যম পদং যং গতা ন নিবর্তন্ত ইত্যুক্তং ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরি ।—তক্ষেৎ পদং বেদ্যং কৰ্ত্তব্যং কথ্যেতি বৈতাপাতোহবেদ্যঃ চেদগ্রমত-
ত্বং প্রেপ্সিত্বাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ তদেবেতি । উক্তমন্ত্ৰাঙ্কিণতি যদ্যাহতি ॥ ৬ ॥

রামানুজ ।—নেতি । . তদায়জ্যোতিন' সূর্য্যো ভাসয়তি ন শশাঙ্কো ন পাবকশ্চ, জ্ঞানমেব হি সৰ্ব্বত্র প্রকাশকং বাহানি তু জ্যোতীঃষি বিষয়েশ্রিয়সম্বন্ধবিরোধি তমেনিরসন দ্বারোপকারকানি অস্ত চ প্রকাশকো যোগঃ তদ্বিরোধি চানাদিকৰ্ম্ম তন্নিবৰ্ত্তনং চোক্তং ভগবৎপ্রপত্তিমূলমসঙ্গাদি বদগত্বা পুনর্ন নিবৰ্ত্তন্তে তন্কাম পরমং জ্যোতিঃ মম মদীয়ং মদ্বিতীত্বতো মনাঃশ ইত্যর্থঃ । আদিত্যাদীনামপি প্রকাশকেন্নাস্ত পরমং আদিত্যাদীনি জ্যোতীঃষি ন
। নজ্যোতিষঃ প্রকাশকানি জ্ঞানমেবাং প্রকাশকং ॥ ৬ ॥

হনুমান্ ।—যদ্ব্যমপরং ধাম তৎসূর্য্যো ন ভাসয়তে নাপি শশাঙ্কঃ নাপি পাবকঃ তংগতা যোগিনঃ ন নিবৰ্ত্তন্তে নহি পুনরবগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধর ।—তদেবং গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি ন তদिति । তৎ পদং সূর্য্যাদিয়ান প্রকাশয়ন্তি, যং প্রাপ্য ন নিবৰ্ত্তন্তে যোগিনস্তন্কাম স্বরূপং পরমং মম, অনেন সূর্য্যাদি প্রকাশাবিষয়েন জড়বশীতোষ্ণাদিদোষগ্রস্কোনিরন্তঃ ॥ ৬ ॥

বলদেব ।—গন্তব্যং পদং বিশিষ্যন্ পরিচায়য়তি ন তদिति । প্রপন্না যদ্যহা যতো ন নিবৰ্ত্তন্তে তন্মমৈব ধাম স্বরূপং পরমং শ্রীমৎ । সর্বাভাসকা অপি সূর্য্যাদিয়ন্ত্য ভাগয়ন্তি প্রকাশয়ন্তি । “ন তত্র সূর্য্যো ভাতী” ত্যাদিঞতেশ্চ সূর্য্যাদিভিরপ্রকাশ্যন্তেযাং প্রকাশকঃ স্বপ্রকাশকচিহ্নিগ্রহো লক্ষ্যপতিরহমেব পদশব্দবোধ্যঃ প্রপন্নৈর্ভাভ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

মধুসূদন ।—তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি ন তদिति । যদৈষ্ণবং পদং গতা যোগিনো ন নিবৰ্ত্তন্তে, তৎপদং সর্বাভাসনশক্তিবানপি সূর্য্যো ন ভাসয়তে সূর্য্যাস্তময়েহপি চন্দ্রোভাসকোদৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ ন শশাঙ্কঃ । সূর্য্যচন্দ্রমসৌরভরোরপ্যস্তময়েহয়িঃ প্রকাশকোদৃষ্ট ইত্যাশঙ্ক্যাহ ন পাবকঃ ভাসয়ত ইত্যভয়রাপ্যহবজ্ঞাতে । কুতঃ সূর্য্যাদীনাং তত্র প্রকাশাসামর্থ্যমিত্যত আহ তন্কাম জ্যোতিঃ স্বয়ংপ্রকাশমাদিত্যাদিসকলজড়জ্যোতিরভাসকং পরমং প্রকৃষ্টং মম বিশেষঃ স্বরূপাত্মকং পদং, ন হি যো যত্নাতঃ স ভাসকং তং ভাসয়িতুমিষ্টে । তথা চ শ্রুতিঃ,—“ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন
; অতঃকং নেমা বিচ্যন্ত্যভাতি কুতোহয়ময়িঃ । তমেব ভাস্তমহুভাতি সৰ্ব্বং তস্ত ভাসা সৰ্ব্বমিহং

বিতাতি"। ইতি । এতেন তৎপদং বেদ্যং ন বা আত্ম বেদ্যভিন্নবেদিত্বসাপেক্ষেন দ্বৈতা-
পত্ৰিধীতীরে অপুরুষার্থপাতিবিতাপাস্তং । অবৈদ্যেহ সত্যপি স্বয়মপরোক্ষত্বং, তত্রাবৈদ্যত্বং
স্বর্গাদ্যভ্যন্তরেনাত্রোক্তং সৰ্বভাসয়েন তু স্বয়মপরোক্ষত্বং যদাভিত্যগতং তেজ ইত্যত্র বক্ষ্যতি ।
এবমভ্যাত্ম্যঃ শ্লোকাত্ম্যঃ শ্রুতৈর্দলদ্বয়ং বাখ্যাতমিতি দ্রষ্টব্যং ॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু যদি তদুর্দ্ধে পদং গচ্ছন্তি তর্হি ততঃ পাতোহপ্যংশস্তাবী,
পতনাস্তাঃ সমুচ্ছ্রয়া ইতিজ্ঞায়াৎ, ততশ্চ যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তীত্যমুপপন্নমিত্যাশঙ্ক্য তস্ত পদস্ত
স্বরূপমাহ, ন তদিত্তি তৎপদং সূর্য্যোভাসয়তি রূপাদিহীনত্বেন চক্ষুরযোগাত্ম্যং এতেন সর্বেষাং
বাহেদ্রিয়ার্থাণাং নিবৃত্তিঃ যন্ধি রূপবচ্ছূর্য্যোগ্যং তৎ সর্বেণ চক্ষুরমুগ্রাহকেণ ভাস্তং ইদম্ব ন
তথৈতৎপদং, ম শব্দাঙ্কশ্চোহপি ভাসয়তি যন্মনোগ্রাহঃ বস্তু তচ্চত্রেণ মনসোহমুগ্রাহকেণ ভাস্তং,
ইদং তু ন তথা, যন্মনসান মমুত ইতি শ্রুত্যাংশ মনোগ্রাহকৈনিষেধাৎ, নাপি পাবকঃ ভাসয়তি
যন্ধিবাচা গ্রাহং তদমুগ্রাহকেণ পাবকেণ ভাস্তং ইদং তু ন তথা যবাচা ন ভাদিতমিতি শ্রুতাস্ত
বাংগোচরনিষেধাৎ, "ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচে" ত্যাদিশ্রুতাস্তরঞ্চ যতশ্চক্ষুর্মনোগ্রাহচামগম্যং
তেন স্থলস্থল্লক্ষ্যকারণপ্রপঞ্চাভীতঃ প্রত্যগব্ধয়ং নাস্তঃপ্রজ্ঞং বহিঃপ্রজ্ঞমিতি নস্থলমগণু ইত্যাদি
শ্রুতিভিঃ সর্ববিশেষ রহিতং যৎপ্রতিপ্রাদিতং তৎ মম পরমং ধাম বৃত্তিরূপজ্ঞানাদপরমাদভ্যং
জ্যোতিশ্চিহ্নাত্ম্যং, মমেতি সদ্ধকোরাহোঃ শির ইতিবহুপচার্যং, যদভিন্নং জ্যোতিঃ স্বয়ং প্রকাশ
মিত্যর্থঃ, অতএব যদগত্যা প্রাপ্য জ্ঞাত্বৈত্যর্থঃ ন নিবর্ত্তন্তে নিবৃত্তিকারণস্ত মুশাজ্ঞানস্তাভাবাৎ এবং
ব্যাখ্যানেন হি, "যদা হেবৈষ এতশ্চিহ্নদৃষ্টেনান্যো নিরঞ্জেহনিলয়নেভয়ং প্রতিষ্ঠাঃ বিনষ্টেহথসোহ-
ভয়ং গতো ভবতী"তি শ্রুত্যাংশমুগমোদৃষ্টতে, অদৃশে ইতি দৃগযোগাত্মেন স্বর্গ্যভ্যন্তরং পৃথ্যদস্ততে
অনাঙ্ক্যেনো মনসো যোগ্যস্ম আত্ম্যং তদন্তত্র অনাঙ্ক্যো ইতি মনসোহপ্যযোগাত্মেন চন্দ্রভাস্যং
নিরদ্যতে, অনিলয়নে লীয়েতহস্মিন্ সর্কং স্থলস্থল্লক্ষ্যমিতি নিলয়নং কারণং তদভিন্নে অতএবানিরঞ্জে
বাচ্যগগোচর ইত্যর্থঃ, তেন পাবকপ্রকাশে ইতি সিদ্ধং, যে তু স্বর্গ্যাত্মপ্রকাশম্ অর্জিতাদিমার্গ-
গম্যং সত্যলোকাদপ্যুপরিভনং অপ্রাকৃতং বৈষ্ণবং পদং নিত্যং দেশান্তরেতি তদগত্যা পুনর্ন নিবর্ত্তন্ত
ইতি ব্যাচক্ষতে, তেবাং ন রূপমসোহ তথোপলভ্যত ইতি দৃশ্যস্য তুচ্ছত্বাদেবতাদৃশস্যাপি
তুচ্ছত্বমপরিহার্যং দৃশ্যবিশেষাৎ তদাত্ম্যথোক্ত এব শ্লোকার্থঃ ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—তৎপদমেব কীদৃশমিত্যপেক্ষায়ামাহ ন তদিত্তি । ঔঘ্যশৈত্যাদি দ্ৰুত-
রহিতং তৎ স্বপ্রকাশমিতি ভাবঃ তন্মম পরমং ধাম সর্কোংকুঠং অজড়ং অতীজিয়ং তেজঃ সর্ক-
প্রকাশকং । যদ্বজ্রং হরিবংশে । "তৎ পরং পরমং ব্রহ্ম সর্কং বিভজ্যতে জগৎ । মমৈব তদ্বদনং
তেজো জাতুমর্হসি ভারত ।" ইতি । "ন তত্র স্বর্গ্যো ভাতি ন চ চন্দ্র তারকে নেমা বিদ্রাতোভাতি
কুতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্তমমুভাতি সর্কং তস্ত ভাসা সর্কমিদং বিভাতি ।" ইতি শ্রুতিভ্যশ্চ ॥ ৬ ॥

ভাৎপর্ধ্য ।—শ্রীভগবান্ পূর্ক শ্লোকে যে পরম পদ প্রাপ্তির উপায় কীর্ত্তন
করিয়াছেন, বর্ত্তমান শ্লোকে তাঁহার সেই পরম ধামের বিবরণ প্রকাশ করি-

তেছেন । শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমার সেই পরম ধামে সূর্য্য আলোক প্রদান করেন না । যে দিবাকরের কিরণে বসুন্ধরার অন্ধকার অপনোদিত হয়, ঐহার প্রভাসম্পাতে পদার্থ পুঞ্জ অবভাসিত হইয়া থাকে, সে সূর্য্যের রশ্মিজাল আমার সেই পরম ধামকে আলোকিত করে না । মার্ত্তণ্ডের মরীচিমালা অতি প্রচণ্ড, সুধাংশুর অংশু পরম রমণীয় । হয়তো বা রমণীয়তার অনুরোধে রবিকরের প্রবেশ নিষেধ করিয়া স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ-বর্ষী চন্দ্র সেই স্থানে আলোকদাতা রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । এক্ষণে আশঙ্কাও অমূলক । তথায় নিশানাথের সুমধুর কিরণরাজিও বিকীর্ণ হয় না । তাহা হইলে তেজঃপ্রভা সম্পন্ন অগ্নি সেই পরম ধামে আলোক প্রদান করিয়া থাকেন ? তাহাও নহে । আমার সেই বৈষ্ণব ধামে আলোক-প্রদ কোন পদার্থেরই প্রয়োজন নাই । সেই পরম ধামে গমন করিলে আর কাহাকেও প্রত্যাশিত হইতে হয় না । অর্থাৎ সাধনা বলে বিবেক বৈরাগ্য ও জ্ঞানের পরিপাকে যে ভাগ্যবান একবার সেই স্থানে প্রবেশ করিতে পারেন, তাঁহাকে আর জন্ম মরণের অধীন হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হয় না । যে স্থানে সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নি নাই, যে স্থানে গমন করিলে আর পুনরার্ত্তির সম্ভাবনা নাই, তাহাই আমার পরম ধাম বলিয়া বুঝিবে ।

স্বপ্রকাশ সর্ব কারণ বিহীন সেই স্থানে বিরাজিত । সুতরাং সে স্থানে আলোকপ্রদ কোন পদার্থেরই প্রয়োজন হইতে পারে না । ঐহার জ্যোতিতে চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতির্ম্ময়, ঐহার দীপ্তিতে নক্ষত্রমালা দেদীপ্যমানা, ঐহার তেজে ছত্ৰাশন তেজোময়, সেই পরম জ্যোতি স্বরূপ পরমেশ্বরের ধামে প্রকাশক কোন পদার্থেরই প্রয়োজন হইতে পারে না । সেই পরম স্থান অন্ধকারাচ্ছন্ন নহে, এবং তমঃ প্রভাবে লুপ্তদর্শন হইয়া সেই স্থান বিনির্গয়ের কোন অনস্ভাবনা নাই । কারণ ঐহার আলোকে বিশ্বের সর্বত্র আলোকিত, তাঁহার ধাম অবশ্যই অতি রমণীয়, অতি শ্রদ্ধাকারী, কল্পনা-তীত সুমধুরালোকে নিরন্তর আলোকিত ।

শ্রুতি বলিয়াছেন, “ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারণং নেমা বিদ্যুভো ভাস্তি কূতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্তমসুভাতি সর্বং তস্মৈ ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ।” (কঠোপনিষৎ ৫ ম ব্রহ্মী ১৫ শ্রুতি) ইহার ভাবার্থ বধা,

‘তথায় সূর্য্য আলোক প্রদান করেন না, চন্দ্র বা তারকা তথায় প্রকাশিত হইতে সমর্থ হয় না ; সে স্থানে বিদ্যুতের তেজ প্রকাশিত হয় না, এই অগ্নি কিরূপে সেই স্থানকে প্রকাশিত করিবে ? সেই জ্যোতির্ময় পুরুষের দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তিমান, তাঁহারই জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া সকলে জ্যোতির্ময় ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, কেবল জ্ঞানালোকেই সে স্থান উপলভ্য, বাহ্য কোন আলোকের সাহায্যে সেই স্থলের উপলব্ধি করিতে হয় না ; জ্ঞান বলে ক্রমশঃ হৃদয়ের অন্ধকার যতই ধ্বংস হইতে থাকে, ততই সেই পরম ধামের তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বোধ বিষয়ীভূত হইতে থাকে ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিষ্ণুনাথ শ্রীভগবানের সেই বৈষ্ণবী ধামের তত্ত্ব পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে নিম্নলিখিত হরিবংশীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন । “তৎপরং পরমং ব্রহ্ম সৰ্ব্বং বিভজ্যতে জগৎ । মমৈব তদ্বচনং তেজোজ্ঞাতু-মৰ্হসি ভারত ! ॥” (১৪ শ অধ্যায় ২৭ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ॥ ৬ ॥

—(•)—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ।

মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কৰ্ষতি ॥ ৭ ॥

অর্থঃ ।—মম (পরমাত্মনঃ) এব অয়ং সনাতনঃ (নিত্যঃ) অংশঃ জীবভূতঃ (জীবরূপঃ) [সন্] জীৱণোকে (সংসারে) প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতি লীনরূপেণ স্থিতানি) মনঃষষ্ঠানি (মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানি) ইন্দ্রিয়াণি (শ্রোত্রাদীনি) কৰ্ষতি (আকর্ষতি) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ ।—আমারই এই নিত্য অংশ জীবরূপী [হইয়া] সংসারে প্রকৃতিতে-লীন-রূপে-অবস্থিত মন-সহকৃত ইন্দ্রিয়-সমূহকে আকর্ষণ-করে ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা ।—পরমাত্মাস্বরূপ আমারই নিত্য অংশ জীবরূপে পরিণত হইয়া, প্রলয়ে প্রকৃতিতে লীনভাবে অবস্থিত মনের সহিত শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়বর্গকে পুনর্বার সংসারে বিষয় ভোগের নিমিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ଶକ୍ରୁଚାର୍ଯ୍ୟ ।—ନୟ ସର୍ବୀ ହି ଗତିରାଗତାନ୍ତା ସଂଯୋଗା ବିପ୍ରଯୋଗାନ୍ତା ଚିତି ପ୍ରସିଦ୍ଧଃ ହି କଥମୁଚ୍ୟାତେ, ତଦ୍ଭାଗତାନାଂ ନାସ୍ତି ନିବୃତ୍ତିରିତି ଶୃଣୁ, ତତ୍ର କାରଣଂ ଯଥେତ୍ୟତି । ଯଥେତ୍ୟତି ପରମାତ୍ମନୋ ନାରାୟଣଆଂଶୋଭାଗୋହବୟବ ଏକଦେଶ ଇତ୍ୟନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମ୍ବରଂ ଜୀବଲୋକେ ଜୀବିନାଂ ଲୋକେ ସଂସାରେ ଜୀବତୁତଃ ଭୋକ୍ତା କର୍ତ୍ତେତି ପ୍ରସିଦ୍ଧଃ ସନାତନଃ ପୁରାତନଃ ଯଥା ଜ୍ଞାନହ୍ୟାକଃ ସ୍ୱର୍ଗାଂଶୋଽଜ୍ଞାନମିତ୍ତାପାରେ ଅର୍ଥାୟେବ ଗତ୍ତା ନ ନିବର୍ତ୍ତତେ, ତଥା ଅୟମପାଂଶଃ ତେନିବାୟନା ସଂଗଢ୍ଧତୋବୟବ ଯଥା ବା ଘଟାହ୍ୟାଧିପରିଚ୍ଛିନ୍ନୋ ଘଟାହ୍ୟାକାଂଶଃ ଆକାଶାଂଶଃ ସନ୍ ଘଟାଦିନିମିତ୍ତାପାରେ ଆକାଶଂ ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ନିବର୍ତ୍ତତ ଇତ୍ୟେବମତ ଉପପନ୍ନମୂଳଂ ଯନ୍ମହା ନ ନିବର୍ତ୍ତତ ଇତି । ନୟ ନିରବୟବଂ ପରମାୟନଃ କୁତୋହବୟବ ଏକଦେଶୋଽଂଶ ଇତି, ସାବୟବଞ୍ଚେତ ବିନାଶପ୍ରସଂହୋହବୟବବିତ୍ତାଗାୟେୟ ଘୋଷୋହବିଦ୍ୟାକୃତୋପାଦିଶରିହିମ୍ ଏକଦେଶୋଽଂଶ ଇବ କଲିତୋ ଦର୍ଶିତଞ୍ଚାର୍ଯ୍ୟମର୍ଥଃ କ୍ଷେତ୍ରାଧ୍ୟାୟେ ବିସ୍ତରଣଃ । ଯ ଚ ଜୀବୋଯମଂଶେନ କଲିତଃ କଥଂ ସଂସରତୀତ୍ୟୁକ୍ତମିତି ଚେହ୍ନାତେ ମନଃସଞ୍ଚାନୀଞ୍ଜିରାଗି ଶୋଭାନୀନି ପ୍ରକୃତିହାନି ସ୍ୱହାନେ କର୍ମଶୂନ୍ୟାନ୍ମୋ ପ୍ରକୃତୋ ହିତାନି କର୍ଷତ୍ୟାକର୍ଷତି ॥ ୧ ॥

ଆନନ୍ଦଗିରି ।—ତତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧଃ ପ୍ରମାଣଗତି ସଂଯୋଗା ଇତି । ଗମନଆଗମନାନ୍ତଃପ୍ରସିଦ୍ଧେ-
ରପ୍ୟୁତ୍ତଂ ଯନ୍ମହେତାଦି ଇତ୍ୟୁପସଂହରତି କଥମିତି । ଆକ୍ଷେପଂ ପରିହରତି ଶୃଣ୍ଠିତି । ଗଭ୍ୟଂପ୍ରାପ୍ତେ-
ନିବୃତ୍ତତ୍ତ୍ୱାତାତ୍ତଃ ସମ୍ଭବମର୍ଥଃ । ଜୀବଂ ପରଂଶଂହେତ୍ତ୍ୱେନି କଥମୁକ୍ତୋଽୟମାଦିରିତ୍ୟାଶଙ୍କ୍ୟା ପ୍ରତିବିପ୍ରକ୍ଷମାଦାୟ
ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତେନ ପ୍ରତ୍ୟାଚ୍ଛେଦିତ୍ୟେତି । ଅବଚ୍ଛେଦପଦ୍ଧତ୍ୟାନ୍ତ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତାନ୍ତରେଣୋକ୍ତୋଽୟମାଦିଃ ଦର୍ଶୟତି
ଯଥା ଶ୍ରେତି । ଆକ୍ଷେପସମାଧିମୁପସଂହରତି ଅତଃ ଇତି । ପରଂ ନିରବୟବହାତ୍ତଦଂଶଂଶଂ ଜୀବତ୍ୟୁକ୍ତମିତି
ଶକ୍ତେ ନସ୍ତିତି । ତତ୍ତ୍ୱ ନିରବୟବଂ ସାଧୟତି ସାବୟବଞ୍ଚେ ଚେତି । ବସ୍ତୁତୋନିରଂଶତାପି ପରଂ
କରନ୍ୟା ଜୀବୋଽଂଶୋ ଭବିଷ୍ୟତୀତି ପରିହରତି ନୈଷ ଶ୍ରେତି ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱ ଜୀବଂ ନାଂଶଂଶଂ ପରମାତ୍ମା-
ବନ୍ଧାତ୍ତତ୍ତ୍ୱାଦି ଦର୍ଶିତହାନିତ୍ୟାଦି ଦର୍ଶିତଞ୍ଚେତି । ଯଦି ପରଂଶଂଶେନ କଲିତୋ ଜୀବୋ ବସ୍ତୁତତ୍ତ୍ୱଦାୟିବ ନ
ତର୍ହି ତତ୍ତ୍ୱ ସଂସାରିତ୍ତ୍ୱଂ ଉଂକ୍ରାନ୍ତିର୍ଲୋକି ଶକ୍ତେ କଥମିତି । ଜୀବଂ ସଂସରଣମୁଂକ୍ରମଣକୋପନାଦି-
ତ୍ତ୍ୱମୁକ୍ତମତେ ଉଚ୍ୟତଃ ଇତି ॥ ୧ ॥

ରାମାନ୍ୟଜ ।—ଯଥେତି । ଇତ୍ୟୁକ୍ତସ୍ୱରୂପଃ ସନାତନୋ ଯଦଂଶଂଶଂ ସନ୍ କଞ୍ଚିଦନାଦିକର୍ମଂଶ୍ରମା-
ବିଦ୍ୟାବେଶନିତ୍ୟୋହିତସ୍ୱରୂପୋ ଜୀବତୁତୋ ଜୀବଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନୋ ଦେବମହୁର୍ଯ୍ୟାଦିପ୍ରକୃତିପରିଣାମ-
ବିଶେଷଶରୀରହାନି ମନଃସଞ୍ଚାନୀଞ୍ଜିରାଗି କର୍ଷତି କଞ୍ଚିତ୍ତ୍ୱ ପୁରୋକ୍ତମାର୍ଗେଣାତ୍ତା ଅବିଦ୍ୟାୟା ନୁକ୍ତଃ ସେନ
ରୂପେଣାବତୀତଃ । ଜୀବତୁତତ୍ତ୍ୱସଂକୃତିତତ୍ତ୍ୱାନୈଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଃ କର୍ମଂଶ୍ରମାଦିପରିଣାମବିଶେଷରୂପ ଶରୀର-
ହାନୀଃ ଇଞ୍ଜିରାଗାଂ ମନଃସଞ୍ଚାନୀଞ୍ଜିରାଗାଂ କର୍ମଂଶ୍ରମାଦିତତ୍ତ୍ୱତଃ କର୍ଷତି ॥ ୧ ॥

ହନୁମାନ୍ ।—ଯଥେତ୍ୟତି ଯୋକ୍ତୋକ୍ତୋଽଂଶୋଽଂଶଃ ଲୋକେ ପ୍ରାଣିମୟେ ଜୀବତୁତଃ କ୍ଷେତ୍ରଃ
ସନାତନଃ ମନଃସଞ୍ଚାନୀଞ୍ଜିରାଗି କର୍ଷତି କଞ୍ଚିତ୍ତ୍ୱ ପୁରୋକ୍ତମାର୍ଗେଣାତ୍ତା ଅବିଦ୍ୟାୟା ନୁକ୍ତଃ ସେନ
ରୂପେଣାବତୀତଃ । ଜୀବତୁତତ୍ତ୍ୱସଂକୃତିତତ୍ତ୍ୱାନୈଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଃ କର୍ମଂଶ୍ରମାଦିପରିଣାମବିଶେଷରୂପ ଶରୀର-
ହାନୀଃ ଇଞ୍ଜିରାଗାଂ ମନଃସଞ୍ଚାନୀଞ୍ଜିରାଗାଂ କର୍ମଂଶ୍ରମାଦିତତ୍ତ୍ୱତଃ କର୍ଷତି ॥ ୧ ॥

ଆଦିଶ୍ରୀ ।—ନୟ ଚ ସର୍ବୀୟଂ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାପ୍ତାଃ ଯନ୍ତେ ଯଦି ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ତର୍ହି “ସତି ସଂପଦା ନ ପିତଃ
ସତି ସଂପଦାୟ” ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରେତିଃ ଅସ୍ତୁପ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥସମୟେ ତତ୍ତ୍ୱପାପ୍ତିଃ ସର୍ବେଣାମତୀତି କୋନାମ ସଂସାରି

তাদ্বিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি মমৈবেতি পঞ্চভিঃ । মমৈবাংশোভয়মবিবায়। জীবভূতঃ সনাতনঃ সৰ্গদা সংসারিণেন প্রসিদ্ধঃ অসৌ স্মৃশ্চিপ্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া হিতানি মনঃ যষ্ঠং যেবাং তানীজিয়াপি পুনর্জীবলোকে সংসারোপভোগার্থমাকর্ষতি । একচ্চ কশ্মেজিয়াণাং প্রাপত্ত্য চোপলক্ষণং । অয়ন্তাবং, সত্যং স্মৃশ্চিপ্রলয়য়োঃপি মদংশভাং সর্গস্তাপি জীবমাত্রস্ত ময়ি লয়াদন্ত্যেব মৎপ্রাপ্তিস্থাপাবিবাবৃত্তস্ত সায়শয়স্ত সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়োন তু শুদ্ধে । তদ্বক্তং, “অব্যক্তাভ্যন্তরঃ সর্গাঃ প্রভবন্তী”ত্যাदिना । अतः पुनः संसारार निर्गच्छन्निवृत्तान् प्रकृतौ लीनतया हितानि शेषापाविहृतानीजियाण्याकर्षति, विद्वान्तु शुद्धस्वरूपप्राप्तेर्नार्वृत्तिरिति ॥ १ ॥

বলদেব ।—নহু তৎপ্রপত্ত্যা যন্তংপদং যতি স জীবঃ ক ইত্যপেক্ষ্যামাহ মমৈবেতি । জীবঃ সর্বেশ্বরস্ত মমৈবাংশো ন তু ব্রহ্মরূপাদেবীশ্বরস্ত । স চ সনাতনো নিত্যো ন তু ঘটাকাশাদিভং কল্পিতঃ । স চ জীবলোকে প্রাপ্তে স্থিতো মনঃবর্তমানীজিয়াপি শ্রোত্রাদীনী কৰ্ম্মতি পারাদিশৃঙ্খলা ইব বহতি । তানি কীদংশীত্যাহ প্রকৃতিস্থানি প্রকৃতিবিকারভূতাহঙ্কারকাৰ্য্যানী-
ত্যাৰ্থঃ । তত্র মনঃ সার্বিকাহঙ্কারস্ত শ্রোত্রাদিকং তু রাজসাহঙ্কারস্ত কাৰ্য্যমিতি বোধ্যম্ । ভগবৎ-
প্রপত্ত্যা প্রাকৃতকরণহীনো ভগবন্মোকং গতস্ত ভাগবতৈর্দেহকরণৈর্বিভূষণৈরিব বিশিষ্টো ভগবন্তং
লংশ্রয়ন্ নিবসতীতি হৃচ্যতে । “স বা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্যমতিশৃঙ্খ্য ব্রহ্মাভিসংপদ্য
ব্রহ্মণা পত্ততি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মণৈবেদং সৰ্ম্মমমুভবতীতি” মাধ্যম্নিনায়নশ্রুতেঃ । “বসন্তি যত্র
পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্ত্তর” ইত্যাদি শ্রুতেঃ । ভগবৎসংকল্পসিদ্ধিচিহ্নগ্রহণস্ত ভবতীতি । যত্র
ঘটাকাশবজ্রলাকাশবধা জীবো ব্রহ্মগোহংশোহস্তঃকরণেনাবচ্ছিন্নস্তান্নি প্রতিবিম্বনাশাধা ঘটজল-
নাশে তত্তদাকাশস্ত শুদ্ধাকাশত্ববদন্তঃকরণনাশে জীবাংশস্ত শুদ্ধব্রহ্মত্বমিতি বদন্তি ন তৎ সারম্ ।
জীবভূতো মমাংশঃ সনাতন ইত্যুক্তিয্যাকোপাৎ । পরিচ্ছেদাবিবাদদ্বয়স্ত দেহিনোহস্মিন যথৈত্যত্র
প্রত্যাখ্যানাক্ষ প্রতিবিম্বাদৃশ্যাত্ম তদ্বৎ মন্তবামম্বুদদিকরণবিনির্গতাং । তস্মাদ্ভ্রুকোপসজ্জনং
জীবস্ত ব্রহ্মাংশস্ত বিধুমণ্ডলস্ত শতাংশঃ শুক্রমণ্ডলমিত্যাদৌ দৃষ্টং চেদম্ । একবৈশ্বকদেবস্ত
চাংশস্তাহঃ । ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকং বস্ত জীবো ব্রহ্মশক্তি “রিতস্ত্বাত্য প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং
জীবভূতামিতি” পূর্বোক্তেঃ অন্ততদেকদেশাত্তদংশো জীবঃ ॥ ৭ ॥

মধুসূদন ।—নহু যদাশা ন নিবর্তন্ত ইত্যুক্তং, যদি গচ্ছন্তি তর্হ্যাবর্তন্তএব স্বর্গবৎ, অথ
নাবর্তন্তে তর্হি ন গচ্ছন্তি তেন গচ্ছতি ন নিবর্তন্ত ইতি চ পরস্পরবিরুদ্ধং “সর্গে কয়ান্তা নিচরাঃ
পতনাত্তাঃ সমুচ্চরাঃ । সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণাত্তাঃ হি জীবিতাঃ ।” ইতি হি শাস্ত্রে লোকে চ
প্রসিদ্ধং অনায়াহাং প্রাপ্তিঃ পুনরাবৃত্তিপৰ্য্যবসানা ন ত্যাপ্যাপ্তিরিতি চেৎ ন স্মৃশ্চৌ “সত্যো সৌম্য
তদা সংপন্নোভবতি ইতি” অতিপ্রতিপাদিতায়া অপ্যায়াপ্রাপ্তেঃ পুনরাবৃত্তিপৰ্য্যবসদ্বর্ণনাং, অত্থা
স্মৃশ্চন্ত মুক্তত্বেন পুনরুৎপাদনং ন সত্যং, তস্মাদায়াপ্রাপ্তৌ গবেতি নোপপদ্যতে, ততোপচারিকবে-
দ্যনিবৃত্তিনোপপদ্যতে ইত্যেবাং প্রাপ্তে ক্রমঃ, গন্ত্বর্জীবন্ত গন্তব্যব্রহ্মাভিমুখ্যাপ্তয়েত্যোপচারিকং
অজ্ঞানমাত্রব্যবহিতস্ত তস্ত জ্ঞানমাত্রৈবৈব প্রাপ্তিব্যাপদেশাৎ । যদি ব্রহ্মণঃ প্রতিবিম্বোজীবন্তনা
যথা জলপ্রতিবিম্বিতস্ম্যন্ত জলাপারে বিম্বভূতস্ম্যগমনং ততোনাবৃত্তিঃ, যদি বৃক্ষাবচ্ছিন্নোব্রহ্ম-

ভাগোজীবন্তস্য যথা ঘটাকাশস্ত ঘটাপায়ে মহাকাশঃ প্রতি গমনং ততোনাবৃত্তিশ্চ তথা জীবন্তা-
পূাপাদ্যপায়ে নিরূপাদিস্বরূপগমনং, ততোনাবৃত্তিশ্চেতুপচারুচ্যতে, একস্বরূপত্বাৎপ্রভৃৎ
চোপাদিনিবৃত্ত্যা নিবৃত্তেঃ, স্মৃশ্ণৌ তু অজ্ঞানে স্বকারণে ভাবনা কৰ্ম্মপূৰ্ণপ্রজ্ঞাসহিত্যন্তঃকরণত
জীবোপাদেঃ স্বরূপেণাবস্থানাত্ততঃ এব জ্ঞানাৎ পুনরুদ্ববঃ সম্ভবতি জ্ঞানাদজ্ঞাননিবৃত্তৌ তু
কারণাভাবাৎ কৃতঃ কার্যোদয়ঃ জ্ঞানজ্ঞানপ্রভববাদন্তঃকরণাহাপাধীনাঃ, তস্মাজ্জীবন্তাহং
ব্রহ্মস্মিতি বেদান্তবাক্যজ্ঞাসাকাংকারাদহং ন ব্রহ্মেতাজ্ঞাননিবৃত্তির্গত্বচ্যুচ্যতে, নিবৃত্তস্ত চানাত্মং
জ্ঞানস্ত পুনরুপাদ্যভাবেন তৎকার্য্যসংসারাত্মভাবেন তৎকার্য্যসংসারাত্মভাবেন নিবর্ত্তত ইচ্ছাচ্যত
ইতি ন কোহপি বিরোধঃ । জীবন্ত তু পরমার্থিকং স্বরূপং ব্রহ্মবেতাস্বরূপাবেদিতং । তদেতৎ
সৰ্ব্বং প্রতিপাদ্যত উত্তরেণ গ্রন্থেন । তত্র জীবন্ত ব্রহ্মরূপজ্ঞাননিবৃত্ত্যা তৎস্বরূপং প্রাপ্তত
ততোন প্রচুতিরিতি প্রতিপাড্যতে মমৈবংশ ইতি শ্লোকোক্তেন । স্মৃশ্ণৌ তু সৰ্ব্বকার্য্যসংসার-
সহিতাজ্ঞানসম্বাদতঃ পুনঃ সংসারোজীবন্তেতি মনঃযষ্ঠানীতি শ্লোকোক্তেন প্রতিপাদ্যতে ।
ততস্তত্ত্ব বস্ত্তোহসংসারিণোহপি মায়য়া সংসারং প্রাপ্তস্ত মন্দমতিভির্দেহতাদাত্ম্যঃ প্রাপিতস্ত
দেহাত্ম্যতিরেকঃ প্রতিপাদ্যতে শরীরমিত্যাদিনা শ্লোকোক্তেন শ্রোত্রং চক্ষুরিত্যাদিনা তু যথাযথং
অবিষয়েষিঞ্জিরাণাং প্রবর্ত্তকস্ত তস্ত তেভ্যোব্যতিরেকঃ প্রতিপাড্যতে এবং দেহেজ্ঞায়াদিবিলক্ষণ-
মুক্ত্যাদ্যাদিসময়ে স্বাভ্যরূপত্বাৎ কিমিতি সৰ্ব্বং ন পশুস্তীত্যাদিশব্দাঃ বিষয়বিকৃষ্টচিত্তাদর্শন-
যোগ্যমপি তং ন পশুস্তীত্যন্তরমুচ্যতে উৎক্রামন্তমিত্যাদিনা শ্লোকেন । তং জ্ঞানচক্ষুঃ পশুস্তীতি
নিবৃত্তং যতন্তোযোগিনি ইতি শ্লোকোক্তেন । বিমূঢ়া নাহুপশুস্তীত্যোক্তবিত্তং যতন্তোহপীতি
শ্লোকোক্তেনেতি পঞ্চানাং শ্লোকানাং সংগতিঃ । ইদানীমক্ষরাণি ব্যাখ্যাতামঃ । মমৈব পরমাত্ম-
নোহংশঃ নিরংশস্তাপি মায়য়া কল্পিতঃ সূর্য্যশ্চেব জলে নভস ইব চ ঘটে মৃষাতেদবানঃশ
ইবাংশোজীবনোকে সংসারে স চ আপদারূপোপাদিনা জীবতুতঃ কৰ্ত্তা ভোক্তা সংসারীতি মূর্থেব
প্রসিদ্ধিমুপগতঃ সনাতনো নিত্যঃ উপাদিপরিচ্ছেদেহপি বস্ত্ততঃ পরমাত্মস্বরূপাৎ, অতোজ্ঞানাদ-
জ্ঞাননিবৃত্ত্যা স্বস্বরূপং ব্রহ্ম প্রাপ্য ততোন নিবর্ত্তত ইতি যুক্তং এনমুত্তোহপি স্মৃশ্ণুত্বং কপমাবর্ত্তত
ইতাহ মনঃ যষ্ঠং যেবাং তানি শ্রোত্রত্বক্চক্ষুরসনস্মরণাণ্যানি পঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রত্বাচ্চনোবিষয়ো-
পলঙ্কিকরণতয়া লিঙ্গানি জাগ্রৎস্বপ্নভোগজনককৰ্ম্মকয়ে প্রকৃতিস্থানি প্রকৃতাংবজ্ঞানে স্বরূপেণ
স্থিতানি পুনর্জাগ্রৎস্বপ্নভোগজনককৰ্ম্মকয়ে ভোগার্থং কৰ্ষতি কুর্নোদানীব প্রকৃতেজ্ঞানাদাকৰ্ষতি
বিষয়গ্রহণযোগ্যতাবির্ভাবয়তীত্যর্থঃ, অতোজ্ঞানাদনাবৃত্তাবপ্যজ্ঞানাদাবৃত্তিনিহুপপন্নোতি ভাবঃ ॥৭॥

নীলকণ্ঠ ।—নহু যদি সূর্য্যাত্মভাস্যজ্যোতিরূপত্বং ক্ষেত্রজ্ঞঃ চাপি মাং বিদ্বীতি সৈল্যেব
ক্ষেত্রজ্ঞস্য সতঃ তব ঘটাদিপ্রকাশে কিমিতি সূর্য্যত্বপেক্ষা দৃশ্যতে নহি যঃ স্বয়ং জ্যোতীরূপঃ
অবিষয়াবতাসনে জ্যোতিরন্তরমপেক্ষতে দীপাদিষদর্শনাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ত্রিভিঃ মমৈবেতি । যৎ
বদ্যং জৈরোজগৎস্রষ্টা শরীরম্ অবাপ্নোতি স এব ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভাঃ “তৎসহ্যে
তদেবাহুপ্রাবিশ” ইত্যাদিভ্রতিভাঃ জৈব এব শরীরধারী তথা বস্ত্রমাক্রোতোঃ অপি শব্দোহবদ্যো
চঃ সমুচ্চ্যর্থঃ, কস্মিন্ বাৎসুক্যন্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যসি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাতা

তু “স প্রাণমহত্ত্বং” ইত্যেতৎ প্রাণধারণেনোপাধিনা ঈশ্বর এব চ উৎক্রামতি ততো হেতুদ্বয়ং
জীবলোকে সংসারে যোজীবভূতঃ প্রাণী স সনাতনঃ সৰ্বদৈকরূপোহহমেবেতি বক্তব্যো যথার্থঃ
ক্ষুদ্রাবিক্ষুলিতা ব্যাক্তরৈক্যবমেবৈতন্মাদান্বনঃ সৰ্ব্ব এব আত্মানোব্যাক্তরস্বীতি বহুবিক্ষুলিতত্বায়েন
মমৈবাংশ ইত্যংশাংশিতাবোক্তিঃ বহুপি বহৌ ভেদঃ পরিমাণঃ চ অগতং ন দৃশ্যতে তথাপি তূপাধি-
গতমেব তদ্ব্যক্তয়ং তত্রাপ্যুপচর্য্যতে অয়মাত্মাদয়েভিন্নঃ অয়মাত্মা ক্ষুলিত ইতি আত্মাদল্ল ইতি
এবমল্ললমনমমত্বমদীর্ঘমিতি প্রত্যেকত্বকিঞ্চ পরিমাণশূন্যে ত্রক্ষণ মমৈবাংশ ইতি অংশাংশিতাবেন
ভেদোহল্লমহত্ত্বোপচারাণোপাধিকে ধ্যয়ে, তথাচ শ্রুতিঃ, “বুদ্ধেত্ত্বংনৈবাত্মনেন চৈবহারাগ্র-
মাত্মোহবয়েহপি দৃষ্ট” ইতি সমঃ স্থিতিসমো মশকেন সমো নাগেন সম এভিত্তিতি বৌদ্ধিকরিতি
চ যথা চ বিক্ষুলিতোবহিরেব নতু বহুংশঃ এবং জীবোহপি ত্রক্ষৈব নতু ত্রক্ষাংশঃ ত্রক্ষণাসা
ত্রক্ষমেকিতি বা উতেতি দাসাদিষপি পিণ্ডেযু গোবৃন্তেব কাংস্মেন একৈকস্মিন ত্রক্ষভাবপরিসমাপ্তি
দর্শনাং নিরংশোহংশাংশিকল্পনায়া অযোগ্যোক্ত স এবং জীবভূত এব ঈশ্বরোমমৈবাংশোপেক্ষভেদো
মনঃ যতঃ যেনু তানি মনসা সহ যড়িঙ্গিয়াণি প্রকৃতিস্থানি ইঙ্গিয়াণ্যাং স্বভাববিষয়প্রাবণ্যং তত্র
স্থিতানি স্থিপ্রলয়দমধিকালেযু সঙ্কোচয়তি ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—যদুক্ত্য সংসারমতিক্রমাৎস্তংপদগামী জীবঃ কঃ ইত্যপেক্ষায়ামাহ
মমৈবাংশ ইতি। যদ্বক্তং বারাহে। “সংশস্তাণ্যবিভিন্নাংশ ইতি দ্বৈধায়মিষ্যতে। বিভিন্নাং-
শস্ত্বজীবঃ জ্ঞাদিতি।” সনাতনো নিত্যঃ সচ বদ্ধদশায়াং মন এব যতঃ যোবাং তানীঙ্গিয়াণি
তাবুপাধৌ স্থিতানি কৰ্ণতি মমৈবৈতানীতি স্বীয়ত্বাভিমানেন গৃহীতাং পাদগলশৃঙ্খলামিব
কৰ্ণতি ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূৰ্ণ স্নোকে কথিত হইয়াছে যে, সেই পরম দায়ে গমন
করিলে আর পুনরাবর্তন হয় না। এ কথা আপাততঃ অসঙ্গত বলিয়া মনে
হইতে পারে। যদি মনুষ্য তথায় গমন করে স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে
তাহার আগমনও স্বীকার করিতে হইবে। মনুষ্য কর্মফলে স্বর্গলোকে
গমন করে। সঞ্চিত পুণ্যানুরূপ ভোগ সমাপ্ত হইলে তাহার পুনরাবর্তন
ঘটে। যদি পুনরাবর্তন সম্ভব না হয়, তাহা হইলে গমনও সম্ভব হয় না।
সুতরাং মনে হইতে পারে, এ স্থলে পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তি প্রকটিত হইয়াছে।
শাস্ত্রাদিতে স্বীকৃত হইয়াছে যে, “সৰ্ব্বৈ ক্ষয়ন্তা নিচর্যাঃ পতনান্তাঃ সমু-
চ্ছ্রয়াঃ। সংযোগা বিপ্রযোগান্তা মরণান্তঃ হি জীবিতং।” ইহার ভাবার্থ
এই যে, ‘সকল পদার্থেরই ক্ষয় হয়, সকল উর্দ্ধগতিই পতনে অবসিত হয়,
পদার্থ পুঞ্জের সংযোগের বিরোগই পরিণাম, এবং জীবিতের মরণই অন্ত।’
এইরূপ সংসার লোক প্রসিদ্ধ। অতএব সকল প্রকার গমনই পুনরাগমন-

শীল । তবে পরমধাম গতগণের শুনরাবুত্তি নাই, এই ভগবদুত্তির সার্থকতা কি ? এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত এবং লোকের হৃদয় হইতে এই সন্দেহ অপনোদিত করিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন ।

এই জীবলোকে অসংখ্য প্রকার জীব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । কেহ বা হস্ত পদাদি সম্পন্ন, কেহ বা হস্ত পদাদি বিহীন, কেহ বা বিবেকবুদ্ধি বিহীন, কেহ বা কেবল মাত্র অজ্ঞানচ্ছন্ন, কেহ বা ভবিষ্যৎ চিন্তা যুক্ত, কেহ বর্তমানের ভাবনায় প্রবৃত্ত । দ্বিপদ, চতুষ্পদ, সরীসৃপ, বিহঙ্গম, জলচর ইত্যাদি ভেদে জীব অসংখ্য ; কিন্তু এই কল্পনাতীত বহু ভাবাপন্ন জীব সমূহ বস্তুতঃ সেই ব্রহ্মাণ্ডের পূর্ণ পুরুষেরই একাংশ স্বরূপ । সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে, মনুষ্যজ্ঞানের ও নির্দ্ধারণের সম্ভাবনাতীত প্রথম সূচনা কাল হইতেই পরমাত্মার অংশাবলম্বনে জীবলোকের জীবন প্রবাহ অব্যাহত গতিতে চলিয়া আসিতেছে । এক যাইতেছে, তৎক্ষণাৎ অপর এক তাহার স্থান অধিকার করিতেছে । এক অনন্ত কাল-সাগরে অদৃশ্য হইতেছে, সন্দেহেই অপর এক মস্তকোত্তোলন করিয়া দেখা দিতেছে । এইরূপে সনাতন সৃষ্টিচক্রে আবদ্ধ জীব প্রবাহ পূর্ণ পুরুষের অংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া অবিরত প্রবাহিত হইতেছে । এ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, অখণ্ড অচ্ছেদ্য অবিভাজ্য পরমাত্মার অংশ স্বরূপে এই জীব আবির্ভূত হইল কিরূপে ? তদুত্তরে ইহাই কথিত হইতেছে যে, পরমার্থতঃ পরমাত্মার কোনই অংশ নাই । আকাশ যেমন এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন পাত্রগত হইয়া কখনও ঘটাকাশ, কখনও জলাকাশ রূপে প্রতীত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ এক অবিচ্ছিন্ন পরমাত্মাও ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপে উপলব্ধ হইয়া থাকেন । ঘট ভাঙ্গিলে, ভাও নষ্ট হইলে, যেমন তন্মধ্যস্থ আকাশ মহাকাশেই মিশিয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানোদয়ে, আত্মবোধ জন্মিলে জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইয়া থাকেন । যেমন অনন্তরূপ আকাশ বিশেষরূপ মেঘের সহিত সম্মিলন হেতু কখন বা কৃষ্ণ কখন বা স্বেত এবং কখন বা রক্তরূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মা ভিন্ন ভিন্ন জীবের সহিত সম্মিলন হেতু ভিন্ন ভিন্ন উপাধিতে অবতাসিত হন । যতক্ষণ প্রকৃত আত্মবোধ উপজাত না হয়, যতক্ষণ সংসারের অসত্যতা ও অসারত্ব উপলব্ধি

জনিত সম্যক্ ব্রহ্ম জ্ঞানের সমুদ্ভব না হয়; ততক্ষণ জীবাত্মার মুক্তি সম্ভবে না। ততক্ষণ তাহার গমনাগমন নিবারণের কোনই উপায় নাই, ততক্ষণ তাহাকে গমন করিলেও প্রতাগমন করিতে হয়। এই তত্ত্বই এই শ্লোকের পরিব্যক্ত হইয়াছে।

সত্য বটে, প্রলয়ে সকল জীবই ব্রহ্মপদে গমন করিবে, কিন্তু জ্ঞান বিরহিত জীবের তদানীন্তন ব্রহ্ম প্রাপ্তি তাহার পুনরাগমন নিরুত্তির হেতু হুত হইবে না। সৃষ্টির প্রাক্কালে তাহাকে পুনরায় সংসারবদ্ধ হইতে হইবে। সমালোচ্য শ্লোকের দ্বিতীয়াংশে এই তত্ত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে। জীবের দেহ নষ্ট হইলেও তাহার পঞ্চেন্দ্রিয় ও ষষ্ঠ মন প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে। পুনঃ সৃষ্টির প্রারম্ভ কালে তৎসমস্ত জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিয়া পুনরায় জীবরূপে সৃষ্টি প্রবাহের অনুসরণ ক্রমে যাতায়াত করিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রকৃতিতে লীন মন ও ইন্দ্রিয় সমূহ স্ব স্ব সামর্থ্য ও উপযোগিতানুসারে পরমাত্মা হইতে যথোপযুক্ত চিৎশক্তি আহরণ করে। এই সকল তত্ত্ব ক্ষেত্রাদ্যায়ে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। বৈষম্যপ্রাপ্ত সত্ত্ব রজঃ ও তমো গুণের সহিত আকৃষ্ট চিৎশক্তি বা পরমাত্মার অংশ মন ও ইন্দ্রিয় যোগের সহিত সন্মিলন জীবের পুনরাবর্তনের সূত্রপাত করিয়া দেয়।

এতাবত ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, যখন পূর্ণ জ্ঞানের আবির্ভাবে অজ্ঞান সমূহ তিরোহিত হইয়া যায়, যখন বিবেক সহকৃত ব্রহ্মাববোধ হেতু ইন্দ্রিয় সমূহ সম্পূর্ণরূপে স্ব স্ব কার্যসাধনে বিরত হয়, যখন মন একান্তভাবে দ্বিচ্ছিন্নরূপে ব্রহ্মেই লীন হয়, তখন সেই মুক্ত জীবের গমনের পর আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা থাকে না। নভোমণ্ডলে সূর্য্য প্রকটিত হইয়া থাকেন—মুদূরস্থিত জলাশয় সেই সূর্য্যের প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া থাকে। জল এখন শুষ্ক হইয়া যায়, অথবা সে আধার হইতে নির্মুক্ত হয়, তখন সেই জলাশয়ে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব আর প্রতিভাত হয় না। যে সূর্য্যের সেই প্রতিবিম্ব, সেই সূর্য্যেই তাহা ফিরিয়া আইসে। এইরূপে বুদ্ধিতে হইবে যে, যে সকল উপাদান সন্মিলিত হইয়া জীব ও ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদন করিতেছিল, যে যে কারণে জীব নানা প্রকারে ব্রহ্মের বিবিধ উপাধি সংঘটন করিতেছিল, সেই সেই উপাদান ধ্বংস হইলে, এবং সেই সেই কারণ নিঃশেষে অপগত হইলে ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য তিরোহিত হইয়া যায় এবং

তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার একান্ত মিলন ঘটে। সেই অবস্থা প্রাপ্তি না হইলে জীবের গমনাগমন অপরিহার্য। অতএব পূৰ্ব্ব শ্লোকে “বদগত্বা ন নিবৰ্ত্তন্তে” এই উক্তি এ স্থলে সপ্রমাণ হইল।

এই শ্লোকোপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বলিয়াছেন, যাহারা পরম পদ প্রাপ্ত হয়, সে জীব কাহারো? এইরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। সেই জীব সর্বেশ্বর স্বরূপ শ্রীভগবানেরই অংশ, ব্রহ্মারূপাদি ঈশ্বরের অংশ নহে। সেই জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য; ঘট্টের মধ্যস্থিত আকাশ প্রকৃত মহাকাশের অংশ হইলেও যেরূপ কল্পিত ঘটাকাশ নাম প্রাপ্ত হয়, জীব সেরূপ সর্বেশ্বরের কল্পিত অংশ নহে। সেই জীব এই পঞ্চ ভূতময় জীবলোকে অবস্থিত হইয়া, লোকে যেরূপ চরণাদিতে শৃঙ্খল বহন করিয়া থাকে, তদ্রূপ এই ইন্দ্রিয় পঞ্চককে এবং ষষ্ঠ স্থানীয় মনকে আকর্ষণ করে। সেই ইন্দ্রিয় নিচয় ও মন কি ভাবে অবস্থিত থাকে, ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত মূলে “প্রকৃতিস্থানি” প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ তৎসমস্ত প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকে; প্রকৃতির বিকারভূত অহঙ্কারেরই তৎসমস্ত কার্য্য স্বরূপ। তন্মধ্যে মন সাত্ত্বিক অহঙ্কারের কার্য্য, এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহ রাজস অহঙ্কারের কার্য্য স্বরূপ। ভগবানের শরণাগত হইয়া প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদি পরিশূন্য ব্যক্তি ভগবদ্ধামে ভগবৎ সান্নিধ্যে গমন করিয়া ভাগবতদেহ ভাগবত ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা বিভূষিত হইয়া ভগবন্তলোকেই বাস করে ইহাই সূচিত হইতেছে। মাধ্যন্দিনায়ন ঋতিতে উক্ত হইয়াছে যে, “নবা এষ ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং শরীরং মর্ত্যমতিশূন্য ব্রহ্মাভিসংপদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মণৈবেদং সৰ্ব্বমনুভবতি।” ইহার ভাবার্থ যথা; ‘সেই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ এই মর্ত্য অর্থাৎ পার্শ্বব কলেবর পরিহার করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম দ্বারাই দর্শন করেন, ব্রহ্ম দ্বারাই এই সমস্ত ব্যাপার অনুভব করিয়া থাকেন।’ এই শ্রোত বাক্যের অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্মপরায়ণ সাধু এই নখর দেহ ও তৎসহ তৎসংশ্লিষ্ট ইন্দ্রিয় গ্রাম ও বিষয়সমূহ বিসর্জন দিয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তখন তাঁহার স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্য আবশ্যক হয় না, তখন ব্রহ্মকেই অবলম্বন করিয়া তাঁহার দর্শন শ্রবণাদি কার্য্য এবং চরাচর সমস্ত ব্যাপারের অনুভূতি নির্বাহিত হইয়া থাকে। স্থতিশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, “বসন্তি

যত্র পুরুষাঃ সর্কে বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ ।” অর্থাৎ ‘পুরুষেরা সেই স্থানে বৈকুণ্ঠমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া বাস করেন, অর্থাৎ ভক্তি প্রভাবে, আত্মজ্ঞানের প্রাবল্যে পুরুষেরা এই ভূতময় দেহ পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করেন এবং তথায় বৈকুণ্ঠ মূর্তি ধারণ করিয়া পরমানন্দে কালপাত করেন । স্থলে ব্যক্তব্য যে, অদ্বৈতবাদিগণ এ সম্বন্ধে যে মত সমর্থন করিয়া থাকেন, তাহা সারগর্ভ নহে । তাঁহাদিগের মতে জীব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্ষের অংশরূপ, এবং ঘটাকাশ জলাকাশ বা জল মধ্যস্থিত সূর্য্য প্রতিলিপ্য রূপে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন মাত্র । ঘটের নাশ হইলেই ঘটাকাশ যেরূপে দ্রাক্ষাশে মিলিত হয়, জল নাশ হইলে তন্মধ্যস্থ মৌর প্রতিলিপ্য রূপ সূর্য্য মণ্ডলে মিশিয়া যায়, দেহ নাশ হইলে জীবও সেইরূপে শুদ্ধ ব্রহ্ম মিলিত হয় । এইরূপ সিদ্ধান্ত অসার । কারণ এই শ্লোকেই ভগবান্ বলিতেছেন, “জীবভূতো মমৈবাংশঃ সনাতনঃ” এই বাক্যে ইহাই চিত্ত হইতেছে যে, জীব অনাদি কাল হইতে নিত্যভাবে ব্রহ্মের অংশরূপে অবস্থিত । তাহা আবিভূত হয় না এবং অংশরূপে পুনর্বার ব্রহ্মে মিলিত হয় না । “দেহিনোহস্মিন্ যথা দেহে” (২য় অধ্যায় ১৩ শ্লোক) এই হলেও এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা আছে ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিষ্ণুনাথ এই স্থলে বরাহ পুরাণের এক অনুকূল উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন । তদ্যথা ; “স্বাংশশচাথ বিভিন্নাংশ ইতি দেহায়-
মেযাতে । বিভিন্নাংশস্ত জীবঃ স্যাৎ” ইহার ভাবার্থ যথা ; ‘স্বকীয় অংশ-
মনস্তর বিভিন্ন অংশ ভগবানের এই দুই প্রকার ভাগের বিষয় কীর্তিত
হইয়া থাকে । তন্মধ্যে বিভিন্ন অংশই জীবরূপে আবিভূত হয় ॥ ৭ ॥

—(০)—

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ ।

গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানি বাশয়াৎ ॥ ৮ ॥

অনুব্র।—ঈশ্বরঃ (দেহাদীনাং স্বামী) যৎ (যদা) শরীরং অবাপ্নোতি (গৃহীতি) যৎ (যন্মাৎ) চ অপি উৎক্রামতি (মিগচ্ছতি)

বায়ুঃ আশয়াৎ (পুষ্পকোষাৎ) গন্ধান্ ইব এতানি (ইন্দ্রিয়ানি)
গৃহীত্বা সংযাতি (সংগচ্ছতি ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ ।—ঈশ্বর যে-সময় শরীরকে গ্রহণ-করে, যাছা-হইতে
নির্গমন-করে, বায়ু পুষ্প-হইতে গন্ধের ত্যায় এই-সকলকে গ্রহণ-করিয়া
গমন-করে ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা ।—দেহেইন্দ্রিয়াদিপতি জীব যৎকালে এই শরীরকে গ্রহণ
করেন এবং যে সময়ে ইহাকে পরিত্যাগ করেন, তৎকালে বায়ু
যেমন পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করে, তদ্রূপ জীবও
মনসহকৃত ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করিয়া গমন করেন ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কস্মিন্ কালে শরীরমিতি । যচ্চাপি যদা চাপ্যুৎক্রামতীষ্মরোদেহাদি-
সংযাতস্মামী জীবন্তদা কর্ষতীতি শ্লোকস্ত দ্বিতীয়পাদোহর্থবশাৎ প্রাথম্যেন সন্ধ্যাতে, যদা চ
পূৰ্ণম্যং শরীরং শরীরান্তরমাপ্নোতি, তদা গৃহীত্বৈতানি মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়ানি সংযাতি সম্যক্ যাতি
গচ্ছতি কিমিবেত্যাহ বায়ুঃ পবনো গন্ধানিবাশয়াৎ পুষ্পাদেঃ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি ।—অস্থানে স্থিতানামিন্দ্রিয়াণাং জীবনাকর্ষণস্ত কালং গৃচ্ছতি কস্মিন্নিতি ।
জীবন্তোৎক্রান্তিনে স্বরন্তেত্যাক্ষোখরশব্দার্থমাহ দেহাদীতি । উৎক্রান্তানন্তরতাপিনী গতিরিত্যে-
তদর্থবশাদিত্যুক্তং । অবশিষ্টানি শ্লোকান্ধরাগ্যাচষ্টে যদাচেতি ॥ ৮ ॥

রামানুজ ।—শরীরমিতি । যচ্ছরীরমবাপ্নোতি যচ্ছরীরাত্ত্যুৎক্রামতি তজ্জারমি-
ন্ধ্যাপামীষবঃ এতানীন্দ্রিয়ানি ভূতহৃদৈঃ সহ গৃহীত্বা সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ যদা বায়ুঃ
স্বকচন্দনকস্তুরিকাদাশয়াৎ তৎস্থানং সৃজ্যবগবৈঃ সহ গন্ধান্ গৃহীত্বা অজ্ঞাৎ সংযাতি তৎ-
দিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

হনুমান্ ।—শরীরং যদবাপ্নোতি প্রাপ্নোতি যচ্চাপি যদাচ প্রাপ্তং উৎক্রামতি গচ্ছতীশ্বরঃ
স্বপূরস্বামী ক্ষেদ্রজঃ তদা যাতিতি বক্ষ্যমাণানীন্দ্রিয়ানি গৃহীত্বা তৎ যাতি বায়ুবাশয়াৎ গন্ধানি-
তানি ॥ ৮ ॥

ঐধর ।—তাৎপর্য্য কিং কৰোতীত্যাহ শরীরমিতি । যৎ যদা শরীরান্তরং কর্ষ-
বশাদবাপ্নোতি যতন্ত শরীরাত্ত্যুৎক্রামতি ঈষরোদেহাদিনাং স্মামী, তদা পূৰ্ণম্যং শরীরদেতানি
গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সমাগয়াতি, শরীরে যতাপি ইন্দ্রিয়গ্রহণে দুর্দৃশ্যঃ আশয়াৎ অস্থানং
কুস্থমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গচ্ছবতঃ স্থজানংশান্ গৃহীত্বা বায়ুর্গণা গচ্ছতি তৎ ॥ ৮ ॥

বলদেব ।—জীবলোকে স্থিত ইন্দ্রিয়ানি কর্ষতীত্যুক্তং তৎ প্রদিশেভ্যামবীৰ্য্যি-
ঈশ্বরঃ শরীরেইন্দ্রিয়াণাং স্মামী জীবো যদ্ যদা পূৰ্ণশরীরাদন্তচ্ছরীরমবাপ্নোতি

উৎক্রামতি তদৈতানীজিয়াণি ভূতহৃদৈঃ সহ গৃহীত্বা যাতি আশয়াং পুষ্পকোশাদ্ গন্ধান্ গৃহীত্বা
বায়ুরিব স যথাক্রমং যাতি তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

মধুসূদন ।—কস্মিন্ কালে কর্ষতীত্যাচ্যতে যৎ যদা উৎক্রামতি বহির্নিগচ্ছতি ঈশ্বরো
দেহেজ্জিয়সংঘাতস্ত স্বামী জীবঃ তদা যতোদেহাহুৎক্রামতি ততোমনঃষষ্ঠানীজিয়াণি কর্ষতীতি
দ্বিতীয়পদন্ত প্রথমমবয়বঃ উৎক্রমণোত্তরভাবিত্বাদ্গমনশ্চ, ন কেবলং কর্ষতোব কিন্তু যৎ যদা চ
পূর্ষ্মাক্ষরীয়াস্তরমবাপ্নোতি তদৈতানি মনঃষষ্ঠানীজিয়াণি গৃহীত্বা সংঘাত্যপি সম্যক্ পুনরাগমন-
রাহিত্যেন গচ্ছত্যপি শরীরে সত্যোবেজ্জিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ আশয়াং কুসুমাদেঃ স্থানাং গন্ধাস্থকান্
স্বস্থানংশান্ গৃহীত্বা যথা বায়ুগীতি তদ্বৎ ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তথৈতান্ত্রেব আশয়াং স্বলয়স্থানাং গৃহীত্বা সংঘাতি বিষয়দেশং প্রতিগচ্ছতি
প্রবেশদগব্যাখানকালেষু, তত্র দৃষ্টান্তঃ বায়ুর্গন্ধানিবাণয়াং গন্ধাশয়াং পুষ্পাং ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—তাত্ত্বিক্য কিংকরৌতীত্যপেক্ষারামাহ শরীরমিতি । যৎ স্থূলশরীরং
কর্ষবণাদবাপ্নোতি যচ্চ যস্মাচ্চ শরীরাহুৎক্রামতি নিক্রামতি ঈশ্বরঃ দেহেজ্জিয়াণাং স্বামী জীবঃ
ষষ্ঠান্ত্র এতানীজিয়াণি ভূতহৃদৈঃ সহ গৃহীত্বৈব সংঘাতি বায়ুর্গন্ধানিবেতি বায়ুর্গন্ধা আশয়াং
গন্ধাশ্রয়াং অকটেন্দনাদেঃ সকাশাং স্বস্থাবয়বৈঃ সহ গন্ধান্ গৃহীত্বা অত্র য়াতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—কখন কিরূপে মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে আকর্ষণ করিয়া
জীব পুনরায় দেহ সংবদ্ধ হয়, এবং কিরূপেই বা বর্ত্তমান দেহের সহিত
সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে, তাহাই এই শ্লোকে পরিব্যক্ত হইতেছে । মরণের
পর অর্থাৎ দেহনাশ ঘটিলে জীব নূতন দেহকে আশ্রয় করে । যে অভিনব
কলেবর তখন সে প্রাপ্ত হয়, তাহার সহিত তাহার পূর্বাবস্থার মন ও
ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়া থাকে । এই দেহ হইতে দেহের ঈশ্বরস্বরূপ জীব যখন
প্রস্থান করেন, তখন মন এবং ইন্দ্রিয় নিচয়ও তাঁহার অনুসরণ করে । যখন
পুনর্বার জীব নব শরীর পরিগ্রহ করেন জীব তখন তাহা দিগকে পুনরাকর্ষণ
করিয়া থাকেন । অর্থাৎ পূর্ষ ইন্দ্রিয় ও মন নবীন দেহকে আশ্রয় করে ।
এই গভীর বিষয় পরিষ্কৃত করিবার নিমিত্ত এইশ্লোকে একটী অতি মনোহর
দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন । বায়ু বিভিন্ন স্থান হইতে অনায়াসেই
তত্রত্য গন্ধ আহরণ করিয়া থাকে । বায়ুর ইচ্ছা না থাকিলেও আবশ্যক
না থাকিলেও বিবিধ কুসুমের হৃদয়হারী গন্ধ অথবা গলিত পুতি পদার্থের
নাক্কারজনক স্পর্শ স্বতই বায়ুর সহিত মিলিত হয়, কিন্তু যে যে স্থান হইতে
প্রোতি (গৃহীতি) হরিত হয়, সেই স্থান সমূহ বা আধার সমূহ বায়ুর সহিত

গমন করে না। তদ্রূপ দেহ হইতে উৎক্রান্তি কালে জীবের এই শরীর নিঃসম্পাকিত ভাবে পতিত থাকিলেও জীব অনায়াসেই মন ও ইন্দ্রিয় সমূহকে তদ্ব্যবস্থায় হইতে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। পরে যে দেহ জীবকে অবলম্বন করিতে হয়, আকৃষ্ট মন ও ইন্দ্রিয় সেই দেহেও জীবের সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করে।

দেহের বারংবার মৃত্যু ঘটে অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ দেহ হইতে জীব বিযুক্ত বা উৎক্রান্ত হইয়া থাকে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অথবা যথোচিত কালাত্যয়ে সেই জীবকে পুনরাগমন অর্থাৎ নূতন দেহাশ্রয় করিতে হয়। জীবন কালে জীব মনকে যেরূপে উন্নত করিতে সক্ষম হয়, অর্থাৎ জ্ঞান ভক্তি বিবেক প্রভৃতি সাধনার দ্বারা জীব যতদূর পর্য্যন্ত উন্নতির অভিমুখে অগ্রসর হয়, তাহার জন্মান্তরও তদনুরূপ হইয়া থাকে। এই জন্তই জীবনকাল অনর্থক রূথা কর্ষে ব্যয় না করিয়া বিহিত মার্গের অনুসরণে চিন্তোন্নতির ব্যবস্থা করা আবশ্যিক।

জীবের উৎক্রান্তি কিরূপে হয়, উৎক্রান্তির পর জীবের কিরূপ গতি হয়, অনন্তর কিরূপ ভোগের পর কি ভাবে এবং কি উপায়ে জীবকে পুনরাবর্তিত হইতে হয়, তাহা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ষট্কে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। (৮ম অধ্যায় ২০।২৪।২৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)

বেদান্ত শাস্ত্রে এই সকল ব্যাপার অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা “তদেকোহগ্রঙ্খলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যা সামর্থ্যাত্তদ্ব্যবস্থানু-
স্থতিযোগাচ্চ হার্দানুগৃহীত শতাধিকয়া।” (বেদান্তদর্শন ৪র্থ অধ্যায় ২ র
পাদ ১৭ সূত্র) এই সূত্রের অর্থ বিশদরূপে বুঝাইবার অভিপ্রায়ে এ স্থলে
শারীরিক ভাষা উদ্ধৃত হইল। “সমাপ্তা প্রাসঙ্গিকী পরবিদ্যাগতা চিন্তা।
সম্প্রতি ত্বপরবিদ্যা বিষয়ামেব চিন্তামনুবর্তয়তি। সমানা চাস্ত্যুপক-
মা দ্বিষদবিদ্যোরুৎক্রান্তিরিত্যুক্তং। তস্মিন্দানীং স্ত্যুপকমং দর্শয়তি।
তস্ত্রোপসংহত বাগাদি কলাপশ্চোক্তিকর্ম্মযতো বিজ্ঞানাত্মন ওক আয়-
তনং হৃদয়ং ‘স এতান্তেকোমাত্রাঃ সমভ্যাদদানো হৃদয়মেবাস্বকামতি’
ইতি শ্রুতেঃ তদগ্রঙ্খলনং তৎপুর্নিকোৎক্রান্তিঃ। চক্ষুরাদিস্থানাপাদানা
চোৎক্রান্তিঃ ক্রমতে ‘তস্ম হৈতস্ম হৃদয়স্ত্যাং প্রদ্যোততে তেন প্রদোভেনৈব
আত্মা নিক্রামতি চক্ষুষ্ঠোবা নৃক্ষে। বাহন্তেভ্যো বা শরীরদেশেভ্যঃ’ ইতি।

না কিমনিয়মেনৈব বিদ্যদবিদ্বষোৰ্ভবত্যথাস্তি কশ্চিদিদ্বষো বিশেষ নিয়ম ইতি বিচিকিৎসায়ঃ ঋত্যাবিশেষাদনিয়মপ্রাপ্তবাচষ্টে । সমানেহপি হি বিদ্যদবিদ্বষো হৃদয়াগ্রপ্রদ্যোতনে তৎপ্রকাশিত দ্বারত্বেন মূৰ্দ্ধস্থানাদেব বিদ্বান্ নিষ্ক্রামতি স্থানান্তরেভ্যস্থিতরে । কুতঃ বিদ্যাসামর্থ্যাৎ । যদি বিদ্বানপীতরং বতঃ কুতশ্চিদেহদেশাদুৎক্রামেন্নৈবোৎকৃষ্টং লোকং লভেত উজ্জানর্ধিকৈব বিদ্যা স্তাৎ তচ্ছেষগতানুস্মৃতিযোগাচ্চ বিদ্যাশেষভূতা চ মূৰ্দ্ধস্তনাড়ী সম্বন্ধা গতিরনুশীলয়িতব্য। বিদ্যা বিশেষেষু বিহিতা তামভ্যাস্তং- স্ত্যৈব প্রাতিষ্ঠত ইতি যুক্তং । তস্মাৎ হৃদয়ালয়েন ব্রহ্মণা সমুপাগিতেনানু- গৃহীত স্তম্ভাবসাপন্নো বিদ্বান্ মূৰ্দ্ধস্ত্যৈব শতাধিকয়া শতাদতিরিক্তয়া একশততময়া নাড্যা নিষ্ক্রামতীতরাভিরিতরে । তথাহি হার্দবিদ্যাং প্রকৃত্য সমামনন্তি “শতৈকৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য স্তাসাং মূৰ্দ্ধানমভিনিঃসৃ- তৈকা । তয়োর্কমায়সংযুতত্বমেতি বিষণ্ণত্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ইতি ।”

ইহার ভাবার্থ যথা ; প্রাসঙ্গিকী পরা বিদ্যার বিচার উপস্থিত হইয়া- ছিল, তাহা সমাপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে অপরা বিদ্যা সম্বন্ধে বিচার উপস্থিত হইয়াছে । ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্র কথিত স্মৃত্যুপক্রম হেতু জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই উৎক্রান্তি সমান । এক্ষণে সেই স্মৃত্যুপক্রম প্রদর্শিত হইতেছে । বাগাদি ইন্দ্রিয় সমূহ স্ব স্ব ব্যাপার শূন্য, বিজ্ঞানাত্মা জীব উৎক্রমণ অর্থাৎ দেহত্যাগে উদ্যত, এই সময়ে সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির ওক অর্থাৎ আশ্রয় বাসস্থান হৃদয় প্রথমে স্থলিত বা প্রদ্যোতিত হইয়া থাকে । অনন্তর জীব ইন্দ্রিয় সমূহকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়দেশস্থ নাড়ীতে আগমন করে । তৎপরে তাহা স্থলিত বা প্রদ্যোতিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ জীব বৎকালে ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্পিণ্ডিত হইয়া উক্ত স্থানে আগমন করে, তৎকালে তাহার ভবিষ্যৎ ফলের স্কুরণ হয় ; ভবিষ্যতে জীব যে শরীর প্রাপ্ত হইবে, বিজ্ঞানাত্মা তদনুরূপই ভাবনা করিতে থাকে । অর্থাৎ তৎকালে তাহার ভাবনাময় শরীর হয় । যদি তাহার পশু হইবার কৰ্ম উদ্ভিজ্জিত হয়, তবে সে আপনাকে তৎকালে পশু বলিয়াই অনুভব করে ; এইরূপ মনুষ্য প্রাপক কৰ্ম প্রবল হইলে ভাবে, আমি মানব ; দেবত্ব প্রাপক কৰ্ম স্কুরিত হইলে ভাবে আমি দেবতা । জীবনে যে কৰ্মের প্রাধান্য থাকে, তৎকালে সেই কৰ্মানুরূপ ভাবনাই উপস্থিত হয় । এইরূপ

ভাবনা বা ভাবিক্স সূচক প্রদ্যোতনই স্বপ্নন বা প্রদ্যোতন নামে অভিহিত হয় । এই প্রদ্যোতনের পর উৎক্রমণ হইয়া থাকে । উৎক্রমণ কাহারও চক্ষু, কাহারও মূৰ্দ্ধা অর্থাৎ ব্রহ্মরক্ষু, কাহারও বা শরীরের অন্ত্যস্ত স্থান দিয়া হয় । ঋতি বলিয়াছেন, ‘এই মুমূর্ষুর হৃদয়াগ্রভাগ অর্থাৎ নাড়ীমুখ প্রদ্যোতিত হয়, অনন্তর সেই প্রদ্যোতন বিশিষ্ট আত্মা চক্ষু, মূৰ্দ্ধা বা দেহের অন্ত কোন স্থান দিয়া বহির্গমন করে ।’ ইহার নাম স্মৃত্যুপক্রম অর্থাৎ উৎক্রান্তি । কিন্তু এই উৎক্রান্তি সম্বন্ধে জ্ঞানীর বিশেষ নিয়ম রহিয়াছে । কারণ অন্ত ঋতি বলেন, ‘জ্ঞানী মূৰ্দ্ধস্ত নাড়ী পথে নিজান্ত হইয়া উচ্চ অর্থাৎ উৎকৃষ্ট লোক আক্রমণ করেন ।’ বস্তুতঃ জ্ঞানী অজ্ঞানী উভয়েরই উৎক্রমণ কখনই সমান হইতে পারে না । হৃদয়াগ্র প্রদ্যোতন উভয়েরই হইয়া থাকে, কিন্তু তৎকালে জ্ঞানীর মূৰ্দ্ধস্ত নাড়ী অর্থাৎ মোক্ষধারস্বরূপ সুবুদ্বা নাড়ী বিকাশ প্রাপ্ত হয়, জ্ঞানী মূৰ্দ্ধা পথে উৎক্রমণ করেন । অজ্ঞানিগণ দেহের অন্যান্য স্থান দিয়া নিজান্ত হইয়া থাকে । বিদ্যা বলেই জ্ঞানী ব্রহ্মলোক প্রাপক ব্রহ্মরক্ষু পথ দীপ্যমান দেখেন । জ্ঞানীও যদিপি অজ্ঞানীর স্থায় দেহের যে সে স্থান দিয়া নিজান্ত হন, এবং উৎকৃষ্ট লোক লাভ না করেন, তবে বিদ্যার আরাধনা নিফল । হৃদয় প্রসূত সুবুদ্বা নাড়ীর অনুশীলন করাও বিদ্যার অন্ততম অঙ্গ । জ্ঞানী তাহা বাবজীবন অনুশীলন করিয়াছিলেন, এক্ষণে যে তিনি চিরাত্যন্ত স্মৃতিপথাগত সুবুদ্বা পথে নির্গত হইবেন, তদ্বিষয়ে কোনই বিচিন্তা নাই, এবং ইহাই বৃত্তি মুক্ত । ব্রহ্মকে উপাসনা করিলে তাঁহার অনুগৃহে জ্ঞানী ক্রমে ব্রহ্মভাবে প্রাপ্ত হন । পরে স্মৃত্যুকালে একশতের অতিরিক্ত সুবুদ্বা নাম্নী মূৰ্দ্ধন্য নাড়ী পথে নিজামণ করেন । হৃদয় বিদ্যা প্রকরণেও আছে যে, হৃদয় প্রদেশে একশত প্রধান নাড়ী আছে, তন্মধ্যে একটি নাড়ী হৃদয় হইতে বিনির্গত হইয়া মূৰ্দ্ধা প্রদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে । ব্রহ্মোপাসক এই নাড়ী পথে নিজান্ত হইয়া উচ্চগামী হয়, পরে অমৃত অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন ॥ ৮ ॥

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ভ্রাণমেব চ ।

অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

অন্বয় ।—অয়ং (জীবঃ) শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং (ত্বক্) চ রসনং ভ্রাণং এব চ মনঃ চ অধিষ্ঠায় (আশ্রিত্য) বিষয়ান্ (শব্দাদিভোগান্) উপসেবতে (ভূক্তে) ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—এই-জীব শ্রোত্র, চক্ষু-ত্বক্, রসনা ও ভ্রাণ এবং মনকে আশ্রয়-করিয়া বিষয়কে উপভোগ-করে ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা ।—এই জীব, শ্রোত্র, চক্ষু, ত্বক্, রসনা, ভ্রাণ এই জ্ঞানে-দ্রিয় পঞ্চও কর্ণেদ্রিয় এবং মন, এই সকলকে আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

শব্দরাচার্য্য ।—কানি পুনতানীতি শ্রোত্রমিতি । শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ ত্রিগদ্রিয়ং রসনং জিহ্বা ভ্রাণমেব চ মনশ্চ বর্ষং প্রত্যেকং ইন্দ্রিয়েণ সহাধিষ্ঠায় দেহেস্থাবিষয়ান্ শব্দাদীহুপ-সেবতে ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি ।—মনঃবর্ষানীন্দ্রিয়াণোব প্রপ্নব্বারা বিশেষতো দর্শয়তি কানীতি ॥ ৯ ॥

রামানুজ ।—কানি পুনতানীন্দ্রিয়াণীত্যাহ শ্রোত্রমিতি । এতানি মনঃ বর্ষানীন্দ্রিয়াণি অধিষ্ঠায় স্ববিসয়বৃত্তাহুগণানি কৃত্য তত্তচ্ছব্দাদীন বিষয়ানুপসেবতে উপভুক্তে ॥ ৯ ॥

হনুমান্ ।—অধিষ্ঠায় আশ্রিত্য মনশ্চায়ং ক্ষেত্রজঃ বিষয়ান্ শব্দাদীহুপসেবতে উপলভতে ॥ ৯ ॥

শ্রীধর ।—তাভ্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহ শ্রোত্রমিতি । শ্রোত্রাদীন বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চাস্তঃকরণমধিষ্ঠায়শ্রিত্য শব্দাদীন বিষয়ানয়ং জীব ভূক্তে ॥ ৯ ॥

বলদেব ।—তানি গৃহীত্বা কিমর্থং যাতি তদাহ শ্রোত্রমিতি । শ্রোত্রাদীন সমনস্তাত্দি-ষ্ঠায়শ্রিত্যয়ং জীবো বিষয়ান্ শব্দাদীহুপভূক্তে তদর্থং তৎগ্রহণমিত্যর্থঃ । চক্ষুঃ কর্ণেদ্রিয়াণি চ পঞ্চ প্রাণাংস্চাধিষ্ঠায়েত্যবগম্য ॥ ৯ ॥

মধুসূদন ।—তাভ্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যদর্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহ । শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং চ রসনং ভ্রাণমেব চ চকারাং কর্ণেদ্রিয়াণি প্রাণঞ্চ মনশ্চ বর্ষমধিষ্ঠায়েব আশ্রিত্যেব বিষয়ান্ শব্দাদীনয়ং জীব উপসেবতে ভূক্তে ॥ ৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কানি তানি মনঃবর্ষানি তানি গৃহীত্বা গচ্ছা চায়ং কিং করোতীত্যত আহ । শ্রোত্রমিতি । অধিষ্ঠায় ব্যাপারবস্তি কৃত্য বিষয়ান শব্দাদীন উপসেবতে প্রকাশয়তি, যথা

দীপঃ স্বতঃ বৃত্তিলাভায় তৈলবস্ত্র্যাপেক্ষমানোহপি অব্যবসায়ভাসনে স্বয়মেব প্রভূঃ, এবং জীবোহপি ঘটাস্তারতলাভায় মনঃবটানীজিয়ানি স্বর্গাদীংশ্চাপেক্ষতে, তথাপি ঘটাবতাসঃ স্বয়মেব করোতি, নেতরাপি ইন্দ্ৰিয়স্বর্গাদীনী স্বভাস্ত্র্যং তৈলবস্ত্র্যাদিবদিত্যাশয়ঃ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—তত্র গতা কিংকরোতীত্যত আহ শ্রোত্রমিতি । শ্রোত্রাদীনীজিয়ানি মনশ্চাধিষ্ঠায় আশ্রিত্য বিষয়ান্ শব্দাদীন উপভুক্তে ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—যে ইন্দ্ৰিয় সমূহের রূত্তান্ত পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, অধুনা তাহারই বিশেষ রূত্তান্ত কীর্ত্তিত হইতেছে । কিরূপে দেহাত্মার পর পুনর্দেহাগমে কার্য্যসূত্রে বদ্ধ হইয়া ইন্দ্ৰিয় সমূহ স্ব স্ব ত্রত পুনগ্রহণ করে, তাহারই তত্ত্ব এই শ্লোকে পরিব্যক্ত হইতেছে । আমাদিগের শরীরে কর্ণ, চক্ষু, ভ্রু, জিহ্বা এবং নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্ৰিয় বিদ্যমান আছে । মন নামক ষষ্ঠেন্দ্ৰিয় এই ইন্দ্ৰিয়গ্রামের অধিপতিরূপে অধিষ্ঠিত । পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্ৰিয়গ্রাম ও মনকে সঙ্গে লইয়া জীব দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে । পুনর্দেহাগমে শৃঙ্খলবদ্ধ জীব তৎসমস্তকে আকর্ষণ করিয়া নবদেহ আশ্রয় করে । এই শ্লোকেও পরিব্যক্ত হইতেছে যে, শ্রোত্রেনেত্র প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্ৰিয় সংবলিত মনকে লইয়াই জীব দেহ মধ্যস্থ থাকিয়া কার্য্য সাধনা করে, এবং ইন্দ্ৰিয় গ্রামও দেহকে আশ্রয় করিয়া স্ব স্ব বিষয় ব্যাপার সংসাধনে বিনিযুক্ত হয় ।

বস্তুতঃ আত্মা বিষয় ব্যাপারে নিলিপ্ত ও উদাসীন । দেহের সহিত ইন্দ্ৰিয়ের সংযোগ হেতু বিষয় ব্যাপারের অববোধ হইয়া থাকে । মন স্বকীয় শক্তি প্রভাবে তৎসমস্ত ব্যাপার গ্রহণ ও ধারণ করে । নিলিপ্ত আত্মাকে সেই বিষয় ব্যাপার সমূহের ভোক্তা বলিয়া আমরা অনুমান করি মাত্র । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি এই সকল ব্যাপারের সহিত সম্বন্ধশূন্য ।

মূলস্থিত “জাগমেব চ ও মনশ্চ” এই দুই স্থলে দুইটি চকার আছে । প্রথমোক্ত পদের চকার দ্বারা বাক্, পার্ণি, পাদ, পানু, উপহ্ব এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্ৰিয় লক্ষিত হইয়াছে । কেহ কেহ মনে করেন, শেষোক্ত “মনশ্চ” পদের চকার দ্বারা বুদ্ধি এবং অহঙ্কার সূচিত হইতেছে ।

ইন্দ্ৰিয়াদি বিষয়ের তত্ত্ব পূর্বে বহু স্থানে বাহুল্যরূপে আলোচিত হইয়াছে । (২১৩১৩১২০৯১৩১১ পৃষ্ঠার দীপ্তনী দ্রষ্টব্য) ॥ ৯ ॥

উৎক্রামন্তঃ স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্ ।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥

অর্থঃ ।—উৎক্রামন্তঃ (পরিত্যক্তন্তঃ) স্থিতং বা অপি ভুঞ্জানং (বিষয়ভোগং কুর্ন্তঃ) গুণান্বিতং (ইন্দ্রিয়াদিযুক্তং) [জীবং] বিমূঢ়াঃ (অজ্ঞাঃ) ন অনুপশ্যন্তি (অবলোকয়ন্তি) জ্ঞানচক্ষুষঃ (জ্ঞান-দৃষ্টিসম্পন্নঃ) পশ্যন্তি ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ ।—উৎক্রামণকারী অথবা অবস্থিত কিম্বা বিষয়-ভোগ-পরায়ণ গুণ-যুক্ত [জীবকে] অজ্ঞ-গণ দেখে না, জ্ঞান-দৃষ্টি-সম্পন্ন-গণ দর্শন-করেন ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা ।—জীব কখন দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করে, কখন দেহেই অবস্থান করে, এবং ইন্দ্রিয়াদি গুণযুক্ত হইয়া বিষয় উপভোগ করে ; কিন্তু অজ্ঞগণ ইহাকে দেখিতে পার না, জ্ঞানচক্ষু সম্পন্ন ব্যক্তিগণই দর্শন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—এবং দেহগতং দেহাৎ উৎক্রামন্তমিতি । উৎক্রামন্তঃ পরিত্যক্তঃ দেহং পূর্বোপভোগং স্থিতং বা দেহে তিষ্ঠন্তঃ ভুঞ্জানং বা শব্দাদীংশ্চোপলভমানং গুণান্বিতঃ স্রব্ধঃখমোহাঐঃ গুণৈরবিতমহুগতঃ সংযুক্তমিত্যর্থঃ । এবভূতমপ্যেনমত্যন্তঃ দর্শনগোচরপ্রাপ্তঃ বিমূঢ়া দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ভোগবলাকৃষ্টচেতস্তরানেকধা মূঢ়া নানুপশ্যন্ত্যাহো কষ্টং বর্তত ইত্যনুক্রোশবিচ ভগবান্ । যে তু পুনঃ প্রমাণজনিতজ্ঞানচক্ষুষস্তএনং পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষোবিবিকৃতদৃষ্টৈ ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

জানন্দগিরি ।—শরীরমিত্যাदिম্লোকে দেহাদান্বনোহতিরেকমুক্তা শ্রোত্রং চক্ষুরিত্যাदे श्रौतिलषिते বিষয়ে স্বার্থস্বং করণানাং প্রবর্তকত্বাৎ তেভ্যোহতিরিক্তশ্চাত্ত্বাক্তং তর্হি তস্মৈ জ্ঞানাদি কুর্ন্তঃ স্বরূপত্বাৎ কিমিতি সর্বে ন পশ্যন্তীত্যাহত্বাহ এবমিতি । সন্নিহিততমকে দর্শনবোগ্যমপি বিষয়পরবাদান্বানঃ সর্বে ন পশ্যন্তীতি ভগবতোহনুক্রোশঃ দর্শয়তি এবভূতমিতি তর্হি কোহমাত্মদর্শনং ভদাহ যে তু পুনরिति ॥ ১০ ॥

রামানুজ ।—উদিত । যএনং গুণান্বিতং সবাদিগুণময়প্রকৃতিপরিণামবিশেষ মনুষ্যতাদি সংস্থান পিণ্ডসংস্কৃষ্টঃ পিণ্ডবিশেষভূতঃক্রামন্তঃ পিণ্ডবিশেষবাহিতং বা গুণময়ান বিষয়ান্ ভুঞ্জান বা কদাচিদপি প্রকৃতিপরিণামবিশেষমনুষ্যতাদি পিণ্ডাবিলক্ষণং জ্ঞানৈকাকারং বিমূঢ়া নাহ পশ্যন্তি । বিমূঢ়া মনুষ্যতাদিপিণ্ডাকারান্বাভিমানিনঃ জ্ঞানচক্ষুষস্ত পিণ্ডান্বিবেকবিষয়জ্ঞানবন্তঃ সর্বাভিমুখোমং বিবিক্তাকারমেব পশ্যন্তি ॥ ১০ ॥

হুমান্ ।—উৎক্রামন্তঃ শরীরাহুতপাক্তঃ বাপি শরীরে ভুজ্ঞানঞ্চ বিষয়ানুপদতমানং
গুণাবিতং গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ বুদ্ধ্যাকারণপরিণতৈঃ অধিতং গতি সূচাঃ কার্যাকারণ
সংঘাতে আত্মতদর্শিনঃ নাহুপশন্তি নোপলভন্তে জ্ঞানং চক্ষুর্যেবাং তে জ্ঞানচক্ষুঃ জ্ঞান
চক্ষুযো ভূষা কিংন পশন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধর ।—নহু কার্যাকারণসংঘাতব্যতিরেকেণৈবভূতমাখ্যানং সর্ক্সেহপি কিংন পশন্তি
ভদ্রাহ উৎক্রামন্তমিতি । উৎক্রামন্তঃ দেহাদেহান্তরং গচ্ছন্তঃ তন্নিরেব দেহে হিতং বা বিষয়ান্
ভুজ্ঞানং বা গুণাবিতমিচ্ছিরাদিয়ুক্তং জীবং বিমুচ্য নালোকয়ন্তি জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেবাং তে বিবেকিনঃ
পশন্তি ॥ ১০ ॥

বলদেব ।—এবং শরীরহৃদেনাহুতবযোগ্যমপ্যবিবেকিনতমাখ্যানং নাহুতবজীতাহ
উদিতি । শরীরাহুৎক্রামন্তঃ তত্রৈব হিতং বা স্থিত্বা বিষয়ান্ ভুজ্ঞানং বা গুণাবিতং স্ত্বচ্ছঃখ-
মোহৈরিত্তির্যভির্সারিতং ব্রহ্মং অহুতবযোগ্যমপ্যখ্যানং বিমুচ্যান্তিরন্তনবাসনাকষ্টচিত্ততরা
বিবেকযোগ্যাঃ নাহুপশন্তি নাহুতবন্তি । জ্ঞানচক্ষুযো বিবেকজ্ঞানেন্দ্রোত্তমং পশন্তি শরীরবি-
বিবিক্তমহুতবন্তি ॥ ১০ ॥

মধুসূদন ।—এবং বেহগতঃ দর্শনযোগ্যমপি দেহাৎ উৎক্রামন্তঃ দেহান্তঃ গচ্ছন্তঃ
পূর্ক্সখ্যাৎ হিতং বাপি তন্নিরেব দেহে ভুজ্ঞানং বা শব্দানীন্ বিষয়ান্ গুণাবিতং স্ত্বচ্ছঃখমোহান্বকৈ
গুণৈরধিতং এব সর্ক্সাববহ্যাহু দর্শনযোগ্যমপ্যেনং বিমুচ্য দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়ভোগবাসনাকষ্টচেতস্তরা-
খ্যানান্ববিবেকযোগ্যা নাহুপশন্তি অহো কষ্টং বর্ত্তত ইত্যজ্ঞানহুক্রোশতি ভগবান্ । যে কু
প্রমাণজনিতজ্ঞানচক্ষুযোবিবেকিনস্ত এব পশন্তি ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—তমেবভূতঃ মনঃবর্ত্তানীচ্ছির্যপি প্রাণক্যাধিষ্ঠার তেভ্যসুংক্রমণেনোৎক্রামন্তঃ
তেবাং হৈর্ধোণ হিতং তেবাং ভোগেন ভুজ্ঞানং তেবাং সত্ত্বরজস্তমোগুণসুংক্রমণে গুণাবিতং ঘট-
স্ব্যামিব ঘটাকাশমিব বা ঘটগমনাদিনা গমনাদিবস্তং সত্ত্বসুংক্রমণাদিশূন্তমপি বিমুচ্যাত্মাবিকল্পং
নাহুপশন্তি জ্ঞানচক্ষুস্ত পশন্তি উপাধেরেবোৎক্রমণাদিকং গতুপহিতত্যাগ্নন ইতি জ্ঞানন্ত্যেব
ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ ।—নহু যদ্বাৎ দেহারিক্রামতি যদ্বিন দেহে বা তিষ্ঠতি তদ্রহিতা বা যথা-
ভোগান ভুঙক্তে ইত্যত্র বিশেষঃ নোপলভ্যমহে তদ্রাহ । উৎক্রামন্তঃ দেহারিক্রামন্তঃ হিতং
দেহান্তরে বর্ত্তমানঞ্চ বিষয়ান্ ভুজ্ঞানঞ্চ গুণাবিতমিচ্ছিরাদি সহিতং বিমুচ্য অবিবেকিনঃ
জ্ঞানচক্ষুযো বিবেকিনঃ ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য ।—জীবাত্মা দেহ মধ্যস্থ থাকিয়া ইন্দ্রিয়প্রাণৈর ব্যাপার
অনুভব করেন না, এবং স্বয়ংই তৎসমস্তের কর্তারূপে স্ত্বচ্ছঃখাদি ভোগ
করিয়া থাকেন । এই পরিদৃশ্ত রহস্য বুঝাইবার নিমিত্তই এই শ্লোক

অবতারিত হইয়াছে । আনন্দ-বিধায়ক ঘটনা সমাগমে হর্ষোদয় হয় এবং বিষাদজনক ব্যাপারের আবির্ভাবে শোকের উদ্ভব হইয়া থাকে । মানব কখন আশার তাড়নায় আনন্দের রাজ্যে ছুটাছুটি করে, কখন বা বিষাদের ভয়ে অবসন্ন হইয়া আর্তনাদ করিতে থাকে । এই সকল পরিবর্তনশীল ভিন্নভিন্ন অবস্থা সন্দর্শনে আমরা জীবকে তত্তৎ সুখদুঃখাদির অধীন বলিয়া জ্ঞান করি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে জীব তত্তৎ বিষয়ে নিলিপ্ত । মন ও তৎসমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সহকৃত দেহই এই সকল দশা বিপর্যয়ের ভোক্তা ; জন্ম ক্রমে সেই ভোগাভোগ আমরা জীবের উপর আরোপ করিয়া থাকি ।

দেহ হইতে জীবের উৎক্রমণ অর্থাৎ প্রয়াণই হউক অথবা দেহ মধ্যে জীব অধিষ্ঠিতই বা থাকুন, গুণসম্বন্ধ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম ও দেহ সম্বন্ধ হেতু সুখদুঃখাদির অধীনরূপে তিনি প্রতীয়মান হইয়া থাকেন । তত্ত্বজ্ঞানের প্রাচুর্য্যে বাহাদিগের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত না হইয়াছে, সেই মুঢ়গণ এই রহস্য প্রণিধান করিতে না পারিয়া জীবকেই সকল ব্যাপারের কর্তা ভোক্তা বলিয়া অনুমান করে, কিন্তু শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ সম্যক্রূপে গ্রহণ করিয়া বাহাদিগের অন্তর নির্মল হইয়াছে, প্রকৃষ্ট সাধনা প্রণালীর অনুসরণ করিয়া বাঁহারা সংসারের অসারত্ব প্রণিধান করিয়াছেন, সেই মহাত্মাগণ প্রাক্ষুটিত জ্ঞান চক্ষু দ্বারা সকল তত্ত্বই সম্যক্রূপে অবগত হইতে পারেন, এবং অনায়াসেই বুঝিতে পারেন যে, দেহাশ্রিত ইন্দ্রিয় গ্রামই সুখদুঃখাদির অধীন, এবং তত্ত্বাবতেই ভোগাভোগের সংঘটক ।

বিবেকজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মাগণই আত্মার স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিয়া সাংসারিক ব্যাপারের অসারত্ব অনুধাবন করেন এবং কিছুতেই অভিভূত হন না, কিন্তু বিষয়-পল্লনিমগ্ন সন্ধীর্ণচেতাঃ মানবগণ এই তত্ত্ব প্রণিধান করিতে না পারিয়া আত্মাকেই ভোক্তা ও কর্তা জ্ঞানে নিরন্তর হাহাকার ধ্বনিতে বসুন্ধরা পরিপূর্ণ করিতে থাকে । এই শ্লোক দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, জ্ঞান প্রভাবে প্রকৃত দর্শন শক্তি প্রাপ্ত হইলে জীবাত্মা আপনাকে নিলিপ্ত উদাসীন বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং সংসারের হর্ষ সুখ শোক দুঃখাদি উপেক্ষা করিয়া স্বকীয় হৃদয় জাত আনন্দনীরে ভাসিতে ভাসিতে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া থাকেন ।

এই গ্রন্থের পূর্বভাগে শ্রীভগবান বারংবার সুপাঠ ভাষায় এই তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়াছেন। টীকা ও ভাষ্যকৃৎ মহাত্মারাও বিশেষরূপে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন। বঙ্গভাষা নিবদ্ধ তাৎপর্য্যে এবং টীপনীতেও বিবিধ প্রকারে ইহার কীৰ্ত্তন হইয়াছে ॥ ১০ ॥

—(১০:১):—

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতং ।

যতন্তোহি পাকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয় ।—যতন্তুঃ (প্রযতমানাঃ) যোগিনঃ চ এনং (আত্মানং) আত্মনি (দেহে) অবস্থিতং পশ্যন্তি, যতন্তুঃ (যতমানাঃ) অপি অকৃতাত্মানঃ (অবিশুদ্ধচিত্তাঃ) অচেতসঃ (অবিবেকিনঃ) এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ ।—প্রযতমান যোগি-গণ এই-আত্মাকে দেহে অবস্থিত দর্শন-করেন, যত্নশীল-হইলেও অবিশুদ্ধ-চিত্ত অবিবেকি-গণ ইঁহাকে দেখে না ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা ।—যত্নশীল যোগিগণ এতাদৃশ জীবাত্মাকে স্বীয় দেহ মধ্যেই অবস্থিতরূপে দর্শন করেন, কিন্তু বিশেষ যত্ন পরায়ণ হইলেও অবিশুদ্ধচেতাঃ বিবেকশূন্য ব্যক্তিগণ তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কেচিত্তু যতন্তুঃ প্রযত্নঃ কুর্কন্তো যোগিনশ্চ সমাহিতচিত্তা এনং প্রকৃতাত্মানং পশ্যন্ত্যনন্যমস্মীতি উপলভ্যন্তে আত্মনি স্বত্বাং বুদ্ধাবস্থিতং । যতন্তোহপি শাস্ত্রাদিপ্রমাণৈরকৃতাত্মানোহসংস্কৃতাত্মানঃ তপসেজিয়জয়েন চ দৃশ্যরিভাদমুপরতা অশাস্তবর্ণাঃ প্রযত্নঃ কুর্কন্তো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসোহবিবেকিনঃ ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি ।—জানচক্ষুঃশব্দেন জ্ঞানাত্মগৃহীতং শাস্ত্রং জ্ঞানসাধনযুক্তং তৎকিমি-দানীং শাস্ত্রমাত্রেন জ্ঞানাত্মগৃহীতেনাত্মানং পশ্যন্তি নেত্যাহ কেচিত্ত্বত । প্রযত্নঃ শ্রবণ-মননাদ্বকঃ শাস্ত্রাদিপ্রমাণৈর্নৈবতত্ত্বোহস্মীতি সৎকঃ । অসংস্কৃতাত্মনঃ প্রকটয়তি তপসেতি ॥ দৃশ্যরিভাদবিরতিকলং কথয়তি অশাস্তেতি । অশুদ্ধবুদ্ধীনামবিবেকিনাং সতপি শ্রবণাদিবিষ্টিয়া কলবদ্বিতি মত্বাহ প্রযত্নমিতি ॥ ১১ ॥

হয়,

১১। **রামানুজ** ।—যতন্ত ইতি । মৎপ্রপত্তিপূর্বকং কৰ্ম্মযোগাদিষু যতমানান্তে নিৰ্ম্মলাস্তঃ কৰ্ম্মণাযোগিনো যোগাথেন চক্ষুশ্চান্নি শরীরেহবহ্নিতমপি শরীরাদিবিজ্ঞং স্নেহ রূপেণাব-
ত্বিতমেনং পশ্যন্তি । যতমানা অপ্যকৃতাত্মানো মৎপ্রপত্তি-বিরহিণস্ততএবাসংস্কৃতমনসঃ
ততএবাচেতসঃ আত্মাবলোকনসমর্থচেতোরহিতাঃ নৈনং পশ্যন্তি এবং রবিচন্দ্রাদীনামিস্ত্রিয়সন্নি-
কৰ্ষবিরোধসম্ভবমস নিরসনমুখেনেত্রিয়াগুগ্রাহকতয়া প্রকাশকানাং জ্যোতিষতামপি প্রকাশকং
জ্ঞানজ্যোতিরাত্মামুক্তাবস্থো জীবাবস্থচ্চ ভগবদ্বিত্তিরিত্যুক্তং । “তদ্ধামপরমং মম, মমৈবাংশো
জীবলোকে জীবত্বতঃ সনাতন” ইতি ॥ ১১ ॥

হনুমান্ ।—যতন্তো যমনিরমাদি যোগাহুষ্ঠানে প্রযত্নং কুর্বাণা যতমানা যোগিনঃ
যোগঃ সম্যগজ্ঞানং তত্র প্রবৃত্তা এনমাত্মানং পশ্যন্ত্যপলভন্তে আত্মনি শরীরে যতন্তো
যোগাহুষ্ঠানে প্রযতমানা অপ্যকৃতাত্মানঃ অত্যাশংক্যাত্মাভ্যামসংস্কৃতাত্তঃকরণা নৈনং পশ্যন্ত্য-
চেতসঃ অব্যবহিকৈঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধর ।—দুজ্জের্গশচায়ং যতোবিবেকিষপি কেচিং পশ্যন্তি কেচিন্ন পশ্যন্তীত্যাহ
যতন্ত ইতি । যতন্তোধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানা যোগিনঃ কেচিদ্দেনমাত্মানমাত্মনি দেহেহবহ্নিতং
নিরিক্তং পশ্যন্তি, শাস্ত্রাত্মাদিভিঃকৃতং কুর্বাণা অপ্যকৃতাত্মানোহবিগুহ্যচিত্তা অতএবাচেতসো
মন্দমতর এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১ ॥

বলদেব ।—জ্ঞানচক্ষুঃ পশ্যন্তীত্যোতত্ত্বিরণুন্ হুজ্ঞানতাং তত্ৰাহ যতন্ত ইতি । কেচিদ্
যোগিনো যতমানাঃ শ্রবণাহ্যপায়ানমুতিষ্ঠন্ত আত্মনি শরীরেহবহ্নিতমেনমাত্মানং পশ্যন্তি ।
কেচিদ্যতমানা অপ্যকৃতাত্মানোহনিৰ্ম্মলচিত্তা অতোহচেতসোহমুদিতবিবেকজ্ঞানা এনং ন
পশ্যন্তীতি দুজ্জের্গমাত্মতত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

যদুন্দন ।—পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুঃ ইত্যোতত্ত্বিরণোতি । আত্মনি স্বকো অবস্থিতং প্রতি-
কলিতমেনমাত্মানং যতন্তোধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানা যোগিন এব পশ্যন্তি । চোহবধারণে ।
যতমানা অপ্যকৃতাত্মানোযজ্ঞাদিভিরশোধিতাত্তঃকরণাঃ অতএবাচেতসো বিবেকশূভা নৈনং
পশ্যন্তীতি মূঢ়া নাহুপশ্যন্তীত্যোতত্ত্বিরণম্ ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যতন্তো যত্নশীলযোগিনশ্চ এনম্ আত্মনি বুদ্ধৌ অবস্থিতং বিভূমুৎ-
ক্রান্ত্যাদিহীনম্ অসঙ্গং পশ্যন্তি যতন্তোহপি অকৃতাত্মানঃ যে যজ্ঞাদিভিরশোধিতচিত্তাঃ এনং ন
পশ্যন্তি যতঃ অচেতসঃ অনির্জীতচিত্তাঃ পাষণ্ডতুল্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ ।—তেচ বিবেকিনো যতমানা যোগিন এবোতাহ যতন্ত ইতি অকৃতাত্ম-
আনোহবিগুহ্যচিত্তাঃ ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য ।—পূর্ব শ্লোকে ইহাই বিবৃত হইয়াছে যে, জ্ঞানিগণ সম্যক্
কর্ম্মে প্রভাবে আত্মতত্ত্বাবধারণে সক্ষম এবং বিমূঢ়চিত্ত অজ্ঞানিগণ তদ্বিষয়
ধারণে অশক্ত । বর্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ ইহাই পরিব্যক্ত করিতেছেন

যে, কিরূপ প্রযত্নপরায়ণ হইলে সাধকগণ আত্মদর্শনে সমর্থ হইয়া থাকেন, এবং কিরূপেই বা জ্ঞানহীনগণের প্রকৃষ্ট দর্শনশক্তি আচ্ছন্ন থাকে । যত্নশীল যোগিগণের মধ্যে কোন্ কোন্ ব্যক্তি আত্মায় প্রকৃত আত্মার সন্গাবেশ দর্শন করেন । আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত যত্নপরায়ণ অনেকেই হইয়া থাকেন । অনেকেই বিহিত শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ ক্রমে জ্ঞানমार्গের অনুসরণ করতঃ সাধনপরায়ণ হইয়া থাকেন । তৎসমস্ত নিষ্ঠাবান্ জ্ঞানার্থীর মধ্যে তাবতেই যে প্রকৃত জ্ঞানলাভে সমর্থ হন, এরূপ নহে । বিবিধ বাহ্য কারণের উৎপীড়নে অনেকের সাধনা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয় না, অনেকের নিষ্ঠা পথভ্রষ্ট ও বিফল হয় । অনেকে জ্ঞানভ্রমে অজ্ঞানেরই অনুসরণ করিয়া হতাশ ও ভ্রম মনোরথ হইয়া থাকেন । এইরূপে যাহাদিগের যোগভঙ্গ না ঘটে, যাহারা তত্ত্বদর্শী, সিন্ধু, গুরুপদেশ লাভ করিয়া প্রকৃত পথের অনুসরণ করেন, এবং কোন বাহ্য কারণে বিচলিত না হইয়া সম্পূর্ণ ধীরতা সহকারে জ্ঞানার্বেষণ করিয়া থাকেন, তাহাদৃশ সৌভাগ্যবান সাধকগণ চরমে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন । তাঁহারা বুকিতে পারেন যে, তাঁহাদিগের এই দেহের মধ্যে আত্মা অবস্থিত আছেন । যাহাকে আপনার জ্ঞান করিয়া আমরা ব্যাকুল হই, যে নম্বর দেহকেই আমরা ভ্রম ক্রমে আত্মা বলিয়া মনে করি, বস্তুতঃ তিনি আত্মা নহেন । জ্ঞাননিষ্ঠ সাধুগণ উপলব্ধি করিয়া থাকেন যে, এই ক্ষণ-ভঙ্গুর আপনের মধ্যেই নাশ রহিত প্রকৃত আপন বিদ্যমান আছেন । আর যাহারা বিমূঢ়াত্মা, অর্থাৎ যাহাদিগের আত্মজ্ঞান লাভ ঘটে নাই, যাহারা বিহিত উপদেশাদি প্রাপ্ত হইয়াও প্রকৃত সৎপথ অনুসরণ করিতে পারে নাই, সেরূপ অনেক লোকও হয়তো আত্মজ্ঞানের নিমিত্ত প্রযত্ন পরায়ণ হইতে পারে, কিন্তু চেতনাশক্তির ক্ষুরণ না হওয়ায় সেই অজ্ঞানাক্ষণ এই আত্ম পদার্থ অবধারণে অক্ষম । দেহ-মধ্যস্থ দেহাদিষ্ঠিত, হইলেও আত্মাকে মোহাচ্ছন্ন জনগণ দেখিতে পায় না ।

পূর্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞান চক্ষুর দ্বারাই আত্মা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন । এ স্থলে ইহাও কথিত হইল যে, তৎক্ষণ্য যতমান হওয়া আবশ্যক ; কিন্তু যতমান হইলেই যে সকল স্থলে আত্ম দর্শন ঘটিয়া থাকে, এরূপ নহে । ভাগ্যক্রমে যাহার জ্ঞানচক্ষুর ক্ষুরণ হয়,

সেইরূপ ব্যক্তিই আত্ম দর্শন করিয়া ধন্ত হন । এতাবত ইহাই সিদ্ধ হই-
তেছে যে, বাঁহার জ্ঞান চক্ষুর ক্ষুরণ হয় নাই, তিনি যতমান হইলেও
আত্মদর্শনের অধিকারী নহেন । আত্ম জ্ঞান লাভের নিমিত্ত প্রযত্ন আপা-
ততঃ বড়ই দুর্লভ ও বাধাযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় । প্রথমতঃ চিত্তকে
স্থির করিয়া সাংসারিক সকল কর্তব্য কামনা-বিহীনতা সহকারে সম্পা-
দনের অভ্যাস করিতে হইবে ; তদনন্তর দৈব ও নিত্য যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড
হইতে বাসনার সংশ্রব উচ্ছেদ করা আবশ্যক । এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হইলে
ভগবদ্ভক্তিতে দেহ ও মন পরিপূরিত হইবে । তদনন্তর ক্রমে ক্রমে ধীরে
ধীরে আত্মজ্ঞান উপজাত হইবে । এতাদৃশ সাধনা কখনই অনায়াস সাধ্য
নহে, স্ততরাং সাধন পথাবস্থিত ব্যক্তিকেও আত্মজ্ঞান লাভে সততই
বঞ্চিত হইতে হয় । বাঁহারা আত্মজ্ঞানকামী কিন্তু সাধনভ্রষ্ট, তাঁহাদিগের
পক্ষে তল্লাভের কোনই উপায় নাই । এই গীতাগ্রন্থে “যততোহপি
কৌন্তেয়” (২য় অধ্যায় ৩০ শ্লোক) এবং “মনুষ্যাণাং সহস্রেণ কশিচ্ছ-
যততি সিদ্ধয়ে” (৭ম অধ্যায় ৩ শ্লোক) ইত্যাদি স্থানে এইরূপ প্রদক্ষ
আলোচিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

—•—(::)—•—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্বাসয়তেইখিলং ।

যচ্চন্দ্রমসি যচ্চান্ধো তত্তেজো বিদ্ধি মামকং ॥ ১২ ॥

অনুব্র ।—আদিত্যগতং (সূর্য্যাবস্থিতং) যৎ তেজঃ, চন্দ্রমসি
(চন্দ্রে) যৎ, অণ্ডো চ যৎ অখিলং (কুৎস্নং) জগৎ ভাসয়তে (প্রকা-
শয়তি) তৎ তেজঃ মামকং (মদীয়ং) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ১২ ॥

প্রতিশব্দ ।—সূর্য্য-গত যে তেজ, চন্দ্রে যে-তেজ অগ্নিতে যে-তেজ
সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত-করে, সেই তেজ আমারই জানিবে ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা ।—সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক পদার্থ-গত যে
চন্দ্রমসি এই বিশ্বকে উদ্ভাসিত করে, সেই তেজ প্রকৃত পক্ষে আমারই
বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—যং পদং সৰ্গভাবভাসকমণ্যাদিত্যাদিকং জ্যোতির্নিবভাসয়তি
যংপ্রাপ্তাশ্চ মুক্ষবঃ পুনঃ সংসারতিমুখা ন নিবর্তন্তে যন্ত চ পদস্যোপাধিভেদমহুবিধীরমানা
জীবা ঘটাদয় ইবাকশভাংশান্তস্ত পদস্ত সৰ্কাহ্মৎ সৰ্কাব্যবহারাম্পদত্বক বিবক্ষ্যন্ততুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ
বিত্তুতিসংক্ষেপমাহ ভগবান্ যদেতি । যদানিত্যগতমাদিত্যাপ্রয়ং কিস্তং তেজোদীপ্তিঃ প্রকাশো
জগত্ভাসয়তে প্রকাশয়ত্যর্থিলং সমস্তং যচ্চক্ষমসি যচ্চ শব্দভূতি তন্তেজোহবভাসকং বর্তন্তে,
যচ্চাযৌ হতবহে, তন্তেজোবিকি বিজানীহি মামকং মদীয়ং মম বিষ্ণোস্তং জ্যোতিঃ । অথবা
যদানিত্যগতং তেজশ্চৈতন্যায়কং জ্যোতিশ্চক্ষমসি যচ্চাযৌ তন্তেজোবিকি মামকং মদীয়ং
মম বিষ্ণোস্তং জ্যোতিরিত্যাদি । নহু স্বাবরেষু চ তৎসমানং চৈতন্যায়কং জ্যোতিঃস্তত্র
কথমিদং বিশেষণং যদানিত্যগতমিত্যাদি, নৈষঃ দোষঃ সত্বাদিকারাদিক্যোপপত্তেরাদিত্যাদিষু
হি সত্ত্বমত্যন্তপ্রকাশমত্যন্তভাবরমতন্তদ্রৈবাবিস্তরাং জ্যোতিরিত্তি তদ্বিশিষ্যতে । নহু তদ্রৈব
তদদিকমিতি যথাহি লোকে তুল্যেহপি মুখসংস্থানে ন কাষ্টকুডাদৌ মুখমাবির্ভবতি আদর্শাদৌ
তু স্বচ্চে স্বচ্ছতরে তারতম্যোবির্ভবতি তদ্বং ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরি ।—অনন্তরশ্লোকচতুষ্টয়স্ত বৃত্তাহুবিধধারণা তাৎপর্য্যার্থমাহ যংপদমিতি ।
জীবাণ্যতেন চিত্রপদমুক্তা । তদীয়চৈতন্যোদিত্যাদীনামবভাসকত্বাচ্চ ব্রহ্মণশ্চিহ্নমিত্যাহ যদানি-
তোতি । চিত্রপদস্তৈব ব্রহ্মণঃ সৰ্কাহ্মকত্বপ্রতিপাদকত্বেন শ্লোকঃ ব্যাচষ্টে যদিত্যাধিনা ।
আদিত্যাদৌ তত্র তত্র হিতং ব্রহ্মচৈতন্যজ্যোতিঃ সৰ্কাবভাসকমিত্যর্থঃ । ব্রহ্মণঃ সৰ্জজ্ঞত্বেন
চিত্রপদমত্র বিবক্ষিতমিতি ব্যাখ্যাস্তরমাহ অথবেতি । চৈতন্যভোক্তব্যঃ সৰ্কাব্যবিশেষবাদি-
ত্যাদিগতবিশেষণমযুক্তমিতি শব্দতে নথিতি । সৰ্কাব্র সবেহপি কচিদেবাবিভাব্যক্রিপেবাবিশেষণ-
মিতি পরিহরতি নৈষ দোষ ইতি । তদেব প্রপঞ্চয়তি আদিত্যাদিষু । সৰ্কাব্র চৈতনা-
জ্যোতিঃস্বল্যত্বেহপি কচিদেবাবিভাব্যক্রা বিশেষণোপপত্তিং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথাহীতি ॥ ১২ ॥

রামানুজ ।—ইহানীমচিংপরিণামবিশেষমাদিত্যাদীনাম জ্যোতিরপি ভগবত্ত্বভূতিরিত্যাহ
যদিতি । অখিলস্ত জগতো ভাসকং তেবামাদিত্যাদীনাম যন্তেজস্তমদীয়ন্তেজ্ঞৈক্যরাদিতেন মদা
তেভ্যো দত্তমিতি বিদ্ধি ॥ ১২ ॥

হুম্যান্ ।—অতোযতমানা অজ্ঞানচক্ষুষো নৈনঃ পশ্যন্ত্যপি অহমাত্মা অনেকবস্ত্রায়-
সংস্কারপাধ্যাত্মং ছবিজ্জয়ন্ত্যপি সকললোকপ্রদিক্কাহমিত্যাহ । যদানিত্যগতং তেজঃ প্রকাশঃ
অখিলং জগত্ভাসয়তে যচ্চ চক্ষমসি তেজঃ যচ্চাযৌ তন্তেজো বিদ্ধি মামকং তথাচ ক্রতিঃ ।
“যেন স্বৰ্ঘ্য স্তপতি তেজসেজ্জতদ্বং জ্যোতিরিত্তি” ॥ ১২ ॥

ঔধর ।—তদেব ন ভক্তাসয়তে স্বৰ্ঘ্য ইত্যাদিনা পারমেশ্বরঃ পরং ধামোক্তং, তংপ্রাপ্তা-
নাকাপুনরারুহিত্বতঃ, তত্র সংসারিণোহভাবমাপদ্য সংসারিব্রহ্মণং বেদাদিব্যতিরিক্তং দর্শিত-
উদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনস্তশক্তিভেন নিরূপয়তি যদিত্যাধি চতুর্ভিঃ ।
বিষু হিতং বদনেক প্রকারং তেজোবিষং প্রকাশয়তি তং সৰ্কাং তেজোমদীয়মেব জানী-
বলদেব ।—অথ মদংগত জীৱন্ত সংসাররক্তস্ত মুক্ষকোশ্চ ভোগনোকসংস্রবঃ হয়,

ভাবেনাহ যদিতি চতুর্ভিঃ । আদিত্যে স্থিতং যন্তেজো যচ্চত্রেহংগৌ চ স্থিতং সৎ সর্বং জগৎ
প্রকাশয়তি তন্তেজো মামকং মদীয়ং বিদ্ধি । উদিতেন সূর্য্যেণ জলিতেন চ বহুনা দৃষ্ট-
ভোগসাধনানি কর্মণি নিষ্পদ্যন্তে তিমিরজাদ্যানাশাদয়ন্ত স্বথহেতবো ভবন্তি । উদিতেন
চন্দ্রেণ চৌষধিপেষিতাপশান্তিজ্যোৎস্নাবিহারাস্তথাভূতা ভবন্তি ইতি তেষাং তত্ত্বসাধকং তেজো
মন্তেজোবিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

মধুসূদন ।—ইদানীং যৎ পদং সর্কাবভাসনকমা অপ্যাদিত্যাদয়োভাসয়িতুং ন ক্ষমন্তে
যৎ প্রাপ্তাশ্চ মুমুক্শবঃ ন পুনঃ সংসারায় প্রবর্তন্তে যস্য চ পদস্তোপাধিভেদমহুবিধীয়মানা
জীবা ঘটাকাণাদয় ইবাক্যাশ্চ কল্পিতাংশা মূর্ষেব সংসারমহুভবন্তি, তস্ত্র পদস্ত্র সর্কাশ্চ-
সর্কাব্যবহারাপাদহ প্রদর্শনেন ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি প্রাপ্তকং বিবরীতুং চতুর্ভিঃ শ্লোকৈরাহ্মনো-
বিভূতিসংক্ষেপমাহ ভগবান্ যদিতি । “ন তত্র সূর্য্যোভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমাপিহ্রাতোভাতি
কুতোহসমগ্নিঃ” ইতি শ্রুত্বাৎ প্রাখ্যাখ্যাং ন তদ্বাসয়তে সূর্য্য ইত্যাদিনা, “তমেব ভাস্তমহুভাতি
সর্বস্তত্র ভাসা সর্বমিদং বিভাতি” ইতি শ্রুত্বাৎ মনেন ব্যাখ্যায়তে, যদাদিত্যগতং তেজশ্চৈত-
ন্যাস্বকং জ্যোতিশ্চন্দ্রমসি যচ্চাংগৌ স্থিতং তেজোজগদখিলমবভাসয়তে, তন্তেজোমামকং মদীয়ং
বিদ্ধি । যদাপি স্বাবরজঙ্গমেষু সমং চৈতন্যাস্বকং জ্যোতিস্তথাপি সন্তোৎকর্ষণাদিত্যাদীনা-
মুকর্ষণান্ত্রৈবাবিস্তারং চৈতন্যজ্যোতিরিতি তৈর্কিংশেষাৎ যদাদিত্যগতমিত্যাদি । যথা তুলোহপি
মুখসন্নিধানেন কাষ্ঠকুড়্যানো ন মুখমাবির্ভবতি আদর্শাদো চ তারতম্যোনাবির্ভবতি তদ্বৎ ।
যদাদিত্যগতং তেজ ইত্যুক্তা পুনস্তন্তেজোবিদ্ধি মামকমিতি তেজোগ্রহণং যদাদিত্যাদিগতং
তেজঃ প্রকাশঃ পরপ্রকাশসমর্থং সিতভাসরং রূপং জগদখিলরূপবৎস্ত্র অবভাসয়তে এবং
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাংগৌ জগদবভাসকং তেজস্ত্রমামকং বিজ্ঞীত্বিভূতি কথনায় দ্বিতীয়েহপ্যার্থোদ্রষ্টব্যঃ ।
অস্তথা তন্মামকং বিদ্রীতোক্তাবং ক্রয়াৎ তেজোগ্রহণমন্তরেণৈবতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কথং তর্হি সূর্য্যাদীনামপি ভাসকত্বং লোকে দৃশ্যতে তদপি মদাবেশাদে-
বেতাহ, যদাদিত্যোতি । অত্রাপাদিত্যাদিপদৈঃ করণাধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাস্তদধিষ্ঠেয়নি করণানি
চ তন্ত্রেণৈব গৃহ্যন্তে যদাদিত্যাদিষু বাহকরণাধিষ্ঠাত্র্যু তত্তদধিষ্ঠেয়েষু বাহকরণেষু চ গতং বিত্তমানং
তেজোবিষয়প্রকাশনসামর্থ্যং তন্তেজোমামকং মদীয়ং বিদ্ধি, “যেন সূর্য্যস্তপতি তেজস্কেদঃ যেন
চক্ষুঃষি গশ্চতী” তাদিশ্রুতিভাঃ এবং মনশ্চন্দ্রমসোর্ধ্বাদস্তর প্রপঞ্চপ্রকাশনসামর্থ্যং তদপি
মামকমেব তথা যথাগম্যোঃ সর্বং জগদ্বাসয়তে অব্যাক্ততাদিবিষয়প্রকাশনসামর্থ্যং তদপি
মামকমেবেত্যর্থঃ, অকরযোজনাশ্পষ্টা ১২ ।

বিশ্বনাথ ।—তদেবং জীবসংস্কারবহুয়াং যৎ যৎ প্রাপ্যবস্ত্র তত্র অহমেব সূর্য্যচন্দ্রা-
দ্যাস্বকঃ সন্ন্যাসকরোমীত্যাহ যদিতি ত্রিভিঃ । আদিত্যস্থিতঃ তেজ এবোদয়পর্য্যন্তে প্রাক্তরুদিত্য
জীবন্ত দৃষ্টাদৃষ্টভোগসাধনকর্ম্মপ্রবর্ত্তনার্থং জগদ্বাসয়তে এবং যচ্চন্দ্রমসি অগ্নৌচ তত্তদখিলং
মামকমেব সূর্য্যাদিনংজোহমেব ভবামীত্যর্থঃ । মন্তেজস এব তত্ত্ববিভূতিরিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্বে নির্দেশ করিয়াছেন যে, তদীয় ধাম সূর্য্য চন্দ্র বা অগ্নি দ্বারা আলোকিত হয় না। কারণ তথায় স্বপ্রকাশ পূর্ণ পুরুষ স্বয়ং বিরাজিত। তদনন্তর ইহাও কীর্তিত হইয়াছে যে, শ্রীভগবানের সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইলে জ্ঞানিগণকে আর সংসারে নিরন্তর হইতে হয় না; এবং ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, সম্যক্ জ্ঞানোন্নতি ব্যতীত সেই পদ দর্শনের সম্ভাবনা নাই; বিনুটায় প্রকৃষ্ট দর্শনশক্তির অভাবে কখনই সেই পদ দেখিতে পায় না। এইরূপ তত্ত্বকথা পূর্বে পরিবাক্ত করিয়া এক্ষণে ভগবান্ উপর্য্যুপরি শ্লোক চতুষ্টয়ে সংক্ষেপতঃ বিভূতি বর্ণন ব্যপদেশে সেই পরম পদের মাহাত্ম্য প্রকটিত করিতেছেন। মার্ত্তণ্ডদেব প্রচণ্ড কিরণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর অন্ধকাররূপ আবরণ উন্মোচন করিয়া তৎসমস্তকে স্ব স্ব স্বরূপে প্রদর্শন করেন। নিশানাথ সুমধুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতি বিকীরণ করিয়া জাগতিক পদার্থপুঞ্জকে পরম রমণীয় উজ্জ্বলতায় আবরণ করিয়া প্রকাশ করেন। অতি দীপ্তিশালী তত্বাশন উর্দ্ধগামী শিখা সমূহ বিস্তার করিয়া সন্নিহিত পদার্থ পুঞ্জের অন্ধকার নাশ করিয়া থাকেন। এই পদার্থ ত্রয়ের দীপ্তি ও অন্ধকার নাশ শক্তি আমারই বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ শ্রীভগবানের দীপ্তিতেই তত্তাবত দীপ্তিমান এবং তাঁহারই তেজে তাহারা তেজঃসম্পন্ন। সুতরাং ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, শ্রীভগবানের তেজে যাহারা তেজঃপুঞ্জ, তাঁহাকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সেই দীপ্তিশালী পদার্থ পুঞ্জের সাহায্য অনাবশ্যক।

পুজ্যপাদ শ্রীছন্দ্রাচার্য্য তথা শ্রীমদধুসূদন সরস্বতী প্রভৃতি এই শ্লোকের পূর্ব্বোক্তাংশিত অর্থ ব্যতীত অন্তরূপ অর্থও নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, আদিত্য, চন্দ্রমা ও পান্দকে শ্রীভগবান্ তেজরূপে অদ্বিতিত আছেন, এই জন্তই তত্তাবত পদার্থ দীপ্তিশালী হইয়াছে। বাহ্যর তেজে তাহারা তেজোময়, সেই ভগবানকে প্রকাশ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের তেজ বিস্তারের প্রয়োজন হয় না।

এ স্থলে এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে। শ্রীভগবানের তেজঃশক্তি স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই বিধের অতি ক্ষুদ্র ও অতি মহৎ, অতি সূক্ষ্ম ও অতি বিশাল প্রত্যেক পদার্থেই অনুসূত। তাঁহারই শক্তিতে সকলে অনুপ্রাণিত এবং তাঁহারই চৈতন্যকণিকা সমাবেশে সকলে চৈতন্তময়। তবে-

এ স্থলে কেবলমাত্র সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির উল্লেখ করা হইল কেন ? এতদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, এই অভ্যাজ্জল পদার্থত্রয়ের অবধারণ কোনরূপ দোষাবহ হয় নাই । কারণ সৃষ্ট প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের মধ্যে উল্লিখিত পদার্থত্রয় অতি দীপ্তিশালী এবং অত্যন্ত প্রভাসম্পন্ন । এই জন্য সমস্ত পদার্থের মধ্যে উল্লিখিত পদার্থত্রয়ের নির্বাচন সুসঙ্গত হইয়াছে । অপিচ দর্পণাদি সূক্ষ্ম মন্থণ পদার্থ প্রতিবিশ্ব ধারণে যেরূপ সক্ষম, কাষ্ঠ বা ইষ্টকের সেরূপ ক্ষমতা নাই । যাহা অভ্যাজ্জল, তাহাই ভগবৎ প্রতিবিশ্ব ধারণক্ষম বলিয়া তত্তাবতের বিশেষরূপ নির্দেশ হইলে কোনরূপ দোষ হইতে পারে না ।

এই উপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ সরস্বতী মহোদয় যে প্রতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা “ন তত্র সূর্য্যোভাতি” ইত্যাদি এই অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক ।

এই শ্লোকোপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, আদিত্য শশধর ও হুতাশন স্ব স্ব তেজ ভগবানের রূপাতে প্রাপ্ত হইয়াছেন । তাঁহাদিগের দ্বারা আরাধিত ভগবান্ তাঁহাদিগকে তেজঃশক্তি প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন । সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তত্তাবতের তেজও ভগবদ্বিত্ব ভূতি মাত্র ॥ ১২ ॥

—:❀:—

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।

পুষ্যামি চোষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩॥

অন্বয় ।—অহং চ ওজসা (বলেন) গাং (পৃথিবীং) আবিশ্য (অধিষ্ঠায়) ভূতানি ধারয়ামি, রসাত্মকঃ (রসময়ঃ) সোমঃ (চন্দ্রঃ) চ ভূত্বা সৰ্ব্বাঃ ওষধীঃ (ত্রীহিষবাদ্যাঃ) পুষ্যামি (সংবর্দ্ধয়ামি) ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—আমিই বলের-দ্বারা পৃথিবীতে অধিষ্ঠান করিয়া ভূত-
বর্গকে ধারণ-করিতেছি, রসাত্মক চন্দ্র হইয়া সমস্ত ওষধিকে বর্দ্ধিত-
করিতেছি ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা ।—আমি স্বীয় শক্তির দ্বারা এই বিশ্বে অধিষ্ঠিত হইয়া জীব সমূহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছি, এবং আমিই রসস্বভাব সুধাকর রূপে ত্রীহিবাদি ওষধীগণের পরিপোষণ করিতেছি ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চ গামিতি । গাং পৃথিবীমাবিশ্য ধারয়ামি ভূতানি জগদহ-
মোজসা বলেন যৎসং কামরাগবিবজ্জিতমৈশ্বরং জগদ্বিধারণায় পৃথিব্যাং প্রবিষ্টং যেন ওকী
পৃথিবী নাধঃপততি ন বিশীৰ্য্যতে । তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ,—“যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়েতি
সদাধারপৃথিবীমি” ত্যাদিষ্টাতোগামাবিশ্য ভূতানি চরাচরাণি ধারয়ামীতি যুক্তমুক্তং । কিঞ্চ
পৃথিব্যাং জাতা ওষধীঃ সৰ্ব্বা ত্রীহিবাদ্যাঃ পুষ্যামি পুষ্টিমতীয়াস্বাদমতীশ্চ কৰোমি, সোমো
ত্বা রসায়কঃ সোমঃ সৰ্ব্বরসায়কোরসস্বভাবঃ সৰ্ব্বরসানামাকরঃ সোমঃ স হি সৰ্ব্বা ওষধীঃ
স্বায়রসানুপ্রবেশেন পুষ্যামি ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি ।—ইতচ্চ সৰ্ব্বায়কং প্রকৃতপদশ্চ যুক্তমিত্যাহ কিঞ্চেতি । ঈশ্বরোহি
পৃথিবীদেবতারূপেণ পৃথিবীং প্রবিশ্য ভূতশক্তিতঃ জগদৈশ্বরেণৈব বলেন বিভক্তি ততো গুৰ্ব্বপি
পৃথিবী বিশীৰ্য্য নাধঃপততীত্যত্র প্রমাণমাহ তথাচেতি । পরশ্চৈব হিরণ্যগৰ্ভাশ্বনাবস্থানায়
মন্ত্রয়োঃন্যপরতেতি ভাবঃ, দেবতায়না ত্বাবাপৃথিব্যোরুগ্রত্বমুচ্চরণত্বসামর্থ্যঃ তথাপীশ্বরায়ক-
মেব স্বরূপধারণং তদপেক্ষ্যাহুর্কলতাদিতি দ্রষ্টব্যং । ঈশ্বরস্ত সৰ্ব্বায়কো হেতুস্তরমাহ কিঞ্চেতি ।
রসায়কসোমরূপতাপত্তাবপি কথমোষধীরীশ্বরঃ সৰ্ব্বাঃ পুষ্যাতীত্যশ্বাহ সৰ্ব্বোতি ॥ ১৩ ॥

রামানুজ ।—পৃথিব্যাং ভূতধারণাঃ ধারকত্বশক্তিশ্রীয়েত্যাহ গামিতি । অহং
পৃথিবীমাবিশ্য সৰ্ব্বাণি ভূতাত্মোজসা মমাপ্রতিহৃতসামর্থ্যেন ধারয়ামি । পুষ্যামীতি তথাহ-
মমৃতরসময়ঃ সোমোভূত্বা সৰ্ব্বোষধীঃ পুষ্যামি ॥ ১৩ ॥

ছানুমান্ ।—কিঞ্চাত্ৰং গাং পৃথিবীমাবিশ্য ভূতানি স্বাবরজঙ্গমায়কানি ধারয়ামি
বিভর্ষি অহমাত্মা ওজসা বলেন কিঞ্চায়নঃ পুষ্যামি সরসাঃ কৰোমি রসায়ক রসাদারভূতঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ গামিতি । গাং পৃথিবীমোজসা বলেনাধিষ্ঠায়াহমেব চরাচরাণি ভূতানি
ধারণামি, অহমেব চ রসময়ঃ সোমোভূত্বা ত্রীছাদ্যোষধীঃ সৰ্ব্বাঃ সংবৰ্দ্ধয়ামি ॥ ১৩ ॥

বলদেব ।—গামিতি । পাংশুমুষ্টিভূত্যাং গাং পৃথিবীমোজসা স্বশক্ত্যাহমাবিশ্য দৃঢ়ীকৃত্য
ভূতানি স্থিরচরাণি ধারয়ামি । মন্ত্রবর্ণশ্চৈবমাহ “যেন দ্যৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়েতি” অস্ত্যথাসৌ
সিকতামুষ্টিবিশ্বীর্ঘ্যেত নিমজ্জেধেতি ভাবঃ । তথাহমেব রসায়কঃ সোমোহমৃতময়শ্চো
ভূত সৰ্ব্বা ওষধী নিধিগা ত্রীছাদ্যাঃ পুষ্যামি স্বাহুবিবিধরসপূর্ণাঃ কৰোমি । তথাচ ভূমিলোকে
স্থিতস্ত জীবস্ত বিবিধপ্রসাদবাটিকাতড়াগাদিক্রীড়াস্থানানি নিৰ্ম্ময় নানারসান্ ভূজানস্ত তন্ত-
সাধনমহমেবেতি ॥ ১৩ ॥

মধুসূদন ।—কিঞ্চ গাং পৃথিবীং পৃথিবীদেবতারূপেণাবিশ্য ওজসা নিম্নেন বলেন
পৃথিবীং ধূলিমুষ্টিভূত্যাং দৃঢ়ীকৃত্য ভূতানি পৃথিব্যাধেয়ানি বতুত্বম্ভমেব ধারয়ামি অতথা পৃথিবী

সিকতামুষ্টিবিশ্লীৰ্য্যোতাদোনিমজ্জেবা “বেন দৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়া” ইতি মন্ত্রবর্ণাং “সদাধার-
পৃথিবী” ইতি চ হিরণ্যগৰ্ভভাবাপন্নং ভগবন্তমেবাহ । কিং চ রসাত্মকঃ সৰ্ব্বরসস্বভাবঃ সোমো
ত্বা ওষধীঃ সৰ্বা ব্রীহিবাত্তাঃ পৃথিব্যাং জাতাঃ অহমেব পুষ্পামি পুষ্টিমতীরসবাদমতীশ
করোমি ॥ ১৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নকেবলমাদিত্যাদিগতং প্রকাশনসামর্থ্যং মামকম্, অপি তু পৃথিব্যাদিগতং
জুতধারণাপায়নসামর্থ্যমপি মদীয়মেবেত্যাহ গামিতি । গাং পৃথিবীম্ আবিষ্টা তাং দৃঢ়াং কৃতা
ভুতানি অহমেব ধারয়ামি ওজসা বলেন অত্থা পৃথিবীসিকতামুষ্টিবিশ্লীৰ্য্যোত, তথাচ মন্ত্রবর্ণাং,
“বেন দৌরুগ্রা পৃথিবী চ দৃঢ়তি, সদাধার পৃথিবী” মতি চ. তত্বাহমেব সোমোরসাত্মকঃ,
জলাত্মকঃ “রসোজলং রসোহর্ষ” ইত্যনেকার্থমঞ্চরী, জলময়োভূতা সৰ্বা ওষধীঃ পুষ্পামি চ রসবতীঃ
পুষ্টাশ্চ করোমি সোমোহি স্বাস্থ্যরসাত্মপ্রবেশেন সৰ্বা ওষধীঃ পুষ্পাতীতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ ।—গাং পৃথ্বী ওজসা স্বশক্ত্যা আবিষ্টা অধিষ্ঠায় অহমেব চরাচরানি
ভুতানি ধারয়ামি তত্বাহমেবামৃতরসময়ঃ সোমোভূতা ব্রীহান্যোষধীঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য ।—উপস্থিত শ্লোকে শ্রীভগবান্ ইহাই প্রতিদর্শন করিতেছেন
যে, ভূতসমূহের আবাস স্থানরূপা এই ধরিত্রী শ্রীভগবানেরই শক্তিতে স্ব-
কক্ষে অধিষ্ঠিত এবং স্বকার্য্যসাধনে সক্ষম । শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমি
এই পৃথিবীর * মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া স্বকীয় তেজে ভূতসমূহকে ধারণ করিয়া
রহিয়াছি । প্রত্যুত যে কল্পনাভীত মহাশক্তি প্রভাবে এই মৃত্তিকাময়ী

* পৃথিবী ।—স্বনীথা নামে মৃত্তার এক কণ্ঠা জন্মিয়াছিল, মহারাজ অঙ্গ এই কণ্ঠাকে বিবাহ
করেন । স্বনীথার গর্ভে বেণ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে । মৃত্তাকণ্ঠার উদরে জন্মগ্রহণ
হেতু বেণ মাতামহ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় উদ্ধত হইয়াছিলেন । বেণ রাজ্যে অভিষিক্ত
হইয়া ঘোষণা করিলেন যে, পৃথিবীতে কেহই কখন দান, যজ্ঞ বা হোম করিতে পারিবে না ।
কারণ তিনিই যজ্ঞপতি, তিনি ব্যতীত আর কেহই প্রভু বা যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার অধিকারী
নাই । বেণের এইরূপ ঘোষণা বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ অতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন । তখন তাঁহার
সকলে সমবেত হইয়া মহারাজ বেণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং শাস্ত্র বাক্যে কহিলেন,
‘মহারাজ ! মনোযোগ পূর্ব্বক আমাদের হিতকর বাক্যসমূহ শ্রবণ করুন । ইহা শ্রবণ করিলে
আপনি নিরাপদে ও কুশলে থাকিবেন, এবং আপনার প্রজাবর্গেরও হিতসাধন হইবে । রাজন্ !
আমরা দীর্ঘলব্ধের অমুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞেশ্বর হরির পূজা করিতে বাসনা করিয়াছি । এই যজ্ঞ
অমুষ্ঠিত হইলে আপনার সর্ব্বথা মঙ্গল হইবে এবং আপনিও এই যজ্ঞফলের যষ্ঠাংশভাগী হইবেন ।
আমরা যদি যজ্ঞের ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রীত করিতে পারি, তাহা হইলে তিনি তোমার সমুদায়
অভিলাষ-পূরণ করিবেন । মহারাজ ! যে রাজার রাজ্যে যজ্ঞেশ্বর ভগবান্ হরি সম্পূজিত হন,
হরির রূপার তাঁহার সন্তান বান্ধিত লাভ হইয়া থাকে । ঋষিগণের এবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বেণ
কহিলেন, হে ঋষিগণ ! আমি আপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে আছে যে, আমাকেও তাহার আরাধনা করিতে
হইবে ? তোমরা বাহ্যিক যজ্ঞেশ্বর মনে করিতেছ, সে ব্যক্তি কে ? ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বায়ু,

মেদিনী স্বকীয় উপাদানভূত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণুসমূহ একত্র সংযুক্ত ও সম্মিলিত করিয়া গিরি নদী জনপদ অরণ্যানী প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ সহকৃত স্বকীয় বিশাল কলেবর ধারণ ও পোষণ করিয়া রহিয়াছে। সে শক্তি যে কিরূপ অচিন্তনীয়, তাহা ভাষায় বিবৃত করিতে মনুষ্যের সাধ্য নাই। বিজ্ঞান তাহাকেই প্রাকৃতিক আকর্ষণী শক্তি বলিয়া অবধারণ করিয়াছে; কিন্তু সেই প্রাকৃতিক আকর্ষণী শক্তিই ঐশ্বরিক শক্তি। এইরূপ আকর্ষণীশক্তি দ্বারা সংমিলিত রহিয়াছে বলিয়াই এই বিচিত্রতাপূর্ণ অবনীমণ্ডল অশেষ প্রকার শোভা সমৃদ্ধির নিকেতন হইয়া রহিয়াছে। এই শক্তির অভাব হইলেই বস্তুজগতের উপাদানস্বরূপ অণুপুঞ্জ বিচ্ছিন্ন হইয়া কিরূপ চূর্ণদশা সংঘটন

যম, সূর্য্য, হতাশন, বরুণ, ধাতা, পুষা, ভূমি, নিশাকর প্রভৃতি সকল দেবতা এবং নিগ্রহাঙ্গুগ্রহ সমর্থ অস্ত্রাত্ত দেবগণও রাজার শরীরে অবস্থিতি করেন। কারণ রাজাই সর্বদেবময় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অতএব হে বিপ্রগণ! তোমরা এই সমস্ত অবগত হইয়া আমি যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছি তদনুসারে অনুষ্ঠান কর। তোমরা কদাপি দান হোম বা যজ্ঞ করিতে পারিবে না। স্ত্রীলোকের পক্ষে একমাত্র পতিভক্ত্য বা যেরূপ পরমধর্ম, তোমাদের পক্ষেও সেইরূপ রাজ্যজ্ঞা পালনই পরমধর্ম। রাজার এতদ্ব্যুৎপাদিত বাক্য শ্রবণে ঋষিগণ কহিলেন, মহারাজ! আমরা দিগকে যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে অহুমতি প্রদান করুন। ধর্মলোপ করিবেন না। অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে দেবরাজ বর্ষণ করেন, তাহাতেই শস্তোৎপত্তি হয়, এবং সেই শস্ত আহার করিয়া প্রাণি-গণ শরীর ধারণ করে। অতএব এই চরাচর বিশ্ব যজ্ঞীয় যুগেরই পরিণাম স্বরূপ বলিয়া জানিবেন। মহর্ষিগণ মহারাজ বেণের নিকট এইরূপ নিবেদন করিয়া অহুজ্ঞা প্রাপ্তির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেও রাজা কোন রূপেই যজ্ঞানুষ্ঠানে অহুমতি দিলেন না। তখন মুনিগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পরামর্শ করিলেন যে, এই পাপিষ্ঠকে এখনই বিনাশ কর। যে চূর্ণভূত অনাদি অনন্তপুরুষ ভগবান বিষ্ণুর নিন্দা করে, সে কখনও রাজা হইবার যোগ্য নহে। বেণ ভগবদ্ভক্তি দ্বারা স্নেহ হতপ্রায় হইলেও মুনিগণ মন্ত্রপূত কুশাঘাত দ্বারা তাঁহাকে নিহত করিলেন। অনন্তর ঋষিগণ দেখিলেন যে, ধূলিরাশিতে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইতেছে। তখন তাঁহারা সমীপস্থিত লোকদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা কহিল, রাজ্য অরাজক হওয়ার চতুর্দিকেই চৌর্য্য ও দস্যুত্বের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তাহারা পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং তাহাদিগের দ্রুতগমনবেগে হেতু ধূলিরাশি উত্থিত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া মুনিগণ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন, এবং রাজ্যপালনার্থ রাজপুত্র উৎপাদনের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনন্তর সকলে সেই জনপত্য মৃত ভূপতি বেণের উরুদেশে মন্ডন করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্ডন করিতে করিতে উরুদেশ হইতে এক পুরুষ উৎপন্ন হইল। সেই পুরুষের আকার দধু স্তম্ভ সূক্ষ্ম, মুণ্ড ক্ষুণ্ণ, নেত্র দীপ্তিশর ধর্ম। এই উৎপন্ন পুরুষ ঋষিগণের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, স্যামাকে কি করিতে আজ্ঞা করেন। ঋষিগণ কহিলেন, “নিষীদ” অর্থাৎ উপবেশন কর। ইহাতেই সে নিষাদ নাম প্রাপ্ত হইল। বিদ্যাচল নিবাসী পাণ্ডারনিবৃত্ত নিষাদগণ ঠগা ভট্টেই উৎপন্ন হইয়াছে, এবং ইহারই নামানুসারে তাহারা নিষাদ নামে খ্যাত হইয়াছে। এইরূপে বেণের শরীরত সমুদায় গাণ নিষাদরূপে নিজা হইলে মুনিগণ পুনর্বার তাঁহার দক্ষিণ বাহ মন্ডন করিতে প্রবৃত্ত

করিত, তাহা কল্পনা করিতেও সাধ্য নাই । ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর স্বকীয় বিচিত্র শক্তিসহকারে এই মেদিনীর মধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, এবং স্বকীয় অচিন্তনীয় ক্ষমতাবলে ভুতনমূহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । তাঁহারই শক্তিতে স্থাবর জঙ্গম সকল পদার্থই নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনে সক্ষম এবং যথাবৎ স্থানে বিরাজিত থাকিয়া সৃষ্টি প্রবাহ সংরক্ষণে বিনিযুক্ত । মানব চরণ ঘরের উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দে গমনাগমনে সক্ষম ; পশুগণ পদচতুষ্টয়ের সহায়তায় ধারণ কুর্দন ও বিচরণে সমর্থ ; সরীসৃপগণ স্ব শ্ব বক্ষের উপর নির্ভর করিয়া ইচ্ছামত পথে ভ্রমণশীল এবং বিহঙ্গমগণ পক্ষপুট সঞ্চালনে বায়ুমণ্ডলে উড়ীয়মান । এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য, ভিন্ন ভিন্ন

হইলেন । এই প্রকারে মথিত হইলে সেই দক্ষিণ বাহু হইতে প্রতাপশালী পৃথুর উৎপত্তি হইল । প্রজলিত অগ্নির দ্বারা দীপ্ত সেই পৃথু জন্মগ্রহণ করিলে আকাশ হইতে পিনাক নামক আস্ত্র ধনুঃ, দিব্য শর ও দিব্য কবচ পত্তিত হইল । জগৎবাসী জীব মণ্ডলী আনন্দিত হইল এবং তাহাতে বেণেরও স্বর্গ লাভ হইল । সেই সংপূর্ণ পৃথু জন্মগ্রহণ করায় বেণ নরপতি পুমান নরক হইতে উদ্ধার পাইলেন । অনন্তর পৃথুর রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত সমুদ্রগণ ও নদীগণ বিবিধ রত্ন ও তীর্থ সলিল লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন । পিতামহ ব্রহ্মা, দেবগণ, অন্ধরা প্রভৃতি মহর্ষিগণ এবং স্থাবর জঙ্গম প্রাণিগণ সেই স্থানে সমবেত হইয়া পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । পিতামহ পৃথুর হস্তে চক্রাকৃতি রেখা দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিষ্ণুর অংশ সন্তুত জানিতে পারিয়া অতিশয় কষ্ট হইলেন । কারণ বাহার রাজ চক্রবর্তী, তাঁহার বিষ্ণুর অংশ, এই জন্ম তাঁহাদের হস্তে চক্রচিহ্ন থাকে । বেণ তনয় পৃথু মহাসাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হওয়াতে তাঁহার অতুল প্রতাপ দেবলোকেও অপ্রতিহত হইল । সেই মহাতেজস্বী পৃথু ধার্মিকগণ কর্তৃক যথাবিধি অভিষিক্ত হইলে যে সকল প্রজা তাঁহার পিতার অধিকারকালে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারাই নবীন ভূপতিতে অতিশয় অমুরক্ত হইয়া উঠিল । প্রজারঞ্জন দ্বারাই তিনি রাজা নাম প্রাপ্ত হইলেন । তিনি সমুদ্রে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে সাগরের জল তাঁহার প্রভাবে স্তম্ভিত হইত, পর্ষতগণ তাঁহার গমন পথ প্রদান করিত ; অরণ্যে প্রবেশ করিলেও তাঁহার রথধ্বজ ভয় হইত না । পৃথিবী প্রভূত ফলপ্রসবিনী হইল, চিত্তা মাত্রেই ভক্ষ্য ভোজ্য উপস্থিত হইতে লাগিল, গাভীগণ কামহুয়া হইল, প্রতি পুটকে মধু পাওয়া যাইতে লাগিল । এই পৃথু জন্মিবা মাত্র শুভগৈতামহ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, ঐ যজ্ঞে যে স্থানে সোমলতার রস নিম্পীড়িত হইয়াছিল, তথায় স্তম্ভজাতির উৎপত্তি হইল, এবং ঐ সময়েই মাগধ জন্মগ্রহণ করিল । এই স্তম্ভ ও মাগধ ঋষিগণের আদেশে পৃথুর স্তব গানে নিযুক্ত হইল । সেই সকল স্তুতি শুনিয়া মহারাজ পৃথু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহাদের বর্ণনামুসারে ভবিষ্যতে কার্য্য করিতে সংকল্প করিলেন । এইরূপে তিনি ধর্ম্মামুসারে পৃথিবী পালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এক সময়ে প্রজাগণ স্তুতাজ্ঞ হইয়া মহারাজ পৃথুর নিকট উপস্থিত হইল এবং নিবেদন করিল যে, যে সময় বেণ দেহ ত্যাগ করেন, তৎকালে রাজ্য অস্বাভাব হওয়াতে, খালি যব গোধূমাদি দ্রব্যগণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছিল । পৃথিবীও সমুদ্রও ওর্ধ্বি গ্রাস করিয়াছেন । অতএব এক্ষণে প্রজাগণ অস্বাভাবে বিনা হইতেছে । এক্ষণে মহারাজই আমাদের বৃত্তিদাতা ও রক্ষক । আমরা সুখায় কাতর হইয়াছি

রূপ অবস্থান এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপ ক্ষমতা কেবল সেই সৰ্ব্ব ক্ষমতার আধার স্বরূপ শ্রীভগবানের ক্ষমতার ষটিয়াছে। এই জগৎগুলে তিনি অচিন্তনীয় ক্ষমতা ও শক্তি বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন, কিন্তু সেই শক্তির সহিত তাঁহার রাগ বা ঘেষের কোন কারণ নাই। তাঁহার শক্তি সৰ্বত্র সমভাবে প্রচারিত। বস্তু বিশেষে তাঁহার বিশেষ অনুরাগের পরিচয় নাই, অথবা বস্তু বিশেষে তাঁহার ঘেষের কোন পরিচয় নাই। সৰ্বত্র সেই সমদংশী পরম কারুণিক পরমেশ্বরের শক্তিশালী হস্ত সমভাবে বিরাজিত। শ্রীভগবান্ রসাতলক সোম রূপে পরিণত হইয়া রুক্মলতাদির পোষণ করিয়া থাকেন। চন্দ্রের নামান্তর সোম। চন্দ্র হইতে নিঃসৃত রসবিশেষ দ্বারা রুক্মলতাদি সজীব ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীভগবান্ এ স্থলে আপনাকে চন্দ্রমণ্ডল নিঃসৃত সেই সোম-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তদ্রূপে আপনাকে উদ্ভিজ্জ সমূহের পোষণ-কর্তা বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ভূপৃষ্ঠস্থিত রুক্মলতাদির ক্রিয়া ও ভাব নিরতিশয় বিস্ময়াবহ। কোন রুক্মের ফল অতি সুস্বাদু ও তৃপ্তিকর, কিন্তু তাহারই পত্র পল্লবাদি অতি কটু ও বিষাদ। কোন রুক্মের ফল লবণাস্বাদ, কাহারও বা তিক্ত কাহারও বা উগ্র, কাহারও বা কষায়। সম কেন্দ্রস্থ সম ষড্বে কর্ণিত ভিন্ন ভিন্ন রুক্মলতাদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার স্বাদ, গুণ, ও ধর্মযুক্ত

আপনি আমাদের রক্ষার উপায়াবধারণ করুন। প্রজাগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি পৃথু ক্রোধ সহকারে দিব্য পিনাক নামক ধনু ও শরাসন গ্রহণ পূর্বক পৃথিবীর বিনাশার্থ ধাবিত হইলেন। বহুক্ষণা ভীত হইয়া গোত্রপ ধারণ পূর্বক পলায়ন করিতে লাগলেন, পৃথুও তাঁহার পশ্চাৎ ধামধান হইলেন। তখন বহুধা অনন্তোপায় হইয়া পৃথুর শর হটতে পরিত্রাণ লাভের নিমিত্ত অমুনর সহকারে তাঁহাকে বলিলেন, হে নরেন্দ্র! আপনি আমাকে বধ করিতে উদ্ভত হইয়াছেন, কিন্তু স্ত্রী বধে যে মহাপাপ হয়, তাহা কি আপনি জানেন না? পৃথু কহিলেন, এক অপরাধীকে বিনাশ করিলে যেখানে বহু লোকের মঙ্গল সাধিত হয়, সে স্থলে সে অপরাধীর বধে পাপ হয় না, বরং পুণ্য সঞ্চয়ই হইয়া থাকে। পৃথিবী কহিলেন, হে নৃপতে! যদি প্রজা-বর্গের উপকারের নিমিত্তই আমাকে বধ করেন, তাহা হইলে অতঃপর কে আপনার প্রজাবর্গকে ধারণ করিবে? পৃথু কহিলেন, আমি তোমাকে বিনাশ করিয়া স্বীয় যোগ বলে আমার প্রজা-বর্গকে ধারণ করিব। পৃথুর বাক্য শ্রবণে বহুধা অতিশয় ভীত হইয়া কম্পাদিত কলেবরে তাঁহাকে প্রণাম পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! সাধু উপায় অবলম্বন পূর্বক যে কার্যের অস্বত্তান করা যায়, তাহাই সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব আমি আপনাকে এক প্রকৃষ্ট উপায় নির্দেশ করিয়া দিতেছি, ইচ্ছা হইলে তাহা গ্রহণ করিতে পারেন। নরনাথ! পূর্বের সন্তুদায় ওষধি আমি জ্ঞান করিয়াছি, কিন্তু আপনি ইচ্ছা করিলে দ্ব্যধিক্রমে সে সমস্ত প্রদান করিতে পারি। হে ধার্মিকোত্তম! আপনি কাহাকেও আমার বৎস করনা করিয়া দিলে সেই বৎসে

কল উৎপাদন করিয়া থাকে । রক্ষণতাদির অবয়ব গত পার্থক্যও অত্যাশ্চর্য্য । অতি বিশাল রক্ষের অতি ক্ষুদ্রকায় ফল, আবার হয়তো অতি সামান্য লতিকার ফল অতি রহৎ । কোন ফল দেখিতে অতি সুন্দর, কোন ফল অতি কুৎসিত । কোন রক্ষের অবয়ব অতি কঠিন, কাহারও বা শরীর সুকোমল । কোন উদ্ভিদের গন্ধ প্রাণ বিমোহন, কাহারও বা স্ফাকারজনক । এই বিশ্বয়াবহ বিচিত্রতার আলোচনা করিলে হৃদয়ে অনির্কটনীয় ভাবের উদ্ভব হয় । এই কল্পনাভীত অদ্ভুত বিভিন্নতা যিনি সংবিধান করিয়াছেন, তাঁহার ক্ষমতা যে কি অনীম, তাহা ধারণা করিতে মনুষ্যের সাধ্য নাই । সেই বিধেয়র সোমরূপে * অনুপ্রবিষ্ট হইয়া ধরণী বক্ষে বিরাজিত অসংখ্য প্রকার ওষধি ও বনস্পতির রক্ষণ ও পোষণ করিতেছেন ।

বৎসলা হইয়া আমি ক্ষীররূপে সমুদায় ওষধিই ক্ষরণ করিব । হে বীর ! আমার বন্ধুর উপরিভাগ সমতল করুন ; তাহা হইলে আমি সেই সমভূমিতে সমান ভাবে উত্তম উত্তম ওষধি ও বীজ সমূহ প্রদান করিব । পৃথিবীর এবাদ্ধ সারবর্ড উপদেশ শ্রবণ করিয়া নরপতি পৃথু ধনু কোটি দ্বারা পর্কত সমূহকে উৎসারিত করিলেন । শৈল শ্রেণী ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল, এবং তাহাতে পৃথিবী সমতল হইল । পূর্বে পৃথিবী অতিশয় উন্নতাবনত ছিল । এজন্ত গ্রাম নগরাদির বিশেষ বিভাগ ছিল না, রীতিমত শস্ত উৎপন্ন হইত না, কৃষিকার্য্য করিবার সুবিধা ছিল না, রীতিমত গোরক্ষা হইত না, পথের অভাবে বাণিজ্য হইত না । কিন্তু যদবধি পৃথু সিংহাসনে আরোহণ করেন, তদবধি এই সকল বিষয়ের সুব্যবস্থা হইয়াছে, এবং এই সকলের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে । পৃথুর প্রযত্নে সমুদায় যে যে স্থান সমতল হইতে লাগিল, মহারাজ পৃথু সেই সেই স্থলেই প্রজাবসতি স্থাপন করিতে লাগিলেন । সে সময়ে প্রজাগণ কেবল ফল মূল ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করিত, কিন্তু তাহাও অতিকটে সংগৃহীত হইত । কারণ পূর্বে সে সময়েই বিনষ্ট হইয়াছিল । অনন্তর পৃথিবীনাথ পৃথু স্বায়ত্ত্ব মনুকে বৎস করনা করিয়া বহুতেই পৃথিবী দোহনে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি প্রজাপুঞ্জের হিতকামনায় নানাবিধ শস্ত দোহন করিলেন । তাঁহারই দোহনসম্বৃত শস্ত দ্বারা অত্মাপি সকলে জীবন ধারণ করিতেছে । পৃথু এই বহুদ্বার প্রাণদানহেতু পিতাম্বরূপ হইয়াছিলেন, এই জন্তই ধরণী পৃথিবী নাম প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর দেবগণ, মুনিগণ, দৈত্যগণ, রাক্ষসগণ, পর্কতগণ, গন্ধর্ভগণ, উরগগণ, যক্ষগণ, পিতৃগণ ও তনুগণ স্ব স্ব অভিলষিত পাত্র গ্রহণ পূর্বক অভিলষিত বস্তু দোহন করিলেন । ইহারা সকলেই স্ব স্ব জাতীয় এক এক ব্যক্তিকে বৎস ও দোহী করনা করিয়াছিলেন । এই পৃথিবী সমুদয় লোকের মাতা কন্তী ও আধার স্বরূপা, ইনিই সকলের পালনকারিণী । (বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ১০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)

* সোম ।—প্রাচীন আর্য্যেরা সোমলতা নাম্নী ওষধি বিশেষ হইতে এক অমৃতকর অত্যাশ্চর্য্য পানীয় প্রস্তুত করিতেন এবং তাহা দেবতাদিগকে নিবেদন করিতেন । এই সোমরসকে স্বাস্থ্য-প্রদ, কল্যাণপ্রদ, সৌভাগ্যপ্রদ বলিয়া প্রাচীন আর্য্যগণ বিশ্বাস করিতেন । বেদের নানাহানে এই সোমরসের উল্লেখ অতি বিস্তৃত আছে । সোমলতা প্রভরে নিম্পীড়ন করিয়া হস্তদ্বারা

মূলে পৃথিবী অর্থে “গো” শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । পৃথিবীর আরও কয়েকটি নাম যথা ; “ভূ ভূমিরচলানস্তা রসা বিশ্বস্তরা স্থিরা । ধরা ধরিত্রী ধরণী ক্ষৌণিঃ জ্যা কাশ্যপী ক্ষিতিঃ । সর্গংসহা বসুমতী বসুধোক্ষী বসু-
ক্ষরা । গোত্রা কুঃ পৃথ্বীক্ষাটৈব অবনি মেদিনী মহী ।” (অমর কোষ)

এই শ্লোক দ্বারা ইহাই উপলব্ধ হইতেছে যে, জ্ঞানবগণ বসুক্ষরার বশে স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে বিবিধ হর্ষ্য উদ্যান কাননাদি নির্মাণ করিয়া যে সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিতেছে, শ্রীভগবানই তাহার বিধায়ক তিনিই শক্তিরূপে তত্তাবতকে ধারণ করিয়া না থাকিলে এবং বৃক্ষলতাদির মনোহর শোভা, বিচিত্র বর্ণ সংযুক্ত কুসুম ও ভিন্ন ভিন্ন সাদবিশিষ্ট ফলপ্রসব ক্ষমতা না দিলে মনুষ্যেরা তজ্জনিত আনন্দভোগে বঞ্চিত হইত ।

মূলে “ওষধি” শব্দের প্রয়োগ আছে । ওষধি বলিলে ফলপাকান্ত বৃক্ষ সমূহকে বুঝায় । অর্থাৎ ফল পরিপক্ব হইলে যে সকল বৃক্ষ গুল্মাদি শুক হইয়া যায়, তাহাদিগকেই ওষধি বলে । এ সম্বন্ধে এইরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয় । “ওষধ্যঃ ফলপাকান্তা বহুপুষ্প ফলোপগাঃ ।” জ্যোতির্লতা অর্থাৎ যে সকল লতা রাত্রিকালে জ্বলিয়া থাকে, অথবা রাত্রিকালে বাহা হঠতে দীপ্তি নিঃসৃত হয়, তাহাদের নামও ওষধি । কবীন্দ্র কালীদাস কুমার-সম্ভব কাব্যে লিখিয়াছেন, “জলন্তি যত্রৌষধ্যো রজস্তাং অটৈতলপূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ ।”

কিন্তু এ স্থলে ওষধি শব্দ দ্বারা সর্বপ্রকার বৃক্ষলতাদি লক্ষিত হইয়াছে । পুজ্যপাদ ভাষ্য ও টীকারূপে এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

চট্টাইলে সোমরস নিঃসৃত হইত, এবং সেই রস ছাঁকিতে ছাঁকিয়া ছদ্মাদি সহকারে পান করা হইত । সোম চক্ষুরও নামান্তর । চক্ষুসমুৎপন্ন হইতে যে হিমকণা সম্পৃক্ত অশীতল রসি নিঃসৃত হয়, তাহাও সোম নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; সেই সোমই ওষধি বৃক্ষাদির জীবন স্বরূপ । বেদেও দৃষ্ট হয় “বনস্পতিং পবমানমধ্বা সমুদ্ভি ধারয়া । সহস্র বংশং হরিতং ত্রাজ-
মানং হিরণ্যং ।” (ঋগ্বেদ ৬ষ্ঠ অষ্টক ৯ মণ্ডল ৫ সূক্ত ১০ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা ; হে পবমান সোম ! তুমি স্বীয় মধু দ্বারা দ্বারা হরিতবর্ণ, হিরণ্যবর্ণ, দীপ্তমান শাখাবিশিষ্ট বনস্পতিক্কে সংস্কৃত অর্থাৎ পোষণ কর ।

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাপ্রিতঃ ।

প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধং ॥ ১৪ ॥

অর্থঃ ।—অহং বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নিঃ) ভূত্বা প্রাণিনাং দেহং
আপ্রিত্য (অধিষ্ঠায়) প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ (প্রাণাপানবায়ুভ্যাং সংযু-
ক্তিতঃ) [সন্] চতুর্বিধং (ভক্ষ্যভোজ্যচোষ্যালেহ্যাত্মকং) অন্নং পচামি
(পাক্তিং নয়ামি) ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ ।—আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণিগণের দেহকে আশ্রয়-
করিয়া প্রাণ-অপান-বায়ুর-সহিত-সংযুক্ত [হইয়া] চতুর্বিধ অন্নকে
পাক-করি ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা ।—আমিই জঠরাগ্নিরূপে জীবের দেহমধ্যস্থ হইয়া প্রাণ
এবং অপান বায়ুর সহযোগে ভক্ষ্য ভোজ্য চোষ্য লেহরূপ অন্নকে
পাক করিয়া থাকি ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চ অহমিতি । অহমেব বৈশ্বানর উদরস্থোহভাস্তভূত্বা "রময়ি-
বৈশ্বানরো যোহরমন্তঃ পুরুষে যেনেদমন্নং পচাতে" ইত্যাদিশ্রুতে বৈশ্বানরঃ সন্ প্রাণিনাং প্রাণবতাং
দেহমাপ্রিতঃ প্রবিষ্টঃ প্রাণাপানসমায়ুক্তঃ প্রাণাপানভ্যাং সমায়ুক্তঃ সংযুক্তং পচামি পাক্তিং
করোমি । অত্র চতুর্বিধং চতুঃপ্রকারং অন্নমশনং ভোজ্যঞ্চ ভক্ষ্যঞ্চোষ্যং লেহঞ্চ ভোক্তা
বৈশ্বানরোহিদির্ভোজ্যমন্নং সোমস্তদেতদুভয়মগ্নীসোমৌ সর্কমিতি পশ্যতোহন্নদোষলেপোন
ভবতি ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি ।—ভগবতঃ সর্কাত্মনো হেতুস্তরমাহ কিঞ্চেতি । অহমেবেতাং শব্দেন
পরো লক্ষ্যতে ভূত্বা পচামীতি সৎকঃ । পরন্তুৈব জঠরাগ্নিনা স্থিতৌ শ্রুতিং প্রমাণমিতি অস্মিতি ।
বাহুং ভোমময়িং ব্যবহরতি যোহরমিতি । দেহান্তরারম্ভকতৃতীয়ং ভূতং ব্যবহরতি যেনেতি ।
জঠরাগ্নিনা পরঃ স্থিতশ্চৈতত্ত্বং দেহাপ্রিতত্বং সিদ্ধমিতি ন পৃথগ্ভব্যমিত্যাশঙ্ক্য পুরুষবিধং
পুরুষেহস্তঃপ্রতিষ্ঠিতং বেদেতি শ্রুতিমাপ্রিত্যাহ প্রবিষ্টইতি । পরন্তু জঠরাগ্নিনোহন্নপাকে সহকারি-
কারণমাহ প্রোণেতি । সংযুক্তত্বং সংযুক্তিত্বম্ । অন্নস্ত চাতুর্বিধং একটয়তি ভোজ্যমিতি ।
ভোক্তরি বৈশ্বানরমিতি দৃষ্টির্ভোজ্যে সোমদৃষ্টিরেবং ভোক্তৃভোজ্যরূপং সর্কং জগদগ্নিসোমায়ান্না
ভুক্তিকালে ধ্যায়তো ভোক্তুরন্নকৃতো দোষো নেতি প্রাসঙ্গিকং সফলং ধ্যানং দর্শয়তি
ভোক্তেতি ॥ ১৪ ॥

রামানুজ ।—অহমিতি অহং বৈশ্বানরো জঠরাগ্নিভূত্বা সর্কেষাং প্রাণিনাং দেহমাপ্রিত্য
তৈতুঃ ভক্ষ্যভোজ্যালেহপেয়াত্মকং চতুর্বিধং অন্নং প্রাণাপানব্যক্তিভেদসমায়ুক্তঃ পচামি ॥ ১৪ ॥

কনুমান্ ।—কিঞ্চ বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণশাপানশ্চ প্রাণাপানৌ তাভ্যাং সমাযুক্তঃ সদ্ধুক্তিত
চতুর্ক্সিধমশিতং স্বাদিতং পীতং লীঢ়ং ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর ।—কিঞ্চ অহমিতি । বৈশ্বানরোজাঠরাগ্নিভূত্বা প্রাণিনাং দেহস্তাস্তঃ প্রবিশ্য
প্রাণাপানাত্মাঞ্চ তদ্বদীপকাভ্যাং সহিতঃ প্রাণিভির্ভূক্তং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং চেতি
চতুর্ক্সিধময়ং পচামি । তত্র যদন্তৈরবথ গ্যাবথগ্য ভক্ষ্যতে অপূপাদি তদ্বক্ষ্যং, যন্তু কেবলং
জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীৰ্য্যতে পায়সাদি তদ্বোজ্যং, যজ্জিহ্বয়াঃ নিক্শিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশো
নিগীৰ্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি তল্লেহ্যং, যন্তু দণ্ডৈর্নিপীড্য রসাংশং নিগীৰ্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে
ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যমিতি চতুর্ক্সিধস্ত ভেদঃ ॥ ১৪ ॥

বলদেব ।—ভোগ্যানামরাদীনং পাকহেতুশ্চাহমেবেত্যাহ অহমিতি । বৈশ্বানরো
জঠরাগ্নিস্তজ্জীরকো ভূত্বা প্রাণিনাং সর্কেষাং দেহমুদরমশ্রিতঃ প্রাণাপানাত্মাঃ তদ্বদীপকাভ্যাং
সমাযুক্তশ্চ সন্নহং তৈর্ভূক্তং চতুর্ক্সিধময়ং পচামি পাকং নয়ামি । ঋতিশৈশবমাহ “অয়মগ্নির্বৈশ্বা-
নরো যোহয়মস্তঃ পূর্বে যেনেনং অন্নং পচ্যত” ইত্যাদিনা । তথা চাহমেব জাঠরাগ্নিশরীরন্তত্ত্বপ-
কারীত্যেবমাহ স্তত্রকারঃ “শব্দাদিভ্যোহস্তঃ প্রতিষ্ঠান”চেত্যাদিনা । অন্নস্ত চাতুর্ক্সিধাং চ ভক্ষ্যং
ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যঞ্চৈতি ভেদাৎ । দন্তচ্ছেদ্যং চণকপূপাদি ভক্ষ্যং চৰ্ব্বমিতি চোচ্যতে ।
মোদকৌদনসুপ্পাদি ভোজ্যম্ । পায়সগুড়মধ্বাদি লেহ্যম্ । পকান্নেক্ষুদণ্ডাদি চোষ্যম্ । সোম-
বৈশ্বানরয়োঃ যদেভদেনোক্তিঃ স্বব্যাপ্যত্বাদিতি বোধ্যম্ ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন ।—কিঞ্চ অহমীশ্বর এব বৈশ্বানরোজাঠরোহগ্নিভূত্বা “অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো
যোহয়মস্তঃপূর্বে যেনেনময়ং পচ্যতে” ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতঃ সন্ প্রাণিনাং সর্কেষাং
দেহমশ্রিতঃ অন্তঃপ্রবিষ্টঃ প্রাণাপানাত্মাঃ তদ্বদীপকাভ্যাং সংযুক্তঃ সংযুক্তিতঃ সন্ পচামি
শ্রুতিং নয়ামি । প্রাণিভির্ভূক্তং অন্নং চতুর্ক্সিধং ভক্ষ্যং ভোজ্যং লেহ্যং চোষ্যং চেতি । তত্র
দন্তৈরবথ গ্যাবথগ্য ভক্ষ্যতে অপূপাদি তদ্বক্ষ্যং চৰ্ব্ব্যমিতি চোচ্যতে, যন্তু কেবলং জিহ্বয়া-
বিলোড্য নিগীৰ্য্যতে সুপৌদনাদি তদ্বোজ্যং যন্তু জিহ্বয়াঃ নিক্শিপ্য রসাস্বাদেন নিগীৰ্য্যতে কিঞ্চ
দ্রবীভূতগুড়রসালশিখরিণ্যাди তল্লেহ্যং, যন্তু দণ্ডৈর্নিপীড্য রসাংশং নিগীৰ্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে
ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যম্, ইতি ভেদঃ । ভোক্তা যঃ সোহগ্নির্বৈশ্বানরো যদেভ্যামন্নং স সোমস্তদে-
ভ্যভিন্নমগ্নীসোমৌ সর্কমিতি ধায়তোহন্নদোষলেপো ন ভবতীত্যপি ব্রূহব্যং ॥ ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অহং বৈশ্বানরসংস্র উদরন্তোহগ্নিভূত্বা প্রাণিনাং সর্কেষাং দেহম্ অশ্রিতঃ
ন্ প্রাণাপানাত্মাঃ বায়ুভ্যাং সমাযুক্তঃ সন্সদীপিতশ্চতুর্ক্সিধময়মদনীয়ং ভক্ষ্যং দন্তব্যাপারপেক্ষম-
পাদি ভোজ্যং তদনপেক্ষং পায়সাদি লেহ্যং গুড়শর্করাদি চোষ্যং নিশ্চেষ্টাত্যজ্যমানম্ ঐক্ষুদণ্ডাদি
ভেন সর্কর সর্কা শক্তির্গাভূতং সা মদীয়েবেতি ভাবঃ, তদেবং ভোক্তা বৈশ্বানরোহগ্নিভোজ্যমন্ন-
দায়ন্তদেবভিন্নমগ্নীসোমৌ সর্কমিতি পশ্চতোহন্নদোষলেপো ন ভবতীত্যপি ব্রূহব্যম্ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ ।—বৈশ্বানরো জঠরানলঃ প্রাণাপানাত্মাঃ তদ্বদীপকাভ্যাং সহিতঃ চতুর্ক্সিধং

শঙ্করাচার্য্য ।—কিঞ্চ সৰ্কেতি । সৰ্কেতু প্রাণিজাততাহমাত্মা সন্ হৃদি বুদ্ধৌ সন্নিবিষ্টৌ-
হেতোমতঃ আত্মনঃ সৰ্কে প্রাণিনাং স্মৃতিজ্ঞানঞ্চ তদপোহনঞ্চ যেথাং পুণ্যকৰ্ম্মিণাঞ্চ পুণ্যকৰ্ম্মা-
য়োধেন জ্ঞানস্মৃতী ভবত স্বথা । পাপকৰ্ম্মিণাং পাপকৰ্ম্মাভ্যুপেক্ষা স্মৃতিজ্ঞানয়োঃ পোহনঞ্চ অপায়নমপ-
গমনঞ্চ বেদৈশ্চ সৰ্কেইরহমেব চ পরমাত্মা বেদোবেদিতব্যঃ বেদান্তকৃতং বেদান্তার্থসম্প্রদায়কুদিত্যর্থঃ
বেদবিবেদার্থবিবেদেব চাহং ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি ।—ইতশ্চ সৰ্কাঅতেন সৰ্কেব্যবহারাস্পদত্বমীশ্বরস্তেত্যাহ কিঞ্চেতি ।
প্রাণিজাতং ব্রহ্মাদিপুস্তিকাস্তমাত্মতয়া বুদ্ধৌ সন্নিবিষ্টং তদগুণদোষণামশেষেণ দ্রষ্টৃত্বমতো
বুদ্ধিমধ্যস্থগুণদোষদ্রষ্টৃত্বাদিত্যি যাবৎ । মন্তঃ সৰ্কেকৰ্ম্মাধ্যক্ষাজ্জগদ্ব্যবস্থাদ্বারাদিত্যর্থঃ । প্রাণিনাং
স্মৃতিজ্ঞানয়োঃ স্তদপায়শ্চ ভগবদদীনেষে ভগবতো বৈষম্যং স্মৃতিজ্ঞানয়োঃ স্মৃতিজ্ঞানয়োঃ
জ্ঞানান্তরাদাবহুভূতশ্চ পরামৰ্শঃ দেশকালস্বভাববিপ্রকৃষ্টতাপি জ্ঞানমহুভবঃ, ধৰ্ম্মাদধৰ্ম্মাভ্যাং বিচিত্রং
কাৰ্য্যঃ কুৰ্ব্বতো নেত্বশ্চ বৈষম্যমিতি ভাবঃ । বেদবেদ্যং পরং ব্রহ্ম ভগবতোহুদিত্যি শঙ্কাং বারম্ভতি
বেদৈরিত্যি । বেদাত্মনাং পৌরুষেয়ত্বং পরিহরতি বেদৈতি । তদর্থসম্প্রদায়প্রবর্তকত্বার্থং তদর্থ-
যাথাতথ্যজ্ঞানবস্বমাহ বেদার্থেতি ॥ ১৫ ॥

রায়াভুক্ত ।—অত্র পরমপুরুষবিভূতিভূতৌ সোমবৈশ্বানরৌ অহং সোমো ভূত্বা বৈশ্বা-
নরৌ ভূত্বৈতি তৎসামান্যধিকরণেণ নির্দিষ্টৌ তয়োশ্চ সৰ্কেতু ভূতজাতশ্চ চ পরমপুরুষসামান্য-
ধিকরণ্যানির্দেশে হেতুমাহ সৰ্কেতেতি । তয়োঃ সোমবৈশ্বানরয়োঃ সৰ্কেতু ভূতজাতশ্চ চ
সকলপ্রবৃত্তিগুণজনোদয়দেশে হৃদি সৰ্কে মৎসংকলেন নিযচ্ছন্ অহমাত্মতয়া সন্নিবিষ্টঃ । তথাহি:
ঋতয়ঃ “অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শান্তা জনানাং সৰ্কায়া যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মনো-
হস্তরৌ যময়তি । পদ্মকোশ প্রতীকশং হৃদয়ং চাপ্যধোমুখং । অথবা দ্বিদমগ্নিন্ ব্রহ্মপুত্রে দহয়ং
পুণ্ডরীকং বেষ্ম ।” স্মৃতয়শ্চ “শান্তা বিষ্ণুরশেষশ্চ জগতো যো জগন্ময়ঃ । প্রশাসিতারং সৰ্কেবা-
মণীয়াংসমণীয়াসং ॥ যমো বৈবস্বতো রাজা যন্তবৈষ হৃদি স্থিতঃ ।” ইত্যাদ্যাঃ । অতো
মন্তঃ সৰ্কেথাং স্মৃতিজ্ঞায়তে স্মৃতিঃ পূৰ্ব্বাহুভূতবিষয়াভূতব সংস্কারমাত্রঞ্চ জ্ঞানং ইন্দ্রিয়লিপ্তা-
গমযোগজ্ঞো বস্তুনিশ্চয়ঃ সোহপি মন্তঃ অপোহন জ্ঞাননিবৃত্তিঃ “অপোহনমূচনং বা উহনং উহ
বা বচ” ইতি স্মৃতে: উহো নাম ইদং প্রমাণমিথাং প্রবর্তিতুমহীতি প্রমাণঃ প্রবৃত্তাহতাবিষয়-
সামগ্র্যাদিনিরূপণজ্ঞাং প্রমাণাভ্যুগ্রাহকং জ্ঞানং । উহোনাম বিতৰ্কঃ । সচ মন্তএব বেদৈশ্চ
সৰ্কেইরহমেব বেদ্যঃ । অতোহগ্নিবাণু সূর্য্যসোমেন্দ্রাদীনাং মদন্তর্গামিকতেন মদাত্মকত্বান্তং-
প্রতিপাদনপটৈরপি সৰ্কেইরহমেব বেদ্যঃ দেবমহুযাদিশবৈজ্ঞানীবাঈব বেদান্তকৃতং বেদানা-
“মিদ্ভং যজ্ঞেত বরুণম্ যজ্ঞেতে”ভেবমাদীনামন্তঃ ফলং ফলে হি তে সৰ্কে বেদাঃ পৰ্য্যবস্ত্তি
অন্তকৃতং ফলকৃতং বেদোদিতফলশ্চ প্রদাতা চাহমেবেত্যর্থঃ । তদ্বক্তৃঃ পূৰ্ব্বমেব “যো যো যাং যাং
তয়ঃ ভক্তঃ শঙ্কর্যাক্তির্মুচ্ছিতী” ত্যারভ্য “নভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান ।
অহং হি সৰ্কেজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ” ইতি চ । বেদবিবেদে চাহং বেদবিবাহমেব এবং
মদভিধাযিনং বেদঃ অহমেব বেদ ইতোহুতথা যো বেদার্থং কৃতেন ন সবেদনিদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫ ॥

হুমুমান্ ।—কিং বিশিষ্টোহভিধীয়তে সৰ্গস্ত প্রাণিজাতস্ত হৃদি সন্নিবিষ্টো অপোহনং
হেয়বুদ্ধিস্ত্রোপলক্ষণার্থেনোপাদেয় বুদ্ধিষ্ঠ বেদান্তকুণ্ডলিন্চয়কুণ্ড তথাচ শ্রুতিঃ । “যো ব্রহ্মাণং
বিদধাতি পূৰ্ণং যোঐব বেদাংশ্চ প্রাহিনোতি তস্মৈ” ইতি প্রাহিনোতি দদাত্যুপবিশতীত্যর্থঃ বেদং
বেদীতি বেদবিৎ বেদার্থবিদিত্যর্থঃ । তস্মাদহং সৰ্গলোক প্রসিদ্ধঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর —কিঞ্চ সৰ্গেত্যেতি । সৰ্গস্ত প্রাণিজাতস্ত হৃদি সমাগন্তব্যামিধুপেণ প্রবিষ্টো-
হং অতঃ মন্ত্র এব হেতোঃ প্রাণিমাাত্রস্ত পূৰ্ণাহুভূতার্থাবয়ব্যা স্মৃতিভবতি, জ্ঞানঞ্চ বিষয়েক্রিয়-
সংযোগজং ভবতি, অপোহনঞ্চ তয়োঃ প্রমোষো ভবতি । বেদৈশ্চ সৰ্গেস্তত্তদেবতাক্রপেণা-
হমেব বেদাঃ, বেদান্তকুণ্ড তৎসম্প্রদায় প্রবর্তকোজ্ঞানদোগুরুরহমিত্যর্থঃ, বেদবিদেব চ বেদার্থ-
বিদপ্যাহমেব ॥ ১৫ ॥

বলদেব ।—প্রাণিণাং জ্ঞানাজ্ঞানতত্ত্বচাহমেবেত্যাহ সৰ্গস্ত চেতি । তয়োঃ সোম-
বৈশ্বানরয়োঃ সৰ্গস্ত চ প্রাণিবৃন্দস্ত হৃদি নিখিলপ্রবৃত্তিহেতুজ্ঞানোদয়দেহেহমেব নিয়ামকভূতেন
সন্নিবিষ্টঃ অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জ্ঞানানামিত্যাদিশ্রবণাৎ । অতো মন্ত্র এব সৰ্গস্ত স্মৃতিঃ পূৰ্ণাহুভূত-
বস্তুবিষয়াহুসন্ধিজ্ঞানঞ্চ বিষয়েক্রিয়সম্নিকৰ্ষজন্তং জায়তে । তয়োঃরপোহনং প্রমোষশ্চ মতো ভবতি ।
এবমুক্তং উক্তবেন । “ততো জ্ঞানং তি জীবানাং প্রমোষস্তত্র [স্তেহত্র] শক্তিত ইতি । এবং সাংসারি-
কভোগসাধনতাং স্বতোক্তা মোক্ষসাধনতামাহ বেদৈশ্চেতি । সৰ্গেৰ্নিখিলৈবেদৈরহমেব সৰ্গেশ্বরঃ
পৰ্বশক্তিমান্ কৃষ্ণো বেদাঃ “যোহসৌ সৰ্গেবৈদেগীয়ত” ইতি শ্রুতেঃ । তত্র কৰ্ম্মকাণ্ডেন পরম্পরয়া
জ্ঞানকাণ্ডেন তু সাংস্কাদিতি বোধান্ । কণমেবং প্রত্যোতব্যমিতি চেত্তত্রাহ বেদান্তকুণ্ডহমেবেতি ।
বেদানামন্তোহর্থনির্ণয়স্তৎকুণ্ডহমেব বাদরাগণায়না । এবমাহ স্মৃত্যকারঃ “তত্ত্ব সমন্বয়াদি”ত্যাदिभिः ।
যজ্ঞে বেদার্থমন্তুখা বাচক্যতে তত্রাহ বেদবিদেব চাহমিতি । অহমেব বেদবিদিত্তি । বাদরাগণঃ
যন্ যমর্থমহং নিরর্থমং স এব বেদার্থস্ততোহন্তুখা তু ভ্রান্তিবিজৃম্বিত ইতি । তথাচ মোক্ষপ্রদস্ত
সৰ্গেশ্বরতত্ত্বস্ত বেদৈর ধাদনাদহমেব মোক্ষসাধনমিতি ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন ।—কিঞ্চ সৰ্গস্য ব্রহ্মাদিহাবাস্তস্ত প্রাণিজাতাত্মাহমায়ান্ হৃদি বুদ্ধৌ
সন্নিবিষ্টঃ “স এব ইহ প্রবিষ্ট ইতি” শ্রুতেঃ “অনেন জীবেনাশ্বনামুপ্রবিশ্ত নামক্ৰপে ব্যাকরবাণি”
শ্রুতি চ, অতোমন্ত্র আশ্বন এব হেতোঃ প্রাণিজাতস্ত বধ্যাক্রপং স্মৃতিঃ এতচ্ছব্দানি পূৰ্ণাহুভূতার্থ-
বিষয়বৃত্তিযোগিনাং চ জ্ঞানাস্তরাহুভূতার্থবিষয়োহপি, তথা মন্ত্র এব জ্ঞানং বিষয়েক্রিয়সংযোগজ-
ভবতি যোগিনাং চ দেশকালবিপ্রকৃষ্টবিষয়ঃ পি এবং কামক্ৰোধশোকাদিবাৎকুলগচেতসাঃ অপোহনং
; স্মৃতিজ্ঞানগোরপায়শ্চ মন্ত্র এব ভবতি, এবং স্তত্র জীবরূপতানুকূল্য ব্রহ্মরূপতামাহ । বেদৈশ্চ
সৰ্গেশ্বরিাদিদেবতাপ্রকাশকৈরপি অহমেব বেদাঃ সৰ্গায়ত্তাং “ঐক্যং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরাধো
দেব্যঃ সমুপগোঁগরুজ্ঞান্ । একং সধি প্রাবহদাবদন্ত্যগ্নিঃ যমঃ মাতঃপ্রস্থানমাহঃ” ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ “এব-
টচ্ছব সৰ্গে দেবা” ইতি চ শ্রুতেঃ, বেদান্তকুণ্ড বেদান্তার্থসংপ্রদায়প্রবর্তকো বেদব্যাসাদিরূপেণ ন
কবলমেতাবদেব বেদবিদেব চাহঃ কৰ্ম্মকাণ্ডোপাসনাকাণ্ডজ্ঞানকাণ্ডায় কয়মন্ত্রব্রাহ্মণরূপসৰ্গবেদার্থ-
বজ্ঞাহমেব অতঃ সাধুক্ত্য ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিতি ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—কিঞ্চ সৰ্বশ্চ প্রাণিজাতস্বাহং হৃদি সন্নিবিষ্ট আত্মত্বার্থঃ, অতোমন্ত আত্ম-
নস্তেষাং স্মৃতিঃ জ্ঞানঞ্চ পুণ্যবতাং, পাপিনাস্তু তয়োৰপোহনং বিশ্বরূপমজ্ঞানঞ্চ ভবতি তথা সৰ্বৈঃ
বেদৈঃ কৰ্মোপাস্তিজ্ঞানকাণ্ডাশ্চকৈরহমেব পরমায়া বেদো বেদান্তকৃতং বেদান্তোক্তবিজ্ঞাসম্প্রদায়কুং
বেদবিৎ বেদার্থবিজ্ঞাহমেব এতেন বেদান্তবিদ্বদবিচ্চ স্ববিত্তিরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—যথৈব জঠরে জঠরাগ্নিরহং তথৈব সৰ্বশ্চ চৰাচরে হৃদি সন্নিবিষ্টো বুদ্ধি-
ভস্বরূপোহহমেব যতঃ মন্তোবুদ্ধিঃ তন্তোদেব পূৰ্ণাচ্ছূভূতার্থদিশঃস্বভূতিভবতি তথা বিশ্বযেন্দ্রিয়-
যোগজ্ঞং জ্ঞানঞ্চ অপোহনং স্মৃতিজ্ঞানয়োৰপগমশ্চ ভবতীতি । আত্মং বক্ষ্যামহ্যাম্ পরোক্ষোপকার-
মুক্তা মোক্ষাবস্থায়াং যৎপ্রাপাং তজ্ঞাপ্যপকারকত্বমাহ বেদৈ সৰ্বাং বেদব্যাসঃ দ্বাপাং বেদান্তরূপহমেব
যতো বেদবিৎ বেদার্থতত্ত্বজ্ঞাহহমেব মন্তোহন্তোবেদার্থং নজ্ঞানাতাত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য ।—শ্রীভগবান্ পূর্বে স্বকীয় বিভূতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
প্রকটিত করিতেছিলেন ; সেই সূত্রাবলম্বনে অধুনা স্বকীয় তত্ত্ব অল্প প্রকারে
স্পষ্টীকৃত করিতেছেন । তিনি বলিতেছেন, আমি সকলের হৃদয় প্রদেশে
সন্নিবিষ্ট । স্থাবর জঙ্গমায়ুক এই চরাচরের যাবতীয় পদার্থের অন্তর
প্রদেশে অন্তর্যামীরূপে অথবা প্রাণরূপে অথবা জীবরূপে অথবা চৈতন্যরূপে
আসিই অধিষ্ঠিত আছি । লোকে বুঝিতে পারুক বা না পারুক, অজ্ঞানের
প্রভাবে জীবগণ তাহা অনুভব করুক বা না করুক, অচেতনবর্ণ জড়ধর্মের,
চিৎশক্তির অভাবে উপলব্ধি করিতে পারুক বা না পারুক, শ্রীভগবান্
সর্বঘটে সর্বাধারে নিয়ত বিরাজিত । এই ভগবদ্রূপ সংপদার্থ সকলের
হৃদয় প্রদেশে সন্নিবিষ্ট আছেন বলিয়াই জীবের স্মৃতিশক্তির উন্মেষ
হইয়া থাকে । যিনি যয়ং জ্ঞানরূপ, তাঁহারই সম্মিলন হেতু মনুষ্য পূর্বকৃত
পূর্বদৃষ্ট পূর্বলোচিত বিষয়ের স্মরণ করিতে সক্ষম হয় । সাধনার পরিপাক
হইলে, যোগমার্গে বিচরণশীল হইলে, এই স্মরণ শক্তি উত্তরোত্তর অতি
প্রবল হইয়া থাকে । মানবের মধ্যে যে ব্যক্তির মেধা অস্ত্রের অপেক্ষা
অধিক, সে সাধারণের অপেক্ষা অনেক অধিক বিষয় স্মৃতিপটে অঙ্কিত
করিয়া রাখিতে পারে । ঘর্ষণ দ্বারা এই স্মরণ শক্তি সংবদ্ধিত হয় । কিন্তু
যোগবলে বলীয়ান্ হইলে এই স্মরণশক্তি অতীতের যবনিকা অন্তরিত
করিয়া সুদূর পশ্চাদ্বর্তী ঘটনাও স্মরণ ও চিন্তন করিতে পারে । যোগে
সিদ্ধি লাভ করিলে ইহজন্মের ঘটনাপুঞ্জ স্মরণ করিয়াই সাধককে নিরস্ত
হইতে হয় না ; তিনি জননী-জঠর-নিবাসরূপ ব্যবধান অতিক্রম করিয়া
জগদ্বস্তুরের ঘটনাও স্মরণ করিতে পারেন । হৃদয়-সন্নিবিষ্ট সর্বসাধনক্ষম

শ্রীনিবাসের সাহায্যেই মনুষ্যের এবংবিধ স্মৃতিশক্তির সমাবেশ হইয়া থাকে। অপিচ তাঁহারই অধিষ্ঠান হেতু মানবের জ্ঞানেরও আবির্ভাব হয়। হিতাহিত বিষয় নির্দ্বিধাচন পুরঃসর কর্তব্যানুসরণ প্ররুতি এবং ক্রমশঃ জ্ঞানের আতিশয্যে সৰ্বজ্ঞানের উৎসস্বরূপ জ্ঞানময় নারায়ণের অনুসন্ধানাসক্তি সেই ভগবান্ হইতেই সংসিক্ত হয়। জ্ঞানরূপ পরমেশ্বর হৃদয়ে বিরাজিত আছেন বলিয়াই মনুষ্য-হৃদয়ে জ্ঞানের প্রবাহ প্রবাহমান হয়, এবং সাধনা বলে সেই জ্ঞানেচ্ছা পরিপক্ব হইয়া পরম জ্ঞান আনয়ন করে। আবার সেই স্মৃতি ও জ্ঞানের অপোহন অর্থাৎ নাশও সেই ভগবান্ হইতেই সংঘটিত হয়। মানব যদি সংসঙ্গ গ্রহণ না করে, সচুপদেশের অনুবর্ত্তী না হইয়া প্রকৃষ্ট পথে বিচরণ করিতে প্ররুত না হয়, সদ্গুরুর পরামর্শে স্বকীয় কর্তব্য অবধারণ করিয়া না লয়, তাহা হইলে তাহার উল্লিখিত রূপ স্মৃতি বা জ্ঞান সংবদ্ধিত না হইয়া উত্তরোত্তর অপচিত হইতে থাকে। সাংসারিক বিবিধ আসক্তি তাহাকে অভিভূত করিয়া ফেলে, নানারূপ প্রলাভন তাহাকে দুঃখেদা শৃঙ্খলে নিবদ্ধ করে, এবং কাম ক্রোধ লোভ মোহাদি রিপু নিচয় তাহাকে অধীম ও অবগম করিয়া রাখে। এইরূপে তাহার স্মৃতি ও জ্ঞানের ক্ষুণ্ণি না হইয়া উত্তরোত্তর তত্তাবৎ নিশ্চিভ ও হীন-ভেজ হইয়া পড়ে, এবং কালক্রমে সকলই ধ্বংস হইয়া যায়। ঋক্ সাম যজুঃ ও অথর্ক বেদনিচয়ে (৩২০ । ১৩২ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) যে পরম দেবতার সাহায্য প্রতিপাদিত করিয়াছেন, ইন্দ্র, অদিতি, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার (১৭১৩।১৮৮৮।১২৩৪ পৃঃ টীঃ দ্রষ্টব্য) সোম প্রভৃতি দেবতার স্তুতি ব্যাপদেশে যে পরম দেবতার তত্ত্ব বিনির্ণয় করিয়াছেন তিনিই শ্রীভগবান্। সেই ভগবান্ই বেদবেদ্য অর্থাৎ বেদ সমূহেরও জ্ঞাতব্য পদার্থ। কেবল যে তিনি বেদবেদ্য তাহা নহেন, সেই ভগবান্ই বেদাস্তরূৎ। বেদব্যাসাদি ঋষিগণ (১৮১১ পৃষ্ঠার টীপ্পনী দ্রষ্টব্য) বেদাস্তাদি শব্দত্রয়ের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগের অন্তর প্রদেশে স্বয়ং প্রবিষ্ট থাকিয়া জ্ঞানালোক প্রস্থলিত করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্মই তাঁহারা সেই পরম শাস্ত্রের প্রচার করিয়া জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যে বেদাস্তশাস্ত্র ভগবন্ত প্রতীপাদনের প্রধান উপায়স্বরূপ, শ্রীভগবান্ই স্বয়ং সাক্ষাৎ সাক্ষকে না হইলেও বস্তুতঃ তাহার মূল কারণ। অপিচ তিনিই বেদার্থবিৎ।

এই যে, অধোমুখ কমলনদৃশ হৃদয় প্রদেগে পরমাত্মা অধিষ্ঠিত । “অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম ।” (এই ক্রুতির বিস্তারিত আলোচনা ১৫৫৮ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) । অতঃপর আচার্য্য মহোদয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয় লিপ্সাদি দ্বারা যে বস্তু নিশ্চয় হয়, তাহার নাম জ্ঞান । মূলস্থিত অপোহন শব্দের অর্থ জ্ঞান-নিরুত্তি । অপ এবং উহ, এই পদদ্বয় সন্ধি দ্বারা মিলিত হইয়া অপোহ বা অপোহন শব্দে পরিণত হইয়াছে । অপ শব্দের অর্থ বিপরীত বা বিরুদ্ধ এবং উহ শব্দের অর্থ তর্ক বিতর্ক ; অতএব সম্পূর্ণ পদের অর্থ বিপরীত তর্ক অর্থাৎ সত্য-জ্ঞানের নাশ । বেদে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, গৌম, ইন্দ্রাদি যে সকল দেবতার উল্লেখ আছে, শ্রীভগবানই তত্তাবতের অন্তর্ধামী ও প্রতিপাদক এবং সেই সেই দেবতার নিকট যজ্ঞমান মনুষ্যেরা যে যে বিশেষ ফলের কামনা করে, শ্রীভগবানই তৎফল সমূহের প্রদাতা । এই জন্মই এ স্থলে তিনি গাপনাকে ‘বেদান্তকৃৎ’ অর্থাৎ বেদবিহিত ফল বিধায়করূপে উল্লেখ করিয়াছেন । (এ স্থলে আচার্য্য মহোদয় মূলস্থ ‘বেদান্তকৃৎ’ পদের যে বৃত্তজ্ঞ অর্থ করিয়াছেন তাহা বিশেষরূপে আলোচ্য) এই ভাবের বাক্য শ্রীভগবান পূর্বে পরিব্যক্ত করিয়াছেন । তদ্যথা ; “সো যো যাং যাং চনুং ভকুং শ্রদ্ধয়াচ্ছিতুমিচ্ছতি ।” (৭ম অধ্যায় ২১শ শ্লোক) “লভতে চ হতঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হিতান্ ।” (৭ম অধ্যায় ২২শ শ্লোক) ‘অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা’ (৯ম অধ্যায় ২৪শ শ্লোক) প্রভৃতি । শ্রীভগবানই বেদবিৎ । বেদশাস্ত্রসমূহ তাঁহারই প্রতিপাদক এবং তিনি ইং বেদস্বরূপ । যদি কেহ ইহা হইতে বেদের অন্তরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন, তনি কখনই বেদবিরূপে পরিগণিত হইতে পারেন না ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব এই শ্লোকোপলক্ষ্যে শ্রীমদ্ভগবতের একটী বচ-
াংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন । ভক্তোত্তম উদ্ধব * প্রকৃতি পুরুষের বিহিত

* উদ্ধব ।—কৃষ্ণবংশসম্বৃত্ত মতানুসারে বিশেষ । তিনি একান্ত কৃষ্ণভক্ত ও ভগবান সম্পন্ন ছিলেন । শ্রীকৃষ্ণের
লা কালে উদ্ধব বর্তমান ছিলেন । তিনি নানা স্থলে শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ প্রণয়ন জানের সারস্বরূপ উপদেশস্বরূপ
হরণ করিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণ লীলায় অন্তর্ভাগে উদ্ধব নিয়ত ভগবানের সঙ্গী ছিলেন । কৃষ্ণবংশ ধ্বংস হইলে
দান্তন বিহীন শোকাবুলিত ভগবৎ বক্সালিন ধারণ পৃথক নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে করিতে লব্ধা যমুনা
উদ্ধবের সহিত মিলিত হন । নিবিশ জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বোপদেশপূর্ণ বাক্যদ্বারা বিজ্ঞোত্তম উদ্ধব ব্যক্তি জন্ম

তত্ত্ব পরিজ্ঞানের নিমিত্ত শ্রীভগবানকে বলিয়াছিলেন যে, “ভূতো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষন্তেহত্র শক্তিভঃ । ইমেব হ্যাত্মমায়া গতিং বেখ নচাপরঃ ॥” (শ্রীমদ্ভগবত ১১শ স্কন্ধ ২২শ অধ্যায় ২৭ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা; হে ভগবন! আপনার মায়া শক্তি প্রভাবেই জীবের জ্ঞানের উদয় হয় এবং সেই শক্তি দ্বারাই জ্ঞানের নাশ হয়; অতএব আপনিই আপনার মায়ার গতি জ্ঞানেন, অস্ত্রের তাহা জানিবার শক্তি নাই।

অতঃপর বিদ্যাভূষণ মহাশয় মূলস্থিত বেদান্তরূপ বাক্যের সমর্থক স্বরূপে বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত “তত্ত্ব সম্বন্ধাৎ” (বেদান্ত দর্শন ১ম অধ্যায় ১ম পাদ ৪ সূত্র) এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। পূজ্যপাদ ভাষ্যকার মহোদয় উপসংহারে ইহাও বলিয়াছেন যে, বাদরায়ণ বেদব্যাস রূপে বেদপ্রতিপাদ্য পরমেশ্বরের যে তত্ত্ব তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছেন, তদ্বিরুদ্ধ অন্যাস্ত্র বাবতীয় ব্যাখ্যা ভ্রান্তি-বিজুস্তিত ॥ ১৫ ॥

বিদুরকে শাস্ত করিয়াছিলেন। মহাম্ম! শুকদেব উদ্ধবের সখকে বলিয়াছেন যে, “স বাহুদেবাহুচরঃ প্রশান্তঃ বৃহস্পতেঃ প্রাক্তনয়ঃ প্রতীতঃ । আলিঙ্গ্য গাঢ়ং প্রণয়েন ভদ্রং স্বানামপুঙ্খং ভবগং প্রজানাং ॥” (শ্রীমদ্ভগবত ৩য় স্কন্ধ ১ম অধ্যায় ২৪ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ, বাহুদেবের অহুচর, প্রশান্তচিত্ত, বৃহস্পতির প্রিয় শিষ্যরূপে ব্যাভ ভক্তোত্তম উদ্ধবকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বিদুর সপরিজন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। স্বানান্তরে উদ্ধবের সখকে উক্ত হইয়াছে যে, “বঃ পঞ্চহায়নো মাত্রা প্রাতরাশায় বাচিতঃ । তন্নৈচ্ছন্নয়ন বস্ত্র সপর্ণাঃ বাললীলয়া ॥ স কথং সেবয়া তন্ত কালেন জরসং গতঃ । পুষ্টৌ বার্তাং অতিক্রমাত্তত্ঃ পাদানবৃশসরন্ ॥” (ভগবত ৩য় স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ২। ৩ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ এই যে; পঞ্চ বৎসর বয়স্ক উদ্ধব বাল্য ক্রীড়াকালে ক্রীড়া পুত্তলীকে শ্রীকৃষ্ণ কল্পনা করিয়া তাঁহার সেবা করিতেন। তৎকালে তাঁহার মাতা ভোজনের নিমিত্ত আহ্বান করিলে তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। এইরূপে ভগবানেরই সেবা দ্বারা তিনি কাল হরণ করিয়া এই বার্কক্য দশায় উপনীত হইরাছেন। এক্ষণে তিনি সেই চিররাখ্য প্রভুর কুশলবার্তা জিজ্ঞাসিত হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণদ্বয় স্মরণ করিয়া কোনরূপ উত্তর প্রদানে সক্ষম হইলেন না। কারণ তৎকালে ভগবান পৃথিবী ত্যাগ করিয়াছেন।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশচাক্ষর এব চ ।

ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

অম্বয় ।—ক্ষরঃ (বিনাশশীলঃ) অক্ষরঃ (অবিনাশী) চ যৌ এব ইমৌ পুরুষৌ লোকে (জগতি) [প্রসিদ্ধৌ] সর্বাণি ভূতানি (চরাচরাণি) ক্ষরঃ কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে (কথ্যতে) ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ ।—ক্ষর এবং অক্ষর দুই-ই এই পুরুষ জগতে [প্রসিদ্ধ] ; সকল চরাচর ক্ষর, কূটস্থ অক্ষর রূপে কথিত-হন ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা ।—জগতে ক্ষর অর্থাৎ বিনাশশীল, অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী এই দুই পুরুষই প্রসিদ্ধ ; তন্মধ্যে চরাচর ভূতবর্গ ক্ষর এবং কূটস্থ অক্ষর রূপে কথিত হইয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য —ভগবত জৈবরত্ন নারায়ণাখ্যস্য বিহৃত্তিসংক্ষেপ উক্তোবিশিষ্টোপাধিকৃত বদান্দিভাগতঃ তেজ ইত্যাদিনা, অথাধুনা তত্শিব ক্ষরাকরোপাধিশ্রবিতকৃতরা নিকপাধিকস কেবলস্য বরুপনির্দ্ধারয়িব্রহ্মোত্তরশ্লোকা আরভ্যন্তে, তত্র সর্বমেবাভীতানাগতানন্তরাধার্যজ্ঞাত ত্রিধা রাশীকৃত্বাহ দ্বাবিমাবিতি । যৌ ইমৌ পৃথগাশীকৃতৌ পুরুষৌ ইত্যাচ্যোতে লোকে সংসাে ক্ষরশচ ক্ষরতীতি ক্ষরঃ বিনাশ্তেকোরানিরপরঃ পুরুষোহক্ষরস্তদ্বিপরীতো ভগবতোমায়শক্তি ক্ষরাখ্যস্য পুরুষস্যোৎপত্তিবীজমনেকসংসারিজন্মকামকর্মাধিসংসারাপ্রমোহক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে কো তৌ পুরুষাবিত্যাহ স্বরমেব ভগবান্ ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি সমস্তং বিকারজাতমিতার্থঃ কূটস্থ কূটোরানিরিব স্থিতঃ অথবা কূটোমায়াবন্ধনা জিহ্বা কূটিলতা বেতি পর্যায়াঃ অনেকমায়াবন্ধনানি প্রকারেণ স্থিতঃ কূটস্থঃ সংসারবীজানন্ত্যাদি ক্ষরতীত্যক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি ।—উত্তরশ্লোকানাং তাৎপর্য্যং বক্তৃং বৃত্তং কীর্তয়তি ভগবত ইতি বিশিষ্টোপাধিরায়িত্যাদিঃ । সংপ্রত্যখ্যায়সমাপ্তেকুন্তরসন্দর্ভস্য তাৎপর্য্যমাহ অথেনি । ন কেবল নিকপাধিকাস্বরূপং নির্দ্ধারণায়োত্তরগ্রন্থঃ কিন্তু সর্বশৈব গীতাশাস্ত্রজ অর্থনির্ণয়ার্থমিত্যা তত্রেতি । ক্ষরাকরোপাধিভ্যাং পরমায়ানাচ রাশিরয়যুক্তেন সর্বাশ্রয়েনাভ্যাসিতোবিশ্রুতপ বৃত্তং দ্বাবিমৌ ইতি । পুরুষোপাধিভ্যাং পুরুষস্তং ন দ্ব্যাকাং দ্বিবিবক্ষিত্বাহ পুরুষাবিতি । পর পুরুষঃ ব্যাবর্ত্তয়তি ভগবত ইতি । তত্র কার্য্যালিঙ্গকমহুমানং হৃৎকতি ক্ষরাখ্যন্তেতি । মায় শক্তিঃ বিনা ভোক্তৃণাং কর্মাদিসংসারাদেবোক্তকার্য্যোৎপত্তিরিত্যাশ্রয় তস্য নিমিত্তত্বেহি মায়শক্তিরূপাদানমিতি মত্বাহ অনেকতি । কামকর্মাভীতাদিশলেন জ্ঞানং গৃহ্যতে । প্রকৃতি পুরুষ চৈবেতি প্রকৃতরোরিহ গ্রন্থমিতি শঙ্কামাকাংক্ষাবা নিবারণ্যতি কো হাবিতি

কুটম্বার্ঘমুক্তা তেন স্থিতস্ত কুটম্বতেতি সংশ্লিষ্টমর্থমাহ অনেকতি । তস্ত কথমক্ষরং
বিনা ব্রহ্মজ্ঞানমনাশাদিত্যাহ সংসারেতি ॥ ১৬ ॥

রামানুজ ।—অতো মতএব সৰ্ববেদানাং সারমর্থং শৃণু দ্বাবিমাবিতি । ক্ষরশ্চক্ষর
এব চেতি দ্বাবিমৌ লোকে পুরুষৌ প্রথিতৌ । তত্র ক্ষরশব্দনির্দিষ্টঃ পুরুষো জীবশব্দাভিলপনীয়
ব্রহ্মাদিত্ত্বপর্যন্ত করণস্বভাবাচিংসংসৃষ্টসৰ্বভূতানি অত্রাচিং সঙ্গরূপৈকোপাধিনা পুরুষইত্যেকত্ব-
নির্দেশঃ । অক্ষরশব্দনির্দিষ্টঃ কুটম্বঃ অচিংসংসর্গবিযুক্তঃ সেন রূপেণাবস্থিতো মুক্তাত্মা
স্বচিংসংসর্গাভাবাৎ অচিংপরিণামবিশেষ ব্রহ্মাদিদেহসাপারণো ন ভবতীতি কুটম্ব ইতু্যচ্যতে ।
অত্রাপ্যেকহনির্দেশো চিরিয়োগরূপৈকোপাধিনাভিহিতঃ পূৰ্ণমনাদৌ কালে মুক্ত একএব ।
বহুবাক্যং, “বহুবো জ্ঞানতপসা পূতা মন্তাবমাগতা । সর্গেহপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যাস্তি
চেতি” ॥ ১৬ ॥

ভৃম্মানু ।—কিঞ্চাত্মং ক্ষর একোহক্ষর স্তত্র ক্ষরং দর্শয়তি । ক্ষরঃ সৰ্বাণি ভূতানি
প্রাণিনঃ অক্ষরঃ পুরুষঃ কুটম্বঃ অচলঃ অব্যাকৃতাত্মা মোহক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর ।—ইদানীং তদ্ধাম পরমং মমেতি যত্নকং স্বকীয়ং সৰ্বোত্তমং তৎ দর্শয়তি
দ্বাবিতি জিভিঃ । ক্ষরশ্চক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ । তাবদাহ তত্র ক্ষরঃ
পুরুষো নাম সৰ্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিহাবরাস্তানি শরীরানি, অবিবেকিলোকম্যা শরীরেষেণ পুরুষত্ব-
প্রসিদ্ধেঃ । কুটোরশিঃ শিলারশিঃ পৰ্বত ইব দেহেষু নশ্রুৎসপি নির্বিকারতয়া তিষ্টতীতি কুটম্ব-
শ্চেতনোভোক্তা স ত্বক্ষরঃ পুরুষ উচ্যতে বিবেকিতিঃ ॥ ১৬ ॥

বলদেব ।—বাদরায়ণাশ্রয়না নির্ণীতং বেদার্থং সংক্ষিপ্যাহ দ্বাবিতি । লোকাতে তত্র-
মনেনেতি ব্যুৎপত্তেলোকে বেদে দ্বৌ পুরুষৌ প্রথিতৌ ইমাবিতি প্রমাণসিদ্ধতা সূচ্যতে । তৌ
কাবিত্যাহ ক্ষরশ্চেতি । শরীরক্ষরণাং ক্ষরোহনেকাবহো বদ্ধঃ । অচিংসংসর্গৈকদম্মসম্বন্ধাদেক-
ত্বেন নির্দিষ্টঃ । অক্ষরস্তদভাবাদেকাবহো মুক্তঃ । অচিরিয়োগৈকদম্মসম্বন্ধাদেকত্বেন নির্দিষ্টঃ ।
ক্ষরাকরৌ ক্ষুটয়তি সৰ্বাণি ব্রহ্মাদিত্ত্বাস্তানি ভূতানি ক্ষরঃ । কুটম্বঃ সৰ্বদৈকাবহো মুক্তত্বক্ষরঃ
একত্বনির্দেশঃ প্রাকৃতযুক্তৈকোধ্যঃ । বহুবো জ্ঞানতপসোত্যাদিনেদং জ্ঞানমপাশ্রিত্যেত্যাদেশচ
বহুসংখ্যকঃ সঃ ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন ।—এবং সোপাধিকমাশ্রয়নমুক্তা ক্ষরাক্ষরশব্দবাচ্যকার্যকারণোপাধিহ্রাবিশো-
ধেন নিরূপাধিকং শুদ্ধমাত্মনং প্রতিপাদয়তি রূপম্যা ভগবানজ্ঞানায় ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্দ্বাবিমৌ
পৃথগাশীকৃতৌ পুরুষৌ পুরুষোপাধিহ্রেন পুরুষশব্দব্যাপদেশৌ লোকে সংসারে কৌ ভাবি-
ত্যাহ ক্ষরশ্চক্ষর এব চ ক্ষরতীতি ক্ষরোবিনাশী কার্যরাশিরেকঃ পুরুষঃ ক্ষরতীত্যক্ষরোবিনাশ-
রহিতঃ ক্ষরাখ্যোত্তোৎপত্তিবীজং ভগবতোমায়াশক্তির্দ্বিতীয়ঃ পুরুষো তৌ ব্যাচষ্টে অয়মেব
ভগবান্ ক্ষরঃ সৰ্বাণি ভূতানি সমস্তং কার্যজাতমিত্যর্থঃ । কুটম্বঃ কুটোযগার্থবদ্ব্যজ্ঞাদনেনাযথার্থ-
বস্ত্ত প্রকাশনং একনং মায়েতথ্যাস্তরং তেনাবরণবিক্ষেপশক্তিব্যরূপেণ স্থিতঃ কুটম্বঃ ভগবামায়া-
শক্তিঃ পঃ কারণোপাধিঃ সংসারবীজত্বেনানন্ত্যাদক্ষর উচ্যতে । কেচিত্ত্ব ক্ষরশব্দেনাচেতনবর্গমুক্ত-

কূটস্থোহক্ষর উচ্যতে ইত্যনেন জীবগাহঃ তন্ন সম্যক্ ক্লেদজজ্ঞানেনৈব পুণ্যঘোতমভেন প্রতিপাদ্য-
 ত্বাং তস্মাৎ করাক্ষরশব্দাভ্যাং কার্যাকারণোপাধৌ উভাবপি জড়াবেবোচ্যোতে ইত্যেবমুক্তং ॥১৬॥

নীলকণ্ঠ ।—সর্বশাস্ত্রস্বয়ং সংগৃহীতি দাবিতি । লোকে প্রসিদ্ধো ইমৌ ঘাবেব পুরুষৌ
 করোবিনাশী স চ সর্বাণি ভূতানি প্রাণবন্তি কৰ্ম্মক্ষয়ে স্থপ্তিপ্রলয়কৈবল্যাদৌ উপাদিনাশমজ্ঞ-
 বিনাশশীলো জীবো ব্রহ্মপ্রতিবিমভূতো জগৎকৌশলমঃ “প্রজ্ঞানঘন এবতেভ্যো ভূতেভ্যঃ সমুখায়
 তাজ্জৈবাহবিশতীতি” শ্রুতেঃ কূটস্থোনির্জিকারো মায়াোপাধিঃ করঃ তদুপাধেবস্বজ্ঞেন নাশাসম্ভবাং
 উপাদিদোষণাবশীকৃতহাচ্ছাদৌ নক্ষরতি ব্রহ্মণ্যম চাপতে ইত্যক্ষরঃ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ ।—যস্মাদহমেব বেদবিত্ত তস্মাৎ সর্ববেদার্থ নিষ্কৰ্ম্মং সংক্ষেপেণ ব্রহ্মীমি শূণ
 ইত্যাদি। দাবিমাংসিতি ত্রিভিঃ । লোকে চতুর্দশভূবনায়কে জড় প্রপঞ্চে ইমৌ ধৌ পুরুষৌ
 চেতনোত্তঃ কৌ ভাবত আহ। ক্ষরঃ স্বরূপাৎ ক্ষরতি বিচ্যুতো ভবতীতি করোজীবঃ স্বরূপায়
 ক্ষরতীত্যক্ষরঃ ব্রহ্মৈব। “এতদৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা পিবিদিশতী”তি শ্রুতেঃ । “অক্ষরং ব্রহ্ম
 পরমং” ইতি শ্রুতেশ্চ অক্ষরণক্ষম ব্রহ্মাচক এবদৃষ্টঃ । করাক্ষরয়োঃ পুনর্নির্দেশ্যতি সর্বাণি
 ভূতানি একোজীব এব অনাদ্যবিদ্যায় স্বরূপবিচ্যুতঃ সন্ কৰ্ম্মপরতঃ সমষ্টায়কো ব্রহ্মাদি
 স্থাবরাস্থানি ভূতানি ভবতীত্যর্থঃ । জাত্যাধা একগচনং । দ্বিতীয় পুরুষোহক্ষরস্ত কূটস্থ একেনৈব
 স্বরূপেনাপিচ্যুতিমতা সর্বকালব্যাপী । “একরূপতয়াতু যঃ কালব্যাপী স কূটস্থ” ইত্যমর ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীভগবান্ পূর্বে স্বকীয় পরম ধামের (৬ শ্লোক) কীর্তন
 করিয়াছেন । তদনন্তর কতিপয় শ্লোকে স্বকীয় বিভূতির বর্ণনা করিয়াছেন ।
 এক্ষণে ভগবত্ত্ব সম্যক্রূপে পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে তিনটি শ্লোকের
 অবতারণা করিতেছেন । তন্মধ্যে প্রথমে পুরুষের দুই অতন্ত্র ভাবের
 রূপান্তর আলোচিত হইতেছে । পুরুষ শব্দের অর্থ এই গ্রন্থের বহু স্থানে
 বিস্তারিত রূপে পরিব্যক্ত হইয়াছে । (১০ অধ্যায় ১২ । ১৩ শ্লোক তাৎপর্য্য
 ৭ অধ্যায় ৫ শ্লোক প্রভৃতি স্থান সকল দ্রষ্টব্য) লোকে অর্থাৎ সংসারে দুই
 প্রকার পুরুষের রূপান্তর প্রসিদ্ধ আছে । ইহার ভাবার্থ এই যে, পুরুষ দুই
 ভাবে চেতনাচেতন পদার্থের উপর নিয়ামক রূপে বিরাজিত আছেন ।
 এই তত্ত্ব বিবেকিগণ প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত আছেন । পুরুষের দুই অতন্ত্র
 ভাব ক্ষর ও অক্ষর দুই অতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে । পার্শ্বত, নদী,
 ব্রহ্ম, সৃষ্টিকা প্রভৃতি জড়বর্ণে পুরুষ যে ভাবে নিহিত আছেন তাহাকে ক্ষর
 বলে । এই অচেতনবর্ণ ধ্বংসশীল, পলিবর্জন-প্রবণ এবং পরিণাম বিশিষ্ট ।
 এই পদার্থপুঞ্জের এবং বিদ ক্ষয় বা ক্ষরণ আছে বলিয়াই এতন্মদ্যস্থ পুরুষ
 ক্ষর নামে অভিহিত । পুরুষের অপব ভাবের নাম অক্ষর । ইহা ঐ তাঁহার

কুটস্থভাব । মায়া-মিথ্যা-বিজ্ঞপ্তি প্রপঞ্চের উপর সত্য ও সার স্বরূপে তিনি অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন । এই ভাবের ক্ষয় নাই, বিকার নাই, পরিণাম নাই । এই ভাবেই জ্ঞানাবিগ্ণের অশেষের বস্তু, এবং এই ভাবের অব-
বোধই মোক্ষ বিধায়ক ।

শ্রীভগবানের দুই প্রকার ভাব । দুই ভাবেই তিনি তত্ত্বদর্শিগণের হৃদয়ে সমুদ্ভাসিত হইয়া থাকেন । যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ তাঁহার ক্রিয়াশীল-তার পরিচয় দিতেছে । স্বকৃত এই কার্যারামির মধ্যে তিনি এক ভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন । সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থই পরিণাম ধর্ম সংযুক্ত এবং ক্ষয়শীল । এই ভাবেই শ্রীভগবান্ ক্ষর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন । অপর ভাবে শ্রীভগবান্ বিশ্বের আদি কারণ বা বীজ স্বরূপে বিরাজমান । যে মায়া শক্তি প্রভাবে সৃষ্ট পদার্থ সমূহ অসত্য হইলেও সত্যরূপে প্রতীত হয়, শ্রীভগবান্ সেই শক্তির আবরণকারী ও বিক্ষেপক । এইরূপ কুটস্থভাবে শ্রীভগবান্ অক্ষর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ।

এই উভয় ভাবে ভগবত্ত্ব প্রণিধান করা অনাবশ্যক । অতি সামান্য জড় পরমাণু হইতে অতি বিশাল গিরি পর্য্যন্ত এবং অতি ক্ষুদ্র কীটাদি হইতে অতি বুদ্ধিমান্ মনুষ্য পর্য্যন্ত তাবৎ পদার্থই শ্রীভগবানের সৃষ্ট । এই সমস্ত পদার্থই ভগবানের মায়া শক্তির পরিচয় দিতেছে, এবং অসার ক্ষণবিধ্বংসী হইলেও মায়ার প্রভাবে সার ও সত্য রূপে উপলব্ধ হইতেছে । এইরূপ পরিণামী জড়বর্গে যে ভগবান্ নাই, এরূপ কথা কোন জ্ঞানার্থী ব্যক্তি ক্রমেও মনে করিতে সাহস করেন না । শ্রীভগবান্ এই নথর জগতের সর্বত্রই বিদ্যমান আছেন ; এই ক্ষরণশীল পদার্থের সহিত সন্মিলন হেতু তাঁহার এই ভাব ক্ষরনামে কীর্তিত হইয়া থাকে । তিনি চৈতন্যময় সৎ পদার্থ । সেই ভাবেই তিনি এই জড়বর্গের সহিত সংশ্রব রহিত হইয়া স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন । ইহাই তাঁহার অক্ষর ভাব । উভয় ভাবের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে পারিলে ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকৃষ্ট রূপ উপলব্ধি হয় ।

সেই চৈতন্যময় আনন্দময় পরম পুরুষ জড়েও আছেন এবং জড়াভীত হইয়াও আছেন । জ্ঞানিগণ সাধনা দ্বারা দিব্য চক্ষু সম্পন্ন হইয়া এই উভয় ভাবে সেই লীলাময় বিশ্বেশ্বরের তত্ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন ।

এতাবত ইহা সিদ্ধ হইতেছে না যে, পুরুষ দুই । কার্য ও কারণ এই

দুই ভাবে পুরুষের বিকাশ আছে। কিন্তু তদ্বারা এরূপ কুখিবা কোন কারণ নাই যে বস্তুতঃ তিনি দুই ও স্বতন্ত্র। এই বিশ্বের ত্র্যক্ষাণি স্বত্বপর্যাপ্ত স্থাবর ও অস্থাবর চেতনাচেতন যাবতীয় পদার্থ ভগবানের কার্য্য ; সে কার্য্যেও তিনি আছেন, এবং কর্ত্ত্বরূপে মূলেও তিনি আছেন কারণও তিনি ভিন্ন আর কেহই নহেন এবং কার্য্যও তিনি ব্যতীত তন কেহই নহেন। এ স্থলে এই তত্ত্ব মাত্র পরিব্যক্ত হইতেছে যে, তিনি সৰ্ব্বত্র কার্য্য ও কারণ এই দুইরূপে বিকাশ প্রাপ্ত এবং এই দুই বিভিন্ন ভাবে তাঁহার তত্ত্ব প্রণিধান করা তত্ত্বজ্ঞানার্থী সাধকের আবশ্যক। কার্য্যরূপ ভাবের সহিত সম্মিলিত থাকিয়া জ্ঞা নলিপু ক্রমে ক্রমে শ্রীভগবানের পরম ভাব উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতে পারেন। এইরূপ তত্ত্ব ভগবান্ এা সুপবিত্র গীতা শাস্ত্রের ৪র্থ অধ্যায় ১০ম শ্লোকে ও ১৪শ অধ্যায় ২য় শ্লোকে পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব মূলস্থিত “লোকে” পদের অর্থ “বেদে” অবধার করিয়াছেন। ‘বাদরায়ণ বেদব্যাাস রূপে শ্রীভগবান্ বেদবেদান্তে সী তত্ত্ব যেরূপে প্রতিপাদিত করিয়াছেন, অতঃপর তাহাই কথিত হইতেছে ভাষ্যকার এইরূপেই এই শ্লোকের সূচনা করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

—:(*):—

উত্তমঃ পুরুষস্তুতঃ পরমাত্মাত্যদাহতঃ ।

যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্তব্যায় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—অন্যঃ তু উত্তমঃ (করাক্ষরভ্যাং উৎকৃষ্টঃ) পুরুষঃ পরমাশ্রা ইতি উদাহতঃ (উক্তঃ), যঃ অব্যয়ঃ (নির্বিকারঃ) ঈশ্বরঃ (সর্ব নিযন্তা) লোকত্রয়ং (ত্রিভুবনং) আবিশ্য (অধিষ্ঠায়) বিভর্ত্তি (ধারয়তি) ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—অন্য উৎকৃষ্ট পুরুষ পরমাশ্রা এই-রূপ কথিত-হন যিনি অব্যয় ঈশ্বর ত্রিভুবনে অধিষ্ঠান-করিয়া ধারণ-করিতেছেন ॥ ১৭

বাখ্যা।—এই করাক্ষর হইতে উৎকৃষ্টতম অন্য যে পুরুষ তিনি পরমাশ্রা, এবং তিনিই স্বীয় মায়ামাশক্তি দ্বারা এই ত্রিলোকে অধিষ্ঠিত হইয়া ইহাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—আভ্যাং ক্রাক্রাভ্যাং বিলক্ষণং ক্রাক্রোরোপাদিহয়দোষণোপ্পট্টো
নিত্যতুক্রমুত্তমভাঃ উত্তম ইতি । উত্তমঃ উৎকৃষ্টতমঃ পুরুষস্বত্বঃ অত্যন্তবিলক্ষণঃ আভ্যাং
পরমায়ৈতি । পরমশাস্ত্রো দেহাদ্যবিদ্যাকৃতাস্বভাঃ অন্নময়াদিত্যঃ পঞ্চকোষেভ্যঃ আত্মা চ সর্গ-
ভূতানাং প্রত্যক্চেতন ইত্যতঃ পরমায়ৈত্বাদাহতঃ উক্তোবেদান্তেষু স এব বিশিষ্যতে যোলোকত্রয়ং
ভূত্ব বঃস্বরাধ্যঃ স্বকীয়য়া চৈতন্যবলশক্ত্যাবিশ্রু বিভর্তি স্বরূপসম্ভাবমাত্রেন বিভর্তি ধারয়ত্যব্যায়োন
ব্যায়োবিদ্যাত ইত্যবয়ঃ ঈশ্বরঃ সর্বজ্ঞোনারায়ণাখ্য ঈশনশীলঃ যথাব্যাখ্যাতস্তেত্বশ্রুত পুঙ্খবোক্তম
ইত্যেতন্মম প্রসিদ্ধং ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি ।—আধ্যাকারণাখ্যো রাশী দর্শয়িত্য রাশুত্তরং দর্শয়তি আভ্যামিতি ।
বৈলক্ষণ্যকলমাহ করেতি । উপাদিহয়কৃতগুণদোষান্বপর্শে কলিতমাহ নিত্যেতি । আভ্যাং
ক্রাক্রাভ্যামিতি যাবৎ, উত্তমোহুত্বইতি পদদ্বয়ং বস্তুতঃ সর্বগৈব ক্রাক্রাস্বভাবাদৃষ্টার্থঃ ।
অড়বর্গত্বং বক্রতং স্বাতন্ত্র্যং নিরন্তরিত্বং স এবৈতি । লোকত্রয়মিত্যুপলক্ষণং সর্বং জগদপি বিবক্ষি-
তকৈতত্ত্বমেব বলং তত্র শক্তিময়া তয়েতি যাবৎ । জগদ্ধারণে পরন্তু ব্যাপারান্তরং বারয়তি
স্বরূপেতি । ন চাস্তাত্তো ধারয়িত্য স্বতোহ্চলজাদিত্যাহ অব্যয়ইতি । সংযুক্তমেতৎ ক্রমকরণঞ্চ
ব্যক্তাব্যক্তং ক্রমতে বিশ্বমীশইতি প্রত্যর্থং গৃহীত্বাহ ঈশ্বরইতি । কিঞ্চ লোকবেদয়োর্ভগবতো
নামপ্রসিদ্ধা সিদ্ধমপ্রপঞ্চমিত্যাহ যথেন্তি ॥ ১৭ ॥

রামানুজ ।—উত্তম ইতি । উত্তমপুরুষস্ত আভ্যাং ক্রাক্রাভ্যামিতি নির্দিষ্টাভ্যাং বক্রমুক্র-
পুরুষাভ্যামন্তঃ অর্থাস্তরভূতঃ পরমায়ৈত্বাদাহতঃ সর্বাস্থ শ্রুতিষু চ পরমায়ৈতি নির্দেশা-
দেব হ্যুত্তমপুরুষো বক্রমুক্রপুরুষাভ্যামর্থাস্তরভূত ইত্যবগম্যতে । কথং, যো লোকত্রয়মাবিশ্রু
বিভর্তব্যয় ঈশ্বরঃ । লোক্যতে ইতি লোকঃ । তৎত্রয়ং লোকত্রয়ং অচেতনং তৎসংসৃষ্টচেতনো
মন্তচেতি প্রমাণাদবগম্যোত তত্রয়ং যঃ অব্যয়ত্বাবিশ্রু বিভর্তি সএতন্মাদ্যাপ্যাত্ত ভর্তব্যাক্ষার্যাস্তর-
ভূতঃ ইত্যেতাক্তালোকত্রয়াদর্গ্যাস্তরভূতঃ যতঃ সোহব্যয় ঈশ্বরশ্চ অব্যয়স্বভাবো হি ব্যয়স্বভাবাদ-
চেতনভূতঃ তৎ সংবন্ধেন তদঙ্গুগারিণশ্চ চেতনাং অচিৎ সম্বন্ধনোগ্যতয়া পূর্বসংপদ্বিনোহুৎস্বাক্ষা-
র্থাস্তরভূতএব তথৈতস্য লোকত্রয়স্যোশ্রয়ঃ ঈশিতব্যাক্তমাদর্গ্যাস্তরভূতঃ ॥ ১৭ ॥

হুম্যানু ।—পুরুষাস্তরং দর্শয়িতুমাহ উত্তমঃ প্রকৃষ্টতমঃ পূর্বমনেন জগদিত্তি পরমায়ৈ-
ত্বাদাহতঃ উক্তো বেদান্তেযু বিশিনষ্টি যঃ পুরুষো লোকত্রয়ং পৃথিবীমন্তরীক্ষং স্বর্গমাবিশ্রু বিভর্তি
বলেন ধারয়তি তথাচ শ্রুতিঃ । “যেন দ্যৌঃ পৃথিবীচ দৃঢ়া” ইতি ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর ।—যদর্থমেতৌ লক্ষিতৌ তদাহ উত্তম ইতি । এতাব্যাং ক্রাক্রাভ্যামন্তো
বিলক্ষণ উৎসঃ পুরুষঃ । বৈলক্ষণ্যমেবাহ পরমশাস্ত্রাবাদ্যা চেতি উদাহৃত উক্তঃ শ্রুতিভিঃ
আয়ত্বেন ক্রাক্রাদচেতনাবিলক্ষণঃ পরমত্বেনাক্রাক্রাচ ভোক্তৃর্লীলক্ষণ ইত্যর্থঃ । পরমায়ত্বমেব
দর্শয়তি যোলোকত্রয়মিতি । য ঈশ্বর ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ নির্লিপ্যব এব সন্ লোকত্রয়-
ছদয়মাবিশ্রু বিভর্তি পালয়তি ॥ ১৭ ॥

বলদেব ।—যদর্থং যৌ পুরুষৌ নিরূপিতৌ তমাহোত্তম ইতি । অন্তঃ করাঙ্করাভ্যাং ন তু তয়োরেবৈকঃ সংকল্প ইতি ভাবঃ । তত্র ঐতিসম্মতিমাহ পরমায়ৈতি । উত্তমতাপ্রযোজকঃ ধর্মমাহ যো লোকেতি । ন চৈতজ্জগদ্বিধারণপালনরূপমীশনং বদ্ধত জীবন্ত কৰ্ম্মাসম্ভবাৎ । ন চ মুক্তস্ত জগদ্ব্যাপারবর্জ্যমিতি প্রতিষেধাচ্চ ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন ।—আভ্যাং করাঙ্করাভ্যাং বিলক্ষণঃ করাঙ্করোপাধিধ্বয়দোষণশ্চৌষ্টোনিত্য-
শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ উত্তম উৎকৃষ্টতমঃ পুরুষস্বভাঃ অত্র এব অত্যন্তবিলক্ষণঃ আভ্যাং করাঙ্করাভ্যাং
জড়ারশিভামুভয়তাসকলস্বতীয়শ্চৈতনরাশিরিত্যর্থঃ । পরমায়ৈতাদাহতঃ অন্নময় প্রাণময়মনোময়-
বিজ্ঞানময়ানন্দময়েভ্যঃ পঞ্চভ্যোহবিদ্যাকলিতায়ভ্যঃ পরমপ্রকটোহকলিতোত্রক্ষপুঙ্খঃ প্রাতি-
ষ্ঠৈতু্যক্ত আত্মা চ সর্বভূতানাং প্রত্যক্চৈতন ইত্যতঃ পরমায়ৈতাকোবেদাশ্চেষু যঃ পরমাত্মা
লোকত্রয়ং ভূত্বঃস্বরাধ্যাং সর্বং জগদ্বিত্তি যাবৎ আবিণ্য স্বকীয়য়া মায়াশক্ত্যাচর্চিষ্ঠায় বিভক্তি
সত্তাকর্ম্মিষ্ঠিপ্রদানেন ধারয়তি পোষয়তি চ কৌদৃশঃ অব্যয়ঃ সর্ববিকারশূন্যঃ ঈশ্বরঃ সর্বস্ত নিয়ন্তা
নারায়ণঃ স উত্তমঃ পুরুষ পরমায়ৈতাদাহত ইত্যম্বয়ঃ । “স উত্তমঃ পুরুষ” ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতাব্যং কার্য্যকারণোপাধিভ্যামন্তোনিবপাদিতত্বম্ । প্রত্যঃ যৌ সৌ
পরমায়ৈতি উদাহৃতঃ শাস্ত্রে, যৌসৌ মায়ায়া ঈশ্বরোভূতা যৌক যবন্ম দত্তমবদ্যনামমশরীকপম
আবিষ্ট ধারয়তি শরীরত্রয়ম্, অথাপি অব্যয়ঃ সর্বজ্ঞত্বেন ঈশ্বরদ্বয়েন আত্মত্বেন জীবদ্বয়েণ বা
ন ব্যোতি বর্জিতে ক্ষীয়তে বেত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ ।—জ্ঞানিভিরূপাত্মং ব্রহ্মোক্তুং যোগিভিরূপাসাং পরমাপান মাত উদম উক্তি ।
তু শব্দঃ পূর্ববৈশিষ্ট্যদোষকঃ । জ্ঞানিত্যচাধিকো যোগীভ্যাপাসকবৈশিষ্ট্যাদেবোপাধিগোষ্ঠীঃ চ
লভ্যতে । পরমায়ত্বমেব দর্শয়তি য ঈশ্বরঃ ঈশনশীলঃ অব্যয়ো নির্জিকার এব সন্ লোকত্রয়ং
কৃৎস্নমাণিষ্য বিভক্তি ধারয়তি পালয়তি চ ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব শ্লোকে পুরুষের যে দুই ভাবের প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত
হইয়াছে তদতিরিক্ত এবং তদ্বিলক্ষণ পুরুষের সত্তা আছে ; সেই পুরুষো-
ত্তমের সত্তা এই শ্লোকের আলোচ্য । যে অব্যয় স্বরূপ পুরুষোত্তম ভূতবস্তু
এই লোকত্রয়ে (১৫২৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রবেশ করিয়া তাবৎ জগদমা-
ত্মক পদার্থপুঞ্জকে ধারণ ও পালন করেন, তিনিই পূর্ব শ্লোক কথিত পুরুষ
দ্বয়ের অপেক্ষা মহৎ এবং তদ্বিলক্ষণ । তিনিই উত্তম পুরুষ নামে অভিহিত
হইয়া থাকেন । সেই উত্তম পুরুষ করাঙ্কর এই উভয় ভাবেই প্রকাশিত
ভাবেও অপূর্ণতা আছে এবং অক্ষর ভাবেও হীনতা আছে । সেই উত্তম পুরুষ
এই উভয়বিধ অপূর্ণতার অতীত । কারণ তিনি নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানময় এবং
মুক্তস্বভাব । ক্ষর ও অক্ষর উভয় ভাবেই পুরুষের লিঙ্গতা দোষ আছে, কিন্তু

উত্তম পুরুষে তাদৃশ কোন দোষের সংস্পর্শ নাই । ক্ষরাক্ষর ভাবে পুরুষ জড়াশ্রয়কারী, কিন্তু উত্তম পুরুষরূপে তিনি কেবল চৈতন্য স্বরূপ । তাঁহারই দীপ্তিতে ক্ষরাক্ষর প্রতীয়মান এবং তিনিই তদুভয়ের ভাসক । তিনি পর-মাত্মা নামে পরিব্যক্ত ; অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষময় যে আত্মা, তাঁহা হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃষ্ট, এই জন্যই তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয় । সেই পরমাত্মাই সর্বভূতের চেতন স্বরূপ, এই জন্যই বেদান্ত শাস্ত্রে (৪৪ পৃষ্ঠার উপনী দৃষ্টব্য) তিনি পরমাত্মা নামে নির্দিষ্ট হইয়াছেন । সেই পরমাত্মা স্বকীয় মায়াশক্তি দ্বারা ভূতুর্বিশ্বঃ এই ত্রিলোকে অধিষ্ঠান করিয়া ততাবৎকে সত্তারূপ স্ফুর্তি প্রদান দ্বারা ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং পালন করিতেছেন । তিনি অব্যয় অর্থাৎ সর্বপ্রকার বিকার বিরহিত ; তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ সকলের নিয়ন্তা । এইরূপ যে ক্ষরাক্ষর ভাবাভীত পুরুষ, তিনিই উত্তম পুরুষ নামে অভিহিত । শ্রুতিও “স উত্তমঃ পুরুষঃ” অর্থাৎ তিনিই উত্তম পুরুষ, এই বাক্যে তাঁহার নির্দেশ করিয়াছেন ।

পরম পুরুষের এই বিচিত্র তত্ত্ব প্রণিধান করা অতীব দুর্লভ এবং সাত্ত্বিক শয় সাধনা সাপেক্ষ । ক্ষর ও অক্ষর এই যে দুই ভাবের প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে পুরুষের বদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব কীর্ত্তিত হইয়াছে । ক্ষর ভাবে তিনি জড়বর্গের সহিত বদ্ধ, এবং অক্ষর ভাবে তিনি মায়াবিপেক্ষকারী ও আবরণকারী রূপে মুক্ত । যে উত্তম পুরুষের প্রসঙ্গ অধুনা আলোচিত হইতেছে, তিনি এতদুভয় ধর্ম্মাভীত । তিনি বদ্ধ বা মুক্ত নহেন, বদ্ধ বা মুক্ত হইলে যে যে দোষ সংঘটিত হয় পরম পুরুষে তাহার কিছুই নাই । বদ্ধ পুরুষের দ্বারা সৃজন বা পালনাদি কার্য্য সম্ভবিত্তে পারে না, এবং মুক্ত পুরুষের দ্বারা ধারণ ও রক্ষণাদি কার্য্য নির্বাহিত হইতে পারে না । ক্ষরাক্ষর-বিলক্ষণ অথচ সর্বেশ্বর স্বরূপ পরম পুরুষের দ্বারাই পালন রক্ষণ ধারণাদি কার্য্য নির্বাহিত হইয়া থাকে । এতাবতঃ পরম পুরুষের বৈলক্ষণ্য ও পরমত্ব প্রতিপাদিত হইল ।

সেই পরম পুরুষ ক্ষরেরও ঈশ্বর এবং অক্ষরেরও ঈশ্বর । ক্ষর বা অক্ষর তাবতেই তাঁহার শক্তিতে শক্তিমান এবং তাঁহার ইচ্ছায় ক্রিয়াশীল । অথচ বিশ্বের কার্য্য বা কারণ তিনি কিছুই নহেন ; তথাপি সেই উত্তম পুরুষ

কল্পনাভীত চৈতন্যশক্তি সহকারে ত্রিলোকের সর্বত্র চৈতন্যরূপে প্রবিষ্ট, এবং তাঁহারই সত্তায় ত্রিলোকের পদার্থপুঞ্জ ক্ষুণ্ণীকৃত। অথচ তিনি নিলিপ্ত ও উদাসীন। তিনি সুখদুঃখাভীত মায়ামোহাতিক্রান্ত। সর্বত্র সন্নিবিষ্ট হইলেও তিনি কোন পদার্থের ধর্ম গ্রহণ করেন না এবং তাঁহাকে কিছুতেই বিকৃত বা কলঙ্কিত করিতে পারে না। পরমেশ্বরের এই পরম ভাব প্রণিধান করা বড়ই দুষ্কর ॥ ১৭ ॥

—(০:০)—

যস্মাৎ ক্রমমতীতোহিমক্ষরাদপি চোত্তমঃ ।

অতোহস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥

অম্বয় । যস্মাৎ অহং ক্রমং (জড়জাতং) অতীতঃ (অতিক্রান্তঃ) অক্ষরাং (কূটস্থং) অপি উত্তমঃ (উৎকৃষ্টঃ) চ অতঃ (অস্মাৎ) লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ [ইতি] প্রথিতঃ (প্রখ্যাতঃ) অস্মি ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ । যে-হেতু আমি ক্রমকে অতিক্রম-করিয়াছি এবং অক্ষর-হইতেও উত্তম, এই-জন্ম লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম [এই-নামে] প্রথিত আছি ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা । আমি ক্রম অর্থাৎ বিনাশী জড়বর্গের অতিক্রান্ত এবং অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী চৈতন্য হইতেও উৎকৃষ্ট এই জন্মই লোক সমুহে এবং বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত, অর্থাৎ আমি হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ কেহই নহে ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—তত্ত্ব নামনির্লচনপ্রসিকার্থবৎ নামো দর্শনমিরতিশয়োহহমীশ্বর ইত্যাত্মানং দর্শয়তি ভগবান্ যস্মাদিতি । যস্মাৎ ক্রমমতীতোহহং সংসারমার্য্যাক্ষমখ্যাতিমতিক্রান্তোহিমক্ষরা-দপি সংসারবৃক্ষবীজভূতাদপি চোত্তম উৎকৃষ্টতম উর্দ্ধতমোবা, অতঃ ক্রমাক্রান্ত্যামুদমত্বাশ্চি ভবামি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ প্রখ্যাতঃ পুরুষোত্তম ইত্যেবং মাং ভক্তজন্য বিদুঃ কবয়ঃ কাব্যাদিষু চ পুরুষোত্তম ইত্যনেনাভিগুণন্তি ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি ।—অশ্বকর্ণাদিবদস্য নামা রূঢ়বাদর্থবিশেষাতাবাত্তগবতোহপি লৌকিকে-শ্বরবদীশ্বরত্বং সাত্ত্বশরমিতি নেত্যাং তত্তেতি । যস্মাদিত্যাত্মশৈক্যতঃ নিক্রিপতি ক্রতটতি । উত্তমঃ পুরুষইতি বাক্যশেষঃ ॥ ১৮ ॥

রামানুজ ।—তস্মাদিতি । যস্মাদেবমুত্থৈঃ স্বভাবৈঃ করং পুরুষমতীতোহং অক্ষরাশ্বক্কা-
দপুৰ্ণকৈর্হেতুভিরুৎকৃষ্টতমঃ অতোহং লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতোহস্মি । বেদার্থা-
বলোকনালোক ইতি স্মৃতিরহোচ্যতে । শ্রুতৌ স্মৃতৌ চেত্যর্থঃ শ্রুতৌ তাবৎ “পরং জ্যোতিরূপং
সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ” স্মৃতৌ চ । “অংশাবতারং পুরুষোত্তমস্য
জ্ঞানাদিমধ্যান্তমজস্য বিষ্ণোঃ” রিত্যাদৌ ॥ ১৮ ॥

হুমান্ ।—তন্নামনির্কচনার্থমাহ যস্মাদিতি যস্মাৎ করং পুরুষমতীতঃ অতিক্রম্য স্থিত
অক্ষরাদপি পুরুষাচ্ছকৃষ্টতমঃ সৰ্বেভ্যঃ পাপ্যোভ্য হুদিত্বাং তথাচ শ্রুতিঃ “উদিত নাম সৰ্বেভ্যঃ
পাপ্যন্তুউদিতইতি” অতোহেতোঃ অস্মিন্নলোকে বেদেচ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ তস্মাদহং
সৰ্কলোক প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর ।—এবমুত্থং পুরুষোত্তমত্বমাত্মনো নামনির্কচনেন দর্শয়তি যস্মাদিতি । যস্মাৎ
করং জড়বর্গমতিক্রান্তোহং নিত্যমুক্তভাং অক্ষরাচ্ছেতনবর্ণাদপুণ্ড্রমশ্চ নিয়ন্তৃত্বাৎ অতোলোকে
বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোহস্মি । তথা চ শ্রুতিঃ, “সৰ্গস্তায়মাত্মা সৰ্গস্ত বশী
সৰ্গস্তেশানঃ সৰ্গমিদং প্রশান্তি” ইত্যাদি ॥ ১৮ ॥

বলদেব ।—অথ পুরুষোত্তমনামনির্কচনং স্বস্ত তস্মমাহ যস্মাদিতি । উত্তম উৎকৃষ্টতমঃ ।
লোকে পৌরুষেয়গমে লোকাতে বেদার্থোহেনেনেতি নিরুক্তেঃ বেদে “তাবদেব সং প্রসাদোহস্মাচ্ছ-
রীরায় সমুখায় পরং জ্যোতিরূপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ” ইত্যাদৌ
প্রথিতঃ । যৎ পরং জ্যোতিঃ সংপ্রসাদেনোপসম্পন্নং স উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মেত্যর্থঃ । লোকে
চ । “তৈবিজ্ঞাপিতকার্ষ্যন্ত ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ । অবতীর্ণো মহীযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাদি”
ত্যাদৌ প্রথিতঃ ॥ ১৮ ॥

মধুসূদন ।—ইদানীং যথাব্যাখ্যাতেশ্বরস্ত ক্ষরাক্ষরবিলক্ষণস্ত পুরুষোত্তম ইত্যেতৎ প্রসিদ্ধ-
নামনির্কচনেন ঈদৃশঃ পরমেশ্বরোহহমেবেত্যাত্মাং দর্শয়তি ভগবান্ ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাং
তন্মাম পরমং মমেত্যাদিপ্রাপ্তনিজমহিমনির্দারণায়, যস্মাৎ করং কার্ষ্যস্বেন বিনাপিনং
মায়াময়ং সংসারবৃক্ষমখ্যাত্যমতীতোহতিক্রান্তোহং পরমেশ্বরঃ অক্ষরাদপি মায়াখ্যাদব্যাকৃতা-
দক্ষরাৎপরতঃ পর ইতি পঞ্চমাস্তাক্ষরপদেন শ্রুত্যা প্রতিপাদিতাং সৰ্গকারণাদপি চোত্তম
উৎকৃষ্টতমঃ অতঃ ক্ষরাক্ষরভাং পুরুষোপাধিত্যামধ্যাসেন পুরুষপদব্যপদেশাভ্যামুত্তমত্বাদস্মি
কস্মি লোকে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তম ইতি, “স উত্তমঃ পুরুষঃ” ইতি বেদ উদাহৃত এব লোকে চ
কবিকাব্যাদৌ “হরিতথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃত” ইত্যাদি প্রসিদ্ধং । কারুণ্যাতোনরবদাচরতঃ
পরার্থান্ পার্থায় বোধিতবতোনিজমীশ্বরত্বং । সচ্চিৎসুখৈকবপুঃ পুরুষোত্তমস্ত নারায়ণস্ত
মহিমা ন হি মানমেতি । কেচিন্নিগৃহ্য করণানি বিস্মজ্য ভোগমাত্মায় যোগমমলাত্মায়ো
ষতস্তে । নারায়ণস্ত মহিমানমনস্তপারমাস্বাদয়ন্নমৃতসারমহং তু যুক্তঃ ॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ ।—যস্মাদিতি । ক্ষরম্ উপাধিম্ অক্ষরঞ্চ উপাধিম্ অতীতোহতিক্রম্য স্থিতোহহম্
বিবেকঃ . . .

অভেদিকরাপি চেতি চ শকাৎ করাদপি উত্তমঃ উৎকৃষ্টতমঃ জ্ঞাতং কররূপাদ্বিপাথেঃ উৎকৃষ্টত্বপ-
হিতো জীবশ্চেতনত্বাৎ ততোহুপাৎকৃষ্টতরোমায়োপাধিঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ ততোপ্যুৎকৃষ্টতমোহুপাধিঃ
অনাগন্তকরুণত্বাৎ, অক্ষরার্থঃ স্পষ্টঃ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ ।—যোগিভিরূপায়াং পরমাত্মানমুক্তা ভৈরবরূপায়াং ভগবন্তঃ বদন্ত ভগবন্তেষুহি
স্বসাক্ষস্বরূপস্তাস্য পুরুষোত্তমঃ ইতি নামব্যাচক্ষাণঃ সর্বোৎকর্ষমাহ তস্মাদিতি । করঃ পুরুষঃ
জীবাত্মানং অতীতঃ অক্ষরাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্মত উত্তমঃ অবিকারাৎ পরমাত্মনঃ পুরুষাদপ্যুত্তমঃ ।
“যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা । শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যোমাং সমে যুক্ততমোমতঃ ।” ইতি
উপাসকবৈশিষ্ট্যাদেবোপাস্যবৈশিষ্ট্যলভাৎ চকারাভ্যুপগমতো বৈকুণ্ঠনামাদেঃ সকাশাদপি ।
“এতচ্চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং” ইতি স্মৃত্যুক্তে রহযুক্তমঃ । অত্র যদ্যপ্যেকমেব
সচ্চিদানন্দস্বরূপং বস্ত্র ব্রহ্ম পরমাত্ম ভগবৎ শব্দৈক্যচ্যুতে নতু বস্ত্রতঃ স্বরূপতঃ কোহপি ভেদোহস্মি
স্বরূপত্বাভাবাদিতি যষ্টক্কোত্তেঃ, তদপি তত্ত্বপাসকানাং সাধনতঃ ফলতশ্চ ভেদ দর্শনাৎ ভেদ
ইব ব্যবহ্রিয়তে । তথাহি ব্রহ্মপরমাত্মভগবত্বপাসকানাং ক্রমেণ তত্ত্বপ্রাপ্তিসাধনং জ্ঞানং
যোগো ভক্তিশ্চ ফলঞ্চ জ্ঞানযোগয়োবস্তুতো মোক্ষ এব তত্কেন্ত প্রেমবৎ পার্শ্বদৃষ্টক তত্র ভক্ত্য
বিনা জ্ঞানযোগাভ্যাং “নৈকস্মমপ্যচ্যুতভাববজ্জিতং ন শোভত” ইতি “পুরেহ ভূমন্ বহুবোহি
যোগিনঃ” ইত্যাদি দর্শনাৎ ন মোক্ষ ইতি । ব্রহ্মোপাসকৈঃ পরমাত্মোপাসকৈঃ স্বসাধ্যক
সিদ্ধার্থং ভগবতো ভক্তিরবশ্যং কষ্টবৈব্য ভগবত্বপাসকৈস্ত্ব স্বসাধ্য ফলসিদ্ধার্থঃ ন ব্রহ্মোপাসন
নাপি পরমাত্মোপাসনা ক্রিয়তে “ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহেতি ।” “সংকল্পভি
র্যন্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যাত্শ্চ” ইত্যাদি “সর্বং মনুজক্ৰিয়োগেন মনুজেন লভতে হঞ্জসা । স্বর্গাপবর্গ
বন্ধাম কথঞ্চিদপি বাহুতি” ইতি । “যাটৈব সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্ঠয়ে । তস্মা বিনা তদাপ্রোবি
নরো নারায়ণপ্রিয়ঃ ।” ইত্যাদি বচনেভ্যঃ । অতএব ভগবত্বপাসনয়া স্বর্গাপবর্গপ্রেমাদীনি
সর্বফলান্তেব লকুং শক্যন্তে । ব্রহ্ম পরমাত্মোপাসনয়াতু ন প্রেমাদীনি ইত্যত এব ব্রহ্মপরমাত্মভ্যা
ভগবত্বৎকর্ষঃ খলু অভেদেহপ্যুচ্যতে যথা তেজস্বেনাভেদেহপি জ্যোতির্দীপ্যগ্নিপুঞ্জেষু মধে
শাতাদ্যার্হিক্রিয়াক্তোরয়িপুঞ্জ এব শ্রেষ্ঠ উচ্যতে তত্রাপি ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তু পরম এবোৎকর্ষঃ
যথা অগ্নিপুঞ্জাদপি স্বর্গ্যস্য । যেন ব্রহ্মোপাসনা পরিপাকতোলভ্যো নির্বাণমোক্ষঃ স্বদেহুভ্যো-
হুপ্যববকজরাসন্ধাদিভ্যো মহাপাপিভ্যোদন্তঃ ইতি । অতএব ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহমিত্যত্র
যথাবদেব ব্যাখ্যাতং শ্রীস্বামিচরণৈঃ শ্রীমধুসূদন সরস্বতী পাদৈরপি । “চিদান্দ্যাকারং জলদকচিঙ্গারং
কৃতিগিরং ব্রহ্মস্রীং হারং ভবজলদিপারং কৃতধিমাং । বিহসং ভূভারং বিদগদবতারং মুহুরহো
বারং বারং ভজত কুশলারস্ত কৃতিনঃ ।” ইতি । “বংশাবিভূষিত করাসবনীরদাভাং পীতাম্বর-
দরূপবিষকলাগরোষ্ঠাং । পূর্ণেন্দ্রিয়সুখাদরবিন্দনেত্রাং কৃষ্ণাং পরং কিমপি তদ্ব মমং
নজানে” ইতি । “প্রমাণতোহপি নির্ণীতং কৃষ্ণ মাংসামৃতত্বং । নশকু বস্তি যে সোদুঃ স্তে
মুচ্য নিরয়ং গতাঃ ।” ইত্যুক্তবন্তিঃ শ্রীকৃষ্ণে সর্বোৎকর্ষ এব ব্যবস্থাপিতঃ ইত্যতঃ । যৌইনৌ
ইত্যাদি শ্লোকত্রয়স্যাস্য ব্যাখ্যায়ামস্যাং অভ্যুত্থা নাবিকর্ষবা নমোহস্তু কেবলং বিদ্যাঃ ॥ ১৮ ॥

তাৎপর্য ।—শ্রীভগবান্ কর এবং অক্ষর নামধেয় পূৰ্ণ বিহীন পুরুষদ্বয় হইতে বিলক্ষণ এবং শাস্ত্রসঙ্গত পুরুষোত্তম নামের অধিকারী, এই তত্ত্ব এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইতেছে । তিনি বলিতেছেন, আমি ক্ষরের অতীত, অর্থাৎ যে পুরুষ কর নামে পরিচিত ও সেই ভাবে ক্রিয়াশীল আমি সেই পুরুষ হইতে বিলক্ষণ ও স্বতন্ত্র । অপিচ আমি অক্ষরের অর্থাৎ যে পুরুষ সৃষ্টি ব্যপারে অক্ষর নামে পরিচিত ও সেই ভাবে ক্রিয়াশীল, তাঁহার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । পুরুষের এতদুভয় ভাব হইতেই আমার বৈলক্ষণ্য ও শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিত । ক্ষররূপে পুরুষ এই মায়াময় মিথ্যাকল্পিত সংসার স্বরূপ অস্থায়্যপাদপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন, এবং অক্ষররূপে পুরুষ সেই অসত্য সংসারের মূল স্বরূপে উদ্ধে বিরাজ করিতেছেন । শ্রীভগবান্ তদুভয়েরই অতীত, তদুভয় হইতেই পৃথক্ ও বিলক্ষণ । পরমেশ্বরের এই বৈলক্ষণ্য হেতু লোকে অর্থাৎ সাংসারিক মনুষ্য মধ্যে তিনি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ । সংসারে যাহারা উৎকৃষ্ট ভাবমালা গ্রথিত করিয়া কাব্যগ্রন্থাদি রচনা করেন, অথবা ভক্তিদোতক অমৃতময় প্রবন্ধাদি নিবদ্ধ করেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানের এই শ্রেষ্ঠত্ব ও উত্তমত্ব প্রণিধান করিয়া তাঁহাকে পুরুষোত্তম নামে অভিহিত করিয়াছেন । কেবল যে লোক মধ্যেই তাঁহার এই নাম প্রসিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ নহে । সৰ্ব্বশাস্ত্রের সার স্বরূপ পরম জ্ঞানের ভাণ্ডার স্বরূপ, সকল তত্ত্ব কথার নিহেতন স্বরূপ, সুপরিজ্ঞ বেদশাস্ত্রেও শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম নামে অভিহিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন ।

এই শ্লোকোপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী নিম্নলিখিত শ্রোত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন । “সৰ্বশাস্ত্রমাত্মানসৰ্বশ্রবণী সৰ্বশ্রোতশানঃ সৰ্বমিদং প্রশান্তি ।” অপিচ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য তথা শ্রীমদ্বলদেব ও মধু-সূদন “তাবদেব সংপ্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাত্ সংখ্যায় পরং জ্যোতিরূপং সংপদ্য স্বেন রূপেণাভিনিপাদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ ।” এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন । অপিচ স্মৃতি বলিয়াছেন, “অংশাবতারঃ পুরুষোত্তমস্ত হনাদি মধ্যান্তমজ্ঞান্য বিষ্ণোঃ ।” অপিচ “তৈবিজ্ঞাপিত কার্য্যস্ত ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ । অবতীর্ণো মহাবোণী সত্যবত্যাং পরাশরাত্ ।” এতাবতা শ্রীবিষ্ণুর সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব এবং পুরুষোত্তমত্ব স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে ।

কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস * রঘুবংশনামাভিধেয় জগদ্বিখ্যাত কাব্যে লিখি
য়াছেন যে, “হরির্যথৈকঃ পুরুষোত্তমঃ স্মৃতঃ মহেশ্বরস্ত্রাশ্বক এব নাপরঃ । ত
বিভূর্মা মুনয়ঃ শতক্রতুং দ্বিতীয়গামী নহি শক্ণু এষ নঃ ॥” (রঘুবংশ ৩
সর্গ) ইহার ভাবার্থ এই যে, হরি যেরূপ একমাত্র পুরুষোত্তম নামে বিখ্যাত
ত্রাশ্বক যেরূপ মহেশ্বরেরই নাম অপরের নয়, সেইরূপ মুনিগণ আমাকেই
(ইন্দ্রকেই) শতক্রতু বলিয়া নির্দেশ করেন ; আমাদের এই শব্দত্রয় দ্বিতীয়
গামী নহে, অর্থাৎ আর কেহ এ নামের যোগ্য নহে ।

* কালিদাস ।—উজ্জয়িনী দেশাধিপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সত্যরথ বংশস্ত্রি, কণপক, অমরসিং
বেতালভট্ট, ঘটকর্ণর, কালিদাস, বরাহ, মিহির ও বরকচি এই নবরত্ন বিদ্যাজ্ঞ করিতেন । ইহার সত্য
স্থপিত ও সুকবি । তদ্ব্যতীত কালিদাসই মহারাজের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন । ইহার
সুকবি তৎকালে কেহই ছিলেন না । এই কণকজ্ঞা ভারতীর প্রিয়পুত্র কালিদাসের জীবনী বিবিধ কোতুলকা
যটনাপূর্ণ । ইনি এক দরিত্রের সন্তান ছিলেন । বাল্যে ইহার বিদ্যা শিক্ষা কিছুই হয় নাই, বিশেষতঃ ইহ
বুদ্ধি অতিশয় স্থূল ছিল । এমন ক ইনি বৃক্ষশাখা ছেদন কালে যে শাখার অগ্রভাগে উপবিষ্ট থাকিতে
তাহারই মূলদেশ কণ্ঠে কিছুক্ষণ ইতস্তত করিতেন না । শাখা ছিন্ন হইলে তিনিও যে তৎসহিত ভূপতি
হইবেন, এ জ্ঞান তাহার ছিল না । এই সময়ে সেই প্রদেশে এক ধনশালী ব্যক্তির বিদুষী কস্তা এইরূপ প্রতি
করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি তাহাকে গিচারে পরাস্ত করিতে পারিবেন, তাহাকেই তিনি পতিত্বে বরণ করিবেন
কস্তার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া তাহার পিতা ভাটগণকে চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন । বহুপ্রদেশ হইতে পতিতগ
কস্তা লাভার্থে তথার আগমন করিলেন, কিন্তু কেহই তাহাকে গিচারে পরাস্ত করিতে পারিলেন না । সকলে
হতাশ হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । পতিতবর্গ এইরূপে পরাস্ত হইলে আর কেহই সাহন করিয়া কস্তা
সহিত গিচার করিতে অগ্রসর হইল না । এতদ্বর্ণনে কস্তার পিতা অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন, এবং স্থির ক
লেন যে, এবার আগত বরকে বিনা গিচারেই কস্তা সম্প্রদান করিবেন । আবার ভাটগণ বরের অনুসন্ধান
বহির্গত হইল । তাহার প্রতিবারেই বিফল মনোরথ হইয়া অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল । একদা তাহার বাইরে
বাইতে পশ্চিমদ্যে দেখিল, কালিদাস বৃক্ষশাখার উপবিষ্ট হইয়া সেই শাখারই মূলচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । ইহ
দেখিয়া সকলে ভাবিল যে, ইহার অপেক্ষা সুখ আর জগতে নাই । অতএব ইহাকেই পাত্ররূপে লইয়া বাড়ির
উচিত । এইরূপ পরামর্শ করিয়া তাহার কালিদাসকে লইয়া কস্তার পিতার নিকট উপস্থিত হইল । কস্তা
পিতাও বিনা বাকাশায়ে বিদুষী কস্তাকে সূর্য্যস্তম কালিদাসের হস্তে সম্প্রদান করিলেন । কিন্তু বিবাহ করিয়া
কালিদাস স্ত্রী হইতে পারিলেন না, নিরন্তর বিদ্যাভিমানিনী পত্নী কর্তৃক তিনি তিরস্কৃত হইতে লাগিলেন ।
ইহাতে তাহার অতিশয় নিকেল উপস্থিত হইল । তখন তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে কোন উপায়েই
হউক, তাহাকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে, এবং যতদিন যতদিন এ বিষয়ে সফলতা লাভ না করিবেন, ততদিন
পত্নীকে সুখদর্শন করাইবেন না । এইরূপ সংকল্প করিয়া কালিদাস পৃথগাগ পৃথক এক গভীর অরণ্য
মধ্যে গমন করিলেন, এবং তথার একান্ত মনে সরস্বতীর আরাধনার নিম্নুক্ত হইলেন । কিছুদিন অতীত হইলে
সরস্বতী দেবী তাহার আরাধনার প্রসন্ন হইয়া তাহাকে দর্শন দান করিলেন । কালিদাস তাহার নিকট বর
প্রার্থনা করিলে দেবী তাহাকে সপ্ন পথ সন্মোহনে ভূষিতা কিংবা পদ ভুলিতে আদেশ করিলেন । তাহার আদে-

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিষ্ণুনাথের অভিপ্রায় । শ্রীভগবান্ পূর্বে যোগিদ্বিগের ধ্যান ও উপাসনার অবলম্বন স্বরূপ পরমাত্ম তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়া এক্ষণে ভক্তবৃন্দের উপাস্য ভগবত্ত্ব কীর্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং তদুপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণরূপধারী ভগবানের পুরুষোত্তম নামের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন । তিনি ক্ষর অর্থাৎ জীবাাত্ররূপ পুরুষের অতীত; তিনি অক্ষর পুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্ম অপেক্ষাও উত্তম ; বিকার রাহিত্য হেতু পরমাত্ম পুরুষ হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ । এই গীতাশাস্ত্রে পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, “যোগিনামপি সর্কেষাং মদ্যন্তেনাস্তুরাঙ্গনা । শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ।” (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য) এতদ্বারা

শাদুযারী কালিদাস ভুব দিয়া পত্র উত্তোলন করিলে দেবী তাঁহাকে ঐ বস্তুর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন । কালিদাস বলিলেন, “পাক ।” দেবী পুনর্বার ভুব দিতে আদেশ করিলেন । কালিদাস আবার ভুব দিয়া বলিলেন, “পক্ক ।” দেবী পুনরায় ভুব দিতে বলিলেন । এবার ভুব দিয়া কালিদাস দিব্য শক্তি করিলেন । তিনি উষ্টিয়াই দেবীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, এবং অতি স্থূললিত বাক্যে তাঁহার স্তব আরম্ভ করিলেন । সে স্তব এই “কচ্ছল-পূরিতলোচনভাঃ কুচয়ুগলধিতমুদাহারে । বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে ভগবতী ভারতি দেবি! নমস্তে ॥” দেবতার রূপবর্ণনা চরণ শেষ হইতে আরম্ভ করা উচিত, কিন্তু কালিদাস তাহার ব্যতিক্রম করিয়া মূণ হইতেই রূপ বর্ণনা করিলেন । এজন্য কষ্টা সরস্বতী তাঁহাকে শুদ্ধলভ কবিত্ব শক্তি প্রদান করিয়া অবশেষে বলিলেন যে ‘তুমি বেঙ্গালজ হইবে, এবং বেঙ্গা গৃহেই তোমার মৃত্যু হইবে ।

দেবীর প্রসাদে বিদ্যালান্ত করিয়া কালিদাস স্রষ্ট মনে গৃহে প্রত্যাগমন কবিলেন । তিনি যখন বাটতে উপস্থিত হইলেন, তখন রাত্রিকাল । তাঁহার পত্নী গৃহবার রক্ষা করিয়া নিশ্চিন্তা হইয়াছিলেন । তিনি সেট ঘরে বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন । তাঁহার পত্নী আঘাত শব্দে জাগরিতা হইয়া কে কি অজ্ঞ ঘরে আঘাত করিতেছে, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে কালিদাস কহিলেন, “অন্তি কশ্চিৎ বাহির্দেশঃ ।” তাঁহার পত্নী পতির কণ্ঠস্বর বৃষ্টিতে পারিয়া দ্বার মুক্ত করিলেন এবং তাঁহার দৈবী কৃপায় বিদ্যালান্তের কথা শুনিয়া অতিশয় আনন্দিতা হইলেন । কালিদাস পত্নীকে যে বাক্যে উত্তর দিয়াছিলেন, তদ্ব্যবহা তিনটী পদ অবলম্বন করিয়া তিনখানি অভুলনীর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন । “অন্তি” পদ অবলম্বনে “অন্ত্যন্তরঙ্গ্যং দিশি দেবতাক্ষা” প্রমুখ কুমার-সম্বদ মহাকাব্য, “কশ্চিৎ” পদাবলম্বনে “কশ্চিৎকান্তাবিরহগুণগা বাহিকারশ্রমন্ত” ইত্যাদি মেঘদূত কাব্য এবং “বাহু” এই পদাংশ অবলম্বন করিয়া “বাহুর্বাধিব সম্পূজ্যে বাগর্ভপ্রতিপত্তয়ে ।” শৌর্য রঘুংশ মহাকাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন । এতদ্ব্যতীত তিনি জগৎ প্রসিদ্ধ অভুলনীর ‘অভিজ্ঞান শকুন্তল’ নাটক, বিক্রমোর্ধ্বক-কৃত-সংহার শূকরাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়া জগতে অক্ষর কীর্তি লাভ করিয়াছেন । ইহার রচনা নৈপুণ্য ও বুদ্ধিবশত সম্বন্ধে এত প্রশংসা প্রচলিত আছে যে, সে সকল সংগ্রহ করিতে হইলে একখানি বৃহৎপুস্তকের প্রয়োজন হয় । আমরা তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটীমাত্র প্রবাদ উদ্ধৃত করিলাম । একদা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাসদবর্গ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বরকৃতি ও কালিদাস উভয়েই সমান পণ্ডিত হইলেও মহারাজ কালিদাসের অতিই এত অনুরক্ত কেন ? বিক্রমাদিত্য তাহাদ্বিগের প্রথের কোনরূপ উত্তর প্রদান না করিয়া কেবলমাত্র ঈষৎ

উপাসনার বিশিষ্ট সূচিত হইতেছে। যোগবলে জ্ঞান লাভার্থ পরমাত্মোপাসনা এক প্রকার এবং শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে ভগবদুপাসনা অন্তরূপ; এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উপাসনায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ উপাস্য প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। মূলস্থিত “চ”কার দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, জীবাত্মা, ব্রহ্ম, এমন কি বৈকুণ্ঠনাথের অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ। যে যে বিশেষ বিশেষ ভাবে তাঁহার উপাসনা করিয়া তাঁহার বিশেষ বিশেষ ভাব লব্ধ হইয়া থাকে, তিনি তত্ত্বাৰ্থ অপেক্ষাও উত্তম। মহামতি সূত বলিয়াছেন, “এতেচাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্ত ভগবান্ স্বয়ং।” অর্থাৎ এই সকলেই পরম পুরুষের অংশ মাত্র, কেবল কৃষ্ণই স্বয়ং পূর্ণরূপী ভগবান্। এ স্থলে ইহাই বিচার্য্য যে, যদিও ‘সই সচ্চিদানন্দরূপ ভগবন্মাতা’ভেদে পূর্ণ পুরুষের বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি উপাসকগণের কামনানুসারে এবং উপাসনার পার্থক্য ক্রমে ফলতঃ সেই অভিন্ন পুরুষও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিগৃহীত ও উপাসিত হইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। যাঁহার ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবদ্ভাবের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই স্ব স্ব অবলম্বিত সাধনার পরিপাকান্তে জ্ঞানযোগ লাভ করেন, এবং তাহারই ফল স্বরূপে পরিণামে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; কিন্তু যাঁহার ভক্তিমার্গের সাধক অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে ভগবদুপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহার চরমে সেই শ্রীহরির পার্শ্বদরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিচার্য্য যে, ভক্তিবিরহিত জ্ঞান বা যোগ সাধনা দ্বারা মোক্ষ লব্ধ হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তি বিবর্জিত শুষ্ক জ্ঞান এবং নীরস যোগ কখনই মোক্ষের প্রাপক হইতে পারে না। যথা, “নৈকর্ষ্মমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং।” অর্থাৎ অচ্যুত ভগবানের ভাববর্জিত নৈকর্ষ্মরূপ

হাস্য করিলেন। পরে এক সময় সভায় নবগ্রহ উপস্থিত হইলে মহারাজ অদুরাভ এক শুক্লক নির্দেশ করিয়া বরকটিকে তাহার স্বরণ সিজাসা করিলেন। বরকটি বলিলেন “ওকঃ কাষ্ঠান্তষ্ঠতঃশ্বে।” তখন বিস্ময়ান্বিত কালিদাসকে বলিতে উদ্বিগ্ন করিলে কালিদাস বলিলেন, “নীরসতরুণঃ পুরোভাভা।” “সম্বাসদগণ বৃদ্ধিতে পারিলেন যে, মহারাজ কি জন্য কালিদাসের ত্রুটি অনুগ্রহ।

কোন সময়ে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সভায় করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহারাজ তাঁহার বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। পরদিন বিচার হইবে এইরূপ হির হইল। কালিদাস ১০০ ন এই পণ্ডিতের বিদ্যা পরীক্ষা মানসে নারীবেশ ধারণ করিয়া কৃত্রিম ভাবে সেই পণ্ডিত দ্বারা করিতেছিলেন সেই ঘাটে উপস্থিত হইলেন, এবং ব্যংগ্যর তাঁহার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পণ্ডিত জনৈক

সন্ন্যাস কখনই শোভা পায় না বা কোন ফলপ্রসূ হয় না । ব্রহ্মোপাসকই হউন বা পরমাত্মোপাসকই হউন, উভয়কেই স্ব স্ব অভীষ্ট ফললাভের নিমিত্ত নিশ্চয়ই ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করিতে হইবে ; কিন্তু বাঁহারা মূল হইতেই ভক্তিমার্গে ভগবদুপাসনারত, তাঁহাদিগের অভীষ্ট ফললাভের নিমিত্ত ব্রহ্মোপাসনা বা পরমাত্মোপাসনার সহায় গ্রহণ করিতে হইবে না । “নজ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ।” “যৎকৰ্ম্মভিৰ্যতপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ ।” “সৰ্বং মন্তুক্তিযোগেন মন্তুক্তো লভতেহঞ্চসা । স্বৰ্গাপবৰ্গবন্ধাম কথঞ্চিদপি বাঞ্ছতি ।” (শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২০শ অধ্যায় ৩১ । ৩২ । ৩৩ শ্লোক) “যাটৈ সাধনসম্পত্তিঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়ে ।” ইত্যাদি বচন দ্বারা ভগবদ্ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব কীৰ্ত্তিত হইতেছে । অতএব ভগবদুপাসনা রূপ পবিত্র সাধনা অবলম্বন করিলে স্বৰ্গ, অপবৰ্গ অর্থাৎ মুক্তি এবং প্রেম প্রভৃতি সকল প্রকার প্রার্থনীয় ফলই লব্ধ হইতে পারে । কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা বা পরমাত্মোপাসনার ফলে চরমে প্রেমাতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না । এই কারণেও ভেদ না থাকিলেও ব্রহ্মোপাসনা বা পরমাত্মোপাসনা হইতে ভগবদুপাসনার প্রাধান্য অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে । একটী সহাজ দৃষ্টান্ত দ্বারা এই তত্ত্ব পাঠকের হৃদয়গত করাইবার চেষ্টা হইতেছে । অগ্নি, দীপ এবং অন্ত জ্যোতি সকলই তেজস্বী পদার্থ হইলেও শীত প্রভৃতি ক্লেশবিমোচন ক্ষমতা হেতু অগ্নিরই প্রাধান্য ও প্রশংসা কীৰ্ত্তিত হইয়া

রমণীকে তাহার দিকে পুনঃ পুনঃ কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া প্রকৃত্তীলোক বোধে বলিলেন “কি মাং দু পুত্রসি যটেন কটিক্ষিতেন বক্তৃৎ চার পরিমীলিত লোচনেন । অন্যং বিলোকয় জনং তব কল্পযোগ্যং নাহং ঘটীকৃতকটং প্রববাং স্পৃশামি ॥” অর্থাৎ হে হৃদয়রি । কক্ষে কৃত্ত ধারণ করিয়া মনোহর নিমীলিত লোচনে বারংবার আমার প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছ কেন ? তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে পারে, এরূপ কোন ব্যক্তির দিকে কটাক্ষপাত কর ; কারণ কৃত্ত বহনে যাহার কটিদেহ অঙ্কিত হইয়াছে, এরূপ কোন রমণীকে আমি স্পর্শ করি না ।” পণ্ডিতের এইরূপ কথা শুনিয়া কালিদাস বলিলেন, “সত্যং ব্রহ্মীম মকরজ্ঞবাপণীড় ! নাহং স্বদৰ্শনস্য পরিভিহ্নয়ামি । দাসোহস্য মে বিঘটিতস্তব তুল্যরূপী সো বা ভবেদ্বহি ভবেদিতি মে বিতর্কঃ ।” অর্থাৎ ‘হে কল্পর্ণপরপীড়িত ! তোমার প্রণয়ভিলাষে তোমার দিকে দৃষ্টপাত করিতেছি না ; অন্য ঠিক তোমার ন্যায় আমার এক ভৃত্য হারাইয়া গিয়াছে, তুমিই সেই ভৃত্য কি না, ইহাই আমি দেখিতেছি ।’ দ্বিধিজরী পণ্ডিত জীলোকের মুখে ঈদৃশ কথিতা শ্রবণ করিয়া বিশ্বয় সহকারে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন । কালিদাস আপনাকে কালিদাসের পরিচায়িকা বলিয়া পরিচয় দিলেন । তখন সেই পণ্ডিত ভাবিলেন, কালিদাসের পরিচায়িকা বখন এরূপ বিদূষী, তখন কালিদাস না জানি কত বিঘাদ্ । অতএব তাহাকে জয় করা কখনই সম্ভবপর নহে । এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্বিধিজরী ঘাট হইতেই প্রস্থান করিলেন ।

পাকে । কিন্তু অগ্নিপুত্র হইতেও যেমন সূর্য্যের প্রাধান্ত অবিসংবাদিত, তদ্রূপ ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি যে ভাবেরই ভজনা করা হউক না কেন, ততাবৎ অপেক্ষা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকর্ষ সুনিশ্চিত ও নিঃসংশয়িত । ব্রহ্মোপাসনারূপ সাধনার পরিপাকে যে নির্ধারণরূপ মোক্ষ (৫৮৮ । ১১-১৭ পৃষ্ঠার টীপ্তনী দ্রষ্টব্য) লব্ধ হইয়া থাকে, পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্ভেদে মহাপাপী অঘ, বক, জরাসন্ধ (২২৩৪ পৃষ্ঠার টীপ্তনী দ্রষ্টব্য) প্রভৃতিকে অনায়াসে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন । “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং” (১৪শ অধ্যায় ২৭ শ্লোক) এই স্থলে শ্রীভগবান্ নিজমুখে যে চত্ব পরিবাক্ত করিয়াছেন, এবং তৎসম্বন্ধে ভক্তিভাজন শ্রীধর স্বামী ও যদুসুন্দর সরস্বতী যেরূপ সুসঙ্গত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা আলোচ্য । তদনন্তর পূজাপাদ টীকাকার কতিপয় সুমধুর ভক্তি ভাব সম্বিত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া সপ্রমাণ করিয়াছেন, যে শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকৃষ্ট স্বাক্ষরবাদি-সম্মত ॥ ১৮ ॥

—:(*):—

যো মা মেবমসম্মুঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমং ।

স সর্ববিদ্বজ্জতি মাং সর্বভাবেন ভারত ! ॥ ১৯ ॥

অনুব্র । হে ভারত ! এবং অসংযুতঃ (মোহবর্জিতঃ) [সন্] ৭ঃ মাং পুরুষোত্তমং (সর্বপুরুষশ্রেষ্ঠং) জানাতি, সঃ সর্ববিৎ (সর্বজ্ঞঃ) সর্বভাবেন (সর্বপ্রকারেণ) মাং এব ভজতি (সেবতে) ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ । হে ভারত ! এই-রূপ মোহ শূন্য [হইয়া] যে আমাকে পুরুষোত্তম-রূপে জানে সেই সর্বজ্ঞ সর্ব-প্রকারে আমাকেই ভজনা-করে ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা । হে ভারত ! যে সাধক এইরূপে মোহাদি পরিশূন্য হইয়া আমাকে পুরুষোত্তম রূপে অবগত হন, সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ সর্ব-প্রকারে কেবল আমাকেই ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অথেনানীঃ যথানিহিত্তমায়ানঃ দোষেদ তত্তেদং ফলমুচ্যতে যোমা-
নতি । যোমামীশ্বরঃ যথোক্তবিশেষণমেবঃ যথোক্তেন প্রকারেণাসংযুতঃ সংমোহবর্জিতঃ সন্

জানাত্যয়মহমস্মীতি পুরুষোত্তমং স সৰ্ববিৎ সৰ্বান্য়ান্ সৰ্বং বেদীতি সৰ্বজ্ঞঃ সৰ্বভূতহং ভজতি
মাং সৰ্বভাবেন সৰ্বান্য়চিন্তয়া হে ভারত ! ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি ।—আনন্দোহ্যপ্রপঞ্চঃ জ্ঞানফলোক্ত্যা ভোতি অথেতি । যথোক্ত-
বিশেষণং সৰ্বান্য়াদিবিশেষণোপেতমিতি যাবৎ । ক্রয়াক্রয়ীতীতং যথোক্তপ্রকারঃ সংমোহবর্জিতঃ
সংমোহেন দেহাদিষ্মান্মায়ীস্ববুদ্ধ্যা রহিত ইত্যর্থঃ । ভগবন্তঃ জ্ঞানতঃ সৰ্ববিৎ তসৌব সৰ্বান্য়-
নামেয়াদিত্যাহ স সৰ্ববিদিতি । সৰ্বান্য়ানি যব্যোবাসক্তচিন্তয়েনৈত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

রামানুজ ।—যোমামিতি । য এবমুক্তেন প্রকারেণ পুরুষোত্তমং মামসংমুঢ়ো জানাতি
ক্রয়াক্রয়পুরুষাভ্যামব্যয়স্বভাবতয়াপ্যনভয়গৈশ্ব্যাদিযোগেন চ বিসজাতীয়ং জানাতি স সৰ্ববিৎ
মৎপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া যদেদিত্যং তৎসৰ্বং বেদ । ভজতি মাং সৰ্বভাবেন যে চ মৎপ্রাপ্ত্যু-
পায়তয়া মন্তজনপ্রকারা নির্দিষ্টাষ্টশ্চ সৰ্বৈর্ভজনপ্রকারৈশ্চাং ভজতে সৰ্বৈশ্বশ্বিরৈর্বেদনৈশ্চ
যা প্রীতির্থা চ মম সৰ্বৈশ্বশ্বিরৈর্ভজনৈরুভয়বিধা সা প্রীতিরনেন বেদনেন জায়ত ইত্যোতৎ
পুরুষোত্তমং বেদনং পূজয়তি ॥ ১৯ ॥

হুম্যান্ ।—অথেনানীং পুনঃ পুরুষোত্তমং পুরুষং যো বেদন্তস্য ফলমুচ্যতে যোমাং
পরমেশ্বরমেবমসংমুঢ়ঃ নিশ্চিতবুদ্ধিঃ বেতি পুরুষোত্তমং ন কৰ্ম্মস্বরূপবলবীৰ্য্যভেজোভিরিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর ।—এবং ভূতেশ্বরজ্ঞাতুঃ ফলমাহ য ইতি । এবং নিরুক্তপ্রকারেণাসমুচ্চানিচিত-
মতিঃ সন্ যোমাং পুরুষোত্তমং জানাতি সৰ্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি ততশ্চ সৰ্ববিৎ সৰ্বজ্ঞো
ভবতি ॥ ১৯ ॥

বলদেব ।—তাৎপর্য্যদ্যোতনায় পুরুষোত্তমত্বে বেদুঃ ফলমাহ যো মামিতি । এবং
মহত্ত্বনিরুক্ত্য ন শুশ্রূষণাদিবং সংজ্ঞামাত্রেন যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি অসংমুঢ়ঃ প্রোক্তে
পুরুষোত্তমত্বে সংশয়শূন্যঃ সন্ স শ্লোকত্রয়সৌবার্থঃ জানন্ সৰ্ববিৎ নিখিলস্ত বেদস্য তত্রৈব
তাৎপর্য্যং । পুরুষোত্তমত্বজ্ঞো মাং সৰ্বভাবেন সৰ্বপ্রকারেণ ভজতুপাস্তে । সৰ্ববেদার্থবেত্তার
সৰ্বভক্ত্যঙ্গাহুষ্ঠিতরি চ যো মে প্রসাদঃ স তস্মিন্ ভবেদিতি মে পুরুষোত্তমত্বে সন্ধিহানস্বদীতসৰ্ব-
বেদোহ্যপ্যজঃ সৰ্বথা ভজয়ত্যতঃ ইতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

মধুসূদন ।—এবং ন্যূননির্দেহজ্ঞানে ফলমাহ যোমামিতি । যোমামীশ্বরং এবং যথোক্ত-
নামনির্দেহনেন অসংমুঢ়ঃ মহুযা এবায়ং কশ্চিৎ কৃষ্ণ ইতি সংমোহবর্জিতঃ জানাত্যয়মীশ্বর এবেতি
পুরুষোত্তমং প্রাধাণ্যাতং স মাং ভজতি সেবতে । সৰ্ববিৎ মাং সৰ্বান্য়ান্ বেদীতি স এব সৰ্বজ্ঞঃ
সৰ্বভাবেন শ্রেয়স্বক্ষণেন ভক্তিযোগেন হে ভারত ! অতোবহুত্বং “মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তি-
যোগেন সেবতে । স গুণান্ সমতীত্যোতান্ ব্রহ্মভূয় কলত ॥” ইতি তদুপপরং । যজোক্তং ব্রহ্মণো-
হি প্রতিষ্ঠাহমিতি তদুপপন্নতঃ “চিদানন্দাকারং জলদকৃচিসারং অতিগিরং ব্রহ্মজীবাং হারং
ভবজলধিপারং কৃতধিরাং । বিহস্তং ভূতারং বিদগ্ধবতারং মুহুরহোমহোবারংবারং ভজত কুশলারস্ত-
কতিনঃ” ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতদ্বিজ্ঞানকলঃ ময়ি ভক্তিরেবেত্যাহ, যোমামিতি অসংমুঢ়ঃ মম পুরুষোত্ত-

মত্রে সংশয়বিপর্যাসাদিহীনঃ স এব সৰ্ব্ববিৎ যতোমাং পুরুষোত্তমং জানাতি, তৎফলক মাং সৰ্ব্বভাবেন সৰ্ব্বাশ্বনা সৰ্বৈঃ প্রকারৈর্ভজতি ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—নবেতস্মিৎস্বয়া ব্যবস্থাপিতেহ্যপ্যর্থো বাদিনো বিদন্ত এব তত্র বিবৰ্ত্ততাং তে লক্ষ্যামোহিতাঃ সাধুস্ত ন মুহ্যতীত্যাহ যো মামিতি । অসংযুতঃ বাদিনাং বাদৈরপ্রাপ্তসংমোহঃ । স এব সৰ্ব্ববিৎ অনবীতশাস্ত্রোহপি স এব সৰ্ব্ব শাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ । তদ্বজ্ঞঃ কিশাধীতাধ্যাপিত সৰ্ব্ব শাস্ত্রোহপি সংযুতঃ সম্যক্ত্বমর্থ এবতি ভাবঃ তথা য এবং জানাতি স এব মাং সৰ্ব্বতোভাবেন ভজতি তদজ্ঞোভজয়পি ন মাং ভজতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—শ্রীভগবান্ পূৰ্বে স্বকীয় পুরুষোত্তম নামের তত্ত্ব কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । এক্ষণে দেই পুরুষোত্তমস্বরূপ ভগবত্ত্ব পরিজ্ঞানে এবং-ভূতেশ্বর তত্ত্বজ্ঞান প্রাধিকান নিবন্ধন এবং আত্মাববোধে কিরূপ পরিণাম হইয়া থাকে তাহাই বিবৃত করিতেছেন । শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যে সৌভাগ্যবান্ সাধক মায়ামোহাদি পরিশূন্য হইয়া এবং অজ্ঞানরূপ ক্ষণাক্ষরকায় বিষয়কূপ হইতে জ্ঞানালোকিত রমণীয় প্রদেশে উপনীত হইয়া আমায় পুরুষোত্তম বোধে হৃদয়ে ধারণ করিতে সক্ষম, তিনিই ধন্য এবং তাঁহার সাধনাই সার্থক । এ সংসারে মোহের মদিরায় সকলেই মত্ত । মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া, অসত্য ও অসারকে ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া পরম ফলপ্রদ পরমাকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ে মনুষ্যের আসক্তি অল্পই দেখা যায় । একেতো বিহিত পথপ্রদর্শক ভাগ্যক্ৰমে কদাচিত্ লাভ করা যায় ; তাহার পর যদি দৈবাৎ সেরূপ সছুপদেশ প্রদানক্ষম মহাপুরুষের সহিত সম্মিলন ঘটে, তাহা হইলেও তৎপ্রদত্ত পথে বিচরণ করিবার শত সহস্র অন্তরায় উপস্থিত হইয়া থাকে । সৰ্ব্বোপরি মনুষ্য হৃদয় এতই দুর্বল এবং আপাতমনোহর প্রত্যক্ষ সুখের এতই অনুরাগী যে, সাধনালভ্য অপ্রত্যক্ষ ভবিষ্যৎ সুখের নিমিত্ত হৃদয় সহসা প্রস্তুত হইতে চাহে না । এই সকল কারণেই সম্ভ্রাম মনুষ্যকে জন্ম হইতে মরণ কাল পর্য্যন্ত বিজড়িত করিয়া রাখে ; কিন্তু এই মোহই পরমোন্নতির একমাত্র প্রবল প্রতিবন্ধক । এই জন্তই এই স্থলে শ্রীভগবান্ অসম্পূর্ণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । এইরূপ সম্ভ্রাম বিজড়িত হইয়া যিনি শ্রীভগবানকে পুরুষোত্তম রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারই পরিজ্ঞান যথার্থ । কার্য্য ও কারণরূপে ক্রম ও অক্রম পুরুষের অপেক্ষা শ্রীভগবান্ শ্রেষ্ঠ । সুতরাং তিনি পুরুষোত্তম । বাঁহার

এইরূপ প্রকৃষ্ট পরিজ্ঞান হইয়াছে, তিনিই সৰ্ববিৎ অৰ্থাৎ বেদবেদান্ত প্রতিপাদ্য পুরুষোত্তমের তত্ত্ব পরিজ্ঞান হেতু সকল বিষয়ের জ্ঞানই তাঁহার লক্ষ হইয়াছে। সার ও অসার বস্তু বিনির্গয়ে তিনি সক্ষম হইয়াছেন, মোহের কুহেলিকা ভেদ করিয়া জ্ঞানের রমণীয় জ্যোতিঃপূর্ণ প্রদেশে তিনি বিচরণ করিতেছেন এবং ইহকাল ও পরকাল, জন্ম ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, এ সকলের রহস্যই তিনি সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন। এইরূপ সৰ্ববিৎ মহাত্মা সৰ্বপ্রকারে সেই পুরুষোত্তম স্বরূপ শ্রীভগবানেরই ভজনা করিয়া থাকেন। আত্মানাত্ম বিবেক সহকারে অনাত্ম বস্তুর পরিহার পূর্বক তিনি নিরন্তর পরমাত্মস্বরূপ পরম পুরুষের চিন্তাতেই বিনিযুক্ত থাকেন এবং আপনার আন্তরিক উদ্যম, দৈহিক চেষ্টা, জীবনের অধ্যবসায়, সকলই সেই পুরুষোত্তমের ভজনাতে পর্যাবসিত করেন। তাঁহারই হৃদয় সেই ভগবৎ প্রেমে সতত পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, এবং তাঁহারই অন্তর প্রদেশে স্নমধুর ভক্তির প্রবাহ নিয়ত প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই প্রেমলক্ষণা ভক্তি সহকারে সেই পুণ্যশীল সৰ্বতত্ত্বজ্ঞ রহস্যবিৎ সাধক নিরন্তর ভগবন্নিষ্ঠাতেই কালাতিবাহিত করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ পূর্বে বলিয়াছেন, “মাং চ যোঃন্যাভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। সন্তোষান্ সমভীতৈত্যান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।” (১৪শ অধ্যায় ২৬শ্লোক) সেই ভগবদ্বক্ত তৎ এই স্থলে উপপন্ন হইল।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব এই শ্লোকোপলক্ষ্যে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, যাহারা অত্রত্য শ্লোকত্রয় প্রতিপাদিত পুরুষোত্তম তত্ত্ব সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, অৰ্থাৎ কেবল সংজ্ঞামাত্র মনে না করিয়া যথাযথরূপে তাঁহার তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারাই সৰ্বজ্ঞ এবং শ্রীভগবানের রূপাভাজন। যাহারা উল্লিখিত তত্ত্বজ্ঞানের অপেক্ষা বেদবেদান্তের মৰ্ম্মাদিতে অধিকতর অভিজ্ঞ অথচ পুরুষোত্তম তত্ত্ব সম্বন্ধে কিকিঞ্চিৎ ও সন্দেহযুক্ত তাঁহার ভগবানের তাদৃশ করুণাম্পদ হইতে পারেন না।

এতাবত ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে, শাস্ত্রজ্ঞানই চরম জ্ঞান নহে। শাস্ত্র প্রদর্শিত পথে দুষ্কর সাধনা সহকারে যথাযথ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানই প্রকৃষ্ট জ্ঞান। অশেষ শাস্ত্র-সিদ্ধি অতিক্রম করিয়াও গনের নির্মলতা সংঘটিত না হইতে পারে, এবং অহঙ্কার ও আত্মাভিমান অপগত না হইতেও পারে। স্মরণ্য

শাস্ত্রজ্ঞানের ফলেও অসম্মোহ অবস্থা না হইলেও না হইতে পারে ; কিন্তু প্রকৃষ্ট ব্রহ্মজ্ঞানের অত্যন্ত মাত্র হৃদয় প্রদেশে আবির্ভূত হইলে স্বতই অন্তরাত্মা পাপপ্রদৌত হইয়া যায় এবং সকল জ্ঞানের সারস্বরূপ পরম জ্ঞান উত্তরোত্তর হৃদয়কে উন্নত ও পরম ফলাভিমুখী করিতে থাকে ॥ ১৯ ॥

—:~:~:~:—

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ ! ।

এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ! ॥২০ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপৰ্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং
যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম-
যোগো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

—:~:~:~:—

অনঘ । হে অনঘ ! (অপাপ !) হে ভারত ! ইতি (পূর্বোক্ত প্রকারেণ) গুহ্যতমং (অতি গোপনীয়ং) ইদং শাস্ত্রং ময়া উক্তং (কথিতং)
এতৎ বুদ্ধা (জ্ঞানী) বুদ্ধিমান্ (সম্যক্ জ্ঞানী) কৃতকৃত্যঃ (কৃতার্থঃ)
চ স্যাৎ (ভবেৎ) ॥ ২০ ॥

প্রতিশব্দ । হে অনঘ ! হে ভারত ! এইরূপ অতি-গোপনীয় এই শাস্ত্র আমার-কর্তৃক কথিত-হইয়াছে, ইহাকে জানিয়া সম্যক্-জ্ঞানী এবং কৃতার্থ হয় ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা । হে পাপরহিত ভরতবংশাবতঃস ! আমি তোমাকে অতি গুহ্যতম বিষয়ক এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিলাম ; যিনি ইহার মর্ম্ম প্রণিধান করিতে পারেন, সেই জ্ঞানীই কৃতার্থ হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অন্বয়প্রায়ে ভগবন্তব্রজানঃ মোক্ষফলমুদ্ভূতহৃদেদানীঃ তৎ ত্তৌতি ইতি গুহ্যতমমিতি । ইত্যেতৎ গুহ্যতমং গোপ্যতমং অত্যন্তং রহস্যমিত্যেতৎ কিস্তজ্ঞানঃ যদ্যপি গীতাপাং সমস্তং শাস্ত্রম্ চ্যতে তথাপ্যয়মেবাধ্যায়ঃ ইহ শাস্ত্রমিত্যাচ্যতে স্বত্বার্থঃ প্রকরণাৎ সর্বোহি

গীতাশাস্ত্রার্থোহস্মিন্নধ্যায়ে 'সমাসেনোক্তেন' কেবলং সৰ্বশ্চ বেদার্থ ইহ পরিসমাপ্তোযন্তং বেদে স বেদবিৎ, বেদৈশ্চ সৰ্বৈরহমেব বেদ্য ইতি চৌক্তমিদমুক্তং কথিতং ময়া হে অনঘ ! এতচ্ছাস্ত্রং ষণ্মাদর্শিতার্থং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্তাষ্ট্রবেৎ, নাস্তথা কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ! কৃতং কৃত্যং কৰ্ত্তব্যং যেন স কৃতকৃত্যঃ বিশিষ্টজন্মগ্রহতেন ব্রাহ্মণেন যৎ কৰ্ত্তব্যং তৎ সৰ্বং ভগবন্তস্তুে বিদিতং কৃতং ভবেদিত্যর্থঃ ন চাস্তথা কৰ্ত্তব্যং পরিসমাপ্যতে কস্মচিদিত্যভিপ্রায়ঃ । "সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ ! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইতি চৌক্তং । "এতচ্চি জন্মসাক্ষ্যং ব্রাহ্মণস্ত বিশেষতঃ । প্রাপ্যৈতৎকৃতকৃত্যোহি বিজোভবতি নাস্তথা" ॥ ইতি চ মানবং বচনং । যত এতৎ পরমার্থতত্ত্বমতঃ শ্রুতবানসি অতঃ কৃতার্থস্থং ভারতেতি ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ ভগবৎ পূজ্যপাদশিষ্য পরমহংস-পরিত্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্কর
ভাগবতকৃতৌ গীতাভাষ্যে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

আমন্মগিরি ।—অধ্যায়ার্থমন্দ্য়োপসংহারলোকমবতারয়তি অস্মিন্নিতি । সৰ্বস্যাসং গীতায়াং শাস্ত্রশব্দে বক্তব্যে কথমস্মিন্নধ্যায়ে তৎপ্রয়োগঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বদ্যাপীতি । সন্নিহিত-মধ্যায়ং স্তোতুমপি কৃতত্বত্র শাস্ত্রশব্দস্তদর্থ্যভাবান্তত্ৰাহ সৰ্বৌহীতি । গীতাশাস্ত্রার্থস্য সৰ্বস্যাত্ম সংক্ষিপ্তত্বাদেব কেবলং শাস্ত্রশব্দো ন ভবতি কিন্তু বেদার্থস্যাপি সৰ্বস্যাত্ম সমাপ্তেয়ু'ক্তং শাস্ত্র-পদমিত্যাহ নেতি । তত্র গমকমাহ যন্তমিতি । ভগবন্তত্ত্বজ্ঞানে কৃতকৃত্যতেত্যেতদ্ব্যপাদয়তি বিশিষ্টেতি । নান্যথেতুক্তং প্রপঞ্চয়তি নচেতি । সত্যপি তত্ত্বজ্ঞানে কৰ্ম্মণাং কৰ্ত্তব্যসমাপ্তিরিত্যা-পক্ষ্যাহ সৰ্বমিতি । তত্ত্বজ্ঞানে কৃতার্থতেতি তত্র মনোরপি সম্ভবতিমাহ এতকীতি । ভারতেতি সম্বোধনভাৎপর্য্যমাহ যতইতি । তদনেনান্মনো দেহাদ্যতিরিক্ততঃ চিত্রপঙ্কং সৰ্বস্বত্বং কার্য্যকারণবিনিমুক্তত্বেনাপ্রপঞ্চতঃ তদ্যাখ্যৈকরসব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানাদশেষপুরুষার্থপরিসমাপ্তিরি-ত্যুক্তং ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিত্রাজকাচার্য্য শুক্লানন্দ পূজ্যপাদশিষ্য শ্রীমদানন্দগিরি বিরচিতৈ
শ্রীগীতাভাষ্যে বিবেচনে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

রামানুজ ।—ইতীতি । ইৎ মম পুরুষোত্তমত্বপ্রতিপাদনং সৰ্ব্বেষাং গুহ্যানাং শুদ্ধ-তমমিদং শাস্ত্রং ত্বমনবতর্য্য যোগ্যতমইতি কৃত্বা ময়া ভবোক্তং এতদ্বুদ্ধাবুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ মাংপ্রপন্ননাউপাদেয়া বা বুদ্ধিঃ সা সৰ্বৌপাত্তা স্যাৎ । যচ্চ তেন কৰ্ত্তব্যং তচ্চ সৰ্বং কৃতং স্যাদিত্যর্থঃ । অনেন লোকেনানন্তরোক্তং পুরুষোত্তমবিষয়ং জ্ঞানং শাস্ত্রজন্মমৈবৈতৎ কৰোতি নতু সাক্ষাৎকররূপমিত্যুচ্যতে ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য বিরচিতৈ গীতাভাষ্যে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

হুমান্ ।—ঈশং গুহ্যতমং শাস্ত্রশাসনাস্তানিনীচ উত্তমবিদগতং এতচ্ছাস্ত্রং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্
ব্রহ্মনিঃশ্রাৎ কৃতকৃত শ্চ কৃতং কৃত্যং যেন স কৃতকৃত্যঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ৈ পৈশাচভাষ্যে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ত্রিধর — অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি ইতীতি । ইত্যনেন সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্তং
সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেবং ময়োক্তং ন তু পুনর্কিংশতিশ্লোকমধ্যায়মাত্রং হে অনঘ ! ব্যসনশূন্য ! অত-
এবৈতদ্ব্যক্তং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ সমাক্ষজ্ঞানী শ্রাৎ কৃতকৃত্যশ্চ শ্রাৎ যোহপি কোহপি হে ভারত !
ঐ কৃতকৃত্যোহসীতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ । সংসারশাখিনঃ ভিত্তা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভূঃ ।
পুরুষোত্তমযোগাথ্যে পরং পদমুপাদিশ্য ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াম্বৈমিকুতটীকায়াম্পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

বলদেব ।—অর্থতদপার্বেষপ্রকাশমিতি ভাবেনাহ ইতীতি । ইত্যেবং সংক্ষেপরূপং
পুরুষোত্তমত্বনিরূপকমিদং ত্রিশ্লোকীশাস্ত্রং তুভ্যং পরমভক্তায় ময়োক্তম্ । হে অনঘ স্বরাপাণ্যজ্জ্যে-
নৈতৎ প্রকাশ্যমিতি ভাবঃ । এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ পরোক্ষজ্ঞানী স্যাৎ কৃতকৃত্যোহপরোক্ষজ্ঞানী
চেতি পুরুষোত্তমত্বজ্ঞানমভ্যর্চ্যতে । বদ্ধান্বুক্তাচ্চ যঃ পুংসো ভিন্নস্তদভূতহৃদমঃ । স পুমান্
চরিরেবেতি প্রাপ্তং পঞ্চদশাদিতঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীম-লদেবকৃতে শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

মধুসূদন ।—ইদানীমধ্যায়ার্থঃ স্ববস্তুপসংহরতি ইতীতি । ইতি অনেন প্রকারেণ
গুহ্যতমং ব্রহ্মতমং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব সংক্ষেপেণেদমগ্নিধায়ায়ৈ ময়োক্তং হে অনঘ ! অব্যসন !
এতদ্বুদ্ধাভ্যোহপি যঃ কশিঞ্চিদ্ভূক্তিমানাং জ্ঞানবান্ শ্রাৎ কৃতং সর্বং কৃত্যং যেন ন পুনঃ কৃত্যাস্তরং
যন্তাশ্চি স কৃতকৃত্যশ্চ শ্রাৎ বিশিষ্টৈরগ্ন্যপ্রযুক্তেন ব্রাহ্মণেন যৎ কৰ্ত্তব্যং তৎ সর্বং ভগবদ্বশে
বিদিতে কৃতং ভবেৎ ন ; তত্ৰথা কৰ্ত্তব্যং পরিশ্রমাপাতে কতচিদিতি ভ্রূয়াৎ হে ভারত ! ঐ তু
নহাকুলপ্রযুক্তঃ স্বয়ং চ ব্যসনরহিত ইতি কুলগুণেন স্বগুণেন চৈতৎ বুদ্ধা কৃতকৃত্যোভবিষ্যসীতি
কিমু বক্তব্যমিতি ভ্রূয়াৎ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য নিবেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদনিষা শ্রীমধুসূদনসরস্বতী পরিচিতিয়াঃ

শ্রীভগবদ্গীতা গুণার্থবীপিকায়াম্পুরুষোত্তমভ্যোগোনিম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

নীলকণ্ঠ ।—অগ্নিধায়ায়ৈ ভগবদ্বজ্ঞানং যোগকলমুদ্রাণেদানীং তৎ স্তোতি ইতীতি ।
ইতি এতৎ গুহ্যতমমত্যন্তরহস্তং শাস্ত্রং যদ্যপি উগমষ্টাদশাধ্যায়ী ক্লেশশাস্ত্রং তদ্যপি অগ্নিধায়ায়ৈ
ক্লেশস্ত শাস্ত্রার্থস্ত প্রদর্শনাৎ অগ্নিমপি শাস্ত্রম্ অত্রহি কার্য্যকারণবিভাগঃ সংসারবৃক্ষস্তানিভাষ্যঃ

ভগবতোবিত্ততয়ঃ যন্তঃ বেদ স বেদবিৎ বেদৈশ্চ সৰ্বৈরহমেব বেদ্য ইত্যাদিনা সৰ্গভঃ শাস্ত্রার্থোদর্শিতোহস্তি ইদং ময়া উক্তং হে অনঘ ! নির্যাসন ! এতৎ রহস্যং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ জ্ঞানীভ্যাং আশ্রয়িত্তবেৎ, তাবতা কৃতকৃত্যঃ সৰ্গঃ হি কৃত্যং পরমাত্মাবগতিপর্যাস্তং তদ্রৈব কৃত্ব-
পুরুষার্থসমাপ্তেঃ চাত্মাং প্রাপণীয়শ্চ ত্বাৎ ভবতি নাতঃপরং কৰ্তব্যমবশিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমৎপদ্মাকাশ্রমাণনর্থাদাদ্যুরদ্ধর চতুর্ধ্বরবংশাবতঃস শ্রীগোবিন্দহৃদিস্থনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠ
কৃতো ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্বণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশোনিম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

বিশ্বনাথ ।—অধ্যায়ার্গমুপসংহরতি ইতীতি । বিংশত্যাশ্লোকৈকরেভিন্নতিরহস্তঃ শাস্ত্রমেব
সম্পূর্ণঃ ময়োক্তং । জড়ৈচৈতন্যবর্ণানাং বিরূতং কুর্ক্কাভ্যুতং । কৃষ্ণ এব মহোৎকর্ষ ইত্যাদ্যার্থ
কীর্তিতঃ ॥ ২০ ॥

ইতি সারার্গ-বর্ণিণ্যাং বর্ণিণ্যাং ভক্তচেতসাং । গীতাস্থয়ঃ পঞ্চদশঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ।

তাৎপর্য্য ।—সুপবিত্র পুরুষোত্তম রহস্য পরিবাক্ত করিয়া এক্ষণে
শ্রীভগবান্ উপসংহার কালে তদ্বিসয়ক জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছেন ।
এই অতুদার স্মরণ পৃথ তত্বোপদেশ পরিপূর্ণ গীতাশাস্ত্র অশেষ রহস্যের
ভাণ্ডার স্বরূপ, পরম জ্ঞানের পেটিকা স্বরূপ এবং অতি গোপনীর জ্ঞাতব্য
রহস্য কথার আধার স্বরূপ । ইহা আমূল বিবিধ ভুক্তের রহস্যপূর্ণ হইলেও
অধুনা এত পবিত্র বিংশতি শ্লোকময় পঞ্চদশাধ্যায়ে যে পরমেশ্বর স্বরূপ
পুরুষোত্তমের তত্ত্বকথা বিস্তৃত হইয়াছে, তাহা পরম ফলপ্রদ, পরম জ্ঞেয়,
একান্ত বোধিতব্য, অথচ অশেষ রহস্যজালে জড়িত এবং গোপ্যতম ।
অর্থাৎ এই তত্ত্ব যে সে স্থানে ব্যক্ত করা বিদেয় নহে । কারণ সর্গসাধারণে
ইহার মর্ম্ম এহণে অধিকারী নহে । কেবল শিক্ষিত বিহঙ্গম বিশেষের
জ্ঞায় এই রহস্য ধ্বনিত করিতে পারিলেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে না, ইহার তত্ত্ব
সম্যাকরূপে স্ক্রান্ত করিতে পারিলেই অভীপ্সিত ফল লব্ধ হইয়া থাকে ;
কিন্তু সেরূপ অধিকার প্রাপ্তি সকলের ঘটিতে পারে না । এই জন্যই এত
তত্বোপদেশ গুহ্যতমরূপে নিদ্ধিষ্ট হইয়াছে ।

শ্রীভগবান্ অভিন্নহৃদয় বান্ধব অৰ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া লোকহিতের
নিমিত্ত এই পরম তত্ত্ব কথা বিস্তৃত করিয়াছেন । এই তত্ত্ব যথাযথ বুদ্ধি
সহকারে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে বুদ্ধিবৃত্তির যথার্থ সাফল্য হয় এবং
যিনি তাহাতে রুতকার্য্য হন, তিনি যথার্থ বুদ্ধিমান্ নামে অভিহিত হইয়া

থাকেন। মনুষ্যের বুদ্ধি নিয়ত বহু বিষয়ে বিচরণ করে এবং সত্যকে অবহেলা করিয়া অনেক সময়ে অসত্যকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত প্রধাবিত হয়। এরূপ নিন্দিত বুদ্ধি বুদ্ধি নামেরই অযোগ্য। যে বুদ্ধির সাহায্যে উন্নতি না হইয়া অধোগতির পথ প্রাপ্ত হয়, সে বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে এবং সেইরূপ বুদ্ধিশালী মনুষ্য বুদ্ধিমান নামের যোগ্য নহে। যে বুদ্ধি প্রভাবে পুরুষোত্তম তত্ত্ববোধে সমর্থ হওয়া যায়, মোহের প্রলোভন বিচ্ছিন্ন করিয়া, জ্ঞানের সুমধুর আস্থান বাণী শুনিতে শুনিতে হৃদয় বিহ্বল হয়, সেই বুদ্ধিই প্রশংসনীয়, এবং সেইরূপ বুদ্ধিমান পুরুষই প্রকৃত বুদ্ধিমান। এইরূপ বুদ্ধিমান হইলে মনুষ্য কৃতকৃত্য হইয়া থাকে; অর্থাৎ তাহার জীবনের সকল কর্তব্য সকল প্রয়াস এবং সকল অধ্যবসায় সমাপ্ত হইয়া যায়। মুক্তিরূপ পরম ফলপ্রাপ্তি মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। যে বুদ্ধি সজ্ঞাত হইলে মনুষ্য অনায়াসে মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে, যে পরম সাধনার প্রভাবে চরমে পরম ফলের আলোখ্য সে সম্মুখে দর্শন করে, তাহার আর কি কার্য থাকিবে? জীবনের পরম উদ্দেশ্য সংস্কৃত হওয়ায় তিনি কামনাশূন্য আনন্দপূর্ণ এবং ভক্তিবিহ্বল হইয়া থাকেন।

এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জুনের “অনঘ” অর্থাৎ পাপরহিত শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন। অর্জুন ব্যাসন শূন্য ও মহৎশ প্রসূত; এই পরমোপদেশ তাঁহারই শ্রোতব্য বিদিতব্য এবং গ্রহণীয়। যে উপদেশ প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলে যে কোন সাধকই কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন, সেই উপদেশ প্রভাবে অর্জুনের আশ্রয় মহৎশশাস্ত্র মহাত্মা যে অনায়াসেই কৃতকৃত্য হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য।

কোন কোন ব্যাখ্যাতা মহোদয় বুদ্ধিমানের এবং কৃতকৃত্যের স্বতন্ত্র রূপ ফলের নির্দেশ করিয়াছেন। বুদ্ধিমানেরা পরোক ভাবে এবং কৃতকৃত্যেরা অপরোক ভাবে ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ কর্তৃক নির্দিষ্ট “সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্শ্ব! জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে।” (৪র্থ অধ্যায় ৩০ শ্লোক) এই বাক্যের তাৎপর্য এই স্থানে সমর্থিত হইল। এই শ্লোকোপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য নিম্নোক্ত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। “এতচ্ছঙ্করম্ সাক্ষ্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ। প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যো হি দ্বিজো ভবতি নাস্তথা।” (মনুসংহিতা ১২শ

অধ্যায় ৯০ শ্লোক) এই আত্মজ্ঞান ও বেদাদি তত্ত্ব দ্বিজাতির বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের জন্মদাক্ষ্য সম্পাদক ; দ্বিজাতিবর্গ ইহা প্রাপ্ত হইয়া নিশ্চয়ই কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন ॥ ২০ ॥

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার বাক্য । অশ্বখরূপ সংসার রূক্ষ ভেদ করিয়া শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম যোগ নামক এই পঞ্চদশাধ্যায়ে পরম পদ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেবের উপসংহার বাক্য । যিনি বদ্ধ এবং মুক্ত এই উভয় অবস্থা হইতে স্বতন্ত্র, তিনিই সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ, শ্রীহরিই সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ ; এই তত্ত্ব পঞ্চদশাধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে ।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথের উপসংহার বাক্য । জড় চৈতন্যবর্গের বিশ্লিষ্ট বিবরণ বিন্যস্ত করিয়া বর্তমানাধ্যায়ে ইহাই নিৰ্ণীত হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই মহোৎকর্ষ স্বরূপ ।

তাৎপর্য্য সমাপ্ত ।

—: (: : :) :—

যায়ুন মুনি ।—অচিন্মিশাধিগুচ্ছাচ্চ চেতনাং পুরুষোত্তমঃ । ব্যাপনাং ভরণাং স্বাম্যাদনঃ পঞ্চদশোদিতঃ ॥

তাৎপর্য্য ।—জড় চৈতন্য এবং বিশুদ্ধ চৈতন্য এতদুভয় হইতে সৃষ্ট পদার্থের মনো সৰ্ব্বব্যাপকত্ব হেতু, সৰ্ব্বপালকত্ব হেতু এবং সৰ্ব্বস্বামিত্ব হেতু পুরুষোত্তম স্বতন্ত্র, এই তত্ত্ব পঞ্চদশাধ্যায়ে কীর্তিত হইয়াছে ।